বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

পঞ্চ-উপাসক, গুরু-শিষ্য, পুরোহিত-যজমানের জ্ঞান-রত্নাকর

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম প্রবাহ হইতে ষষ্ঠ প্রবাহ

সাম, ঋক্, যজুঃ ত্রিবেদ, উপনিষদ্,
স্মৃতি, পুরাণ ও সর্ব্বতন্ত্র হইতে
সঙ্কলিত

দেশপূজ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর
আনুকূল্যে ও পরিদর্শনে
প্রচারিত

স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে
প্রতিষ্ঠাকল্পে

সৎ-সাহিত্য প্রচার-ব্রত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

সংবর্দ্ধিত, সংশোধিত, সুসংস্কৃত.
শুদ্ধিপত্রযুক্ত নির্ভুল
দ্বিতীয় সংস্করণ

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
(বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ)
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ভট্টপল্লীনিবাসী অশেষ-শাস্ত্রাধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ সংস্কৃত

পণ্ডিতবর শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সংশোধিত

মূল্য— ১৫·০০ টাকা

১৩১৭ সালে প্রথম সংস্করণ—১০,০০০ দশ সহস্র

১৩৩৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ—৫,০০০ পঞ্চ সহস্র

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্ত্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন

শ্রীমদ্ভগবৎকৃপায় ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি দ্বিতীয় খণ্ড এত দিনে প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড ১৩৩১ সালের জন্মাষ্টমীর দিন প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৩ সালের শুভ ১লা বৈশাখে প্রকাশিত হইল। এই দেড় বৎসরাধিককাল অনন্তকর্ম্মা ও অনন্তচিন্ত হইয়া, কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া, বসুমতীর পণ্ডিতমণ্ডলী এই মহাগ্রন্থের সংস্কার, সম্বর্দ্ধন, সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত-পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার সবিস্তার বর্ণনার সাধ্য আমার নাই। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এ কার্য্যে ব্রতী হইলে, বোধ হয়, বাক্যঝঞ্ঝায় দিগন্ত প্রকম্পিত হইত, লাট-কাউন্সিল হইতে সাহিত্য-পরিষদ, ব্রাহ্মণসভা পর্য্যন্ত সমস্ত সভাসমিতি এ আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে উৎসাহ-মুখর হইয়া উঠিত, সংবাদপত্রে আবেদন-নিবেদনের ভাষা খুঁজিবার জন্য হিমারণ্য পর্য্যন্ত দৌড়িতে হইত। সে ওজস্বিনী ভাষার প্রভাবে হিন্দুসমাজ-রূপ বিরাট্ হিমালয়ের মস্তক অবনমিত করিয়া করুণার হিমধারা প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হইলেও আন্দোলনের ঝঞ্ঝাঘাত বিপর্য্যস্ত করিয়া এ সংস্কারকার্য্য কতটা অগ্রসর হইতে পারিত, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিন্দুসভা, শুদ্ধি-আন্দোলন, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, সর্ব্বজাতি-সমন্বয় প্রভৃতি নানাভাবে হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কার-প্রচেষ্টার আন্দোলনের অভাব নাই; কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাণসর্ব্বস্ব ক্রিয়াকাণ্ড-অনুষ্ঠান যে ভ্রমের পর ভ্রমের স্তূপে সমাচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজরূপ বিরাট্ সৌধের যে ভিত্তিমূল জলপ্রপাতে ক্রমাগত শিথিল হইতেছে, সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস—ক্রিয়া অনুষ্ঠানে আস্থা—দেব-ভক্তি—ব্রাহ্মণ-শ্রদ্ধা যে দিন দিন কমিতেছে, বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ, ব্রতনিয়ম যে বিস্মৃতির কালগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে, অদূর-ভবিষ্যতে যে এ সকল অনুষ্ঠান ক্রমে কীটদষ্ট পুথিবাত হইয়া বল্মীক-স্তূপে পরিণত হইবে, এ সম্ভাবনাও বিচিত্র নহে। বাঙ্গালীর অর্থাভাব-পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহনীয় প্রভাব এ সকল অনুষ্ঠান-লোপের অন্যতম কারণ হইলেও প্রধানতম কারণ—

অশুদ্ধ মন্ত্রে শ্রদ্ধাহীন অনুষ্ঠান বারম্বার পণ্ড হইতে দেখিয়া ধর্ম্মসংস্কারের মূলে সার্ব্বজনীন অবিশ্বাস আসিয়াছে বা আসিতেছে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মের এই অতীব দুর্দ্দিনে অন্য দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সৎসাহিত্য-প্রচারব্রত পূজনীয় পিতৃদেব বসুমতীর পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহায়তায় হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড-অনুষ্ঠানসংস্কারে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নীরব সাধনার সুফল এই ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি। তাঁহারই নির্দ্দেশ ও ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, প্রাচীন পুরোহিতগণের স্বহস্তলিখিত কীট-জর্জ্জরিত পুথি এবং ত্রিবেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, অভিধান, উপনিষদরাশি আলোড়িত করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই মহাগ্রন্থ দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রাণপাত সাধনায় ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর আত্মনিয়োগে অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে যতদূর সম্ভব সুসংস্কৃত, চতুর্গুণ পরিবর্দ্ধিত ও নির্ভুল হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ সুধীবৃন্দের নিকট হইতে যেরূপ রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহপত্র পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয়, আমাদের শ্রম, সাধনা, অধ্যবসায়, অজস্র ব্যয় সার্থক হইয়াছে—ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি ঘরে ঘরে সমাদৃত হইয়াছে। স্পর্দ্ধার কথা নহে—অতি সত্যকথা, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কোন দিনই রজতরাশির উপাসনার জন্য বণিক্‌প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সুলভ সদ্‌গ্রন্থ প্রচার করে নাই। লাভের আশা রাখিলে ক্রিয়া-কাণ্ড-বারিধির সংস্কার ও প্রকাশ কোনক্রমেই সম্ভব হইত না।

প্রথম খণ্ড ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিতে দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ-প্রকরণ সন্নি-বেশিত করিতে পারি নাই—এজন্য অনেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গ্রাহকের অনুযোগ-পত্র পাইয়াছি, কিন্তু হিন্দুর শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন সংস্কারে আজও ধর্ম্মানুষ্ঠানব্যাপার অক্ষুণ্ণ আছে। সে সকল অনুষ্ঠান যাহাতে যথাযথভাবে নির্ভুল মন্ত্রে অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য প্রামাণ্য-যুক্তিসহ করিয়া এই দুই প্রকরণ অতি বিশদ ও নির্ভুলভাবে দিবার জন্য বিশেষ সংগ্রহে ও বিচারে আমাদের পণ্ডিত-মণ্ডলী নিয়োজিত ছিলেন এবং এজন্য অনেক প্রাচীন ক্রিয়াবান্ সুপণ্ডিতের নিকটে সন্দেহনিরাকরণ ও বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর-সমস্যার সমাধান করিতে হইয়াছে; এই অবশ্যম্ভাবী বিলম্বের জন্য আমরা প্রথম খণ্ডে এই সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, প্রতিষ্ঠার বৈদিক মন্ত্রগুলি বিশেষভাবে বেদের সহিত মিলাইয়া দিতে হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিতে নয়টি প্রকরণে—দীক্ষা, নিত্যকৃত্য, সর্ব্ব-দেবদেবী-পূজা, ব্রত, যাত্রা, ধ্যান, ন্যাস, আসন-মুদ্রা, স্তবকবচ প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে সাতটি প্রকরণে—দশবিধসংস্কার, শ্রাদ্ধ, তীর্থ-কৃত্য, প্রতিষ্ঠা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, বিবিধ কর্ম্মমালা, নৈমিত্তিক-প্রকরণ সন্নিবেশিত হইল। হিন্দুশাস্ত্ররত্নাকরে এখনও অনুষ্ঠানরত্নরাশির অভাব নাই—আমাদের বাসনা, সমস্ত আর্য-জ্ঞানরত্নমালা সঙ্কলন করিয়া—একত্রে গ্রথিত করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুধীবৃন্দকে উপহার প্রদান করি। কিন্তু পুথি-বিস্তারের ভয়ে, ক্রেতৃগণের ব্যয়াধিক্যের আশঙ্কায় সার্ব্বজনীন সুবিধার জন্ত আর্যজ্ঞান-গোমুখী-নিঃসৃত এই জ্ঞানগঙ্গা ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিকে ত্রিধারায় বিভক্ত করিতে হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হিন্দু-গৃহস্থমাত্রেরই অশেষ কল্যাণকর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠাননিচয়ে তবঙ্গায়িত। তৃতীয় খণ্ড বিশেষভাবে গুরু-পুরোহিত মহাশয়গণের জন্ত যজমানহিতকর ক্রিয়া-ব্যবস্থা-পাঠাদি সমন্বয়ে প্রকাশিত হইবে। তৃতীয় খণ্ডের প্রথমেই শ্রীভবদেব, পশুপতি, কালেশী, বাসুদেব সঙ্কলিত পরিশোধিত দশবিধসংস্কার-প্রকরণ অতি যত্নে নির্ভুলভাবে ও পাঠান্তর ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় প্রকরণে—নিত্যপাঠ্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, রুদ্রচণ্ডী, শ্রাদ্ধে পঠিতব্য বিরাট প্রভৃতি পাঠসমন্বয়। তৃতীয় প্রকরণে—শ্রাদ্ধবিবেক, উদ্বাহতত্ত্ব, নানাতথ্য। চতুর্থ—প্রকরণে ব্যবস্থা—প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র, সংহিতারাশি আলোড়ন পূর্ব্বক অতি প্রামাণ্য বিচারসহভাবে সমস্তাসমাধান করিয়া প্রকাশিত হইবে। পঞ্চম প্রকরণে—প্রায়শ্চিত্তবিবেক, শুদ্ধিপ্রক্রিয়া প্রভৃতি সর্ব্বজনপ্রয়োজনীয় নানা জ্ঞানময় বিষয় আলোচিত ও মীমাংসারাশিসমন্বিত হইবে। ষষ্ঠ প্রকরণে—মাহাত্ম্যতত্ত্ব—তীর্থমাহাত্ম্য, শাস্ত্রমাহাত্ম্য, অনুষ্ঠানমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবে। সপ্তমে—হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোকরহস্য, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, মোক্ষ ও জন্ম, কর্ম্মফল, ধর্ম্মগতসংস্কারের নানাশাস্ত্র-উদ্ধৃত আর্য্য ঋষি ও যুগাবতারগণের শ্রীমুখনিঃসৃত নিত্য-সত্য দিব্যজ্ঞানরাশি সঙ্কলিত হইবে। অষ্টম প্রকরণে—হিন্দুশাস্ত্রের বিবিধ মহাগ্রন্থের সারাৎসার সঙ্কলিত হইবে। আরও বহুবিধ জ্ঞান ও ক্রিয়াকলাপরাশি সংশোধন করিয়া দিবার বাসনা আছে, তবে সাধ্যে ও সামর্থ্যে কত দূর সম্ভব হইবে, তাহা এখন নির্ণয় করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি সম্ভব হয়, তবে হিন্দু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—হিন্দুধর্ম্ম বলিলে যে কিছু—যাহা কিছু বুঝায়,

তাহারই অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিতে পাইবেন, এমন আশা করিতেছি।

এই পুণ্যভূমি ভারতেই এক দিন ভগবান্ স্বয়ং অস্ত্রধারণ না করিয়াও ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বুদ্ধরূপে হিংসাবৃত্তি নাশ করিয়া অহিংসামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন---ভণ্ড কাপালিকগণের অনাচার চূর্ণ করিয়া, শঙ্কররূপে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া নির্ব্বাণমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন—আবার প্রেমোন্মাদভাবে বিহ্বল শ্রীচৈতন্যরূপে ভক্তির মন্দাকিনীপ্রবাহে জ্ঞানের শুষ্ক মরুভূমি প্লাবিত করিয়াছেন—পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহন-মাদকতায় অন্ধ উপাসকগণকে স্বধর্ম্মের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজে নিরক্ষর সাজিয়া শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সেই দেশ—যে দেশে যুগে যুগে বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, শঙ্কর, পরাশর, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনি, পতঞ্জলি, কণাদ, কপিল অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সেই দেশ—যে দেশের হিন্দুসমাজ মনুর শাসনে চিরস্বাধীন, শত পরাধীনতার নিগড়ও যে দেশের ব্যক্তিগত ধর্ম্মস্বাধীনতা—আত্মসাধনার দ্বারা মোক্ষ-লাভকে কোন দিনই ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। এ সেই দেশ - যে দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা ভাস্করের দিব্যজ্যোতির মত চিরদেদীপ্যমান—জ্যোতির্ম্ময়। আত্মমুক্তি—আত্মসংস্কার— সমাজ-অনুশাসন-পদ্ধতি—আত্ম ধর্ম্ম-মতগঠনের জন্য যে দেশে ধর্ম্মবক্তৃতা শুনিয়া জীবনগঠন বা সুসজ্জিত বেশে গীর্জ্জায় গিয়া উপাসনা-বক্তৃতা শুনিয়া ধর্ম্ম-নীতিশিক্ষার প্রয়োজন নাই। এ সেই দেশ—যে দেশে যুগের পর যুগ ধরিয়া ঋষি-মনীষিগণের চিন্তার ধারা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, সাহিত্যরূপে জ্ঞানের অনন্ত সমুদ্র—সর্ব্বস্তরে সুবিরাজিত—অবিনশ্বর—জগতের সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য অতুল্য সম্পদ্। এ সেই দেশ—যে দেশ ঋষি-ব্রাহ্মণ-গণের ত্যাগপ্রভাবে সম্পদের মাদকতা—কাঞ্চন-কৌলীন্যের গর্ব্ব-অহঙ্কার আজও ত্যাগীর চরণপ্রান্তে অবনতমস্তকে লুণ্ঠিত---সেই দেশের বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড অনুষ্ঠান অশুদ্ধমন্ত্রে লুপ্ত হইতে দেখিলে, অশেষমঙ্গলপ্রদ, ঋষি-অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হারাইতে দেখিলে, আজ কাহার প্রাণ না মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হয়?

মৃত্যু কি কেবল নশ্বর দেহ-ত্যাগ? সে ত চিরন্তন, অবশ্যম্ভাবী —কর্ম্মাবসানে মৃত্যু ত হিন্দুর কাম্য। আর এ যে জীবন্মৃত্যু; নিজের যাহা কিছু সম্বল—যে পারমার্থিক সম্পদ লাভ করিবার জন্য

রোগ-শোক-দুঃখ-নৈরাশ্যের লীলাভূমি জগতে জন্মজনিত অশেষ ক্লেশ সহ্য করা, সেই অমূল্য সম্পদই যদি লাভ না হইল—ক্ষণিকসুখের মরীচিকার সন্ধানেই অসার জীবন বৃথায় নষ্ট হইল, জ্ঞানলাভ দূরের কথা, অর্থের মোহেই জীবনের অবসান হইল—পূর্ব্ব-মহাপুরুষগণের সাধনার সম্পদরাশি যদি সঙ্কল্পের অভাবে লুপ্ত হইল—তাঁহাদের পদাঙ্ক-অনুসরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানে—দেব-দ্বিজভক্তিতে পরাঙ্মুখ হইয়া—প্রতীকের পূজা না বুঝিয়া পৌত্তলিকতা চূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলাম, তবে জীবন্মৃত্যুর আর বাকী রহিল কি? ধর্ম্মানুশীলন—ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান হিন্দুর ভ্রান্তি নহে—অনন্যসাধারণ সাধনার চরম ও পরম সিদ্ধি—হিন্দুগৌরবের অবিনশ্বর অবদান—জ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চ্চার অলৌকিক নিদর্শন। এ কথা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াই ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির যথাযথ সংস্কারে ও নির্ভুলরূপে প্রচারে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলাম; শ্রম, যত্ন, অর্থব্যয়, অধ্যবসায় কোন দিকেই চেষ্টা, ত্রুটী, কুণ্ঠা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। সাধনায় যদি সিদ্ধি থাকে—সৎ-অর্থব্যয়ের যদি সার্থকতা থাকে—সৎসঙ্কল্পে যদি শ্রীভগবানের কৃপালাভ সম্ভব হয়, তবে এ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি যথার্থই নির্ভুল ও প্রামাণ্য হইয়াছে।

এক্ষণে হিন্দুমাত্রেরই নিকট আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন—সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, পুরোহিতমহাশয়গণ যাহাতে দয়া করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধিদৃষ্টে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন, সে বিষয়ে যেন অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি ব্যতীত অন্য ভ্রমপূর্ণ হস্তলিখিত পুথি বা প্রেস-পণ্ডিত-সঙ্কলিত বটতলার ভুলবাহারের বাহাদুরীমণ্ডিত গ্রন্থ দেখিয়া ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করিলে তাহা অশুদ্ধমন্ত্রে পণ্ড হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক। পূজোপকরণের সহিত এই মহাগ্রন্থ পূজাস্থানে সংরক্ষিত করা প্রত্যেক ক্রিয়াশীল গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বসুমতীর সদ্‌গ্রন্থ সুলভ প্রচারের প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত—চির-উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক, গ্রন্থবিক্রয়ের জন্য আমরা এ কথা বলিতেছি, এমন কথা তাঁহারা কদাচ মনে করিবেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে; তাহা না হইলে এত সুস্পষ্ট করিয়া এ কথা বলিতে কখনই সাহস পাইতাম না।

গুরু-পুরোহিত মহাশয়গণের নিকটও আমাদের করযোড়ে নিবেদন—হস্তলিখিত পুথি ব্যতীত মুদ্রিত গ্রন্থ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি দেখিয়া ক্রিয়াকলাপ

করাইলে বা মন্ত্র ব্যতীত অনুষ্ঠানপদ্ধতিগুলি সংস্কৃত স্থলে বাঙ্গালায় করিতে বলিলে—তাঁহাদের প্রতি যজমানগণ শ্রদ্ধাহীন হইবেন, এমন আশঙ্কা তাঁহারা দয়া করিয়া না করিলেই বাধিত হইব, এবং এই গ্রন্থপ্রচারও সার্থক হইবে। এককালে সংস্কৃত এ দেশের ভাষা ছিল—এখন সংস্কৃত দেবভাষা হইলেও অনেকেই—বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম যাঁহারা আজও বজায় রাখিয়াছেন, সেই মহিলাগণের সংস্কৃত-পদ্ধতি সব সময় বোধগম্য হয় না—আবার বিজ্ঞান-যুক্তিবাদী ইংরাজীশিক্ষিত অনেকেই না বুঝিয়া কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন না অথচ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বাঙ্গালায় বলিলে কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয় না—এ অবস্থায় মন্ত্র ব্যতীত অনুষ্ঠানপদ্ধতিগুলি বাঙ্গালায় বলিতে বা বুঝাইতে পুরোহিতমহাশয়গণের কুণ্ঠিত হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখি না। অধিকাংশ হস্তলিখিত পুথি বা বটতলার ভ্রমপূর্ণ ছাপাগ্রন্থ অপেক্ষা ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি যে শতসহস্রগুণে নির্ভুল ও প্রামাণ্য, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বসুমতীর পণ্ডিত-মণ্ডলী এই মহাগ্রন্থ সম্পাদন, সম্বর্দ্ধন ও সংস্কারের জন্য যে বিপুল পরিশ্রম—যত্ন করিয়াছেন, তাহা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। বিশেষতঃ ভট্টপল্লী-নিবাসী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাসম্বল, আচারনিষ্ঠ, ক্রিয়ানিপুণ, প্রতিভাবান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ন্যায়-দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, পুরাণ, ব্যাকরণতীর্থমহাশয় যে ভাবে এই সংস্কারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন,—লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ পণ্ডিত তান্ত্রিক-সাধক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নমহাশয় যে ভাবে এ কার্য্যে দৃঢ়ব্রতী হইয়াছেন—বহু-শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রকাশে চিরযত্নশীল উৎসাহ-দাতা বসুমতীর প্রবীণ প্রকাশক ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ নির্ভুলভাবে মুদ্রণের জন্য যেরূপ প্রাণপাত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত ধন্যবাদ দিবার জন্য সভার আহ্বান করিতে হয়। বর্ত্তমান যুগে কোন সামান্য হিতকর অনুষ্ঠানের সূচনায় বা কার্য্য একটু অগ্রসর হইলেই অগ্রণীগণ বাহবার প্রবাহে—অভিনন্দন—অভিবাদন—অভিভাষণ—রাজ-টীকা—জয়মাল্য—ভোজসভার প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কার্য্যপ্রয়াস প্রশমিত করিয়া যশস্বী হইতে যত্নবান্ হন। এই 'তাই হাততালির' যুগে ইঁহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ইংরাজী কায়দায় ধন্যবাদ দিয়া কর্ত্তব্যের অবসান না করিয়া তাঁহাদের এই ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যের জন্য আমার প্রণাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অনেক কথাই বলিয়াছি। আবার এবার অনেক অবান্তরপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আপনাদের বিরক্ত করিলাম—বাহুল্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আশীর্ব্বাদ করুন, বক্তৃতার ঝঞ্ঝাবাতে বিপর্য্যস্ত না হইয়া—হাততালির অন্তরালে আমাদের নীরব সাধনা যেন সফল হয়। সেই ঋষিবাক্য যেন জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে চিরদিন ধ্বনিত হয়—

'অভিমানং সুরাপানং
গৌরবং ঘোররৌরবম্।
প্রতিষ্ঠাং শৌকরীং বিষ্ঠাং
ত্রীণি ত্যক্ত্বা জয়ী ভবেৎ॥'

কর্ম্মের গৌরব চাহি না—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বসুমতীর দ্বারা যদি ক্রিয়াকাণ্ডের কোন কিছু সঙ্কলন সংস্কার সম্ভব হইয়া থাকে, তবে সে সেই অনন্ত-শক্তির আধারের কণামাত্র অনুপ্রেরণা—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
শুভ ১লা বৈশাখ, সন ১৩৩৩

বিনয়াবনত—
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আশীর্ব্বচন ও উৎসাহপত্র।

(নিজমুখে গ্রন্থগৌরব করিতে চাহি না—ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর মনীষী পণ্ডিত-মণ্ডলী একবাক্যে যে আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহপত্র দিয়াছেন, তাহা এতৎসহ মুদ্রিত ও গ্রথিত করিয়া দিলাম)

স্বর্গীয় বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত ও তদীয় কৃতিমান্ পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক সংগ্রহ পুস্তকখানা আমি দেখিয়াছি এবং ইহার বিষয়-সন্নিবেশের গুরুত্ব ও প্রণালী দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যজমান ও পুরোহিত উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত বিষয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, এ পুস্তকে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব কমই আছে। পুস্তকের মধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বৃত্তি সন্নিবেশিত হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় অপটু লোকদিগের পক্ষে এ পুস্তক বিশেষ উপকারী হইবে, এবং অনেক দুর্ল্লভ বিষয়ের সন্নিবেশ থাকায় পণ্ডিতগণের নিকটও ইহা উপেক্ষণীয় হইবে না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, এই পুস্তক সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া সংকলয়িতা ও প্রকাশকের যশোবৃদ্ধি করুক। ইতি—

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর।

শ্রীমৎসু সুদীর্ঘজীবেষু—

পরমশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং বিজ্ঞাপনমিদম্

প্রিয় সতীশচন্দ্র !

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম, কাগজ, বাঁধাই ও মুদ্রাঙ্কন বড়ই সুন্দর হইয়াছে—এত সুলভ মূল্যে এত বৃহদ্-গ্রন্থ প্রচার এক অভাবনীয় ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—একাধারে

শিষ্য, যজমান, পুরোহিত ও গুরুর সমানভাবে উপযোগী, সপ্রমাণ ও সুবিশুদ্ধ—এরূপ বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালায় আর একখানি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না,—আশা করি, প্রত্যেক আস্তিক বাঙ্গালীর গৃহে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে, ক্রিয়া-কাণ্ড-বারিধির এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া তুমি বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকারসাধন করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া এইভাবে দেশের ও সমাজের সেবা দ্বারা কৃতকৃত্য ও যশস্বী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি' (প্রথম খণ্ড) প্রকাণ্ড গ্রন্থ। সমগ্র পাঠ করিয়া মতামত প্রকাশ করা এ বৃদ্ধের পক্ষে সম্প্রতি অসম্ভব। তবে, আমি যে যে অংশ দেখিলাম, তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়সংস্করণ ভূমিকায় যে ধর্ম্মানুরাগিতার পরিচয় পাইলাম, তাহাতে আশা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রচারিত এই গ্রন্থে যজমান এবং পুরোহিত উভয়েরই ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ সহায়তালাভ হইবে। যে সকল প্রকরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে যে সকল ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্র প্রদত্ত হয় নাই, আশা করি, তৃতীয় সংস্করণে এ ত্রুটিও থাকিবে না। ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির সমাদর কর্ম্ম-নিষ্ঠ সমাজে যে বিশেষরূপে হইবে, ইহা আমার বেশ মনে হয়। আশী-র্ব্বাদ করি, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইয়া ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির অপরা-পর খণ্ড প্রচার দ্বারা 'বারিধি' নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভাটপাড়া।

সাহিত্য-প্রচার-ব্রত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত "ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। এই পুস্তকের অনেকাংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম, কোন অংশে ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইল না। ইহা শাস্ত্রানুসারেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোন অংশেই শাস্ত্রবিধি অতি-ক্রান্ত হয় নাই। এই পুস্তকে বহুতর ক্রিয়াকাণ্ড-বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায়

ইহার "বারিধি" নামটি অন্বর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। এই পুস্তকের দ্বারা দেশের অশেষ উপকার সাধিত হইবে, এই পুস্তকানুসারে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সে কার্য্য নিশ্চিত সিদ্ধ হইবে। যাঁহারা পৌরোহিত্যকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই পুস্তক বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই পুস্তকের আর একটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ নাম এই—পঞ্চ উপাসক, গুরু-শিষ্য, পুরোহিত-যজমানের জ্ঞান-রত্নাকর। আমার বিশ্বাস, এই পুস্তকখানি "জ্ঞান-রত্নাকর" নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমি প্রকাশক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার নাম অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির দ্বিতীয় খণ্ডের শীঘ্র প্রকাশে যত্নবান্ হউন। ইত্যলমধিকেন

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—মহামহোপধ্যায়
বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক—নবদ্বীপ-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক।

সুপ্রসিদ্ধ 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত "ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি" নামক সংগ্রহপুস্তক পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। হিন্দু গৃহস্থগণের অবশ্যকর্ত্তব্য, নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপপদ্ধতিসম্বন্ধে ঈদৃশ বিস্তৃত ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আমি ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে একখানি 'কর্ম্মকাণ্ড কোষ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি যাবতীয় গৃহস্থকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও পূজা-ব্রতাদি সবিশেষ দক্ষতা সহকারে এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রদায়ভেদে ও বৈদিকশাখাভেদে দুই এক স্থানে মন্ত্রপাঠাদি বিষয়ে মতভেদ বা সামান্য প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলেও ইহা যে সনাতন হিন্দু-গণের একটি অবশ্য নিত্য ব্যবহার্য্য পুস্তক, সে সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। শুদ্ধিপত্রের দ্বারা কয়েকটি অপরিহার্য্য ভ্রম-প্রমাদের রীতিমত সংশোধন হইয়াছে।

সনাতন হিন্দু গৃহস্থ ও সাধকগণের পক্ষে এই পুস্তকের উপযোগিতা অনির্ব্বচনীয়। যাঁহারা আহ্নিকতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব, তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থ

পড়িতে সময় পান না বা স্বয়ং পড়িয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহাদের পক্ষে ও পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে এই পুস্তক অতীব উপযোগী। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে ইহার বহুলপ্রচার একান্ত প্রার্থনীয় হইতেছে। ইতি—

শ্রীআশুতোষ শর্ম্মা।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।

অশেষ-কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত বসুমতী-স্বত্বাধিকারি মহাশয় সমীপেষু—

বিজ্ঞাপনমিদম্

আপনার সঙ্কলিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির অনেক স্থান দেখিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম, ঐ গ্রন্থে তান্ত্রিক ও বৈদিক অনেক কৃত্য আছে, বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তির ঐ গ্রন্থ বিশেষ উপকারসাধন করিবে সন্দেহ নাই। নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য প্রায় সকল কর্ম্মই ঐ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে থাকায় সকলেরই অন্তরে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করি। এই গ্রন্থ ভিন্ন আবশ্যক সমস্ত বিষয় সম্বলিত অন্য কোন একখানি গ্রন্থ নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাতে যে অনেকে বিশেষ উপকার অনুভব করিবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, ভগবান্ যেন এইরূপ সৎকার্য্যকারীর দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল করেন। ইতি—

ভট্টপল্লী } শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ (দেবশর্ম্মণঃ)
শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (দেবশর্ম্মণঃ)

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। প্রকাশক মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশপূর্ব্বক হিন্দু সাধারণের একটি প্রধান অভাব দূর করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমি আশা করি, এই পুস্তকে হিন্দুসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। শ্রীশ্রীভগবৎসমীপে এই পুস্তকের বহুলপ্রচার প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীহরিপদ স্মৃতিতীর্থ

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ।

মহাভাগ! আপনার প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক অতিবিস্তীর্ণ গ্রন্থ দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে হস্তলিখিত ক্রিয়াকলাপপদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায়। আমি এক সময়ে বহু অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, বিক্রমপুর একটি প্রধান পণ্ডিত-সমাজ। এই স্থানেও যাঁহারা পণ্ডিতশিরোমণি ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের ঘরে ক্রিয়াকাণ্ডের ভাল পদ্ধতি ছিল। ইদানীং তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সকল পুস্তকের অনাবশ্যকতা বোধেই হউক বা আলস্যাদি দোষেই হউক, জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট অমূল্য পুস্তকগুলিকে গৃহের আবর্জ্জনা বা মূষিকের বাসস্থান মনে করিয়া জলাদিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অতি অল্প ঘরেই কিছু কিছু কর্ম্মকাণ্ডের পুস্তক আছে।

ইদানীন্তন পুরোহিতগণও কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতি লিখিতে বা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন না। মুদ্রিত পুস্তকই সর্ব্বত্র অবলম্বন। মুদ্রিত বিরাট, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতিরও এই দেশে পাঠ দেখিতেছি।

এই সময়ে বহুশাস্ত্রদর্শী বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে আপনি বেদাদিশাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া বহুল অর্থব্যয়ে এবং প্রযত্নাতিশয়ে বিশুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ-প্রণালী এবং বিশুদ্ধ-মন্ত্রাদি-সম্বলিত এই বারিধির সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা বারিধি নয়, ইহা রত্ননিধি হইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ইহাদ্বারা আপনি হিন্দু-সমাজের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন এবং প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাইবেন। ইতি—

সমাবেদনমিদং চিরকুশলার্থিনঃ—
শ্রীকৃষ্ণচরণ-শর্ম্ম তর্কালঙ্কারস্য।

শ্রীযুক্ত বসুমতী-স্বত্বাধিকারি-মহাশয় সমীপেষু—

আপনার প্রদত্ত নূতন সংস্করণ ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক কর্ম্মকাণ্ডের পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া, অনেকাংশ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। এই-রূপ বিশুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের বিরাট্ পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে আপনি যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, সেই জন্য হিন্দুজনসাধারণের নিকট আপনি ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, এই পুস্তক সকলেই আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। ইতি—

শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ-শর্ম্মণঃ
মহামহোপাধ্যায়—প্রাচীন স্মার্ত্ত ও কতিপয় স্মৃতিশাস্ত্রের টীকাকার।

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার বিভাগের সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

বসুমতী শাস্ত্রপ্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা যথাসম্ভব পরিশুদ্ধ হইয়াছে। পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ এই গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীগুরুচরণ তর্ক-দর্শন-তীর্থ—মহামহোপাধ্যায়
কলিকাতা, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।

বসুমতী হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির প্রথম খণ্ড পাইয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের নিত্যকর্ম্ম ও দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী গ্রন্থ মুদ্রিত না থাকায় এবং পৌরোহিত্য কার্য্যে তাদৃশ পণ্ডিত ও দক্ষতর ব্যক্তি প্রায় না পাওয়ায় হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয় দিন দিন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বসুমতীর মুদ্রিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির প্রথম খণ্ড পাইয়া ও পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ঐ পুস্তকানুসারে গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয় বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ একত্রে সুন্দরভাবে সজ্জিত পুস্তক পাইলে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীতও ধর্ম্মকর্ম্ম সংসাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপ কার্য্যে সুযোগ্য কর্ম্মদক্ষ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-কর্ম্মোপযোগী গ্রন্থ-মুদ্রণ দ্বারা বসুমতীর স্বত্বাধিকারী দেশের ও ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুমাত্রের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এইরূপ যত্ন সহকারে আরও ধর্ম্মশাস্ত্র মুদ্রণ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ইতি—

ভবদীয়—শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীর্থ দেবশর্ম্মা
৺ভুবনেশ্বরী চতুষ্পাঠী, ভাটপাড়া।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি নামক পুস্তকের অভিনব পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ দেখিলাম, প্রকাশকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। এই বিরাট ধর্ম্ম-গ্রন্থখানি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেরই গৃহে রাখা উচিত, কারণ, এই পুস্তক অনুসারে কার্য্য করিলে, ধর্ম্মকার্য্য পরিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ইতি—

শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ—মহামহোপাধ্যায়
১২।২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাননীয় মহাশয়!

আপনার প্রকাশিত 'ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি' প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই বারিধিতে ক্রিয়াকাণ্ড-মহার্ঘ্য-রত্নসমূহ যে ভাবে অতি যত্ন সহকারে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুমাত্রেরই ধর্ম্মকর্ম্ম-রক্ষার (অনুষ্ঠানের) প্রধান সহায় মনে করি। পুস্তকখানি যেমন বিশুদ্ধ, তেমন ছাপা সুন্দর ও মনোহর বাঁধান হইয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানের বৃহৎ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। অচিরে এই গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল পুরোহিত এবং অধ্যাপকেরা এক একখানি গৃহে রাখিলে ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের পদ্ধতির অভাবে ক্লেশ পাইতে হইবে না। ইতি—

নিবেদক
অধ্যাপক—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ।
দ্বারকা দর্শন-বিদ্যালয়, বুধপাড়া, চট্টগ্রাম।

'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত "ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির" নূতন সংস্করণ দর্শনে প্রীত হইলাম। এরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল। হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষা করিতে হইলে এই পুস্তক অবশ্য প্রতি গৃহে সযত্নে রক্ষা করা উচিত। প্রকাশক গ্রন্থের নির্ভুল সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পণ্ডিতদের সাহায্য লইয়াছেন। আমরা প্রকাশকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি—

শ্রীদাশরথি স্মৃতিরত্ন
নূতন বাজার চতুষ্পাঠী।

বসুমতী সাহিত্যভাণ্ডারে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধির কিয়দংশ পাঠ করিয়া বুঝিলাম, ইহার যথার্থ নামই রাখা হইয়াছে, এই জাতীয় অনেক পুস্তকে যাহা নাই, তাহা বহু অনুসন্ধানে ইহাতে সন্নিবিষ্ট করায় ইহা হিন্দুর বড়ই উপকারের বস্তু হইয়াছে। ইতি—

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ
ভাটপাড়া।

হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষার সহায় ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি একখানি অনতিনব্য প্রমাণ পূজাদিপদ্ধতি, এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র সংস্কারকার্য্য পৌরোহিত্য-বিধির বিশেষজ্ঞতা সমর্থন করিতেছে। ইতি—

সমালোচকঃ—
শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ শর্ম্মা
ভট্টপল্লীতঃ।

বসুমতী আফিস হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। এই গ্রন্থখানি হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ উপকারক হইবে সন্দেহ নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, বসুমতী-স্বত্বাধিকারী মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করুন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ দেবশর্ম্মা
ভট্টপল্লী।

আমরা 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির" হইতে প্রকাশিত "ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি" নামক হিন্দুর সর্ব্বস্ব, ধর্ম্ম-কর্ম্মপদ্ধতির অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই দুর্দ্দিনে, বিপ্লবের সময়ে, এরূপ ধর্ম্মকার্য্যের সহায়স্বরূপ পুস্তক প্রকাশ করিয়া, পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সত্য সত্যই 'বসুমতীর' রক্ষাকল্পে সাহায্য দান করিয়াছেন। এরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্যের সংস্থিতিকারক বিবিধ নিয়ম, ব্রত, সংস্কার,

অনুষ্ঠানবোধক গ্রন্থ বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রকাশকের দীর্ঘায়ুঃ ও এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ
অধ্যাপক গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃতকলেজ, কলিকাতা।

বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি একটি বিরাট সঙ্কলন গ্রন্থ। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক বহুবিষয়ের সন্নিবেশ-গৌরবে ইহার বিশাল অবয়ব হিন্দুসন্তানমাত্রেরই পরম উপকারসাধন করিবে। আজকাল যজমানের বৈধকর্ম্মে লক্ষ্য নাই, পুরোহিতেরও কর্ম্ম করাইতে ঔদাসীন্য আসিয়াছে। এই সুলভ গ্রন্থ প্রচারের ফলে যদি যজমান উদ্বুদ্ধ হয়, পুরোহিত অবহিত হন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। এ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বিষয় সাধারণ পুস্তকে পাওয়া যায় না—এজন্য হিন্দুসমাজ যে অভাব অনুভব করিত, তাহাও আজ দূর হইল। গ্রন্থের কতিপয় স্থান অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। বসুমতী-স্বত্বাধিকারীর এই সাধু প্রচেষ্টা অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হউক, বাঙ্গালার ঘরে-ঘরে ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি প্রবেশলাভ করুক, ইহাই আশীর্ব্বাদ।

ভট্টপল্লীবাস্তব্য
শ্রীশ্রীজীব-কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়তীর্থ-দেবশর্ম্মা।

অন্যান্য প্রশংসাপত্রগুলি স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

সূচি-পত্র

প্রথম প্রবাহ

সংস্কার-প্রকরণ।

বিষয় পৃষ্ঠা

যজুর্ব্বেদীয়

"ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরীধৃত সাধারণ হোম" প্রথমখণ্ডে পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদীয়

দ্বিতীয় প্রবাহ

—০—

শ্রাদ্ধ-প্রকরণ।

সামবেদীয়

বিষয়

যজুর্ব্বেদীয়

ঋগ্বেদীয়

তৃতীয় প্রবাহ

—o—

তীর্থকৃত্য-প্রকরণ

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়

চতুর্থ প্রবাহ

—০—

প্রতিষ্ঠা-প্রকরণ

দেবপ্রতিমাগঠন

বিষয় পৃষ্ঠ

পঞ্চম প্রবাহ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-প্রকরণ

বিষয়

ষষ্ঠ প্রবাহ

—০—

নৈমিত্তিক-প্রকরণ

ব্রতমালা

সামবেদীয়

বিষয়			পৃষ্ঠা

যজুর্ব্বেদীয়

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম প্রবাহ

সংস্কার-প্রকরণ

সামবেদীয় গর্ভাধান *

ঋতুস্নানাবসানে নিষেকদিবসে আচারবশতঃ শুভলগ্নে পতি পবিত্র হইয়া আচমন এবং স্বস্তিবাচন করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

অদ্যেত্যাদি অমুকরাশিস্থে ভাস্করেঽমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ মৎপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শুভগর্ভাধান-কর্ম্মণি বিশিষ্টপুত্রোৎপত্তিকামো গণপত্যাদিপূজাপূর্ব্বক-ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজামহং করিষ্যে।

* আর্য্য মনীষিগণ বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াই আমাদিগের দেশে গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক অনভিজ্ঞ মূর্খেরা স্বীয় অজ্ঞানতাবশতঃ তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল পরমহিতকর সংস্কারগুলির বিলোপ করিতে উদ্‌যোগী হইতেছে। মনে কর, যেমন চিত্রকর প্রথমতঃ স্থূলভাবে একটি ছবি অঙ্কন করিয়া পুনঃ পুনঃ তুলিকার চালনা করিলে সেই ছবি ক্রমে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিসমন্বিত ও পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধানে সংস্কারক্রিয়ার ভূয়োভূয়ঃ প্রয়োগ হইলে মানবদেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণ উন্মেষ হইয়া উঠে। এই জন্য শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, "চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ। ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ।" তথা—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভ-সমুদ্ভবম্।" তথা—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে" অর্থাৎ চিত্রাঙ্কনবৎ যথাক্রমে অনুষ্ঠিত সংস্কারে ব্রাহ্মণ্যও পরিস্ফুট হইয়া থাকে এবং মাতাপিতার গর্ভ ও বীজের নবজাত সন্তানে সংক্রমিত দোষগুলিও প্রশমিত হয়। জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়, সংস্কার দ্বারাই দ্বিজ

পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ, যথাযথ নিয়মে আসনশুদ্ধ্যাদি করত গণেশাদিদেবতা-পূজান্তে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিবে। *

পরে পতি দিবাশেষভাগে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে, সঙ্কল্প যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে

হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, সংস্কার-কার্য্যগুলির লোপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। দেহে ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনুকূল গুণের উন্মেষ করিতে দেওয়া সর্ব্বদাই বিধেয়। সংস্কারকার্য্য সাধারণতঃ দশবিধ,—(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) নামকরণ, (৬) অন্নপ্রাশন, (৭) চূড়াকরণ, (৮) উপনয়ন, (৯) সমাবর্ত্তন, ও (১০) বিবাহ। এই সংস্কারদশটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) গার্ভ সংস্কার, (২) শৈশব সংস্কার, (৩) কৈশোর সংস্কার, (৪) যৌবন সংস্কার। প্রথম তিনটিকে গার্ভ সংস্কার, দ্বিতীয় তিনটিকে শৈশব সংস্কার, তৃতীয় তিনটিকে কৈশোর সংস্কার এবং চতুর্থটিকে যৌবন সংস্কার কহে। গর্ভাধানাদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সন্তানের উৎকর্ষসাধন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গর্ভাধানবদুপেতো ব্রহ্মগর্ভং সন্দধাতি, পুংসবনাৎ পুংসীকরোতি ফলস্থাপনাৎ মাতাপিতৃজং পাপ্মানমপোহতি, রেতোরক্তগর্ভোপঘাতঃ পঞ্চগুণো জাতকর্ম্মণা প্রথমমপোহতি, নামকরণেন দ্বিতীয়ং প্রাশনেন তৃতীয়ং চূড়াকরণেন চতুর্থং স্নপনেন পঞ্চমম্। এতৈরষ্টাভিঃ সংস্কারৈর্গর্ভো-পঘাতাৎ পূতো ভবতি। ইতি সংস্কারতত্ত্বম্। সেই মহোচ্চ উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়েই আর্য্য-শাস্ত্র বেদমূল হইতে স্থির করিলেন যে, জনক-জননী-দেহে যে সকল দোষ থাকে, তাহাই সন্তানে সংক্রমিত হয়। ইহা স্থির করিয়া গর্ভাধান, গর্ভগ্রহণযোগ্যতা ও তদুপযুক্ত সময় নিরূপণ করত সন্তানোৎপত্তিকালেও যাহাতে জনক-জননীর মন পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হইয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেই হেতুই আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভাধানাদির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মূলের মধ্যে যে "ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় লিখিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেই গর্ভাধানসংস্কারের মহোচ্চ অভিপ্রায় ও পবিত্র ভাব উপলব্ধি হইবে। উহার ভাবার্থ এই যে, গর্ভাধানসময়ে পতি পত্নীকে বলিতেছেন,—"সর্ব্ব-ব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসবসমর্থ করুন্; দেবশিল্পী ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশ করুন, যাবন্মাত্র বীজে গর্ভ হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে তাবন্মাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুন; আদিত্য-দেব পুত্রার্থে তোমার গর্ভ রক্ষা করুন্। হে ভগবতি সিনীবালি! তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর; হে সরস্বতি! তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর অর্থাৎ ইহার বন্ধ্যাত্ব অপনোদন কর। যাহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্ব্বদা দেবগণ দ্বারা অভ্যুদিত, স্বতঃ বিনয়নম্র, সত্ত্বগুণবান্ নারী-বিভূষণস্বরূপ সম্পদ্যুক্ত ও আত্মানন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন্।" এই প্রকার আনন্দময়, পবিত্র, উচ্চ, শুভলক্ষণোদ্দীপক ভাবসমূহ সহকারে সঞ্জাত সন্ততি যে দিব্যভাবযুক্ত ও সর্ব্বসুলক্ষণে সুলক্ষিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যে সকল ব্যক্তি এই দুইটি মন্ত্রের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের, মহোচ্চ কবিত্বের, শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যের সমবেত সমাবেশ দর্শনে বিস্মিত না হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে চাহি না। তবে যে সকল ব্যক্তি মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিপ্রণোদিত হইবেন, তাঁহাদিগকে জানাই যে, তাঁহারা যেন কদাচ ভ্রমেও নিজ নিজ কুলে গর্ভাধানাদি সংস্কারের লোপ না করেন।

* গর্ভাধানকার্য্যে সামবেদীর আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ স্মার্ত্তসম্মত নহে, কেহ কেহ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ভবদেবভট্ট আভ্যুদয়িক সম্বন্ধে কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই।

অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়া মৎপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শুভগর্ভাধানকর্ম্মণি শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামো বিশিষ্টপুত্রোৎপত্তি-কামো বা সূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে। পরে সূক্তপাঠান্তে সূর্য্যের ধ্যান ও পূজা করত সুগন্ধচর্চ্চিত ও সুবেশধারী পতি স্ত্রীর সহিত উত্থিত হইয়া নিম্নলিখিত নয়টি মন্ত্র ক্রমান্বয়ে পড়িয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিবে, যথা—

ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বতস্কর্ত্তা বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ ১ ॥
সম্পদাকৃতিরাকাশেঽক্ষোভরূপী জগৎপ্রভো।
সাক্ষী ত্বং সর্ব্বভূতানাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ২॥
ময়া চ যৎ কৃতং কর্ম্ম সাম্প্রতং ফলহেতবে।
তিমিরঘ্ন মহাতেজো গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥৩॥
নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং দদামি ভক্তিতৎপরঃ।
সম্পদাং হেতুঃ কর্ত্তা চ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥৪॥
নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকসাক্ষিন্ বিভাবসো।
পুত্রার্থী চ প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥৫।
কমলাকান্ত দেবেশ সাক্ষী ত্বঞ্চ জগৎপতে।
ভক্তস্তব প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥৬॥
স্বর্ণদীপ নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বতাপন।
নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥৭॥
নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুখমোক্ষপ্রদায়ক।
ছায়াপতে জগৎস্বামিন্ স্বর্ণদীপ নমোঽস্তু তে ॥৮॥
বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্ধুশ্চ বিশ্বেশো বিশ্বলোচনঃ।
নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥৯॥

পরে জবাকুসুমসঙ্কাশম্ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

তৎপরে সায়ংসন্ধ্যা অতীত হইলে পূর্ব্বাস্যে আসীনা বধূর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া তদীয় স্কন্ধোপরিদেশ হইতে দক্ষিণকর অবতারণ পূর্ব্বক উপস্থ স্পর্শ করত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণু-ত্বষ্টৃ-প্রজাপতি-ধাতারো দেবতা গর্ভাধানে

বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ১ ॥ *

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিনৌ দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২ ॥

তৎপরে উত্থিত বধূর নাভিস্থলে সুবর্ণ স্পর্শ করাইয়া নিম্নকথিত মন্ত্রে উহা নিক্ষেপ করিবে। † যথা—

ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং ভোঃ সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে।
তথা ত্বং ভব কল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণী ॥
ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে ॥

ঐ সুবর্ণ বধূর দক্ষিণভাগে পড়িলে পুত্র ও বামভাগে পড়িলে কন্যা হইবে জানিবে।

পরে যথাযথ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য সংশোধিত করত পতিপুত্রবতী রমণী বা ব্রাহ্মণবালক দ্বারা বধূকে তাহা পান করাইবে। যখন উহা পান করিবে, তখন বধূ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সেবন করিবে। পরে পতি স্ত্রীতে উপগত হইবে।

সামবেদীয় পুংসবন ‡

প্রথমগর্ভধারণের তৃতীয় মাসের প্রারম্ভে শুভদিবসে প্রভাতে পতি স্নান

* কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋষিপ্রণীত, কোন্ ছন্দে রচিত, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে এবং কি কার্য্যে উহার প্রয়োগ, এই সকল জানা না থাকিলে উক্ত মন্ত্রপাঠের সম্যক্ ফল হয় না; সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে উহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্ত মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষ্যাদি পাঠ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বেই ঐ সকল লিখিত আছে। উহা প্রায় সর্ব্বত্রই অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সুতরাং পাঠকগণ উহা দৃষ্টেই উহার অর্থ সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন বোধে সকলের অনুবাদ প্রদান করা হইল না। কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটিমাত্র অনুবাদ দেওয়া গেল। যথা—"বিষ্ণুর্যোনি" এই মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা বিষ্ণু, ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা), প্রজাপতি ও ধাতা (ব্রহ্মা) এবং গর্ভাধানে এই মন্ত্রের প্রয়োগ।

† ইহা গোভিল ও স্মার্ত্তসম্মত নহে। নিম্নলিখিত মন্ত্র কাল্পনিক মাত্র।

‡ গর্ভাবস্থায় দ্বিতীয় সংস্কারকে পুংসবন কহে। এই সংস্কার গর্ভাবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। গর্ভ গ্রহণের তিন হইতে চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইবার অনেক সম্ভাবনা, এই জন্য তৃতীয় মাসের দশ দিনের মধ্যেই (গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে) পুংসবনসংস্কার-নির্ব্বাহের

ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চন্দ্রনামা অগ্নিকে স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ-জপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন করিবে। তৎপরে প্রাতঃকালে কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিমপার্শ্বে স্বীয় দক্ষিণভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখীভাবে বসাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে তূষ্ণীভাবে হোম করত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। যথা—প্রজাপতি-ঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। পরে পতি দণ্ডায়মান অবস্থায় বধূর পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তদীয় স্কন্ধ স্পর্শ করত দক্ষিণ কর দ্বারা বস্ত্রাচ্ছাদিত নাভিদেশ স্পর্শ করিবে এবং নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ও পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে॥

ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুংসবন শব্দে পুত্রসন্তানের উৎপাদক সংস্কার, গর্ভস্থ ভ্রূণ দ্বিতীয় মাসাবধি অব্যক্ত চিহ্নাবস্থায় থাকে, সে কারণ এই পুংসবন-কর্ম্মের দ্বারা সেই গর্ভভ্রূণকে পুরুষরূপে পরিণত করা হয়। বিশেষতঃ সকল দেশীয় স্ত্রীলোকেই কন্যা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুত্র কামনা করেন। এই জন্য পুংসবনসংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সংস্কারে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহা শুনিবামাত্র গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; সেই আনন্দাতিরেক বশতঃ গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনাদিজনিত অবসাদ প্রভৃতি বিদূরিত হয় এবং গর্ভপোষণের শক্তি যেন পুনরায় সমুদ্ভূত হইতে থাকে। সেই মন্ত্র উপরে লিখিত আছে, উহার অর্থ—"সূর্য্য ও বরুণ দেবদ্বয় যেমন পুরুষ, অশ্বিনীকুমারযুগল যেমন পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু ইঁহারাও যেমন পুরুষ, তোমার গর্ভেও তেমন পুরুষেরই আবির্ভাব হউক।" পতি যখন ইত্যাদি প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন, তখন তাহা শুনিয়া যে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে এবং সেই আনন্দাতিরেক বশতঃ যে মহাফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই বা সন্দেহ কি? এতদ্ভিন্ন পুংসবনসংস্কারে ফলদ্বয়যুক্ত বটশুঙ্গা ও মাষকলায় দ্রব্যের সহিত গর্ভিণীর নাসিকা স্পর্শ করাইয়া শুঁকাইবার বা নাসাতে তাহার রস নিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে। যদিও আমরা বিশেষ জানি না, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যে যে গর্ভরক্ষার বিশেষ শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; অধিকন্তু অথর্ব্ববেদেও লিখিত আছে যে, বটফল দ্বারা গোনাদাস বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, পুংসবন-সংস্কার নির্ব্বাহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় পুংসবন

অতঃপর অপর পুংসবনার্থ শোভননামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমান্তে (৫ পৃঃ) বটতরুর পূর্ব্বোত্তরশাখাস্থিত-ফলদ্বয়সমন্বিতা, কৃমি কর্তৃক অনুপহতা বটশুঙ্গা নিম্নকথিত সপ্তমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া আনয়ন করিবে। যব বা মাষকলায়ের গুড়কত্রয় সপ্তবার নিক্ষেপ করত ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সোম-বরুণ-বসু রুদ্রাদিত্য-মরুদ্‌-বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাপরিক্রয়ণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি॥ ১॥
ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি॥ ২॥
ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা পরিক্রীণামি॥ ৩॥
ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা পরিক্রীণামি॥ ৪॥
ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্য আদিত্যেভ্যস্ত্বা পরিক্রীণামি॥ ৫॥
ওঁ যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা পরিক্রীণামি॥ ৬॥
ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বা পরিক্রীণামি॥৭॥ *

পরে নিম্নকথিত মন্ত্রে বটশুঙ্গা আহরণ করিতে হয়, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরোষধয়ো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধয়ঃ সুমনসো ভূত্বা অস্যাং বীর্য্যং সমাধত্তেয়ং কর্ম্ম করিষ্যতি।

অনন্তর ঐ বটশুঙ্গা (যে সকল পত্র মুকুলিত অবস্থায় আছে, এরূপ শাখাগ্রস্থিত পল্লব-পত্র) ভাবেষ্টিত করিয়া শূন্যে স্থাপন করিবে। পরে ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী নারী কিংবা শ্রুতাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণ যথাচারে বহির উত্তর-ভাগে প্রক্ষালিত শিলাতলে নীহারজল দ্বারা গোলাকৃতি লোষ্ট্রযোগে ঐ উত্তোলিত বটশুঙ্গা বারংবার পেষণ করিবে। পরে অগ্নির পশ্চিমে উত্তরাগ্রকুশোপরি পশ্চিমাভিমুখে সমাসীনা বধূকে পূর্ব্বদিকে আনতমস্তকা করিয়া পতি তৎপৃষ্ঠভাগে থাকিয়া দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বস্ত্রখণ্ড

* কোন কোন পুস্তকে 'বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি' এইরূপ সর্ব্বত্র 'রাজ্ঞে' পদযুক্ত মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গুণবিষ্ণু তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই।

পেষিত বটশুঙ্গা লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেই গর্ভবতী বধূর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সেই বটশুঙ্গার রস নিক্ষেপ করিবে। যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নীন্দ্রবৃহস্পতয়ো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গারসদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাম্॥

তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম (৫ পৃঃ) করিয়া প্রাদেশপরিমিত একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ বহ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে হোম করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম শেষ (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে যথাযথনিয়মে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর মেষলোমে গ্রথিত জীব, জাতিফল, গুবাক, প্রবাল, রজত, সুবর্ণ গর্ভিণীর স্তনদ্বয়মধ্যে পরিধান করাইয়া রাখিবে। গর্ভিণী পুংসবন কর্ম্মের পর হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত নদীতীর, কূপ, পুষ্করিণী-জল ত্যাগ করিবে, সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ, বৃক্ষমূলে স্থিতি ও দেব-গৃহে গমন গর্ভিণীর সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

সামবেদীয় সীমন্তোন্নয়ন *

প্রথম গর্ভধারণের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কার সম্পাদন করা ব্যবস্থা। গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই সমস্ত সংস্কারক্রিয়াগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়ম হেতু তত্তদনুসারেই কর্ত্তব্য। যদি কোন কারণবশতঃ যথাকালে গর্ভাধান ও পুংসবনকর্ম্ম সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে সীমন্তোন্নয়নদিবসে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিশাট্যায়নহোমাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তসমাধানান্তে গর্ভাধান ও পুংসবনকর্ম্ম সম্পাদন করত সীমন্তোন্নয়ন নির্ব্বাহ করিবে।

* গর্ভাবস্থার তৃতীয় সংস্কার সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কারটিও গর্ভাবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গর্ভগ্রহণের চতুর্থ হইতে অষ্টম মাসের মধ্যে গর্ভ বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এই জন্য গর্ভগ্রহণের পর চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। ইহার মূল ক্রিয়াটি গর্ভিণীর সীমন্ত বা সীঁথি তুলিয়া দেওয়া। সীমন্ত তুলিয়া দেওয়া হইলে গর্ভিণী স্ত্রী আর তৎপরে প্রসবাবধি অনুলেপনাদিতে অনুলিপ্ত, মাল্যাদিধারিণী, শৃঙ্গারবেশে অলঙ্কৃতা বা পতিগামিনী হন না। পুংসবনের পর শুভলক্ষণে এই সংস্কারটি সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও চরুপাকাদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্বামী একবৃন্তস্থ পরিপক্ব যজ্ঞোডুম্বরদ্বয় ও অন্যান্য কতিপয় মাঙ্গল্যদ্রব্য গর্ভিণীর গলে পট্টসূত্রযোগে লম্বিত করত যে মন্ত্র শুনাইয়া থাকেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, এমন প্রীতি ও আনন্দবর্দ্ধক সুদূরদৃষ্টি-প্রদায়ক পবিত্র কার্য্য বোধ হয় আর নাই। সুতরাং এই সংস্কার আমাদের দেশ হইতে বিলুপ্ত হওয়া একান্ত দুঃখের বিষয়।

প্রথমতঃ পতি স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি নিষ্পাদন পূর্ব্বক মঙ্গলনামা বহ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সমাধা করত সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা যথাকালং গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণ-জনিতদোষপ্রশমনায় মহাব্যাহৃতি (শাট্যায়ন) হোমমহং কুর্ব্বীয়।

তৎপরে মহাব্যাহৃতি (শাট্যায়ন) হোম কর্ত্তব্য। (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) পরে যথোক্ত গর্ভাধান ও পুংসবনকর্ম্ম নিষ্পাদন পূর্ব্বক প্রাতঃকৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখীভাবে বসাইয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে হোম করত মহাব্যাহৃতিহোম সমাপন করিবে। (৫ পৃঃ) পরে পতি বধূর পৃষ্ঠভাগে পূর্ব্বাস্যে থাকিয়া এক-বৃন্তস্থিত পক্ব উড়ুম্বরফলদ্বয় পট্টসূত্রাদি দ্বারা গাঁথিয়া আচারানুসারে তৎসহ কাঞ্চনাদিগঠিত বাসুদেবপদযুগল, যবপ্রতিকৃতি চক্র এবং নিম্ব, সর্ষপ, ভল্লাতক, বচ প্রভৃতি লইয়া বধূর কণ্ঠদেশে উহা লম্বিত করিয়া দিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা উড়ুম্বরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতেরনু ত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥

পরে কুশগুচ্ছত্রয় (তিনটি পবিত্র) লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা গর্ভিণীর সীমন্ত-দেশের কেশ উন্নীত করত সেই কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ।

পুনর্ব্বার কুশগুচ্ছত্রয় (পবিত্রত্রয়) লইয়া পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করিয়া সেই কুশগুচ্ছও কেশপাশে স্থাপন করিবে! মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ।

তৎপরে পুনরায় কুশগুচ্ছত্রয় (তিনটি পবিত্র) লইয়া পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করত পূর্ব্বের ন্যায় কুশগুচ্ছ কেশপাশে স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।

তদনন্তর শরকাণ্ডিকা লইয়া তাহার দ্বারা সীমন্ত উন্নীত করিয়া সীমন্তে স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায়। তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি।

পরে পতি নূতন সূত্রপূর্ণ নলিকা (টেকো) লইয়া পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নীত করত সেই নলিকা পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে, শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুখ্যম্।

পরে ত্রিশ্বেতা শললী (তিন স্থানে শ্বেত আভাবিশিষ্ট শজারুর কাঁটা) গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তদ্দ্বারা সীমন্ত উন্নীত করিয়া কেশপাশে স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো, যাভির্দ্দদাসি দাশুষে বসূনি। তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা।

অনন্তর পতি উপরিদত্তঘৃতসম্পন্ন তিলতণ্ডুলমাষনিষ্পন্ন কৃসররূপ স্থালীপাক অর্থাৎ সঘৃত খিচুড়ি প্রদর্শন পূর্ব্বক গর্ভিণীকে নিম্নকথিত মন্ত্রে জিজ্ঞাসা করিবে,—প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রী দেবতা বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ কিং পশ্যসি?" অর্থাৎ "কি দেখিতেছ?" তখন পত্নী সেই চরু দেখিলে তাহাকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রী দেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং (স্বং) পত্যুঃ।

পরে মহাব্যাহৃতিহোম (৫ পৃঃ) করিয়া প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ মৌনভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া উদীচ্য কর্ম্ম ও বামদেব্যগানান্ত কর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর পতিপুত্রবতী নারীগণ বধূকে বেদীর উপরে উত্থাপিত করত জলপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং বধূকে বলিবেন, "তুমি বীরপ্রসবিনী হও, জীবৎসা হও। জীবপতিকা হও।" পরিশেষে গর্ভিণী সেই কৃসর ভক্ষণ করিবেন।

সামবেদীয় সোষ্যন্তীকর্ম্ম

যখন বধূ আসন্নপ্রসবা হইবেন, তখন সুখপ্রসবার্থ সোষ্যন্তী-হোম করা বিধেয়। পতি কৃতস্নান হইয়া সংকল্প করিবে, বাক্য যথা—

'ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভিধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ সোষ্যন্তীহোমমহং কুর্ব্বীয়।

তৎপরে পূর্ব্ববৎ মঙ্গলনামক বহ্নিস্থাপন ও বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন করত প্রকৃত-কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিবে (৫ পৃঃ)। পরে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে সোষ্যন্তী-হোম করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ সংরাধনী দেবতা সোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা তিরশ্চী নিপদ্যতে বিধরণীতি তাং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং সংরাধন্যৈ দেব্যৈ দেষ্ট্র্যৈ স্বাহা॥ ১॥

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বিপশ্চিদ্দেবতা সোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরত্তদ্ধাতা পুনরাহরৎ। পরেহি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতেঽসৌ নাম স্বাহা॥ ২॥

এই বাক্যে হোম করিবে। মন্ত্রমধ্যস্থ "অসৌ" শব্দ স্থানে ভবিষ্যৎ পুত্রের হৃদয়নিহিত নামকীর্ত্তন কর্ত্তব্য অর্থাৎ "অমুকশর্ম্মা নাম স্বাহা" পরে মহাব্যাহৃতিহোম-সমাপনান্তে (৫ পৃঃ) প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করিবে পরে কর্ম্মকারয়িত-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

সামবেদীয় জাতকর্ম্ম *

পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র পিতা "ওঁ নাভিং মা কৃন্তত স্তনঞ্চ মা

*শৈশব সংস্কারের প্রথম সংস্কারকে জাতকর্ম্ম কহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এই সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। এই সংস্কারের কার্য্য এই যে, পিতা প্রথমতঃ যব ও ব্রীহিচূর্ণ দ্বারা সদ্যোজাত সন্তানের জিহ্বা মার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং স্বর্ণ দ্বারা ঘৃতপ্রাশন করাইয়া থাকেন। তৎকালে যে মন্ত্র উচ্চার্য্য হয়, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের আবশ্যকতা ও পবিত্র ভাব উপলব্ধ হইবে।

প্রতিধত্ত," এই বলিয়া স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে (অসমর্থ হইলে অন্নদান বা ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া) ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী কিংবা শ্রুতস্বাধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রক্ষালিত শিলাতলে অনাবৃত্ত (গোলাকৃতি নহে) লোষ্ট্রযোগে পিষ্ট ব্রীহিযবচূর্ণ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের জিহ্বা মার্জ্জন করিবে, যথা—

'প্রজাপতির্ঋষিরগ্নিঃ দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতম্।

পরে ঐরূপ স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট ঘৃত গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুমারকে পান করাইবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো মিত্রাবরুণাবশ্বিনৌ দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নির্দ্দধাতু তে। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা।

পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের মুখে প্রদান করিতে হয়, যথা—

'প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধাময়াসিষং স্বাহা। *

* সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই মন্ত্রের প্রথমভাগে একটি বৈদিক বা সুগভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরম বিকাশ হইতেছে। শেষভাগ হইতে জনক, জননী ও গোষ্ঠীসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিবেন যে, বিপ্রসন্তানের পক্ষে ধন প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা নাই। অধিকন্তু আয়ুর নিমিত্ত প্রার্থনাও একবারমাত্র; কিন্তু মেধা ও ধারণাবতী বুদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ হইতেছে। সুতরাং বিপ্রসন্তানের পালন যে উদ্দেশে হওয়া উচিত, তাহার সূচনা এই প্রথম সংস্কার হইতেই উপলব্ধ হইতেছে। আরও দেখ, এই সংস্কারে ভূমিষ্ঠ সন্তানের জিহ্বাতে স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত এবং যব ও ব্রীহিচূর্ণ স্পর্শের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃতের যে বহুবিধ গুণ, তাহা আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদেই দৃষ্ট হইতেছে। স্বর্ণ দ্বারা বায়ুদোষের দমন হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এবং উহা রক্তের ঊর্দ্ধগতিত্ব-দোষ বিনাশ করে। ঘৃত দ্বারা শৌচ পরিষ্কার হয়, বলাধান হয় এবং শরীরের তাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সদ্যোজাত সন্তানের পক্ষে এই সকল দ্রব্য যে কতদূর উপকারী, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। প্রসবযন্ত্রণা বশতঃ সদ্যোজাত সন্তানের শোণিত ঊর্দ্ধগামী হয়। যদি সেই মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে অশেষবিধ রোগ জন্মিবার সম্ভব। স্বর্ণঘৃষ্ট ঘৃত জিহ্বায় প্রদান করিলে উপরি-উক্ত দোষ সমূহের বিদূরণ হয় এবং সন্তানের রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

অনন্তর "নাভিং কৃন্তত স্তনঞ্চ প্রতিধত্ত". এই কথা বলিয়া পিতা পুনরায় স্নান সম্পাদন করিবেন না।

সামবেদীয় নিষ্ক্রমণ *

বালকের জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পিতা প্রভাতে কুমারকে স্নান করাইয়া সায়ংসন্ধ্যার পর চন্দ্রাভিমুখে করপুটে অবস্থিতি করিবেন। মাতা শিশুকে বিশুদ্ধ বস্ত্রে আচ্ছাদন করত পতির দক্ষিণদিকে যাইয়া উত্তরশিরা শিশুকে তৎপিতার হস্তে প্রদান করিবেন। পরে মাতা পতির পশ্চাদ্ভাগ দিয়া উত্তরদিকে গমন করত চন্দ্রাভিমুখী হইয়া পতির বামপার্শ্বে উত্থিতভাবে অবস্থিতি করিবেন। তৎপরে পিতা নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুসীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্ম মাহং পৌত্রমঘং নিগাম্॥ ১॥

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং রিষম্॥ ২॥

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী। যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি॥ ৩॥ †

---

* দশবিধ সংস্কার ভিন্ন নিষ্ক্রমণ নামে আরও একটি শৈশব সংস্কার আছে। জন্মদিন হইতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতেই ইহা কর্ত্তব্য। প্রথমবারে নান্দীমুখশ্রাদ্ধাদি সহকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তদনন্তর সন্তানের একবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া যাবৎ প্রত্যেক শুক্লা তৃতীয়াতে করণীয়। যদিও নিষ্ক্রমণ সংস্কার জন্মাবধি তৃতীয়মাসে বিহিত ও নামকরণ সংস্কার একাদশ দিবস, শততম দিন ও সম্বৎসরে বিহিত আছে, সুতরাং নিষ্ক্রমণের পূর্ব্বে নামকরণ কর্ত্তব্য, স্মার্ত্তও এ বিষয়ে অনুমোদন করেন, তথাপি ভবদেবভট্ট নামকরণের নির্দ্দিষ্ট একটিমাত্র কাল না থাকায় ও সংস্কার কার্য্যের ক্রমানুরোধ না রাখায় নামকরণ নিষ্ক্রমণের পরেই লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে যাঁহারা একাদশ দিনে নামকরণ করিতে ইচ্ছা করেন ও নামকরণ নিষ্ক্রমণ সকল সংস্কারই অন্নপ্রাশনদিনে করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রথমে নামকরণ, অতঃপর নিষ্ক্রমণ সংস্কারাবধান কর্ত্তব্য।

† এই সংস্কারে যে কয়টি মন্ত্রের উল্লেখ হইল, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতা আপনার জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, অধিকন্তু ইহাতে আত্মার বিভুত্ব,

এই মন্ত্রত্রয় পাঠান্তে শিশুকে চন্দ্র দেখাইতে হয়। তৎপরে পিতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিশুকে উত্তরশিরাভাবে জননীর নিকট সমর্পণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥

ইদমর্ঘ্যং ওঁ চন্দ্রায় নমঃ।

ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

তৎপরে পিতা বামদেব্যগান আদি শান্তিকর্ম্ম করিয়া গৃহপ্রবেশ করাইবেন। শুক্লপক্ষত্রয়ের প্রতি তৃতীয়া তিথিতেই পিতা সায়ংসন্ধ্যাসময়ে চন্দ্রাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত নিম্নকথিত মন্ত্রপাঠসহকারে গৃহীত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতম্। তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্মাহং পৌত্রমঘং রুদম্।

তূষ্ণীম্ভাবেও বারদ্বয় জলাঞ্জলি দিতে হয়। পরে বামদেব্যগান করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিবে। এই নিষ্ক্রমণকর্ম্মাঙ্গভূত উদীচ্য-কর্ম্ম প্রবাসী পিতাও সম্পাদন করিবেন। যে হেতু, উহাতে পত্নী ও পুত্রের সহযোগ অপেক্ষিত নহে।

সামবেদীয় নামকরণ *

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ রাত্রি কিংবা শতরাত্রি অতীত হইলে অথবা বর্ষ পূর্ণ হইলে নামকরণ করিতে হয়। তথাপি লৌকিকাচারনিবন্ধন

পুত্রার্থ পিতার আন্তরিক ব্যাকুলত্ব প্রভৃতিই প্রকাশিত হইতেছে। এই কারণে এই সংস্কার-টিকে মুখ্য সংস্কারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না; ইহা অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় গৌরবান্বিতও নহে। ইহা এক প্রকার পুষ্টিসাধক সংস্কার বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে।

* শৈশবসংস্কার কয়টির মধ্যে দ্বিতীয় সংস্কারকেই নামকরণ কহে। যাহাতে পিতা কর্ত্তৃক জাত সন্তানের নাম রাখা হয়, তাহারই নাম নামকরণ। এই সংস্কার জন্মাবধি একাদশদিনে, একাধিকশতসংখ্যদিবসে ও পূর্ণ সংবৎসরে কর্ত্তব্য। উহা দ্বারা পিতা-মাতার মনে সন্তানপালনসম্বন্ধে অবশ্যই শুভ ফল ফলে সংশয় নাই।

একাদশাহে, একাধিকশতরাত্রে বা জন্মদিনেও নামকরণ করা যায়। * এই সংস্কারে অগ্রে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক পার্থিবনামা বহ্নি স্থাপন করত বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম ভাগ,২৫২ পৃঃ) শেষ করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। (৫ পৃঃ) পরে মাতা শিশুকে পবিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদন করত পতির দক্ষিণভাগে থাকিয়া উত্তরশিরা শিশুকে তৎপিতৃহস্তে প্রদান করিবে। তৎপরে মাতা পতির পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা উত্তরদিকে গমন পূর্ব্বক স্বামীর বামভাগে উত্তরাগ্রকুশোপরি প্রাঙ্মুখী হইয়া সমাসীন হইবে। পরে পিতা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে একবার আহুতি প্রদান পূর্ব্বক কুমারের জন্মতিথি ও জন্ম-তিথি-দেবতার ও জন্ম-নক্ষত্র এবং জন্মনক্ষত্রদেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন। যথা—প্রতিপদে জন্ম হইলে "ওঁ প্রতিপদে স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে 'ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা" এই মন্ত্রে, তৃতীয়া তিথিতে জন্ম হইলে "ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ জনার্দ্দনায় স্বাহা"; চতুর্থীতে জন্ম হইলে "ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা", পঞ্চমীতে জন্ম হইলে "ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা", ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে 'ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা, ওঁ কুমারায় স্বাহা", সপ্তমীতে জন্ম হইলে "ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা, ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা", অষ্টমীতে জন্ম হইলে "ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা, ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা", নবমীতে জন্ম হইলে "ওঁ নবম্যৈ স্বাহা, ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা", দশমীতে জন্ম হইলে "ওঁ দশম্যৈ স্বাহা, ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা", একাদশীতে জন্ম হইলে "ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা", দ্বাদশীতে জন্ম হইলে "ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা", ওঁ বাসবে স্বাহা"; ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে "ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ কামায় স্বাহা"; চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে "ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ স্বাহা, ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা", অমাবস্যায় জন্ম হইলে 'ওঁ অমাবস্যায়ৈ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা" এবং পূর্ণিমাতে

* সচরাচর এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে সূতিকাগৃহে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশই দশরাত্রির মধ্যে মারা গিয়া থাকে। এই কারণেই দশ রাত্রির পর নামকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নামকরণ হইলে সেই সম্বন্ধে চিত্তের একরূপ দার্ঢ্য জন্মে। নবজাত শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পড়িলে তৎসম্বন্ধে চিন্তা ও শোক করিবার পক্ষে ঐ নামটই একরূপ অবলম্বনস্বরূপ হয়। সুতরাং অশৌচান্তে নাম রাখা কর্ত্তব্য। অধুনা প্রায়ই অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ করিতে দেখা যায়। ইহাও অশাস্ত্রীয় বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কারণ, মুখ্যকালে যে সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত হয় নাই, গৌণকালে তাহার অনুষ্ঠান বিহিত আছে। পর পরবর্ত্তী সংস্কারদিবস পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের গৌণকাল জানিবে।

জন্ম হইলে "ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিতে হয়।

তৎপরে নক্ষত্রহোম করিবে। যদি অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহা হইলে "ওঁ অশ্বিনীভ্যাং (মতান্তরে অশ্বিনীভ্যঃ) স্বাহা, ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং স্বাহা", ভরণীতে জন্ম হইলে "ওঁ ভরণীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা", কৃত্তিকাতে জন্ম হইলে "ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা", রোহিণীতে হইলে "ওঁ রোহিণীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা", মৃগশিরাতে হইলে "ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা"; আর্দ্রাতে হইলে "ওঁ আর্দ্রায়ৈ স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা", পুনর্ব্বসুতে হইলে "ওঁ পুনর্ব্বসবে স্বাহা, ওঁ অদিতয়ে স্বাহা", পুষ্যাতে হইলে "ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা, ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা", অশ্লেষাতে হইলে "ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা"; মঘাতে হইলে "ওঁ মঘাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা"; পূর্ব্বফল্গুনীতে হইলে "ওঁ পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ভগায় স্বাহা", উত্তরফল্গুনীতে হইলে "ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ অর্য্যম্নে স্বাহা"; হস্তাতে হইলে "ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা, ওঁ সবিত্রে স্বাহা", চিত্রাতে হইলে "ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা, ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা", স্বাতীতে হইলে "ওঁ স্বাত্যৈ স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা", বিশাখাতে হইলে "ওঁ বিশাখাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা", অনুরাধাতে হইলে "ওঁ অনুরাধাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ মিত্রায় স্বাহা", জ্যেষ্ঠাতে হইলে "ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা, ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা"; মূলাতে হইলে "ওঁ মূলায়ৈ স্বাহা, ওঁ নির্ঋতয়ে স্বাহা"; পূর্ব্বাষাঢ়াতে হইলে "ওঁ পূর্ব্বাষাঢাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা", উত্তরাষাঢ়াতে হইলে "ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা", শ্রবণাতে হইলে "ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা", ধনিষ্ঠাতে হইলে "ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা", শতভিষায় হইলে "ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা", পূর্ব্বভাদ্রপদে হইলে "ওঁ পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা, ওঁ অজৈকপাদায় স্বাহা", উত্তরভাদ্রপদে হইলে "ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা, ওঁ অহির্ব্রধ্যাভ্যাং স্বাহা", রেবতীতে হইলে "ওঁ রেবত্যৈ স্বাহা, ওঁ পূষ্ণে স্বাহা" মন্ত্রে হোম করিতে হয়। *

---

* রাশ্যনুসারেণ নাম্নামাদ্যক্ষরাণি যথা—

অ লো মেষে, উ বো বৃষে, ক ছো মিথুনে, ড হো কর্কটে, ম টৌ সিংহে, প ঠৌ কন্যায়াং, র তৌ তুলায়াং, ন যো বৃশ্চিকে, ধ ভো ধনুষি, খ জো মকরে, গ শো কুম্ভে, দ চো মীনে।

শতপদচক্রে জন্মনক্ষত্রপাদানুসারেণ নাম্নামাদ্যাক্ষরাণি যথা—

চু চে চো ল অশ্বিনী, লি লু লে লো ভরণী, অ ই উ এ কৃত্তিকা, ও ব বি বু রোহিণী, বে বো

তৎপরে দেশাচারনিবন্ধন শিশুর দুইটি নাম কল্পনা করিয়া খড়ি দ্বারা প্রস্তরাদিতে লিখিবে এবং তদুপরি দুইটি ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দিবে। যে নামটির উপরিস্থিত প্রদীপ অধিকতর প্রজ্বলিত হইবে, সেই নামটি রাখাই কর্ত্তব্য। তৎপরে পিতা কুমারের মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্যমৃতোঽস্যাহস্পত্যং মাসং প্রবিশ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রে ত্বার্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদতৃতবস্ত্বা সংবৎসরায় পরিদদাতু সংবৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ ॥ ২ ॥ *

মন্ত্রদ্বয়ের শেষভাগস্থ 'অমুক' স্থানে সম্বোধনান্ত কুমারের নাম গ্রহীতব্য পরে পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে, "ওঁ অমুকদেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্রঃ" উচ্চারণ করিবে। কুমারের দক্ষিণকর্ণে "ওঁ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসি" এই বাক্য কহিবে। তৎপরে কুমারকে মাতৃক্রোড়ে দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম-সমাপনান্তে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে আহুতি প্রদান করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ)

ক কি মৃগশিরা, কু ঘ ঙ ছ আর্দ্রা, কে কো হ হি পুনর্ব্বসুঃ, হু হে হো ড পুষ্যা, ডি ডু ডে ডো অশ্লেষা, ম মি মু মে মঘা, মো ট টি টু পূর্ব্বফল্গুনী, টে টো প পি উত্তরফল্গুনী পু ষ ণ ঠ হস্তা, পে পো র রি চিত্রা, রু রে রো ত স্বাতী, তি তু তে তো বিশাখা, ন নি নু নে অনুরাধা, নো য যি যু জ্যেষ্ঠা, যে যো ভ ভি মূলা, ভু ধ ফ ঢ পূর্ব্বাষাঢ়া, ভে ভো জ জি উত্তরাষাঢা, খি খু খে খো শ্রবণা, গ গি গু গে ধনিষ্ঠা, গো শ শি শু শতভিষা, শে শো দ দি পূর্ব্বভাদ্রপদ, দু থ ঝ ঞ উত্তরভাদ্রপদ, দে দো চ চি রেবতী।

হ্রস্বেন দীর্ঘো জ্ঞেয়ঃ শকারেণ সকারো ধর্ত্তব্যঃ অকারান্তানি ণকারান্তানি চ নামানি ভবন্তু।

* এই মন্ত্র দ্বারা জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রখ্যাপিত হইয়া সন্তানের রক্ষা সম্বন্ধে যে কিরূপ সাবধানতা সহকারে দিন দিন গণনা করিয়া যাপন করিতে হয়, তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হইল। ইহাতে জনকজননীর হৃদয়ে সন্তানরক্ষণসম্বন্ধে নিশ্চিতই শুভফল ঘটিবে সংশয় নাই। সন্তানের নিজের পক্ষে কি হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহার জাতিভ্রংশকর দোষের অপনয়ন হইল অর্থাৎ যে দোষ বশতঃ জাতি বোধগম্য না হয়, সেই দোষ বিদূরিত হইল। কেন না, শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ নামকরণের ব্যবস্থা আছে।

শেষ করিবে। তদনন্তর কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি কার্য্য সমাপন করিতে হয়।

সামবেদীয় পৌষ্টিককর্ম্ম

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সংবৎসর যাবৎ মাসে মাসে জন্মতিথিতে কিংবা পূর্ণিমাতে প্রভাতে পিতা কৃতস্নান হইয়া সঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভকামঃ (পুষ্টিকামঃ) পৌষ্টিকং কর্ম্মাহং কুর্ব্বীয়।

পরে বলদনামা বহ্নি স্থাপন করত বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন পূর্ব্বক প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম (৫ পৃঃ) করিতে হয়।

তৎপরে "ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা, ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রত্রয়ে তিনটি আহুতি দিবে। পরে নামকরণোক্তক্রম-বিপর্য্যয়ানুসারে জন্মতিথিদেবতার ও জন্মতিথির উদ্দেশে এবং নক্ষত্রদেবতার ও জন্মনক্ষত্রের উদ্দেশে হোম কর্ত্তব্য। প্রথমে তিথিদেবতার হোম সমাপনান্তে তিথির হোম করিতে হয় এবং প্রথমে নক্ষত্রদেবতার হোম করিয়া তৎপরে নক্ষত্রের হোম কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রতিপদে জন্ম হইলে "ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ প্রতিপদে স্বাহা" এই মন্ত্রে এবং অশ্বিনীনক্ষত্রে জন্ম হইলে "ওঁ অশ্বিনী-কুমারাভ্যাং স্বাহা, ওঁ অশ্বিনীভ্যঃ স্বাহা" এইরূপ মন্ত্রে হোম করিবে (১৪ পৃঃ)। তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে হোম করত প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অবশেষে কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হয়।

সামবেদীয় অন্নপ্রাশন *

পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর ষষ্ঠ বা কুলাচারানুসারে অষ্টম মাসে এবং কন্যাসন্তানের জন্ম হইতে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুভদিনে পিতা কৃতস্নান হইয়া

---

* শৈশবাবস্থার তৃতীয় সংস্কারকেই অন্নপ্রাশন কহে। পুত্র-সন্তান হইলে ছয় মাসে বা কুলাচারানুসারে আট মাসে এবং কন্যা-সন্তান হইলে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে এই সংস্কার

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাধা করত শুচি নামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সমাপন করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিৎ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতিহোম করিবে (৫ পৃঃ)। অনন্তর নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্রে হোম কর্ত্তব্য, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং বা একচ্ছন্দস্যমন্নং হ্যেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীর্বা এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্ত্বমবদধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো জুহোমি স্বাহা ॥ ৩ ॥

পরে নিম্নকথিত সাতটি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ হোম করা বিধেয়। যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুদ্দেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধে স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্তৃড্ঢোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা ॥ ২ ॥

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ৭ ॥

অনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম সমাপনান্তে (৫ পৃঃ) প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে হোম করিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করত সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) শেষ করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের মুখে অন্ন প্রদান করিতে হয়, যথা—

করণীয়। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর সঙ্করীকরণ-দোষের অপনোদন হয়। খাদ্যাখাদ্য-বিচার-রাহিত্যই সঙ্করীকরণ দোষের লক্ষণ। এই সংস্কার দ্বারা শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে এখন এই রীতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, মাতুলকেই অন্ন খাওয়াইয়া দিতে হয়, তাঁহার অভাবে অন্য ব্যক্তি খাওয়াইবে; কিন্তু পিতা-মাতা নহেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদিগের বঙ্গদেশে গোষ্ঠীপতি দ্বিজাতিরা দৌহিত্রসন্তানের প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন পূর্ব্বকই এই রীতি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু উহা তাদৃশ দোষাবহ নহে।

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽন্নপতির্দ্দেবতা কুমারস্যান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ প্র প্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।

পরিশেষে কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইবে। *

সামবেদীয় পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণকর্ম্ম†

পিতা প্রবাসে থাকা অবস্থায় পুত্র জন্মিলে পিতা গৃহে আসিয়া পবিত্রভাবে পূর্ব্বাস্য হইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্রাদিক্রমে মস্তক ধারণ করত নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংস্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে। প্রাণন্তে প্রাণেন সন্দধামি জীবমে যাবদায়ুষম্ ॥ ১ ॥

ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদঃ শতম্ ॥ ২ ॥

ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব। আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ সজীব শরদঃ শতম্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধাভিঘ্রাণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পশূনাং ত্বা হিঙ্কারেণাভিজিঘ্রামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।

উক্ত মন্ত্রমধ্যে অমুক পদ স্থানে সম্বোধনান্ত পুত্রনাম উচ্চারণ করিতে

* "সংস্কারা অতিপদ্যেরন্ স্বকালাচ্চেৎ কথঞ্চন। হুত্বৈতদেব কুর্ব্বীত যে তূপনয়নাদধঃ" এই স্মৃতিবচনানুসারে সংস্কারকর্ম্মের মুখ্য কালের অতিক্রম হইলে গৌণ কালে অনুষ্ঠানসময়ে সঙ্কল্প পূর্ব্বক শাস্তনে মহাব্যাহৃতি-হোম কর্ত্তব্য। যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকামুক কর্ম্মণঃ যথাকালাকরণজনিতদোষোপশমনকামো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমহং কুর্ব্বীয় ইতি। পরে অগ্নে ঃং বিধুনামাগীতি মন্ত্রে বিধুনামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিয়া পুনশ্চ মহাব্যাহৃতিহোমান্তে সমিৎপ্রক্ষেপ করিবে।

† এই সংস্কারটি আর কিছুই নহে, পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহাধিক্যপ্রকাশ মাত্র। পিতা প্রবাস হইতে আসিয়া কিরূপ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করেন, তাহাই ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

হয়। অনন্তর বামদেব্যগানান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যদি পিতা বিদেশে না থাকেন, গৃহে অবস্থিত থাকেন এবং পুত্রও "ইনি আমার পিতা" এইরূপ জ্ঞাত থাকে, তথাপি এই কর্ম্ম কর্ত্তব্য। যথাসময়ে না হইলে উপনয়নের পর এই কর্ম্ম সম্পাদনীয়।

সামবেদীয় চূড়াকরণ *

যাহার বংশপরম্পরানুসারে যেরূপ আচার আছে, সেই নিয়মে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম বৎসরে বা তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ করণীয়। প্রাতঃ-কালে পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত সত্যনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা সম্পাদন (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) করিয়া অগ্নির দক্ষিণে একবিংশতি কুশপিঞ্জূলী (পবিত্র) গুচ্ছ সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একত্র করিয়া কুশাস্তব দ্বারা বেষ্টন করিবে এবং উষ্ণোদকপূর্ণ কাংস্যপাত্র, তাম্রময় ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ, লৌহক্ষুরহস্ত নাপিত, অগ্নির উত্তরভাগে বৃষগোময় ও তিলতণ্ডুল-মাষসিদ্ধ কৃষর আর বহ্নির পূর্ব্বভাগে মিশ্রিত ব্রীহিযব-পূরিত তিনটি পাত্র ও মিশ্রিত-তিল-মাষ-পূরিত তিনটি পাত্র স্থাপন করিবে। মাতা শিশুকে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত অগ্নির পশ্চিমে পতির বামভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখী হইয়া সমাসীন হইবে। পরে পিতা প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতি-হোম সম্পাদন করিবে। (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) পরে পিতা গাত্রোত্থান করত কুমারের মাতার পশ্চিমে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষুর-হস্ত নাপিতকে দর্শন করিয়া তাহাকে সবিতৃরূপ ধ্যানে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ।

অনন্তর কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণোদকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বায়ুকে চিন্তা করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ্য, যথা—

---

* এটি একটি কৈশোর সংস্কার। এই সংস্কার দ্বারা অপাত্রীকরণদোষের বিদূরণ হয়। কেশমুণ্ডনই ইহার প্রধান কার্য্য। গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়, তাহা নিঃশেষে উন্মূলিত করিয়া এই সংস্কার দ্বারা শিশুকে শিক্ষা এবং সংস্কারের পাত্রীভূত করা হইয়া থাকে।

প্রজাপতিঋর্ষির্বায়ুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।

তৎপরে দক্ষিণহস্তগৃহীত কাংস্যপাত্রস্থ উষ্ণজল দ্বারা দক্ষিণ কপুষ্ণিকা * ক্লিন্ন করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋর্ষিরাপো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে।

পরে তাম্রক্ষুর কিংবা তদভাবে দর্পণ দেখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতিঋর্ষির্বিষ্ণুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোঽসি।

তৎপরে কুশবটু সপ্ত দর্ভপিঞ্জুলী লইয়া পূর্ব্বোক্ত জলার্দ্র দক্ষিণকপুষ্ণিকাদেশে উর্দ্ধাগ্রভাবে কেশের সহিত বন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋর্ষিরোষধির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্।

অনন্তর বামকর-গৃহীত দর্ভ-গুচ্ছসহিতকপুষ্ণিকাদেশে দক্ষিণকরগৃহীত তাম্রক্ষুর কিংবা তদভাবে দর্পণ স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋর্ষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে † মৈনং হিংসীঃ।

পরে কেশচ্ছেদ না হয়, এরূপভাবে তাম্রক্ষুর বা দর্পণ সেই কপুষ্ণিকাদেশে সঞ্চালন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋর্ষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্বায়োরিন্দ্রস্য চাবপৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্টায় (বলায়) বর্চ্চসে।

তৎপরে তূষ্ণীম্ভাবে বারত্রয় ক্ষুর প্রেরণ করিতে হয়। পরে লৌহক্ষুর দ্বারা কপুষ্ণিকাদেশস্থিত কেশচ্ছেদন করত দর্ভগুচ্ছসহ আচারানুসারে বামপার্শ্বস্থিত মিত্র-গৃহীত পাত্রস্থ বৃষগোময়োপরি প্রক্ষেপ করিবে। পরে কুমারের কপুচ্ছলদেশ ‡ পূর্ব্ববৎ ক্লিন্নকরণ, ক্ষুরদর্শন, কপুচ্ছলদেশে কুশগুচ্ছবন্ধন, ক্ষুরস্থাপন ও

* কপুষ্ণিকা—শিখাস্থান হইতে পার্শ্বভাগদ্বয়ে শিরের অগ্র যে অংশ কর্ণমূলাভিমুখে গিয়াছে।

† কেহ কেহ 'স্বধিতে' স্থলে 'সুধিতে' পাঠ করেন।

‡ কপুচ্ছল—শিখাস্থানের পশ্চাদ্দেশ অর্থাৎ যে অংশ স্কন্ধের দিকে গিয়াছে।

ক্ষুরসঞ্চালন এই পঞ্চ কার্য্য পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রসমূহে সম্পাদন করিয়া একবার সমন্ত্রক, অপর দুইবার তূষ্ণীম্ভাবে ক্ষুরসঞ্চালন করত লৌহক্ষুর দ্বারা কপুচ্ছলস্থ কেশ ছেদন করিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বৃষগোময়োপরি নিক্ষেপ করিবে। পরে বামকপুচ্ছিকাপ্লাবনাদি কেশনিক্ষেপ পর্য্যন্ত নিখিল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করিবে। তদনন্তর কুমারের মস্তক উভয় হস্তে ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ্য, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো জমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং ওঁ তন্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্। *

পরে পুষ্পাদি বিভূষণে ভূষিত নাপিত কুমারকে অগ্নির উত্তরভাগে লইয়া মস্তক মুণ্ডন করত সমস্ত কেশ গোময়োপরি স্থাপন পূর্ব্বক বনে বা বংশবিটপে ফেলিয়া দিবে।

(এই সময়েই কর্ণবেধ কর্ত্তব্য।) তৎপরে পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম (৫ম পৃঃ) সমাপনান্তে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত (১ খণ্ড ২৫২ পৃঃ) উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিবে। তৎপরে কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাতব্য। নাপিতকে কৃষর, যব, ধান্য, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য্য কর্ত্তব্য।

সামবেদীয় কর্ণবেধ

প্রকৃতপক্ষে কর্ণবেধটি কোন সংস্কারের মধ্যেই পরিগণিত নহে, ইহাতে কোন মন্ত্রপাঠেরও আবশ্যকতা নাই। তবে 'কর্ণরন্ধ্রে রবেশ্ছায়া ন বিশে-দগ্রজন্মনঃ। তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি পুণ্যৌঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্রে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইতে নাই—যাহার কর্ণরন্ধ্রে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণকে দেখিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্যপুঞ্জ বিধ্বংস হয়। এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শনে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যাহা হউক,

* এই মন্ত্রগুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে সহজেই প্রতীতি হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কারটি শৈশবকালের বলিয়া ইহাতে ব্রহ্মাস্থাবের লক্ষণ যেরূপ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, সেরূপ পুরুষ-সংস্কারের লক্ষণ সুস্পষ্ট নাই। তথাপি শিশুরূপী ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডটি যে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ, মন্ত্রাভ্যন্তরে তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে।

যদি উচিতরূপে এই কার্য্যটি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলেও একপ্রকার পৌষ্টিক কর্ম্মের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় ও যুক্তিতে বর্ষপরিমিত বয়ঃক্রমের মধ্যে এটি নির্ব্বাহ করিয়া আর চূড়াকরণটিকে তাহার তৃতীয় বর্ষে নিষ্পাদন করত সর্ব্বোচ্চ সংস্কার উপনয়নকে নির্ব্বিঘ্ন করা বিধেয়। আমাদিগের এই মধ্যবাঙ্গালায় উপনয়নের সময় নাপিতের দ্বারা উপনেতব্যের কর্ণবেধ করাইয়া পরে উপনয়নসংস্কার সম্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ণবেধ করা নিবন্ধন যে ক্ষতাশৌচ হয়, সেটা গ্রাহ্য নহে। কারণ, "সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হইলে কোন অশৌচ নিবন্ধন আরব্ধকর্ম্মের হানি হয় না" বিশেষতঃ বিশেষ বিধান থাকায় কোন হানি হইতে পারে না।

সামবেদীয় উপনয়ন। *

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে গণনা করিয়া বা গর্ভাবস্থা হইতে গণনা করিয়া অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার করণীয়। (কেহ কেহ পঞ্চমবর্ষেও উপনয়নের বিধি দেন, ব্রাহ্মণশিশু গর্ভাষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ, ক্ষত্রিয় একাদশ হইতে দ্বাবিংশ বর্ষ যাবৎ এবং বৈশ্য দ্বাদশ বর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম যাবৎ এই সংস্কারে অধিকারী।) বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হেতু যথাকালে ব্রাহ্মণশিশুর উপনয়ন না হইলে ষোড়শ বর্ষ যাবৎ উপনয়নে অধিকার আছে। অনন্তর সাবিত্রী পতিত হয়, সুতরাং তখন আর উপনয়ন হইতে পারে না। এই সংস্কারে পিতা অগ্রে প্রাতঃকালে কৃতস্নান ও কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়া বা স্বয়ং কোন ব্যক্তিকে আচার্য্যপদে বরণ করিবেন। পিতার অবিদ্যমানে মাণবকই বরণ করিবে। সেই আচার্য্য সমুদ্ভবনামা বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সমাপন করত মাণবককে অগ্নির উত্তরভাগে শিখাসহ মুণ্ডিত, স্নাপিত, কুণ্ডলাদি দ্বারা ভূষিত, ক্ষৌমবসনধারী বা তদভাবে শুভ্র অচ্ছিন্ন কার্পাসবস্ত্রাবৃত করিয়া দক্ষিণভাগে রাখিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে

* প্রকৃতপক্ষে উপনয়ন কৈশোর সংস্কার বলিয়া অভিহিত। এই সংস্কার দ্বারা দ্বিজবালক জ্ঞানশিক্ষার আগ্রহে শিক্ষাচার্য্যের নিকটে নীত হইয়া থাকেন। শূদ্র ভিন্ন অপর বর্ণত্রয়ই এই সংস্কারে অধিকারী। বিদ্যা, জ্ঞান ও সদাচার প্রাপ্তি অর্থাৎ মানবজীবনের সারাংশসার পদার্থলাভই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। আর্য্যশাস্ত্র সেই বিষয়ের যেরূপ পরিষ্কার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, এই সংস্কারের মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য মনোযোগিতার সহিত দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ)। তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রত-পতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমু-পৈমি স্বাহা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৪ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৫ ॥

এইরূপে আজ্যাহুতি দিয়া আচার্য্য বহ্নির পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্রকুশোপরি করপুটে পূর্ব্বমুখে উত্থিত হইয়া থাকিবেন। মাণবকও অগ্নি ও আচার্য্য উভয়ের মধ্যস্থলে করপুটে আচার্য্যাভিমুখ হইয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি দণ্ডায়মান হইবে। মন্ত্রবান্ বিপ্র মাণবকের দক্ষিণভাগে থাকিয়া মাণবকের ও আচার্য্যের অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিবেন। মাণবক জলাঞ্জলি গ্রহণ করিলে আচার্য্য তৎপ্রতি নেত্রপাত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিবায়ুসূর্য্যচন্দ্রেন্দ্রাদয়ো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুযোতন। অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ম্। *

* এই মন্ত্রটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে যে, গুরু ও শিষ্য উভয়ের পরস্পর সম্যক্ মিলনই শিক্ষাকার্য্যের প্রধান ও প্রথম অনুষ্ঠান।

তৎপরে গৃহীতোদকাঞ্জলি আচার্য্য জলাঞ্জলিহস্ত মাণবককে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকপাঠনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব ॥ *

পরে আচার্য্য "প্রজাপতির্ঋষির্মাণবকো দেবতা উপনয়নে মানবকনাম-প্রশ্নে বিনিয়োগঃ" এই ঋষ্যাদি পড়িয়া মাণবককে ওঁ "কো নামাসি" অর্থাৎ "তোমার নাম কি" এই প্রশ্ন করিবেন। এই সময় দেবতাশ্রয়, গোত্রাশ্রয়, নক্ষত্রাশ্রয় অথবা পূর্ব্বে আচার্য্য কর্ত্তৃক কল্পিত নাম মাণবকের উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। মাণবক বলিবে, 'প্রজাপতির্ঋষির্মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য নামকথনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমুকদেবশর্ম্মনামাস্মি" অর্থাৎ "আমার নাম অমুক।" অনন্তর মাণবক ও আচার্য্য গৃহীত উদকাঞ্জলি পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ধারণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিত্রশ্বিপূষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্ত-গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণামি অসৌ।

মন্ত্রমধ্যস্থ "অসৌ" পদ স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম (অমুকদেবশর্ম্মন্) উল্লেখ্য। পরে আচার্য্য মাণবকের হস্ত ধারণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীত-মাণবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিষ্টে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীদর্য্যমা হস্তমগ্রহীন্-মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব।

তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে মাণবককে প্রদক্ষিণক্রমে ভ্রামিত করিয়া প্রাঙ্মুখভাবে অবস্থিত করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্ব অসৌ।

মন্ত্রমধ্যস্থ, "অসৌ" স্থলে সম্বোধনান্ত মাণবকনাম উচ্চার্য্য। পরে আচার্য্য

* শিক্ষাকালে যে ব্রহ্মচর্য্য অতীব আবশ্যক, তাহাই ইহার দ্বারা প্রদর্শিত হইল। সুতরাং সংস্কারে কৈশোরাবস্থাতেই যে হৃদয়ে মহৎ পবিত্রভাবের অঙ্কুরোদয় হয়, তাহা বলা অত্যুক্তিমাত্র।

মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করত অবতাবিত দক্ষিণকর দ্বারা মাণবকের বস্ত্রে অনাচ্ছাদিত নাভিস্থল (জীবমর্ম্মস্থল) স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্নাভিস্থকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিবসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদামি অমুম্।

মন্ত্রের মধ্যস্থ 'অমুং" স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম (অমুকদেবশর্ম্মাণম্) উচ্চার্য্য। অনন্তর আচার্য্য মাণবকের নাভির উর্দ্ধভাগ স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহুর ইদন্তে পরিদদামি অমুম্।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ "অমুং" স্থলে দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম উল্লেখ্য। পরে আচার্য্য মাণবকের হৃদয় স্পর্শ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদামি অমুন্।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ 'অমুং" স্থলেও দ্বিতীয়ান্ত মাণবকনাম প্রয়োগ করিবে। পরে আচার্য্য দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি অসৌ।

এই মন্ত্রমধ্যগত "অসৌ" স্থানে সম্বোধনান্ত (অমুকদেবশর্ম্মন্) মাণবক নাম উচ্চারণ করিবে। অনন্তর আচার্য্য বামকর দ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করত এই মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিবামস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি অসৌ।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ 'অসৌ" স্থলেও সম্বোধনান্ত মাণবকনাম উচ্চারণ করিবে। পরে আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবককে সম্বোধন করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্যসৌ।

এই মন্ত্রমধ্যস্থ 'অসৌ" স্থলেও সম্বোধনান্ত মাণবকের নাম গ্রহণ করিতে হয়। পরে আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবককে প্রেরণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিপ্রৈষে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমিধমাধেহি। (ব্রহ্মচারী ওঁ বাঢং) ওঁ অপোশান, ওঁ কর্ম্ম কুরু। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।

ব্রহ্মচারীও সমস্ত বাক্যে "ওঁ বাঢং" বলিবেন। অনন্তর আচারানুসারে ব্রহ্মচারী কৌপীন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিবেশ ধারণ করিবে। পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরভাগে গিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখভাবে সমাসীন হইবেন। মাণবকও দক্ষিণজানু পাতিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি আচার্য্যাভিমুখে সমাসীন হইবে। অনন্তর আচার্য্য মাণবককে ত্রিঃপ্রদক্ষিণত্রিবৃতা মুঞ্জমেখলা ধারণ করাইয়া নিম্নকথিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্ ॥ ১ ॥

ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম ॥ ২ ॥

তৎপরে আচার্য্য নিম্নকথিত মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক মাণবককে এক দণ্ডি (গ্রন্থিযুক্ত) যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি ॥ ১ ॥

পরে আচার্য্য অজিনগ্রন্থি বা কৃষ্ণসারাজিনখণ্ডযুক্ত একদণ্ডি যজ্ঞোপবীত নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাণবককে ধারণ করাইবেন। যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ ছন্দোঽজিনং দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচার্য্যজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্দ্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বী স্থবিরং সমিদ্ধম্। অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেঽহম্ ॥ ২ ॥

অনন্তর মাণবক উপসন্ন (কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী) হইয়া কহিবেন, 'অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবাননুব্রবীতু" অর্থাৎ "আপনি আমাকে অধ্যাপনা করুন এবং পরে সাবিত্রী উপদেশ দিউন।" পরে আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে এক এক পাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পাদ, অবশেষে সমগ্র সাবিত্রী অধ্যাপনা করিবেন। ঐ সকলের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা এক প্রকার। যথা—

বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্। (ইতি প্রথমম্।) ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। (ইতি দ্বিতীয়ম্) ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। (ইতি তৃতীয়ম্।) ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি (ইতি পূর্ব্বার্দ্ধম্।) ওঁ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (ইতি উত্তরার্দ্ধম্) ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। সমগ্র গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন।

অনন্তর গুরু মহাব্যাহৃতি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া মাণবককে ওঙ্কারপূর্ব্বিকা, ওঙ্কারান্ত বা ওঙ্কারপুটিত করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন এবং পরিশেষে প্রণব ও ব্যাহৃতিসমন্বিত প্রণবান্তা গায়ত্রী অধ্যয়ন করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ। প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।

পরে সপ্রণবব্যাহৃতিকা প্রণবান্তা গায়ত্রী পাঠ করাইতে হয়, যথা—

বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

তৎপরে আচার্য্য মাণবককে পাদাবধি কেশ পর্য্যন্ত প্রমাণ বিল্বদণ্ড অথবা পলাশদণ্ড অর্পণ করত নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দো দণ্ডাগ্নী দেবতে উপনয়নে মাণবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু। যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা দেবেষ্বেবমহং সুশ্রবঃ সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসম্।

অনন্তর গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী অগ্রে "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বাক্যে জননীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং ভিক্ষালাভান্তে 'ওঁ স্বস্তি" কহিবে। পরে মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু স্ত্রীদিগের নিকট ভিক্ষা লইয়া * "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বাক্যে পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে। তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমস্তই আচার্য্যকে 'ভৈক্ষ্যং ভোঃ' এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। আচার্য্য 'উপভুজ্যতাম্' বলিয়া মাণবকেব ভোজনার্থ দিবেন। পরে আচার্য্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম (১ম খণ্ড ২৪৮ পৃঃ) শেষ করিয়া প্রাদেশপরিমিত

* মনুর মতে প্রথমে মাতা, পরে জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতৃস্বসা প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিবে। যাঁহারা ভিক্ষাদানে অপমান করিবেন না, তাঁহাদের নিকটই ভিক্ষা করা উচিত।

ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে বহ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃতকর্ম্ম শেষ করত সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। তৎপরে যদি পিতাই আচার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। অন্য ব্যক্তি বৃত হইলে তাঁহাকে দক্ষিণা দিতে হয়। ব্রহ্মচারী সেই স্থানেই দিনান্ত যাবৎ বাগ্‌যত হইয়া অবস্থিত হইবে। তৎপরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে সমুদ্ভবনামা, মতান্তরে শিখিনামা বহ্নি স্থাপন করত "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণজানু ভূতলে পাতিয়া দক্ষিণপশ্চিমোত্তরক্রমে উদকাঞ্জলিসেক, বহ্নিপর্য্যুক্ষণ ও সমিদ্ধোম করিবে। যথা—তিনটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ লইয়া আদি ও অন্তে অমন্ত্রক আহুতি দিয়া দ্বিতীয়টি নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা অগ্নৌ সমিদাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্যেবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা।

তৎপরে নামগোত্র উল্লেখ করত অগ্নিকে অভিবাদন করিবে, যথা—অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহহং ভোঃ অভিবাদয়ে। পরে "ওঁ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে অগ্নিবিসর্জ্জন করিয়া সন্ধ্যা বিগত হইলে সঘৃত অক্ষারলবণ অন্ন * জল প্রোক্ষিত করিয়া এক গণ্ডূষ জল পান করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।

তৎপরে মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিনটি অঙ্গুলীর ত্রিপর্ব্ব দ্বারা গৃহীত অন্ন দ্বারা নিম্নলিখিত পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিবে, যথা—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনন্তর প্রাণাহুতিশেষ ভূতলে ফেলিয়া বামকরে ভোজনপাত্র ধারণপূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া আহার করিবে। ভোজনান্তে এক গণ্ডূষ জল পান করিবে, তাহার মন্ত্র, যথা—

ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।

* অক্ষারলবণ যথা—গোদুগ্ধ, গব্য ঘৃত, হৈমন্তিক আতপতণ্ডুল, কাঁচা মুগ, তিল, যব, সৈন্ধব লবণ।

অনন্তর আচমন কর্ত্তব্য। এই অগ্নিক্রিয়া সমাবর্ত্তন যাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে ও প্রভাতে কর্ত্তব্য। উক্ত নিয়মেই যাবজ্জীবন ভোজন করা উচিত।

সামবেদীয় সাবিত্রচরুহোম

উপনয়নের পর চতুর্থ দিনে সাবিত্রচরুহোম কর্ত্তব্য, কিন্তু ইদানীং অস্মদ্দেশে উপনয়নের দিনেই করার প্রথা প্রচলিত। অগ্রে কৃতস্নান পিতা বা পিতা কর্ত্তৃক বা ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক বৃত অন্য আচার্য্য সমুদ্ভবনামা বহ্নি স্থাপন করত প্রাঙ্মুখে আসীন হইয়া উক্ত বহ্নিতে চরু পাক করিবে। আচার্য্য চরু-পাকার্থ তণ্ডুল শূর্পোপরি স্থাপন করত উহাতে চমসস্থ জলের ছিটা দিয়া "সবিত্রে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" মন্ত্রে কাংস্যপাত্র বা চরুস্থালী দ্বারা উদূখলে রাখিবে, পরে অমন্ত্রক আর দুইবার রাখিবে। অতঃপর দক্ষিণ হস্ত উপরে রাখিয়া মুষল দ্বারা অবঘাত করিবে। পরে শূর্প দ্বারা তিনবার প্রস্ফোটন করত বারত্রয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে পাকপাত্রে একটি উত্তরাগ্র পবিত্র দিয়া উহাতে ঐ তণ্ডুল, দুগ্ধ ও মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ জল দিয়া এরূপ ভাবে পাক করিতে থাকিবে, যেন চরুর মণ্ড গালিতে না হয় এবং দগ্ধ না হয়। তৎপরে মেক্ষণ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অবঘট্টন করত প্রজ্বলিত কাষ্ঠের আলোকে স্থালীগর্ভ দর্শন পূর্ব্বক উক্ত চরুতে দুইবার ঘৃতধারা দিয়া বহ্নির ঈশানকোণে কুশোপরি চরুস্থালী নামাইয়া পুনর্ব্বার একবার ঘৃত দিবে এবং অগ্নির আলোকে দেখিবে। তৎপরে সংক্ষেপ করিবার ইচ্ছা থাকিলে অথবা জুহূ প্রাপ্ত না হইলে মেক্ষণ দ্বারা সঘৃত চরু লইয়া "ওঁ সবিত্রে স্বাহা" মন্ত্রে হোম করত মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। যদি কেহ অধিক ফল পাইতে ইচ্ছা করেন ও জুহূ (পলাশ-কাষ্ঠনির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞপাত্রবিশেষ) পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে (কাশ্যপ) (সাবর্ণ) (ভরদ্বাজাদি গোত্রজ) ভৃগুগোত্রজ বা ভার্গবাদিপ্রবর ব্রাহ্মণ জুহূতে পঞ্চ ঘৃতস্রুব, অন্যপ্রবর ব্রাহ্মণ জুহূতে চতুর্দ্ধা ঘৃতস্রুব নিক্ষেপ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে।* যথা—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। পূর্ব্ববৎ

* অগ্নি প্রভৃতির হোম পক্ষে নির্ব্বাপণ, অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বাপামি এবং সোমায় ত্বা, সবিত্রে ত্বা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ত্বা এই মন্ত্রে কর্ত্তব্য।

ঘৃতস্রুবদানান্তে 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। অতঃপর ভার্গবপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহূতে একবার ঘৃতস্রুব ও চরু-মধ্যে ১টি ঘৃতস্রুব দানান্তে সেই স্থানে মেক্ষণ দ্বারা অল্প খণ্ড করিয়া জুহূতে স্থাপন করিবে, অবদানস্থানে ও চরুতে ঘৃতস্রুব দাতব্য। অনন্তর চরুর পূর্ব্ব-ভাগে ঘৃতস্রুব দান করিবে ও সেই স্থানে পুনশ্চ মেক্ষণ দ্বারা অল্প খণ্ড করিয়া জুহূতে স্থাপন করিবে, পূর্ব্ববৎ অবদানস্থানে ও চরুতে ঘৃতস্রুব দাতব্য। তৎপরে চরুর পশ্চিম ভাগে ঘৃতস্রুব দানান্তে সেই স্থানে মেক্ষণ দ্বারা অল্প খণ্ড করিয়া পুনশ্চ জুহূতে স্থাপন করিবে ও পূর্ব্ববৎ জুহূতে এবং চরুতে ঘৃতস্রুব দিবে। অনন্তর জুহূস্থ সমস্ত চরুর উপর ঘৃতস্রুব দান করিয়া 'ওঁ সবিত্রে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিমধ্যে আহুতি দিবে। কিন্তু অন্যপ্রবর ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্ত চরুর পশ্চিমভাগে ঘৃতস্রুব দানান্তে অবদানকার্য্য করিবেন না। কেবল-মাত্র জুহূতে ঘৃতস্রুবদানান্তে চরুমধ্যে পূর্ব্বাবত্ত করিবে ও চরুর উপরে ঘৃতস্রুব দিয়া হোম করিবে। অতঃপর ভার্গবাদিপ্রবর ব্রহ্মচারী জুহূতে ঘৃতস্রুবদ্বয়দানান্তে চরুর ঈশানকোণে ঘৃতস্রুব দান ও সেই স্থান হইতে মেক্ষণ দ্বারা বহুতর চরু গ্রহণ করত জুহূতে স্থাপন করিবেন, অবদানস্থানে চরুতে ঘৃতস্রুব দিবেন না। পরে জুহূস্থ চরুর উপরে ঘৃতস্রুবদ্বয় অর্পণ করিয়া অগ্নির ঈশানকোণে "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে হোম করিবে। অন্য-প্রবর ব্রহ্মচারী জুহূতে প্রথমে একটিমাত্র ঘৃতস্রুব দিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতি-হোম-সমাপনান্তে (৫ম পৃঃ) তূষ্ণীম্ভাবে সমিধ্ প্রক্ষেপ করত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ) শেষ করত কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্য করণীয়।

সামবেদীয় সমাবর্ত্তন *

বেদাধ্যয়ন-সমাপনান্তে + আচার্য্য কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত মাণবককে গৃহে

* সমাবর্ত্তনসংস্কার এখন আমাদিগের দেশে একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। কারণ, উপনয়নান্তে গুরুগৃহে শিষ্য বাস করাই পূর্ব্বে রীতি ছিল। তথায় অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতে হইত, তখনই আসিবার অগ্রে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-রক্ষণোপযোগী গুণরাশির স্মরণস্বরূপ এই সংস্কার নির্ব্বাহ করিতে হইত। এখন সে প্রথা নাই। কাজেই উপনয়নের দিন এই সংস্কার হইয়া থাকে।

+ কেহ কেহ সমাবর্ত্তনের প্রথমে ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি চতুর্ব্বেদের আদি মন্ত্রচতুষ্টয় পাদশঃ, অর্দ্ধশঃ ও সমগ্রভাবে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

আনয়ন করিবে। পিতা পূর্ব্ববৎ প্রাতঃস্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-সমাপনান্তে মহাব্যাহৃতিহোম (৫ পৃঃ) করিবে। তৎপরে আচার্য্য নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি প্রদান করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৩ ॥

প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৪ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৫ ॥

পরে আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশোপরি উত্তরাস্তে সমাসীন হইবেন। ব্রহ্মচারীও আচার্য্যের বায়ুকোণে উত্তরাগ্র কুশোপরি প্রাঙ্মুখ হইয়া উপবেশন করিবে। অনন্তর আচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রীহি, যব, মাষ, মুগ প্রভৃতি ওষধি-সমন্বিত চন্দনাদিগন্ধবাসিত পাত্রান্তরস্থিত শীতোষ্ণোদকের অঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে ভূতলে ফেলিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নয়ো দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেঽপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো ময়ূকো মনোহাঃ খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অতি তান্ সৃজামি।

পুনর্ব্বার ঐ প্রকারে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল ভূতলে ফেলিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽপাং ঘোরক্রূরাশান্তরূপাণি দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরং যদপাম্ শান্তমতি তৎ সৃজামি।

তৎপরে আচার্য্যানুমত ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্তপ্রকার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষী রোচনোঽগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি তেনাহং মামভিষিঞ্চামি।

পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিতে হয়, যথা—

প্রজাপতির্ঋষী রোচনোঽগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায় বলায়েন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্ট্যা অপচিত্যৈ।

তৎপরে পুনরায় জলাঞ্জলি দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ ষডষ্টকামহাপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোঽশ্বিনৌ দেবতে সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন স্ত্রিয়মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যষিঞ্চত' যেনেমাং পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনা যশস্তেন মামভিষিঞ্চতম্।

অনন্তর পুনর্ব্বার জল দ্বারা বিনা মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে। পরে ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা আদিত্যোপস্থান করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যামাবিশ ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাং সান্তপনেভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যামাবিশ ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বাত্বা বিশাম্যামাবিশ ॥ ৩ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্টমস্তবমে পাপ্মানং জহি। সোমত্বা রাজাবতু নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়-

অনন্তর ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেহের অধোভাগ দ্বারা মেখলা মোচন করিবে, যথা—

শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম।

তদনন্তর আচার্য্য বিল্বদণ্ড অগ্নিতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম (৫ পৃঃ) এবং তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ ক্ষেপণ করত প্রকৃতকর্ম্মসমাপনান্তে শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) সম্পাদন করিবেন। পরে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণভোজনান্তে স্বয়ং ভোজন করিবেন এবং শিখারক্ষণ করত কেশশ্মশ্রুনখাদির কর্ত্তন ও স্নানান্তে শুভলগ্নে ধৌত বসন পরিধান করিয়া বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করিবেন। পরে যজ্ঞোপবীতদ্বয় ধারণ করিতে হয়, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্যজ্ঞোপবীতং দেবতা (সমাবর্ত্তনে) যজ্ঞোপবীতপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।

তৎপরে কৃষ্ণসারাজিন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-যজ্ঞোপবীত জলে ফেলিয়া দিবে। অন্য সময়েও ছিন্ন যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন যজ্ঞোপবীতদ্বয় মন্ত্রাভিমন্ত্রিত করত ধারণ করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে মস্তকে মাল্য ধারণ করিতে হয়, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ শ্রীর্দেবতা স্রগ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।

তৎপরে পদযুগলে চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুপানহৌ দেবতে উপানৎপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তং মাম্।

অনন্তর ব্রহ্মচারী স্বপ্রমাণ বংশদণ্ড নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে গ্রহণ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্দ্দণ্ডো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গন্ধর্ব্বোঽস্যুপাব উপ মামব।

পরে পূর্ব্বে ত্যক্ত কৃষ্ণসারাজিন, যজ্ঞোপবীত ও মুঞ্জমেখলা দণ্ডোপরি রাখিবে। তৎপরে ব্রহ্মচারী সপরিষদ্ আচার্য্যের সমীপে গিয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যপরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিষদ্বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসম্।

অনন্তর ব্রহ্মচারী আচার্য্যসমীপে গমন করত দক্ষিণকরের অঙ্গুলী প্রসারণ পূর্ব্বক মুখ আচ্ছাদন ও মুখভব প্রাণবায়ু স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখ্যপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পবিঃ। জিহ্বে মা বিহ্বলো বাচং চারু মাদ্যেহ বাদয়। *

তৎপরে আচার্য্য অর্ঘপ্রাপ্তিযোগ্য ব্রহ্মচারীকে অর্ঘ্যপাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মচারী গোযুগসহিত রথসন্নিধানে গিয়া রথাবয়বদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক ত্রিপাদমন্ত্রে রথারোহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রথো দেবতা রথারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ। গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীডয়স্ব।

তৎপরে মন্ত্রের চতুর্থ পাদ দ্বারা রথে উপবেশন করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো রথো দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।

অনন্তর ব্রহ্মচারী প্রাঙ্মুখ বা উত্তরাস্য হইয়া কিছু দূর গমন করিলে মাতৃবন্ধুস্ত্রী প্রভৃতির সহিত সেই ব্রহ্মচারীর পূজা করিতে হয়। পরে ব্রহ্মচারী

* সমাবর্ত্তন সংস্কারের উদ্দেশ্য যে কত দূর উচ্চ, তাহা এতন্মধ্যস্থ মন্ত্রগুলিতেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। গৃহস্থধর্ম্মের সার কথাগুলি এই সংস্কারের মধ্যে পরিষ্কাররূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। কেন না, গৃহস্থকে সর্ব্বত্র জলের শোধন করিতে হয়। কারণ, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক। দূষিত জলের ব্যবহার অবশ্য পরিহার্য্য। দুষ্টা ভার্য্যা, মদিরা ও অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন গৃহধর্ম্মের বিঘ্নকর। এতদ্ব্যতীত বহুজনের ভরণপোষণ ও জগতের সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা অবশ্যই গৃহীর প্রকৃত ধর্ম্ম। এই সকল তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া গৃহস্থ সত্য ও প্রিয়ভাষী, মিতবাদী এবং লোকরঞ্জক হইতে নিরন্তর যত্নবান্ হইবেন। সমাবর্ত্তনসংস্কারান্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রবিহিতানুসারে গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে হয়। সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রম ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই সকল আশ্রম ও সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। সংযতমনা হইয়া যথাবিধানে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্ত হইতে পারে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যথাকালে বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, সদাচারপালন, জপ, তপ, দান, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে তাহার পারলৌকিক পথ যে সুখময় হয়, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে? যথাবিধানে গার্হস্থ্যধর্ম্ম-প্রতিপালনের পর বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুকাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়।

দক্ষিণদিক্ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করত আচার্য্যসন্নিধানে গমন করিবে। আচার্য্য পুনর্ব্বার অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। পিতা স্বয়ং আচার্য্য হইলে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। যদি অন্য ব্যক্তি আচার্য্য হন, তবে যিনি বরণ করিয়াছেন, তিনি আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবেন, তৎপরে ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

সামবেদীয় জ্ঞাতিকর্ম্ম *

বিবাহসংস্কারে প্রথমে জ্ঞাতিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। প্রথমে বিবাহদিনে পিতৃ-সপিণ্ড বা কোন সুহৃৎ মুগ, যব, মাষকলায় ও মসূরের কোমল চূর্ণরাশি একত্র করিয়া কন্যার অঙ্গে মাখাইবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জলপূর্ণ কলস দ্বারা স্নান করাইবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রস্তারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কাম বেদ তে নাম মদো নামাসি, সমানয়ামুং সুরা তেঽভবৎ পরমত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা।

মন্ত্রের মধ্যগত "অমুং" স্থলে "অমুকদেবশর্ম্মাণং" অর্থাৎ দ্বিতীয়ান্ত পতিনাম উচ্চার্য্য। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়-দেশে ভূরিপরিমাণে জল দিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ম্মধ্যেজ্যোতির্জ্জগতীচ্ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতি-কর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতের্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ম্। তেন পুংসোঽভিভবাসি সর্ব্বান্ স্ববশান্ বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।

অনন্তর পুনরায় ঐরূপে জল দিতে হয়, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিকপরিষ্টাজ্‌জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণ্বন্

* যৌবনাবস্থায় একমাত্র সংস্কারই বিবাহ। কি চতুর্ব্বর্ণ, কি সঙ্করজাতি সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। বিবাহ অষ্টবিধ; কিন্তু সকলপ্রকার বিবাহই শাস্ত্রবিহিত সংস্কার বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, বিবাহের মধ্যগত মন্ত্র-গুলির অত্যুদার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই সংস্কারের পবিত্রতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধ হইবে।

গুহানাঃ স্ত্রীণামুপস্থমুষয়ঃ পুরাণাস্তেনাজ্যমকৃণ্বংস্ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু স্বাহা।

সামবেদীয় সম্প্রদান

সংপ্রদাতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধসমাপনান্তে শুভলগ্নে সম্প্রদানশালার উত্তরে গাভী বন্ধন করত বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাস্যে সমাসীন হইবেন। তৎপরে বর সম্মুখাগত হইলে উত্তরমুখে দুইবার আচমন করিয়া কুশহস্তে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র ও "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত বিষ্ণুস্মরণ ও অক্ষত লইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" বারত্রয় বলিবেন। ব্রাহ্মণেরা বারত্রয় "ওঁ পুণ্যাহং" বলিলে পুনর্ব্বার "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবেন। ব্রাহ্মণেরাও তিনবার "ওঁ স্বস্তি" বলিলে পুনরায় "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার বলিবেন। ব্রাহ্মণেরাও বারত্রয় "ওঁ ঋধ্যতাং" বলিবেন। অনন্তর "সোমং রাজানং" ইত্যাদি মন্ত্রে স্বস্তিবাচন ও "ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক করপুটে বরের দিকে নেত্রপাত করত "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিবেন। জামাতা "ওঁ সাধ্বহমাসে" বলিলে সম্প্রদাতা "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিবেন। জামাতাও ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা যথাচারানুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, মাল্য, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীত, বস্ত্রদ্বয় প্রভৃতি "ওঁ এতানি গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞসূত্রাদীনি ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রদান করিলে জামাতা "ওঁ স্বস্তি" মন্ত্রে গ্রহণ করিবেন। পরে দাতা তণ্ডুল-দূর্ব্বা দ্বারা জামাতার দক্ষিণজানু ধরিয়া নিম্নোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবেন, যথা—

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং, অমুক-গোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, অমুকগোত্রম্ অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ

পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং শুভব্রাহ্মবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

জামাতা 'ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন, তৎপরে সম্প্রদাতা "যথাবিহিতং বরকর্ম্ম কুরু" বলিলে জামাতাও "ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি" বলিবেন। অনন্তর সম্প্রদাতা সম্প্রদানশালার পশ্চিমাভিমুখে সমাসীন থাকিবেন। পরে রমণীগণ বরকে অন্তঃপুরে লইয়া মঙ্গলাচারানুসারে বরকন্যা উভয়কে পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। পরে বর সম্প্রদানশালায় গিয়া পূর্ব্বাস্যে দণ্ডায়মান হইলে সম্প্রদাতা পশ্চিমাস্য হইয়া করপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽর্হণীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থাপনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবদ্‌যমে, সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্।

জামাতা বলিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্বিরাড়্‌দেবতা উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ। ও ইদমহমিমাং পদ্যাং বিরাজমন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি।

এই বলিয়া প্রাঙ্মুখে আসনে সমাসীন হইবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা উভয় করে সাগ্রপঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বারা আড়াইবার বামাবর্ত্তভাবে অধোমুখ গ্রন্থি-রচিত উত্তরাগ্র বিষ্টর লইয়া "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং" এই মন্ত্রে বিষ্টর অর্পণ করিলে, জামাতা "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্যাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ। তামহ্যমস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।

এই মন্ত্রপাঠান্তে আসনোপরি সেই উত্তরাগ্র বিষ্টর দিয়া সমাসীন হই-বেন। পরে সম্প্রদাতা পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে পুনর্ব্বার ঐরূপ বিষ্টর দিলে জামাতাও পূর্ব্ববৎ লইয়া নিম্নকথিত মন্ত্রে পদদ্বয়ের নিম্নে সেই উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু। তা মহ্যমস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।

পরে সম্প্রদাতা পানীয়পাত্র লইয়া "ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং"

বাক্যে পানীয়পাত্র অর্পণ করিলে জামাতা "ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্লামি" বাক্যে তাহা লইয়া ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদক-বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যাম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধি-রাগচ্ছতু।

পরে জামাতা সেই পাত্র হইতে উদক লইয়া বাম পাদে নিক্ষেপ করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে।

পুনর্বায় ঐরূপ জল লইয়া দক্ষিণচরণে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহার মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি।

পরে পুনরায় জলাঞ্জলি লইয়া উভয়চরণে দিবে, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ পূর্ব্বমন্যমপরমন্যমুভৌ পাদাববনেনিজে রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ।

অনন্তর সম্প্রদাতা "ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং" মন্ত্রে অক্ষতদূর্ব্বাপল্লবযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিলে, জামাতা "ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠসহকারে মস্তকে সেই অর্ঘ্য দিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রি-রসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসম্।

তদনন্তর সম্প্রদাতা "ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং" বাক্যে আচমনীয় প্রদান করিলে জামাতা "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া আচমন করিবেন। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশো-ঽসি, যশো ময়ি ধেহি।

তৎপরে সম্প্রদাতা "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম্" বাক্যে মধুপর্ক প্রদান করিলে জামাতা "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া তাহা লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূতলে রাখিবেন। যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীয়-মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো যশোঽসি।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে উহা তিনবার ভক্ষণ করত মৌন-ভাবে একবার ভক্ষণ করিয়া পুনরায় আচমন করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্মধুপর্কো দেবতা অর্হণীয়-মধুপর্ক-প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো ভক্ষ্যোঽসি মহসো ভক্ষ্যোঽসি শ্রীর্ভক্ষ্যোঽসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি।

পরে বরের মঙ্গলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণকরোপরি কন্যার তাদৃশ হস্ত স্থাপন করিলে পতিপুত্রবতী সুভগা নারী মঙ্গলাচারসহকারে কুশ দ্বারা সেই হস্তযুগল বন্ধন করিয়া দিবেন। উহার মন্ত্র যথা—

ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥ (ইহা কাল্পনিকমন্ত্র, ভবদেবভট্টধৃত নহে)

তৎপরে সম্প্রদাতা কুশ, তিল, তুলসী ও পুষ্প সহ জলপাত্র লইয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত কন্যাকে বামকরে ধারণ করত নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে অর্চ্চনা করিবেন, যথা—"ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ সাচ্ছাদনায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ সাচ্ছাদনায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ।"

এই প্রকারে অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত তিলকুশজল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণসহকারে হস্তদ্বয়োপরি সেই তিলকুশজলাদি দিবেন, যথা—

ওঁ তৎসৎ অদ্যামুকে মাসি (সৌরমাস) অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্যামুক-প্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় ব্রাহ্মণায় অর্চ্চি-তায়—অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যা-মুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ, পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীমর্চ্চিতাং (এইরূপ বারত্রয় বলিয়া) এনাং কন্যাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদৈবতাকাং তুভ্যমহং সংপ্রদদে।

জামাতা "স্বস্তি" বলিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন এবং "কন্যেয়ং প্রজাপতি-দেবতাকা" বলিয়া নিম্নলিখিত কামস্তুতি পাঠ করিবেন, * যথা—

ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে।

অনন্তর সম্প্রদাতা নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এবং এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় বরায় নমঃ। এই মন্ত্রে অর্চ্চনান্তে।—

ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসবস্ত্রসালঙ্কারকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং তন্মূল্যং বা অগ্নিদৈবতং বিষ্ণুদৈবতং বা অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে তুভ্যমহং সংপ্রদদে।

জামাতা "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তৎপরে সম্প্রদাতা জামাতাকে ভূমি, অন্ন, জল, শয্যা, গো, সুবর্ণ ইত্যাদি যৌতুক প্রদান করিবেন। অনন্তর পতিপুত্রবতী নারী বস্ত্রদ্বয় দ্বারা গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবেন। † পরে সম্প্রদাতা কুশগ্রন্থি মোচন করত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অন্যোন্যের মুখাবলোকন করাইয়া কন্যাকে পতির দক্ষিণভাগে বসাইবেন। পরে নাপিত "গৌঃ গৌঃ গৌঃ" উচ্চারণ করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাৎ দ্বিষন্তং মেঽভিধেহি তং জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবতূদকম্।

তৎপরে নাপিত গোমোচন করিলে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

* বিবাহকর্ম্মে হঠাৎ "কামস্তুতি" কথা শ্রবণ করিলে সাধারণের মনে এই ধারণা হইতে পারে যে, যেন কন্যার পত্নীস্বরূপে গ্রহণ, কিন্তু তাহা নহে। এই স্তুতির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইহা স্ত্রীঘটিত ভৌতিক কামস্তুতি নহে। এটি অনাদিবাসনার বা আধ্যাত্মিক কামের স্তুতি মাত্র। ব্রহ্মসূত্রবোধিত সিসৃক্ষারূপ যে কাম আদিমসৃষ্ট পদার্থ সলিল হইতে যাবতীয় সৃষ্ট দ্রব্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু রজোগুণের উদ্রেক করাইয়া ভেদবুদ্ধির মূলস্বরূপ একাকে বহু করিয়াছে, সেই কামই স্বয়ং সম্প্রদাতা এবং সেই কামই স্বয়ং প্রতিগ্রহীতা।

† দেশভেদে এই স্থলে একটি মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে, যথা—

যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।
যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি॥

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট।

পরে গো-মোচন কর্ত্তব্য। অনন্তর সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচন করিয়া বৈগুণ্য-প্রশমনার্থ 'ওঁ অদ্যেত্যাদি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) কৃতেঽস্মিন্ কন্যাদানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বাক্যে বিষ্ণুস্মরণ, বিষ্ণুতে কর্ম্মফলার্পণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিবেন।

পাণিগ্রহণাদি (কুশণ্ডিকা)

জামাতা প্রথমতঃ আচারাৎ যথানিয়মে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়-পূজা সমাপন করিবেন। কুশণ্ডিকোক্তনিয়মে যোজকনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫৩ পৃঃ) সম্পাদন করিবেন।

জামাতার কোন এক বয়স্য জলপূর্ণ কুম্ভ হস্তে বস্ত্রাচ্ছাদিতদেহে বাগ্‌যত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দিয়া অগ্নিপরিভ্রমণ করত অগ্নির দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যে দণ্ডায়মান থাকিবে। অন্য এক জন বয়স্য প্রতোদ (পাঁচনী) হস্তে লইয়া সেইভাবে কুম্ভধারীর পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করিবে। একখানি শূর্পে চারি অঞ্জলি শমীপত্রমিশ্রিত খই, তৎসমীপে শিলা ও শিলাপুত্র (নোড়া) এবং তৎপশ্চিমে বীরণপত্রনির্ম্মিত পটবেষ্টিত কট (চেটাই) স্থাপিত করত জামাতা গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক নিম্নকথিত দুইটি মন্ত্র পাঠ সহকারে বধূকে নূতন ধৌত অধোবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা অধোবস্ত্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যো অন্তানভিতস্ততন্থ তাস্ত্বা দেব্যোজরসা সংব্যয়স্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥ ১॥

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা উত্তরীয়বস্ত্রপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা বসূনি চার্য্যো বিভজাসি জীবন্॥ ২॥ *

---

* এই দুইটি মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে যে, যেন জামাতার হৃদয়ে বধূর রূপের উদয় হইতেছে এবং সাংসারিক ধর্ম্মরক্ষার অবশ্যম্ভাবী শুভফল সকলের অনুভব হইতেছে; সুতরাং তিনি বধূর প্রতি প্রীতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপযুক্ত সম্মাননা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রথম মন্ত্রে অধোবস্ত্র এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে যজ্ঞোপবীতস্বরূপ উত্তরীয়-বসন ধারণ করাইতে হয়। পরে জামাতা বধূকে অগ্নির অভিমুখী করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যঃ কন্যানয়নজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্।

অনন্তর বধূ অগ্নির পশ্চিমে গিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরণপত্রনির্ম্মিত কটখানিকে দক্ষিণচরণ দ্বারা স্পর্শণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিবেন। তৎকালে এই মন্ত্র জামাতা বধূকে পাঠ করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দ্দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রমে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।

লজ্জাহেতু বধূ মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা— প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দ্দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাস্যাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ।

পরে বধূ সেই কটের পূর্ব্বার্দ্ধে পতির দক্ষিণে এবং জামাতা বধূর উত্তরে সমাসীন হইয়া প্রকৃতহোমার্থ অগ্রে মৌনভাবে অগ্নিতে সমিধ্ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম করিবেন। যথা—প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। পরে বধূ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পতির দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন এবং জামাতা ছয়টি মন্ত্রে যথাক্রমে ছয়টি ঘৃতাহুতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা॥ ১॥

প্রজাপতির্ঋষিঃ (ইত্যাদি) (পরে) ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা॥ ২॥

প্রজাপতির্ঋষিঃ শক্করীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা আজ্যহোমে

বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ স্তনন্ধয়স্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্বৃহস্পতির্ব্বিশ্বেদেবা অভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা॥ ৩॥

প্রজাপতির্ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু। মা ত্বং রুদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা॥ ৪॥

প্রজাপতির্ঋষিকপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানমুতবা অঘম্ শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবো ন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা॥ ৫॥

প্রজাপতির্ঋষিকষ্ণিক্ ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাদ্বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু। পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং যত্র নো অন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা॥ ৬॥ *

এইরূপে ছয়টি ঘৃতাহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম কর্ত্তব্য। (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) অনন্তর জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হইলে স্রুব দ্বারা পঞ্চধা গৃহীত ঘৃত জুহূতে স্থাপন করত 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে উত্তরভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা আহুতি দিবেন, পরে পুনশ্চ পূর্ব্বোক্তক্রমে আজ্য লইয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে দক্ষিণভাগে অর্পণ করিবেন। অন্যগোত্র বা অন্যপ্রবর জামাতা জুহূতে চতুর্দ্ধা ঘৃত স্থাপন করিয়া উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে হোম করিবেন।

পরে লাজহোম করিবেন। পতি বধূসমন্বিত হইয়া গাত্রোত্থান করত পত্নীর পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা দক্ষিণভাগে গিয়া উত্তরাস্যে বধূহস্তদ্বয় অঞ্জলিরূপে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বসংস্থাপিত লাজ লইয়া বধূকে সম্মুখস্থিত শিলার উপর দক্ষিণ-পদার্পণ করাইবেন। তৎকালে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

* ইহার তাৎপর্য্যে জানা যাইতেছে যে, যেন দুই জনেই আহুতিদানরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবেন এবং যাবজ্জীবন উভয়কে মিলিত হইয়া যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহারও ইঙ্গিত হইল।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ।

যদি জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হন, তাহা হইলে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতস্রুবদ্বয়োপরি বধূর মাতা, ভ্রাতা অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পঞ্চাবত্ত লাজ প্রদান করিবেন। পতিও তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় দিবেন। পতি অন্যগোত্র বা অন্যপ্রবর হইলে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত একটি ঘৃতস্রুবোপরি চতুরবত্ত লাজদান ও তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় দান করিতে হয়। তৎপরে জামাতা নিম্নকথিত মন্ত্র পড়িলে বধূ অঞ্জলিভেদ না করিয়া লাজহোম করিবেন, মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্মতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতেঽগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।

পরে পতি বধূকে পুরোভাগে রাখিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যা-পরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।

তৎপরে পতি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরাস্যে দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং পূর্ব্ববৎ মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ গোত্রপ্রবরানুসারে লাজ লইয়া থাকিবেন। বধূ দক্ষিণচরণ দ্বারা শিলাপুত্র (নোড়া) সহ শিলা আকর্ষণ করিয়া লইলে জামাতা পূর্ব্ববৎ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ।

অনন্তর পুনরায় পূর্ব্ববৎ গোত্র ও প্রবরানুসারে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতস্রুবদ্বয় বা ঘৃতস্রুবৈকোপরি চতুরবত্ত বা পঞ্চাবত্ত শমীপত্র-সমন্বিত লাজ ও তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় অর্পণ করিবেন। বধূও পূর্ব্ববৎ লাজহোম করিবেন এবং জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দোঽর্য্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা।

তৎপরে পতি পূর্ব্ববৎ বধূকে পুরোভাগে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।

অনন্তর পুনর্ব্বার পতি পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন। পূর্ব্ববৎ বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোনও ব্রাহ্মণ লাজহস্তে বধূকে দক্ষিণপদ দ্বারা শিলা আক্রমণ করাইবেন। বর নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ।

অনন্তর পুনরায় পূর্ব্ববৎ গোত্র ও প্রবরানুসারে বধূর অঞ্জলিতে পতিদত্ত ঘৃতস্রুবদ্বয় বা ঘৃতস্রুবৈকোপরি পঞ্চাবত্ত বা চতুরবত্ত শমীপত্রসমন্বিত লাজ ও তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় অর্পণ করিবেন। বধূও পূর্ব্বের ন্যায় অঞ্জলি বিচ্ছিন্ন না করিয়া লাজহোম করিবেন এবং জামাতা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিকপরিষ্টাদ্‌বৃহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা।

তৎপরে পতি বধূকে পুরোভাগে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নকথিত মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিযোগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।

পরে সূর্পের উত্তরার্দ্ধে ঘৃতস্রুবদ্বয় দিয়া লাজশেষ স্থাপন করত তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় অর্পণ করত "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে হোম করিবেন। যদি জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হন, তবে এইরূপে, কিন্তু অন্যগোত্র বা অন্য-প্রবর হইলে প্রথমে একটি ঘৃতস্রুব দিবেন, পরে লাজোপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় দিতে হয়। তৎপরে জামাতা ঈশানকোণে বধূকে নিম্নোক্ত সাতটি মন্ত্র দ্বারা সপ্তমণ্ডলিকাতে সপ্তপদীগমন করাইবেন। বধূ

প্রথমে মণ্ডলিকাতে দক্ষিণচরণ ক্ষেপণ করত পশ্চাৎ বামচরণ ক্ষেপণ করিবেন এবং জামাতা বধূকে "বামপাদেন দক্ষিণপাদং মাক্রাম" "বামচরণ দ্বারা দক্ষিণচরণ আক্রমণ করিও না" এই কথা বলিবেন। পতি এক একটি মন্ত্র বলিবেন এবং কন্যা এক একবার পর পর মণ্ডলিকায় পাদক্ষেপণ করিবেন। মন্ত্র সাতটি নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ১ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৩ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৪ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৫ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ষড্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৬ ॥

প্রজাপতির্ঋষিরেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৭ ॥ *

তৎপরে পতি নিম্নকথিত মন্ত্র পড়িয়া সপ্তপদগমনকারিণী বধূকে উপদেশ দিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সামিকীপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সখা সপ্তপদীভব, সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।

* এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে যে, পতির সহিত সপ্তপদীগমনকারিণী বধূ বিষ্ণু কর্তৃক আজীবন পতির সকল প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যেরই সহায় হইবেন। তাঁহার নিকট অন্ন, বল, যজ্ঞাধিকার, সৌখ্য, ধনপুষ্ট প্রভৃতির প্রার্থনাও করা হইল, অতএব ইহা দ্বারা যে দম্পতির পতি-পত্নীভাব দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইল, এবং সহধর্ম্মিণীভাব প্রার্থিত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর জামাতা বিবাহদর্শনার্থ উপস্থিত দর্শকগণকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আশাস্যমানা দেবতা বিবাহপ্রেক্ষক-জনামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা-য়াথাস্তং বিপরেতন।

পরে পূর্ব্বস্থাপিত জলকলসধারী জামাতৃবয়স্য অগ্নির পশ্চিমভাগে সপ্ত-পদীস্থানে গিয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিলে জামাতা নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বদেবাদয়ো দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।

পরে এই মন্ত্রে বধূকেও অভিষেক করিবে।

পরে পাণিগ্রহণ।—জামাতা অধোনিহিত বামকর দ্বারা বধূর অঞ্জলি এবং দক্ষিণকর দ্বারা বধূর উত্তানভাবস্থিত সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণকর গ্রহণ করত নিম্নোক্ত ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যু-র্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি-র্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ১॥

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্জীবসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ২॥

প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা ত্বাদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ৩॥

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি। দশাস্যাং পুত্রানা-ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি॥ ৪॥

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ ৫॥

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা (কন্যাচিত্ত-বৃহস্পতয়ো) দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্ ॥ ৬ ॥

তৎপরে জামাতা অগ্নিসন্নিধানে গিয়া বামভাগে বধূকে উপবেশন করাইয়া পাণিগ্রহণানন্তর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) করিবেন। তৎপরে তূষ্ণীম্ভাবে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করত কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। যদি বিবাহহোমদিবসে চতুর্থীহোম করা হয়, তবে শাট্যায়নাদিহোম শেষে করিবে।

উত্তরবিবাহ।—পুনর্ব্বার যোজকনামা অগ্নি স্থাপন ও বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) শেষ করত যদি দিবাভাগে বিবাহ হয়, তবে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত পতি অবস্থান করিবেন। পরে নক্ষত্রোদয় হইলে লোহিত বৃষভের শুষ্কচর্ম্ম প্রাগ্গ্রীবভাবে আস্তৃত করিয়া তত্রত্য লোমের উপর বধূকে উপবেশন করাইবেন এবং স্বয়ংও আসীন হইয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ছয়টি আহুতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্যাজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। (উল্লিখিত ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা নিম্নোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রের অগ্রে পাঠ্য) ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ১ ॥

ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ২ ॥

ওঁ শীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৩ ॥

ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৪ ॥

ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণা-হুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৫ ॥

ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু ভবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা ॥ ৬ ॥ *

প্রত্যেক আহুতিশেষ স্রুবলগ্ন আজ্য বধূর মস্তকে নিক্ষেপ করিতে হয়।

অনন্তর জামাতা বধূ সহ গাত্রোত্থান করিয়া বহির্ভাগে আগমন পূর্ব্বক বধূকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া ধ্রুব দর্শন করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ধ্রুবো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্। শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীঅমুকীদেবী।

এই স্থলে "অমুকদেবশর্ম্মার অমুকীদেবী আমি" এইরূপে বধূ উভয়েরই নাম গ্রহণ করিবে।

পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূকে অরুন্ধতী দর্শন করাইবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরর্ধ্রুন্দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিযোগঃ। ওঁ রুদ্ধাঽহমস্মি।

তৎপরে জামাতা বধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।

অনন্তর বধূ "অমুকগোত্রা (স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে পতিগোত্রের ও ভবদেবভট্টমতানুসারে পিতৃগোত্রের উল্লেখ হইবে) শ্রীঅমুকীদেব্যহং ভো অভিবাদয়ে" এই বাক্যে অভিবাদন করিলে পতিও "আয়ুষ্মতী ভব সৌম্যে" এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। পরে সধবা রমণী আচারানুসারে বধূ সহ জামাতাকে বেদীতে লইয়া জলপূরিত কুম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক আম্রপল্লবসমন্বিত জল দ্বারা স্নানাদি মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন কবিবে। পরে জামাতা অগ্নি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম ও সমিধ্ প্রক্ষেপ (১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ) সমাপনান্তে সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করত কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন।

ভোজন ও ধৃতিহোম।—অনন্তর জামাতা নিম্নকথিত তিনটি মন্ত্রপাঠ সহকারে ক্ষারলবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, যথা—

* এই কয়টি মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, ভার্য্যার দোষ-সংশোধনকরণবিষয়ে পতিই অধিকারী। এ বিষয়ে পত্নীর ত্রুটী থাকিলে তাহা পতির কর্ম্মদোষবশেই থাকিয়া যায়।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা। বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥১॥

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোর্হৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥ ২ ॥

প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নস্তুতৌ বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং প্রাণস্য ষড়্‌বিংশ (পড়্‌িংশ) স্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রমধ্যগত 'অসৌ'শব্দ স্থানে সম্বোধনান্ত দেব্যন্ত বধূনাম উচ্চারণ করিতে হয়। ভোজনান্তে ভুক্তাবশিষ্ট বধূকে ভোজনার্থ প্রদান করিবেন। যদি এই সময়ে ভোজনসম্ভব না হয়, তবে কদলীফল প্রভৃতি অভিমন্ত্রিত করিয়া বধূর ভোজনার্থ রাখিয়া দিবেন। এই দিন হইতে তিন দিন যাবৎ দম্পতি ক্ষারলবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন ভোজন করত ব্রহ্মচর্য্যভাবে তৃণশয্যায় শয়ান হইবেন। তৎপরদিনে জামাতা বধূকে রথারূঢ় করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবেন। এই মন্ত্রে রথারোহণ করাইতে হয়, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রম্ আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং স্যোনং পত্যে বহং ত্বং কৃণুষ্ব।

পরে পতি বধূ সহ গমন করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পথিমধ্যে চতুষ্পথাদিকে আমন্ত্রণ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পন্থানো দেবতাশ্চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতীতামপদ্রান্ত্বরাতয়ঃ।

অনন্তর পতি যান হইতে অবতরণ করত বামদেব্যগান করিয়া বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন। পরে কৃতমঙ্গলাচারা, পতিপুত্রবতী, সৌভাগ্যবতী ব্রাহ্মণরমণীগণ প্রাগ্‌গ্রীবভাবে আস্তৃত রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মোপরি বধূকে বসাইলে পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুচ্চর্ম্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষা ইহো সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা নিষীদতু।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণীরা উপবিষ্টা বধূর ক্রোড়ে একটি সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ-কুমারকে বসাইয়া তাহার হস্তে শালুকবন্দ বা ফল প্রদান করিবেন। পরে পতি সেই শিশুকে উত্থাপিত করিয়া কুশণ্ডিকাবিধানে ধৃতিনামা বহ্নি স্থাপন করত সমিৎ প্রক্ষেপ ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম (২৫৮ পৃঃ) করিয়া নিম্নোক্ত আটটি মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিবেন। আটটি মন্ত্রেরই ঋষ্যাদি এক প্রকার, যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো বধূর্দ্দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা ॥১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥২॥ ওঁ ইহ রন্তিঃ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা ॥ ৮ ॥ *

পরে জামাতা প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ মৌনভাবে আহুতি প্রদান করিবেন এবং বধূদ্বারা (স্মার্ত্তমতে পতিগোত্রানুসারে ভবদেবমতে বধূর পিতৃগোত্রে) সকলকে অভিবাদন করাইবেন। পরে ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম প্রভৃতি সমাপনান্তে সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম (১ম খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) শেষ করত কর্ম্মকাবয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

তদনন্তর বিবাহদিবস হইতে চতুর্থ দিনে চতুর্থীহোম কর্ত্তব্য।- প্রথমে কুশণ্ডিকোক্তবিধানে শিখিনামা অগ্নি স্থাপন, বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা (১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ) সম্পাদন, তূষ্ণীম্ভাবে সমিৎপ্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া দক্ষিণভাগে বধূকে বসাইবেন এবং দক্ষিণে কুশকুসুমসহিত জলপাত্র রাখিয়া নিম্নকথিত বিংশতি মন্ত্রে বিংশতি আহুতি দিবেন। প্রতি আহুতির শেষে স্রুবলগ্ন ঘৃত জলপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানামিত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে

* এই কয়টি মন্ত্রের ভাবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বামীকে ভার্য্যার সহিত এবং ভার্য্যাকে স্বামীর সহিত সর্ব্বথা মিলাইবার জন্ত অর্থাৎ উভয়কে যেন একটি করিয়া তুলিবার জন্ত আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র যতদূর প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন, জগতীতলে কোন দেশের কোন শাস্ত্রই তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই।

ত্বং দেবানামিত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চত্বারো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ। ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপহত স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি। ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানামিত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বমিত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চত্বারো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ। ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চত্বারো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ। ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বমিত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে

ইত্যাদি। প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চত্বারো দেবতা-শ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ। ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তন্ত্বামস্যা অপহত স্বাহা।

তৎপরে পতি বধূর সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে গমন করিবেন। জামাতা স্রুবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত জলে বধূকে স্নান করাইবেন। তৎপরে আচারানুসারে বধূর মস্তকে সিন্দুর-তিলক ও বস্ত্র দিতে হয়। পরে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোমাদি সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত-উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণভোজনাদি অন্যান্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদীয় সাধারণ হোম (পশুপতি-কৃত)

হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিয়া হোমকর্ত্তা প্রাঙ্মুখে সমাসীন হইয়া কুশহস্তে দুইবার আচমন পূর্ব্বক কুশের দ্বারা তিনবার স্থণ্ডিল মার্জ্জন, গোময় দ্বারা উপলেপন, কুশ দ্বারা সপ্ত সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপ্রমাণ পূর্ব্বাগ্র রেখা-ত্রয়করণ ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা রেখাকরণে উৎকীর্ণ মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্থণ্ডিল হইতে অরত্নি (কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত মুষ্টি) অন্তরিত স্থানে নিক্ষেপ ও জল দ্বারা রেখার অভ্যুক্ষণ করত স্বদক্ষিণে কাংস্য-পাত্রে বা নবশরাবে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক তাহা হইতে জ্বলৎ তৃণ লইয়া 'ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ' এই মন্ত্রে নৈর্ঋতে ক্রব্যাদাংশ ত্যাগান্তে 'ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্' এই মন্ত্রে আত্মাভিমুখে তৃতীয় রেখার উপর স্থাপন পূর্ব্বক অঞ্জলিপুট বদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—'ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্ব-তোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। ওঁ পিঙ্গ-ভ্রূ-শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।' এইরূপ ধ্যানান্তে 'ওঁ অগ্নে ত্বমমুকনামাসি' এই মন্ত্রে অগ্নির যথাযথ নামকরণ, স্থাপন, আবাহন ও পূজা পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণে অরত্নি-পরিমাণান্তরিত স্থানে ব্রহ্মাসন আস্তীর্ণ করত ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। যথা—

ব্রহ্মা ধারা সহিত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অহেদৈধি সব্যোদন্তিষ্ঠাহন্য সদনে সীদ যোঽস্মৎপাকতরঃ' অগ্নিপ্রদক্ষিণান্তে দক্ষিণভাগে গমন পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে ব্রহ্মস্থান দর্শন করিবেন। ব্রহ্মাসন হইতে একটি কুশপত্র বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বয়ং দ্বিষ্মঃ' এই মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন। 'ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ।' এই মন্ত্র পাঠান্তে উপবেশন করিবেন। হোতা কুশ ও কুসুম দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। মতান্তরে 'ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্' এই মন্ত্রে ব্রহ্মস্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতে হয়। কুশ-ব্রহ্মপক্ষে তৃণনিরসন, ব্রহ্মসদন দর্শন ও মন্ত্র পাঠ হোতার কর্ত্তব্য। পরে প্রত্যা-বর্ত্তন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরে কুশাস্তরণ পূর্ব্বক চমস বা প্রণীতাপাত্র বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তোত্তোলিত জলে পূরণ করত কুশা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরে আস্তীর্ণ কুশে ব্রহ্মার মুখাবলোকন করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর অচ্ছিন্ন কুশে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নির পরিস্তরণ কর্ত্তব্য। যথা—মূলসমীপে ছিন্ন কুশ দ্বারা পূর্ব্বদিকে অগ্নি হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাসন হইতে অগ্নিস্থান পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণাবধি ও উত্তরদিকে অগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত কুশপত্রত্রয় আস্তরণ করিবে। অতঃপর অগ্নির উত্তরে আস্তৃত কুশো-পরি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাসাদন করিতে হয়, যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, তৈজসী বা মৃন্ময়ী আজ্যস্থালী, ছয়টি সম্মার্জ্জন কুশ, ত্রয়োদশ উপযমন কুশ, তিনটি উড়ুম্বরাদি সমিধ্, স্রুক্, স্রুব, (চরুহোমস্থলে চরুস্থালী, উদূখল, মুষল, বেণু-নির্ম্মিত সূর্প, মেক্ষণ, ব্রীহি, যব বা তণ্ডুল, দর্ব্বী, কপিলাদুগ্ধ) ব্রহ্মদক্ষিণা, পূর্ণপাত্র (২৫৬ মুষ্টি-পরিমিত তণ্ডুল)। পূর্ব্বে সংগৃহীত কুশপত্রত্রয় দ্বারা পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' এই মন্ত্রে ছেদন ও 'ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ' এই মন্ত্রে মার্জ্জন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে, তাহাতে প্রণীতাজলস্থাপনান্তে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্রকে মূলে দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং অগ্রে বামহস্তের অনামা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধারণ করত হস্তদ্বয় উপরি অধোভাবে অধোমুখে রাখিয়া তদ্দ্বারা পবিত্রমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীজল তুলিয়া ভূমিতে তিনবার ফেলিবে। পরে বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া তাহা হইতে সপবিত্রদক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ জল বারত্রয় তুলিয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ

করিবে ও বামভাগে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনান্তে প্রোক্ষণীজলে সংগৃহীত হোমীয় দ্রব্য সকৃৎ প্রোক্ষিত করিয়া প্রণীতার দক্ষিণে জনসঞ্চারহীন স্থানে প্রোক্ষণী-পাত্র রাখিবে। অনন্তর আজ্যস্থালী আত্মসম্মুখে আনিয়া তাহাতে সংগৃহীত ঘৃত নিক্ষেপ করত অগ্নির দক্ষিণভাগে তদুপরি স্থাপন ও অবতারণ পূর্ব্বক পর্য্যগ্নিকরণার্থ জ্বলৎ অগ্নি দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণা-বর্ত্তে ঘৃতকে তিনবার পরিবেষ্টন করিয়া ঐ জ্বলৎ কাষ্ঠ অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর স্রুক্স্রুবসংস্কার কর্ত্তব্য, যথা—স্রুব গ্রহণ করিয়া অধোমুখ-ভাবে অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে, সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা মূল হইতে অগ্র ও অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত শোধন পূর্ব্বক সম্মার্জ্জনকুশত্যাগান্তে প্রণীতাজলে স্রুবকে অভ্যুক্ষণ করত পুনঃ প্রতপন ও আত্মবামভাগে ভূমিতে স্থাপন করিবে। এইরূপ স্রুক্-মেক্ষণাদিরও সংস্কার কর্ত্তব্য। অতঃপর প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র পূর্ব্ববৎ উভয় হস্তের অনামা-অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যথাযথ মূলে ও অগ্রে ধারণ পূর্ব্বক ঘৃতপাত্র হইতে আজ্য কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া 'ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্য-চ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা," এই মন্ত্রে বারত্রয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, এবং উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলে ঐরূপ উৎপবন বারত্রয় করিয়া বামহস্তে উপযমনকুশ ধারণ পূর্ব্বক সমিত্রয় দক্ষিণ হস্তে লইয়া উত্থিতা-বস্থায় অগ্নিতে আহুতি দিবে। পরে উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীজল দ্বারা 'ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু' এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। উক্ত পবিত্র প্রণীতায় রাখিয়া সংস্রবরক্ষার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে আঘারাজ্যভাগ-হোম কর্ত্তব্য। যথা—দক্ষিণ জানু নত করিয়া হোমকর্ত্তা ব্রহ্মের সহিত সংযোগ পূর্ব্বক ঘৃতপূর্ণ স্রুবে প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করত 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ধারাপাত দ্বারা হোম করিবে, স্রুবলগ্ন হুতশেষ 'ওঁ ইদং প্রজাপতয়ে' এই মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। ঐরূপ 'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায়' এই মন্ত্রে অগ্নির নৈর্ঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে ও হুতশেষ রাখিবে। সর্ব্বত্রই স্বাহান্ত মন্ত্রে হোম ও তৎপরবর্ত্তী মন্ত্রে হুতশেষ রাখিতে হয়। 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত যাবৎ হোম কর্ত্তব্য। 'ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়' এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর-ভাগে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত যাবৎ আহুতি দিবে। অনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম

কর্ত্তব্য। যথা "ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্য্যায়" এই তিনটি মন্ত্রে তিনটি ঘৃতাহুতি দিতে হয়। পরে নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। যথা—'ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা, ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা, ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা, ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা, ইদং বরুণায়।' পরে 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে' এই মন্ত্রে প্রাজাপত্যহোম ও 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে' এই মন্ত্রে স্বিষ্টকৃৎ হোম সমাপন পূর্ব্বক প্রকৃতহোম কর্ত্তব্য। প্রকৃতকর্ম্মে চরুহোম থাকিলে মহাব্যাহৃতিহোমের পূর্ব্বে স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। প্রকৃতহোমান্তে মৃড়নামক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজা পূর্ব্বক ফলতাম্বূলাদি সহিত ঘৃতপূরিত পাত্রে 'ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নাপাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে' এই মন্ত্রে পূর্ণ-হোম দিবে ও হুতশেষ রাখিবে। পরে আস্তরণ কুশ দ্বারা 'ওঁ দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত। মনসস্পত ইমং দেব যজ্ঞং স্বাহা বাতেধাঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে বর্হিহোম সমাপনান্তে সংস্রব প্রাশন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিবে, যথা—'অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদমুককর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তদনুকল্পভোজ্যং বা ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।' অতঃপর পবিত্রযোগে প্রণীতাজল দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে যজমানের শিরঃ প্রভৃতি মার্জ্জন করিবে,—যথা—'ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু' ইতি মস্তকে, 'দুর্ম্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু' ইতি অধোভাগে। 'যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ' এই মন্ত্রে ঈশানকোণে প্রণীতাপাত্র উবুড় করিয়া দিবে। পরে 'ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব' এই মন্ত্রে কুশব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক 'ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ' এই মন্ত্রে জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ

করিয়া 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' এই মন্ত্রে ঈশানকোণে দধি নিক্ষেপ করিবে। পরে স্রুবলগ্ন ভস্মে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলকধারণ কর্ত্তব্য, যথা--"ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ' ইতি ললাটে, 'ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্' ইতি কণ্ঠে 'ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং' (মাধ্যন্দিনশাখীয়ব্রাহ্মণ পক্ষে) ('ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং' কাণ্বশাখীয়-ব্রাহ্মণপক্ষে) ইতি বাহুমূলদ্বয়ে, 'ওঁ তন্নোঅস্তু ত্র্যায়ুষম্' ইতি হৃদয়ে তিলক ধারণ করিবে। পরে শান্তি কর্ত্তব্য।

ইতি পশুপতিমতে যজুঃ-সামান্য-কুশণ্ডিকা।

যজুর্ব্বেদীয় গর্ভাধান

প্রথমতঃ যথোক্তদিনে পূর্ব্বাহ্নে নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে যথোক্ত নিয়মে সঙ্কল্প পূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা ও আচারাৎ ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজা করত পত্নীসহিত উত্থিত হইয়া নূতন শরাব বা তাম্রাদিপাত্রে দুগ্ধ, রক্তচন্দন, জবাপুষ্পাদিযুক্ত অর্ঘ নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। পুত্রার্থিনী দদাম্যর্ঘং গৃহাণ ত্বং দিবাকর। ওঁ বিশ্বপ্সা বিশ্ববন্ধুশ্চ বিশ্বাত্মা বিশ্বসম্ভবঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘং গৃহাণ ত্বং দিবাকর। এষোঽর্ঘঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।' পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ কমলস্কন্দমূল ত্বং সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো। পুত্রার্থিনী প্রপন্নাঽহং স্বর্গদীপ নমোঽস্তু তে।" পরে স্বীয় দক্ষিণে পত্নীকে বসাইয়া বধূর দক্ষিণস্কন্ধোপরিদেশ হইতে অবতারিত দক্ষিণহস্তে হৃদয় স্পর্শ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবে, যথা—

ওঁ যত্তে সুসীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং। জীবেম শরদঃ শতꣳ শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।

পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উপস্থ স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি জপ করিতে হয়, যথা—

ওঁ পূষা ভগং তে দধাতু রুদ্রস্বষ্টা কল্পয়তু সামগম্। ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দধাতু।

ওঁ গর্ভন্ধেহি সিনীবালি গর্ভন্ধেহি সরস্বতি। গর্ভস্তু অশ্বিনৌ দেবা-বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিষেক করিবে, যথা—

ওঁ রেতোঽমৃতং বিজহাতি যোনিং প্রবিশদিন্দ্রিয়ম্। গর্ভো জরায়ুণা বৃতউল্বং জহাতি জন্মনা॥

এরূপ করিলে যদি গর্ভধারণ না হয়, তবে ঋতুকালে পতি পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পুষ্যানক্ষত্রযুক্তদিনে শ্বেতপুষ্পকণ্টকারির মূল উদ্ধৃত করিয়া গুপ্তদেশে স্থাপন করিবে। পরে ঋতুস্নানদিবসে দম্পতি (স্ত্রী-পুরুষ) নিরাহারে থাকিবে। তদনন্তর পতি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করত শুভলগ্নসময়ে নববস্ত্রান্বিতা আচান্তা কৃতমঙ্গলা বধূকে প্রাঙ্মুখীভাবে স্বীয় বামে বসাইয়া পূর্ব্বোক্ত শ্বেতপুষ্পকণ্টকারির মূল আচারানুসারে পর্য্যুষিতজলে পেষণ করত ঐ রস মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক স্ত্রীর দক্ষিণনাসাপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেচন করিবে। যথা—

ওঁ ইয়মোষধী ত্রায়মাণা সহমানা সরস্বতী। অস্যা অহং বৃহত্যাঃ পুত্রঃ পিতুরিব নাম জগ্রভম্।

পরে পতি আচারানুসারে উত্থিতা বধূর নাভিদেশ হইতে অধোভাগে ঘৃতাক্ত সুবর্ণ নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাতিত করিবেন। যথা—

ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। তথা ত্বং ভব কল্যাণি অবিঘ্নং গর্ভধারিণী। দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং কারয় সুব্রতে॥

তৎপরে যথাসুখে ভোজন করত পূর্ব্বোক্তবিধানে নিষেক করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় পুংসবন

প্রথম গর্ভের দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে শুভদিনে শুক্লপক্ষে পুংনক্ষত্রে নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করত পত্নীর সহিত দিবাভাগে উপবাসী থাকিবে। পরে পতি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করত শুভলগ্নে নববস্ত্রদ্বয়পরিধায়িনী, কৃতাচমনা, কৃতমঙ্গলাচারা পত্নীকে পূর্ব্বমুখীভাবে নিজ বামে বসাইয়া বটাঙ্কুর ও বটশুঙ্গা পর্য্যুষিত জলে পেষণ পূর্ব্বক মঙ্গলাচার সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তদীয় দক্ষিণনাসাপুটে সেচন করিবে, যথা—

ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ

রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্যস্য দেবত্ব-মাজানমগ্রে।

যদি গর্ভের বীর্য্যবত্তা কামনা হয়, তবে ভার্য্যার অঙ্কসমীপে কোনও পাত্রে জল রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে উহা অভিমন্ত্রিত করিবে, যথা—

ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্রাঞ্চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। স্তোম আত্মাচ্ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম। সাম তে তনূর্ব্বামদেব্যং যজ্ঞা যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং বিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ দিবঙ্গচ্ছ স্বঃ পত।

পরে শান্তিকর্ম্ম, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন

গর্ভের ষষ্ঠ কিংবা অষ্টম মাসে শুভদিনে প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে পত্নীকে স্নান করাইয়া প্রথমতঃ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে। পরে শুভলগ্নে বহিঃশালায় গমন পূর্ব্বক পুনরাচমনান্তে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইয়া আচারানুসারে গোরোচনা দ্বারা অঙ্কিত শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও কেশবনামযুক্ত-বস্ত্রদ্বয়ধারিণী, কৃতমঙ্গলাচারা, কৃতাচমনা পত্নীকে নিজবাম-ভাগে শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম ও বিষ্ণুপাদ-দ্বয়াঙ্কিত যাজ্ঞিকতরুগঠিত ভদ্রপীঠোপরি উপবেশন করাইবে। তৎপরে পতি বহ্নিস্থাপনার্থ হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তনিয়মে প্রোক্ষণীপাত্রস্থাপনান্তা কুশণ্ডিকা করিয়া নিম্নলিখিত ১ম মন্ত্রে পূর্ব্বপ্রস্তুত তিলদুগ্ধমিশ্রিত তণ্ডুলের এক মুষ্টি গ্রহণ, ২য় মন্ত্রে উদূখলে ক্ষেপণ ও ৩য় মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলে প্রোক্ষণ করিবে, যথা—

ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি ॥ ৩ ॥

পরে মুষল দ্বারা অবহনন, সূর্পে বারত্রয় প্রস্ফোটন ও তিনবার প্রক্ষালন করিয়া চরুস্থালীতে দুগ্ধ ও পবিত্র সহ নিক্ষেপ এবং অগ্নিমধ্যে চরুনির্ম্মাণ ও অবতারণ করিয়া আজ্যভাগান্তা কুশণ্ডিকা (৫৪—৫৬ পৃঃ) সমাপন পূর্ব্বক প্রকৃতকর্ম্ম করিবে। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মঙ্গলনামাসি" বলিয়া অগ্নির নাম-করণ, ধ্যান ও পূজা করিয়া হোমাদি করিবে। স্রুকে ঘৃতস্রুব দিয়া চরুতে ঘৃতস্রুব দিবে। পরে ব্রহ্মার সহিত সংযোগ ত্যাগান্তে মেক্ষণ দ্বারা অবদান পূর্ব্বক চরু লইয়া পুনরায় চরুতে ঘৃতস্রুব দিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" বলিয়া প্রজাপতিকে আহুতি দিবে। 'ইদং প্রজাপতয়ে' এই মন্ত্রে হুতশেষ

প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় ঐরূপ "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" এই মন্ত্রে স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিবে। পরে ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতিহোমাদি প্রাজাপত্যান্ত নবাহুতিদানান্তে সামান্য কুশণ্ডিকোক্তনিয়মে পরিস্তরণকুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ, সংস্রবপ্রাশন ও ব্রহ্মদক্ষিণা দান করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে মৃদুপীঠে উপবিষ্টা বধূর সীমন্তকে দর্ভপিঞ্জলীত্রয় সহ পূর্ব্বস্থাপিত উডুম্বরফলস্তবকদ্বয় দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিনবার উত্তোলন করিয়া দিবে। পরে উডুম্বরফলযুক্ত ত্রি শ্বেতশললী (ত্রিভাগ শ্বেত সজারু কাঁটা) শরকাণ্ড এবং উডুম্বরসহিত সূত্রপূর্ণ তর্কু দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে সীমন্ত উত্তোলন করিবে। যথা—"ওঁ ভূর্বিনয়ামি, ওঁ ভুবো বিনয়ামি, ওঁ স্বর্বিনয়ামি" (মতান্তরে 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্বিনয়ামি' এই মন্ত্রে একবার সীমন্ত উন্নয়ন করিবে।) তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ত্রিগুণীকৃত সূত্র দ্বারা উডুম্বরস্তবকাদি পঞ্চদ্রব্য বধূর বেণীতে বন্ধন করিয়া দিবে, যথা—

ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব।

অনন্তর 'রাজানং সংগায়তাং বা অমুকং বীরতরং সংগায়তাম্' এইরূপ বীণাগায়ককে আদেশ প্রদান করিবে। যদি বীণাগায়ক দুর্ল্লভ হয়, তবে স্বয়ংই নিম্নকথিত গাথা গাহিবে। "ওঁ সোম এব নো রাজেমা মানুষীঃ প্রজাঃ। অবিমুক্তচক্রা আসীরংস্তীরে তুভ্যম্ অমুকনদি" (গঙ্গে বা যমুনে ইত্যাদি সমীপস্থ নদীর নাম উল্লেখ্য। যে স্থলে কোনও নদী নিকটে নাই, সে স্থানে গঙ্গা বা যমুনা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ নদীর নাম উল্লেখ করিবে)। তদনন্তর তিনটি ব্রাহ্মণোদ্দেশে ভোজ্যত্রয় দান করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যাঃ শুভসীমন্তোন্নয়নকর্ম্মণি ইদং ভোজ্যত্রয়ং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং প্রজাপতিদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রশাখানামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে।" এইরূপে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা দিবে। পরে "ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক প্রদান করিবে। অনন্তর সদক্ষিণব্রাহ্মণভোজন, প্রণীতাজলে অভিষেক, শান্তিকর্ম্ম, আশীর্ব্বাদ, অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি করিবে। পরে পত্নী আচারানুসারে চরুশেষ ভোজন করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় সোষ্যন্তীকর্ম্ম

প্রসবসময়ে প্রসববেদনায় অভিভূত হইলে নিম্নকথিত মন্ত্রে জল দ্বারা পত্নীকে অভ্যুক্ষণ করিবে, যথা—

ওঁ এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুণা সহ। যথায়ং বায়ুরেজতি যথা সমুদ্র এজত্যেবায়ং দশমাস্যো অস্রজ্জরায়ুণা সহ ॥

অনন্তর জরায়ু পতনে বিলম্ব হইলে পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র স্ত্রীকে শ্রবণ করাইবেন, যথা—ওঁ অবৈতু পৃশ্নিঃ শেবলং শুনে জরায়বত্তবে। নৈব মাংসেন পীববীং। ন কস্মিংশ্চনায়ত মবরা জরায়ু পদ্যতাম্।

যজুর্ব্বেদীয় জাতকর্ম্ম

পুত্র জন্মিলে প্রথমতঃ নাভিচ্ছেদের পূর্ব্বে পিতা সচেল স্নান, নান্দীমুখোক্ত-প্রণালীতে গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকার্চ্চনা ও বসুধারা সমাপন পূর্ব্বক পুত্রের জন্মনিমিত্ত ও মুখদর্শননিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া মেধাজননকর্ম্ম ও আয়ুষ্যকর্ম্ম করিবেন। সুবর্ণান্তর্হিত অনামাযোগে মধু-ঘৃত বা কেবল ঘৃত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রাশন করাইবেন, যথা—

ওঁ ভূস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ ভুবস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ স্বস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ (সর্ব্বং) ত্বয়ি দধামি।

পরে পুত্রের নাভি বা দক্ষিণ কর্ণ-সমীপে নিম্নোক্ত মন্ত্র তিনবার জপ করিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নিরায়ুষ্মান্ স বনস্পতিভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ সোম আয়ুষ্মান্ স ওষধিভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ ব্রহ্ম আয়ুষ্মৎ তদ্ব্রাহ্মণৈরায়ুষ্মত্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ দেবা আয়ুষ্মন্তস্তে অমৃতেনায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ ঋষয় আয়ুষ্মন্তস্তে ব্রতৈরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ পিতর আয়ুষ্মন্তস্তে স্বধাভিরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ যজ্ঞ আয়ুষ্মান্ স দক্ষিণাভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ সমুদ্র আয়ুষ্মান্ স স্রবন্তীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বায়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি তিনবার জপ করিবে, যথা—

ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (ইতি কাণ্বশাখীয় পাঠ, 'ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষম্' ইতি মাধ্যান্দিনশাখীয় পাঠ) তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্।

অনন্তর পিতা কুমারের দীর্ঘায়ুকামনায় দক্ষিণহস্ত দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিবেন

এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—(দিবস্পরীত্যাদ্যেকাদশার্চ্চানাং বৎসপ্রঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ।) ওঁ দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্দ্বিতীয়ং পরিজাতবেদাঃ। তৃতীয়মপ্সু নৃমণা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ। ওঁ বিদ্মাতে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মাতে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা। বিদ্মাতে নাম পরমং গুহা, যদ্বিদ্মা তমুৎসং যত আজগন্থ। ওঁ সমুদ্রে ত্বা নৃমণা অপ্স্বন্তর্নৃচক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন উধন্। তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থি বাংসমপামুপস্থে মহিষা অবর্দ্ধন্। ওঁ অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যৌঃ ক্ষামা রেরিহদ্ বীরুধঃ সমঞ্জন্। সদ্যোজজ্ঞানো বি হীমিদ্ধো অখ্যদারোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ। ওঁ শ্রীণামুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ। বসুঃ সূনুঃ সহসো অপ্সু রাজা বিভাত্যগ্র উষসামিধানঃ। ওঁ বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ। বীড়ুঞ্চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ন্ জনা যদগ্নিময়জন্ত পঞ্চ। ওঁ উশিক্ পাবকো অরতিঃ সুমেধা মর্ত্ত্যেষগ্নিরমৃতো নিধায়ি। ইয়র্ত্তি ধূমমরুষং ভরিভ্রদুচ্ছুক্রেণ শোচিষা দ্যামি নক্ষন্। ওঁ দৃশানো রুক্ম উর্ব্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্ম্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নি-রমৃতো অভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌর্জনয়ৎ সুরেতাঃ। ওঁ যস্তে অদ্য কৃণবদ্-ভদ্রশোচেঽপূপন্দেব ঘৃতবন্তমগ্নে। প্র তং নয় প্রতরং বস্যো অচ্ছাভি সুম্নং দেবভক্তং যবিষ্ঠ। ওঁ আ তং ভজ সৌশ্রবসেষগ্ন উক্থ উক্থ আভজ শস্যমানে। প্রিয়ঃ সূর্য্যে প্রিয়ো অগ্না ভবাত্যুজ্জাতেন ভিনদদুজ্জনিত্বৈঃ। ওঁ ত্বামগ্নে যজমানা অনুদ্যূন্ বিশ্বা বসু দধিরে বার্য্যাণি। ত্বয়া সহ দ্রবিণমিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্তমুশিজো বিবব্রুঃ।

পরে কুমারের চারিদিকে চারিটি ও মধ্যস্থলে একটি এই পাঁচটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া পিতা তাঁহাদিগকে "ওঁ ইমমনুপ্রাণিত" এই মন্ত্র বলিবেন। ব্রাহ্মণগণ প্রত্যুত্তর দিবেন। যথা—

(পূর্ব্বে) ওঁ প্রাণ, (দক্ষিণে) ওঁ ব্যান, (পশ্চিমে) ওঁ অপান, (উত্তরে) ওঁ উদান, (মধ্যে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া) ওঁ সমান। ব্রাহ্মণাভাবে পিতা স্বয়ং উক্ত পঞ্চস্থানে গমন পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের জন্মস্থল অভিমন্ত্রিত করিবেন, যথা—

ওঁ বেদ তে ভূমি হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতম্। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্॥

পরে নাভিচ্ছেদ পূর্ব্বক কুমারকে স্পর্শ করত বলিবেন, "ওঁ অশ্মা ভব

পরশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুতং ভব। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্।"

পরে কুমারের মাতাকে অভিমন্ত্রিত করিবেন, "ওঁ ইড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনথাঃ। সা ত্বং বীরবতী ভব যাস্মান্ বীরবতোঽকরৎ॥

তৎপরে নিম্নকথিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে জননীর দক্ষিণ ও বামস্তন প্রক্ষালন করিয়া জাত কুমারকে প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ ইমং স্তনমূর্জ্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে শরীরস্য মধ্যে। উৎসং জুষস্ব শতধারমর্ব্বন্ সমুদ্রিয়ং সদনমাবিশস্ব।

এই মন্ত্রে দক্ষিণস্তন প্রক্ষালন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বামস্তন প্রক্ষালন করত জাত কুমারকে অর্পণ করিবেন, যথা—

ওঁ যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো বসুধা বসুবিদ্‌যঃ সুদত্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবেঽকঃ।

তৎপরে সূতিকাগৃহে কুমারের শিরোদেশে উদককুম্ভ স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন, যথা—

ওঁ আপো দেবেষু জাগ্রথ যথা দেবেষু জাগ্রথ। এবমস্যাং সূতিকায়াং সপুত্রিকায়াং জাগ্রথ।

পরে সূতিকা উত্থান পর্য্যন্ত সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে কুণ্ডিকাব্যতিরেকে অগ্নি স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তণ্ডুলকণামিশ্রিত সর্ষপহোম করিবেন, যথা—

ওঁ শণ্ডা মর্কা উপবীরঃ শৌণ্ডিকেয় উলূখলঃ। মলিম্লুচো দ্রোণাসশ্চ্যবনো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা।

ওঁ আলিখন্ননিমিষঃ কিংবদন্ত উপশ্রুতির্হর্যাক্ষঃ কুম্ভী শত্রুঃ পাত্রপাণির্ন্মণির্হন্ত্রী মুখঃ সর্ষপাকণশ্চ্যবনো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা।

এই সময়ে (দশরাত্রমধ্যে) যদি কুমার বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে পিতা পবিত্র হইয়া আচমন করত উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে বসিবেন এবং কুমারকে অঙ্কে লইয়া জাল বা উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিম্নকথিত মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

ওঁ কূর্কুরঃ সুকূর্কুরঃ কূর্কুরো বালবন্ধনঃ চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তে অস্তু সীসরো লপেতাঽপহ্বর তৎ সত্যম্। যত্তে দেবা বরমদদুঃ স ত্বং কুমারমেব বা বৃণীথাঃ। চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তে অস্তু সীসরো লপেতাঽপহ্বর তৎ সত্যং

যত্তে সরমা মাতা সীসরঃ পিতা শ্যামশবলৌ ভ্রাতরৌ চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তে অস্ত্র সীসরো লপেতাংপহ্বর ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা কুমারের হৃদয় অভিমর্ষণ করিবেন, যথা—

ওঁ ন নামযতি ন রুদতি ন হৃষ্যতি ন গ্লায়তি যত্র বয়ং বদামো যত্র চাভিমৃশামসি।

যজুর্ব্বেদীয় নামকরণ

জন্মাবধি একাদশ দিবসে পিতা নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে শুভলগ্নে নান্দীমুখোক্ত নিয়মে গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণেব তৃপ্তির জন্ম তিনটি ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি মদীয়াভিনবজাতকুমারস্য নামকবণকর্ম্মণি যথাসম্ভববেদ-গোত্র-শাখা-নামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যস্তৃপ্ত্যৌপয়িকভোজ্যান্যহং সম্প্রদদে।" পরে তাহার দক্ষিণা দান করিবেন। পরে কুশাসনে প্রাঙ্মুখে বসিয়া নববস্ত্রধারিণী কৃতমঙ্গলা পত্নীকে নিজ বামপার্শ্বে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে কুমারকে স্থাপন পূর্ব্বক আচারানুসারে পূর্ণকুম্ভে গণপতি, নবগ্রহ ও দিকৃপালের পূজা করিবেন। পরে দুইটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া এবং শিলাপুত্র দ্বারা শিলাতলে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া নামাঙ্কন করত তদুপরিস্থাপিত সমুজ্জল দীপকে নামরূপে কল্পনাপূর্ব্বক কুমারের দক্ষিণ কর্ণে "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসি" অর্থাৎ "তুমি অমুকনামা হইলে" (কন্যা হইলে বামকর্ণে "অমুকীদেব্যসি" অর্থাৎ "তুমি অমুকদেবীনাম্নী হইলে") এই কথা বলিতে হয়। তদনন্তর শান্তিজল দ্বারা কুমারকে অভিষেক করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

যজুর্ব্বেদীয় নিষ্ক্রমণ

জন্মাবধি চতুর্থ মাসে শুক্লপক্ষে শুভলগ্নে কুমারের গৃহবহির্ভাগে নিষ্ক্রমণ কর্ত্তব্য। তদ্দিবসে পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে প্রথমে সগণেশ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া মাঙ্গল্যবিভূষণে বিভূষিত মাতৃক্রোড়ে স্থিত কুমারকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া "ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম

শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।" এই মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইবে। পরে আচারানুসারে কুশ, কুসুম, তিল, অক্ষত, দূর্ব্বা, গন্ধ, ফল-জলান্বিত অর্ঘ তাম্রপাত্রে লইয়া "ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ এষোঽর্ঘঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া পরে নমস্কারান্তে ব্রাহ্মণকে তাম্রপাত্র দক্ষিণা দিবে এবং শান্তি ও আশীর্ব্বাদে কুমারকে অভিবর্দ্ধিত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় অন্নপ্রাশন

নিবন্ধোক্ত সময়ে শুভদিনে পিতা নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে গৌর্য্যাদিমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভলগ্নে গৃহেই অগ্নিস্থাপন করিবেন; পরে প্রাঙ্মুখে বসিয়া সামান্য কুশণ্ডিকোক্ত নিয়মে স্থণ্ডিলোপরি অগ্নিস্থাপন করত ব্রহ্মাসন আস্তরণ, দ্রব্যাসাদন, বিধানানুসারে মৎস্য-মাংস-সাধিত ব্যঞ্জন সহিত অন্নাসাদন, প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্রপ্রদান এবং প্রোক্ষণীজল দ্বারা সর্ব্বদ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া স্ববামে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। অনন্তর আজ্যস্থালীতে আজ্যনিরূপণ পূর্ব্বক যথানিয়মানুসারে চরু পাক করিবেন। "ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি" বলিয়া এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ, "ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া উদূখলে স্থাপন এবং "ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। এইরূপে "ওঁ অপানায় ত্বা, ওঁ চক্ষুষে ত্বা, ওঁ শ্রোত্রায় ত্বা, জুষ্টং গৃহ্লামি নির্ব্বপামি প্রোক্ষামি" মন্ত্রে যথাযথভাবে গ্রহণ, নির্ব্বাপণ ও প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য। অনন্তর চরুস্থালীতে দুগ্ধ দিয়া গৃহীত সংস্কৃত তণ্ডুল পাক করিবেন। জ্বলদগ্নি লইয়া ত্রিঃপরিবেষ্টন পূর্ব্বক সেই অগ্নি অগ্নিতে রাখিবেন। পরে স্রুব ও আজ্যসংস্কার করিয়া আজ্যস্থালীতে আজ্যনিরূপণাদি অগ্নিপর্য্যুক্ষণান্ত কর্ম্ম করিবেন। অনন্তর যজমান ব্রহ্মের সহিত অন্বারব্ধ-পূর্ব্বক স্রুব লইয়া আজ্য দ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম করিবেন, যথা—

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা (ইদং প্রজাপতয়ে)। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা (ইদমিন্দ্রায়)। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)। ওঁ সোমায় স্বাহা (ইদং সোমায়)।

পরে অন্বারম্ভত্যাগান্তে শুচিনামা অগ্নির পূজা করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্রদ্বয়ে দুইটি আজ্যাহুতি দিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেষ মূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্ব্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু স্বাহা। (ইদং বাচে)।

পুনশ্চ ওঁ দেবীং বাচমিত্যাদি পাঠান্তে ওঁ বাজো নো অদ্য প্রসুবাতি দানং বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি। বাজো হি মা সর্ব্ববীরং জজান সর্ব্বা আশা বাজপতির্জ্জয়েয়ং স্বাহা। (ইদং বাচে ইদং বাজায়)।

পরে স্থালীপাকহোম কর্ত্তব্য যথা—অবদানবিধি অনুসারে চরু লইয়া—

"ওঁ প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা, (ইদং প্রাণায়)। ওঁ অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা, (ইদমপানায়)। ওঁ চক্ষুষা রূপাণ্যশীয় স্বাহা. (ইদং চক্ষুষে)। ওঁ শ্রোত্রেণ যশোঽশীয় স্বাহা, (ইদং শ্রোত্রায়)।"

এই প্রকারে হোম করিয়া চরুশেষ দ্বারা "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" বলিয়া স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিবেন। পরে সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকা অনুসারে মহাব্যাহৃতিহোম ও সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম কর্ত্তব্য।

পরে হুতশেষ প্রাশন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। পরে কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্ব্বক অন্নব্যঞ্জনাদি নাগ প্রভৃতিকে পৃথক্ দিয়া ওঁ "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে গণ্ডূষ করত "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণাদিকে দিয়া মুখে স্পর্শমাত্র করত ভূতলে ফেলিবেন। পরে তূষ্ণীম্ভাবে বা "ওঁ হন্ত" এই মন্ত্রে অন্নপ্রাশন করাইবেন।

তৎপরে শিশু আচমন করত বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিবে। শূদ্র হইলে তূষ্ণীম্ভাবে (বিনা মন্ত্রে) অন্নপ্রাশন করাইবে। পরে শিশুর অগ্রে মৃত্তিকা, স্বর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পভাণ্ড প্রভৃতি রাখিয়া মাতৃক্রোড় হইতে কুমারকে পরিত্যাগ করিবে। কুমার নিজ ইচ্ছাবশে অগ্রে ইহার যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে, তদ্দ্বারাই ভবিষ্যতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা বুঝিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণভোজন, শান্তিকর্ম্ম, কুমারকে আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ এই সকল করিবে। তৎপরে বহির্গমন পূর্ব্বক কুলাচারানুসারে বালকের অঙ্গে লাজাদি ক্ষেপণ করত মঙ্গলাচরণ করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিবে। অনন্তর দীনজনকে দানাদি কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদীয় চূড়াকরণ

জন্মাবধি পূর্ণসংবৎসরে বা তৃতীয়বর্ষে অথবা কুলাচারানুসারে বিহিতবর্ষে নিবন্ধোক্তসময়ে শুভদিনে পিতা নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে গৌর্য্যাদি-মাতৃকা-পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে তিনটি ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে তিনটি ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন, যথা—

অদ্যেত্যাদি মৎপুত্রস্যামুকস্য চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রবেদশাখা-নামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং ভূপ্ত্যোপয়িকভোজ্যত্রয়মহং সম্প্রদদে।

তৎপরে যথাশক্তি তাম্বূলাদি দক্ষিণা দান পূর্ব্বক বহির্গমন করত প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে পবিত্র ও আচান্তভাবে প্রাঙ্মুখে বসিয়া সামান্যকুশণ্ডিকোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন ও ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। উষ্ণ জল, শীতল জল, নবনীত-পিণ্ড, ত্রিভাগে শ্বেত শল্লকীকণ্টক, তিনটি কুশপত্র দ্বারা নির্ম্মিত এরূপ নবসংখ্য কুশগুচ্ছ, তাম্রক্ষুব, নূতন শরাব-(শরা) স্থিত বৃষেব গোময়পিণ্ড এই সকল দ্রব্য স্থাপন করিবেন। পরে পবিত্রচ্ছেদন মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন ও যথোক্তমন্ত্রে পবিত্রমার্জ্জন, প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন, প্রণীতাজল দ্বারা প্রোক্ষণীতে জলপূরণ, বামহস্তে প্রোক্ষণী উত্থাপন, উত্তান দক্ষিণাঙ্গুলী দ্বারা তদ্গত জল উত্তোলন, সেই জল দ্বারা আসাদিত দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ, আজ্যস্থালীতে আজ্য-নিরূপণ, জলদগ্নি দ্বারা বেষ্টন, পর্য্যগ্নীকরণ, স্রুবপ্রতপন, সম্মার্জ্জনকুশ দ্বারা স্রুবের মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ মার্জ্জন,প্রণীতাজল দ্বারা অভ্যুক্ষণ, পুনর্ব্বার প্রত-পন, ভূমিতে স্থাপন এই সকল কার্য্য করিয়া আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া আজ্যের কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন করত আজ্য দর্শন করিবে। পরে প্রোক্ষণীজল বামহস্ত দ্বারা লইয়া তৎপরে কুশগ্রহণ ও গাত্রোত্থান করত অগ্নিতে সলিল নিক্ষেপ করিবে। প্রোক্ষণীজল দ্বারা পবিত্র হস্তে অগ্নির ঈশানাদি হইতে পর্য্যুক্ষণ, প্রণীতাতে পবিত্রস্থাপন ও প্রোক্ষণীপাত্র সংস্রবার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে মাতা কুমারকে নূতনবস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া ক্রোড়ে করত অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন। পরে হোতা "অগ্নে ত্বং সত্যনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক সত্যাগ্নির আবাহন ও পূজান্তে ব্রহ্মের অন্বারম্ভপূর্ব্বক স্রুব গ্রহণ করত আঘারাজ্যভাগহোম করিবে। যথা—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে" বলিয়া মনে মনে প্রজাপতিধ্যান করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত

অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দান করিতে হয়। "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়" বলিয়া ইন্দ্রোদ্দেশে অগ্নির নৈঋর্তকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ঘৃতধারাদান কর্ত্তব্য। তৎপরে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে" মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং "ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়" বলিয়া দক্ষিণভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হোম করিবে।

পরে মহাব্যাহৃতিহোম।—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়" বলিয়া হোম করিবেন।

অনন্তর সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম।—"ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবরুণের উদ্দেশে, পুনরায় "ওঁ স ত্বন্ন" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবরুণের উদ্দেশে, "ওঁ অয়াশ্চাগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উদ্দেশে, "ওঁ যে তে শতং" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণ, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ ও অর্কগণের উদ্দেশে, "ওঁ উদুত্তমং" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের উদ্দেশে হোম করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" বলিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে হোম করিবেন।

তৎপরে স্বিষ্টকৃদ্ধোম।—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" বলিয়া হোম কর্ত্তব্য। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ইতি প্রত্যুদ্দেশ। অনন্তর সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। পরে উষ্ণ জলের সহিত শীতলজল "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহ্যদিতে কেশান্ বপ" মন্ত্রে মিশ্রিত করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত নবনীতপিণ্ড ঐ জলে ফেলিয়া তজ্জল দ্বারা কুমারের দক্ষিণশিরঃপার্শ্বস্থ কেশ আর্দ্র করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উন্দন্তু তে তনূম্। দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে" পরে তিন ভাগে শ্বেত শল্লকীকণ্টক দ্বারা কেশ জটাবিমুক্ত করত তিন ভাগে বিভক্ত করিবেন, পুনশ্চ ত্রিভাগকে ত্রিভাগ দ্বারা নয়ভাগে বিভক্ত করিবেন। পূর্ব্বা-সাদিত তিনটি কুশপত্র দক্ষিণাংশে কৃত ত্রিভাগের একভাগে "ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনꣳ হিংসীঃ" এই মন্ত্রে যোজনা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাম্রক্ষুর গ্রহণ করিবে, যথা—

"ওঁ শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিꣳসীঃ।" অতঃপর তরুণকুশ দ্বারা তিরোহিতকেশে তাম্রক্ষুর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যোগ করিবে, যথা—

"ওঁ নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়।"

অনন্তর তূষ্ণীম্ভাবে লৌহক্ষুর লইয়া সকুশ কেশ নিম্নকথিত মন্ত্রে ছেদন

করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথাসৎ।"

এইরূপে সকুশ কেশ ছেদন পূর্ব্বক ঐ কেশ কুমারের উত্তরদিকে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত পূর্ব্বস্থাপিত গোময়পিণ্ডে তূষ্ণীম্ভাবে ক্ষেপণ করিবে। পরে মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অপর দুই ভাগস্থ সমস্ত কেশে পূর্ব্বোক্ত উন্দনাদি ছেদনান্ত কর্ম্ম বিনামন্ত্রে করিবেন। অনন্তর মস্তকের পশ্চিমপার্শ্বেও দক্ষিণপার্শ্ববৎ উন্দনাদি বারত্রয় কর্ত্তব্য। কেবল প্রথমগুচ্ছচ্ছেদন-মন্ত্র পৃথক্, যথা—

"ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষম্। ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্।"

পরে অপরভাগদ্বয়ে উন্দনাদি ছেদনাবধি কার্য্য পূর্ব্ববৎ অমন্ত্রক বারদ্বয় কর্ত্তব্য। মস্তকের উত্তরাংশেও উন্দনাদি দক্ষিণশিরঃপার্শ্ববৎ বারত্রয় কর্ত্তব্য। কেবল প্রথমচ্ছেদনমন্ত্র পৃথক্, যথা—

"ওঁ যেন ভূরিশ্চরা দিবং জ্যোক্ চ পশ্চাদধিসূর্য্যম্ ('পশ্যামি সূর্য্যম্' ইতি পাঠান্তর) তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।"

অনন্তর পুনশ্চ অপরভাগদ্বয়ে উন্দনাদিকার্য্য অমন্ত্রক বারদ্বয় কর্ত্তব্য। অনন্তর লৌহক্ষুর মস্তকে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ভ্রামিত করিবেন। একবার সমন্ত্রক ও অপরবারদ্বয় অমন্ত্রক ভ্রামিত করিতে হয়। কেশান্ত-কর্ম্মে সম্মুখ-ভাগে ও মস্তকেও ঐরূপ ভ্রামিত করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মজ্জয়তা সুপেশসা বপ্তা বপতি কেশাংশ্ছিন্ধি শিরো মাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।"

কেশান্তকর্ম্মে ভ্রামণের সময় 'শিরোমাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ" স্থলে "মুখমস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ" উচ্চার্য্য। অনন্তর সর্ব্বমস্তকে জলপ্রদান পূর্ব্বক নাপিতকে "ওঁ অক্ষুণ্বন্ পরিবপ" এই মন্ত্রে ক্ষুর দিবেন। অনন্তর পঞ্চশিখাদিরূপে বা কুলাচারানুসারে কেশচ্ছেদন পূর্ব্বক উহা গোময়পিণ্ড বা মঙ্গলাচারানুসারে গোষ্ঠে, সরোবরে বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর কুমারকে পুনরায় স্নান করাইয়া আচারাৎ কর্ণবেধ সমাপন পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিকে বসিয়া শান্তি-কর্ম্ম, কুমারকে অভিষেক ও আশীর্ব্বাদ এবং অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। আচার্য্যকে গোদান করা কর্ত্তব্য। এই সময় হইতে সংবৎসর যাবৎ বালকের কেশমুণ্ডন করিবে না এবং ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করাইবে। অক্ষম হইলে

দ্বাদশরাত্র, ষড়্রাত্র, অন্ততঃ ত্রিবার ঐ নিয়ম পালন করিতে হয়। কর্ম্মাবসানে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদীয় উপনয়ন

গর্ভ হইতে ধরিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন হয় বা কুলাচারানুসারে অসময়েও হইতে পারে। গর্ভাষ্টম ও অষ্টম এতদুভয়ের তুল্যন্যায়ত্ব নিবন্ধন বিকল্প, কিন্তু অনুকল্প নহে। কুলাচারানুসারে মঙ্গল ও কল্যাণদৃষ্টিত্বহেতু নবমাদিবর্ষেও উপনয়ন হইয়া থাকে। উপনয়নসংস্কারে শুভদিনে পিতা নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে নান্দীমুখোক্ত বিধি-অনুসারে গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক তিনটি ব্রাহ্মণের তৃপ্ত্যর্থ ভোজ্যত্রয় উৎসর্গ করিবেন, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ উপনয়নকর্ম্মণি সমৃদ্ধ্যর্থং ভোজ্যানীমানি তৃপ্ত্যোপযিকানি যথাসম্ভব-বেদ-গোত্র-শাখা-নামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে।" পরে তাহার দক্ষিণাবাক্য পাঠান্তে দশটি কুমার ভোজন করাইয়া বহিঃশালায় শুভলগ্নে প্রাঙ্গণে ছায়মণ্ডপে আচমনান্তে প্রাঙ্মুখে বসিয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন। সামান্য কুশণ্ডিকা-নিয়মে হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল তিনবার মার্জ্জন, গোময় দ্বারা তিনবার লেপন, কুশ দ্বারা তূষ্ণীম্ভাবে পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয় অঙ্কন, রেখাত্রয় হইতে উৎকীর্ণ মৃত্তিকা তিনবার উত্তোলন, জল দ্বারা বারত্রয় অভ্যুক্ষণ, আত্মদক্ষিণে অগ্নি আনয়ন, প্রজ্বলিত কুশ দ্বারা ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগ, তূষ্ণীম্ভাবে স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ ও পূজা করিবে। তৎপরে অন্য শিষ্যেরা কুমারকে শিখার সহিত মুণ্ডিত ও স্নান করাইয়া মাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করত অগ্নির পশ্চিমে বসাইবে। গুরু "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য-মাগাম্ ইতি ব্রূহি" এই কথা বলিতে বলিলে মাণবক বলিবে, "ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগাম্।" পুনর্ব্বার আচার্য্য "ওঁ ব্রহ্মচর্য্যসানি ইতি ব্রূহি" ইহা বলিতে বলিলে মাণবক বলিবে, "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি।" পরে গুরু শণবসন বা পট্টবসন বা শুক্ল অন্য নববস্ত্র লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে পরিধান করাইবেন, যথা—

"ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্ব্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতম্। তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।"

পরে গুরু ত্রিবেষ্টনগ্রন্থিযুক্ত ত্রিরাবৃত্তা মৌঞ্জাদিমেখলা নিম্নোক্ত মন্ত্র মাণবক পড়িলে বন্ধন করিয়া দিবেন, যথা—

"ওঁ ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণা-পানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্।"

তৎপরে গুরুদেব একটি গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত মাণবককে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইয়া পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং (বৃহস্পতের্যৎ) প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।" (যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি ইতি গৃহ্যসূত্রে) গুরু মাণবককে আচমন করাইয়া নিম্নকথিত মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন অর্পণ করিবেন, যথা—"ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধরুণং বলীয়স্তেজোযশস্বী স্থবিরং সমিদ্ধম্। অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাজ্যজিনং দধেঽহম্।" কেহ কেহ অজিন পরিধানে মন্ত্র উল্লেখ করেন না। অতঃপর গুরু অমন্ত্রক বিল্বদণ্ড প্রদান করিলে মাণবক নিম্নকথিত মন্ত্রে গ্রহণ করিবে, যথা—

"ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোঽধিভূম্যাং তমহং পুনরাদদ আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়।"

পরে গুরু নিজ অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা কুমারের অঞ্জলি নিম্নকথিত মন্ত্রে পূর্ণ করিবে, যথা—"ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।" অতঃপর গুরু মাণবককে "ওঁ সূর্য্যমুদীক্ষস্ব" এইরূপ আদেশ করিলে মাণবক "ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং (প্রব্র-বাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ)" মন্ত্রে সূর্য্যদর্শন করিবে। পরে গুরু মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধোপরি সংলগ্ন হস্ত দ্বারা তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।"

পরে মাণবকের দক্ষিণহস্ত ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন, "ওঁ কো নামাসি?" অর্থাৎ "তোমার নাম কি?" মাণবক বলিবে, "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ" অর্থাৎ আমার নাম "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা।" পুনশ্চ গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, "ওঁ কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি?" অর্থাৎ "তুমি কাহার ব্রহ্মচাবী?" মাণবক বলিবে, "ওঁ ভবতঃ" অর্থাৎ "আপনাব।" তখন গুরু বলিবেন—

"ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যস্তবাসৌ॥"

মন্ত্রেব মধ্যস্থ "অসৌ" পদস্থানে "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্" উচ্চার্য্য। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাণবককে দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি। অদ্ভ্যস্ত্বৌষবিভ্যঃ পরিদদামি। দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পবিদদামি। বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি। সর্ব্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যবিষ্ট্যৈ।"

তৎপরে মাণবক অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গুরুব উত্তরদিকে উপবেশন করিলে গুরু যথাশক্তি ব্রহ্মবরণ কবিবেন। পরে সামান্য কুশণ্ডিকা অনুসারে অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ-সমেত ব্রহ্মাসন আস্তরণ, তদুপবি "ব্রহ্মন্ ইহ উপবিশ্যতাং" বলিয়া উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়ন কবত সকৃৎ অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নিপরিস্তরণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে বিন্যাস করিবে। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র. আজ্যস্থালী, ছয়টি সম্মার্জ্জনকুশ, উপযমনকুশ ত্রয়োদশ, সমিত্রয় এই সকল বিন্যাস করিতে হয়। তদনন্তর পবিত্রচ্ছেদনকুশ দ্বাবা পূর্ব্বাসাদিত পবিত্রচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে প্রদান, তদুপবি প্রণীতাজলনিধান, বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্রবিন্যাস, দক্ষিণহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলগ্রহণ. কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীজল দ্বারা প্রোক্ষণী ও অন্যান্য পাত্র প্রোক্ষণ এই সমস্ত কবিয়া প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। পরে আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন, পূর্ব্বাসাদিত আজ্য তাহাতে প্রদান, পর্য্যগ্নীকরণ, প্রজ্বলিত অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালী বারত্রয় পরিবেষ্টন ও অগ্নিকে তদগ্নিমধ্যেই ক্ষেপণ করিবে। পরে পূর্ব্বাসাদিত স্রুব প্রতপন, সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন ও পুনঃ প্রতপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীর উপরে স্থাপন করিবেন। অনন্তর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলনরূপ উৎপবন

করত আজ্যদর্শন করিবেন। পরে বামহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীজল ও উপযমন-কুশ লইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাসাদিত সমিত্রয় অগ্নিতে ক্ষেপণ করত উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র ও জল গ্রহণ করিবেন এবং তজ্জল দ্বারা ঈশানাদি হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ কবিবেন। পরে প্রণীতাতে পবিত্রস্থাপন ও সংস্রবার্থ অগ্নিব উত্তবে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন। তৎ-পবে হোতা ব্রহ্মের অন্বারম্ভপূর্ব্বক স্রুব লইয়া ঘৃত দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে সামান্য হোমপদ্ধতি অনুসারে আঘারহোম ও আজ্যভাগহোম করিবেন, যথা—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা (ইদং প্রজাপতয়ে)। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা (ইদমিন্দ্রায়)। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)। ওঁ সোমায় স্বাহা (ইদং সোমায়)।"

প্রতি আহুতির পর স্রুবলগ্ন ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিতে হয়। তদ-নন্তর অন্বারম্ভত্যাগ ও সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিবেন। পরে মহাব্যাহৃতিহোম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ ভূঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে।) ওঁ ভুবঃ স্বাহা (ইদং বায়বে।) ওঁ স্বঃ স্বাহা (ইদং সূর্য্যায়।)"

অনন্তর বিধুনামা অগ্নিস্থাপন ও সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ ত্বন্নোহগ্নে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবেন। পরে প্রাজাপত্যহোম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা (ইদং প্রজাপতয়ে)।"

তৎপবে স্বিষ্টকৃদ্ধোম।—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" বলিয়া হোম করিবেন। তৎপরে সংস্রবপ্রাশন ও আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। অনন্তর গুরু মাণবককে বলিবেন, "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি" অর্থাৎ "তুমি ব্রহ্মচারী হইলে।" মাণবক বলিবে, 'ওঁ ভবামি' অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মচারী হইলাম।" গুরু বলিবেন, 'ওঁ অপোহশান', মাণবক বলিবে, 'ওঁ অশ্নানি (মতান্তরে "ওঁ আপোশানং কর্ম্ম কুরু" অর্থাৎ "আপোশনকর্ম্ম কর", মাণবক বলিবে, "ওঁ করবাণি" অর্থাৎ "আপোশানকর্ম্ম করিব।") পুনরায় গুরু বলিবেন, "কর্ম্ম কুরু", মাণবক বলিবে, "ওঁ করবাণি" অর্থাৎ "করিব।" পুনরায় গুরু বলিবেন, "ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ" (মতান্তরে সুষুপ্থাঃ) অর্থাৎ "দিবানিদ্রা যাইও না।" মাণবক বলিবে, "ওঁ ন স্বপানি" অর্থাৎ "দিবানিদ্রা যাইব না।" পুনর্ব্বার গুরু বলিবেন, "ওঁ বাচং যচ্ছ" অর্থাৎ "বাক্য সংযত করিও।" মাণবক বলিবে, "ওঁ যচ্ছামি" অর্থাৎ "বাক্‌সংযম করিব।" পুনরায় গুরু বলিবেন, "ওঁ সমিধমাধেহি" অর্থাৎ "সমিধ্ আহরণ করিও," মাণবক বলিবে,

"ওঁ আদধানি" অর্থাৎ "আহরণ করিব।" গৃহ্যসূত্রমতে পুনশ্চ গুরু বলিবেন, "ওঁ অপোঽশান।" মাণবক বলিবে, "ওঁ অশ্নানি।" তদনন্তর গুরু অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে বসিলে শিষ্য পশ্চিমমুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ পূর্ব্বক গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে গুরুদেব গায়ত্রী উপদেশ দিবেন। প্রথমবারে পাদাবচ্ছেদে পাঠ করাইতে হয়। প্রথমপাদাবচ্ছেদ যথা—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" ইতি পাদাবচ্ছেদ। "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এইটি অর্দ্ধাবচ্ছেদ। তৃতীয়বার প্রণবের সহিত সর্ব্ব সব্যাহৃতিকা গায়ত্রী পাঠ করাইবেন, অর্থাৎ স্বয়ংও ব্রহ্মচারীর সহিত পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

এই নিয়মে মাণবককে গায়ত্রী-দান কর্ত্তব্য। পরে মাণবক সমিদাধান করিবে। প্রথমে প্রতি ঋকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিম্নোক্ত পঞ্চ মন্ত্রে সমিৎক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালন করিবে, যথা—

"ওঁ অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু। (১) যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি। (২) এবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু। (৩) যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অসি। (৪) এবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসম্।" (৫)

পরে জল দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি-পর্য্যুক্ষণ করিবে। পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একটি সমিদাধান করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্যনিরাকরিষ্ণুঃ (আয়ুষ্মান্) যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভূয়াসং (অগ্নয়ে) স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)"

এইরূপ উক্ত মন্ত্রে অগ্নিপ্রজ্বালনাদিক্রমে অপর দুইটি সমিধ্ লইয়া আহুতি দান পূর্ব্বক ঐ অগ্নিতে হস্তদ্বয় তপ্ত করিয়া সেই হস্ত দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্বীয় মুখ মার্জ্জন করিবে, যথা—

"ওঁ তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহি। আয়ুর্দা অগ্নেঽসি আয়ুর্মে দেহি, বর্চ্চোদা অগ্নেঽসি বর্চ্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ।

"ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু মেধাং মে দেবী সরস্বতী (আদধাতু)। মেধাং ম অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।"

পরে জল দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিবে, যথা—

"ওঁ অঙ্গানি চ ম আপ্যায়ন্তাং", ইতি সর্ব্বাঙ্গে। মুখে "ওঁ বাক্ চ ম আপ্যায়তাং",নাসিকাদ্বয়ে একৈকশঃ "ওঁ প্রাণশ্চ ম আপ্যায়তাম্।" একৈকশঃ নেত্রদ্বয়ে "ওঁ চক্ষুশ্চ ম আপ্যায়তাম্।" একৈকশঃ কর্ণদ্বয়ে "ওঁ শ্রোত্রঞ্চ ম আপ্যায়তাম্।" তথা "ওঁ যশো বলঞ্চ ম আপ্যায়তাম্।" ইহা পাঠমাত্র।

অনন্তর ভস্ম দ্বারা ললাট প্রভৃতি স্থানে তিলক প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—ললাটে—"ওঁ ত্র্যায়ুষম্ জমদগ্নেঃ," গ্রীবায়—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্." দক্ষিণাংসে—"ওঁ যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষম্" (উক্ত মন্ত্রে বামাংসে)।
হৃদয়ে—"ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষম্"।

তৎপরে ভিক্ষাচরণ।—প্রথমে মাতা, পবে ভগিনী, তৎপরে মাতৃস্বসার নিকট প্রার্থনা করিবে। "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। পবে পুরুষের নিকট "ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিবে। ভিক্ষালাভান্তে 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া ভিক্ষাদ্রব্য সমস্ত গুরুকে নিবেদন করিবে। গুরু 'উপযুজ্যতাম্' বলিয়া শিষ্যকে দিবেন। অনন্তর গুরু পূর্ণহোমাদি অন্তে শান্তিকর্ম্ম করিয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। অবশেষে ব্রহ্মচারী মৌনী, অশক্ত হইলে নিয়তবাক্ হইয়া দিনশেষ অতিবাহিত করত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিদাধান পূর্ব্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকিতে হয়, তাবৎ-কাল সায়ং ও প্রাতঃ উভয় কালেই সমিদাধান করিবে এবং ভিক্ষাচরণ ও গুরুশুশ্রূষাদি করিতে হইবে। যথাবিধি অগ্নিকার্য্যসমাধানান্তে সদক্ষিণ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়।

যজুর্ব্বেদীয় বেদারম্ভ

শুভদিনে গুরু নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে নান্দীমুখোক্তনিয়মে গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে আপনার বামদিকে ব্রহ্মচারীকে বসাইয়া লৌকিক অগ্নিস্থাপন করত আঘার ও আজ্যভাগ হোম করিয়া সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বেদাহুতি হোম করিবেন। "অগ্নে ত্বং

সমুদ্ভবনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ (মতান্তরে জাতবেদো নামকরণ), ধ্যান ও পূজান্তে নিম্নলিখিতরূপে হোম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ইদমন্তরীক্ষায়। ওঁ বায়বে স্বাহা, ইদং বায়বে। (ইতি যজুর্ব্বেদে) ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। (ইতি ঋগ্বেদে)। ওঁ দিবে স্বাহা, ইদং দিবে। ও সূর্য্যায় স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। (ইতি সামবেদে)। ওঁ দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা, ইদং দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা, ইদং চন্দ্রমসে (ইত্যথর্ব্ববেদে)।"

পরে সর্ব্ববেদসাধারণ হোম করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা, ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ইদং দেবেভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা, ইদম্ ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা, ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা, ইদং মেধায়ৈ। ওঁ সদসম্পতয়ে স্বাহা, ইদং সদসম্পতয়ে। ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা, ইদমনুমতয়ে।"

তৎপরে ব্রহ্মের অন্বারম্ভপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম কর্ত্তব্য, যথা—

"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।"

পরে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" মন্ত্রে প্রাজাপত্য-হোম এবং "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" বলিয়া স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিবে। পরে সংস্রব প্রাশন ও আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে। অনন্তর গুরু অগ্রে প্রাঙ্মুখে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন, মাণবকও প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ পূর্ব্বক গুরুসমীপে তন্মুখপ্রতি নেত্রপাত করিয়া থাকিলে গুরুদেব ওঙ্কার-ব্যাহৃতিপূর্ব্বক বেদ অধ্যাপনা করিবেন। প্রথমবার পাদাবচ্ছেদে, দ্বিতীয়-বার অর্দ্ধাবচ্ছেদে এবং তৃতীয়বার সমস্ত পাঠ করত মাণবককে পাঠ করাইবেন। বেদাধ্যাপনায় বেদচতুষ্টয়ের আদ্যমন্ত্র চারিটি পাঠ করিতে হয়, যথা—

"যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থঃ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ১ ॥"

"মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ

ভূর্ভুর্বঃস্বঃ অগ্নিমীলে পুরোহিতং। যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্ন-ধাতমম্ ॥ ২ ॥"

"গৌতমঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভু-বঃস্ব অগ্ন আয়াহি বীতয়ে। গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥৩॥"

পিপ্পলাদঋষিকষ্ণিক্ ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুর্বঃস্বঃ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে। আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ৪ ॥"

পরে পূর্ণহোমাদি শান্তিকর্ম্ম, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় সমাবর্ত্তন

নিবন্ধোক্তকালে ব্রহ্মচারী শুভদিনে গুরুকে পারিতোষিক দিয়া "গুরো স্নাস্যে" বলিয়া প্রার্থনা করিলে গুরুও "স্নাহি" বলিবেন। তৎপরে ব্রহ্মচারী যথোক্ত নিয়মানুসারে গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত গুরু-সমীপে গমন করিবেন। গুরুও ছায়ামণ্ডপে ব্রহ্মচারীকে আপনার উত্তর-দিকে বসাইয়া পূর্ব্ববৎ তেজোনামা অগ্নিস্থাপন করত হোম করিবেন। দ্রব্যা-সাদনে বিশেষ যথা—প্রাগগ্রকুশোপরি অগ্নির উত্তরে দক্ষিণোত্তরভাবে স্থাপিত পবিত্রজলপূর্ণ আম্রপল্লবমুখ সকুশ অষ্টকলস, উডুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত দন্তকাষ্ঠ, পিষ্ট তিলপিণ্ড, সুগন্ধি দ্রব্য, পরিধানার্থ নববস্ত্রদ্বয়, যজ্ঞো-পবীতদ্বয়, পুষ্প, স্বর্ণকুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দর্পণ, ছত্র, পাদুকাদ্বয়, বৈণবদণ্ড প্রভৃতি স্থাপন করত পূর্ব্ববৎ অন্বারম্ভ পূর্ব্বক স্রুব দ্বারা আঘারাজ্যভাগহোম ও বেদাহুতিহোম (বেদারম্ভলিখিত) করিবেন। পরে মহাব্যাহৃতিহোম ও স্বিষ্টকৃৎ হোম প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করত ব্রহ্ম-দক্ষিণা দিবে। পরে "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া ঈশানদিকে দুগ্ধাদি প্রদান পূর্ব্বক স্রুবলগ্ন ভস্ম দ্বারা "ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটা-দিতে তিলক দিবে। মাণবক গুরুর পাদোপসংগ্রহণ করিয়া সায়ং প্রাতঃ উভয় কালে সমিদাধানবিধানে সমিদাধান করিবেন। পরে অগ্নির উত্তরে প্রাগগ্র কুশোপরি উত্তরাভিমুখে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিক্রমে পূর্ব্বস্থাপিত জলপূর্ণ কলস-সমূহের দক্ষিণাদিক্রমে এক একটি কলস হইতে জলাঞ্জলি লইয়া নিজেকে অভিষিক্ত করিবেন। যথা—নিম্নলিখিত প্রথম

মন্ত্রে নিজ ভাগস্থ অষ্টকলসের দক্ষিণ কলস হইতে গ্রহজল গণ্ডূষ করত দ্বিতীয় মন্ত্রে অভিষেক করিবেন, মন্ত্র যথা—

"ওঁ যেঽপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্যো ময়ূখো মনোহাঃ খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অতিতান্ সৃজামি যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি ॥ ১ ॥

ওঁ তেন মামভিষিঞ্চামি শ্রিয়ৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায় ॥২॥"

পরে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে পূর্ব্বোক্ত 'যেঽপ্স্বন্তঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ জল লইয়া "যেন শ্রিয়মকৃণুতাং যেনাবমৃশতাং সুরাম্। যেনাক্ষ্যাবভ্যষিঞ্চতাং যদ্বাং তদশ্বিনা যশঃ।" এই মন্ত্রে অভিষেকান্তে তৃতীয় কলস হইতে "ওঁ যেঽপ্স্বন্তঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণকরে জলগণ্ডূষ লইয়া "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। তৎপরে চতুর্থ কলস হইতে পূর্ব্বমন্ত্রে জল লইয়া "ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপ মন্ত্রেই পঞ্চম কলস হইতে জল লইয়া "ওঁ তস্মা অরং" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পরে সেই মন্ত্রেই ষষ্ঠাদি কলস হইতে জল লইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অভিষেক করিবে। তদনন্তর "ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকপথে মেখলা উন্মোচন করিবে। পরে মেখলা ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাবে পবিত্র নূতন বস্ত্রদ্বয়-(ক্ষৌম) ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আদিত্যোপস্থান করিবে, যথা—

"ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ব্বাবিদন্মাগময়। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ দিবা যাবভিরস্থাচ্ছতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বাবিদন্মা গময়। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজ-ভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বাবিদন্মা গময়।" তৎপরে কেশে দধি তিল ম্রক্ষণ, কেশ-লোম-নখ কর্ত্তন, স্নান ও আচমনান্তে "ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজা-য়মাগমৎ। স মে মুখং প্রামার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বসংগৃহীত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। তদনন্তর পুনঃ আচমন করত সুগন্ধি দ্রব্য-মিশ্রিত তৈলসমন্বিত-যবাদিচূর্ণে শরীর ম্রক্ষণ করত সশিরস্ক স্নানান্তে অনুলেপন দ্বারা অনুলিপ্ত হস্তদ্বয়ে নাসিকা ও মুখ মার্জ্জন করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ প্রাণাপাণৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয়।"

পরে অনুলেপযুক্ত হস্তদ্বয় দ্বারা জলাঞ্জলি লইয়া প্রাচীনাবীতিভাবে

পিতৃতীর্থযোগে "ওঁ পিতরঃ শুন্ধধ্বম্" এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে। পরে সর্ব্বগাত্র সুগন্ধে অনুলিপ্ত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ সুচক্ষা অহমক্ষীভ্যাং ভূয়াসং। সুবর্চ্চা মুখেন সুশ্রুৎ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্।"

পরে নূতন বস্ত্র বা অরজকধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ পরিধাস্যে, যশো ধাস্যে (পরিধাস্যৈ যশোধাস্যৈ) দীর্ঘায়ুত্বায় (দীর্ঘায়ুত্বায়) জরদষ্টিরস্মি শতঞ্চ জীবামি শরদঃ পুরূচী রায়স্পোষমভি-সংব্যয়িষ্যে।"

অনন্তর নিম্নোক্তমন্ত্রে উত্তরীয়বস্ত্র পরিধান করিবে, যথা—

"ওঁ যশসা মা দ্যাবা-পৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী। যশো ভগশ্চ মাবিদদ্‌যশো মা প্রতিপদ্যতাম্।"

তৎপরে "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ" এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে ও পূর্ব্ব-যজ্ঞোপবীত শিরোমার্গে উত্তারণ পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিবে।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুষ্প ধারণ করিবে, যথা—

"ওঁ যা আহরজ্জমদগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্লামি যশসা চ ভগেন চ।"

পরে মালা ধারণ করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ যদ্‌যশোঽপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাঃ সুমনস আবধ্নামি যশো ময়ি।"

তৎপরে শুক্লবস্ত্রাঞ্চল দ্বারা স্বীয় শিরোবেষ্টন করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।"

অনন্তর "ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ো অলঙ্করণং ভূয়াৎ" মন্ত্রে দক্ষিণ-বামক্রমে কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডলদ্বয় ধারণ; "ওঁ বৃত্রস্যাসি কনীনিকাচক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি" মন্ত্রে দক্ষিণবামক্রমে চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান; "ওঁ রোচিষ্ণুরসি" এই মন্ত্রে দর্পণে আত্মমুখদর্শন; ওঁ বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্‌মনো মামন্তর্দ্ধেহি। তেজসো যশসো মামন্তর্দ্ধেহি" মন্ত্রে ছত্রধারণ; "ওঁ প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতং" এই মন্ত্রে পাদদ্বয়ে উপানহধারণ;

"ওঁ বিশ্বাভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যঃ পরিপাহি সর্ব্বতঃ" এই মন্ত্রে বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবে। পরে বিশ্বাদি দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। অনন্তর গুরু যথাযথভাবে বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের অর্হণ করিবেন। পরে পূর্ণহোমাদির অন্তে শান্তিকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শিষ্যকে অভিষেক ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। তৎপরে শিষ্য আচারানুসারে মঙ্গলাদি কর্ম্ম করিয়া ত্রিরাত্র ব্রহ্মচারিভাবে থাকিবেন।

যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ

যথাসময়ে বিবাহলগ্নদিনে প্রাতঃকালে বরপিতা ও কন্যাপিতা নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন। তৎপরে শুভমুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণগণ স্ত্রী-আচারসিদ্ধ ফলকুসুমাদি লইয়া জামাতৃগৃহে গমন করিবেন। তথায় গমন করিলে কন্যাসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণ পশ্চিমাস্যে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণকে নিম্নলিখিত বাক্যে কুশজল দ্বারা হস্তোদক প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি শুভলগ্নে অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায়ামুকদেবশর্ম্মণে অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীম্ অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুং তবাহং প্রতি জানে।

বরপিতা "বাঢ়ং" বলিবেন। পরে শুভলগ্নে স্ত্রী-আচারসিদ্ধ কার্য্য শেষ হইলে কন্যাদাতা বরকে বাসগৃহে লইয়া কন্যাসম্প্রদান করিবেন।

কন্যা-সম্প্রদান

কন্যাদাতা "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যা-সম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো-ব্রুবন্তু" ইত্যাদিরূপে ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধস্থিত বরকে "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিলে বরও "ওঁ সাধ্বহমাসে" এবং কন্যাদাতা "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো

দ্বিতীয়-

ভবন্তং" বলিলে বরও "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। পরে কন্যাদাতা পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ফল, তাম্বূলাদি দিয়া দক্ষিণজানু ধারণ করত নিম্নলিখিত বাক্যে বরণ করিবেন। বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি (সৌরমাস) অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যা-মুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যা-মুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহায় দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" বর "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন।

কন্যাদাতা "যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু" বলিলে বরও "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি" কহিবেন। অনন্তর কন্যাদাতা স্ত্রী-আচারানুসারে মুখচন্দ্রিকা সম্পাদনপূর্ব্বক বাসগৃহে লইয়া বিষ্টর প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

বরও 'ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে আসনে রাখিয়া উপবেশন করিবেন, যথা—

ওঁ বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।

পরে দাতা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অপর একটি বিষ্টর দান করিলে বর পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে গ্রহণ ও তদুপরি প্রক্ষালিত পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া বসিবেন।

(মতান্তরে—পাদ্যদানের পর অপরবিষ্টরদান) পরে কন্যাদাতা "ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া পাদ্য দিলে বর "ওঁ পাদ্যং প্রতি-গৃহ্নামি" বলিয়া লইয়া ভূমিতে স্থাপন করত তাহা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণপাদে দিবেন, * যথা—

ওঁ বিরাজো দোহোঽসি বিরাজো দোহমশীয় ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ।

---

* "ব্রাহ্মণশ্চেদ্দক্ষিণং প্রথমম্" ইতি সূত্রকারমত।

(শূদ্র হইলে প্রথমে বামপাদে দিবে।) পরে এক অঞ্জলি জল লইয়া ঐ মন্ত্রে বামপদে দিবেন। পরে কন্যাদাতা "ওঁ অর্ঘোঽর্ঘোঽর্ঘঃ প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া অর্ঘ দিলে বর "ওঁ অর্ঘং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে তুষ্ণীম্ভাবে মস্তকে ধারণ করত সেই জল অভিমন্ত্রিত করিবেন, যথা—

ওঁ আপঃস্থ যুষ্মাভিঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নবানি।

পরে বর এই মন্ত্র পাঠ সহকারে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন, যথা—

ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত। অরিষ্টাস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপয়ঃ।

অনন্তর কন্যাদাতা আচমনার্থ জল লইয়া 'ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া দিলে বর "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে উত্তরমুখে আচমন করিবেন, যথা—

ওঁ আমাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চ্চসা তং মা কুরু প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টিং তনূনাম্।

পরে কন্যাদাতা কাংস্যপাত্রস্থ দধি-মধু-ঘৃত লইয়া "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া দিলে বর "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া লইয়া "ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে" এই মন্ত্রে দর্শন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে উভয় হস্তে অঞ্জলিরূপে গ্রহণ করিবেন, যথা—

ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।

পরে আবরণপাত্র উন্মোচন পূর্ব্বক বাম হস্তে গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তুষ্ণীম্ভাবে তিনবার আলোড়ন করিবেন ও অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা তিনবার কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিবেন, যথা—

ওঁ নমঃ শ্যাবাস্যায়ান্নশনে যত্ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তামি।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুখে দিয়া অবশিষ্ট পূর্ব্বদিকে ফেলিয়া দিবেন, যথা—

"ওঁ যন্মধুনো মধব্যং পরমং রূপমন্নাদ্যং তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদ্যেন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽসানি" এই মন্ত্রে তিনবার ভক্ষণ পূর্ব্বক শেষভাগ উত্তরপার্শ্বে উপবিষ্ট শিষ্যকে দিবেন বা পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিবেন অথবা ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বভক্ষণও হইতে পারে কিম্বা লোকের সঞ্চরণশূন্য স্থানে স্থাপন করিবেন।

পরে আচমন পূর্ব্বক প্রাণস্থান সকল স্পর্শ করিবেন অর্থাৎ "ওঁ বাঙ্ম

আস্তেঽস্তু" মন্ত্রে মুখ,"ওঁ নসোর্ম্মে প্রাণোঽস্তু" মন্ত্রে দক্ষিণবামক্রমে নাসিকা-দ্বয় "ওঁ অক্ষোর্মে চক্ষুরস্তু" মন্ত্রে চক্ষুর্দ্বয়, "ওঁ কর্ণয়োর্ম্মে শ্রোত্রমস্তু" মন্ত্রে কর্ণদ্বয়, "ওঁ বাহ্বোর্মে বলমস্তু" মন্ত্রে বাহুদ্বয়, "ওঁ উর্ব্বোর্ম্মে ওজোঽস্তু" মন্ত্রে উরুদ্বয় এবং "ওঁ অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনূস্তন্বা সহ সন্তু" মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতি পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন। বর আচমন করিলে কন্যাদাতা খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক গোস্থাপন করিবেন। নাপিত তিনবার "গৌঃ গৌঃ গৌঃ" শব্দ উচ্চারণ করিবে এবং বর নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোমোচন করিবেন, যথা—

ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট। মম চামুষ্য চ পাপ্মা হত ওমুৎসৃজত তৃণান্যত্তু।

মন্ত্রমধ্যস্থ "অমুষ্য" শব্দ স্থলে কন্যাদাতার নাম উচ্চার্য্য। * অনন্তর বর ছায়ামণ্ডপে গিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন। তূষ্ণী-ম্ভাবে কুশ দ্বারা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল তিনবার মার্জ্জন, গোময় দ্বারা তূষ্ণীম্ভাবে পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয় অঙ্কন, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা তত্রত্য উৎকীর্ণ মৃত্তিকা তিনবার উদ্ধরণ, তূষ্ণীম্ভাবে জল দ্বারা ত্রিবার অভ্যুক্ষণ এবং আত্মদক্ষিণে অগ্নি আনয়ন করিয়া জলদিক্ষন দ্বারা ক্রব্যাদ অগ্নি ত্যাগ করিবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আত্মসম্মুখে স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ করিবেন, যথা—

ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।

পরে ধ্যান করিয়া যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করত বাসগৃহে গমন করি-বেন, ধ্যান যথা—

ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

অনন্তর বাসগৃহে গিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে কন্যাকে পরিধেয়-বস্ত্র ও উত্তরীয়বস্ত্র পরিধান করাইবেন, যথা—

ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তিপাবা। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা রয়িঞ্চ পুত্রাননুসংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥ ১॥

* ইদানীং অস্মদ্দেশে বহ্নিস্থাপন হইতে কন্যার বস্ত্র পরিধান পর্য্যন্ত কার্য্য পাণিগ্রহণ-দিবসেই হইয়া থাকে।

ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতোঽততন্থ। তাস্ত্বা দেবীর্জরসে সম্ব্যয়স্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥ ২॥

অনন্তর কন্যাদাতা পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন ও কন্যাকে পশ্চিমাভিমুখে ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। কন্যাদাতা কন্যা ও বরকে "ওঁ পরস্পরং সমঞ্জেতাং" বলিয়া অন্যোন্যের মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে বর এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥

এই সময়েই কন্যাদাতা কর্ত্তৃক গ্রন্থিবন্ধন হয়। অনন্তর কন্যাদাতা (দাতাঽহং বরুণো রাজা দ্রব্যমাদিত্যদৈবতম্। বরোঽসৌ বিষ্ণুরূপেণ প্রতিগৃহ্ণাত্বয়ং বিধিঃ। সম্প্রদানের পূর্ব্বে ব্রহ্মসংস্কারমঞ্জরীমতে উক্ত মন্ত্রপাঠ বিহিত আছে,) "ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার প্রোক্ষণান্তে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ" ইত্যাদিরূপে অর্চ্চনা পূর্ব্বক "এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ" "এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বরায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। পরে তিল, কুশ ও জল লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সম্প্রদান করিবেন অর্থাৎ কন্যাহস্ত সহিত পূর্ব্বগৃহীত জল বরহস্তে অর্পণ করিবেন, যথা—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাভারতোক্তকন্যাদানফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় ব্রাহ্মণায় অর্চ্চিতায়, অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীম্ অমুকীদেব্যভিধানাম্ অর্চ্চিতাং (এই প্রকার তিনবার বলিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যমহং সংপ্রদদে।

তখন বর "ওঁ স্বস্তি" উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও "ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা" ইহা পাঠান্তে কামস্তুতি পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে ওঁ তব কাম সতা ভুঞ্জামহে।

পরে অন্য কোন ব্রাহ্মণ হস্তলেপদ্রব্য দ্বারা বধূ ও বর উভয়ের হস্তলেপ, প্রদান করিবেন। সহদেবা, ময়ূরবর্হ, অপরাজিতা, শতপুষ্পা, মোহিনী, সর্জ্জরস, চন্দন, গুঞ্জা, কর্পূর, মদনকোষ, মধুপুষ্প, কাকোলীলতা, কস্তুরী, জায়ফল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, মেদ, মহামেদ, জীবক, বাসক ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরিমাণে লইয়া একত্র করিবে এবং জামাতার হস্তোপরি বধূর হস্ত রাখিয়া গায়ত্রীপাঠ সহকারে কুশবেণী দ্বারা উক্ত দ্রব্যগুলি বন্ধন করিয়া দিবে। পরে নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিলে বর "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যথা—

ওঁ অদ্যেতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মহাভারতোক্তফলপ্রাপ্তিকামনয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া বা কৃতৈতৎকন্যাদানপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা অমুক-গোত্রায়ামুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

এই সময়ে জামাতাকে যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, দাসদাসী প্রভৃতি যৌতুকদ্রব্য প্রদান করিতে হয়। অনন্তর গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক বরও কন্যার উত্তরীয়-বস্ত্র-দশা দ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিবে। ক্ষণপরে অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক বধূ ও বরের হস্তগ্রন্থি মোচন করিয়া দিলে বর ও কন্যা নিজ নিজ হস্ত আঘ্রাণ করিবেন। পরে দাতা অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশান্তি করিয়া আশীর্ব্বাদাদি করিবেন।

ইতি কন্যাসম্প্রদান।

পাণি গ্রহণাদি

প্রথমে বর মঙ্গলস্নানান্তে পূর্ব্বোক্ত বহ্নিস্থাপন ও বস্ত্রপরিধাপন মন্ত্রে কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া কন্যাহস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বহিরানয়ন করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নির পশ্চিমে গমন করত অবস্থিতি করিবেন, যথা—

ওঁ যদৈষি মনসা দূরং দিশোঽনু পবমানো বা। হিরণ্যপর্ণো বৈ কর্ণঃ স ত্বা মন্মনসাং করোতু অসৌ॥

মন্ত্রমধ্যস্থ "অসৌ" স্থানে বধূনাম উচ্চার্য্য। পরে "ওঁ অন্যোন্যং সমীক্ষেথাং"

বলিয়া বর-কন্যাকে পরস্পর মুখাবলোকন করাইলে বর এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চা বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে। ওঁ সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরস্তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজঃ। ওঁ সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাম্। ওঁ সা নঃ পূষা শিবতমা মৈরয়ৎ ঘা (মে রসয়া ইতি পাঠান্তর) ন উরূ উশতী বিহর যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপং যস্যামুকামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ।

বধূবরের নিষ্ক্রমণ হইতে অভিষেককাল পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মণ-চন্দনচর্চ্চিতকায়ে আম্রপল্লবযুক্ত-জলকুম্ভ স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া অবস্থান করিবেন। অনন্তর বস্ত্রবেষ্টিত তৃণপুলক দক্ষিণপাদ দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া হোমার্থে উপবেশন করিবেন এবং বধূও তথায় দক্ষিণভাগে উপবিষ্ট হইবেন। পরে বর গন্ধাদিদ্বারা যথাশক্তি নিম্নলিখিত বাক্যে ব্রাহ্মণকে বরণ করিলে তিনিও "ওঁ বৃতোঽস্মি" কহিবেন, যথা—

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং মদীয়বিবাহহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম কর্ত্তুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

পরে বর "যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু" বলিলে ব্রাহ্মণও "যথাজ্ঞানতং করবাণি" বলিবেন। কুশব্রাহ্মণপক্ষে বরণ করিতে হয় না। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত সাধারণকুশণ্ডিকাবিধানে নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন, যথা—অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্র কুশসমেত ব্রহ্মাসন আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে "ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্" বলিয়া ব্রহ্মাকে বসাইয়া ব্রাহ্মণের অভাবে কুশময় ব্রহ্মাকে ওঁ ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্" মন্ত্রে স্থাপন পূর্ব্বক পূজান্তে অগ্নির উত্তরে প্রণীতা প্রণয়ন করত অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে সকৃৎ অগ্নিপরিস্তরণ ও অগ্নির উত্তরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণাদিক্রমে স্থাপন করিবেন। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, দুইটি পবিত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, ছয়টি সমার্জ্জনকুশ, ত্রয়োদশ উপযমনকুশ, প্রাদেশ-প্রমাণ তিনটি সমিধ্, স্রুব, আজ্য, তণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণা। এতদ্ব্যতীত অভিষেকার্থ আম্রপল্লবাস্য উদকপূর্ণ কুম্ভ, শূর্পস্থিত শমীপত্রমিশ্রিত লাজ, শিলা, শিলাপুত্র (নোড়া,) লোহিতবর্ণ বলীবর্দ্দচর্ম্ম এই সমস্ত

রাখিবেন। তৎপরে পূর্ব্বসংগৃহীত পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশ দ্বারা প্রাদেশপ্রমাণ পবিত্রচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে দিয়া তাহাতে প্রণীতাজল প্রদান করত বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র লইবে এবং প্রোক্ষণীজল দ্বারা প্রণীতাপাত্র ও অন্যান্য পাত্র সংপ্রোক্ষণ করত প্রণীতাদক্ষিণে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবেন, আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন পূর্ব্বক পূর্ব্বাসাদিত আজ্য তাহাতে দিয়া চর্ব্বর্থ চরুস্থালীতে প্রণীতাজল দিবেন এবং সোদকচরুস্থালীতে আসাদিততণ্ডুল দিয়া অগ্নির দক্ষিণে আজ্য রাখিবেন। পরে পর্য্যগ্নিকরণার্থ জ্বলদগ্নি লইয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে চরু তিনবার পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সেই অগ্নি পূর্ব্বোক্ত অগ্নিতে ক্ষেপণ করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বাসাদিত স্রুব লইয়া অধোমুখভাবে অগ্নিতে উত্তপ্ত করত সমার্জ্জনকুশ দ্বারা মূল হইতে অগ্র, পুনরায় অগ্র হইতে মূল যাবৎ সম্মার্জ্জন করিয়া সম্মার্জ্জনকুশ পরিত্যাগ করিবেন। পরে প্রণীতোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক পুনরায় স্রুব প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীব উত্তরে স্থাপন করিবেন। পরে আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী স্থাপন ও তদুত্তরে চরু অবতারণ করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ পবিত্র লইয়া কিঞ্চিদুত্তোলনরূপ আজ্য উৎপবন ও দর্শন করিবেন। প্রোক্ষণীজল ও পবিত্র তাহাতে রাখিয়া উপযমনকুশ বামহস্তে লইয়া গাত্রোত্থান করত পূর্ব্বসংগৃহীত তিনটি সমিৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন। পরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রস্থ সপবিত্র জল লইয়া তদ্দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করত সম্মুখীকরণ করিবেন।

তদনন্তর প্রণীতায় পবিত্র রাখিয়া সংস্রবার্থ প্রোক্ষণীপাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবেন। পরে যজমান ব্রহ্মার সহিত অন্বারম্ভ পূর্ব্বক স্রুব লইয়া আজ্য দ্বারা আঘার ও আজ্যভাগ হোম করিবেন, যথা—

"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে" বলিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে তূষ্ণী-ভাবে হোম করিবেন। হোমান্তে স্রুবলগ্ন হবিঃশেষ প্রাশনার্থ অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে," এবং "ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়" বলিয়া আহুতি দিবেন। তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম ও সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোমান্তে প্রকৃতকর্ম্ম করিবেন। যথা— যোজকনামা অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বাদশটি মন্ত্রে আজ্য দ্বারা রাষ্ট্রভৃদ্ধোম করিবেন, যথা—

ওঁ ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদমৃতাষাহে ঋতধাম্নেঽগ্নয়ে গন্ধর্ব্বায় ॥ ১ ॥

ওঁ ঋতাষাড়্ তধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমোষধিভ্যোঽপ্সরোভ্যো মুদ্‌ভ্যঃ ॥ ২ ॥

ওঁ সꣳহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং সꣳহিতায় বিশ্বসাম্নে সূর্য্যায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৩ ॥

ওঁ সꣳহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বস্তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুবো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং মরীচিভ্যোঽপ্সরোভ্য আয়ুভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং সুষুম্নায় সূর্য্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্ব্বায় ॥৫ ॥

ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং নক্ষত্রেভ্যোঽপ্সরোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ ॥৬॥

ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৭ ॥

ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বস্তস্যাপোঽপ্সরস ঊর্জ্জো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমদ্ভ্যোঽপ্সরোভ্য ঊর্গ্‌ভ্যঃ ॥ ৮ ॥

ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং ভুজ্যবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্ব্বায় ॥ ৯ ॥

ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বস্তস্য দক্ষিণা অপ্সরসস্তাবা নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরোভ্যস্তাবাভ্যঃ ॥১০॥

ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্ম্মণে মনসে গন্ধর্ব্বায় ॥১১॥

ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্ব স্তস্য ঋক্‌সামান্যপ্সরস এষ্টয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ইদমৃক্‌সামভ্যোঽপ্সরোভ্য এষ্টিভ্যঃ ॥ ১২ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ দ্বারা জয়হোম করিবেন, যথা—

ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা ইদংচিত্তায়। ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা ইদং চিত্ত্যৈ। ওঁ আকূতঞ্চ স্বাহা ইদমাকূতায়। ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা ইদমাকূত্যৈ। ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা ইদং বিজ্ঞাতায়। ওঁ বিজ্ঞাতিশ্চ স্বাহা ইদং বিজ্ঞাত্যৈ। ওঁ মনশ্চ স্বাহা ইদং মনসে ওঁ শক্করীশ্চ স্বাহা ইদংশক্করীভ্যঃ। ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা ইদং দর্শায়। ওঁ পৌর্ণমাসঞ্চ স্বাহা ইদং পৌর্ণমাসায়, ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা ইদং বৃহতে। ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা ইদং রথন্তরায়।

ওঁ প্রজাপতির্জ্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রায়চ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু; তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্ব্বাঃ স উগ্রঃ স ই হব্যো বভূব স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানিন্দ্রায়।

পরে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ মন্ত্রে অভ্যাতান নামক হোম করিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে) ॥ ১ ॥

ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা (ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে) ॥ ২ ॥

ওঁ যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং যমায় পৃথিব্যা অধিপতয়ে) ॥ ৩ ॥

ওঁ বায়ুরন্তরিক্ষস্যাধিপতিরিত্যাদি। (ইদং বায়বে অন্তরিক্ষস্যাধিপতয়ে) ॥৪॥

ওঁ সূর্য্যো দিবোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে ॥ ৫ ॥

ওঁ চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপতয়ে) ॥৬॥

ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোঽধিপতিরিত্যাদি। (ইদং বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে) ॥৭॥

ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে) ॥ ৮ ॥

ওঁ বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং বরুণায় অপামধিপতয়ে ॥ ৯ ॥

ওঁ সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সমুদ্রায় স্রোত্যানামধিপতয়ে) ॥ ১০ ॥

ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদম্ অন্নায় সাম্রাজ্যানামধিপতয়ে) ॥ ১১ ॥

ওঁ সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সোমায় ওষধীনামধিপতয়ে) ॥ ১২ ॥

ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে) ॥১৩॥

ওঁ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে) ॥ ১৪ ॥

পরে জলস্পর্শ পূর্ব্বক পুনশ্চ হোম করিবে।

ওঁ ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স ইত্যাদি। (ইদং ত্বষ্ট্রে রূপাণামধিপতয়ে) ॥১৫॥

ওঁ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতানামধিপতিঃ স ইত্যাদি। (ইদং বিষ্ণবে পর্ব্বতানামধিপতয়ে) ॥ ১৬ ॥

ওঁ মরুতো গণানামধিপতয়স্তে মাবন্ত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং মরুদ্ভ্যো গণানামধিপতিভ্যঃ) ॥ ১৭ ॥

ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্ততামহা ইহ মাবন্ত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাᳬং স্বাহা।

(ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোঽবরেভ্যস্ততেভ্যস্ততামহেভ্যঃ) ॥১৮॥

পরে উদক স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি দ্বারা আহুতি দিবে, যথা—

ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাᳬং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ᳬং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ᳬং স্ত্রী পৌত্রমঘন্ন রোদাৎ স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)।

ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ᳬং স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)

ওঁ স্বস্তি নো অগ্নে দিব আপৃথিব্যা বিশ্বানি ধেহ্যযথা যজত্র যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রᳬং স্বাহা। (ইদম্ অগ্নয়ে)।

ওঁ সুগন্নু পন্থাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ুঃ। অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাদ্ বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু স্বাহা (ইদং বৈবস্বতায়)।

ওঁ পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং যস্তে অন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাᳬং রীরিষোমোত বীরান্ স্বাহা। (ইদং মৃত্যবে)।

পরে জল স্পর্শ করিবে। অনন্তর কুমারীর ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত লাজ শূর্পে চতুর্ধা বিভাগ করিয়া বরগৃহীত কন্যাঞ্জলিতে ঘৃতস্রুব উপস্তরণ দিয়া শূর্পস্থ একভাগ লাজ প্রাঙ্মুখী দণ্ডায়মানা কুমারীর অঞ্জলিতে প্রদান করত পুনর্ব্বার তদুপরি ঘৃতস্রুব দিবে। অতঃপর বর সেই অঞ্জলিস্থ লাজ দ্বারা বারত্রয় হোম করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ অর্য্যমণং দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত, স নো অর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা। (ইদমর্য্যম্ণে)। এই মন্ত্রে এক-তৃতীয়াংশ লাজ হোম করিবে।

পরে "ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা। আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)" এই মন্ত্রে অর্দ্ধাংশ হোম করিয়া "ওঁ ইমান্ লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণাংস্তব। মম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)।" এই মন্ত্রে সমস্ত লাজ অগ্নিতে আহুতি দিবেন। উক্ত মন্ত্রত্রয় কন্যারই পাঠ্য। যদি লজ্জাবশতঃ কন্যা পাঠ না করে, তবে বর পাঠ করিবেন।

পরে বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবেন, যথা—

ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমো অহম্। সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূন্ তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।

তৎপরে বর অগ্নির উত্তরে স্থাপিত শিলাতে বধূর দক্ষিণপাদ নিজ দক্ষিণহস্ত দ্বারা আরোহণ করাইবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোঽববাধস্ব পৃতনায়তঃ।

অনন্তর বর কন্যাকে শিলায় উত্থাপিত করিয়া নিম্নলিখিত গাথা গান করিবেন, যথা—

ওঁ সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতী। যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগায়ামস্যাগ্রতঃ। যস্যাং ভূতং সমভবদ্‌যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ॥

পরে বধূর সহিত বর অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—"ওঁ তুভ্যমগ্রে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো জায়াম্দাগ্নে প্রজয়া সহ।"

অনন্তর পুনরায় কুমারীর ভ্রাতা অঞ্জলিতে লাজ দিয়া পুনর্ব্বার তদুপরি

পূর্ব্ববৎ ঘৃতস্রুব দিবে, বর পূর্ব্বোক্ত অর্য্যমণমিত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবেন, পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ অর্যামণং ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রে হোমত্রয়, পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ ও অগ্নিপ্রদক্ষিণকর্ম্মান্তে চতুর্থ লাজভাগ শূর্পকোণযোগে হোম করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ ভগায় স্বাহা।" (ইদং ভগায়)। পরে অন্বা-রব্ধপূর্ব্বক আজ্য দ্বারা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে।" মন্ত্রে প্রাজাপত্য হোম করিবে। তদনন্তর অগ্নির উত্তরে সপ্তমণ্ডলিকা করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত সাতটি মন্ত্রে একৈকশঃ দক্ষিণবামক্রমে কন্যার পাদক্ষেপণ করাইবেন, যথা—

ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ১। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ২। ওঁ ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ৩। ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ৪। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ৫। ওঁ ষড়্‌তুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ৬ ওঁ সখে সপ্তপদাভব সামামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু। ৭।

পরে বর মিত্রহস্তস্থ কলসোদক দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূকে অভিষেক করিবেন, যথা—

ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমাস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্। "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি। আপো জনয়থা চ ন" ইত্যন্ত ঋকৃত্রয়েও অভিষেক করিতে হয়।

তৎপরে বধূকে সূর্য্যদর্শন করাইবেন, মন্ত্র যথা—"ওঁ সূর্য্যমুদীক্ষস্ব" এই-রূপ অনুজ্ঞা দিয়া—

ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্। (প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ)

পরে বর কন্যার দক্ষিণ-স্কন্ধাসক্ত স্বীয় হস্ত দ্বারা তদীয় হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।

পরে কুমারীকে অভিমন্ত্রিত করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথা স্তং বিপরেতন।

পরে কোন ব্যক্তি অগ্নির উত্তরে বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত স্থানে বৃষের লোহিতচর্ম্মোপরি কন্যাকে উপবেশন করাইলে বরও তথায় উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ ইহ গাবো নিষীদন্ত্বিহাশ্বা ইহ পূরুষাঃ। ইহো সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ পূষা নিষীদতু।

তৎপরে বর "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" মন্ত্রে স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিয়া আচমন পূর্ব্বক কন্যাকে 'ওঁ ধ্রুবমীক্ষস্ব' এইরূপ অনুজ্ঞা দিয়া ধ্রুব দর্শন করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যেময়ি। মহ্যং ত্বাদাদ্বৃহস্পতি-র্ম্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতম্।

বধূ না দেখিলেও "পশ্যামি" অর্থাৎ 'দেখিলাম" বলিবে। দিবাবিবাহ হইলে সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া রাত্রিকালে ধ্রুব দেখাইতে হয়। পরে বিবাহদিনাবধি তিন রাত্রি বর ও বধূ অক্ষারলবণ ভোজন ও ভূমিশয়ন করিবেন।

পরে চতুর্থীহোম।—প্রথমতঃ শিখিনামা অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে ঘৃতযোগে পাঁচটি আহুতি দিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপ-ধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে) ॥ ১ ॥ (কন্যা-ভিষেকার্থ হুতশেষ জলপাত্রে রাখিবেন)।

ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি (কেবল "পতিঘ্নী" স্থলে "প্রজাঘ্নী" উচ্চার্য্য) ॥ ২ ॥

ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি ("পতিঘ্নী" স্থলে "পশুঘ্নী") ॥ ৩ ॥

ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি ("পতিঘ্নী" স্থলে "গৃহঘ্নী" ॥ ৪ ॥

ওঁ গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে ইত্যাদি ("পতিঘ্নী" স্থলে 'যশোঘ্নী") ॥ ৫ ॥

পরে যথাবিধি চরু পাক করিয়া অবদান-প্রত্যবদান-ধর্ম্মানুসারে স্থালীপাক-হোম করিবেন।

যথা—অন্বারম্ভপূর্ব্বক স্থালীপাক হইতে চরু লইয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে, ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে" এই মন্ত্রে প্রাজাপত্য ও স্বিষ্টকৃৎহোমান্তে আজ্য দ্বারা মহাব্যাহৃতিহোম ও সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম

কর্ত্তব্য। যথা—সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিধুনামা অগ্নিস্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রকয়টি দ্বারা হোম করিবে মন্ত্র যথা—

ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে, ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্য্যায়, ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। (ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্) ॥১॥

ওঁ সত্বন্নোঅগ্নেঽবমো ভবোতীনোদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্বনো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা। (ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্) ॥ ২ ॥

ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে) ॥ ৩ ॥

ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা। (ইদং বরুণায়) ॥ ৫ ॥

পরে পূর্ণ-হোম করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিবে। বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি মদীয়বিবাহকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" ব্রহ্মা "স্বস্তি" বলিবেন।

পরে সংস্রবযুক্ত জলে বধূকে মস্তকে অভিষেক করিবেন, মন্ত্র যথা—ওঁ যা তে পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনূর্জারঘ্নী ততএনাং করোমি সা জীর্য্য ত্বং ময়া সহাসৌ।

মন্ত্রমধ্যস্থ "অসৌ" স্থানে সম্বোধনান্ত বধূনাম উচ্চার্য্য। পরে বর এই মন্ত্র পাঠ করত বধূকে স্থালীপাক প্রাশন করাইবেন, যথা—ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

আর দুইবার অমন্ত্রক প্রাশন করাইতে হয়।

পরে তিলকদানান্তে। সুমিত্রিয়ান ইত্যাদি মন্ত্রে নিজের ও বধূর শান্তিকর্ম্ম করিয়া শান্তিজল দ্বারা নিজকে ও বধূকে অভিষেক করত আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এই সময় হইতে সংবৎসর অথবা অশক্ত হইলে দ্বাদশরাত্র বা ত্রিরাত্র মৈথুন ত্যাগ ও ভূমিশয়ন করিবে। শয়নকালে কেহ কেহ এই মন্ত্র পাঠ করাইয়া থাকেন। যথা—

ওঁ তৎপত্নীভিরনুগচ্ছেম দেবাঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরুত বা হিরণ্যৈনাকং গৃভানাঃ সুকৃতস্য লোকে তৃতীয়ে পৃষ্ঠেঽধিরোচনে দিবঃ।

তদনন্তর আচারানুসারে ব্রাহ্মণভোজনাদি অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ঋগ্‌বেদীয় সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকা
(হোম) কালেশি-কৃত

হোমকর্ত্তা প্রাঙ্মুখে উপবেশন করিয়া শরের অন্যূন পরিমাণ (বাহুপরিমাণ) বালুকা-নির্ম্মিত স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ ও তাহা গোময় দ্বারা উপলেপন পূর্ব্বক কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলমধ্যে প্রাদেশপরিমাণ ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিবে। যথা—স্থণ্ডিলদক্ষিণপ্রান্তে অষ্টাঙ্গুলি, পশ্চিমে চারি অঙ্গুলি ও উত্তরে দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থান পবিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমতঃ অগ্নিস্থাপনস্থানের পশ্চিমে উত্তরাগ্র প্রাদেশপরিমাণ একটি রেখা,তাহার উপরিভাগে দুই প্রান্তে পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত পবস্পর অসংশ্লিষ্ট দুইটি রেখা, মধ্যে তিনটি প্রাগগ্র প্রাদেশপ্রমাণ অসংশ্লিষ্ট বেখা কর্ত্তব্য। উল্লেখন কুশমূল সেই স্থণ্ডিলেই রাখিবে, পূর্ব্বকৃত রেখাগুলি জল দ্বাবা অভ্যুক্ষণ করত উক্ত কুশমূল অগ্নিকোণে প্রক্ষেপান্তে জল স্পর্শ করিয়া মৌনী হইবে। পরে দুই হস্তে অগ্নি গ্রহণ কবিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আনয়ন কবিবে, যথা—"অয়ন্তে যোনিরিত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যাবোপণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্তেযোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আসীদাথানো বর্দ্ধয়া গিরঃ।" পরে নিম্নকথিত মন্ত্রে অগ্নি হইতে একটি জলৎ কাষ্ঠ (ক্রব্যাদাংশ) দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে, যথা—"ক্রব্যাদমগ্নিমিত্যর্দ্ধর্চ্চস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে গ্রহণ ও ষড়্‌রেখোপবি বহ্নিস্থাপন করিবে। যথা—"ইহৈবায়মিত্যর্দ্ধর্চ্চস্য বিশ্বামিত্রঋষিবগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতবো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। জুষ্টোদমুনা ইত্যস্য বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জুষ্টোদমুনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞমুপযাহি বিদ্বান্। বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শত্রূয়তা মাভরা ভোজনানি। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ।" পরে প্রচুরতর

কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নিকে এমনভাবে প্রজ্বালিত করিবে, যাহাতে অগ্নি কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত অনির্ব্বাণ থাকে। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে অগ্নিকে আবাহন করিবে, যথা—"এহ্যগ্ন ইত্যস্য রাহুগণো গোতমঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ সুপুর এতা ভবানঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজামহে সৌমনসায় দেবান্।" অনন্তর 'এষো হ দেব' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে জল দ্বারা প্রদক্ষিণ বেষ্টন করত সম্মুখীন করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ।" অতঃপর "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাঙ্গহোমমহং করিষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিবে। "সপ্তহস্ত ইত্যস্য বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা হনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্তহস্তশ্চতুঃশৃঙ্গঃ সপ্তজিহ্বো দ্বিশীর্ষকঃ। ত্রিপাৎ প্রসন্নবদনঃ সুখাসীনঃ শুচিস্মিতঃ। স্বাহান্তু দক্ষিণে পার্শ্বে দেবীং বামে স্বধাং তথা। বিভ্রদ্দক্ষিণহস্তৈস্তু শক্তিমন্নং স্রুবং স্রুচম্। তোমরং ব্যজনং বামৈর্ঘৃতপাত্রঞ্চ ধারয়ন্। আত্মাভিমুখমাসীন এবংরূপো হুতাশনঃ।" এইরূপ ধ্যানান্তে যথাযথ অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিদ্‌দ্বয় প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করিয়া মৌনভাবে অগ্নিতে আহুতি দিবে। মতান্তরে এ বিষয়ে মন্ত্র বিহিত আছে, যথা—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ সদসি সন্মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষিতিরসি মামক্ষেষ্ঠাঃ (প্রাচ্যাং দিশি) দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাম্। (দক্ষিণস্যাং দিশি) মাসাঃ পিতরো মার্জ্জয়ন্তাম্। (প্রতীচ্যাং দিশি) গ্রহাঃ পশবো মার্জ্জয়ন্তাম্। (উদীচ্যাং) আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জ্জয়ন্তাম্। (ঊর্দ্ধে) যজ্ঞঃ সম্বৎসরঃ প্রজাপতির্মার্জ্জয়তাম্।" অনন্তর পরিসমূহন কর্ত্তব্য, যথা—অগ্নিস্থান হইতে অষ্টাঙ্গুল-ব্যবহিত স্থানে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলযুক্ত হস্ত দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিবে। অথ পর্য্যুক্ষণ। যথা—অগ্নির পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক্ অবধি জলধারা দ্বারা এমনভাবে অগ্নিকে পর্য্যুক্ষিত করিবে—যাহাতে হোমীয় দ্রব্যও পর্য্যুক্ষিত হয়। অথ পরিস্তরণ। যথা—সাগ্র কুশ লইয়া অগ্নি হইতে অষ্টাঙ্গুল অন্তরিত স্থানে পূর্ব্বে উত্তরাগ্র কুশমুষ্টি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এইরূপ দক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র, পশ্চিমে উত্তরাগ্র, উত্তরে পূর্ব্বাগ্র কুশমুষ্টি দ্বারা তিন তিনবার আস্তরণ করিবে। অতঃপর ব্রহ্মস্থাপন, যথা—

ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মপক্ষে যথাশক্তি ব্রহ্মাকে বরণ করিতে হয়, কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে বরণব্যতিরেকে ব্রহ্মার কার্য্য হোতা স্বয়ংই করিবে। ব্রহ্মা অগ্নির পূর্ব্বভাগ দিয়া দক্ষিণভাগে গমন পূর্ব্বক অগ্নিদক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র আস্তীর্ণ কুশোপরি কুশাসন বা বিষ্টর পাতিয়া, তদুপরি পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করত নিম্নকথিত মন্ত্রে ব্রহ্মাসন দর্শন করিবেন। যথা –

"ওঁ অহেদৈবি সব্যোদতস্তিষ্ঠাস্যস্ত সদনে সীদ যো অস্মৎ পাকতরঃ।"

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মাসন হইতে বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশপত্র লইয়া নৈঋর্তকোণে নিক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা— "নিরস্ত ইত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিঃ প্রজাপতির্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দস্তৃণাদিনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" অনন্তর জল স্পর্শ পূর্ব্বক "ইদমহমিত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্ব্বাবসোঃ সদনে সীদামি।" এই মন্ত্র জপ পূর্ব্বক উপবেশন করিবেন। অনন্তর হোতা গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা— "ব্রহ্মা দেবানামিত্যস্য দৈবোদাসিঃ প্রতর্দ্দনঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পবমানসোমো দেবতা ব্রহ্মাসাদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্। শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্।"

অনন্তর ব্রহ্মা নিম্নকথিত মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আশিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায় (স যজ্ঞং পাহি স যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি ভূর্ভুবঃ স্বঃ বৃহস্পতিপ্রসূতঃ)

অথ পাত্রাসাদন। যথা—উত্তরাগ্র আস্তীর্ণ দর্ভোপরি প্রোক্ষণীপাত্র, প্রণীতাপাত্র, আজ্যস্থালী, (প্রকৃতকর্ম্মে চরু থাকিলে চরুস্থালী, দর্ব্বী, মেক্ষণ) কমণ্ডলু, স্রুক্, স্রুব, বর্হিঃ, ইধ্ম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংস্থাপিত করিবে। অরত্নি-পরিমাণ পঞ্চদশ পলাশ বা উডুম্বরশাখা, ইধ্ম, রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিবে।

রজ্জুকরণ, যথা—প্রাদেশপরিমিত ৩৬টি, কুশ লইয়া তন্মধ্যে ১২টি ১২টি কুশ দ্বারা সন্ধিত্রয়বতী রজ্জু প্রদক্ষিণভাবে নির্ম্মাণ করিবে। পুনশ্চ উক্তরূপ আর একটি রজ্জু করিয়া উভয়কে প্রদক্ষিণভাবে যোগ করিবে। পুনশ্চ অপর একটি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বের সহিত যোগ করত শেষভাগে প্রদক্ষিণভাবে গ্রন্থি দিবে।

অথ বহ্নি আসাদন। উক্তপ্রকারে আর একটি রজ্জু করিয়া উত্তরাগ্রভাবে ভূমিতে রাখিবে, পরে প্রাদেশপরিমিত কুশমুষ্টি ছেদন পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করত সেই রজ্জু দ্বারা বহ্নি দুইবার বেষ্টন করিবে, বহ্নিমূলও দুইবার বেষ্টন করিবে ও সেই রজ্জুকে প্রথম বেষ্টনের অধোদেশে লইয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় রজ্জু দ্বারা ইধ্মকে একবার বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিবে। অনন্তর চরুস্থালী-প্রোক্ষণী, দর্ব্বী-স্রুব, প্রণীতা-আজ্যপাত্র, ইধ্ম-বহ্নি, শূর্প-কৃষ্ণাজিন, উদূখল-মুষল এই দুই দুইটি পাত্র পরস্পর অসংশ্লিষ্ট অবস্থায় দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া অধোমুখ করিয়া রাখিবে। অতঃপর অনামায় কুশ বাঁধিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্র রাখিয়া জলপূর্ণ করত তাহা উত্তোলন করিবে। উভয় হস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রকে মূলাধোদেশে উত্তরাগ্রভাবে ধরিয়া তাহা দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীজল তিনবার ভূমিতে ফেলিবে। অপর পাত্রগুলি উত্তোলন করিয়া ইধ্মকে বন্ধনমুক্ত করিবে ও প্রোক্ষণীজল দ্বারা সমস্ত পাত্র তিনবার প্রোক্ষিত করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল কমণ্ডলুতে রাখিয়া প্রণীতাপাত্র অগ্নির পশ্চিমে রাখিবে ও তাহাতে পবিত্র স্থাপন পূর্ব্বক উৎপবনক্রমে কমণ্ডলুজল দ্বারা প্রণীতাপাত্র পূরণ করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্পাক্ষত দিবে, পরে ব্রহ্মাকে এই মন্ত্র বলিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽপঃপ্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি।"

অনন্তর ব্রহ্মা নিম্নোক্ত বাক্যে অনুজ্ঞা দিবেন। যথা—'প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্বৃহস্পতিপ্রসূতঃ" এই মন্ত্র জপান্তে "ওঁ প্রণয়" বলিবেন। অতঃপর ব্রহ্মা অবচ্ছিন্ন বাক্য বলিবেন না। অনন্তর হোতা অগ্নির উত্তরে প্রণীতা রাখিয়া আটটি কুশপত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে।

অথ আজ্যসংস্কার। যথা—ঘৃতপাত্রে ঘৃত রাখিয়া অগ্নির উত্তরে জলৎ অঙ্গার আকর্ষণ পূর্ব্বক তদুপরি ঘৃতপাত্র স্থাপন করত ঘৃত দ্রবীভূত করিবে। পরে জলৎ কুশ দ্বারা ঘৃত বেষ্টন করিয়া দুইটি কুশপত্র ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করত ঘৃত শোধন করিবে। পুনশ্চ জলৎকুশ দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই কুশ আজ্যমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে সম্মুখস্থ আস্তীর্ণ কুশোপরি ঘৃতপাত্রে রাখিবে। আকৃষ্ট অঙ্গার অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপবন কর্ত্তব্য। যথা—পবিত্র গ্রহণ করিয়া 'প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' এই মন্ত্রে নখব্যতিরিক্ত অস্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে ছেদন করিয়া 'প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে বাম হস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রদ্বয়ের অগ্র ও দক্ষিণ হস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল ধারণ করিয়া পূর্ব্বাগ্র ও অসংশ্লিষ্টভাবে পবিত্রমধ্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত গ্রহণ করিয়া "সবিতুষ্টৈত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা পুরউষ্ণিক্‌ছন্দ আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুষ্টা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ" এই মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ও অপর দুইবার অমন্ত্রক ঘৃত দিবে। ঐ পবিত্রদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে।

অথ স্রুবাদিসংস্কার। যথা—স্রুক্‌ ও স্রুব ধৌত ও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বামহস্তগৃহীত দর্ভ দ্বারা মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত মার্জ্জন করত "ওঁ প্রত্যুষ্টং রক্ষ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষ নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ" এই মন্ত্রে পুনঃ প্রতপন করিয়া দক্ষিণহস্তে গৃহীত কুশাগ্র দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিবে। ঐরূপ বারদ্বয় কর্ত্তব্য। প্রোক্ষণ ও ঘৃতাভিঘারণান্তে অগ্নি ও আজ্যের মধ্যস্থান দিয়া লইয়া আজ্যদক্ষিণে কুশোপরি স্থাপন করিবে। এইরূপে দর্ব্বী ও মেক্ষণ সংস্কার করিতে হয়। প্রকৃতকর্ম্মে চরুহোম থাকিলে এই সময়েই চরুশ্রপণ করিবে। চরুস্থালী তাম্রময়ী বা মৃন্ময়ী কর্ত্তব্য বামহস্তে চরুস্থালীর কণ্ঠ ধরিয়া তন্মধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্র দিয়া আতপতণ্ডুল বৈণবশূর্পে রাখিবে। চারি চারি মুষ্টি গ্রহণ করিবে। যথা—ওঁ অমুষ্মৈ ত্বা (যে দেবতার উদ্দেশে চরুহোম, তাহার নাম উল্লেখ্য) জুষ্টং নির্ব্বপামি" এবং "অমুষ্মৈ ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।" এই মন্ত্রে নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া উদূখলে স্থাপন পূর্ব্বক মুষলের দ্বারা অবঘাত ও শূর্প দ্বারা প্রস্ফোটন করত তিনবার প্রক্ষালন করিয়া পাকানুরূপ জলে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তন্মধ্যে ঘৃত দিয়া জলৎকাষ্ঠে স্থালীমধ্য বেষ্টিয়া উত্তরে অবতারণ পূর্ব্বক অগ্নি ও আজ্যের মধ্যস্থান দিয়া লইয়া আজ্যের দক্ষিণস্থ কুশোপরি রাখিবে। পরে যথাযথ অগ্নির নামকরণ (অগ্নে ত্বং পাবকনামাসি) করত গন্ধপুষ্পাক্ষত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা—"বিশ্বানি ন ইতি তিসৃণাং বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দোঽগ্ন্যর্চ্চনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা

দুরিতাতিপর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্ নমসা গৃণানো অস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানো মর্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নেবমৃতত্বমশ্যাম্। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উলোক-মগ্নে কৃণবস্ত্যোনম্। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি।

অথ ইধ্মাধান। ইধ্মবন্ধন রজ্জু বামকরে বেষ্টন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ইধ্মকে অগ্নিতে প্রতপ্ত করিবে। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ইধ্মপ্রতপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্যুষ্টং রক্ষ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষ নিষ্টপ্তা অরাতয়: (উর্বন্তরিক্ষমন্বেমি)। পরে বামহস্তে ইধ্ম রাখিয়া মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে ঘৃতসেক করত দক্ষিণ হস্তে ইধ্ম লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে, যথা—

অয়ন্ত ইধ্ম ইত্যস্য বামদেবঋষির্জাতবেদা অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইধ্মাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্দ্ধস্ব চেদ্ধ বর্দ্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা। "ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং নমম।"

এই মন্ত্রে হুতশেষ রাখিয়া অমন্ত্রকভাবে আঘার-হোমান্তে আজ্যভাগ-হোম করিবে, যথা—স্রুব দ্বারা চতুর্দ্ধা স্রুকে ঘৃত রাখিয়া বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অমন্ত্রক অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিয়া পুনশ্চ পূর্ব্বোক্তভাবে স্রুকে ঘৃত লইয়া নৈঋর্তকোণ হইতে ঈশান-কোণ পর্য্যন্ত অমন্ত্রক অবিচ্ছিন্ন ঘৃতাহুতি দিবে। আজ্যভাগ যথা—অগ্নির উত্তর-পার্শ্বে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম," দক্ষিণপার্শ্বে "ওঁ সোমায় স্বাহা সোমায় ইদং নমম" এই মন্ত্রে স্রুব দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। ইতি আজ্য-ভাগান্তা কুশণ্ডিকা।

পরে প্রকৃতহোম কর্ত্তব্য। প্রকৃতকর্ম্মোক্ত অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজান্তে প্রকৃতকর্ম্মে বিহিত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে। প্রকৃতকর্ম্মে আজ্যহোম হইলে আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত-হোমান্তে স্বিষ্টকৃৎ হোম করিবে। প্রকৃতকর্ম্মে চরুহোম বিহিত হইলে চরুশেষ দ্বারা প্রথমতঃ স্বিষ্টকৃৎ হোম করিয়া পরে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। সঙ্কল্প যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্য্যাম।

পরে বিধু নামক অগ্নির স্থাপন, আবাহন ও পূজান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম

করিবে—"অয়াশ্চাগ্ন ইত্যস্য বিমদঋষিরয়োনামাগ্নির্দেবতা পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি, অয়াসা বয়সা কৃতোঽয়াসন্ হব্যমূহিষে অয়ানো ধেহি ভেষজং স্বাহা। অয়াস অগ্নয় ইদং নমম। অতো দেবা ইত্যস্য মেধাতিথিঋর্ষিদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা দেবেভ্য ইদং নমম। ইদং বিষ্ণুরিত্যস্য মেধাতিথিঋর্ষির্বিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিযোগঃ। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা, বিষ্ণব ইদং নমম। ভূরাদিব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজাঋষয়োঽগ্নি-বায়ু-সূর্য্যা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা, ভূরগ্নয় ইদং নমম। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা, ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় চ ইদং নমম। ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা, সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে ইদং নমম। সমস্তানাং ব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋর্ষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিচন্দ্রমো-নক্ষত্র-দিশো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রজাপতয়ে চ চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা, প্রজাপতি-চন্দ্রমো-নক্ষত্র-দিগ্‌ভ্য ইদং নমম। যৎ পাকত্রা ইত্যস্য ত্রিতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্ত্যাসঃ। অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্ বিজানন্ যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি স্বাহা, অগ্নয় ইদং নমম। পুরুষসম্মিত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষসম্মিতঃ অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা, অগ্নয় ইদং নমম। যদ্বো দেবা ইত্যস্য সৌর্য্যোঽভিতপাঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দ্রব্যবিপর্য্যাস-কালবিপর্য্যাস-মন্ত্রবিপর্য্যাস-তন্ত্রবিপর্য্যাসার্থ-প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিযোগঃ। ওঁ যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরুমনসো বা প্রযুতী দেবহেলনম্। অরাবা যো নো অভিদুচ্ছুনায়তে তস্মিন্ তদেনো বসবো নিধেতন স্বাহা। (মতান্তরে যদ্বো দেবা ইত্যস্য অভিতপা ঋষির্মরুতো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ ছন্দো দ্রব্যবিপর্য্যাস-কালবিপর্য্যাস-মন্ত্রবিপর্য্যাস-তন্ত্রবিপর্য্যাসার্থ-প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্বো দেবা অভিপাতয়ানি বাচা চ প্রযুতী দেবহেলনম্।

অয়া যো অস্মানভিদুচ্ছুনায়তে অন্তত্রাস্মান্ মরুতস্তন্নিধেতন স্বাহা। মরুদ্ভ্যা ইদং নমম)। অনাজ্ঞাতমিতিমন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো জ্ঞাতাজ্ঞাতদোষনির্হরণার্থং প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা, অগ্নয় ইদং নমম।

অথ স্বিষ্টকৃৎহোম। চরুহোমস্থলে চরু দ্বারাই স্বিষ্টকৃৎহোম করিবে। আজ্যহোমস্থলে প্রায়শ্চিত্তহোমান্তে স্রুব দ্বারা স্রুকে চতুর্ব্বা ঘৃত দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে হোম করিবে। যথা—"যদস্যেত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ স্বিষ্টকৃদগ্নির্দেবতা অতিধৃতিশ্ছন্দঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ য দস্য কর্ম্মণোহত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎস্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়-শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইদং নমম।"

পরে ইধ্মবন্ধনরজ্জু বামহস্ত হইতে উন্মুক্ত করিয়া "ওঁ রুদ্রায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে (রুদ্রায় ইদং নমম)।

অথ পূর্ণ-হোম। মৃড নামক অগ্নিস্থাপন ও পূজা করিয়া ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে অবিচ্ছিন্নধারায় পূর্ণাহুতি দিবে। মূর্দ্ধানমিত্যাদি ত্রিসৃণাং বামদেবঋষিরাপো দেবতাঃ প্রথমায়াস্ত্রিষ্টুব অন্যয়োর্জগতী-চ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। ওঁ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ সপ্তঋষয়ঃ সপ্তধাম প্রিয়াণি। সপ্তহোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্তযোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেন স্বাহা। ওঁ ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত উর্ম্মিং স্বাহা। অদ্ভ্য ইদং নমম।

পরে পূর্ণপাত্রীকৃত প্রণীতাপাত্র আনয়ন পূর্ব্বক কুশোপরি স্থাপন করিয়া "ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ সদসি সন্মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ। অক্ষিতিরসি মাম ক্ষেষ্ঠাঃ" এই মন্ত্রজপান্তে পঞ্চ-দিকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে জলসেক করিবে। যথা—পূর্ব্বদিকে "ওঁ দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাম্।" দক্ষিণে "ওঁ পিতরো মার্জ্জয়ন্তাম্।" পশ্চিমে "ওঁ গ্রহাঃ পশবো মার্জ্জয়ন্তাম্।" উত্তরে "ওঁ আপ ওষধি-বনস্পতয়ো মার্জ্জয়ন্তাম্।"

ঊর্দ্ধে "ওঁ যজ্ঞঃ সম্বৎসরঃ প্রজাপতির্মার্জ্জয়তাম্।" অনন্তর প্রণীতোদকে যজমানকে এই মন্ত্রে অভিষেক করিবে। যথা—"আপোঽস্মান্ ইত্যস্য দেবশ্রবাঋষিরাপো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি। ইদমাপ ইত্যস্য সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমিত্র্যান আপ ওষধয়ঃ সন্তু" এই মন্ত্রে ভূমিতে ছিটা দিবে। "ওঁ দুর্শ্মিত্র্যাস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ" এই মন্ত্রে নিজেকে অভিষিক্ত করিবে, পরে পরিস্তরণকুশ দ্বারা স্রুক-স্রুবের অগ্র, মধ্য ও মূল মার্জ্জনা করিয়া কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর হোতা সংস্থাজপ করিবে। যথা—"অগ্নে ত্বন্ন ইত্যাদি চতুর্ঋচস্য গোপায়না বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুঃ প্রিয়বন্ধুঃ ক্রমেণ ঋষয়োঽগ্নির্দেবতা দ্বিপদাবিরাট্ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ত্বন্নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবাবরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা আচ্ছানক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িংদাঃ। ওঁ স'নো বোধি শ্রুধী হব মুরুষ্যা নো অঘায়তঃ সমস্মাৎ। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদি'ঃ সুম্নায়নূনমীমহে সখিভ্যঃ। ওঁ চম ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সাবয়তোঽগ্নির্দেবতা উপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ। ওঞ্চমে স্বরশ্চ মে যজ্ঞোপ চ তে নমঃ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ ত উপযত্তেঽতিরিক্তং তস্মৈ তে নমঃ। ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা ওঁ স্বস্তি। শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলম্। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন দেহি মে হব্যবাহন ওঁ নমঃ।" ব্রাহ্মণব্রহ্মপক্ষে সংস্থাজপ ব্রহ্মারও কর্ত্তব্য। পরে ব্রহ্মদক্ষিণা দিয়া পরিস্তরণকুশ স্থালীস্থ ঘৃতে অভিঘারিত করিয়া "ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে হোম করিবে। পরে স্রুবাগ্রে গৃহীত বিভূতি অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া তিলক দিবে, যথা—

"মানস্তোক ইত্যস্য কুৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা বিভূতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে।"

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলক ধারণ করিবে, যথা—

"ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ। হৃদয়ে—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। নাভিতে—ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষম্। দক্ষিণস্কন্ধে—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। বামস্কন্ধে—ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্। মস্তকে—ওঁ সর্ব্বমস্তু শতায়ুষম্।"

পরে অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে, যথা—

ত্রিতঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিবিসর্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অভ্যাবমিদগ্রয়েঃ নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অব তস্য বিসর্জ্জনে। (ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ) 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলে দুগ্ধাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে শান্তি কর্ত্তব্য।

ইতি সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকা।

ঋগ্বেদীয় গর্ভাধান

প্রথম ঋতু হইতে ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুংনক্ষত্রে পতি নিত্যক্রিয়ান্তে সগণেশ-গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। মতান্তরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিতে হয় না। পরে লগ্নসময়ে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিবেন। পত্নী অলঙ্কৃতা নূতনবস্ত্রপরিধানা হইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। পতি সাধারণী কুশণ্ডিকা অনুসারে স্থণ্ডিল-সংস্কার-উপলেপনাদি মেক্ষণ-সংস্কার পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া চরুশ্রপণ করিবেন। মুষ্টিগ্রহণাদি যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি" এই মন্ত্রে নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া যথাযথভাবে চরুপাক করিবেন। পরে মারুতনামক বহ্নিস্থাপন ও পূজনান্তে আঘার ও আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিবেন। পরে পত্নী অন্বারব্ধ হইয়া অবদানপ্রণালীতে চরু গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে ইদং নমম" এইরূপে চরুহোম করিয়া নিম্নোক্ত সাতটি মন্ত্রে আজ্যাহুতি দিবেন। যথা—

বিষ্ণুর্যোনিমিতি তিসৃণাং ত্বষ্টা ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণ্বাদয়ো দেবতা গর্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা। বিষ্ণু-ত্বষ্টৃ-প্রজাপতি-ধাতৃভ্য ইদং নমম। হিরণ্যগর্ভঋষিঃ সিনীবালী-সরস্বত্যশ্বিনো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো গর্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভন্ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা স্বাহা ইদং সিনীবালী-সরস্বত্যশ্বিভ্যঃ। হিরণ্যগর্ভঋষিরশ্বিনৌ দেবতে অনুষ্টুপ্ ছন্দো গর্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যয়ী অরণী যং নির্মন্থতো অশ্বিনা। তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি

সূতবে স্বাহা। অশ্বিভ্যামিদং নমম। নেজমেষেতি তিসৃণাং হিরণ্যগর্ভঋষি-বিষ্ণুর্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো গর্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেজমেষ পরাপত সুপুত্রঃ পুনরাপত। অস্মৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা (বিষ্ণবে) প্রজাপতয়ে ইদং নমম। ওঁ যথেয়ং পৃথিবী মহ্য-ত্তানা গর্ভমাদধে। এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। বিষ্ণবে ইদং নমম। ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গবীন্যাং। পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। বিষ্ণব ইদং নমম। প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গর্ভাধানে প্রধানাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয় ইদং নমম।" অনন্তর পতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে পত্নীর মস্তকাভিমর্শন করিবেন। যথা—

অপনঃ শোশুচদঘমিত্যস্য অষ্টর্চস্য সূক্তস্য কুৎসঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পত্নী মূর্দ্ধাভিমর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপনঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ প্রযদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপনঃ ইত্যাদি। ওঁ প্রযত্তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্রতে বয়ম্ অপনঃ ইত্যাদি। ওঁ প্রযদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপনঃ ইত্যাদি। ওঁ ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি অপনঃ ইত্যাদি। ওঁ দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতিনাবেব পারয় অপনঃ ইত্যাদি। ওঁ স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপনঃ ইত্যাদি।" পরে পতি নিম্নোক্ত মন্ত্র-জপান্তে অগ্ন্যুপস্থান করিবেন। যথা—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চস্ত্বংহসঃ। এধেন দস্যুর্নিতি যস্যাঃ বসু-শ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ এধেন দস্যু প্রতি চাতয়স্ব বয়ং কৃণ্বানস্তন্বে স্বায়ৈ। পিপর্ষি যৎ সহসস্পুত্র দেবান্ সো অগ্নে পাহি নৃতম বাজে অস্মান্। ওঁ বয়স্তে অগ্ন উক্থৈর্বিধেম বয়ং হব্যৈঃ পাবকভদ্র-শোচে। অস্মে রয়িং বিশ্ববারং সমিন্বাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি ধেহি। ওঁ অস্মাক-মগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সূনো ত্রিষধস্থ হব্যম্। বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্ম্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতিপর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানো অমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উলোকমগ্নে

রুণবন্তোনং। অশ্বিনং সুপুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং ন শতে স্বস্তি। অগ্নিস্ত বিশ্রবস্তমমিতি দ্বয়োর্বৃষবঋষিরগ্নির্দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিস্ত বিশ্রবস্তমং তুবি ব্রহ্মাণমুত্তমম্। অতূর্ত্তং শ্রাবয়ৎ পতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে। ওঁ অগ্নির্দদাতি সৎপতিং সাসাহয়ো যুধা নৃভিঃ। অগ্নিবত্যং রঘুষ্যদং জেতারমপরাজিতম্।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিবেন, যথা—

সূর্য্যো নো দিবস্পাতু ইতি পঞ্চর্চস্য সূক্তস্য চক্ষুঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরিক্ষাৎ। অগ্নিনঃ পার্থিবেভ্যঃ। ওঁ জোষাসবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবাঁ অর্হতি। পাহি নো দিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ। ওঁ চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন উত পর্ব্বতঃ। চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ। ওঁ চক্ষুর্নো দেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ। সঞ্চেদং বিচ পশ্যেম। ওঁ সুসন্দৃশং ত্বা বয়ং প্রতিপশ্যেম সূর্য্য। বিপশ্যেম নৃচক্ষসঃ।

পরে পত্নীর সহিত পতি উত্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন। যথা—

আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য-দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ। নবপুষ্পোৎসবে হ্যেতৎ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুধাকান্ত নমোঽস্তু তে। নবপুষ্পোৎসবে হ্যেতদ্ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

পরে "জবাকুসুমসঙ্কাশম্" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। অনন্তর "যাঃ ফলিনী" ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নীকে ফলদান করিবেন, পত্নী হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্তহোমাদি ব্রহ্মদক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ পর্য্যন্ত সমাপন করিবেন। আচারানুসারে পত্নীকে শোধিত-পঞ্চগব্য পান করাইতে হয়।

নিষেক-কর্ম্ম

পরে রাত্রিতে সুগন্ধবাসিত শয়ন-গৃহে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্টা শুক্লবসনা মাল্যধারিণী বধূর দক্ষিণনাসাপুটে নিম্নোক্ত-মন্ত্রে দূর্ব্বা বা অশ্বগন্ধা পেষণ পূর্ব্বক সূক্ষ্মবস্ত্রে নির্গলিত রস সেক করিবে। মন্ত্র যথা—

"উদীর্ষ্বাত ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা আদ্যায়া ত্রিষ্টুপ্ দ্বিতীয়ায়া অনুষ্টুপ্ ছন্দো নস্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীড়ে। অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥ ১॥

ওঁ উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেড়ামহে ত্বা। অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্ব্যং সংজায়াং পত্যা সৃজ স্বাহা। ওঁ গন্ধর্ব্বস্য বিশ্বাবসোর্ম্মুখমসি।" এই মন্ত্রে উপস্থ স্পর্শ করিবেন॥ ২॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যোনিবিকাশ করিবেন, যথা—

বিষ্ণুর্যোনিমিতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো যোনিবিকাশে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ১॥ (ইতি দ্বারং বিদারয়েৎ)॥

তাং পূষন্নিতি মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ পত্ন্যুপগমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজম্ মনুষ্যা বপন্তি, যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্॥ ২॥

মন্ত্রমধ্যস্থ "যস্যাং" স্থলে পত্নীর নাম উচ্চার্য্য। ইহার পর কেহ কেহ নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় জপ করাইয়া থাকেন। যথা—

যো গর্ভমিত্যস্য বশিষ্ঠঋষিঃ পর্জ্জন্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ যো গর্ভমোষধীনাং গবাং কৃণোত্যর্ব্বতাম্। পর্জ্জন্যঃ পুরুষীণাম্। অহং গর্ভমিত্যস্য প্রাজাপত্যঋষির্গৌর্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং গর্ভমদধামোষধীষ্বহং বিশ্বেষু ভুবনেষ্বন্তঃ। অহং প্রজা অজনয়ং পৃথিব্যাম্ অহং জনিভ্যো অপরীষু পুত্রান্।

পরে পত্নীতে উপগত হইবে। রেতঃপাতাবসরে "হে অমুকি প্রাণে তে রেতো দধামি" পাঠ করিবেন। পরে নিম্নলিখিত তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে ভগালম্ভন, উপস্থপ্রক্ষালন ও যোনিপ্রক্ষালন করিবেন, যথা—

ওঁ যথা ভূমিরগ্নিগর্ভা যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্যথা দিশাং গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তে॥ ১॥

ওঁ আপ ইদ্বা ভেষজীরাপো অমীব চাতনীঃ। আপঃ সর্ব্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণন্তু ভেষজম্ ॥ ২ ॥

ওঁ হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বাবচঃ পুরোগতিঃ। অনায় ইত্নুভাভ্যাং ত্বোপস্পৃশামসি ॥ ৩ ॥

পরে হস্তপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিবেন।

ঋগ্বেদীয় পুংসবন

গর্ভের তৃতীয় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে এই সংস্কার করণীয। এই সংস্কারে চন্দ্র-নামা অগ্নি স্থাপন কবিতে হয়। পূর্ব্বদিনে গর্ভিণী হবিষ্য ভোজন করিবে। পরদিন পতি নিত্যক্রিয়া করিয়া মাতৃকাপূজাদি ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কবিবেন। পরে লগ্নসময়ে প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে বসিয়া কর্ম্ম করিবেন, যথা—উপলেপ-নাদি স্রুক্ স্রুব-মেক্ষণ-প্রতাপান্ত কর্ম করিয়া প্রাজাপত্য চরুপ্রসাধন, চতুর্ম্মুষ্টি-পরিমিত তণ্ডুল নির্ব্বাপণ ও প্রোক্ষণ, অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিবেন। পরে মঙ্গলতূর্য্যঘোষ করত বাসুদেবের দ্বাদশনামাঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিতা পত্নী বস্ত্রাত্মলঙ্কৃতা হইয়া শবাবহস্তে মঙ্গলধ্বনি সহকারে আসিয়া পতিব বামপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিবেন। তখন পতি সেই হস্তোপরি দধি, দুইটি মাষকলায় ও একটি যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিং পিবসি?" অর্থাৎ "কি পান করিতেছ?" পত্নীও তিনবার "পুংসবনম্" বলিয়া তাহা পান করিবেন। পুনবায় দুইবার ঐরূপে প্রশ্ন ও পান করিতে হয়। তৎপরে জীববৎসা দম্পতি কর্ত্তৃক শিশিরজলে পিষ্ট দূর্ব্বারস দ্বারা পতি পত্নীব দক্ষিণনাসাপুটে নস্য প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ আতে গর্ভো যোনিমৈতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্। আবীরো জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ।

ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ।

পরে পতি পত্নীকে স্পর্শ পূর্ব্বক চরু দ্বারা "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা প্রজাপতয় ইদং নমম" এই মন্ত্রে চরুহোম করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্রে অবদানবিধি অনু-সারে চরুহোম করিবেন, যথা—

ব্রহ্মণাগ্নিরিতি ষড়্চস্য সাংখ্যঋষির্ব্রহ্মাগ্নী দেবতে অনুষ্টুপ ছন্দঃ

প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সম্বিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ। অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যোনিমাশয়ে স্বাহা। অগ্নীব্রহ্মভ্যাম্ ইদং নমম।

ওঁ যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যোনিমাশয়ে। অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ স্বাহা। অগ্নীব্রহ্মভ্যাম্ ইদং নমম॥ ২॥

ওঁ যস্তে হন্তি পতয়ন্তন্নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্। জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ব্রহ্মণে ইদং নমম॥ ৩॥

ওঁ যস্ত উরূবিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে। যোনিং যো অন্তরারেঢ়ি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা অগ্নয়ে ইদং নমম॥ ৪॥

ওঁ যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ব্রহ্মণে ইদং নমম॥ ৫॥

ওঁ যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে নমম॥ ৬॥

পরে পত্নীর হৃদয়দেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

যত্তে সুসীম ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দো হৃদয়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুসীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং মাহং পৌত্রমঘন্নিয়াম্।

পরে সর্ব্বাঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা করিবেন, মন্ত্র যথা—

অক্ষীভ্যামিতি ষড়্চস্যাস্য সূক্তস্য কাশ্যপোবিবৃহাঋষিয়ক্ষ্মহা দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্ষীভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চিবুকাদধি। যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তকাজ্জিহ্বায়া বিবৃহামিতে। গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ। যক্ষ্মং দোষণ্যমংসাভ্যাং বাহুভ্যাং বিবৃহামি তে। আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠো র্হৃদয়াদধি। যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যকৃঃ প্লাশিভ্যো বিবৃহামি তে। উরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পাণিভ্যাং প্রপদাভ্যাং। যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বিবৃহামি তে। মেহনাদ্বনংকরণাৎ লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ। যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে। অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নো লোম্নোজাতং পর্ব্বণি পর্ব্বণি। যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাৎ আত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে।

পরে চরু দ্বারা স্বিষ্টিকৃৎ হোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ঋগ্বেদীয় অনবলোভন

গর্ভের চতুর্থ মাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রবিহিত শুভদিনে পতি কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মাতৃকাপূজাদি ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে ছায়ামণ্ডপে প্রাঙ্মুখে আসনোপরি উপবেশন করিবেন। গর্ভিণীও পুংসবনোক্ত বেশ ধারণ পূর্ব্বক পতির বামপার্শে আসিয়া উপবিষ্টা হইলে পতি তাঁহাকে স্পর্শ করত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। উপলেপনাদি মেক্ষণপ্রতাপনান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্য চরুশ্রপণ, অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্যভাগান্ত সকল কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাতে শোভননামা অগ্নিস্থাপন করণীয়। চরুহোমে দেবতানাম প্রজাপতি ও বিষ্ণু। পরে পত্নীসমন্বারব্ধ পতি চরুভাগ উদ্ধৃত করিয়া 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে নমম" বাক্যে হোম ও দেবতাপ্রত্যুদ্দেশ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা—

হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা।

পরে 'হিরণ্যগর্ভায় ইদং নমম" এই উদ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা—

সাংখ্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা। হিরণ্যগর্ভায় ইদং নমম।

পুনর্বার চরু লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা—

সহস্রশীর্ষেত্যস্য নারায়ণঋষিঃ পুরুষো দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। আদিপুরুষায় বিষ্ণবে ইদং নমম।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে গর্ভিণীর চতুর্দ্দিকে রক্ষাবিধান করিতে হয়, যথা—

ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্বৎ জৈত্রায়াবিশতাদিমাম্।

অনন্তর চরু দ্বারা স্বিষ্টিকৃদ্ধোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। গর্ভবতী আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন।

ঋগ্বেদীয় সীমন্তোন্নয়ন

এই সংস্কারে মঙ্গলনামা অগ্নি স্থাপনীয়। শুভলগ্নে পতি প্রাঙ্গণে ছায়া-মণ্ডপে প্রাঙ্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া নিম্নলিখিতবাক্যে ব্রহ্মকর্ম্মের সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যা সীমন্তোন্নয়নকর্ম্মাঙ্গ-সব্রহ্মকহোমকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

পরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবেন। গর্ভিণী পুংসব-নোক্তবেশে পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি তাঁহাকে স্পর্শ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত অষ্টমন্ত্রে আটটি আহুতি দিবেন, যথা—

ধাতা দধাত্বিতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভঋষির্ধাতা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা দধাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি. সুনীতীং বাজিনীবতঃ স্বাহা। ধাত্রে ইদং নমম ॥ ১ ॥

ধাতা প্রজানামিত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা প্রজানামুত রায় ঈশে ধাতেদং বিশ্বং ভুবনং জজান। ধাতাকৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে ধাত্র ইদ্ধব্যং ঘৃতবজ্জুহোত স্বাহা। ধাত্রে ইদং নমম ॥ ২ ॥

রাকাহমিতি মন্ত্রদ্বয়স্য গৃৎসমদঋষী রাকা দেবতা জগত্যচ্ছন্দঃ আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যং স্বাহা। রাকায়ৈ ইদং নমম ॥ ৩ ॥

ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দ্দদাসি দাশুষে বসূনি। তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা স্বাহা। রাকায়ৈ ইদং নমম ॥ ৪ ॥

নেজমেষ ইতি তিসৃণাং ত্বষ্টা (হিরণ্যগর্ভঃ) ঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেজমেষ পরাপত সুপুত্রঃ পুনরাপত। অস্যৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। বিষ্ণবে ইদং নমম ॥ ৫ ॥

ওঁ যথেয়ং পৃথিবী মহ্যুত্তানা গর্ভমাদধে। এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। বিষ্ণবে ইদং নমম ॥ ৬ ॥

ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গবীন্যাং। পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা। বিষ্ণবে ইদং নমম ॥ ৭ ॥

প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে

বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎ-কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং নমম॥ ৮॥

অনন্তর পক্বোড়ুম্বরফলস্তবকদ্বয়, ত্রিশ্বেত শল্লকীকণ্টক তিনটি পবিত্রসূত্রে বেষ্টিত করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ইতি মন্ত্রত্রয়স্য প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সীমন্তকৃহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার বা চারিবার সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবেন। পরে বীণাগায়কদ্বয়ের প্রতি আদেশ করিবেন, 'ভবন্তৌ সোমং রাজানং সংগায়তাম্।' পরে বীণাগায়কদ্বয় বলিবেন—"ওঁ সোমো নো রাজা অবতু মানুষীঃ প্রজাঃ। নিবিষ্ট চক্রা হে গঙ্গে বা যমুনে" এইরূপ স্মরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে পত্নীর কণ্ঠে সুবর্ণচক্রাদি বন্ধন করিয়া দিবেন, যথা—

ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়া-বিশতাত্বমাম্।

পরে প্রায়শ্চিত্তহোমাদি সম্পাদন পূর্ব্বক দক্ষিণা দিয়া পতিপুত্রবতী নারীর কর্ত্তব্য আচার সম্পাদন করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

ঋগ্বেদীয় জাতকর্ম্ম

ইহাতে প্রগল্‌ভ নামক অগ্নি স্থাপনীয়। পুত্র জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদের ও অন্য কর্ত্তৃক নাভিস্পর্শের অগ্রে পিতা সামান্য-কুশণ্ডিকোক্তবিধানে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সকল কর্ম্ম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্ব-দেব ও ব্রহ্মা ইঁহাদের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি দিবেন, যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। এইরূপ ইন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে।

তৎপরে প্রদীপবন্দন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন পূর্ব্বক সচেল স্নান করিতে হয়। অনন্তর কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুবর্ণশলাকাদি দ্বারা তাহা তুলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন, যথা—

প্রতে দদামীত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ কুমারো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো,

মধুঘৃতসুবর্ণ-প্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রতে দদামি মধুনো ঘৃতস্য বেদং সবিত্রা প্রসূতং মঘোনাম্। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকে অস্মিন।

তৎপরে কুমারের কর্ণোপরি হিরণ্যস্থাপন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

মেধাং তে দেব ইত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো মেধা-জননে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধাস্তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী। মেধাস্ত অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা।

অগ্রে দক্ষিণকর্ণে, পরে বামকর্ণে রাখিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। পরে কুমারের দক্ষিণস্কন্ধে দক্ষিণহস্ত দিয়া পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—

অশ্মা ভবেত্যস্যাথর্ব্বণঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দোঽংসাভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভব। বেদো বৈ পুত্র-নামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

বামস্কন্ধে হস্ত দিয়া ঐরূপ জপ করিবে। অনন্তর ধাত্রী নাড়ীচ্ছেদন পূর্ব্বক শিশুকে প্রক্ষালন করিয়া হিরণ্যবারি দ্বারা মাতার দক্ষিণস্তন ক্ষালন করিবে, পিতা মন্ত্রপাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ ইমাং কুমারো জরাং ধয়তু দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে। অস্মৈ স্তনৌ প্রযুঞ্জানা আয়ুর্ব্বর্চ্চো যশো বলম্।

ঐ প্রকারে উক্ত মন্ত্রে বামস্তন প্রক্ষালন করিবে। পরে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে যথাক্রমে শিশুকে দক্ষিণস্তন ও বামস্তন পান করিতে দিবে, যথা—

ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানীতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দক্ষিণস্তন-দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে। পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥ ১॥

অস্মে প্রযন্ধীতি মন্ত্রস্য কুশিকঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বামস্তন-দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অস্মে প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরেঃ। অস্মে শতং শরদো জীবসেধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্।

ঋগ্বেদীয় গুপ্তনামকরণ

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে গুপ্তনামকরণ করিবে। যদি পিতা দেশান্তরে থাকেন, তাহা হইলে পুত্রজন্মসংবাদশ্রবণান্তে গৃহে আসিয়া জননা-শৌচান্তে পুত্রের মস্তক ধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত মস্তকে তিনবার আঘ্রাণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

পরে প্রায়শ্চিত্তহোমাদি সমস্ত কর্ম্ম যথাবিধানে শেষ করিতে হয়।

ঋগ্বেদীয় প্রকাশ-নামকরণ

এই সংস্কারে পার্থিব নামক অগ্নি স্থাপন করিবে। পিতা স্নানান্তে নিত্য-ক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভসময়ে প্রাঙ্মুখে আসনে উপবেশন করিবেন, মাতাও স্নানান্তে কুমারকে নববস্ত্রাবৃত ও কৃতমঙ্গল করত তাহার মস্তকে দূর্ব্বা ও অক্ষত দিয়া ক্রোড়ে লইবেন এবং প্রাঙ্মুখী হইয়া বসিবেন। পরে সুবর্ণবদ্ধ কুশযোগে তাম্রপাত্রস্থ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারকে অভিষিক্ত করিবেন, যথা—

সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি মন্ত্রচতুষ্টয়স্য বসিষ্ঠঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যা পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। আপো হি ষ্ঠেতি ত্র্যচস্য সিন্ধু-দ্বীপঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। দেবস্য ত্বা সবিতুরিত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ

সবিত্রঋষি-পূষণো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অপনঃ শোশুচদঘমিত্য-ষ্টর্চ্চস্য কুৎসঋষিঃ শুচিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপনঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যারয়িম্। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বস্যুয়া চ যজামহে। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ প্রযদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ প্রযত্তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্রতেবয়ম্। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ প্রযদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ ত্বং হি নো বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপনঃ শোশুচদঘম্। ওঁ দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতিনাবেব পারয়। অপনঃ শোশু-চদঘম্। ওঁ স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপনঃ শোশুচদঘম্।

পরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া নিম্নলিখিতরূপে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা ইঁহাদের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি দিবেন। যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম। এবমিন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে।

তৎপরে মাতা উত্তরশিরা কুমারকে নামকর্ত্তার ক্রোড়ে দিবেন। নামকর্ত্তা মঙ্গলতূর্য্যধ্বনি সহকারে কুমারের নামকীর্ত্তন করিবেন। কুমারের দক্ষিণ কর্ণে "অমুকদেবশর্ম্মাসি" অর্থাৎ "তোমার নাম অমুক" এই কথা বলিয়া তদীয় মাতার নিকট "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্রঃ" অর্থাৎ "এই তোমার পুত্রের নাম অমুক" এই বলিয়া কুমারকে মাতৃক্রোড়ে প্রদান করত প্রায়-শ্চিত্তহোম, স্বিষ্টকৃদ্ধোম, দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি সম্পাদন করি-বেন। তৎপরে সদক্ষিণ ব্রাহ্মণভোজনাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদীয় নিষ্ক্রমণ

নিবন্ধোক্তকালে পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত, পৃথিবী, সোম, সবিতা, বাসুদেব, গণেশ, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। যথা—

ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তবতন্ন উতিভির্ব্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ॥ ১ ॥

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ॥ ২ ॥

ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ॥ ৩ ॥

ওঁ মোষুণঃ পরাপরানির্ঋতির্দুর্হণাবধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ॥ ৪ ॥

ওঁ তত্ত্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড়মানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংসমানআয়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ॥ ৫ ॥

ওঁ তব বায় বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত। অবাংস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ॥ ৬ ॥

ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তমাশুংসোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং বো দদাশদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ৭ ॥

ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ং। পূষাণো যথা বেদ সামসদ্বৃধে রক্ষিতাপায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ ৮ ॥

ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। সবুধ্না উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৯ ॥

ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ ১০ ॥

ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবা নৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥ ১১ ॥

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং। (প্রস্তাবস্ত্বঃ সংস্থমহি)। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ১২ ॥

ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ॥ ১৩ ॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ॥ ১৪ ॥

ওঁ আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং। পরো যদিধ্যতে দিবি। ওঁ গণেশায় নমঃ॥ ১৫ ॥

অনন্তর মাতা লগ্নসময়ে নূতনবস্ত্রাচ্ছাদিত উত্তরশিরা কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির দক্ষিণে দণ্ডায়মানা হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বামীর ক্রোড়ে কুমারকে দিবেন। পরে পতি নিম্নলিখিত স্বস্তিসূক্ত (১নং), অপ্রতিরথ-মন্ত্র (২ নং) এবং বিষ্ণুধর্ম্মোক্তমন্ত্র (৩ নং) পাঠ করিবেন, যথা—

স্বস্তি নোমিমীতামিতি সপ্তর্চ্চস্য সূক্তস্য স্বস্ত্যাত্রেয়শ্যাবাশ্বঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাস্তিস্র আদ্যাস্ত্রিষ্টুভো মধ্যে দ্বে অনুষ্টুভাবন্তো দ্বে ত্রিষ্টুভৌ কুমারগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তি নো বায়ুমুপ-ব্রবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসু-রগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রা-বরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু-বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সংবাধেষ্বভয়ং নো অস্তু ॥ ১ ॥

সূক্তজপান্তে কুমারকে লইয়া অপ্রতিরথমন্ত্র জপ করিতে করিতে বহি-নিষ্ক্রমণ করিবে, যথা—

আশুঃ শিশান ইতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য পৈলঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽপ্রতিরথজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আশুঃ শিশানো বৃষভো ন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনান্। সংক্রন্দনোনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ। সংক্রন্দনেনানিমেষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেণ দুশ্চ্য-বনেন ধৃষ্ণুনা। তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধোনর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা। স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্ব্বশী সংস্রষ্টাসযুধ ইন্দ্রোগণেন। সংসৃষ্টজিৎ সোমপা বাহুশর্দ্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা। বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাম্। বলবিজ্ঞায়ঃ স্থবিরঃ প্রবীরসহস্বান্ বাজী সহমান উগ্রঃ। অভিবীরো অভি-সত্বা সহোজাজৈত্রমিন্দ্ররথমাতিষ্ঠ গোবিৎ। গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং জয়ন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা। ইমং সজাতা অনুবীরয়ধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংর-ভধ্বম্। অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানো দয়োবীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ। দুশ্চ্যবনঃ

পৃতনাষাড়যুধ্যোঽস্মাকং সেনা অবতু প্রযুৎসু। ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দ্দক্ষিণাযজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ। দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতোযন্ত্বগ্রং। ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞ আদিত্যানাং মরুতাং শর্দ্ধ উগ্রং। মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়তামুদস্থাৎ। উদ্ধর্ষয় মঘবন্নায়ুধান্যুৎসত্বানাং মামকানাং মনাংসি। উদ্‌বৃত্রহন্বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রথানাং জয়তাং যন্তু ঘোষাঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু। অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাঁ। উ দেবা অবতা-হবেষু। অমীষাং চিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি। অভিপ্রেহি নির্দ্দহহৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাং। প্রেতা জয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু। উগ্রা বঃ সন্তু বাহবোঽনাধৃষ্যা যথাসথ। ওঁ অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন ওজসা স্পর্দ্ধমানা। তাং গূহত তমসাপব্রতেন যথা মীষা অন্যো অন্যং ন জানাৎ। অন্ধা অমিত্রাভবতা শীর্ষাণা অহয় ইব। তেষাং বো অগ্নিদগ্ধানামগ্নিমূঢ়ানাম্ ইন্দ্রো হন্তু বরং বরং। ॥ ২ ॥

পরে বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—তত্রস্তত্র পাঠে পঠেন্মন্ত্রং যত্ত্রামা নিবোধ মে। চন্দ্রার্কয়োর্দ্দিগীশানাং বিশাঞ্চ গগনস্য চ। নিক্ষেপার্থমহং দদ্মি তে মে রক্ষন্তু সর্ব্বদা। অপ্রমত্তং প্রমত্তং বা দিবারাত্র-মথাপি বা। রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৩ ॥

তৎপরে ব্রাহ্মণ, বন্ধু, বান্ধব ও পুত্রবতী নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মঙ্গলধ্বনিসহকারে কুমারের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত তাহাকে বাহিরে আনয়ন করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া কুমারের মুখাচ্ছাদন উন্মোচন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারকে সূর্য্যদর্শন করাইতে হয়, যথা—

তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রত্রয়স্য বশিষ্ঠঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কুমারস্য সূর্য্যদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং নন্দাম শরদঃ শতং মোদাম শরদঃ শতং ভবাম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং প্রতীতাঃ স্যাম শরদঃ শতম্।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে, যথা—

আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য-দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্য-য়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। (ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ)।

পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে প্রদান করিলে মাতাও পতি-পুত্রবতী নারীগণে পরিবৃতা হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বগৃহে কুমারকে আনয়ন করিবেন।

ঋগ্বেদীয় অন্নপ্রাশন

এই সংস্কারে শুচিনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমাপনান্তে নিম্নলিখিত নিয়মে ব্রহ্মাদির পূজা কবিবেন, যথা—

ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ।

ওঁ বষট্ তে বিষ্ণবাস আকৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যং বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে। ওঁ সোমায় নমঃ।

ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ।

ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতিভির্ব্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি। ইন্দ্রায় নমঃ।

ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতাহবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ।

ওঁ মোষুণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণাবধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ।

ওঁ তত্ত্বাযামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড়মানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংসমান আঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ।

ওঁ তব বায় বৃহস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত অবাংস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ।

ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ।

ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হুমহে বয়ং। পূষা নো যথা বেদ সাম সদ্‌বৃধেরক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ।

ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতোঽয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ।

ওঁ স্যোনা পৃথিবি নোভবানৃক্ষরানিবেশনী। যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ দিগ্‌ভ্যো নমঃ।

তৎপরে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া শুচিনামক অগ্নি-স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মাদিপূজোক্তমন্ত্রসমূহে ঐ সকল দেবতার হোম করিয়া অগ্নি, চন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা ইঁহাদিগের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি দিবেন। যথা—

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে নমম। এবং ইন্দ্রায়। প্রজাপতয়ে। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। ব্রহ্মণে।

পরে প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টকৃদ্ধোম সমাপন করিবেন। অনন্তর মাতা কুমারকে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইবেন। তৎপরে পাককর্ত্রী অন্ন আনয়ন করিলে পিতা আচমন ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে দধি-মধু-ঘৃতযুক্ত অন্ন কুমারকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সেবন করাইবেন, যথা—

অন্নপতে অন্নস্যেত্যস্য নলকূবর-(বিশ্বামিত্র) ঋষিরন্নপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দোঽন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্র প্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জংনো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে।

পরে "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে জলগণ্ডূষ করাইয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে পঞ্চবার প্রাণাহুতি দিবেন।

মাতাও সমস্ত অন্নব্যঞ্জন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া কুমারকে সেবন করাই-বেন। পরে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে আচমন পূর্ব্বক তাম্বূলরস দিয়া মাতৃক্রোড়ে কুমারকে অর্পণ করিতে হয়। পরে স্বর্ণ, ধান্য, শাস্ত্র প্রভৃতি দিয়া জীবিকা-লক্ষণ দর্শন করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণভোজনাদি কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদীয় চূড়াকরণ

এই সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপনীয়। নিবন্ধোক্তদিবসে প্রাতে পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ এই সমস্ত করিয়া ছায়ামণ্ডপে আলেপনাদি-লিখিত বেদীমধ্যে সপল্লব পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবেন। পরে মঙ্গলধ্বনি সহকারে প্রাঙ্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন; মাতাও কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। হোতা উপলেপনাদি আজ্য-ভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া সত্যনামক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরে আস্তীর্ণ কুশোপরি ব্রীহি, যব, মাষ ও তিলপূর্ণ নূতন শরাবচতুষ্টয় এবং বলীবর্দ্দ-গোময়, শমীপত্র, শীতোষ্ণোদক ও নবনীতপূর্ণ পঞ্চশরাব অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকট পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করিবেন। মাতার দক্ষিণভাগে পিতা একবিংশতি কুশপিঞ্জূলী স্থাপন করিবেন। অনন্তর পিতা নিম্নোক্ত চারিটি মন্ত্রে চারিটি আহুতি দিবেন, যথা—

অগ্ন আয়ূংষীতি ত্র্যৃচস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুবোর্জ্জ-মিষঞ্চনঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম॥ ১॥

ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম॥ ২॥

ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম॥ ৩॥

প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিযোগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি

পরি তা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্ত বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং নমম॥ ২॥

তৎপরে কুমারের পশ্চিমদিকে থাকিয়া করে শীতোষ্ণজলপূর্ণ শরাবদ্বয় লইয়া যুগপৎ "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি" এই মন্ত্রে মিশ্রিত করিতে হয়। তদনন্তর কিঞ্চিন্মিশ্রিত জল ও নবনীত লইয়া তদ্দ্বারা কুমারের বামপ্রদেশ হইতে দক্ষিণকেশভাগোপরি পর্য্যন্ত তিনবার ক্লিন্ন করিবেন। মন্ত্র যথা—

অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিবাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু (মেদসে দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায়) বর্চ্চসে।

পরে ত্রিভাগে শ্বেত শল্লকীকণ্টক দ্বারা কুমারেব সমস্ত কেশকে দক্ষিণবামক্রমে দ্বিধা কবিয়া কেশার্দ্ধ দক্ষিণকর্ণোপরি ও বামকর্ণোপরি অর্দ্ধ স্থাপন পূর্ব্বক পুনশ্চ দক্ষিণস্থ ভাগকে ভাগচতুষ্টয় কবিবে।

অনন্তর হোতা তিনটি কুশপিঞ্জূলী লইয়া কুমারেব দক্ষিণ কেশভাগে পশ্চিমাগ্র করিযা স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওষধ ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকবণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং।

পরে দক্ষিণহস্ত দ্বাবা তাম্রক্ষুর লইয়া নিম্নলিখিত ১ম মন্ত্রে পীড়ন এবং ২য় মন্ত্রে লৌহক্ষুব দ্বারা কেশচ্ছেদন করিবেন, যথা—

স্বধিত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকবণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ॥ ১॥

ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসৎ॥ ২॥

এই প্রকারে ছেদন করিয়া পিঞ্জূলীসহিত প্রাগগ্র কেশ শমীপত্র সহ মাতাকে দিলে মাতা গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবেন।

তৎপরে পুনরায় "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহি" মন্ত্রে উদকমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও নবনীত লইয়া "অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু (মেদসে দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায়) বর্চ্চসে" মন্ত্রে তিনবার দ্বিতীয় কেশভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ব্ববৎ কুশপিঞ্জূলীত্রয় লইয়া পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে উহাতে স্থাপন

তাম্রক্ষুর দ্বারা পূর্ব্ববৎ পীড়ন ও লৌহ-ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবে। ছেদনমন্ত্র যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চায়ুষেঽপবৎ। তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

ছেদনান্তে শমীপত্রসহ মাতাকে দিবেন, মাতাও গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবেন। পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ জলমিশ্রণ, পূর্ব্ববৎ তৃতীয় কেশভাগ ক্লিন্ন-করণ, পিঞ্জূলীস্থাপন ও তাম্রক্ষুর পীড়ন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে লৌহক্ষুর দ্বারা ছেদন করিবেন, যথা—

ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যাতি সূর্য্যং। তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

ছেদনান্তে শমীপত্রসহ মাতাকে দিলে, মাতাও গোময়শরাবে ক্ষেপণ করিবেন। অনন্তর পুনবায় পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে জলমিশ্রণ, পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে চতুর্থ কেশ ভাগ ক্লিন্নকরণ, পূর্ব্ববৎ পিঞ্জূলীস্থাপন ও পীডন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে লৌহ-ক্ষুব দ্বারা ছেদন করিবে, যথা—

ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে ব্রহ্মাণো বপতেদমস্যায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসৎ। ওঁ যেন ধাতা বৃহস্পতেরগ্নেরিন্দ্রস্য চায়ুষেঽবপৎ তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে। ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যাতি সূর্য্যং তেন ত আয়ুষে বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।

ছেদনান্তে পূর্ব্ববৎ মাতাকে দিলে মাতাও গোময়শরাবে ক্ষেপণ করি-বেন। তদনন্তর হোতা কুমারের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া কুমারেব মস্তকবামভাগস্থ কেশেও উক্ত সংস্কার করিবেন। যথা—যথাক্রমে পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে জলমিশ্রণ, কিঞ্চিৎ মিশ্রিতজল ও নবনীত লইয়া পূর্ব্বস্থাপিত কেশ চতুর্ভাগ করত উত্তরকেশভাগে ত্রিবার ক্লিন্নকবণ, পিঞ্জূলীত্রয়স্থাপন, তাম্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রথমমন্ত্রে প্রথমভাগস্থ কেশ ছেদন, মাতৃহস্তে প্রদান, তৎকর্ত্তৃক গোময়শরাবে প্রক্ষেপ, পুনঃ দ্বিতীয়ভাগ ক্লিন্নকরণ, পিঞ্জূলীস্থাপন, পীডন, দ্বিতীয়মন্ত্রে ছেদন, মাতৃহস্তে প্রদান ও তৎকর্ত্তৃক গোময়শরাবে প্রক্ষেপ; পুনরায় তৃতীয়ভাগে জলমিশ্রণ, ক্লিন্নকরণ, পিঞ্জূলীস্থাপন, তাম্রক্ষুর দ্বারা পীড়ন, লৌহক্ষুর দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় মন্ত্রে ছেদন, মাতৃহস্তে প্রদান ও তৎকর্ত্তৃক গোময়শরাবে

প্রক্ষেপ; পুনরায় জলমিশ্রণ, চতুর্থভাগে স্নিগ্ধকরণ, পিঞ্জূলীস্থাপন, পীড়ন, এই সমস্ত সম্পাদিত হইলে চতুর্থ ভাগ নাপিত ছেদন করিবে। হোতা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ক্ষুরধার মার্জ্জন করিয়া দিবেন, যথা—

যৎ ক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিঃ ক্ষুরো দেবতা ক্ষুরধারামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ ক্ষুরেণ ম(র্চ)জ্জয়তা সুপেশসা বপ্তা বপসি কেশান্ শুন্ধি শিরোমাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।

পরে নাপিতকে ক্ষুর দিয়া বলিবেন, "শীতোষ্ণাভিরদ্ভিরবর্থং কুর্ব্বাণোঽক্ষুণ্বন্ কুমাবং কুশলীকুরু" অর্থাৎ "এই শীতোষ্ণ জল দ্বারা কুমারকে কুশলী কর।" নাপিতও "করবাণি" অর্থাৎ "করিতেছি" বলিয়া অগ্নিসমীপে সমস্ত কেশমুণ্ডন করিবে। তদনন্তর পতিপুত্রবতী নারীগণ কুমারকে বেদীতে লইয়া মঙ্গলাচার সহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কারে বিভূষিত করিবেন এবং কর্ণবেধ করাইয়া মাতৃক্রোড়ে প্রদান করিবেন। এ দিকে হোতা প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টকৃদ্ধোম সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। নাপিতকে ব্রীহি প্রভৃতি-পূর্ণ শরাবচতুষ্টয় দান করিতে হয়। কেশসমূহ বংশবিটপাদিতে শুচিপ্রদেশে ফেলিয়া দিবে।

ঋগ্বেদীয় উপনয়ন

এই সংস্কারে সমুদ্ভবনামা অগ্নি স্থাপন কবিবে। পিতা নিত্যক্রিয়া, মাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। মাণবক লগ্নসময়ের পূর্ব্বে ভোজন, আচমন ও শিখাধারণ পূর্ব্বক ক্ষৌরকার্য্য সমাপন করিবেন। কিন্তু তদ্দিনে সমাবর্ত্তনাদি অন্য সংস্কার থাকিলে কুমারের ভোজন নিষিদ্ধ। অনন্তর কুমারকে স্নান করাইয়া গৈরিকাদিরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। পরে পিতা উপলেপনাদি মেক্ষণসংস্কারান্ত কর্ম্ম করিয়া যথাবিধি "ওঁ সদসম্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি। ওঁ সদসম্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি" এবং "গায়ত্র্যৈ ঋষিভ্যঃ ব্রহ্মণে" বলিয়া চারি চারি মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুল গ্রহণ, নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ পূর্ব্বক যথাবিধি

প্রস্ফোটনান্তে পাক করিয়া অবতারণ করত অগ্নির নামকরণাদি আজ্যভাগা সমস্ত কার্য্য কর্ত্তব্য। পরে একটি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণপার্শ্ববিলম্বিতভাবে কুমারের বামস্কন্ধে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দিবেন, যথা—

যজ্ঞোপবীতমন্ত্রস্য (পরম) ব্রহ্মর্ষির্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয় দিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং দেবতা কৃষ্ণাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ব্বরুণং বলীয়স্তেজোযশস্বী স্থবিরং সমিদ্ধম্। অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাহ্যজিনং দধেঽহম্।

এই সময়ে মাণবককে যথাসাধ্য কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়।

অনন্তর মাণবক করপুটে প্রার্থনা করিবেন, "ওঁ উপনয়ন্তু মাং যুষ্মৎপাদাঃ" অর্থাৎ "আপনারা আমাকে উপনীত করুন।" গুরুও বলিবেন, "ওঁ উপনেষ্যামি ভবন্তং" অর্থাৎ "তোমাকে উপনীত করিব।" পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে গিয়া কুমারের সহিত অন্বারব্ধ হইয়া চারিটি আহুতি দিবেন। মন্ত্রচতুষ্টয় যথা—"অগ্ন আয়ূংষীতি ত্র্যচস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুবোর্জ্জমিষঞ্চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম॥" ১॥

ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম॥ ২॥

ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং। দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম॥ ৩॥

হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং নমম॥ ৪॥

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। আচার্য্যের অগ্রে পশ্চিমাভিমুখে মাণবক কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত থাকিবেন। অনন্তর আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিবেন এবং অন্য ব্রাহ্মণ

আচার্য্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিবেন। তৎপরে আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলিস্থ জল নিশ্রণ করিয়া তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষিক্ত করিবেন, মন্ত্র যথা—

(বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা) শ্যাবাশ্বঋষিঃ সবিতা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।

পরে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ (শঙ্খঋষিঃ সবিত্রশ্বিপূষণো দেবতা) উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি-জলপূরণ প্রভৃতি কর্ম্মান্তে তজ্জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করিবেন। মন্ত্র যথা—

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ পূর্ব্ববৎ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।

পরে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রভীৎ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি জলপূরিত করিয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে অভিষেক করিতে হয়, যথা—

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ পূর্ব্ববৎ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে ইত্যাদি।

অনন্তর মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ্য, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরাচার্য্যস্তব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।

পরে আচার্য্য মাণবককে এই মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইবেন, যথা—

ওঁ দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী তং গোপায় স মামৃতঃ।

আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিংনামাসি?" মাণবক "অমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ" বলিবে। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন, "কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি? প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যসি। কস্ত্বামুপনয়তে? কায়ত্বা পরিদদামি" বলিলে মাণবক

শ্রবণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিবে। পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে প্রদক্ষিণ ভ্রমণ করাইবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ গৃৎসমদঋষির্য্যপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ প্রদক্ষিণাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।

অনন্তর আচার্য্য প্রদক্ষিণক্রিয়া দ্বারা প্রাঙ্মুখীকৃত মাণবকের পশ্চাদ্দেশে থাকিয়া স্কন্ধোপরি হস্ত প্রদান পূর্ব্বক এই মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন, যথা—

গৃৎসমদঋষির্য্যপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকহৃদয়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

পরে উভয়ে প্রাঙ্মুখে অগ্নিসমীপে উপবেশন করিবেন। মাণবক তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে একটি সমিধ্ আহুতি দিয়া অন্য সমিধ্ গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—

প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা। ব্রহ্মণে ইদং নমম।

পরে মাণবক অগ্নিস্পর্শ পূর্ব্বক হস্তে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার মুখ মার্জ্জন করিবেন, যথা—

ওঁ তেজসা মা সমনজ্মি।

অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র দ্বারা অগ্নির উপাসনা করিবেন, যথা—

যন্নাং বসুশ্রুতঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু॥ ১॥

ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু॥ ২॥

ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু॥ ৩॥

ওঁ যত্তেঽগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্॥ ৪॥

ওঁ যত্তেঽগ্নে বর্চ্চস্তেনাহং বর্চ্চস্বী ভূয়াসম্॥ ৫॥

ওঁ যত্তেঽগ্নে তরস্তেনাহং তরস্বী ভূয়াসম্॥ ৬॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে আশিষ প্রার্থনা করিবে, যথা—

(কৌৎসঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। ওঁ

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। মানো বীরান্ রুদ্রভামিতোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে। ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং। ওঁ স্বস্তি শ্রদ্ধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন ॥)

তৎপরে ব্রহ্মচারী ভূতলে জানুদ্বয় পাতিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ-চরণ ও বামহস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত বাক্যে অভিবাদন করিবে। "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভো অভিবাদয়ে।" আচার্য্য বলিবেন, "ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" ব্রহ্মচারী কর দ্বারা গুরুপাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া বলিবে, "ওঁ অধীহি ভো সাবিত্রীং ভো অনুব্রূহি।" তখন আচার্য্য উভয় হস্তে ব্রহ্মচারীর হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উত্তরীয়বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত গায়ত্রী বলিতে আরম্ভ করিবেন, প্রথমতঃ গায়ত্রীধ্যান, ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবেন, যথা—

শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়বসনা তথা। শ্বেতৈর্ব্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ শোভিতা। অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলাস্তঃস্থা ব্রহ্মলোকগতা স্থিরা। তত্রাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কারৈর্বিসর্জ্জয়েৎ। সবিতা দেবতা চাস্যা মুখমগ্নিস্তদিত্যুতঃ। বিশ্বামিত্রঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে। আয়াহি বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধীভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দব্রহ্মময়ী শুভা। মহতা তপসা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ। বেদা একত্র সাঙ্গাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা। যোগভূতা তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদাং তথা। তাভ্যঃ সারস্থ গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা। গায়ত্র্যাঃ পাদমৰ্দ্ধঞ্চ ঋচোঽর্দ্ধমৃচ এব চ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্বর্ণস্তেয়মেব চ। গুরুদারগমঞ্চৈব জপ্যেনৈষা পুনাতি বৈ। এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ। উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকম্। অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনী। ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে। তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা আচার্য্য উচ্যতে।

পরে ক্রমশঃ গায়ত্রী বলিবেন, যথা—প্রথমে "বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা গায়ত্র্যুপদেশে (সাবিত্রীজপে) বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ-সবিতুর্ব্বরেণ্যং" মাণবক ইহা পাঠ করিলে পুনর্ব্বার আচার্য্য মাণবককে পাঠ,

করাইবেন, "ভর্গো দেবস্য ধীমহি", মাণবক পাঠ করিলে গুরু পুনশ্চ পাঠ করাইবেন, 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" পরে গুরু অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাবে উপদেশ দিবেন, যথা—'ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি' মাণবক ইহা পাঠ করিলে গুরু পুনশ্চ 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ' ইহা পাঠ করাইবেন। অতঃপর গুরু পুনশ্চ সমগ্র গায়ত্রী উপদেশ দিবেন। যথা—"ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" পাঠ করাইবেন। তৎপরে "ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ" পাঠ করাইবেন। পরে ঋষিদেবতাদি পাঠান্তে সপ্রণবব্যাহৃতি পূর্ব্বক সমগ্র গায়ত্রী মাণবককে পাঠ করাইবেন। যথা—"বিশ্বামিত্রঋষিরিত্যাদি ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" অনন্তর মাণবকের হৃদয়ে ঊর্দ্ধাঙ্গুল দক্ষিণহস্ত দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

মম ব্রত ইত্যস্য পরাকদাসঋষির্হৃদয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকহৃদয়দেশালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু-চিত্তন্তে অস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যম্।

পরে মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিবেন। মন্ত্র যথা—

বিশ্বামিত্রঋষির্মেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মেখলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা শর্ম্ম বরূথং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমনুপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম।

পরে এই মন্ত্রে মাণবকপ্রমাণ পলাশদণ্ড বা বিল্বদণ্ড প্রদান করিতে হয়, যথা—

আত্রেয়ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দণ্ডপ্রদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা।

অনন্তর আচার্য্য মাণবককে বলিবেন, "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি"; "অপোশান-কর্ম্ম কুরু"; "মা দিবা স্বাপ্সীঃ", "আচার্য্যাধেদমধীষ্ব", "উদকসমিৎকুশাস্তা-হরণং কুরু", "সায়ং প্রাতঃ সমিধমাধেহি"; "সায়ং প্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু।" ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্র "বাঢ়ং", বলিয়া স্বীকার করত জল স্পর্শ পূর্ব্বক বদ্ধাঙ্গুলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রীকং ত্রৈবার্ষিকং (বৈদিকমিমং কালং বা) চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তেনাধ্যাসম্।

এইরূপে যথাশক্তি কালনির্দ্দেশ করিবে। তদনন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী পাত্র হস্তে লইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ মাতার নিকট "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" (ভবতী ভিক্ষাং দদাতু ইতি সূত্রকারপাঠ) বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। মাতার অভাবে ভগিনীসকাশে প্রার্থনা করিবে। পরে "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। সকলে যথাশক্তি তণ্ডুলাদি ও স্বর্ণরজতাদি ভিক্ষা দিবেন। তৎপরে অন্যান্য লোকের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহারাও যথাশক্তি ঐ প্রকার দিবেন। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে দিতে হয়। আচার্য্য "উপভুজ্যতাং" বলিয়া অনুজ্ঞা দিলে মাণবকও সায়ংকালে ভোজনার্থ তাহা রাখিয়া দিবে। তৎপরে বেদাধ্যয়ন ও বেদগ্রহণ করিতে হয়। আচার্য্য ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক অন্বারব্ধ হইয়া স্রুকে ঘৃতস্রুব ও চরুতে অবদানস্থানে ঘৃতস্রুবদ্বয় দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু দুইবার অবদান পূর্ব্বক গ্রহণ ও চরূপরি ঘৃতস্রুব ও অবদানস্থানে ঘৃতস্রুবদ্বয় দিবেন, পরে ঘৃতস্রুবদ্বয় দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—

বশিষ্ঠঋষিঃ সদসস্পতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽনুপ্রবচনীয়চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিম্মেধাময়াসিষং স্বাহা। সদসস্পতয়ে ইদং নমম।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা। গায়ত্র্যৈ ইদং নমম। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ঋষিভ্যঃ ইদং নমম। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ইদং নমম।

তৎপরে সমিদ্ধোম করিবে, (সমিদ্ধোম সূত্রকার ও পরিশিষ্টধৃত নহে) যথা—

বশিষ্ঠঋষিঃ সদসস্পতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিম্মেধাময়াসিষং স্বাহা। সদসস্পতয়ে ইদং নমম।

পরে গায়ত্রী উদ্দেশে উপরিলিখিতবৎ হোমান্তে "ঋষিভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবেন। এই সময়েই সন্ধ্যা করিতে হয়। অনন্তর ব্রহ্মচারী মৌনভাবে একটি সমিদ্ধোম করিয়া অপর সমিধ্ গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে, যথা—

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম।

পরে মাণবক করযোড়ে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিবে যে, "ওঁ বেদসমাপ্তিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" অর্থাৎ আমার যেন বেদপাঠ সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণগণ কহিবেন, 'নির্ব্বিঘ্নং বেদসমাপ্তিরস্তু' অর্থাৎ অবিঘ্নে তোমার বেদসমাপ্তি হউক্।

অনন্তর মেধাজনন কর্ম্ম।—আচার্য্য কুম্ভোদক দ্বারা অভিষেককারী ব্রহ্মচারীকে তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন, যথা—

ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপোঽস্যেবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসম্।

অনন্তর বেদারম্ভ।—গুরু "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো বেদারম্ভকর্ম্মাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি" এইরূপ সঙ্কল্পান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আজ্যহোম করিবেন, যথা—

ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ইদং পৃথিব্যৈ নমম। এইরূপ অগ্নয়ে। ব্রহ্মণে। প্রজাপতয়ে। ছন্দোভ্যঃ। দেবেভ্যঃ। ঋষিভ্যঃ। মেধায়ৈ। সদসস্পতয়ে। অনুমতয়ে।

পরে আচার্য্য অগ্নির উত্তরে প্রাঙ্মুখে বসিবেন এবং শিষ্য প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া গুরুমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। শিষ্য দক্ষিণহস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ ধরিয়া উপসন্ন হইলে গুরু ব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন, যথা—

মধুচ্ছন্দঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দ ও মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া) ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। (পুনর্ব্বার ঋষিচ্ছন্দ ও মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া) ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। (ইতি ঋক্) যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ পাঠনান্তে) ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দো মহাব্যাহৃতি পাঠনান্তে) ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ

সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। (ইতি যজুঃ।) গৌতমঋষির্গায়ত্রী-ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া) ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ মহাব্যাহৃতিপাঠনান্তে) ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি। (ইতি সাম।) (নারদঋষিঃ) পিপ্পলাদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দঃ মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইয়া) ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। (পুনরায় ঋষিচ্ছন্দ মহাব্যাহৃতি পড়িয়া) ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। পরে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টকৃৎহোমান্তে কর্ম্মকারয়িতৃ-ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশান্তি ও আশীর্ব্বাচন কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদীয় সমাবর্ত্তন

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাক্য, প্রণিপাত ও আশ্রমানুরূপ পারিতোষিক-প্রদান দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া স্নানাখ্যে প্লবন নামক সংস্কার করিবেন। তাহাতে এই কয়টি দ্রব্য প্রয়োজনীয়। যথা—কর্ণে ধারণযোগ্য কাঞ্চনাদিনির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়, কণ্ঠে পরিধানযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহযুগল, বৈণবদণ্ড, সর্ব্বৌষধি-গন্ধানু-লেপন, উষ্ণীষ, ছত্র এই সমস্ত আচার্য্য প্রদান করিবেন। অনন্তর সমিধ্ অগ্নি-সমীপে স্থাপন করিবেন। ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে ভোজ্য ও গোদান পূর্ব্বক অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবে। পরে হোমকর্ত্তা "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সমাবর্ত্তনকর্ম্মাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া শ্মশ্রু প্রভৃতি সংস্কার করিবেন। প্রথমতঃ চূড়াকরণবৎ হোম কর্ত্তব্য। পরে কুশপিঞ্জুলীস্থাপন ও তাম্র এবং লৌহক্ষুরপীডনাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। চূড়াকরণেই ঐ সকলের মন্ত্রাদি লিখিত আছে। তদনন্তর ব্রহ্মচারী শিখাধারণ পূর্ব্বক ক্ষৌর সম্পাদন করিয়া সর্ব্বৌষধিজলে স্নান পূর্ব্বক গুরুকে বস্ত্রাদি নিবেদন করিবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বয়ং বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্য একখানি বস্ত্র উষ্ণীষরূপে বন্ধন করিবেন, যথা—

গৃৎসমদঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা (দীর্ঘতমাঋষির্মিত্রাবরুণৌ দেবতে) ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসাবসাথে যুবো রচ্ছিদ্রামন্তবোহ সর্গাঃ অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে।

পরে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে, যথা—

পরমাত্মঋষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।

পরে নিম্নকথিত মন্ত্রে মেখলা ও কৃষ্ণাজিন মোচন করিবেন, যথা—

ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম।

পরে নিম্নোক্ত ১ম মন্ত্রে দক্ষিণ ও বামচক্ষুতে ক্রমশঃ অঞ্জন ধারণ পূর্ব্বক ২য় মন্ত্রে দক্ষিণ বামকর্ণে মন্ত্রাবৃত্তি পূর্ব্বক কুণ্ডল ধারণ করিবে।

ওঁ অশ্মনস্তেজোঽসি চক্ষুর্মে পাহি॥ ১॥

ওঁ অশ্মনস্তেজোঽসি শ্রোত্রং মে পাহি॥ ২॥

পরে হস্তে অনুলেপন প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্রে যথাক্রমে শিখায় মাল্যবন্ধন, উপানহধারণ, ছত্রগ্রহণ ও বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিবে, যথা—

ওঁ অনার্ত্তাঽস্যনার্ত্তোঽহং ভূয়াসম্॥ ১॥ ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সর্ব্বতো মা পতম্॥ ২॥ ওঁ দিবশ্ছদ্মাসি॥ ৩॥ ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোঽসি সর্ব্বতো মা পাহি॥ ৪॥

পরে তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে পলাশদণ্ড নিক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বত্যক্ত মেখলা ও কৃষ্ণাজিন বৈণবদণ্ডে স্থাপন করিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে কণ্ঠে মণি বন্ধন করিতে হয়, যথা—

ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়া বিশতাদিমাম্।

অনন্তর মাণবক উষ্ণীষ লম্বমান করত উপানহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নি-সমীপে অগ্নির ঈশানকোণে দণ্ডায়মান হইবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটি সমিধ্ আহুতি দিবেন, যথা—

ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে

তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, বিদ্যা চ মে অবিদ্যা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, শ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে, যদগ্নে সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সঋষিকস্য সঋষিরাজন্যকস্য (সপত্নীকস্য) সাকাশস্য সাতীকাশস্য সানূকাশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমনুষ্যস্য সগন্ধর্ব্বাপ্সরকস্য সহারণ্যৈশ্চ পশুভিগ্র্রাম্যৈশ্চ যন্ম আত্মন আত্মনি ব্রতং তন্মে সর্ব্বং ব্রতং ইদমহমগ্নে সর্ব্বব্রতো ভবামি স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম।

পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন পূর্ব্বক মণ্ডপ হইতে সমিধ্ আকর্ষণ করত বক্ষ্যমাণ দশটি মন্ত্রে সমিধ্-হোম করিবেন, যথা—

(মমাগ্ন ইতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্যাঙ্গিরসো বিহব্যঋষিবির্শ্বেদেবা দেবতা আদ্যা অষ্টৌ ত্রিষ্টুভঃ অন্ত্যা চ জগতীচ্ছন্দাংসি সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মমাগ্নে বর্চ্চো বিহবেষস্তু বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম। মহ্যং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রস্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ১ ॥

ওঁ মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নিঃ। মমান্তরিক্ষমুরুলোকমস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামে অস্মিন্ স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইদং নমম ॥ ২ ॥

ওঁ ময়ি দেবা দ্রবিণমায়জন্তাং মষ্যাশীরস্তু ময়ি দেবহূতিঃ। দৈব্যা হোতারো বনুষন্ত পূর্ব্বে রিষ্টাঃ স্যাম তন্বা সুবীরাঃ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৩ ॥

ওঁ মহ্যং যজন্তু মম যানি হব্যা কূতিঃ সত্যাঃ মনসো মে অস্তু। এনো মা নিগাং কতমচ্চ নাহং বিশ্বেদেবাসো অধিবোচতা নঃ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৪ ॥

ওঁ দেবীঃ ষড়ুর্ব্বী করুনঃ কৃণোত বিশ্বেদেবাস ইহ বীরয়ধ্বং। মাহাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মারধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৫ ॥

ওঁ অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরিপাহি নস্ত্বং। প্রত্যঞ্চো যন্তু নিগুতঃ পুনস্তে মৈষাং চিত্তং প্রবুধা বিনেশৎ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৬ ॥

ওঁ ধাতা ধাতৄণাং ভুবনস্থস্পতির্দ্দেবং ত্রাতারভিমাতিষাহং। ইমং যজ্ঞমশ্বিনোভভাং বৃহস্পতির্দ্দেবাঃ পান্তু যজমানং ন্বর্থাৎ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৭ ॥

ওঁ উরুব্যচা নো মহিষঃ শর্ম্ম যং সদস্মিন্ হবে পুরুহূতঃ পুরুক্ষুঃ। স নঃ প্রজায়ৈ হর্য্যশ্ব মৃড়য়েন্দ্র মানো রীরিষো মা পরাদাঃ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৮ ॥

ওঁ যে নঃ সপত্না অপতে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যামববাধামহে তান্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরি স্পৃশং মোগ্রং চেত্তারমধিরাজমক্রন্ স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ৯ ॥

ওঁ অর্ব্বাঞ্চমিন্দ্রমমুতো হবামহে যো গোজিদ্ধনজিদশ্বজিৎ যঃ। ইমং নো যজ্ঞং বিহবে জুষস্ব কুস্মোহরিবোমে দিনং ত্বা স্বাহা। অগ্নয়ে ইদং নমম ॥ ১০ ॥

তৎপরে প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। স্নাতকের নিয়ম যথা—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না, নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবে না। গুরু স্নাতককে এইরূপ উপদেশ দিবেন। পরে দণ্ড, উপানহ, উষ্ণীষ প্রভৃতিধারী ব্রহ্মচারী কপট কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কতিপয় পদ অগ্রসর হইলে, মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ পরিহাস করিয়া প্রিয়সম্ভাষণে ফিরাইয়া আনিবেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে পাদশৌচ ও আচমন পূর্ব্বক উপবেশন করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া আপোশান পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করত "ওঁ প্রাণায় স্বাহা", অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অপানায় স্বাহা", অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ ব্যানায় স্বাহা", অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ উদানায় স্বাহা" এবং সর্ব্বাঙ্গুলী দ্বারা "ওঁ সমানায় স্বাহা" বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তদনন্তর মৌনভাবে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বাক্যে আপোশান পূর্ব্বক আচমন করত পাদ-প্রক্ষালন করিবেন এবং কৃষ্ণাজিন-শয্যায় শয়ন করিবেন। এই দিন হইতে তিন দিবস যাবৎ অক্ষারলবণ সেবন করিতে হয়।

ঋগ্বেদীয় বিবাহ

বিবাহসংস্কারের প্রথমেই ইন্দ্রাণীকর্ম্ম। যথা—প্রাঙ্‌মুখে উপবেশন পূর্ব্বক উপরিভাগে বিতান আচ্ছাদন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে কার্পাসসূত্র দ্বারা প্রতিদিকে ত্রিবেষ্টন করিবে। যথা—

ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্। ন হ্যস্যা অপরঞ্চ ন জরসামরতে পতিবিশ্বস্মদিন্দ্র উত্তবঃ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উর্ণাসূত্রবন্ধন করিতে হয়, যথা—

ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীকদেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদযোনিং। কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু।

কন্যাসম্প্রদান

অনন্তর কন্যাদাতা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কৃতাচমন হইয়া অর্হণার্থ বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, দধি, মধু, ঘৃত, দুইটি কাংস্যপাত্র ও গো এই সমস্ত স্থাপন কবিবেন। পরে শুভলগ্নে 'ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু' এইরূপ তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহম্' এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ কবিবেন। এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচনান্তে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন। যথা—

"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা মশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাস্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু।"

স্বস্তিবাচনান্তে "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিলে বর ওঁ "সাধ্বহমাসে" ও দাতা "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিলে বর

"ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। তৎপরে বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও মাল্য দিতে হয়। কন্যাদাতা আতপতণ্ডুল সহ বরের দক্ষিণজানু ধরিয়া এই বাক্যে বরণ করিবেন, যথা—

ওমদ্যামুকে মাসি (সৌরমাস উল্লেখ্য) অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং এবং পৌত্রং এবং পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং অমুক-দেবশর্ম্মাণং অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং এবং পৌত্রীং এবং পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং শুভব্রাহ্ম-বিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

বর "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিবেন। দাতা "ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু" বলিলে বর "ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি" বলিবেন। তদনন্তর আচারানুসারে কন্যা ও বরের মুখচন্দ্রিকা করাইতে হয়। অনন্তর কন্যাদাতা প্রত্যঙ্মুখে ও বর প্রাঙ্মুখে উপবেশন করিবেন। * তৎপরে বিষ্টরাদি দ্বারা বরকে অর্চ্চনা করিতে হয়। যথা—দাতা বিষ্টর লইয়া "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ" ইহা অপর কর্ত্তৃক উক্ত হইলে "গৃহ্যতাং" বলিবেন। বর ওঁ "বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি" বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইবেন, যথা—

"অহং বর্ষ্ম ইত্যস্য প্রজাপতিঋ'ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমেষ্ঠী দেবতা বিষ্টরস্যাসন-দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং বর্ষ্ম সজাতানাং বিদ্যুতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্ত-মভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।" এই মন্ত্রে বিষ্টর আসনে উত্তরাগ্রভাবে স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিবেন। অনন্তর দাতা পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ বিষ্টর দিবেন, বর পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক "অহং বর্ষ্ম" ইত্যাদিমন্ত্রে বামপাদতলে স্থাপন করিবেন।

পরে দাতা "ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং" এই মন্ত্রে পাদ্য দিলে বর "ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্ণামি" মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে গৃহীত জলাঞ্জলি দ্বারা অমন্ত্রক দক্ষিণ-বামক্রমে পায়ে ছিটা দিবেন। অনন্তর দাতা "ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং" মন্ত্রে অর্ঘ্য অর্পণ করিবেন, বর 'ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি' এই মন্ত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অর্চ্চত প্রার্চ্চত প্রিয়মেধাসো অর্চ্চত" এই মন্ত্রে মস্তকে

* সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণই পশ্চিমমুখে কন্যাদান করিবেন। সাধারণতঃ দাতা উত্তরমুখেই সম্প্রদান ও তাহার অঙ্গীভূত অন্যান্য কার্য্য করিবেন। ইহাই সাম্প্রদায়িক মত।

দিবেন। দাতা "ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" এই মন্ত্রে আচমনীয় দিলে বর "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি" মন্ত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া উত্তরাভিমুখে আচমন করিবেন। তৎপরে কাংস্যপাত্রে দধি, মধু, ঘৃত স্থাপন পূর্ব্বক অপর কাংস্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত তিনবার "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং" বাক্যে প্রদান করিলে বর "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে তাহা দর্শন করিবেন, যথা—

"ওঁ মিত্রস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে।" (এই মন্ত্রে নিরীক্ষণ করিয়া) "ওঁ দেবস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্লামি।" এই মন্ত্রে অঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দর্শন করিবেন, যথা—

"ওঁ মধুবাতেতি ঋক্‌ত্রয়স্য বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মধুপর্কাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।"

অতঃপর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রদক্ষিণভাবে তিনবার আলোড়ন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবেন। যথা—"ওঁ বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু॥ ১॥ ওঁ রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু॥ ২॥ ওঁ আদিত্যাস্ত্বা জাগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু॥ ৩॥ ওঁ বিশ্বে ত্বা দেবা আনুষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু॥ ৪॥" "ওঁ ভূতেভ্যস্ত্বাক্ষিপামি।" এই মন্ত্রে মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া উর্দ্ধে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। পরে ভূমিতে পাত্র রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে ভক্ষণ করিবেন। যথা—"বিরাজো দোহোসীতিমন্ত্রস্য ত্রিতঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিরাজো দোহোঽসি" (প্রথম প্রাশন)॥ ৬॥ "ওঁ বিরাজো দোহমশীয়" (দ্বিতীয় প্রাশন)॥ ৭॥ "ওঁ ময়ি দোহঃ পদ্যায়ৈ বিরাজ" (ইতি তৃতীয় প্রাশন)॥ ৮॥

পরে আচমন ও আচমনাবসানে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।" মন্ত্রে

পুনরাচমন করিবেন। অনন্তর শৌচার্থ আচমন করিতে হয়। পরে "ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীর্ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাম্" মন্ত্রে দ্বিতীয়াচমন করিবেন। পরে কর্ম্মাঙ্গাচমন কর্ত্তব্য।

পরে নাপিত 'গৌঃ গৌঃ গৌঃ' শব্দ উচ্চারণ করিবে।

অনন্তর দাতা গো নিবেদন করিলে বর এই মন্ত্রে গো মোচন করিবেন, যথা—

ওঁ হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হতঃ।

গোমোচনান্তে এই মন্ত্র পড়িবেন, যথা—

ওঁ মাতা রুদ্রাণামিত্যস্য (ভার্গবজামদগ্নিঃ) বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগামনাগামদিতিং বধিষ্ট।

তদনন্তর দাতা কন্যাকে আনয়ন পূর্ব্বক প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে ও বরকেও স্বস্তি বাচন করাইবেন, যথা—

ওঁ শিবা আপঃ সন্তু, সৌমনস্যমস্তু, অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু, দীর্ঘমায়ুরস্তু, শ্রীঃ কান্তিঃ পুষ্টিঃ শান্তিঃ স্থিতিরস্তু।

পরে সম্প্রদান।—নিম্নোক্ত বাক্যে কন্যাকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক সম্প্রদান করিবেন, যথা—

"ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও পূজা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাযথ অর্চ্চনা করিবেন।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (সৌরমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় তথা পৌত্রায় তথা পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকনাম্নে বরায় ব্রাহ্মণায়ার্চ্চিতায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং তথা পৌত্রীং তথা পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং অর্চ্চিতাম্" এইরূপ তিনবার পাঠান্তে "এনাং কন্যাং সাচ্ছাদনামলঙ্কৃতাং প্রজাপতিদেবতাকাম্ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

বর "স্বস্তি" বলিবেন ও গায়ত্রী পড়িবেন। পরে কন্যাদাতা বরকে "ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচরিতব্যা ত্বয়া ইয়ং" বলিলে বরও "বাঢ়ং" বলিবেন।

তৎপরে বর কন্যাকে অভিমর্ষণ পূর্ব্বক কামস্তুতি, পুণ্যাহ. স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিবেন, কামস্তুতি যথা—

ক ইদমিত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিঃ কামো দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ কামস্তুতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।

ওঁ বৃষ্টিরসি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু।

দক্ষিণাঃ পান্তু বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তু প্রজাপতিঃ প্রীয়তাং তিথিকরণ-মুহূর্ত্ত-নক্ষত্র-গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্তু। পুণ্যাহমিতি স্বস্তীতি ঋদ্ধিরিতি ত্রির্নিবেদয়েৎ।

পরে উদকপাত্র লইয়া এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন, যথা—

ওঁ অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্টং দেবানামোজো অভিশস্তিপাবা। অনভিশস্ত্যঞ্জসা সত্যমুপাগমৎ স্বস্তি তে মেধা। ওঁ যৎ কক্ষীবাংসমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতিঋর্ষি-র্বিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ কক্ষীবাংসং বলনং পুত্রোঽঙ্গিরসামদাৎ তেন নৈত্যো বিশ্বেদেবাঃ সম্প্রিয়ং সমজীজনন্।

পরে এই মন্ত্রে কন্যাকে অভিষেক করিবেন, যথা—

ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানাযন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবী-রিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ইতি, ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি, ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম ইত্যাদি।

পরে নিম্নোক্ত দুইটি মন্ত্র পড়িয়া কন্যাকে স্পর্শ করিতে হয়, যথা—

ওঁ আনঃ প্রজাম্ ইতি মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা জগতী-চ্ছন্দঃ কন্যামভিমুখ্যজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি রাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে ॥ ১ ॥

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূর্জীবসূর্দ্দেব-কামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে ॥ ২ ॥

পরে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিতে হয়। অনন্তর কন্যার অধোবাস ধারণ পূর্ব্বক

গৃহে প্রবেশ করাইবেন। এই সময়েই লোকাচার ও গ্রাম্যাচার অনুসারে তত্তৎকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়।

পাণিগ্রহণাদি (কুশণ্ডিকা)

পরে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ছায়ামণ্ডপে আষোড়শাঙ্গুল অরণী নির্ম্মন্থন করিবে। সেই অগ্নি দ্বারা জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। তদভাবে ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করত যোজকনামা অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে জামাতা কন্যাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় দান করিবেন, মন্ত্র যথা —

যুবং বস্ত্রাণীত্যস্য দীর্ঘতমাঋষির্মিত্রাবরুণৌ দেবতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বস্ত্রপ্রদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবোহসর্গাঃ। অবাতিরতমনৃতানি বিশ্বঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে।

পরে কন্যাসখী বস্ত্র পরিধান করাইবে ও জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন,—

ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

অনন্তর জামাতা স্বস্ত্যয়নমন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

"জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপঋষির্জাতবেদা অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ স্বস্ত্যয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতী যতো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।" অতঃপর অন্যোন্যদর্শনান্তে "ওঁ অঘোরচক্ষুঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। অগ্নির উত্তরে শিলা ও শিলাপুত্র স্থাপন পূর্ব্বক ঈশানকোণে উদককুম্ভ স্থাপন করিলে বর কন্যাকে স্পর্শ করিয়া আজ্যাহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ অগ্ন আয়ূংষি ইতি তিসৃণাং শতং বৈখানসাঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুবোর্জ্জমিষঞ্চনঃ। আরেবাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম।

ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম। ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মেবর্চ্চঃ সুবীর্য্যং দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা। অগ্নয়ে পবমানায় ইদং নমম। ত্বমর্য্যমা ইত্যস্যাত্রেয়ো

বসুশ্রুতঋষিরর্য্যমা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বমর্য্যমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি। অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং নগোভির্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি স্বাহা। অর্য্যম্ণ ইদং নমম। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্ত্ব বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা। প্রজাপতয়ে ইদং নমম।

তৎপরে "ওঁ ভূঃ স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম, ওঁ ভুবঃ স্বাহা বায়বে ইদং নমম, ওঁ স্বঃ স্বাহা সূর্য্যায় ইদং নমম", এইরূপ ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক চারিটি আহুতি দিবে। পরে প্রত্যঙ্মুখ হইয়া প্রাঙ্মুখে উপবিষ্টা কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ গৃভ্ণামি ইতি সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্ভগাদয়ো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যা-পাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুবন্ধির্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।

পরে পরস্পর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন কর্ত্তব্য, মন্ত্র যথা—ওঁ বিশ্বেত্তাস্তে সবনেষু প্রবাচ্যা যা চকর্থ মঘবন্নিন্দ্র সুন্বতে। পারাবতং যৎ পুরুসংভৃতং বস্বাবৃণোঃ শরভায় ঋষিবন্ধবে।

পরে নিম্নলিখিত ১ম মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ করিবেন, যথা—

অমোঽহমস্মি ইত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্য মোঽহং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং সামাহম্ ঋক্ ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণূ সুমনস্যমানৌ জীবেব শরদঃ শতম্।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির উত্তরস্থিত শিলাতে বধূর দক্ষিণপাদ আরোপণ করাইবেন।

ইমমশ্মানমিত্যস্য মেধাতিথিঋর্ষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্ব পৃতনায়তোঽভিতিষ্ঠ পৃতন্যত ॥ ২ ॥

অনন্তর শিলা হইতে অবতরণ করিলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অপর কেহ কন্যার অঞ্জলিতে তিনবার ঘৃতস্রুব ও দুইবার লাজ প্রদান করিবে। তখন পতি পৃষ্ঠদেশ হইতে অঞ্জলি দ্বারা বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করত হোম করিবেন।

অর্য্যমণমিত্যস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। অর্য্যম্ন ইদং নমম।

এই মন্ত্রে কন্যা আহুতি দিবে, যেন আহুতি বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয়। তৎপরে "ওঁ অমোঽহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক "ওঁ ইমমশ্মানং" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপরে আরোহণ করিয়া পুনরায় অবতরণ করিবেন এবং পুনর্ব্বার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—

ওঁ বরুণং নু দেবমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো (সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো) লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। বরুণায় ইদং নমম।

পুনর্ব্বার উক্তমন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ, শিলার উপর আরোহণ, শিলা হইতে অবতরণ এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—

ওঁ পূষণং নু দেবমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো (সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ) লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত। স ইমাং দেবঃ পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। পূষ্ণে ইদং নমম।

তৎপরে সূর্পকোণ দ্বারা তূষ্ণীম্ভাবে হোম করিতে হয়। তৎপরে বর দুইটি মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে বধূর দক্ষিণ ও বাম কেশ মোচন করিবেন এবং বন্ধন করিয়া দিবেন, যথা—

প্রত্বেত্যস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ কন্যা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শিখামোক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ যেন ত্বা বরাৎ সবিতাসুশেবঃ। ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে রিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি॥ ১॥

প্রেত ইত্যস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা শিখামোক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করং। যথেয়মিন্দ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রা সুভগা সতি॥ ২॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সপ্তপদীগমন করিতে হয়, যথা—

ওঁ ইষ একপদীত্যাদীনাং বসুশ্রুতঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা

সপ্তপদীকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষ একপদীভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ।

অপরমন্ত্রে পূর্ব্ববৎ ঋষ্যাদিপাঠান্তে "ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদীভব সা মেত্যাদি পাঠ্য। ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদীভব সা মেত্যাদি। ওঁ মায়োভব্যায় চতুষ্পদীভব সা মেত্যাদি। ওঁ প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদীভব সা মামিত্যাদি। ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদীভব সা মামিত্যাদি। ওঁ সখা সপ্তপদীভব সা মামিত্যাদি।

পরে জলকুম্ভ দ্বারা দম্পতির মস্তকে অভিষেক করিতে হয়। যাবৎকাল পর্য্যন্ত বধূ অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি দর্শন করিবেন, তাবৎ দম্পতি মৌনভাবে অবস্থান করিবেন। পরে সর্ব্বদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টকৃদ্ধোম কর্ত্তব্য। অনন্তর বর বধূকে ধ্রুব দর্শন করাইবেন, মন্ত্র যথা—

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌরিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবো রাজা বিশামযং ধ্রুবস্তে রাজা বরুণো ধ্রুবন্দেবো বৃহস্পতির্ধ্রুবন্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্। পরে বধূ 'জীবপত্নী প্রজাং বিন্দেয়' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যানারোহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ পূষা ত্বেতো নয়তু ইত্যস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো যানারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষা ত্বেতো হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্রবহতাং রথেন। গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমাবদাসি।

যদি নদীপথে নৌকাদি আরোহণ করিতে হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। যথা—

অশ্মন্বতা রীয়ত ইত্যর্দ্ধর্চস্য দেবা ঋষয়োঽগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো নাবারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বমুত্তিষ্ঠত প্রতরতা সখায়ঃ।

অনন্তর বর বধূকে অবরোহণ করাইয়া ঋকের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবেন, যথা—

ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ। ওঁ অত্রাজহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্ বয়মুত্তরে মাভি বাজান্।

অতঃপর বধূকে রোদন করিতে দেখিলে বর এই মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—জীবং রুদন্তীত্যস্য কাক্ষীবতী ঋষির্ঘোষাশ্বিনৌ দেবতে জগতীচ্ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জীবং রুদন্তি বিময়ন্তে। অধ্বরে দীর্ঘামনুপ্রসিতিং দীধিযুর্নরঃ। বামং পিতৃভ্যো য ইদং সমেরিরেময়ঃ পতিভ্যোজনয়ঃ পরিষস্বজে।

নির্ব্বাধ চতুষ্পথাদিতে বিশ্রামকালে এই মন্ত্র জপ করিবেন, যথা—

মা বিদন্ ইত্যস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী। সুগেভির্দুর্গমতীতামপদ্রান্ত্বরাতয়ঃ।

পরে এই মন্ত্রে দর্শকগণকে আমন্ত্রণ করিতে হয়, যথা—

ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বিপরেতন।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন, যথা—

ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা-পত্যা তন্বং সংসৃজ। স্বাধাজিব্রী বিদথমাবদথ।

পরে বিবাহাগ্নি সম্মুখে রাখিয়া অনডুহচর্ম্মোপরি বসিয়া বধূ সহ বর আজ্যাহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

আনঃপ্রজামিতি চতসৃণাং সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা (নানাচ্ছন্দাংসি) আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। সূর্য্যায়ৈ ইদং নমম।

পরে এই মন্ত্রে আজ্যশেষ দ্বারা বধূর হৃদয়দেশ অভিষিক্ত করিবেন, যথা—

সমঞ্জন্ত ইত্যস্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।

তৎপরে চতুর্থীহোম।—নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক শিখি নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রাজাপত্য চরু শ্রপণ করত প্রথমে মহাব্যাহৃতির উদ্দেশে আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র যথা—

ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। অগ্নয় ইদং নমম। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। বায়ব ইদং নমম। ওঁ স্বঃ সূর্য্যায়

দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। সূর্য্যায় ইদং নমম। ওঁ ভূর্ভুর্বঃস্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা। চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌-ভ্যশ্চ ইদং নমম।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে চরুহোম করিতে হয়, যথা—

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাঽস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তা-মস্যামপজহি স্বাহা 'অগ্নয় ইদং নমম। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাঽস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যামপজহি স্বাহা বায়ব ইদং নমম। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাঽস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা-মপজহি স্বাহা সূর্য্যায় ইদং নমম। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত। স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা অর্য্যম্নে ইদং নমম। ওঁ বরুণং নু দেবং কন্যা অগ্নিময়ক্ষত। স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা বরুণায় ইদং নমম। ওঁ পূষণমিত্যাদি পূষ্ণে ইদং নমম। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা প্রজাপতয় ইদং নমম।

পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া স্বস্তিবাচন করাইবেন।

পরে স্বিষ্টকৃৎ হোমান্তে আজ্য দ্বারা সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম সমাপন করিবেন। অনন্তর উদীচ্যকর্ম্ম, পূর্ণাহুতিদান, কর্ম্মকারয়িতৃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা-দান, শান্তি ও আশীর্ব্বাদ কর্ত্তব্য।

ইতি বিবাহ-কুশণ্ডিকা।

দ্বিতীয় প্রবাহ

শ্রাদ্ধ-প্রকরণ

শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা

বর্ত্তমান যুগে অনেকের ধারণা যে, 'মরা গরু ঘাস খায় না,' অর্থাৎ মৃত পিতা-মাতার উদ্দেশে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমস্তই ভস্মাহুতিবৎ নিষ্ফল, কেন না, উহা দ্বারা পরলোকগত ব্যক্তির কিছুই উপকার হয় না। যেহেতু, পরোক্ষে প্রদত্ত পিণ্ড বা অপরকে প্রদত্ত অন্ন প্রত্যক্ষভাবে পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তিজননে অসমর্থ. কিন্তু এ ধারণা অতীব ভ্রান্তিমূলক, কেন না, অবিনশ্বর আত্মবাদী ও পরলোকবাদী হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত উহার প্রকৃত-তথ্য তাহাদের অধিগত নহে। মৎস্যপুরাণে উক্ত আছে যে—

"দেবো যদি পিতা জাতঃ শুভকর্ম্মানুযোগতঃ।
তদন্নমমৃতং ভূত্বা দেবত্বেঽপ্যনুগচ্ছতি॥
দৈত্যত্বে মদ্যমাংসাদি পশুত্বে চ তৃণং ভবেৎ।
মনুষ্যত্বেঽন্নপানাদি নানাভোগরসং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পিতৃপুরুষ উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ করেন। যদি শুভকর্ম্মবশে পিতৃপুরুষ দেবত্বাদি উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন, তবে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন দেবভোগ্য অমৃতরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার তৃপ্তিসম্পাদন করে, দৈত্য হইলে দৈত্যভোগ্য মদ্য, মাংস; নীচকর্ম্মফলে পশুযোনি প্রাপ্ত হইলে তৃণাদি পশুভোগ্য খাদ্য ও মনুষ্যত্বাদি মধ্যম গতি হইলে মনুষ্যের উপভোগ্য অন্ন, জল ও নানা ভোগোপকরণ তাঁহার অদৃষ্টে উপস্থিত হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাঁহার তৃপ্তির জন্য অন্যান্য সৎকার্য্যের পরিবর্ত্তে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কেন? তাহার উত্তর এই যে—কোনও জীবের তৃপ্তি উদ্দেশে যে জাতীয় দ্রব্য দান করা যায়, তাহা দ্বারা সেই জীব সেই জাতীয় ফলভাগী হয়। মৃত পিতার ভোজনার্থ

ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অবিনশ্বর মৃতাত্মা তৃপ্তি লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? এই কারণেই মৃততিথিতে নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষে পিতৃপুরুষের তৃপ্তি উদ্দেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিবার ব্যবস্থা বিষ্ণুপুরাণে বিহিত আছে, যেহেতু, পুত্রকৃত তপস্যালব্ধ পুণ্য পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থ অর্পিত হইলে ঐ পুণ্য তাঁহার তৃপ্তিদানে সমর্থ হয়। এই সকল যুক্তিতেই শ্রাদ্ধদিনে দানেরও ব্যবস্থা আছে, কারণ, দানলব্ধ অর্পিত পুণ্য মৃতব্যক্তির উত্তম গতি-লাভে সহায়তা করে।

শ্রাদ্ধ নামের ব্যুৎপত্তি

সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥

পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ঘৃত, দধি প্রভৃতিসমন্বিত অন্নদান শ্রাদ্ধ পদবাচ্য। পিতৃপুরুষকে নাম-গোত্র দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত পদে 'অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঽন্নং স্বধা' এই প্রকারে ব্রাহ্মণের হস্তে যে অন্নদান, তাহাকেও শ্রাদ্ধ বলা হয়। শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার, যথা—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডনম্।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধ্যর্থমষ্টমম্॥
কর্ম্মাঙ্গং নবমং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতম্।
যাত্রার্থৈকাদশং প্রোক্তং পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতম্॥"

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, শুদ্ধ্যর্থশ্রাদ্ধ, কর্ম্মাঙ্গ, দৈবিক, তীর্থযাত্রানিমিত্তক ও পুষ্টিশ্রাদ্ধ এই দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধ মৃতপিতৃক ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রতিদিনকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ নিত্য; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মৃততিথি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া নৈমিত্তিক নামে অভি-হিত; উহা মৃত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশে মৃত-তিথিতে কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধে মৃতপিতৃক ভিন্নেরও অধিকার আছে। কোনও অভীষ্ট সিদ্ধিকামনায় পিতৃপুরুষের যে অর্চ্চনা করা হয়, তাহা কাম্যশ্রাদ্ধ, উহা পার্ব্বণোক্তবিধানে অনুষ্ঠেয়। বৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত

হয়, তাহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ। পিতৃপুরুষের সহিত প্রেতপিণ্ডাদি সমন্বয়কারক শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণপদবাচ্য। পর্ব্বদিনে (অমাবস্তা, কৃষ্ণা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, সংক্রান্তি, পূর্ণিমাদিনে) বিহিত শ্রাদ্ধ পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। বহু বিদ্বৎগোষ্ঠীর সম্পৎসুখার্থ যে পিতৃ-অর্চ্চনা, তাহা গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ। প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ শুদ্ধ্যর্থশ্রাদ্ধ। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি কর্ম্মের অঙ্গীভূত শ্রাদ্ধ কর্ম্মাঙ্গশ্রাদ্ধ। সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে দেবতাদিগের তৃপ্তি উদ্দেশে বিশিষ্টভোজ্যবস্তু দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা দৈবিক শ্রাদ্ধ। তীর্থগমনের পূর্ব্বে ও তীর্থপ্রত্যাগমনে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা যাত্রাশ্রাদ্ধ। তীর্থশ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধের অন্তর্গত। শরীর, অর্থ ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর বৃদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ আচরিত হয়, তাহা পৌষ্টিক শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত।

শ্রাদ্ধের উৎপত্তি

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব-মনুবংশে নিমি নামে এক মহাতপা মুনি ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরমধার্ম্মিক ত্রিভুবনবিখ্যাত তপস্বী, বহুবর্ষ তপশ্চর্য্যার পর পিতার অগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রশোকে নিমি অধীর হইয়া দিবারাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি পুত্রকে কখনই তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইতে পারি নাই, পরন্তু সে অদ্যাবধি তিন দিবস অনাহারে রহিয়াছে, আমি কি কোনও প্রকারে তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারিব না? এইরূপ চিন্তা করিয়া তৃতীয় দিবসে স্থির করিলেন যে, "যে কোন উপায়ে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে,তাহার আত্মা বিনষ্ট হয় নাই,সে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, আমি তাহার তৃপ্তিসাধন করিবই," এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পে স্থিরচিত্ত নিমির বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারিত হইল, তখন তাঁহার মনে উদিত হইল, দক্ষিণদিকে প্রেতপুরী, মৃত-ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রথমতঃ প্রেতপুরীতেই গমন করে, সম্ভবতঃ দক্ষিণমুখে বসিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে তাহার তৃপ্তি হইবে। এই মনে করিয়া তিনি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করত মৃতপুত্রের প্রিয় খাদ্য ফল-মূল প্রভৃতি তাঁহাকে খাওয়াইলেন। দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি পুত্রের নাম-গোত্র উল্লেখ করত পিণ্ড প্রদান করিলেন। এইরূপ সাতবার করিবার পর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে,এই সময় দেবর্ষি নারদ সেই তাপসাশ্রমে উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিমি যথাবিধি সৎকার পূর্ব্বক ভীতভীতভাবে অতিকাতর

অন্তঃকরণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,"মহর্ষে! আমি পুত্র-স্নেহের বশীভূত ও নিজ সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করিয়াছি, অন্ন ও ফল প্রভৃতি খাদ্য দ্বারা আহূত ব্রাহ্মণগণকে যে সপ্তবার ভোজন করাইয়াছি ও দক্ষিণা-বর্ত্তভাবে পুত্রের উদ্দেশে যে তর্পণ-জল নিক্ষেপ করিয়াছি, এ সমুদায় পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই. কেহ আমাকে উপদেশ করেন নাই, কখনও কোনও ঋষি বা দেবতাকে এ কার্য্য করিতে দেখি নাই , জানি না, এ হঠকারিতায় ও স্বেচ্ছা-চারিতায় আর্য্য-ধর্ম্মশাসক মুনিগণের দারুণ অভিশাপে পড়িব কি না, আমি মুনিশাপে বড়ই ভীত হইয়াছি।" তখন নারদ বলিলেন, "হে বিপ্রবর! আপনি ভীত হইবেন না, আপনি বংশের আদিপুরুষ স্বায়ম্ভুব মনুর শরণাগত হউন, তিনি আপনাব সন্দেহনিবৃত্তি করিবেন। আমি ত ইহাতে কিছুই অধর্ম্ম দেখিতেছি না।" তখন নিমি কর্ম্ম, মন ও বাক্যে স্বায়ম্ভুব মনুর শরণাগত হইলেন। ধ্যানযোগে আহ্বান করিলে স্বায়ম্ভুব মনু অচিরেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পুত্রশোকসন্তপ্ত পুত্রকে মিষ্ট হিতবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন, এবং বলিলেন, "বৎস নিমি! তুমি যাহা করিয়াছ, ইহা সঙ্কল্পিত বিষয়ে মঙ্গল-দায়ক। ব্রহ্মা ইহাকে পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধ নামে যে কার্য্য আছে, যাহা স্বয়ম্ভু স্বয়ং পূর্ব্বে আচরণ করিয়াছেন, সেই শ্রাদ্ধই মৃতব্যক্তির তৃপ্তিসাধনে সমর্থ জানিবে।" তদবধি মুনিসমাজে শ্রাদ্ধবিধি প্রচলিত হইল।

শ্রাদ্ধকাল।

তিস্রোঽষ্টকাস্তিস্রোঽন্বষ্টকা মাঘী পৌর্ণমাসী মঘাত্রয়োদশী ব্রীহিযবপাকৌ চ।

এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষ্বকুর্ব্বাণো নিয়তং নরকং ব্রজেৎ॥
তথা—অথ শ্রাদ্ধবিধিং বক্ষ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
অমাবস্যাষ্টকাবৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোঽয়নদ্বয়ম্॥
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তির্বিষুবং সূর্য্যসংক্রমঃ।
ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥
শ্রাদ্ধং প্রতিরুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর পৌষাদি তিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে অষ্টকাত্রয় ও তাহার পরবর্ত্তী কৃষ্ণা নবমীত্রয়ে অন্বষ্টকাত্রয় (মাতৃশ্রাদ্ধ), মাঘী পূর্ণিমা, মঘা ত্রয়োদশী (মঘানক্ষত্রযুক্ত অশ্বযুক্ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী), নবশস্যাগম (নবান্ন ও যবপাক) এই কয়টি দিনে অবশ্যই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইহাতে শ্রাদ্ধ না করেন, তিনি পাপভাগী হন। প্রতিমাসীয় অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (আভ্যুদয়িক), উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, উত্তমদ্রব্য-সংগ্রহ, শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণোপস্থিতি, মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তিদ্বয় ও শ্রাদ্ধেচ্ছা এই কয়টি শ্রাদ্ধকাল। ইহার মধ্যে কতকগুলি অপরিহার্য্য ও কতকগুলি কাম্য শ্রাদ্ধের কাল। এতদ্ভিন্ন শ্রাদ্ধের কাল ও কর্ত্তব্যতা সেই সকল শ্রাদ্ধের প্রকরণে উল্লিখিত হইবে। নক্ষত্র ও গ্রহপীড়া ঘটিলে, কিম্বা দুঃস্বপ্নদর্শনে ইচ্ছাশ্রাদ্ধ বিহিত আছে।

গত্বৈব তীর্থং কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তিহেতুকম্।
পূর্ব্বাহ্নেঽপ্যথবা প্রাতর্দেশে স্যাৎ পূর্ব্বদক্ষিণে॥

তীর্থপ্রাপ্তিমাত্র তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ইহাতে সায়াহ্ন ও প্রাতঃকাল পর্য্যুদস্ত নহে।

শ্রাদ্ধে বিহিত ও নিষিদ্ধ

"শ্বঃ কর্ত্তাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ। নিরামিষং সকৃদ্ভুক্ত্বা সর্ব্বস্বপ্তজনে গৃহে। অসম্ভবে পরেদ্যুর্ব্বা ব্রাহ্মণাংস্তান্নিমন্ত্রয়েৎ।" তথা— "বস্ত্রশৌচাদি কর্ত্তব্যং শ্বঃ কর্ত্তাস্মীতি জানতা। স্থানোপলেপনঞ্চৈব কৃত্বা বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ। দন্তকাষ্ঠঞ্চ বিসৃজেৎ ব্রহ্মচারী শুচির্ভবেৎ।"

পরদিন শ্রাদ্ধের নিশ্চয় করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণকে "শ্বো ময়া শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং তত্র ভবন্তো নিমন্ত্রণীয়াঃ।" এইরূপে নিমন্ত্রণ করিবেন। একবারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করত ব্রহ্মচারী ও পবিত্র হইয়া থাকিবেন। বস্ত্রশুদ্ধি, শ্রাদ্ধস্থানে গোময়োপলেপন প্রভৃতিও পূর্ব্বদিনে কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন নিষিদ্ধ। তৎপরিবর্ত্তে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ-শোধন কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্নানে অঙ্গে তৈল প্রদান করিবেন না ও উদ্ধৃত বা উষ্ণ জলে স্নান করিবেন না, তবে গঙ্গাজলে কোনও নিষেধ নাই। দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রে বাম, পশ্চাৎ দক্ষিণক্রমে পাদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইষ্টকারচিত স্থানে, ম্লেচ্ছদেশে ও অপবিত্রস্থলে শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষিদ্ধ। দক্ষিণ নিম্ন ও গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে। পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামীকে মূল্য প্রদান (ভোজ্য) পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। গঙ্গাদিতীর্থে ভূস্বামী কেহ নাই, সে কারণ তথায় ভূস্বামীকে মূল্য দিতে হয় না। শুক্লপক্ষবিহিত নবান্ন প্রভৃতি পার্ব্বণ ও অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তব্য। ঐরূপ মাসিক, সাম্বৎসরিক প্রভৃতি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ দিবার সপ্তম, অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্তে, অন্যান্য পার্ব্বণ ও সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধ অপরাহ্নে কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধে কৃষ্ণতিল, যব, শালিধান্য,বিল্ব, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাঁঠাল, আম্ররস, আমড়া, দাড়িম, কামরাঙ্গা, বদরী, করমচা, আক্‌রোট, খর্জ্জুর, কেশুর, তালের কোঁপোল, মৌফল, হিঙ্গু, কর্পূর, মরিচ, ইক্ষুগুড়, সৈন্ধব লবণ, শশা, কদলী, আর্দ্রক এই কয়টি দ্রব্য প্রশস্ত। শ্রাদ্ধানন্তর শ্রাদ্ধশেষ অবশ্য ভোক্তব্য, তদ্দিনে উপবাস বা কার্য্যান্তর থাকিলে পিতৃভুক্ত শেষ আঘ্রাণ করিবে, কিন্তু প্রেতশ্রাদ্ধের শেষ ভোক্তব্য নহে। শ্রাদ্ধানন্তর তদ্দিনে দ্বির্ভোজন, ক্রোশব্যবহিত দেশান্তরে যাত্রা, দ্যূতক্রীড়া, বেদাধ্যয়ন, স্ত্রীসহবাস, দান, প্রতিগ্রহ (পুনঃস্নান) ও সায়ংসন্ধ্যা পরিত্যাজ্য।

শ্রাদ্ধবিশেষে ব্যবস্থা

মলমাস ব্যতীত প্রতিমাসে অমাবস্যাতে, অসামর্থ্যে চতুর্দ্দশী * ব্যতীত কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী হইতে প্রায় যে কোন তিথিতে অথবা উত্তম দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলে, (কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগে যে কোন তিথিতে হইবে, ততই প্রশস্ত) সেই দিন গৌণ চান্দ্রমাসোল্লেখ করত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। সাংবৎসরিকে এবং ষোড়শশ্রাদ্ধে মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করিবে।

প্রেতশ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে সমস্ত শ্রাদ্ধই প্রতিনিধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ষোড়শশ্রাদ্ধ এবং সাংবৎসরিক ভিন্ন কোনও শ্রাদ্ধ পতিত হইবে না, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পতিত হইলে পুত্র-পৌত্ররহিত ব্যক্তির কন্যাও কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যায় উহা সম্পন্ন করিতে পারে।

* বিষ, শস্ত্র, শ্বাপদ, সর্প, পক্ষী কিংবা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিনষ্টপ্রাণ ব্যক্তির মাসিক পার্ব্বণ কেবল কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতেই করিতে হয়।

মহালয়া ও দীপান্বিতা শ্রাদ্ধ।—দ্বাদশ মাসে শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে কন্যা, কুম্ভ ও বৃষস্থ সূর্য্যকালীন সৌরমাসে, তাহাতে অক্ষম হইলে কন্যারাশিতে সৌরাশ্বিনে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, কন্যাস্থরবিকালীন যে প্রেতপক্ষের অমাবস্যা, তাহারই নাম মহালয়া। মহালয়াতে সৌরমাসোল্লেখ কর্ত্তব্য। মহালয়ার এবং তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধান্তে ষোড়শপিণ্ডদান কর্ত্তব্য। মহালয়ায় অক্ষম হইলে দীপান্বিতায় শ্রাদ্ধ করিয়া ষোড়শপিণ্ডদানান্তে সায়ংকালে উল্কাদান করিতে হয়।

মুমূর্ষু ও মৃত-কৃত্য

"আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গৌঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ। তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধাবণায় বৈ। তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাম্। শক্তোঽন্যো রুক্ তদা দত্ত্বা শ্রেয়ো দদ্যান্মৃতস্য চ॥"

আসন্নমৃত্যুকালে বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য সবৎসা ধেনু অথবা তন্মূল্য ৩ কাহন কড়ি বা ৸০ আনা দান করিবে। অসামর্থ্যে একটি গো বা তন্মূল্য ।০ দান করিতে হয়। দৈবাৎ জীবদ্দশায় বৈতরণী গো-দান না ঘটিলে অশৌচান্ত-পরদিনে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈতরণী গো-দানে পূর্ব্বনিমিত্তঘটিত অশৌচ বা মলমাসাদি প্রতিবন্ধক নহে।

বৈতরণী ধেনু-দান

সবস্ত্র সবৎস ধেনুকে বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক 'বং' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা—'ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্র-সবৎস-বৈতরণী-কৃষ্ণ-ধেনবে নমঃ।" ধেনু-মূল্যস্থলে "ওঁ এতেভ্যঃ সবস্ত্র-সবৎস-বৈতরণী-কৃষ্ণ-ধেনু-মূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটক-লভ্য-রজতখণ্ডেভ্যো নমঃ" এইরূপে তিনবার প্রোক্ষণান্তে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রসবৎসেত্যাদি। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় রুদ্রায় বা বিষ্ণবে নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তা-বৈতরণী-নদীসুখসন্তরণকাম ইমাং সবস্ত্র-সবৎসকৃষ্ণধেনুং রুদ্রদৈবতাকাম্ অর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং বা অথবা

ইমানি সবস্ত্র-সবৎসকৃষ্ণধেনু-মূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটকলভ্য-রজতখণ্ডানি শ্রীবিষ্ণু-দেবতাকানি অর্চ্চিতানি যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে দদানি।" পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠান্তে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে।

"ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। তাস্তু তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্।" "সবস্ত্র-সবৎসাধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা শ্রীবিষ্ণু-দেবতাকা বা" দক্ষিণাবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তাবৈতরণী-নদীসুখসন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎসবস্ত্র-সবৎসকৃষ্ণ-ধেনুদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে বা দদানি।" পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশান্তি করিতে হয়।

যিনি শালগ্রামসমীপে, তুলসীকাননে ও গঙ্গাজলসমীপে দেহত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। এ জন্য মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর নিকট তুলসীবৃক্ষ ও শালগ্রামশিলা স্থাপন করা উচিত। মৃত্যুকালে যাহার মুখে একটিমাত্র তুলসীপত্র দেওয়া হয়, সে শতকোটি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইলেও মুক্তিপদ লাভ করে। গঙ্গাতীর্থে জলে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়, ঐরূপ বারাণসীধামে জলে বা স্থলে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থলে গঙ্গাজলে, স্থলে বা শূন্যে মৃত্যু ঘটিলে মুক্তি হইয়া থাকে।

মরণানন্তর জীবশরীরকে দ্বাদশ দণ্ড কাল অতিক্রম করিয়া দাহ করিবে। কেন না, শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, আয়ুঃসত্ত্বেও ভ্রমক্রমে যমদূত কোনও জীবকে ৯৯০০০ সহস্র যোজন পথ দুই মুহূর্ত্তে বা তিন মুহূর্ত্তে যমালয়ে লইয়া যায়, পরে যম কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়া পুনশ্চ মৃতশরীরে জীবাত্মা উক্তপথ অতিক্রম করত প্রেরিত হয়। সুতরাং মৃত্যুর পর ছয় মুহূর্ত্ত বা দ্বাদশ দণ্ড কাল দাহকার্য্য নিষিদ্ধ।

সামবেদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

দ্বিবর্ষের ন্যূন শিশুকে দাহ না করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভ নিঃসারিত করিয়া পরে দাহ করিতে হয়। রজস্বলা স্ত্রীলোককে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া ও বস্ত্র পরিধানানন্তর দাহ কর্ত্তব্য। মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া

করিবে। প্রথমতঃ শবশরীর ধৌত করিয়া শুদ্ধবস্ত্রে সর্ব্বদেহ আচ্ছাদন করিবে; পরে ঘৃত ম্রক্ষণ করত নিম্নোক্তমন্ত্রে কুশসমন্বিত ভূমিতে দক্ষিণশিরা-ভাবে বসাইয়া পুনশ্চ স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্।
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং সরযূং গণ্ডকীং পনসন্তথা।
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাংস্তথা॥

স্নান করাইয়া পরিহিত বস্ত্র ত্যাগানন্তর শুদ্ধ নূতন বস্ত্রখণ্ডদ্বয় অন্তরীয় ও উত্তরীয়ভাবে পরিধান করাইয়া যজ্ঞোপবীত রক্ষা করত চন্দনাদি অনু-লেপনে সর্ব্বশরীর অনুলিপ্ত করিবে, কর্ণ-নাসিকা-নেত্রচ্ছিদ্রে ও মুখচ্ছিদ্রে সাতটি সুবর্ণখণ্ড, অভাবে কাংস্যখণ্ড, অধশ্ছিদ্রে আচারাৎ রজতখণ্ডদ্বয় প্রদান করিবে। পরে বস্ত্রান্তরে আচ্ছাদন পূর্ব্বক চিতোপরি স্থাপনার্থ বহন করিবে। তৎকালে অপকমৃৎপাত্রস্থ অন্নের অর্দ্ধাংশ পথিমধ্যে পরিত্যাগ কবিতে হয়। বন্ধুগণ চিতায় শবকে অধোমুখে ও (নারী হইলে উত্তানভাবে) দক্ষিণশিরা করিয়া স্থাপন করিবে। পরে অগ্নিদাতা পিণ্ডদানবিধিতে পিণ্ডদান কবিয়া অর্দ্ধপিণ্ড শবমুখে প্রদান করিবে।

পিণ্ডদান-বিধি

কুশহস্তে আচমন পূর্ব্বক বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণমুখ হইয়া বামজানু ভূমিতে পাতিয়া কার্য্য করিবে। পরিষ্কৃত ভূমিতে নৈর্ঋত হইতে চতুষ্কোণ মণ্ডল দক্ষিণাগ্রভাবে নির্ম্মাণ করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" রেখা করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশগুচ্ছ পাতিবে। পবে তিলহস্তে আবাহন করিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ এহি প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ। পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ।

অনন্তর উত্তান বামহস্তে রেখা ধরিয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে তদুপরি সতিল জল দিবে, যথা —

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব।

তৎপরে অন্নে ঘৃত, মধু দিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে অন্নম্ উপতিষ্ঠতাম্।" এই মন্ত্রে কুশোপরি সতিল অন্ন অধোমুখে নিক্ষেপ করিবে। পরে পিণ্ডশেষ ও তণ্ডুলেপপ্রদানান্তে পিণ্ডোপরি পুনঃ পাত্রপ্রক্ষালনজল অবনেজন দিবে, মন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব।

পিণ্ডোপরি অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দান করিবে। অতঃপর অগ্নিদান কর্ত্তব্য। "ওঁ দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু" এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক—"ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্। ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্। দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।"

(স্ত্রীলোকদাহেও উক্ত মন্ত্র 'নরং পঞ্চত্বমাগতম্' ইহাই পাঠ্য 'নারীং পঞ্চত্বমাগতাম্' এইরূপ পাঠ্য নহে।) এই মন্ত্রে দিক্ষুমুখে শবমুখে অগ্নি প্রদান করিবে। পরে দাহ সমাপ্তপ্রায় হইলে দাহকারিগণ প্রাদেশপরিমিত সপ্ত কাষ্ঠিকা গ্রহণ পূর্ব্বক চিতাগ্নি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া এক একটি কাষ্ঠিকা প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নিতে একৈকশঃ নিক্ষেপ করিবে। পরে কুঠারের দ্বারা "ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তভ্যং" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চিতাস্থ জলৎকাষ্ঠে সাতবার আঘাত করিবে। পরে শবাগ্নি দর্শন না করিয়া বামাবর্ত্তে নদীতে স্নানার্থ গমন করিবে। সূতকাশৌচবতী ও রজস্বলা নারীকে সতিল জল, পুষ্প ও পঞ্চগব্যপূর্ণ কুম্ভে "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ" এই মন্ত্রে ও 'কয়ানশ্চিত্র' ইত্যাদি মহাবামদেব্যগানরূপ শান্তিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করত দাহ করিবে।

সামবেদীয় প্রেত-তর্পণ

দাহকারিগণ জলসমীপে গমন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ শ্যালকাদি আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন,"উদকং করিষ্যামঃ ?" অর্থাৎ মৃতব্যক্তির জলদানক্রিয়া করিব কি ? তিনি বলিবেন, 'কুরুধ্বং মা চৈবং পুনরিত্যশতবর্ষে প্রেতে কুরুধ্ব-মেবেতরস্মিন্।' না, শতবর্ষের পূর্ব্বে মৃতব্যক্তির জন্য যেন আর তর্পণ করিতে না হয়। কিন্তু পূর্ণ শতবর্ষজীবী মৃতব্যক্তির তর্পণ করিও। পরে তাঁহারা বৃদ্ধ-পুরঃসর জলে অবতরণ পূর্ব্বক পরিহিতবস্ত্র ধৌত করিয়া পুনশ্চ উহা পরিধান পূর্ব্বক বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণমুখে 'অপনঃ শোশুচদঘম্' এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের অনামা দ্বারা জল আলোড়ন করত একটিবারমাত্র ডুব দিবেন। স্নানের পূর্ব্বে তৈলমর্দ্দন করিবেন না। পরে আচমন করিয়া দক্ষিণমুখে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া সতিল জলাঞ্জলি দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবেন, মন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণমেতৎ সতিলোদকেন (গঙ্গোদকস্থলে সতিলগঙ্গোদকেন) তর্পয়ামি।

পুত্রগণ মৃতব্যক্তির প্রেতত্ব পর্য্যন্ত উক্তমন্ত্রে প্রত্যহ তর্পণ করিবেন। পরে পুনঃ স্নানাচরণ করিবে ও বালকপুরঃসরভাবে জল হইতে উত্থান করিবে। সূর্য্য বা চন্দ্র যে তেজের আবির্ভাবকালে দাহ হইবে, তাহার অবস্থিতিকালে গৃহে গমন করিবে না অর্থাৎ দিবাভাগে দাহ করিলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ও রাত্রিকালে দাহ হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গৃহে গমন করিবে না। তৃণময় স্থানে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিবে যে, মনুষ্যজীবন জলবুদ্বুদতুল্য অতিশয় ক্ষণভঙ্গুর, পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহ যদি পঞ্চভূতে মিশায়, তাহাতে খেদের কি আছে, এই যে অনন্ত পৃথিবী, অনন্ত জলোচ্ছ্বাস, নক্ষত্র, গ্রহমণ্ডল, দেবতা ইঁহারাও এক কালে লয় প্রাপ্ত হন, মনুষ্য কোন্ ছার। মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করিলে, শ্লেষ্মা ও অশ্রু-পাত করিলে প্রেত তাহা ভোজন করে; অতএব রোদন না করিয়া প্রেতের সদ্গতি যাহাতে হয়, ইহাই কর্ত্তব্য : এইরূপ আলোচনা করিয়া গৃহ-দ্বারে আসিবে। দন্ত দ্বারা নিম্বপত্র খণ্ডন করিবে, 'হোগ্' এই মন্ত্রে দ্বার-স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিবে ও 'শমী পাপং শময়তু' এই মন্ত্রে শমী, 'অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসম্' অর্থাৎ প্রস্তরের মত স্থির থাকিব, এই মন্ত্রে চরণের দ্বারা প্রস্তর, 'অগ্নির্নঃ শর্ম্ম যচ্ছতু' এই মন্ত্রে অগ্নি, 'হোগ্' এই মন্ত্রে বৃষ ও ছাগমধ্যে থাকিয়া উহাদিগকে স্পর্শ করিবে, গোময় ও শ্বেতসর্ষপ স্পর্শ করিবার বিধিও আছে। অনন্তর বালকপুরঃসর গৃহে প্রবেশ করিবে।

দশপিণ্ড বা পূরক-পিণ্ডদানবিধি

অশৌচকালাবধি প্রতিদিন এক একটি পিণ্ড ও নীর-ক্ষীর দান কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়াদিপক্ষে প্রথম দিন হইতে নবম দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একটি পিণ্ড-দান করিয়া অশৌচান্তিম দিনে অবশিষ্ট একটি পিণ্ডদান বিধেয়। ত্র্যহা-শৌচস্থলে—প্রথম দিনে তিনটি, দ্বিতীয়ে চারিটি ও তৃতীয় দিবসে তিনটি পিণ্ড দিবে, অথবা প্রথম দিনে একটি, দ্বিতীয়ে চারিটি, তৃতীয়ে পাঁচটি পিণ্ডদান করিবে। অশৌচসাঙ্কর্য্য বশতঃ অশৌচ হ্রাস হইয়া চতুরহাশৌচ সিদ্ধ হইলে প্রথম ও চতুর্থ দিনে দুই দুই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তিন তিনটি পিণ্ড দেয়। পঞ্চাহাশৌচবিষয়ে—প্রথম ও পঞ্চম দিনে এক একটি, দ্বিতীয় চতুর্থে দুই দুইটি, তৃতীয়ে চারিটি পিণ্ড দেয়। ষড়হাশৌচস্থলে—প্রথম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম দিনে এক একটি, তৃতীয় চতুর্থ দিনে তিন তিনটি, অবশিষ্ট দুই দিনে দুইটি পিণ্ড দিবে। সপ্তাহাশৌচে—তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চম দিনে দুই দুইটি, অবশিষ্ট চারি দিনে চারিটি পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। অষ্টাহাশৌচস্থলে—চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুই দুইটি, অবশিষ্ট ছয় দিনে ছয়টি পিণ্ড প্রদেয়। নবাহাশৌচে—পঞ্চম দিনে দুইটি, অবশিষ্ট আট দিনে আটটি পিণ্ডদান করিবে। পক্ষিণী ও দ্ব্যহা-শৌচস্থলে—দুই দিনে ৫টি ৫টি হিসাবে দশটি পিণ্ডদান হইবে। অশৌচবৃদ্ধি-স্থলে ক্ষত্রিয়াদিবৎ ব্যবস্থা। রাত্রিতেও পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রেতের মুখাগ্নি করিবে, সেই ব্যক্তিই স্বকীয় অশৌচানুসারে অশৌচমধ্যে পিণ্ডদান সম্পন্ন করিবে, তাহার অসামর্থ্যে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধদিনে পূরকপিণ্ডদানান্তে শ্রাদ্ধ করিবেন।

সামবেদীয় পূরকপিণ্ডদানপ্রয়োগ

দুই প্রসৃতি-(অঞ্জলি) পরিমিত তণ্ডুল দুইবার প্রক্ষালন করিয়া ঈশান-কোণে সুস্বিন্ন ও অশিথিলভাবে পাক করিবে। অতঃপর বিকৃতোত্তরীয়, কুশ-হস্ত, পাতিতবামজানু ও দক্ষিণামুখ হইয়া চতুরঙ্গুল উন্নত হস্তপ্রমাণ দক্ষিণাপ্রবণ বেদিকা করিয়া তদুপরি নৈর্ঋতকোণাবধি দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ রেখা ও তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশাস্তরণ করত "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে তদুপরি তিল বিকিরণ করিবে। পরে উত্তান বামহস্তে উক্ত রেখা ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ষ"

এই মন্ত্রে সতিলজল অবনেজন দিবে। পরে ঘৃত-মধ্বাক্ত সতিল পিণ্ড লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশোপরি প্রদান করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ এষ প্রথমঃ পিণ্ডঃ পূরকঃ" এবং দ্বিতীয়পিণ্ডাদিস্থলে "দ্বিতীয়ঃ পিণ্ডঃ পূরকঃ" ইত্যাদি যথাযোগ্যবাক্য প্রযোজ্য। পরে পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালনজল পিণ্ডোপরি এই মন্ত্রে দিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব।

পরে পিণ্ডোপরি নিম্নোক্তমন্ত্রে ঊর্ণাসূত্র (মেষলোমজাত সূত্র) দিবে, যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে ঊর্ণাতন্তুময়ং বাসঃ।

অনন্তর পিণ্ডসংখ্যা অনুসারে আমপাত্রে সতিল জল "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে আমপাত্রস্থসতিলোদকং" এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া পিণ্ডোপবি গন্ধ-পুষ্পাদি যথাশক্তি দিয়া বাষ্পদর্শন পর্য্যন্ত পিণ্ডসমাপ্তির অপেক্ষা করিবে। অবশেষে পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিবে। রাত্রিকালে শূন্যে ত্রিদণ্ডোপরি দুইটি আমশরাবে সতিল কাঁচাদুধ ও জল রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রেতোদ্দেশে দান করিবে, বাক্য যথা—

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলং নীরং প্রেতাত্র স্নাহি। বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলং ক্ষীরং, পিব চেদং ক্ষীরং।

পরে কৃতাঞ্জলিপুটে—

ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীরম্ অত্র স্নাত্বা ইদং পিব॥
আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।
অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব॥

ইহাতে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, যথাযোগ্যকালে অকৃতচূড় বা অনুপনীত বালক এবং অপরিণীতা কন্যার পূরক-পিণ্ডদান ভূমিতে করিবে। ইহাতে কুশাস্তরণ ও মন্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ।—

উক্ত দশপিণ্ডদানে আতিবাহিক দেহের অপায়পূর্ব্বক একটি প্রেত-দেহ

নির্ম্মিত হয়। এ কারণ এক জন পূরক-পিণ্ডদান করিলে অন্যের স্বতন্ত্রতাবে আর পিণ্ডদান কর্ত্তব্য নহে।

দশটি পিণ্ডে প্রেতশরীরের দশটি অবয়ব সম্পূর্ণ হয়। যথা—প্রথম পিণ্ডে মস্তক; দ্বিতীয়ে কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা; তৃতীয়ে গলদেশ, স্কন্ধ, ভুজ ও বক্ষঃস্থল; চতুর্থে নাভি, লিঙ্গ, গুহ্য; পঞ্চমে জানু, জঙ্ঘা, চরণদ্বয়; ষষ্ঠে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল; সপ্তমে সর্ব্ববিধ নাড়ী; অষ্টমে দন্ত, রোম; নবমে রক্ত ও বীর্য্য; দশমে শরীরের পূর্ণতা, তৃপ্তি ও ক্ষুধানাশ সম্পন্ন হয়।

গঙ্গায় অস্থিক্ষেপ

গঙ্গায় মরণে যে ফল শাস্ত্রে কথিত আছে, গঙ্গায় অস্থিক্ষেপ হইলেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ গঙ্গায় অ-মৃত ব্যক্তির সদ্গতির জন্য নিম্নোক্ত বিধি অনুসারে অস্থিক্ষেপ কর্ত্তব্য। অস্থিক্ষেপকারী মাতৃকুল ও পিতৃকুলব্যতিরিক্ত অন্যবংশীয় অস্থি সংগ্রহ করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণে শুদ্ধ হয়। অস্থিনিক্ষেপকারী প্রথমতঃ স্নান করিয়া আচমন পূর্ব্বক উত্তরমুখে ত্রিপত্র, তিল ও জল লইয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—"ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ এতদস্থিসমসংখ্যবর্ষ-সহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গাধি-করণক-মহীয়মানত্বকামোঽমুকস্য এতান্যস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং বিনিক্ষিপামি।" পরে বিক্লতোত্তরীয় হইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অস্থিখণ্ড অভিষিক্ত করত সুবর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিল সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকাপুটে উহা স্থাপন করিবে, পরে দক্ষিণ হস্তে ঐ পুটক লইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করত "ওঁ নমোঽস্তু ধর্ম্মায়" এই মন্ত্রে জলে প্রবেশ পূর্ব্বক 'স মে প্রীতো ভবতু' এই বলিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে স্নানান্তে উঠিয়া সূর্য্যদর্শন পূর্ব্বক সঙ্কল্পবাক্যানুসারে দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে।

কুশপুত্তলিকাদাহ

মৃত ব্যক্তির অস্থিলাভ না হইলে পর্ণময় নর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দাহ করিতে হয়। অশৌচমধ্যে পর্ণনর দাহ হইলে অবশিষ্ট অশৌচ-দিনান্তে শুদ্ধি হয়। অশৌ-চান্তে পর্ণনরদাহ আবশ্যক হইলে অমাবস্যায়, মতান্তরে কৃষ্ণাষ্টমীতে মরণাবধি

ত্রিপক্ষ অতীত করিয়া দাহ করিবে ও তদবধি ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। স্মার্ত্তের মতে দাহকারীরই ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, অন্ত সপিণ্ডের নহে। মতান্তরে সপিণ্ডমাত্রেরই ত্রিরাত্র অশৌচ। ৩৬০টি পলাশপত্রে একটি পুরুষাকৃতি শরীর নির্ম্মাণ করিবে। অঙ্গবিশেষে পত্রসংখ্যা বিভিন্ন, যথা—মস্তকে ৪০, গ্রীবায় ১০, বক্ষে ৩০, জঠরে ২০, দুই বাহুতে ১০০, বাহুর দশাঙ্গুলীর প্রত্যেক অঙ্গুলীতে ১টি হিসাবে ১০টি, কোষদ্বয়ে প্রত্যেকে ৩টি করিয়া ৬, লিঙ্গে ৪, দুই উরুতে ৫০টি করিয়া ১০০, দক্ষিণ জানু ও জঙ্ঘায় ১৫, বামজানু ও জঙ্ঘায় ১৫, পাদাঙ্গুলী দশটিতে ১০টি পলাশপত্র বন্ধন করিবে। পলাশপত্রাভাবে ৩৬০ শরপত্রে বেষ্টন করিবে। উক্ত পত্রপুত্তলিকা মেষলোমসূত্রে বেষ্টন করিয়া পিষ্টযবে লেপন করিবে। উহা মাংসস্থানীয়। একটি তরুণ নারিকেল ফলকে শিরঃস্থানীয় করিয়া সেই সম্পূর্ণ শরীরকে দাহবিধি অনুসারে দাহ করিবে।

আত্মঘাতীর গতি ও নারায়ণবলি

আত্মহননেচ্ছায় যে ব্যক্তি অগ্নি, বিষাদিপ্রয়োগ বা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে, তাহার দাহ, অশৌচ বা তর্পণাদি ঔর্দ্ধদেহিক কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু দুইটি চান্দ্রায়ণব্রত সহিত একটি বর্ণিবধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নারায়ণ-বলি ক্রিয়ার অন্তে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে পারা যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীতে পুত্রাদি প্রেতক্রিয়াধিকারী স্নানান্তে পবিত্র স্থানে যথাবিধি বিষ্ণু ও বৈবস্বতকে (যম) পূজা করিয়া দক্ষিণমুখে সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি ঘৃত-মধু-তিল-সংযুক্ত দশটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া প্রেতকে বিষ্ণুরূপী চিন্তা করত 'অমুক-গোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকং উপতিষ্ঠতাম্' এই মন্ত্রে পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত পরে নদীতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ দশটি পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। অনন্তর রাত্রিকালে পঞ্চ, সপ্ত বা নবসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে উত্তর-মুখে উপবেশন করাইবে। পরে জ্যেষ্ঠানুক্রমে বিষ্ণুধ্যান করত আবাহনাদি সমস্ত কার্য্য দৈবানুক্রমে সম্পন্ন করিয়া তৃপ্তিপ্রশ্ন করিবে—"ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ"; ব্রাহ্মণ-গণ 'ওঁ তৃপ্তাঃ স্মঃ' এই মন্ত্রে প্রত্যুত্তর দিবেন। অনন্তর * পিণ্ডদানোক্ত বিধিতে

* প্রেতোদ্দেশে একোদ্দিষ্টবিধিতে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসম্পাদন আবশ্যক, ইহা সাম্প্রদায়িক মত।

অমন্ত্রক নিনয়ন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া তিলমধু-ঘৃত-সমন্বিত হবিষ্য ব্যঞ্জন-নির্ম্মিত পঞ্চ পিণ্ড যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, সানুচর যম ও প্রেতোদ্দেশে দক্ষিণাগ্রকুশোপরি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণো অয়ং তে পিণ্ডঃ" এবং "ব্রহ্মন্নয়ং তে পিণ্ডঃ, শিবায়ং তে পিণ্ডঃ, সানুচরযমায়ন্তে পিণ্ডঃ।" অনন্তর পঞ্চম পিণ্ড মৃত ব্যক্তিকে নামগোত্র দ্বারা চিন্তা করত ও তদ্রূপী বিষ্ণুকে ধ্যান করত "বিষ্ণো অয়ং তে পিণ্ডঃ" এই মন্ত্রে প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে আচমনীয়োদক দান করিয়া দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকগুণশালী ব্রাহ্মণকে প্রেতবুদ্ধিতে হিরণ্য, গো, বস্ত্র ও ভূমি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণগণ কুশহস্তে প্রেতোদ্দেশে তিলোদক দেওয়াইবেন। মন্ত্র যথা—"অমুকগোত্রায় প্রেতায় অমুকদেবশর্ম্মণে অয়ং তে তিলোদকাঞ্জলিঃ। অনেন নারায়ণ-বলিকর্ম্মণা ভগবান্ বিষ্ণুরিমং অমুকদেবশর্ম্মাণং শুদ্ধপাপং কর্ম্মার্হং করোতু" ইহা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিবেন।

সামবেদীয় চতুর্দ্ধাশান্তি

অথাহঃসু নিবৃত্তেষু সুস্নাতাঃ কৃতমঙ্গলাঃ।
আশুচ্যাদ্বিপ্রমুচ্যন্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ।
বিপ্রঃ শুধ্যেদপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধম্।
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ॥

সূর্য্যোদয়ানন্তর অশৌচ নিবৃত্ত হইলে সর্ব্বজাতি বর্ণানুসারে নিম্নলিখিত বস্তু স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে, যথা—সশিরস্ক মজ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ জাতি —জল, ক্ষত্রিয়—বাহন ও আয়ুধ, বৈশ্য—প্রতোদ ও প্রগ্রহ (পাঁচুনী ও লাগাম), শূদ্র যষ্টি স্পর্শ করিলে ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলে শুদ্ধিলাভ করে। সূর্য্যোদয়ের পর স্নানানন্তর সন্ধ্যাধিকারিগণ প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া চারিটি জলপূর্ণ ডোঙ্গায় ফল, তাম্বুল, তুলসী, পুষ্প, চন্দন, তিল দিবে; মাঙ্গল্য (ঘৃত, অগ্নি, দূর্ব্বা, সুবর্ণাদি) রাখিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ চতুর্দ্ধাশান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণগণ "ওঁ পুণ্যাহম্" তিনবার বলিবেন, ঐরূপ স্বস্তি-ঋদ্ধি-বাচনান্তে স্বস্তিসূক্তপাঠ

ও "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ দ্বারা দেবতাসান্নিধ্য কল্পনা পূর্ব্বক প্রথমপাত্রে হস্ত দিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ, ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ।" পুনর্গায়ত্রী-পাঠান্তে দ্বিতীয় পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠ ও নিম্নোক্ত মন্ত্রান্তে পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে। যথা—'ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে। বাগোজঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানৌ। ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। শং নো বাতঃ পবতাং, শং নস্তপতু সূর্য্যঃ। শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্যো অভিবর্ষতু। অহানি শং ভবন্তু নঃ শꣳ রাত্রীঃ প্রতি-ধীয়তাম্। শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ। শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।"

পরে বামহস্তে গৃহীত নিম্বপত্র,কুলত্থ ও গাব্দটী (খোলা) চর্ব্বণ করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ ও আচমন পূর্ব্বক তৃতীয় পাত্রে হস্ত দিবে। অনন্তর তদুপরি গায়ত্রী-পাঠান্তে "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ।" পুনঃ গায়ত্রী পাঠ করিবে। অতঃপর চতুর্থ পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রীপাঠান্তে "কয়ানশ্চিত্র" ইত্যাদি শান্তিসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—"কয়ানশ্চিত্র ইত্যস্য মহাবামদেবঋষি-বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে।" এই মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করিতে হয়। পরে পুনর্গায়ত্রীপাঠান্তে সর্ব্বপাত্রস্থ জল এক পাত্রে রাখিয়া ঐ জল "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌ত্রয়ে ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিজের মস্তকে ছিটা দিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষꣳ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি।" ঐ জলে অন্যান্য গৃহদ্রব্যও শোধন করিবে।

মতান্তরে চতুর্দ্ধাশান্তি—প্রথমে প্রত্যেক পাত্রে সপ্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী, পরে কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ইত্যন্ত মন্ত্র, পরে পুনর্গায়ত্রী

পাঠ, এই ক্রমে চতুর্দ্ধা শান্তি কর্ত্তব্য। কেহ কেহ 'ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা' ইত্যাদি বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয়ে ও আদ্যন্তে গায়ত্রী দ্বারা চারিটি পাত্রে চতুর্দ্ধাশান্তি করেন।

অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত

অশৌচান্তদ্বিতীয় দিনে বা প্রেতের আদ্যৈকোদ্দিষ্টদিনে স্নান-সন্ধ্যাবসানে ১খণ্ড সুবর্ণ, ১খানি গামছা ও ভোজ্য নিম্নোক্ত বাক্যে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। প্রথমতঃ কুশহস্তে আচমন, তিলকধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক "বং ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রভোজ্যকাঞ্চনায় নমঃ" এই মন্ত্রে ত্রিপত্র জল দ্বারা প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ' এইমন্ত্রে যথাযথ অর্চ্চনান্তে "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদশৌচকালোৎপন্ন-পঞ্চসূনা-জনিত-পাপক্ষয়-কাম ইদং সবস্ত্রভোজ্যকাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথা-সম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে" এইরূপ বাক্যে দান করত দক্ষিণা-দান করিবে, বাক্য যথা—'অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসবস্ত্রভোজ্য-কাঞ্চনদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাদি।"

বৈতরণী

আসন্নমৃত্যুকালে সবৎসা ধেনু বা তন্মূল্য ।॰ আনা বৈতরণীনদী উত্তরণের জন্য প্রদান করা উচিত, তাহা না হইলে শ্রাদ্ধদিনে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার প্রয়োগ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। বাক্য যথা—'অদ্যেত্যাদি সর্ব্ব-পাপবিনির্ম্মুক্তিপূর্ব্বক-যম-দ্বারাবস্থিত-তপ্তা-বৈতরণীনদী-সুখসন্তরণকাম ইদং সবস্ত্র-বৈতরণী-গবীমূল্য-কার্ষাপণ-পরিমিত-বরাটক-লভ্যং (রজতখণ্ডাদিকং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি।" পরে দক্ষিণান্ত করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যদান

কর্ম্মাধিকারের জন্য প্রতিকর্ম্মের প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্যদান করিতে হয়। শক্ত্যনুসারে তাম্রপাত্রে সবস্ত্র অর্ঘ্য লইয়া "ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" এই মন্ত্রে প্রদান করিবে। পরে জবাকুসুমসঙ্কাশমিত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

তিলকাঞ্চন দান

"বং ওঁ এতেভ্যঃ সবস্ত্র-তাম্রাধার-হেমগর্ভ-তিলেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে বারত্রয় সুবর্ণগর্ভ তাম্রাধারস্থিত তিল প্রোক্ষণ পূর্ব্বক যথাযথ অর্চ্চনাদি করিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা ও 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে সম্প্রদানপাত্র ব্রাহ্মণের উদ্দেশে পূজা কর্ত্তব্য। অতঃপর বামহস্তে উক্ত তিল ও দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র-তিল-জল লইয়া উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা —'ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক-দেবশর্ম্মণ এতত্তিলসমসংখ্যক-বর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকাধিকরণকমোদমানত্বকাম এতান্ সবস্ত্রতাম্রাধার-হেমগর্ভতিলান্ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকানর্চ্চিতান্ যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" অনন্তর "ওঁ বিষ্ণুদেহোদ্ভবাঃ পুণ্যাস্তিলাঃ পাপপ্রণাশকাঃ। পিতুঃ * স্বর্গং প্রযচ্ছন্তু সংসারার্ণব-তারকাঃ। যথা মধুবধে বিষ্ণোর্ঘর্ম্মবিন্দু-সমুদ্ভবাঃ। তিলাঃ কুশাশ্চ সমিধস্তথা শান্ত্যৈ (শান্তৌ) ভবন্তু মে।" পরে গ্রহীতা উক্তদ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক 'ওঁ স্বস্তি' গায়ত্রী ও কামস্তুতি পাঠ করিবেন। কামস্তুতি যথা—"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।" 'এতে সবস্ত্র-তাম্রাধার-হেমগর্ভতিলাঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাঃ' ইহাও গ্রহীতার পাঠ্য। পরে দাতা দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিয়া দক্ষিণাদান করিবেন, যথা—"অদ্যেত্যাদি-কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-তাম্রাধার-হেমগর্ভতিল-দান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।" অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশান্তি কর্ত্তব্য।

* কেহ কেহ 'পিতুঃ' স্থলে "প্রেত" পদ উল্লেখ করেন, তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু, মন্ত্রে উহা নিষিদ্ধ।

ষোড়শদান

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোঽন্নং ততঃ পরম্। তাম্বূলচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃ পরম্। শয্যা চ পাদুকা গৌশ্চ কাঞ্চনং রজতস্তথা। দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে। ভূম্যাদি রজতান্ত ষোড়শদ্রব্য তাম্বূল ও বস্ত্র সহিত দাতব্য। আচমন ও 'ওঁ কুরুক্ষেত্র-গয়াগঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থাণ্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্ত্বিহ' এই মন্ত্র পাঠান্তে নিম্নোক্তমন্ত্রে প্রোক্ষণ, অর্চ্চনা, অধিপতি দেবতার্চ্চনা ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। যথা ভূমিদানে—"ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-সশস্য-প্রিয়দত্তভূম্যৈ নমঃ", ভূমিমূল্যদানে "এতস্মৈ (তৈজসাধার) সবস্ত্র-সশস্য-প্রিয়দত্ত-ভূমি-মূল্যায় নমঃ।" এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ ইত্যাদি," "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।" এই মন্ত্রে অর্চ্চনান্তে দানবাক্য পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ ষষ্টিসহস্রবর্ষাচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ অক্ষয়-স্বর্গকামো বা ইমাং সবস্ত্র-সশস্যপ্রিয়দত্ত-ভূমিং (ভূমিমূল্যস্থলে ইদং তৈজসাধার-সবস্ত্র সশস্য প্রিয়দত্তভূমিমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্) শ্রীবিষ্ণুদেবতা-কামর্চ্চিতাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" (সম্প্রদানপাত্র-সন্নিধানে 'তুভ্যমহং' বলিবে) এই মন্ত্রে ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, গায়ত্রী ও কামস্তুতি পাঠ করিয়া সবস্ত্র সশস্য-প্রিয়দত্তভূমিরিয়ং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকা (ভূমিমূল্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ বা) পাঠ করিবেন। ভূমিমূল্যদানে পাত্রে ধান্য ও কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা রাখিয়া দান করিতে হয়। ভূমিপ্রতিগ্রহে দত্ত ভূমির প্রদক্ষিণমাত্র, ভূমির অসন্নিধানে সেই ভূমির উদ্দেশে প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য। অন্যান্য দানে পূর্ব্ববৎ সমস্তই করিবে, কেবল অর্চ্চনা ও দানাদিবাক্য পৃথক্।

আসনদানে—"ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রদার্ব্বাসনসহিতবিচিত্রাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা। দানবাক্য যথা—'অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্র-দার্ব্বাসনসহিতবিচিত্রাসনং উত্তানাঙ্গিরোদৈবতম্ (শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" দক্ষিণাবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-দার্ব্বাসন-সহিত-বিচিত্রাসনদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।"

জলদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—"ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার-

জলায় বা তৈজসাধার-গঙ্গোদকায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।"

দানবাক্য যথা—অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রজলং বরুণদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-জলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থ-মিত্যাদি।

বস্ত্রদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রবস্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রবস্ত্রায় নমঃ ইত্যাদি।

দানবাক্য—অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রবস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-বস্ত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থ-মিত্যাদি। প্রতিগ্রহে বস্ত্রদশার প্রান্তগ্রহণ ও পরিধান কর্ত্তব্য।

প্রদীপদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-তৈজসাধার-দীপায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—অদ্যেত্যাদি ইমং সবস্ত্রতৈজসাধার-দীপম্ অগ্নিদৈবতং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং বা অর্চ্চিতং ইত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রতৈজসাধার-দীপদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গ-তার্থমিত্যাদি।

অন্নদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-তৈজসাধার-সঘৃতো-পকরণামান্নায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ ইত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রতৈজসাধার-সঘৃতোপকরণমামান্নং প্রজাপতিদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-তৈজসাধার-সঘৃতোপকরণামান্ন-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।

তাম্বূলদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার-তাম্বুলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রতৈজসাধার-তাম্বুলং বনস্পতি-দৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রতৈজসাধার-তাম্বুলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।

ছত্রদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রচ্ছত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় উত্তানাঙ্গিরসে বা বিষ্ণবে নম ইত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রচ্ছত্রম্ উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতম্ বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রচ্ছত্রদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ইত্যাদি।

গন্ধদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধারগন্ধায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইমং সবস্ত্রতৈজসাধার-গন্ধং গন্ধর্ব্বদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রতৈজসাধার-গন্ধদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।

মাল্যদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার-মাল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রতৈজসাধার-মাল্যং বনস্পতিদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতং ইত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রতৈজসাধার-মাল্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।

ফলদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রতৈজসাধার-ফলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রতৈজসাধার-ফলং বনস্পতিদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রতৈজসাধার-ফলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।

শয্যাদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য— ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রশয্যায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইমাং সবস্ত্রশয্যাং উত্তানাঙ্গিরোদেবতাকাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাম্ বা অর্চ্চিতাং ইত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রশয্যাদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থ-মিত্যাদি। শয্যাপ্রতিগ্রহে তদুপরি আরোহণ কর্ত্তব্য।

পাদুকাদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-চর্ম্মপাদুকা-(বা কাষ্ঠপাদুকা) যুগলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ ইত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্রচর্ম্মপাদুকাযুগলমুত্তানাঙ্গিরো-দৈবতং (শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা) অর্চ্চিতং ইত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-চর্ম্মপাদুকা-যুগল-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ইত্যাদি।

ধেনুদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রালঙ্কৃত-সবৎস-ধেনবে (অথবা এতেভ্যঃ সবস্ত্র সবৎস-ধেনুমূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-লভ্য-রজতখণ্ডেভ্যো) নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ ইত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি ইমাং সবস্ত্রালঙ্কৃতসবৎসধেনুং রুদ্রদেবতাকাং (অথবা ইমানি সবস্ত্র-সবৎস-ধেনুমূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটকলভ্য-রজত-খণ্ডানি শ্রীবিষ্ণুদেবতাকানি অর্চ্চিতানি) ইত্যাদি।

পরে ধেনুকে প্রাঙ্মুখীভাবে নিজ সম্মুখে স্থাপন করিবে ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
ওঁ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ।
যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্ব্বরদাঽস্তু মে॥
ওঁ চতুর্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্ক-শক্রশক্তির্যা ধেনুরূপা চ সা শ্রিয়ে॥
ওঁ স্বধা ত্বং পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা যজ্ঞভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকমপি স্থিরাম্।
প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় সুখায় তাম্॥

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্র-সবৎস-ধেনুদানকর্ম্মণঃ (অথবা সবস্ত্র-সবৎস-ধেনুমূল্য-ত্রিকার্ষাপণী-পরিমিত--বরাটকলভ্য-রজতখণ্ড-দান-কর্ম্মণঃ) সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।

প্রতিগ্রহে ধেনুর পুচ্ছধারণ কর্ত্তব্য।

কাঞ্চনদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রকাঞ্চনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রেত্যাদি।

দানবাক্য—ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্র-কাঞ্চনমগ্নিদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিতি বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্রকাঞ্চনদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং চন্দ্রদৈবতং রজতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিতি বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

রজতদানে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাবাক্য—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্ররজতায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ ইত্যাদি।

দানবাক্য—অদ্যেত্যাদি ইদং সবস্ত্ররজতং চন্দ্রদৈবতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বা অর্চ্চিতমিত্যাদি।

দক্ষিণাবাক্য—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সবস্ত্ররজতদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ইত্যাদি। *

দানসাগর-বিধি

ষোড়শসংখ্যক ষোড়শদানকে দানসাগর বলে। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ-দান-প্রণালীতে ইহার উৎসর্গ কর্ত্তব্য। পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ও সমষ্টিভাবে ষোলটি ষোড়শ দান করা যাইতে পারে। সমষ্টিভাবে দানে সর্ব্বত্র বহুবচন প্রয়োগ কর্ত্তব্য, যথা—ভূমিদানে 'ওঁ এতাভ্যঃ সবস্ত্রসশস্য-প্রিয়দত্ত-ষোড়শ-সংখ্যকভূমিভ্যো নমঃ।" এইরূপ দেয় দ্রব্য পুংলিঙ্গ হইলে পুংলিঙ্গযুক্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ হইলে (যথা—শয্যাভ্যঃ) স্ত্রীলিঙ্গযুক্ত বাক্য উল্লেখ করিতে হয়।

দানসাগরশ্রাদ্ধে অশ্ব, গজ, নৌকা, রথ, উষ্ট্র প্রভৃতিও শক্ত্যনুসারে দাতব্য। গজ, অশ্ব ও উষ্ট্র দানে প্রতিগ্রহকর্ত্তা গজে আরোহণ, অশ্বের কর্ণস্পর্শ ও রথে রথদণ্ড ধারণ করিবেন।

* কেহ কেহ ষোড়শদান ভোজ্যসহ করিয়া থাকেন, তন্মতে বাক্যে 'সভোজ্য' এই পদ-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ভূরিভোজ্যদান ষোড়শদানের অন্তর্গত নহে, ব্যবহার অনুসারে কর্ত্তব্য, "সবস্ত্র-ভূরিভোজ্যসমন্বিত-ভাজনায় নমঃ বা ভূরিভোজ্যেভ্যো নমঃ।" ইত্যাদি বাক্যে অর্চনা ও দান কর্ত্তব্য।

বৃষোৎসর্গ-ব্যবস্থা

অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ।
ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টস্তু নির্জ্জনে॥
তৎ কশ্চিদন্যো ন নয়েৎ ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্।
ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥

মৃত ব্যক্তির প্রেতত্বপরিহার ও স্বর্গলাভের জন্য যে চারিটি বৎসতরী (তিন বর্ষের ন্যূনবয়স্কা গাভী) সহিত বৃষ উৎসর্গ করা হয়, তাহাতে কোন ব্যক্তিরই ঔপাদানিক স্বত্ব হয় না, হল বা শকটবহন ক্রিয়া হইতে বৃষের চির-বিমুক্তি হইয়া থাকে, ঐ বৃষ কোনও দায়ভাগে পণ্ডিত হইতে পারে না, উৎসৃষ্ট বৎসতরীতে কাহারও অধিকার না থাকায় তাহার দুগ্ধ কখনই পেয় নহে। হোমাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করত বৎসতরী সহিত বৃষকে নির্জ্জন স্থানে পরিত্যাগ করাকে বৃষোৎসর্গ কহে। বৃষোৎসর্গকারী ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ দীন বাক্যে বিনীতভাবে জানাইবেন যে, 'ময়োৎসৃষ্টস্তু নির্জ্জনে। তৎকশ্চিদন্যো ন নয়েদ্‌নে বিভাজ্যং কদাচন। ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ।'

একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥
আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডতা॥

যে মৃতব্যক্তির মরণাবধি একাদশাহে (অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে) বৃষোৎসর্গ করা হয়, তিনি প্রেতলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করেন— এই বচনে 'একাদশাহে' শব্দ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় দ্বিতীয়বচনস্থ 'আদ্যশ্রাদ্ধদিন' অর্থে অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিনই বুঝিতে হইবে, বিশেষতঃ অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে বৃষোৎসর্গের বিধায়ক অন্য বচনও আছে। সুতরাং বিঘ্নবশতঃ পতিত আদ্যশ্রাদ্ধদিনে আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ব্বে বৃষোৎসর্গ বিহিত নহে। ত্রিপক্ষে অর্থাৎ প্রথম মৃততিথির পরতিথি হইতে গণনা করিয়া তৃতীয়পক্ষীয় মৃততিথিতে (শুক্ল তৃতীয়া মৃতের পক্ষে ৪৫ সংখ্যক কৃষ্ণ তৃতীয়ায়) মাসিক শ্রাদ্ধ যোগ্যতিথিযুক্ত দিবসে বৃষোৎসর্গ বিধেয়, ত্রিপক্ষে বৃষোৎসর্গের পর কাম্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। প্রমাণ যথা—

ঊর্দ্ধং ত্রিপক্ষাদ্‌যচ্ছ্রাদ্ধং মৃতাহস্ত্বেব তদ্‌ভবেৎ।

ঐরূপ ষষ্ঠ মাসে ও পূর্ণ সম্বৎসরে বিহিত বৃষোৎসর্গ বিষয়ে শ্রাদ্ধযোগ্য তিথিযুক্ত দিন ধর্ত্তব্য। মৃতসম্বৎসরমধ্যে সপিণ্ডন অপকর্ষ হইলে তদ্দিনে বৃষোৎসর্গ বিধেয় নহে, কেবল পূর্ণ সম্বৎসরে অকৃতসপিণ্ডীকরণ মৃত ব্যক্তিরই বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য।

এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যে স্থলে পূর্ব্বদিনে সপিণ্ডীকরণযোগ্য তিথি ও পরদিনে দ্বাদশমাসিক যোগ্য তিথিলাভ ঘটিবে, সে স্থলে সপিণ্ডীকরণের অনুরোধে তদাদি তদন্ত ন্যায়ে পূর্ব্বদিনেই দ্বাদশমাসিক তিথির কালসঙ্কোচ পূর্ব্বক দ্বাদশ মাসিকান্তে সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য, কিন্তু ঐ দিন সপিণ্ডীকরণাদি না করিয়া কেবলমাত্র বৃষোৎসর্গের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ইহা কোন কোন সম্প্রদায়ের মত। বস্তুতঃ "মাসিকানাং মৃততিথৌ বিধানাৎ ত্রৈপক্ষিকশ্রাদ্ধমপি মৃতাহে কর্ত্তব্যম্" এই স্মার্ত্তবচনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃষোৎসর্গান্তে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; বৃষোৎসর্গ সমাপন পূর্ব্বক সপিণ্ডীকরণ-সম্পাদন-যোগ্য কাল অপ্রাপ্ত হইলে তদ্দিনে বৃষোৎসর্গ স্মার্ত্তসম্মত নহে।

মৃত ব্যক্তির সমর্থ পুত্রাদি আত্মীয় বা যে কোনও সগোত্র বা ভিন্নগোত্র স্ত্রী বা পুরুষ অশৌচাধিকারী ব্যক্তিমাত্রেরই বৃষোৎসর্গে অধিকার আছে। না করিলে পুত্রাদি প্রত্যবায়ী হইবে, কিন্তু প্রেতের প্রেতত্ব-পরিহারবিষয়ে উহা নিয়ত কারণ নহে, ষোড়শ শ্রাদ্ধই নিয়ত কারণ। অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিনে বৃষোৎসর্গের অকরণে বিশেষ প্রত্যবায়শ্রুতি থাকায় উহা নিত্য, এতদ্ভিন্ন বৃষোৎসর্গমাত্রই কাম্য, সুতরাং উক্ত নিত্য বৃষোৎসর্গে মলমাসাদি প্রতিবন্ধক নহে। কাম্য বৃষোৎসর্গ অকালে নিষিদ্ধ।

আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, রেবতী-নক্ষত্রান্বিতা আশ্বিনী পূর্ণিমা, অয়ন ও বিষুব সংক্রান্তিচতুষ্টয়, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, অষ্টকাতিথি এবং চন্দ্রসূর্য্যের রাহুযোগ-কাল, এই সকল সময়ে দেবোদ্দেশে বা পিতৃলোকের স্বর্গোদ্দেশে কাম্যবৃষোৎসর্গ করিতে পারা যায়। তত্তৎসময়ে বৃষোৎসর্গ করিলে পূর্ব্বাপর চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়। কাম্য বৃষোৎসর্গের আদিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য।

পতিপুত্রবতী স্ত্রীর স্বর্গার্থে চন্দনধেনু দান করিবে। বৃষোৎসর্গে স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত কুমারেরও অধিকার আছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে

শ্বেতোদর কৃষ্ণপৃষ্ঠ বৃষ প্রশস্ত। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ, বৈশ্যের সুবর্ণাভ, শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ বৃষ উৎসৃজ্য।

অবিকৃতাঙ্গ এবং জীববৎসা দুগ্ধবতীর এক বা দুই বর্ণবিশিষ্ট বলিষ্ঠ দুই বৎসরের অন্যূনবয়স্ক বৎসকেই উৎসৃজ্য বৃষরূপে নির্ব্বাচন করিবে। বৎসতরীচতুষ্টয় সুরূপা, বলিষ্ঠা ও দ্বিবর্ষের অন্যূনবয়স্কা হওয়া উচিত, চারিটি বৎসতরীর অভাবে ২টি বা একটি বৎসতরী দ্বারাও বৃষোৎসর্গ করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—

দ্বিহায়নীভির্ধন্যাভিশ্চতুর্ভিঃ সহ রূপবান্।
দ্বাভ্যামথৈকয়াভাবাদুৎস্রষ্টব্যো দ্বিহায়নঃ॥

যে বৃষ লোহিতবর্ণ, কেবলমাত্র মুখে ও পুচ্ছে পাণ্ডুবর্ণ, যাহার খুর ও শৃঙ্গ শ্বেত, তাহাকে নীল বৃষ বলে। ঐ নীল বৃষকে অগ্রে রক্তবর্ণা, উভয় পার্শ্বে নীল ও পাণ্ডুবর্ণা, পশ্চাদ্ভাগে কৃষ্ণবর্ণা চারিটি বৎসতরী সহ উৎসর্গ করিলে বিশেষ ফল হয়।

বৃষ বন্ধনার্থ যূপ যজমানহস্তের চারি হস্তপ্রমাণ, বিল্ব উডুম্বর প্রভৃতি যজ্ঞকাষ্ঠনির্ম্মিত, গোলাকৃতি, সুশোভন ও স্থূল হওয়া উচিত। তাহার মস্তকভাগে বৃষ থাকিবে। কলিতে বিল্ব ও বকুলের যূপই প্রশস্ত।

বেদী যজমানহস্তের চতুর্হস্ত দীর্ঘ, চতুর্হস্ত প্রস্থ, এক হস্ত উচ্চ এবং গোময়োপলিপ্ত হইবে। বেদীর উপরিভাগে নারিকেলাদি পত্রশাখা দ্বারা মণ্ডপ রচনা করিবে এবং মণ্ডপের উপর বিচিত্র নব-বস্ত্রাদি আচ্ছাদন করিয়া দিবে। বেদীর পূর্ব্বপার্শ্বে বিকীর্ণ পঞ্চশস্যোপরি স্থাপিত ফলপল্লবযুক্ত দধ্যক্ষতান্বিত, বস্ত্র ও সিন্দুরাদিভূষিত পঞ্চ ঘট স্থাপন করিবে। উহার ঈশানকোণে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, উডুম্বরশাখা) ও ফলাদিসমন্বিত যুগ্মবস্ত্রাচ্ছাদিত শান্তিকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক ঘটসমীপে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (অসমর্থ পক্ষে অষ্টদলপদ্ম) নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপর তাম্রাদি পাত্রাধারে শালগ্রামশিলা (অভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যপ্রতিমা) রাখিতে হয়।

সমিধ।—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থূল, প্রাদেশপরিমিত দীর্ঘ, শাখাশূন্য ও ত্বক্‌সমন্বিত এবং একটি পত্রবিশিষ্ট ও কীটাদিবিহীন সমিধ্ প্রশস্ত।

কাংস্যপাত্রে অগ্নিগ্রহণ প্রশস্ত, অভাবে নূতন শরাবে লইবে। বস্ত্র, শূর্প

বা কেবল হস্তচালন দ্বারা বহ্নিপ্রজ্বালন নিষিদ্ধ। মৃন্ময়ী বা তাম্রময়ী চরুস্থালীই প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে অনুদ্ধৃতসার দুগ্ধস্থাপন দোষাবহ নহে। তণ্ডুল দেবতার জন্য বারত্রয়, মনুষ্যের জন্য বারদ্বয় এবং পিতৃলোকের জন্য একবার ধৌত করিবে। বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমে বিংশতি কাষ্ঠিকাহোম নিষিদ্ধ।

সামবেদীয়-বৃষোৎসর্গ-প্রয়োগ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্নানান্তে জলাশয়-সমীপে অথবা বেদীর নিকটে পূর্ব্বাস্যে আসীন হইয়া চতুর্দ্ধাশান্তি, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত, বৈতরণী ও তিলকাঞ্চন সমাধা করত মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা (কেহ কেহ প্রাতঃসন্ধ্যাও করেন) ও নিত্যপূজা সমাপন করিবেন।

সঙ্কল্প।—বেদীসন্নিধানে প্রদীপ প্রজ্বালন, গন্ধপুষ্পাদিযোগে গণেশাদি পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণান্তে কুশতিল-জলাদি গ্রহণ ও উত্তরাস্য হইয়া, বীরাসনে উপবেশন করত সঙ্কল্প করিবেন, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্‌দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেব-শর্ম্মণঃ প্রেতলোক-বিমুক্তিপূর্ব্বক-স্বর্গলোক-গমনকামঃ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি। ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্টা সিচং উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে।" সঙ্কল্পান্তে বরণ করিয়া মহাভারতনামোচ্চরণ ও বিরাটপাঠের সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন কর্ত্তব্য, ইহা স্মার্ত্তসিদ্ধান্ত।*

স্বস্তিবাচন।—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ মৎসঙ্কল্পিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহমিত্যাদি।—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি।

* বৃষোৎসর্গে বরণকার্য্য সঙ্কল্পস্থানীয়ত্ব নিবন্ধন স্বস্তিবাচনের পূর্ব্বেই হওয়া উচিত। স্মার্ত্ত-মতে 'শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য চ। কীর্ত্তয়েদ্ভারতঞ্চৈব তথা শ্রাদ্ধকৃৎ হবিঃ' এই বচনানুসারে স্বস্তিবাচনের পরেই অঙ্গকার্য্য—মহাভারতনামোচ্চারণের উল্লেখ থাকায় তৎপূর্ব্বে কর্ত্তব্য প্রধান কার্য্যের (বৃষোৎসর্গের) সঙ্কল্প অবগত হওয়া যাইতেছে।

তদনন্তর যজমান কুশতিলাদি লইয়া "অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতসোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমীয়হবিরক্ষয়ত্ব-কামো দশধা মহাভারত-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি।" (সঙ্কল্পান্তে দশধা 'মহাভারত' এই নাম উচ্চারণ করিবে।)

পুনর্ব্বার যজমান কুশতিলাদি লইয়া "অদ্যেত্যাদিমৎসঙ্কল্পিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়না-ভিধানমহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মহাভারতান্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ইত্যন্ত বিরাটপর্ব্বপাঠনামহং করিষ্যামি।" কতিপয় শ্লোকপাঠে শ্রীকৃষ্ণেত্যাদি—"জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ ইত্যাদি বিরাটপর্ব্বীয়কতিপয়শ্লোকপাঠনামহং করিষ্যামি।"

বরণ।—পূর্ব্বমুখ যজমান উত্তরাস্য ব্রহ্মাকে বলিবে, "ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্", ব্রহ্মা বলিবেন, "ওঁ সাধ্বহমাসে", যজমান "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং," ব্রহ্মা "ওঁ অর্চ্চয়।" যজমান ব্রহ্মাকে গন্ধপুষ্প-বস্ত্র দিয়া দূর্ব্বাতণ্ডুল দ্বারা ব্রহ্মার জানুদেশ ধারণ করত বলিবেন, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেব-শর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রহ্মা "ওঁ বৃতোঽস্মি," কর্ত্তা "ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু," ব্রহ্মা 'ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" এই নিয়মে অন্যান্য বরণ করিবে, হোতৃবরণে "হৌত্রাদিকর্ম্মকরণায়।" তন্ত্রধারকবরণে—"অদ্যেত্যাদি বৃষোৎসর্গকর্ম্মণি আচার্য্যকর্ম্মকরণায়।" সদস্যবরণে—"সদস্য-কর্ম্মকরণায়।" বিরাটপাঠকবরণে—"অদ্যেত্যাদি অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত-শ্রীমহাভারতান্তর্গত-বিরাটপর্ব্ব-পাঠনাকর্ম্মণি তৎপাঠকর্ম্মকরণায়" ইত্যাদি উল্লেখ্য। যজমান ব্যবহার অনুসারে বৃত ব্যক্তিগণকে যথানির্দ্দিষ্ট-ক্রিয়ায় বাচনিক নিয়োগ করিবেন।

তদনন্তর হোতা নিজ আসনে বসিয়া পঞ্চগব্য শোধন করিবেন, যথা—গায়ত্রী পড়িয়া গোমূত্র। ১। ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং—মন্ত্রে গোময়। ২। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে—দুগ্ধ। ৩। ওঁ দধিক্রাব্ণো—দধি। ৪। ওঁ ঘৃতবতী—ঘৃত। ৫। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যা-মাদদে। ৬। শেষোক্ত মন্ত্র পঞ্চগব্যে কুশবারি দিয়া, গায়ত্রী দ্বারা

পঞ্চগব্য একত্র সংযোগ করত ত্রিপত্রাগ্র দ্বারা মিশাইয়া বেদী অভ্যুক্ষণ করিবে, মন্ত্র—'ওঁ বেন্তা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।'

পরে বিচিত্র নূতন বস্ত্রে বেদীর উপরিভাগে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিতানবন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ ঊর্দ্ধ উনূণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্দ্ধোবাজস্য সবিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য হইতে ন্যাসান্ত কর্ম্ম সমুদয় যথাসাধ্য করিয়া পরে "মহীত্রাণা"—ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে। (ঘটস্থাপনক্রম,—"ভূমিং ধান্যং ঘটঞ্চৈব সিন্দূরং পল্লবং তথা। জলং ফলং তথা পুষ্পং স্থিরীকরণমেব চ॥" অনন্তর উক্ত স্থাপিত পঞ্চঘটে গণেশাদি দেবতাপূজা করিবে। যথা—প্রথমঘটে গণেশ, সূর্য্য, দ্বিতীয়ঘটে শিব, দুর্গা, তৃতীয়ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী; চতুর্থে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেয়, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়; পঞ্চমে নবগ্রহ ও দিগ্‌পালগণকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা কবিবে। পরে বিষ্ণুব পূজা কর্ত্তব্য। যথা—"বিষ্ণুং শারদচন্দ্র" ইত্যাদি ধ্যানান্তে বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ও পুনর্ধ্যান করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ষোড়শো-পচারে পূজা করিবে। অনন্তর বৃষোৎসর্গে গোযজ্ঞ ধর্ম্মের অতিদেশ বশতঃ রুদ্রের যথাবিধি পূজা কর্ত্তব্য। ধ্যান যথা—

ওঁ আপাতাল-নভস্তলান্ত-ভুবন-ব্রহ্মাণ্ডমাবিঃস্ফুরজ্জ্যোতিঃস্ফাটিকলিঙ্গ-মৌলি-বিলসৎ-পূর্ণেন্দুবান্তামৃতৈঃ। যঃ স্তোকাপ্লুতমেকমীশমনিশং রুদ্রানুবাকান্‌ জপন্‌ ধ্যায়েদীপ্সিতসিদ্ধয়ে ধ্রুতপদং বিপ্রোঽভিষিঞ্চেচ্ছিবম্‌। পরে তাম্রপাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক 'ওঁ রুদ্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। এইরূপ লক্ষ্মী ও অম্বিকার পূজাও কর্ত্তব্য।

অথ হোমবিধি।—যজমান হস্তপ্রমাণ শর্করা-(কাঁকর) অস্থি-কেশ ও তুষাদিবহিত পূর্ব্ব বা উত্তর নিম্ন বা সমভূমিতে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া গোম-য়োপলেপন পূর্ব্বক উত্তরদিকে কুশ (ত্রিপত্র) ও কুসুম সহিত জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন, ভূমিতে দক্ষিণজানু পাতন ও বহ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত বামহস্তের উত্তান প্রদেশ পাত কবত স্থণ্ডিলমধ্যে রেখাঙ্কন করিবে। যথা—দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধৃত কুশমূল দিয়া স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে ১অঙ্গুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র দ্বাদশাঙ্গুষ্ঠ মধ্যপর্ব্বমিত রেখা—"ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা' এই মন্ত্রে অঙ্কিত করিবে। ঐরূপ উক্ত রেখার মূলদেশ

হইতে উত্তরাগ্র একবিংশতি অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত রেখা 'ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা' এই মন্ত্রে. উক্ত রেখা হইতে সপ্ত অঙ্গুষ্ঠ অন্তরিত স্থানে পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত রেখা 'ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা' এই মন্ত্রে, পুনশ্চ ঐ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল অন্তরিত স্থানে পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত রেখা 'ওঁ রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা' এই মন্ত্রে, পুনরায় ঐ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলব্যবহিত স্থানে পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশপরিমিত রেখা 'ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা' এই মন্ত্রে অঙ্কন করিবে। পরে রেখাঙ্কনে উৎকীর্ণ মৃত্তিকা দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ঈশানকোণে অরত্নিপরিমাণ স্থান ব্যবধানে 'প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ' এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে রেখাভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণদিক্‌স্থিত কাংস্যপাত্রে আনীত অগ্নির সংস্কার কর্ত্তব্য. যথা—অগ্নি হইতে এক খণ্ড জ্বলৎকাষ্ঠ লইয়া 'প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ' এই মন্ত্রে নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে। পরে অবশিষ্ট অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক 'প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতাঽগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই মন্ত্রে নিজাভিমুখে রেখোপরি স্থাপনীয়। অনন্তর বামহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবেন—"ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" এই মন্ত্র পাঠান্তে 'ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি' এই মন্ত্রে সাহস নামক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।" এইরূপে ধ্যান, আবাহন ও পূজনান্তে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রকভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। হোতা ধারাসহিত জলপাত্র হস্তে লইয়া প্রদক্ষিণভাবে অগ্নির দক্ষিণদেশে অরত্নিমিত স্থান ব্যবধানে যাইয়া পূর্ব্বাভিমুখ বারিধারা পাত করিবেন, তদুপরি কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিবেন। অনন্তর আস্তৃত কুশের পূর্ব্বাদিদিকে পশ্চিমমুখে ও অনুপবিষ্টভাবে অবস্থান করত বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি আস্তীর্ণ কুশ গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্রে

নৈর্ঋতকোণে প্রক্ষেপ করিবেন। পরে জলস্পর্শ ও দক্ষিণপদ দ্বারা স্বকীয় বামপাদ আচ্ছাদন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে আস্তীর্ণ কুশ অভ্যুক্ষণ করত "প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ" ইহা বলিলে ব্রহ্মা "ওঁ সীদামি" এই মন্ত্রে উপবেশন করত কর্ম্ম-সমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্ন্যভিমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌনী হইয়া অবস্থান করিবেন। যজ্ঞসিদ্ধির অনুকূল সংস্কৃতভাষা-প্রয়োগ ব্যতিরেকে অযজ্ঞিয় ভাষা প্রয়োগ করিবেন না। অযজ্ঞিয় বাক্য বলিলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, যথা —"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞিয়বাগ্‌বচননিমিত্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ওঁ নমো বিষ্ণবে ইতি বা।" ব্রহ্মাকে কুশ ও কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। হোতা পুনশ্চ পূর্ব্বপথ দিয়া প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত চরুপাক করিবেন। চরুশ্রপণপ্রণালী যথা—অগ্নির উত্তরে চরুস্থালী (তৈজসী বা মৃন্ময়ী), স্রুক্, স্রুব, মেক্ষণ, সমিধ্, ঘৃত প্রভৃতি সংগ্রহ রাখিবেন। অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণাংশে পূর্ব্বাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া তদুপরি ধৌত উদূখল, মুষল, বেণুনির্ম্মিত সূর্প (চমসস্থজল প্রোক্ষিত) স্থাপনান্তে তাহাতে ব্রীহি অভাবে শালিধান্য রাখিয়া "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি' এই মন্ত্রে চরুস্থালীতে এক প্রসৃতি (মুষ্টিবিশেষ) পরিমিত ব্রাহি বা যব লইয়া উদূখলমধ্যে স্থাপন ও চমসস্থ জলে প্রোক্ষণ করিবেন। ঐরূপ "ওঁ পূষ্ণে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, ইন্দ্রায় ইত্যাদি, ঈশ্বরায়, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।" এই মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চরুস্থালীতে এক এক প্রসৃতি (কোশ) পরিমিত ব্রীহি, অমন্ত্রক দুই প্রসৃতি ব্রীহি স্থাপনীয়। অনন্তর দক্ষিণ ও বামমুষ্টি উর্দ্ধাধোভাবে রাখিয়া তদ্দ্বারা মুষলযোগে অবঘাত, সূর্প দ্বারা বারত্রয় প্রস্ফোটন, বৈণব ক্ষালনী দ্বারা বারত্রয় প্রক্ষালন কর্ত্তব্য। পরে চরুস্থালীতে সংস্কৃত ব্রীহি স্থাপনান্তে পবিত্র প্রদান ও পাকার্থ দুগ্ধ নিক্ষেপ করিবেন, মেক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বাদি প্রদক্ষিণভাবে স্থালীতল হইতে ঈষদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত অবঘট্টন করত সেইরূপে পাক করিবে—যাহাতে দাহকাঠিন্য, শৈথিল্য ও মণ্ডগালন রহিত হয় ও চরুর অভ্যন্তর উষ্ণ থাকে। পাক সম্পন্ন হইলে জলংকাষ্ঠ দ্বারা স্থালীমধ্য দর্শন পূর্ব্বক ঘৃতধারা দ্বারা দুইবার অভিঘারিত করত অগ্নির উত্তরে অবতারণান্তে পুনঃ জলদিন্ধন দ্বারা স্থালী-মধ্যদর্শন ও পুনঃ ঘৃতাভিঘারণ কর্ত্তব্য। পরে দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত ও অধোভাগে বামহস্ত অধোমুখে পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে

ভূমিতে রাখিয়া ভূমিজপ করিবেন, মন্ত্র যথা—"পরমেষ্ঠীঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহ ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্‌। পরা সপত্নান্‌ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্‌।"

পরে অগ্ন্যভিমুখে সুসংবদ্ধ হস্তদ্বয়ে উত্তর হইতে অগ্নির পরিসমূহন করিবেন, যথা—দক্ষিণহস্তগৃহীত কুশ দ্বারা অগ্নির উত্তরস্থান হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে নিম্নোক্তমন্ত্রত্রয়ে তৃণাদি অপসারণ করিবেন, যথা—"কুৎসঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা পৃষ্ঠ্যস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহন্যগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মারিষা মা বয়ন্তব।" ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ "ওঁ ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ম্‌। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব।" ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ "ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং ত্বমাদিত্যা আবহ তান্‌ হ্যশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব।" ঐ কুশগুলি ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নির চতুর্দ্দিকে কুশাস্তরণ করিবে। যথা—পূর্ব্বে—উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত মূলসমীপে ছিন্ন একপত্রীকৃত পূর্ব্বাগ্র কুশগুলিকে কুশান্তরের অগ্র দ্বারা আচ্ছাদন করত তিনবার আস্তরণ করিবে। এইরূপ দক্ষিণে ও উত্তরে—পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত, পশ্চিমে—উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত আস্তরণ কর্ত্তব্য। পরে পূর্ব্বাদিক্রমে দশদিকে স্বস্তিক দিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ ইন্দ্রায় বষট্‌, এবং অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋর্তায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়।" * পরে আস্তরণ কুশ হইতে সাগ্রকুশপত্রদ্বয় (পবিত্র) গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা ছেদন করিয়া, "প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করত তাম্রপাত্রে উত্তরাগ্রভাবে রাখিয়া তদুপরি হোমার্থ ঘৃত নিক্ষেপ করিবেন।

অনন্তর উক্ত পবিত্র অগ্রভাগে—বামহস্তোপরিকৃত অধোমুখ দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং মূলদেশে অধোমুখ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধারণ করিয়া পবিত্রমধ্যভাগ দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত উত্তোলন করত—'প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা

---

* বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমে বিংশতিকাষ্ঠিকা-হোম নিষিদ্ধ।

সবিতোৎপুনাম্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে অগ্নিতে সকৃৎ আহুতি দিয়া অমন্ত্রক দুইবার আহুতি দিবে। পরে ঐ কুশপত্রদ্বয় জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। আজ্যপাত্রের জল দ্বারা মার্জ্জন, অগ্নির উপরিস্থাপন, উত্তরদিকে অবতারণ এইরূপ তিনবার করিলে আজ্যসংস্কার হইবে, সকৃৎ সংস্কৃত আজ্যে বার বার ঘৃতমিশ্রণ করিলেও পুনঃ-সংস্কার করিতে হইবে না। এই প্রকার স্রুক্-স্রুব-মেক্ষণাদির সংস্কারও কর্ত্তব্য।

পরে দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাভিমুখে নিক্ষেপ করিবে। "প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে উত্তরাভিমুখে জলধারা দিবে। "প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরে পূর্ব্বাভিমুখে বারিধারা দিবে। "প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু" এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তে জলাঞ্জলি দ্বারা অগ্নিবেষ্টন করিবে। পরে দক্ষিণজানু উত্তোলন পূর্ব্বক নিম্নোপরিভাবে স্থাপিত বাম দক্ষিণ মুষ্টি দ্বারা ফল, পুষ্প ও কুশ গ্রহণ করত বিরূপাক্ষ জপ করিবে। প্রথমতঃ কাম্য-কর্ম্মে প্রপদমন্ত্রজপ আবশ্যক। যথা—"ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবন্তু।" পরমেষ্ঠীঋষী রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যস্ময়ে কুম্ভেহন্তঃ সন্নিহিতানি তানি। বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ সত্যম্। যত্তে দ্বাদশপুত্রাস্তে ত্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপযন্তি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি জপন্তং মা মা প্রতিজাপীর্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি,তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্ম উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু তুথোমা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ

পুত্রোঽমুজানাতু খাত্রো বা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽমুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্ববেদসে খাত্রায় প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।" এই মন্ত্র জপ করিয়া কুশগুলি ঈশানকোণে ফেলিয়া ফলপুষ্প 'এতে ফলপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্রে ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিবেন।

অনন্তর প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে সাহস নামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান কর্ত্তব্য। "ওঁ সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং জটামুকুটভূষিতম্। চতুঃশ্রোত্রং দ্বিনাসঞ্চ ষন্নেত্রঞ্চ দ্বিমস্তকম্। দ্বিমুখং সপ্তজিহ্বঞ্চ সপ্তহস্তং দ্বিপাদকম্। উপবীতিজটামৌলি-মুজ্জ্বলাহারকঞ্চুকম্। সর্ব্বাভরণসম্পন্নং পীতাম্বরধরং বিভুম্। বালার্ক-শতকোটীনাং মহাপিঙ্গললোচনম্। সিতপদ্মাসনং দেবমজবাহনসংস্থিতম্। পাদং পশ্চিমতঃ স্থাপ্য পূর্ব্বতঃ শির উচ্যতে। দক্ষিণে চ চতুর্হস্তং বামভাগে ত্রিহস্তকম্। শক্তিঞ্চৈব গদাঞ্চাপি স্রুক্স্রুবৌ দক্ষিণে করে। তোমরং পরশুং খড়্গং তস্য বামকরে স্থিতম্। দধীচিগোত্রসম্ভূতং প্রবরং ঘৃতকৌশিকম্।" এই মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া ওঁ (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) সাহসনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন করিবা পূজা করিবে।

তদনন্তর প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে ঘৃতপ্রক্ষিত সমিধ্ অমন্ত্রক বহ্নিতে দিয়া, কুশি দ্বারা চারিবার ঘৃতবিন্দু লইয়া,—'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে বহ্নির উত্তরভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। পুনর্ব্বার এই ক্রমে কুশি দ্বারা ঘৃতবিন্দুচতুষ্টয় লইয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। (ভৃগুগোত্র ভার্গবপ্রবর যজমান সম্বন্ধে ঘৃতবিন্দু চারিবার স্থলে পাঁচবার লইতে হয়।)

চরুহোম।—অগ্রে জুহূতে ঘৃতবিন্দু দিয়া চরুমধ্যে ঘৃত প্রদান করত মেক্ষণ দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণ ঐ ঘৃতযুক্ত অন্ন লইয়া জুহূতে রাখিবে। পরে স্থালীমধ্যে যে স্থান হইতে চরু লওয়া হইয়াছে, তথায় ঘৃত দিয়া জুহূস্থিত চরুর উপর ঘৃত দিবে। (এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র বারচতুষ্টয় ঘৃত লইতে হয়, কিন্তু ভৃগুগোত্রদিগের বিশেষ এই যে, কুশিস্থিত চরুর শেষ ঘৃতদান দুইবার করিতে হয় বলিয়া, ঘৃত-গ্রহণ উহাদিগের পাঁচবার ঘটিয়া থাকে।)

হোমমন্ত্র যথা—'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।' ১ (পূর্ব্বক্রমে ঘৃত ও চরু লইয়া) 'ওঁ পূষ্ণে স্বাহা। ২। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ৩। ওঁ ঈশ্বরায় স্বাহা।' ৪। এই চরু-হোমচতুষ্টয় করিয়া, তৎপরে জুহূতে কেবল ঘৃতবিন্দু চারিবার [ভৃগুগোত্রেরা

সর্ব্বত্র পাঁচবার] লইয়া 'ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা।"

পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জুহূতে চারিবার ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক মন্ত্রে হোম করিবেন, যথা,—'ওঁ শুক্রং তে অন্যৎ যজতন্তে অন্যৎ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রা পর্ব্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আবহতং সুবীরাঃ। বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্দ্ধেথাং গীর্ভিরিড়য়া মদন্তা স্বাহা। ওঁ আবোরাজানধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং স্বাহা।'

তদনন্তর জুহূতে একবার ঘৃতবিন্দু দিয়া, মেক্ষণ দ্বারা স্থালীর ঈশানকোণ হইতে প্রচুরতর চরু লইয়া কুশিতে স্থাপন পূর্ব্বক উহার উপর ঘৃতস্রবদ্বয় দিয়া, 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে হোম করিবে। (ভৃগুগোত্রেরা আদ্যন্তে দুই দুইবার ঘৃতবিন্দু দিবে।)

অনন্তর প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রকভাবে বহ্নিতে দিয়া ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে, যথা—'প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ১। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ২। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।' এই প্রকৃতকর্ম্মোক্ত হোম সম্পন্ন হইলে অগ্নিতে সমিধ্ দিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। স্মার্ত্তমতে মহাব্যাহৃতিহোমের পূর্ব্বে অগ্নিতে মেক্ষণনিক্ষেপ বিহিত।

প্রকৃত কর্ম্ম।—বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত বৃষকে পূর্ব্বাভিমুখে বহ্নিসন্নিধানে আনয়ন পূর্ব্বক বৃষের দক্ষিণপাদের মূলদেশে দণ্ডোৎপল (দণ্ডকলস নামক বৃক্ষবিশেষের লেখনী) অভাবে অন্য কাষ্ঠিকা দ্বারা কুঙ্কুম অভাবে হরিদ্রা লইয়া ত্রিশূল অঙ্কিত করিবেন, মন্ত্র যথা—"ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ* মানো গোষু মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মানো রুদ্র ভামিনোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে।" বৃষের বামপাদমূলে পূর্ব্ববৎ হরিদ্রা দ্বারা অরদণ্ডহীন

* 'আয়ুষিমানঃ' ইহা হস্তলিখিত পদ্ধতির পাঠ।

চক্র অঙ্কিত করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বর্দৃশম্।"

অনন্তর উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা হরিদ্রাঙ্কিত ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন গোপালক কর্ত্তৃক স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করাইবে। তৎকালে যজমান বেদীর ঈশানকোণ-সন্নিধানে হস্তপরিমিত গর্ত্তের চারিদিকে চারিটি উপযূপকাষ্ঠিকা দিয়া, যূপকে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবে। * তৎপরে যজমান কলসস্থ (অভাবে অন্য পাত্রস্থ) সর্ব্বৌষধি অভাবে চন্দনাদিসংযুক্ত সুগন্ধি জলপ্রোক্ষণ দ্বারা বৃষকে নিম্নোক্ত সামগান পূর্ব্বক (গানাসামর্থ্যে মন্ত্র বারত্রয় পাঠ্য) স্নান করাইবে, পাঠ্য মন্ত্র যথা—"ওঁ একো বৃষা বিবাজতি। ওঁ য এক ইদ্বিদয়তে বসু মর্ত্ত্যায় দাশুষে। ঈশানো অপ্রতিস্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ।"

তদনন্তর সর্ব্বৌষধিজল দ্বারা বৎসতরী-চতুষ্টয়কে অমন্ত্রক স্নান করাইয়া অহতবসনদ্বয় † দ্বারা বৃষকে আচ্ছাদন করত বৃষের ললাটদেশে সুবর্ণবীরপট্ট বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ সত্যমিত্থা বৃষে দসি বৃষজূতির্নোঽবিতা বৃষাহ্যগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি বৃষো অর্ব্বাবতি শ্রুতঃ। ওঁ বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব বৃষা ব্রতঃ বৃষা ধর্ম্মাণি দধ্রিষে॥" বৃষকে একবার বহ্নিপ্রদক্ষিণ করাইতে হয় ও তৎপশ্চাৎ লোহিতবর্ণা বৎসতরীকে অনুগমন করাইবেন, মন্ত্র যথা—"ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি হব্যাসি ইডাসি রন্তাসি সরস্বত্যসি মহ্যসি বিশ্রুতিরসি।"

প্রদক্ষিণীকৃত ও আভরণসমন্বিত ‡ বৃষকে যূপে পূর্ব্বাভিমুখে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিবেন, বৎসতরী-চতুষ্টয়কে যূপ-সংলগ্ন উপযূপ-চতুষ্টয়ে বন্ধন করিতে হয়। অনন্তর মাল্যাভরণাদি যুক্ত § বৎসতরী-সহিত বৃষকে পাদ্যাদি-দ্বারা অর্চ্চনা

* যূপের লক্ষণ শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

"চতুর্হস্তো ভবেদ্যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ।
বিল্বস্য বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে॥"

† ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতম্। অহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পাবনম্। অল্পধৌত নূতন দশাযুক্ত অপরিহিত শ্বেতবস্ত্রকে অহত বলে।

‡ বৃষালঙ্কার যথা—সুবর্ণবীরপট্ট ১ সুবর্ণশৃঙ্গ ২। রজতখুর ৪। তাম্রপৃষ্ঠ ১। কাংস্যক্রোড় ১। দর্পণ ১। লৌহঘণ্ট ১। চামর ১। লৌহনূপুর ৪।

§ বৎসতরীর অলঙ্কার যথা—মালা, চিরুণী, কাজললতা, ঝাঁপি, ঘুনসী, সিন্দূরকৌটা, ক্ষুদ্র দর্পণ।

করিবেন, যথা,—"এতৎ পাদ্যং ওঁ সোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণবৃষায় নমঃ।" অর্চ্চনান্তে বৃষকর্ণে মন্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য, যথা—"ওঁ পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানামথো পিতামহানাং গর্গরাণাং বৎসো জরায়ুঃ প্রতিধুক্ পীযুষমামিক্ষা ঘৃতং তদ্ধ্যস্য রেতঃ। ওঁ বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্ব্বতঃ॥ ওঁ তৎসৎ" ইহা উচ্চারণ করিয়া পরে উচ্চার্য্য মন্ত্রার্থ জ্ঞান করিবে, যথা—"হে বৎসতর্য্যো বো যুষ্মাকং এনং যুবানং পতিং স্বামিনং দদানি ত্যজামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বৃষেণ প্রিয়েণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যশ্চরথ ভ্রমথ, হে বৎসতর্য্যো, যূয়মপি মা নঃ নাস্মৎস্বত্ববিষয়া ভবিষ্যথ, কিন্তু ময়া ত্যক্ত্যা বয়ং বৃষস্য বৎসতরীণাঞ্চ (ভবতীনাঞ্চ পাঠান্তর) ত্যাগেন রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তজন্ময়া সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অন্নেন চ সম্মদেম হৃষ্টা ভবেম।"

উক্ত মন্ত্রের ঋষ্যাদি ও অর্থ বোধ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—"এনং যুবানমিত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং যুবানং পতিং বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তজন্মা সুভগা রায়স্পোষেণ সমিষামদেম।"

তৎপরে যজমান কুশতিল-গন্ধ-পুষ্পাদি-সমন্বিত জলপাত্রে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বৃষসংস্পৃষ্ট বস্ত্র বামকরে ধরিয়া বৃষ উৎসর্গ করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকবিমুক্তত্ব-স্বর্গলোকগমনকাম এনং রুদ্রদৈবতং সোপকরণবৎসতরী-সহিত-সোপকরণবৃষমহমুৎসৃজামি।"

অনন্তর স্বাভা, পৌষ্ণী প্রভৃতি ও রৌদ্রী সংহিতাদি মন্ত্রবিশেষ ক্রমান্বয়ে বৃষকে শ্রবণ করাইবে। প্রত্যেক মন্ত্রই গান করা উচিত। গান করিবার অসামর্থ্যে তিনবার পাঠ্য। স্বাভা যথা,—"ওঁ উপত্বা জাময়ো গিরো দেদীশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্।" পৌষ্ণী যথা,—"ওঁ অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনিমাংশ্চ ত্ব ইন্দো সরসি প্রধন্ব। ব্রধ্নশ্চিদ্ যস্য বাতো ন জূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ।" পাদ্যং যথা,—"ওঁ প্রসম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্।" বার্হস্পত্যং যথা—"ওঁ অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্ মিত্রো নদর্শতঃ। সংসূর্য্যেণ দিদ্যুতে॥" সোমঃ পৌষং যথা—"ওঁ সোমঃ পূষা চ চেততুর্ব্বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাম্। দেবত্রা

রথ্যোহি॑তাঃ।" গবাং ব্রতং যথা,—"ওঁ তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্ তা জানতী রভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভুবন্নরুণীর্যশসা গাবঃ।"

"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।" (মতান্তরে বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ্য) রুদ্রাধ্যায়ঋকচতুষ্টয় যথা,—"ওঁ আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্য-যজং বোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্। ১। ওঁ তদ্বো গায় সুতে সচা পুরুহূতায় সত্বনে। শং যদ্গবেন শাকিনে। ২। ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ। ৩। ওঁ অধিপতে মিত্রপতে ক্ষেত্রপতে স্বঃপতে ধনপতে নমঃ। ৭।" বামদেব্যং যথা—'ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভী যুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাম্। শতং ভবাঃ স্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ যথেষ্টং যূথং পর্য্যট।" এই মন্ত্রে বৎসতরীচতুষ্টয়সমন্বিত বৃষকে যূপ হইতে মোচন করত ঈশানদিকে কিঞ্চিৎ সঞ্চালন করিবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে,—"ওঁ ন খাদেঃ পরশস্যানি নাক্রামের্গর্ভিণীঞ্চ গাম্।" * পরে যজমান বৃষকে প্রদক্ষিণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া মৎস্যপুরাণীয় মন্ত্র বলিবে,—"ওঁ ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্ত্বিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্ত্বয়া সহ। † দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ। ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজন্ত্বিমাঃ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতর্ষিপোষক। ত্বয়ি মুক্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ (মনোরথাঃ) ॥ ওঁ মা মে ঋণোঽস্তু দৈবোঽথ পৈত্রো ভৌতোঽথ মানুষঃ। ধর্ম্মস্ত্বং ত্বৎপ্রপন্নস্য যা গতিঃ সাঽস্তু মে ধ্রুবা।" ভবিষ্যপুরাণোক্ত মন্ত্র যথা—"ওঁ যৎকিঞ্চিৎ দুষ্কৃতং কর্ম্ম লোভমোহাৎ কৃতং ভবেৎ। তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে।"

* 'ন খাদেৎ পরশস্যানি নাক্রামেদ্গর্ভিণীঞ্চ গাম্' ইহা স্মার্ত্তসম্মত পাঠ।
† একটি বৎসতরীর সহিত বৃষোৎসর্গেও এই মন্ত্র অবিকৃতভাবে পাঠ্য।

মৎস্যপুরাণোক্ত মন্ত্র যথা—"যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সম্ভবন্তি চ। তাবদ্বর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ॥"

তৎপরে ভবিষ্যপুরাণীয় মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। দশজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ। ততঃ প্রক্ষীণ-কর্ম্মাসৌ মোক্ষমাপ্নোত্বসংশয়ম্॥ ওঁ মোচিতোঽসি ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা গতিরস্তু তে। মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধ্যর্থং তরিত্বং ভবসাগরে॥"

তদনন্তর প্রাচীনাবীতী, উত্তরীয়বিহীন, পাতিতবামজানু ও দক্ষিণামুখ হইয়া কুশময় মোটক ও তিলসমন্বিত বৃষপুচ্ছগলিত জল তাম্রাদি পাত্রে লইয়া দক্ষিণাগ্র আস্তীর্ণ কুশের উপর তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণমেতদ্বৃষপুচ্ছগলিতসতিলোদকেন (গঙ্গোদকস্থলে সতিলগঙ্গোদকেন) তর্পয়ামি।" এই মন্ত্রে বারত্রয় তর্পণ করিবে। তৎপরে বিপরীত উত্তরীয় ধারণ করত পশ্চাদুক্ত মন্ত্রে ঐ জল দ্বারা বারত্রয় তর্পণ করিতে হয়, যথা—"ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে। মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্যে পিতৃপক্ষকাঃ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ। যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ। বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥"

উদীচ্য-কর্ম্ম।—প্রকৃতকর্ম্ম (বৃষোৎসর্গ) শেষ হইলে হোতা বর্হিতে বিনা মন্ত্রে সমিধ্ প্রদান করত মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া উদীচ্যকর্ম্ম করিবে। সঙ্কল্প যথা—কুশতিলাদিসমন্বিত জলে হস্ত রাখিয়া "অদ্যেত্যাদি অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিতসোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিতসোপকরণবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত-হোমমহং করিষ্যামি।"

পরে করপুটে কহিবে,—'অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি, বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ' ইত্যাদিক্রমে আবাহন করত অর্চ্চনা করিয়া, মহাব্যাহৃতিহোমকরণানন্তর প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে. যথা—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ

প্রজাপতির্দেবতা (ব্যস্ত) সমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।"

পুনঃ পূর্ব্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ করত * মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে।

পরে ভবদেবমতে শাট্যায়নহোম করিবে। সঙ্কল্প যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিতসোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গ-কর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোম-মহং কুর্ব্বীয়। ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এই মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতিহোমান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্র-গুলি দ্বারা এক একটি ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা। প্রজাপতি-র্ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো বিশ্ব-বেদসে স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্বিভাবসুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিঃ শতক্রতুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বং পাহি শতক্রতো স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনু-ষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া। পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহরধ্যা নিবর্ত্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া বিশ্বপ্স্ন্যা বিশ্বতস্পরি স্বাহা। প্রজাপতি-র্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথং

* 'সমিধাদিষু হোমেষু মন্ত্রদৈবতবর্জ্জিতা। পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ ইন্ধনার্থং সমিদ্ভবেৎ' এই বচনানুসারে কর্ম্মের আদিতে ও অন্তে সমিৎপ্রক্ষেপ এবং "আজ্যাহুতিহবনাদেশে পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ মহাব্যাহৃতিহোমঃ" এই বচনানুসারে আজ্যাহুতির আদি ও অন্তে মহা-ব্যাহৃতিহোম বিহিত হইয়াছে। গোভিলগৃহ্য ও স্মার্ত্তমতে বৃষোৎসর্গে প্রায়শ্চিত্তহোমে কেবল ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম বিহিত হইয়াছে। উদীচ্যকর্ম্মে অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তহোম, নবগ্রহহোম ও দিক্‌পালহোম বিহিত নহে। ভবদেবভট্টমতে শাট্যায়নহোম বিহিত থাকায় উহা লিখিত হইল।

স্বাহা। প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।"

অনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম ও সমিধ্‌ প্রক্ষেপ করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোমার্থ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তদন্তে পুনরায় মহাব্যাহৃতিহোম ও সমিৎপ্রক্ষেপ কর্ত্তব্য।

অনন্তর নবগ্রহহোম করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে স্বাহা। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা। ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্‌ৎসেনাঃ প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা। ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্‌যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা। ওঁ গ্রহাধিদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ গ্রহপ্রত্যধিদেবতাভ্যঃ স্বাহা।

পরে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও সপ্তলোকপালগণের হোমান্তে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবে, মন্ত্র যথা—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।" এই মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি বেষ্টন করিবে। "প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অনুমংস্যাঃ।" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ দিকে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে। "প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমংস্যাঃ" এই মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমদিকে দক্ষিণপ্রান্ত হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে। 'প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে

বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যসংস্থাঃ' এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পশ্চিম-প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত জলধারা দ্বারা সিক্ত করিবে। পরে আস্তরণ-কুশ (অভাবে অন্য কুশমুষ্টি) লইয়া 'প্রজাপতির্ঋষির্বয়ো দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তু বয়ঃ।' এই মন্ত্রে অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ তিনবার ঘৃতাভ্যক্ত করিবে ও মন্ত্রও বারত্রয় পাঠ্য। ঐ কুশগুচ্ছ জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া 'প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা দর্ভ-জুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে 'অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি' এই মন্ত্রে মৃড়নামক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক যথাযথভাবে আবাহন ও পূজান্তে ঘৃতপূর্ণ স্রুকে পূর্ণাহুতি দিবে। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।" পরে আচারাৎ ঈশানকোণে (ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ) "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে দধি দিয়া উক্ত-স্থান হইতে স্রুব দ্বারা ভস্ম আহরণ পূর্ব্বক যজমানের ললাটাদিতে "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক দিবে। পরে "ওঁ অদ্যেত্যাদি বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোম-কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তদমুকল্প-ভোজ্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবত-মর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং দদানি।" এইরূপ হোতা, আচার্য্য ও সদস্যকে দক্ষিণাবাক্যে দক্ষিণা দিয়া মূলদক্ষিণা করিবে। যথা—"ওঁ অদ্যে-ত্যাদি কৃতৈতৎ-সোপকরণ বৎসত রী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিমং বৃষং রুদ্রদৈবতং দক্ষিণামিদং বৃষমূল্যং(১।০ পাঁচসিকা) পঞ্চকার্ষাপণীপরিমিত-বরাটকলভ্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে আচার্য্যায়াহং দদানি।"—এইরূপ মহাভারতনামোচ্চারণ ও বিরাটপর্ব্ব-পাঠনাব দক্ষিণান্ত করিয়া বৃষোৎসর্গের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য-শান্তি (বামদেব্যগান বা ত্রিধা 'কয়ানশ্চিত্র' ইত্যাদি ঋকৃত্রয়পাঠ) পূর্ব্বক কর্ম্ম-সাঙ্গতার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য, যথা—'প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" পরে "ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বার্চ্চাং স্বমালয়ম্। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ॥" এই মন্ত্রে (ঘটে) আবাহিত দেবগণকে বিসর্জ্জন করত "ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্র

পাঠ্য। অবশেষে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কলসস্থ জলে অবভৃথস্নান করিতে হয়।

মতান্তরে যজমান এই বাক্যগুলি ব্রাহ্মণদিগকে শুনাইবেন, যথা—"অস্মিন্ কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টঞ্চ নির্জ্জনে। তৎকশ্চিদন্যো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্। ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥"

আদ্যশ্রাদ্ধদিনে উক্ত কার্য্য হইলে ইহার পর প্রেতের আদ্যশ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণাদিভোজন করাইতে হয়। বৃষের অভাব হইলে প্রেতবৃষোৎসর্গে—দর্ভময় বা পিষ্টময় অথবা মৃন্ময় বৃষ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক যথোক্ত নিয়মে উৎসর্গ করিবে। প্রমাণ যথা—গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে—

"একাদশেঽহ্নি সম্প্রাপ্তে বৃষাভাবো ভবেদ্যদি।
দর্ভৈঃ পিষ্টৈস্তু সম্পাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্বুধঃ॥
বৃষোৎসর্জ্জনবেলায়াং বৃষাভাবঃ কথঞ্চন।
মৃত্তিকাভিস্তু দর্ভৈর্ব্বা বৃষং কৃত্বা বিমোক্ষয়েৎ॥"

ইতি বৃষোৎসর্গবিধি।

চন্দন-ধেনুদান-বিধি

"পতিপুত্রবতী নারী ম্রিয়তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ। চন্দনেনাঙ্কিতাং ধেনুং তস্যাঃ স্বর্গায় কল্পয়েৎ। সাধ্বী পতিব্রতা নারী ম্রিয়তে যাঽগ্রতস্তয়োঃ। বৃষং নৈবোৎসৃজেৎ পুত্রো যাবৎ পিতরি জীবতি॥ মৃতপুত্রা চ যা নারী সংগৃহীতা তু যা ভবেৎ। তস্যা ধেনুর্ন দাতব্যা বৃষোৎসর্গো বিধীয়তে। অপুষ্পিতা মৃতা কাচিৎ তস্যা ধেনুর্বিগর্হিতা। দদ্যাদ্ ধেনুং সুতো জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বৃষমুৎসৃজেৎ" ইত্যাদি বচনপর্য্যালোচনায় সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে স্ত্রীলোকের মৃত্যু-কালে স্বামী ও আত্মজ বর্ত্তমান থাকিবে এবং ধেনুদানকালে স্বামী ও পুত্রের সত্তা হইবে, সেই বহুপুত্রিণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃষোৎসর্গের পরিবর্ত্তে চন্দনাঙ্কিত ধেনু দান করিবে, কনিষ্ঠ পুত্র বৃষোৎসর্গ করিবে। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু-কালে যদি রজোনিবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে বৃষোৎসর্গই বিধেয়। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠপুত্র চন্দনধেনু দান করিয়া বৃষোৎসর্গ করিবে, ইহাও মতান্তরসিদ্ধ। গর্ভজাত পুত্র ব্যতিরেকে অপর দ্বারা চন্দনধেনুদান হয় না। "একাদশাহে প্রেতায়াঃ ষণ্মাসে চাব্দিকে তথা। ত্রিপক্ষে মাসিকে বাপি

দত্তাদ্‌গাং চন্দনাঙ্কিতাম্‌॥" এই বচনানুসারে অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনবৎ ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠমাসে ও পূর্ণসংবৎসরেও চন্দনধেনুদান করিতে পারা যায়। ইহার ব্যবস্থা বৃষোৎসর্গবৎ জানিবে।

যজমান চতুর্দ্ধা-শান্তি প্রভৃতি অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিনের যাবতীয় কার্য্য ও নিত্যকার্য্যসমাপনান্তে বেদী-সন্নিধানে উত্তরাস্তে বসিয়া গণেশাদিকে গন্ধ-পুষ্প দিয়া বিষ্ণুস্মরণ ও সর্ব্বমঙ্গল্যমিত্যাদি পাঠান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা— "বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকীদেব্যা অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যাঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ সোপ-করণ-সবৎসচন্দনাঙ্কিত-ধেনুদানমহং করিষ্যামি।" পরে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

অনন্তর যজমান পুণ্যাহ স্বস্তিবাচনাদি করিবেন। * যথা—"আতপতণ্ডুল-হস্তে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্‌ চন্দনাঙ্কিত-সবৎস-ধেনুদান-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এইরূপে "স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" "ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" বলিলে ব্রাহ্মণ-গণ যথাযথ "ওঁ পুণ্যাহং ওঁ স্বস্তি ওঁ ঋধ্যতাম্‌" তিনবার বলিবেন। পরে স্বস্তি-সূক্ত ও সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠান্তে হোমায় হবির অক্ষয়ত্বকামনায় মহা-ভারতনামোচ্চারণের সঙ্কল্প করিবেন, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত-অলঙ্কৃত-সবৎস-চন্দনাঙ্কিত-ধেনুদান-কর্ম্মাঙ্গ-হোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকামো দশধা মহাভারত-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি।" তৎপরে বিরাটপর্ব্ব পাঠের সঙ্কল্প কর্ত্তব্য, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি সঙ্কল্পিতালঙ্কৃত-সবৎস-চন্দনাঙ্কিত-ধেনুদান-কর্ম্মাঙ্গ-হোমীয়-হবিরক্ষয়ত্ব-

* 'আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজপয়োঃ' ইত্যাদি বচনানুসারে বরণকার্য্যকে আরম্ভস্বরূপ বুঝা যাইতেছে। অনন্তর "শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্‌ স্বস্তিবাচ্য চ। কীর্ত্তয়েদ্‌ভারতঞ্চৈব তথা স্যাদক্ষয়ং হবিঃ' এই বচনে স্বস্তিবাচনের পর অঙ্গকার্য্য মহাভারতোচ্চা-রণের নক্ষত্র আগত হওয়ায় সঙ্কল্পানন্তর স্বস্তিবাচন যুক্তিসিদ্ধ ও শাস্ত্রসঙ্গত।

রাঢ়ীয়গণ হোমার্থ হবির অক্ষয়ত্বকামনায় মহাভারতনামোচ্চারণবৎ বিরাটপর্ব্বও পাঠ করাইয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, বৃষোৎসর্গে গোযজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়ার অতিদেশ হইয়াছে, এবং গোমাহাত্ম্য ও গোরক্ষার জন্য ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরাদির প্রাণসংশয় যুদ্ধে আত্মনিয়োগ প্রভৃতি বিরাটপর্ব্বেই বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। সুতরাং গোযজ্ঞ সদৃশ বৃষোৎসর্গে গোরক্ষার মাহাত্ম্যভাবোদ্বোধকরণার্থ ও গোরক্ষা হইলে হোমীয় ঘৃতাদিও অক্ষয়ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এতদর্থেও বিরাটপাঠের ব্যবস্থা আছে।

কামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-শ্রীমন্মহাভারতান্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ" ইত্যাদি 'নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ' ইত্যন্ত-বিরাটপর্ব্ব-পাঠনাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" কেহ কেহ শ্রাদ্ধে মৃতব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনায় শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা পাঠ করাইয়া থাকেন। উহাতে সঙ্কল্পাদি বিরাটপর্ব্বপাঠ-সঙ্কল্পবৎ। বিশেষ এই যে, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকী-দেব্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণেত্যাদি—মহাভারতান্তর্গত-ভীষ্মপর্ব্বীয় ওঁ ধৃত-রাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। ইত্যাদি 'তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম' ইত্যন্ত-ভগবদ্গীতাপর্ব্ব-পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

বরণ।—পূর্ব্বমুখ যজমান উত্তরমুখ ব্রাহ্মণকে 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাং' বলিলে ব্রতী "ওঁ সাধ্বহমাসে" বলিবেন। যজমান "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিয়া গন্ধ-পুষ্প দান করিলে ব্রতী "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। তৎপরে যজমান গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া তদীয় জানু ধারণ করত বলিবেন,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুকীদেব্যা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত-সোপকরণ-চন্দনাক্তিত-ধেনুদান-কর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মাণমভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রহ্মা, 'ওঁ বৃতোঽস্মি' কহিবেন। এই প্রণালীতে হোতাকে—হোতৃকর্ম্মকরণায়, তন্ত্রধারককে—আচার্য্যকর্ম্মকরণায় ও সদস্যকে—সদস্যকর্ম্মকরণায় বলিয়া বিরাটপাঠককে 'মৎ-সঙ্কল্পিত-বিরাটপর্ব্ব-পাঠনাকর্ম্মণি তৎপাঠকর্ম্মকরণায়' ইত্যাদি বরণ করিতে হয়।

যজমান বা হোতা পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্রে শুদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বেদী অভ্যুক্ষণ করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হি-রিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।" পরে বেদীর উপর বিচিত্র বিতান বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ ঊর্দ্ধ ঊষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবোন সবিতা। ঊর্দ্ধোবাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।" অনন্তর সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি করিয়া বেদীর পূর্ব্বাংশে পঞ্চঘট স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে বৃষোৎসর্গবিধানে গণেশাদির অর্চ্চনা করত বিষ্ণু, লক্ষ্মী, রুদ্র ও অম্বিকার পূজা করিবে। তৎপরে বৃষোৎসর্গোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বৃষোৎসর্গপদ্ধতিক্রমে হোমাদি সমাধা করিবে।

প্রকৃতকর্ম্ম।—সবৎসা ধেনুকে বেদীর নিকটে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া রাখিবে। তৎপরে হোতা কুশ দ্বারা শ্বেতচন্দন লইয়া,—"ওঁ মানস্তোকে তনয়ে

মান আয়ুষি (আয়ৌ) মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ বীরান্মানো রুদ্র-ভামিনোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে।" এই মন্ত্রে ধেনুর বাম সক্থি-(বামপাদ-মূলদেশ) স্থানে ষড়ঙ্গুলপরিমিত ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে। পুনর্ব্বার কুশা দ্বারা চন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক—"ওঁ বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমান স্বর্দৃশম্" এই মন্ত্রে ধেনুর দক্ষিণপাদমূলে পঞ্চাঙ্গুলপরি-মিত চক্রদণ্ডহীন গোলাকার চক্র অঙ্কিত করিতে হয়।

এই কালে যজমান বেদীর ঈশানকোণে সবৎসা-ধেনু-চিহ্নিত যুপ আরো-পণ করাইবে।

তৎপরে যজমান বৃষোৎসর্গোক্ত বৃষস্নানমন্ত্রে ধেনুকে স্নান করাইবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ একো বৃষা বিরাজতি। ওঁ য এক ইদ্বিদয়তে বসুমর্ত্ত্যায় দাশুষে। ঈশানোঽপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ।" (সর্ব্বত্র গানাসামর্থ্যে মন্ত্র বারত্রয় পাঠ্য)

অনন্তর বস্ত্র দ্বারা ধেনুর দেহমার্জ্জনা করত গন্ধদ্রব্য, চন্দন, পুষ্পাঞ্জলি, সিন্দুর, গোরোচনা, স্বর্ণশৃঙ্গদ্বয়, রৌপ্যখুর, কাংস্য-ক্রোড়, তাম্রপৃষ্ঠ, ঘণ্টা, চামর, বস্ত্র, কর্ণদ্বয়ে প্রবাল ও মালা দ্বারা ধেনুকে অলঙ্কৃত করিয়া,—"এতৎ পাদ্যং ওঁ সবৎস-সালঙ্কার-চন্দনাঙ্কিত-ধেনবে নমঃ" ইত্যাদিরূপে পাদ্যাদি দ্বারা ধেনুর অর্চ্চনা করিয়া, বৃষোৎসর্গোক্ত শ্রাব্য মন্ত্র পড়িবে, যথা—"ওঁ সত্যমিত্থা বৃষেদসি ইত্যাদি। ১। বৃষাদেব দ্যুমাং অসি ইত্যাদি। ২। ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি ইত্যাদি।" ৩। তৎপরে ধেনুকে প্রাঙ্মুখী করিয়া বসন দ্বারা যূপে বন্ধন করিবে। অনন্তর যজমান উত্তরাভিমুখ হইয়া, ধেনুর মস্তকাদিক্রমে অঙ্গদেবতার অর্চ্চনা করিবে, যথা—"শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" এইরূপ ললাটে বৃষধ্বজায়। কর্ণয়োঃ অশ্বিনীকুমারাভ্যাম্। চক্ষুষোঃ শশি-ভাস্করাভ্যাম্। জিহ্বায়াং সরস্বত্যৈ। দন্তে বসুভ্যঃ। ওষ্ঠয়োঃ সন্ধ্যায়ৈ। গ্রীবায়াং নীলকণ্ঠায়। হৃদি স্কন্দায়। রোমকূপেষু ঋষিভ্যঃ। দক্ষিণপার্শ্বে কুবেরায়। বামপার্শ্বে বরুণায়। রোমাগ্রে রশ্মিভ্যঃ। উরুষু ধর্ম্মায়। জঙ্ঘাসু অধর্ম্মায়। শ্রোণিতটে পিতৃভ্যঃ। খুরমধ্যে গন্ধর্ব্বেভ্যঃ। খুরাগ্রে অপ্সরোভ্যঃ। লাঙ্গুলে দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ। গোময়ে মহালক্ষ্ম্যৈ। গোমূত্রে গঙ্গায়ৈ। পয়োধরেষু চতুঃসাগরায়।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিবে,—"ওঁ ইন্দ্রস্য চ স্বমিন্দ্রাণী বিষ্ণোর্লক্ষ্মীশ্চ যা স্মৃতা। রুদ্রস্য গৌরী যা দেবী সা দেবী বরদাস্তু মে॥ ওঁ যা লক্ষ্মীর্লোক-পালানাং যা চ দেবেষবস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু॥

দেহস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য সদা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু। ওঁ সর্ব্বদেবময়ী দোগ্ধ্রী সর্ব্বলোকময়ী তথা। ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ স্বর্গং প্রযচ্ছতু॥"

তদনন্তর যজমান ত্রিপত্র দ্বারা ধেনুর অঙ্গে জলের ছিটা দিয়া, ধেনু দান করিবে, যথা—

'ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রালঙ্কৃত-বৎসসহিতচন্দনাঙ্কিতধেনবে নমঃ'—এই প্রণালীতে বারত্রয় প্রোক্ষণ ও পূজা করিয়া, 'এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ রুদ্রায় নমঃ, এতৎ-সম্প্রদানায় ওঁ আচার্য্যায় নমঃ' গন্ধপুষ্প দিয়া 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুক্যা অশৌচান্তা-দ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুক্যাঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বক-স্বর্গ-লোকগমনকাম এতাং সবস্ত্রালঙ্কৃত-সবৎসাং ধেনুং রুদ্রদেবতাকাং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।' কর্ত্তা আচার্য্যকরে জল দিবে। গ্রহীতা ধেনুর পুচ্ছ ধরিয়া সপ্রণব গায়ত্রী পাঠ করত "ধেনুরিয়ং রুদ্রদেবতাকা" বলিবেন এবং কামস্তুতিমন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা— "ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।"

অনন্তর যজমান দক্ষিণমুখ এবং প্রাচীনাবীতী, উত্তরীয়হীন ও পাতিত-বামজানু হইয়া ধেনুপুচ্ছগলিত সতিল জল দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে, যথা—"ওঁ অমুকগোত্রাং প্রেতাং অমুকীদেবীমেতৎসতিলচন্দনাঙ্কিতধেনু-পুচ্ছগলিতোদকেন তর্পয়ামি।" পুনর্ব্বার ঐ ক্রমে বিকৃত-উত্তরীয় হইয়া পশ্চাল্লিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে, যথা—"ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে, মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্যে পিতৃপক্ষকাঃ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ। যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধ-বর্জ্জিতাঃ। ধেনূৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥"

অনন্তর বৃষোৎসর্গোক্ত আভা, পৌষ্ণী প্রভৃতি ও রুদ্রাধ্যায়, ঋক্‌চতুষ্টয় এবং বামদেব্য মন্ত্র লইয়া পঞ্চদশসংখ্যায় লিখিত শ্রাব্য মন্ত্র সকল উহ করত পাঠ করিবেন।

তৎপরে হোতা উদীচ্যকর্ম্ম করিবেন,—সঙ্কল্পে—"অদ্যেত্যাদি—অমুক-গোত্রায়াঃ প্রেতায়া অমুক্যা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ (যজমানের নামোল্লেখ করিয়া) সঙ্কল্পিত-সোপকরণচন্দনাঙ্কিত-

ধেনুদান-কর্ম্মাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।" অন্যান্য কার্য্য বৃষোৎসর্গবৎ করিয়া উদীচ্যকর্ম্মসমাধান্তে যজমান বরণদক্ষিণা প্রদান করিয়া,—ধেনুদানের দক্ষিণান্ত করিবে, যথা—দক্ষিণা অর্চ্চনা করিয়া, "অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ-সালঙ্কৃত-সবৎসধেনুদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং বৃষমূল্যং পঞ্চকার্ষাপণী-পরিমিত-বরাটকলভ্য-রজতখণ্ডাদিকমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক-গোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে আচার্য্যায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।" * আচার্য্য 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া দক্ষিণা লইবেন। মূলদক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রা-বধারণ, বৈগুণ্যসমাধান ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

আদ্যশ্রাদ্ধ

একটি মৃতব্যক্তির উদ্দেশে একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন পূর্ব্বক যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা একোদ্দিষ্ট।

> দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
> সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধষোড়শম্॥
> যস্যৈতানি ন দীয়ন্তে প্রেতশ্রাদ্ধানি ষোড়শ।
> পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥

দ্বাদশমাসিক, ষাণ্মাসিকদ্বয় (মাসিকের ও সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বতিথিতে কর্ত্তব্য) আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ এই ষোলটি শ্রাদ্ধ না করিলে শত শত শ্রাদ্ধেও প্রেতত্ব পরিহার হয় না। প্রেতশ্রাদ্ধের অধিকারিক্রমে উক্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, পূর্ব্বাধিকারীর অসামর্থ্য ঘটিলে ১বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া অপর পরবর্ত্তী অধিকারী শ্রাদ্ধ করিবেন, পরন্তু দৈবাৎ

* যদিচ 'বৃষতুল্যবয়োবর্ণো বৃষঃ স্যাদ্দক্ষিণা দ্বিজ। বৃষোৎসর্গে তথা পুংসাং স্ত্রীণাং স্ত্রী-গৌর্বিশিষ্যতে' এই বচনানুসারে চন্দনধেনুদানে ধেনুই দক্ষিণা অবগত হওয়া যায়, তথাপি "আচার্য্যায় চ দক্ষিণাম্। বৃষভঞ্চ ততো দদ্যাৎ আচার্য্যায়-গুণান্বিতম্' এই বচনে চন্দনধেনুদান-প্রকরণে বৃষদক্ষিণা কথিত হওয়ায় স্ত্রীলোকের বৃষোৎসর্গে ধেনু দক্ষিণা বুঝিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি প্রেতশ্রাদ্ধ করিলে তাহা অসিদ্ধ হয় না,তাহার জন্য পুনরায় উক্ত শ্রাদ্ধ মুখ্যাধিকারীর কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রেতশ্রাদ্ধ আমিষযুক্ত বহুব্যঞ্জনসমন্বিত পক্বান্ন দ্বারা সম্পাদন করিবেন। আদ্যশ্রাদ্ধদিনে মৃতব্যক্তির প্রিয় বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যাদি প্রেতশ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

শ্রাদ্ধাধিকারী প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে খোলা, কুশাদি ও অন্নাদি প্রস্তুত করিবেন। পূর্ব্বদিকে প্রেতোদ্দেশে দানার্থ ১টি ভোজ্য, গঙ্গা, বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর জন্য ৪টি ভোজ্য স্থাপন করিবে, গঙ্গা-বাস্তুপুরুষাদির জন্য ৪ পাত্রে নিরামিষ অন্নও প্রস্তুত রাখিবে। অনন্তর পূর্ব্বাস্যে বসিয়া কুশহস্তে দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্। ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ। ওঁ তৎসৎ।

পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' ইত্যাদিরূপে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া প্রকৃতোত্তরীয়ভাবে পূর্ব্বমুখে ভোজ্যোৎ-সর্গ করিবে। এই সময় হইতে শ্রাদ্ধশেষ পর্য্যন্ত প্রদীপ অনির্ব্বাণ রাখা কর্ত্তব্য। ভোজ্যোৎসর্গপ্রণালী যথা—'বং ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতসোপকরণা-মান্নভোজ্যেভ্যো নমঃ'—এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতেত্যাদি' মন্ত্রে অর্চ্চনা পূর্ব্বক 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্য ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ'—এই মন্ত্রে বিষ্ণু ও দানোদ্দেশ্য ব্রাহ্মণাদির পূজান্তে বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া বাক্য পড়িবে,যথা—'ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য (স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ হইলে অমুকগোত্রায়া প্রেতায়া অমুকাদেব্যাঃ) অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তা-দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণা-মান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।' এই মন্ত্রে ভোজ্যে জলের ছিটা দিবে, পরে "ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্" এই মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করত দক্ষিণাদান করিবে। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য

প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্য-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং বা দক্ষিণাস্তৎ শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে 'কৃতৈতৎভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক গঙ্গাক্ষেত্রে প্রথমে গঙ্গাপূজা করিয়া বাস্তুপুরুষকে গন্ধপুষ্প, ধূপ-দীপ, ভোজ্য ও অন্ন দ্বারা পূজা করত যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজান্তে বস্ত্র, ধূপ-দীপ দান ও অগ্রভাগ নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা—"এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে। অতঃপর বিকৃতোত্তরীয় হইয়া ভূস্বামী পিতৃগণকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্রভাগ দাতব্য, যথা—সতিল মোটক লইয়া 'এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্র-ভাগসঘৃত-সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা।' স্বীয় গৃহ বা ভূমিতে, গঙ্গাদি নদীতে, শ্রীপুরুষোত্তমাদি ক্ষেত্রে ভূস্বামীকে ভোজ্যদান করিতে হয় না। পরে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া, "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র-পাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" এই মন্ত্রে চন্দনানুলেপন পূর্ব্বক 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত পূনর্ব্বার শ্রাদ্ধশেষ যাবৎ বিকৃতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া, দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাগ্র এক কুশরূপ আসনে বসাইয়া জল দিতে হয়। পরে করপুটে 'ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্ত্বিহ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" এই মন্ত্রে যথাক্রমে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইবে। যথা—

"অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক-দেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ্ব, প্রতিবাক্য।)

অনন্তর (প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া গায়ত্রী পাঠ করত পুনশ্চ বিকৃতোত্তরীয়-ভাবে 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥" এই মন্ত্র বারত্রয় পড়িবে, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ করত গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জল যাবতীয় দ্রব্যে ছিটাইয়া—"ওঁ রক্ষোঘ্ন-মুদক ত্বমসি" (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শিরঃস্থানস্থ পাত্রে জল রাখিবে ও ব্রাহ্মণকে জল দিবে। পরে আসনদান যথা—

প্রেতের উদ্দেশে কাষ্ঠাসন দান করিয়া কুশাসন দান করিবে, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে দার্ব্বাসনং স্বধা।" পরে কৃতাঞ্জলিপুটে পড়িবে—"ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রম্যতাং দ্বিজবর্য্যানুগ্রহায় প্রসাদয়ে ত্বাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণ বিপ্র।" ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে স্থাপিত মোটক বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণপাত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

পরে ছত্রদান করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে ছত্রং স্বধা" অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাদুকা উৎসর্গ কর্ত্তব্য,"ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে পাদুকাযুগলং স্বধা।" কেহ কেহ এ স্থলে প্রেতোদ্দেশে উপানহদানের ফলশ্রুতি পাঠ করিয়া থাকেন, যথা—"সন্তপ্তবালুকাং ভূমিমসিকণ্টকিতাং তথা। সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদদুপানহৌ।"

অর্ঘ্যদান।—ব্রাহ্মণের পুরোবর্ত্তী ডোঙ্গাটি ধৌত করিয়া দক্ষিণাগ্র একটি কুশার উপর স্থাপন পূর্ব্বক—"ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী" মন্ত্রে একটি প্রাদেশ-পরিমিত সাগ্র কুশ নখ ভিন্ন অস্ত্রে কাটিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি" মন্ত্রে জল দ্বারা ধৌত ঐ কুশাটি দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ ডোঙাতে স্থাপন করিবে। অনন্তর "ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্রে তদুপরি কিঞ্চিৎ জল দিবে এবং "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া প্রেতান্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা" মন্ত্রে তিল দিয়া বিনা মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন দূর্ব্বা, তুলসী ও অক্ষত দ্বারা অর্ঘ্য নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। একগাছা কুশ দ্বারা "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" ("ওঁ অস্তু" প্রতিবচন) বলিয়া অর্ঘ্য ঢাকিয়া উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ঐ কুশা স্বীয় বামভাগে নিক্ষেপ করিবে।

"ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং স্বধা" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র হইতে দক্ষিণাগ্র পবিত্র ব্রাহ্মণকে দিয়া, অন্য স্থল হইতে "জলান্তরং স্বধা" বলিয়া জল ও "পুষ্পান্তরং স্বধা" বলিয়া পুষ্প দিবে, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণে একটি গন্ধপুষ্প দিবে এবং বামকরে অর্ঘ্যপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণকর দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু" এই মন্ত্রপাঠ সহকারে ভূমি-সংলগ্ন করত অন্বারব্ধ বামকর দিয়া ধরিয়া,—"ওঁ অমুকগোত্র

প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দিবে ও "ওঁ ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিম্।" ইহা পাঠ করিবে।

পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করত বিশেষ মন্ত্রে এক একটি দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিবে, মন্ত্র যথা—

ওঁ সর্ব্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোঽয়মনুলিপ্যতাম্। এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ প্রত্যুত্তর)

ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং দেবরাজশিরোধৃতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্। এতত্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্ ইতি প্রত্যুত্তর)

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ ইতি প্রত্যুত্তর)

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

এষ তে তৈজসাধারদীপঃ (ওঁ সুদীপ ইতি প্রত্যুত্তর)

এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্ ইতি প্রত্যুত্তর।

উক্ত দ্রব্যগুলিদানান্তে ওঁ কৃতৈতৎগন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর) ইহা পাঠ্য। অনন্তর ঘৃত, তিল ও তুলসী-সমন্বিত জলপাত্র ব্রাহ্মণের দক্ষিণভাগে রাখিবে।

অন্নদান।—ব্রাহ্মণের সমীপে কুশাদি সবাইয়া জলপ্রক্ষেপ দিয়া জল দ্বারা নৈর্ঋতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করত তদুপরি অন্নপাত্র রাখিয়া আমিষযুক্ত অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত ও পায়সাদি বামকর-সংযুক্ত-দক্ষিণকর দিয়া পরিবেশন করিয়া, অন্নের উপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক উর্দ্ধমুখ দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠমধ্যভাগ রাখিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়-মস্য পাংশুলে।" অতঃপর "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ।" এই মন্ত্রে অন্নে তিল দিতে হয়।

অনন্তর অন্নে ঘৃত-মধু দিয়া গায়ত্রী পাঠ এবং "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং

রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ব্রাহ্মণকে জল দিয়া, তিল-তুলসী-মোটকযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া—"ওঁ অমুক-গোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে তৈজসাধার-সামিষান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতৈজসাধার-তিলোদকং স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর করপুটে "ইদং তৈজসাধারসামিষান্নং ইমাঃ তৈজসাধারাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" বলিবে। তৎপরে "ইদং গণ্ডূষজলং তে স্বধা" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে এক গণ্ডূষ জল দিয়া পুনরায় গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ্য। অনন্তর করযোড়ে—"ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর) মন্ত্র পাঠ করিবে। "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেষা তে শয্যা স্বধা" এই মন্ত্রে শয্যা দান করিবে।

তদনন্তর গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-কব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্য-শেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্‌। বর্ণাশ্রমেতরাণান্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যো-শনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যাদি। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো-ঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদথ। ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচয়ে নমঃ ওঁ নমস্তভ্য-মিত্যাদি। ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ।" এই শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিয়া অবশিষ্ট সঘৃত অন্নগুলি লইয়া দধি, মধু ও ঘৃতাদি মাখিয়া স্থাপন করিবে।

ব্রাহ্মণের বামভাগে কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশা ছড়াইয়া উহাতে পিতৃরীতি-ক্রমে একটু জলের প্রক্ষেপ দিয়া তিল-তুলসী-মোটক-বিশিষ্ট একটি পিণ্ড ও বামকরে জলপাত্র হইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যেজীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ

দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" মন্ত্র পাঠ করত সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থ দ্বারা ঐ কুশার উপর দিবে। তৎপরে 'গয়া গঙ্গা হরিঃ' বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে ও হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

অনন্তর প্রকৃতোত্তরীয়ভাবে আচমনান্তে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনশ্চ বিকৃতোত্তরীয়ভাবে থাকিয়া ব্রাহ্মণকে 'ইদমাচমনীয়োদকং তে স্বধা' এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে আচমনজল দিতে হয়। তৎপরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য।

"ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ং" (প্রশ্ন করিবে). "ওঁ প্রেতায় দীয়তাম্" (প্রতিবচন), "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে", ('ওঁ কুরুষ" প্রতিবচন)।

তৎপরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করত "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ হইতে বামা-বর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।" পুন-র্ব্বার "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া সাগ্র কুশাদ্বয় দিয়া মণ্ডলের মধ্যে রেখাচ্ছেদ করিবে। অনন্তর কুশাদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ মণ্ডলের উপর: কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশা বিস্তার করত জলের ছিটা দিবে এবং "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র বারত্রয় পড়িবে।

"ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ।" মন্ত্রে কুশার উপর তিল দ্বারা প্রেতের আবাহন পূর্ব্বক ঐ কুশা বামকরে ধারণ করত "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেব-শর্ম্মন্নবনেনিক্ষ স্বধা" মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে।

অনন্তর "মধু বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি এবং "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধুষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।" এই দুটি মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত ও মধু-সমন্বিত পিণ্ডে তিল, আমিষ, তুলসী ও মোটক দিয়া, পিণ্ড দক্ষিণ-করে লইয়া অন্বারব্ধ বামকর দ্বারা জলপাত্র লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেষ তে সামিষপিণ্ডঃ সতিলোদকঃ স্বধা" মন্ত্রে সেই কুশার উপর পিতৃতীর্থযোগে পিণ্ডদান পূর্ব্বক জল দিবে। অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া আস্তৃতকুশমূল দ্বারা অমন্ত্রক করপৃষ্ঠলেপ পিণ্ডের উপর দিতে হয়।

তৎপরে হরিস্মরণ ও জলস্পর্শ করিয়া পিণ্ডপাত্রের প্রক্ষালনজল লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতাঽমুকদেব শর্ম্মন্নেতত্তে অবনেনিক্ষ্ব স্বধা" মন্ত্রে অন্নপাত্রধৌত ঐ জল পিণ্ডের উপর দিবে।

অনন্তর শ্বাসরোধ করত তেজোময়মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া করপুটে মস্তকোপরি বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে উত্তরাস্তে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব। ওঁ অমীমদত প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট।" তৎপরে "ওঁ নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে ওঁ গৃহান্নঃ প্রেত দেহি ওঁ সদস্তে প্রেত দেশ্ম।" ইহা পাঠ করিবে।

তদনন্তর একটু নূতন দশাসূত্র লইয়া, "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসঃ" মন্ত্রে পিণ্ডের উপর দিয়া অন্বারব্ধ বামকর দ্বারা ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা;" মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

তৎপরে গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ ও তাম্বূল দ্বারা অমন্ত্রক পিণ্ডপূজা করিয়া, ওঁ "বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ্য। তৎপরে 'ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া পিণ্ডাগ্রে জলসেচন করিবে। ("ওঁ অস্তু" প্রতিবাক্য সর্ব্বত্র)। "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" ব্রাহ্মণকে জল দিবে; ('ওঁ সন্তু" প্রতিবচন) "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" পুষ্প দিবে। ("ওঁ অস্তু" প্রতিবচন) "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" ('ওঁ অস্তু" প্রতিবচন) দূর্ব্বাতণ্ডুল দিবে। তদনন্তর তিল, মধু ও ঘৃতযুক্ত জল লইয়া,—"অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক-দেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্।" মন্ত্রে দিয়া ("ওঁ উপতিষ্ঠতাং" প্রতিবচন) "ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু" ('ওঁ অস্তু' প্রতিবচন) "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবচন) এই প্রার্থনা করিবে। পরে পিণ্ডের উপর পবিত্র সহ দুইটি কুশা দিয়া—"ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে প্রেতম্" মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা পিণ্ডোপরি তর্পণ করিতে হয়। পরে 'পিণ্ডঃ সম্পন্নঃ' প্রশ্ন করিয়া (সুসম্পন্নঃ প্রতিবাক্য) 'পিণ্ড গয়াং গচ্ছ' এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে।

দক্ষিণান্ত।—দক্ষিণাদ্রব্য প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদাদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতমর্চ্চিতং (অথবা

রজতমূল্যং হরীতকীফলমৰ্চ্চিতং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

অনন্তর "ওঁ দেবতাভ্যঃ' মন্ত্র বারত্রয় পড়িয়া, 'ওঁ অভিরমত্যাং ক্ষমস্ব', বলিয়া ও 'ওঁ অভিরতোঽস্মি' প্রতিবচন বলাইয়া ব্রাহ্মণকে জল দান করত বিসর্জ্জন করিবে।—"ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা (যুবমা মা) চামা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ" (গম্যাঃ) এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক জল দিয়া, জলপূজাপূর্ব্বক "যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্য অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়মন্নং জলে (গঙ্গায় গঙ্গাজলে) সমর্পয়ামি, পিণ্ডমপি জলে সমর্পয়ামি" বলিয়া দুই স্থানের অন্ন লইয়া নিকটস্থ জলে ফেলিয়া দিবে। "ওঁ মহাবামদেব্যঋষি"—ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া, 'কৃতৈতদাদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও ব্রাহ্মণ খুলিয়া, কর ধৌত করত দীপাচ্ছাদন, সূর্য্যপ্রণাম ও 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।' এই মন্ত্রে বৈগুণ্যপ্রশমন পূর্ব্বক "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ" মন্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। "এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু" বলিয়া শ্রীভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিবে। শ্রাদ্ধমিদং সাঙ্গং জাতং এই প্রশ্ন করিবে (ওঁ বেদ-বিধিনা সাঙ্গং জাতম্) প্রেতশ্রাদ্ধে শেষ ভোজন নিষিদ্ধ।

সামবেদীয়-মাসিক শ্রাদ্ধ

মুখ্যশ্রাদ্ধং মাসি মাসি অপর্য্যাপ্তৌ ঋতুং প্রতি। দ্বাদশাহেন বা কুর্য্যাদেকাহে দ্বাদশাথবা। মাসিক শ্রাদ্ধ প্রতিমাসে মৃততিথিতে এক একটি করিয়া ১২টি ও প্রথম ষষ্ঠমাসিকের পূর্ব্বতিথিতে শ্রাদ্ধযোগ্যকালে প্রথম ষাণ্মাসিক, পূর্ণ-সম্বৎসরের পূর্ব্ব তিথিতে শ্রাদ্ধযোগ্যকালে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক কর্ত্তব্য। মৃতবৎসর-মধ্যে মলমাস পড়িলে ১টি মাসিক বৃদ্ধি হইবে। প্রথম ষণ্মাসের মধ্যে মলমাস পড়িলেও প্রথমষাণ্মাসিক ষষ্ঠমাসিকের পূর্ব্বতিথিতেই হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ষণ্মাসের মধ্যে মলমাস পড়িলে ত্রয়োদশমাসিকের পূর্ব্বতিথিতে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করণীয়। প্রতিমাসেই উক্ত মাসিক করিতে অসমর্থ হইলে প্রতি দুই মাস ব্যবধানে কর্ত্তব্য। তাহাতেও অক্ষম হইলে দ্বাদশ দিনে বা একদিনেও উক্ত মাসিকগুলি সম্পাদন করিতে পারা যায়।

ইহার প্রয়োগপ্রণালী সাধারণতঃ আদ্যশ্রাদ্ধের ন্যায়, কেবল যাহা যাহা প্রভেদ আছে, তাহাই লিখিত হইতেছে। এই শ্রাদ্ধে ষড়ঙ্গ (পীঠ, ছত্র, পাদুকা, শয্যা, তৈজসাধার প্রদীপাদি) দাতব্য নহে, আসনদানে অত্রাসনে দেবরাজ ইত্যাদি, গন্ধদানে সর্ব্বঃ সুগন্ধ ইত্যাদি, পুষ্পদানে শ্রিয়া দেব্যা ইত্যাদি, ধূপদানে বনস্পতি ইত্যাদি, দীপদানে সুপ্রকাশো মহাদীপ ইত্যাদি, 'ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিম্' এই মন্ত্র সকল পাঠ্য নহে। ভোজ্যদানে—১টী মাসিকস্থলে 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যা- মুকদেবশর্ম্মণঃ প্রথমমাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে (দ্বিতীয়মাসিকাদিস্থলে দ্বিতীয়মাসিকৈকোদ্দিষ্ট ইত্যাদি যথাযথ উল্লেখ্য, একদিনে বহু মাসিক কর্ত্তব্য হইলে প্রথমমাসিকৈকোদ্দিষ্ট দ্বিতীয়…তৃতীয়…চতুর্থ…পঞ্চম…প্রথম- ষাণ্মাসিক…ষষ্ঠ ..সপ্তম…অষ্টম…নবম…দশম ..একাদশ…দ্বিতীয়ষাণ্মাসিক… দ্বাদশমাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে) অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেব- শর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম" ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করিবে। সর্ব্বত্র বাক্যে 'আদ্যৈকোদ্দিষ্টস্থলে' "অমুকমাসিকৈকোদ্দিষ্ট" ইহা উচ্চার্য্য।

সপিণ্ডীকরণ-ব্যবস্থা

শ্রাদ্ধদ্বয়মুপক্রম্য কুর্ব্বীত সহপিণ্ডতাম্। তয়োঃ পার্ব্বণবৎ পূর্ব্বমেকোদ্দিষ্টম্ যথাপরম্॥ পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের সংমিশ্রণ ব্যাপারকে সপিণ্ডী- করণ কহে। ইহাতে পিতৃপুরুষত্রয়ের উদ্দেশে একটি পার্ব্বণ ও প্রেতের উদ্দেশে একটি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মৃত সম্বৎসর পূর্ণ হইলে মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন সম্বৎসরমধ্যেও নিরবকাশ বৃদ্ধি- কার্য্যের অনুরোধে সপিণ্ডনাপকর্ষ হইতে পারে। অপকর্ষের কর্ত্তব্যতা- কর্ত্তব্যতা ব্যবস্থাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। পিতার সপিণ্ডন—পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন পুরুষের সহিত হইবে, এইরূপ পিতৃবর্ত্তমানে মাতার সপিণ্ডন—পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহীর সহিত, পিতৃ- মরণানন্তর মাতার সপিণ্ডন—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত কর্ত্তব্য, কিন্তু পিণ্ডদানে পিতামহ ও প্রপিতামহ অর্থাৎ মাতার শ্বশুর ও আর্য্য শ্বশু- রের পিণ্ডদ্বয় কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হয় এবং কেবল স্বামীর পিণ্ডের সহিত স্ত্রীর পিণ্ডসমন্বয় হইবে। মাতৃমরণের সম্বৎসরমধ্যে পিতৃমরণ হইলে মাতার সপিণ্ডন তিনটি শ্রাদ্ধ দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়, যথা—

পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে পার্ব্বণ, প্রেতীভূত পিতার একোদ্দিষ্ট ও প্রেতীভূত মাতার একোদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। প্রেতীভূত পিতার একোদ্দিষ্টে প্রদত্ত পিতৃপিণ্ডের সহিতই মাতৃপিণ্ডের সমন্বয় হইবে। সম্বৎসরান্তে মৃততিথি (সপিণ্ডীকরণ তিথি) মলমাসে পতিত হইলে মলমাসেই সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য। কিন্তু মলমাসনিবন্ধন মাসিকবৃদ্ধি হইবে না। পিতৃমরণবৎসরমধ্যে পিতামহ ও প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে প্রেতীভূত পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত সপিণ্ডন কর্ত্তব্য। পরন্তু পিতামহ ও প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানে সম্পাদন করিতে হইবে। বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রেতত্বদশায় তাঁহার সহিত পিতৃসপিণ্ডন কর্ত্তব্য নহে। স্বামী নিজস্ত্রীর সপিণ্ডন করিতে পারেন, কিন্তু পতিপুত্রহীনা স্ত্রীর সপিণ্ডন কার্য্য নিষিদ্ধ। অসংস্কৃত অবস্থায় মৃতব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ নিষিদ্ধ, কিন্তু স্নেহবশতঃ আদ্যশ্রাদ্ধ-মাসিকাদি হইতে পারে। মৃত ভ্রাতা প্রভৃতির সপিণ্ডন মৃতপিতা প্রভৃতি তিন পুরুষের সহিত কর্ত্তব্য। প্রেতের অসম্বন্ধি ব্যক্তির সহিত সপিণ্ডন হইবে না। দৌহিত্রাদি কর্ত্তৃক মাতামহাদির সপিণ্ডীকরণে বাক্যে মাতামহপিত্রাদি সম্বন্ধোল্লেখ করণীয়, অসম্বন্ধস্থলে প্রেতের সম্বন্ধ, গোত্র ও নাম উল্লেখ্য। ইহাতে ব্রাহ্মণ ছয়টি, পবিত্র পাঁচটি, হস্তকুশ আটটি, মোটক পাঁচ গণ্ডা, ত্রিপত্র পাঁচটি, লম্বা কুশা দুইগাছা ও আস্তরণার্থ প্রাদেশপরিমিত কুশা প্রয়োজন। ডোঙ্গা প্রায় পাঁচ গণ্ডা, ব্রাহ্মণের আসন ছয়খানা, থালি প্রায় আটখানা ও পুষ্পপাত্র দুইখানা প্রস্তুত করত নিত্যকর্ম্মসমাধানান্তে মাসিক এবং সপিণ্ডীকরণার্থ নিরামিষ অন্ন (প্রেতের জন্য দগ্ধ মীন) পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পাক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিবে।

অন্ন বাস্তুপুরুষাদির জন্য পিতৃপক্ষে ও প্রেতপক্ষে চারি চারি অংশ দুই স্থানে রাখিবে। প্রেতপক্ষের অন্ন হইতেই প্রেতপক্ষীয় পিণ্ডাদি দিবে।

সপিণ্ডীকরণ

মাসিক করিবার অগ্রে মাসিকের ভোজ্যাদি উৎসর্গ করত সপিণ্ডীকরণের ভোজ্য তিন অংশ করিয়া পিতামহাদির উদ্দেশে দিবে। অনন্তর তৈজসাধার সবস্ত্র ভোজ্যাদি প্রেতের স্বর্গ-উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা— "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ-

বাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকস্য অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণ-তৈজসাধারমামান্নং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে উহার দক্ষিণান্ত করিতে হয়। এই সময়ে সপিণ্ডীকরণার্থ বাস্তুপুরুষাদির জন্য আটটি ভোজ্য সাজাইতে হয়।

পিতৃপক্ষীয় ভোজ্যোৎসর্গ।—কর্ত্তা পূর্ব্বাস্য হইয়া, ভোজ্য তিনটি লইয়া "অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেব-শর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (ইত্যাদি-ক্রমে তিন পুরুষের নাম করিবে) পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (ইত্যাদিক্রমে পুনশ্চ তিন পুরুষের নাম করিবে) অক্ষয়স্বর্গকাম ইমানি সঘৃতসোপকরণামান্নভোজ্যান্যর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে ইহার দক্ষিণান্ত কর্ত্তব্য।

প্রেতের ভোজ্য ধারণ পূর্ব্বক 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃত-সোপকরণ' ইত্যাদি। অনন্তর ভোজ্যোৎ-সর্গের দক্ষিণান্ত করিবে।

অনন্তর শেষ মাসিক করিয়া পার্ব্বণোক্ত স্থানে নারায়ণসমীপে বসিয়া দক্ষিণাস্য কর্ত্তার দক্ষিণকক্ষের নিকট পশ্চিমাগ্র করিয়া দৈবব্রাহ্মণ দুইটির আসনযুগল ও শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্মুখে দক্ষিণাগ্র করিয়া পিতামহাদির ব্রাহ্মণত্রয়ের তিনখানি আসন এবং পিতৃপক্ষের সমীপে অগ্নিকোণ-নিকটে প্রেতপক্ষীয় ব্রাহ্মণের আসন একখানি দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। প্রেত-শ্রাদ্ধের স্থান হইতে পিতৃশ্রাদ্ধের স্থান পৃথক্ হওয়া উচিত। সে কারণ প্রেতশ্রাদ্ধ-স্থান কুশ বা জলধারা দ্বারা পৃথক্ করিয়া দিবে। দৈবপক্ষীয় দুই আসনে ত্রিপত্রদ্বয় এবং পিতৃপক্ষীয় আসনত্রয়ে মোটকত্রয় ও প্রেতপক্ষীয় আসনে মোটক এক এবং সর্ব্বত্র এক একগাছি প্রাদেশপরিমিত কুশ দিবে। ছয় আসনেই তাম্বূল দাতব্য। আসনের উপর জল-পূরিত তিনটি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি যথাক্রমে উপকরণপাত্র তিন ভাগে তিন পক্ষে রাখিবে এবং তিন পক্ষেই আসন-নিকটে জলপাত্র রাখিবে। প্রেতপক্ষীয় জলপাত্রে স্বতন্ত্র হস্তকুশ স্থাপ্য। নিজ বামে প্রেতপক্ষে ত্রিপত্রসমন্বিত একটি জলপাত্র রাখিবে। তৎপরে আচমনান্তে গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া পিতৃ-পক্ষে বাস্তুপুরুষাদির অর্চ্চনা করিয়া, প্রেতপক্ষে বাস্তুপুরুষাদির পূজা ও

ভোজ্য দিবে। দৈবপক্ষ-সমীপে ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের উক্ত সহস্রশীর্ষেত্যাদি মন্ত্রে স্নান ও "গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাম্" ইত্যাদিমন্ত্রে চন্দনানুলেপন ও 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, স্ব স্ব আসনে রাখিয়া, প্রেতপক্ষীয় ব্রাহ্মণের স্নান ও অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে স্নান, অনুলেপন ও 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রথম দৈবপক্ষের, পরে পিতৃপক্ষের, শেষে প্রেতপক্ষের কার্য্য করিতে হয়।

অনন্তর দৈব ব্রাহ্মণে জল দিয়া কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠ করিয়া "অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য্য) পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরূরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" (কুরুষ প্রতিবচন) পরে গায়ত্রী ও দেবতাভ্য ইত্যাদি ত্রিধা পাঠান্তে অমন্ত্রক রক্ষা-জল স্থাপন কর্ত্তব্য। মতান্তরে রক্ষাজলস্থাপন আবশ্যক নহে।

পিতৃপক্ষে কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য্য) পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেষ্বহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)

তৎপরে গায়ত্রী ও "দেবতাভ্যঃ" ত্রিধামন্ত্র-পাঠান্তে বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রে গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিবে ও "রক্ষোঘ্নমুদকত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধরক্ষাং কুরু" মন্ত্রে রক্ষার্থ জল স্থাপন করিবে।

প্রেতপক্ষে অনুজ্ঞা।—"কুরুক্ষেত্র" ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠান্তে অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" ("ওঁ কুরুষ" প্রতিবচন।)

অনন্তর গায়ত্রী একবার ও "দেবতাভ্যঃ"—মন্ত্র তিনবার পাঠ্য এবং গঙ্গা-মৃত্তিকা জলে গুলিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক ঐ জল উপকরণাদিতে ছিটাইয়া উক্তমন্ত্রে রক্ষার্থজল স্থাপন করিতে হয়।

প্রেতপক্ষ হইতে দৈবপক্ষে আগমনকালে প্রতিবারে প্রেতপক্ষীয় জলপাত্রে হস্তকুশ খুলিবে, রেখার উপর রক্ষিত জল ত্রিপত্র দ্বারা শিরোদেশে দিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পিতৃপক্ষের কার্য্য পার্ব্বণবিধানে ও প্রেতের মাসিক একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের বিধানে কর্ত্তব্য।

তৎপরে দৈবপক্ষের ত্রিপত্র আসনদ্বয় ধরিয়া,—"ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ।" মন্ত্রে দর্ভাসনদান ও অমন্ত্রক যবদান কর্ত্তব্য।

পিতৃপক্ষে মোটকাসন ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেব-শর্ম্মন্নমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে প্রদান করিয়া "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" এই মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

প্রেতপক্ষের দর্ভাসন ধারণ করত—"অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নে-তত্তে দর্ভাসনং স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে জলের ছিটা দিবে। 'অপহতা'মন্ত্রে তিলবিকিরণ কর্ত্তব্য।

অনন্তর দেবপক্ষে—"ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" মন্ত্রে আবাহন কর্ত্তব্য। (ওঁ আবাহয় প্রতিবচন) "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরিক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যেঽগ্নিজিহ্বা উতবা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্। ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।" পিতৃপক্ষে যুগপৎ ব্রাহ্মণত্রয়েই নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিন হস্তে আবাহন করিবে—"ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে (ওঁ আবাহয় প্রতিবচন) ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত, ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্ ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ।" প্রেতপক্ষে আবাহন নাই। তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র দৈবে দুইটি, পিতৃপক্ষে তিনটি এবং প্রেতপক্ষে একটি, জলরেখার উপর এক একগাছি কুশার উপরে উপর্য্যধঃক্রমে স্থাপন করিতে হয়।

অনন্তর দৈবাদিক্রমে, "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন পূর্ব্বক "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে জল দ্বারা মার্জ্জন করিয়া পাঁচটি পাত্রে স্থাপন করিবে।

প্রতিপাত্রের উপর "ওঁ শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে জল দিতে হয়। দৈবে —"ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীর্দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ

ধা শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি” মন্ত্রে যব দিয়া, পিতামহাদি পাত্রে “ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো” ইত্যাদি মন্ত্রে তিল দিবে।

অনন্তর দৈব হইতে আরম্ভ করত অর্ঘ্যপাত্রে বিনা মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্ঘ্য সজ্জিত করিবে। দৈবে কুশা দ্বারা,—“ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাং” (ওঁ স্তাং প্রতিবাক্য) মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রদ্বয় আচ্ছাদন করিবে। পিতৃপক্ষে,—“ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্যর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু,” (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র দুইটি কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে এবং পরে প্রেতপক্ষে,—“ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন, “বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি” মন্ত্রে পবিত্রমার্জ্জন, ‘শন্নো দেবী’ ইত্যাদি মন্ত্রে পবিত্রস্নান, অমন্ত্রক অর্ঘ্য স্থাপন ও কুশা দ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ ঽচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু” মন্ত্রে (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদন করিবে।

তৎপরে দৈবপক্ষে—আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া দুইটি ব্রাহ্মণকরে “ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং নমঃ” প্রাগগ্র দুইটি পবিত্র দিয়া, “জলান্তরং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ” এই মন্ত্রে যথাক্রমে পবিত্রদান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর-দানান্তে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণে গন্ধপুষ্প দিয়া, অর্ঘ্যপাত্র দুইটি উপর্য্যধোভাবে বাম-হস্ততলে তুলিয়া, উত্তান দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত “ওঁ যা দিব্যা” মন্ত্রে মাটীতে রাখিয়া, ধরিয়া,—“বিষ্ণুরোঁ পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বোঽর্ঘ্যো নমঃ” মন্ত্রে দুই অর্ঘ্যই দৈবব্রাহ্মণকে দিবে।

তৎপরে প্রেতপক্ষে অর্ঘ্যপাত্রাচ্ছাদন কুশাটি তুলিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণকরে “পবিত্রং স্বধা, জলান্তরং স্বধা, পুষ্পান্তরং স্বধা” মন্ত্রে পবিত্র এবং জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া, অর্ঘ্যপাত্র লইয়া—‘যা দিব্যা” মন্ত্রে মাটীতে রাখিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা” এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিবে। কেবল পুষ্পাদি প্রেতব্রাহ্মণকে দিতে হয়।

অনন্তর দুইগাছি কুশা গ্রহণ পূর্ব্বক—“ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে, তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্।” “ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ॥”—এই মন্ত্রদ্বয় প্রতিবারে পড়িয়া করস্থিত কুশা দ্বারা প্রেতের অর্ঘ্য-পাত্রীয় জল তিনটি দাগ দিয়া চারি অংশ করিয়া এক অংশ প্রেতব্রাহ্মণকে দিবে ও বাকী তিন অংশ পিতৃপক্ষে আনিবে।

*

তৎপরে পিতৃগণের অর্ঘ্যপাত্রের আবরণ কুশা তুলিয়া, পিতামহাদির ব্রাহ্মণের হস্তে "পবিত্রং স্বধা" এবং "জলান্তরং স্বধা" ও "পুষ্পান্তরং স্বধা"মন্ত্রে যথাযথ পবিত্রাদি দিয়া পিতামহের অর্ঘ্যপাত্র লইয়া "ওঁ যা দিব্যা" মন্ত্রপাঠ সহকারে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্নেতত্তেহর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করত "ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক সেই প্রেতার্ঘ্যপাত্রীয় জলের এক অংশ ঐ অর্ঘ্যজলে মিশাইয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণের করে দিবে। প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও অর্ঘ্যপাত্র এই নিয়মে হস্ততলে লইয়া "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য উৎসর্গাদি করিবে।

পরে করপ্রক্ষালন ও আচমন করত অর্ঘ্যপাত্র ন্যুব্জ করিয়া নিজ বামে কুশার উপর "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" মন্ত্রে স্থাপন করিবে। তৎপরে উত্তরাস্য হইয়া দেবপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত গন্ধাদি দিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ।" উক্তক্রমে পিতৃপক্ষে এবং পরে প্রেতপক্ষেও গন্ধাদি দিতে হয়। দৈবে সযব এবং পিতৃপক্ষে ও প্রেতপক্ষে তিলতুলসীসমন্বিত জল ব্রাহ্মণের পার্শ্বে স্থাপন করিবে। অনন্তর দৈবাদিক্রমে তিন পক্ষে তিনটি মণ্ডল করিয়া, অন্নপাত্রত্রয় স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নৌকরণ, হোম হইতে বাসোদান পর্য্যন্ত নিখিল কর্ম্ম পার্ব্বণের নিয়মে (পার্ব্বণশ্রাদ্ধ দেখ) করিবে, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে একোদ্দিষ্টবিধানে (মাসিক শ্রাদ্ধ দেখ) প্রেতপক্ষের কার্য্য শেষ করিতে হয়। * প্রেতের অন্নদানাদি বাসোদানান্তে প্রেতপিণ্ডের উপরিস্থিত বাসসূত্রাদি অপসারণ করত "ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্বর্ণ, রজত বা কুশ দ্বারা প্রেতের পিণ্ডটি দুইবার তিন খণ্ডে কাটিয়া, "যে সমানাঃ" মন্ত্রে প্রথম খণ্ড পিতামহপিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া পিতামহের পিণ্ডস্থানেই রাখিতে হয়। এই প্রকারে প্রত্যেকবার মন্ত্র পড়িয়া মধ্যখণ্ড প্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে এবং শেষ খণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে।

পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তিনটি পিণ্ড অমন্ত্রক পূজা করিয়া "বসন্তায়

---

* প্রথমে দৈবে ও পিতৃপক্ষে অন্নদান শেষ (অগ্নিদগ্ধাপিণ্ডদান পর্য্যন্ত) করিয়া প্রেতপক্ষে অন্নদান শেষ করিবে। পরে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানের অনুজ্ঞাগ্রহণ হইতে পিণ্ডপূজা পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া প্রেতপক্ষে পিণ্ডদানাদি।

নমস্তত্যং” মন্ত্রে শ্বশুর প্রণাম করিবে। ‘শুন্ধপ্রোক্ষিতমস্ত’ ইত্যাদি মন্ত্রে জলদানাদি তিন পক্ষেই কর্ত্তব্য।

অক্ষয্যোদকদানান্তে কেবল পিতৃপক্ষেই পিণ্ডের উপর সপবিত্র কুশ দিয়া স্বধাবাচন এবং “উর্জ্জং বহন্তী” মন্ত্রে পিণ্ডসেচন ও ন্যুব্জোত্তোলন কর্ত্তব্য। পরে দক্ষিণা দিবে।

দক্ষিণান্ত।—পিতামহাদিপক্ষে “অদ্যেত্যাদি—অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য্য) কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ রজতমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণা-য়াহং দদানি।”

দৈবে দক্ষিণা।—“অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (তিন পুরুষের নাম উচ্চার্য্য) পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কৃতে পুরূরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।”

প্রেতপক্ষে দক্ষিণা।—“অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেব-শর্ম্মণঃ কৃতৈতৎসপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ রজতমূল্যং” প্রভৃতি।

অনন্তর “ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং” মন্ত্রে দৈবে জল দান করত পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া পিতৃপক্ষে ‘দাতারো’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ এবং “দেবতাভ্যঃ” মন্ত্রে পিতৃ-বিসর্জ্জন করিয়া “ওঁ বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃ ও দৈবক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ‘আ মা বাজস্য’ মন্ত্রে ব্রাহ্মণপ্রদক্ষিণ ও ‘পিতা স্বর্গঃ’ মন্ত্রে নমস্কার এবং জলে পিণ্ডার্পণ করত ‘মহাবামদেব্যঋষি’ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শান্তিদান, অচ্ছিদ্রা-বধারণাদি পার্ব্বণবিধির অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাধা করিবে এবং প্রেতপক্ষে একো-দ্দিষ্ট-বিধিতেই কার্য্য সমাধা করিবে।

সামবেদীয়-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ-সূত্র

শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে মাংস-স্ত্রীত্যাগশ্চৈকভোজনম্। শ্রাদ্ধাহে দন্তকাষ্ঠস্য ত্যাগঃ স্নানং তথোষসি॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মৃদা তিলকপূর্ব্বকম্। দর্ভপাণিঃ

কুরুক্ষেত্রং পঠিত্বা দানমুৎসৃজেৎ ॥ পূর্ব্বাস্ত উপবিশ্যাথ আচামেদ্বিধিপূর্ব্বকম্। দক্ষিণাচ্ছিদ্রবাক্যঞ্চ কৃত্বা দানং সমাপ্য চ। দক্ষিণামুখ আচম্য কুরুক্ষেত্রং পুনঃ পঠেৎ ॥ শালগ্রামেঽথবা তোয়ে বাম্বর্চ্চা বিষ্ণুকীর্ত্তনম্। তস্মৈ পূজা মূল্যদানং পরভূস্বামিনেঽথবা ॥ তৎপিতৃভ্যশ্চাগ্রদানং রক্ষাদীপকুশদ্বিজাঃ। শ্রাদ্ধানুজ্ঞা চ গায়ত্রী দেবতাভ্য ইতি ত্রিধা ॥ মৃজ্জলপ্রোক্ষণং রক্ষাজলস্থাপনমেকতঃ। পূর্ব্বং বিপ্রকরে তোয়ং কুশাসনমনন্তরম্॥ দক্ষিণে দেববিপ্রস্ত পিতৃবিপ্রস্ত বামতঃ। আবাহনার্ঘ্যং স্নানঞ্চ ততো গন্ধাদি-পঞ্চকম্ ॥ মণ্ডলং দৈবে পৈত্র্যে চ পাত্রন্যাসোঽগ্নিহোমকঃ ॥ ঐশানীক্রমতো রেখা প্রাগগ্রা দেবমণ্ডলে। নৈর্ঋতীক্রমতো রেখা দক্ষাগ্রা পিতৃমণ্ডলে॥ পাত্রাণাং তেষু বিন্যাসো হোম-প্রশ্নাগ্নিহোমকঃ। হুতশেষপ্রদানঞ্চ পাত্রপাতোঽন্নবেশনম্॥ ইদমিত্যঙ্গুলিক্ষেপ-স্তূষ্ণীং দৈবে যবস্ত চ। পিত্র্যে মন্ত্রেণ নিক্ষেপস্তিলস্যাপহতা ইতি ॥ মধুনো-ঽন্নে চ নিক্ষেপো গায়ত্র্যাস্ত্রির্জ্জপস্ততঃ। মধু বাতেত্যৃচা চৈব মধুশব্দত্রয়েণ চ। অন্নাভিমন্ত্রণং তস্য দানং জলনিবেদনম্॥ গায়ত্র্যাদি-ত্রিকজপশ্চান্নহীনজপস্তথা। দ্বিজাভাবেঽপি তৃপ্ত্যর্থং গায়ত্র্যাদিত্রিকস্য চ॥ পুণ্যাখ্যানস্য চ জপঃ সতিল-প্রোক্ষিতে কুশে। অগ্নিদগ্ধেতি মন্ত্রাভ্যাং সতিলান্ননিবেদনম্॥ হস্তপ্রক্ষালনা-চামৌ হরিস্মৃতির্জ্জলস্য চ। পিত্রাদিক্রমতো দানং গায়ত্র্যাদিজপঃ পুনঃ॥ শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ নিহন্মীতি চ মণ্ডলে। অপহতানিহন্মীভ্যাং রেখাযুগ্মং পিতৃক্রমাৎ। আস্তরো দেবতেত্যস্য জপ আবাহনং তিলৈঃ॥ অবনেজন-দানঞ্চ মধুবাতাদিকং তথা। অক্ষন্নমী পিণ্ডদানং দর্ভলেপাপঘর্ষণম্। আচমনং স্মৃতির্ব্বিষ্ণোঃ পাত্রক্ষালাবনেজনম্। অত্রেত্যাদিজপো বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখ-স্ততঃ॥ আবৃত্যামীজপশ্চৈব শ্বাসত্যাগোঽঞ্জলিস্ততঃ। নম ইত্যাদিকজপো বাসোদানঞ্চ পূজনম্॥ বসন্তায়-জপশ্চৈব দ্বিজাগ্রভূমিসেচনম্। দৈবাদি-ব্রাহ্মণে দানং জলাদিত্রিতয়স্য চ। শিবা ইত্যাদিনাক্ষয্যমঘোরা গোত্রমিত্যপি। সপবিত্র-কুশঃ পিণ্ডে স্বধাবাচনমূর্জ্জকম্॥ স্বাজ্ঞোত্থানং পিতুঃ পক্ষে দক্ষিণা-দানমগ্রতঃ। বিশ্বেদেবাশ্চ দাতারো দেবতেতি জপস্ত্রিধা। বিসর্জ্জনং বাজ ইতি আমাবেতি প্রদক্ষিণম্। অন্নাদেঃ প্রতিপত্তিশ্চ বামদেব্যজপস্ত্রিধা॥ দীপপ্রচ্ছা-দনং হস্তক্ষালনাচমনে তথা। অচ্ছিদ্রবাচনং বিষ্ণোঃ স্মরণং শেষভোজনম্॥ আদিত্যস্য নমস্কারঃ কুশত্যাগস্ততঃ পরম্। তদ্দিনে মৈথুনত্যাগঃ শ্রাদ্ধকৃচ্ছ্রাদ্ধ-ভোজিনোঃ॥

শ্রাদ্ধদিনে পরিত্যজ্য

যাত্রাং যুদ্ধং নদীপারং পুনঃস্নানং দ্বিভোজনম্। দ্যূতক্রীড়াং রতিং নার্য্যা শ্রাদ্ধং কৃত্বা চ বর্জ্জয়েৎ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে চ বিহ্বলাঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ বর্জ্জ্যানি কুর্ব্বতা শ্রাদ্ধং কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা। ভোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ন শস্যতে ॥ পুনর্ভোজনমধ্বানং দ্যূতাধ্যয়নমৈথুনম্। দানং প্রতিগ্রহং সন্ধ্যাং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥

বিদেশযাত্রা, সংগ্রাম,নদীর পরপাবগমন, পুনরায় স্নান ও ভোজন, পাশক্রীড়াদি, স্ত্রীসহবাস, পরশ্রাদ্ধে ভোজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, সন্ধ্যা, শ্রাদ্ধদিনে এইগুলি পরিত্যজ্য। ইহা করিলে শ্রাদ্ধকারী ও পিতৃলোকের নরকগতি হয়, শ্রাদ্ধও বিফল হইয়া থাকে।

সামবেদীয়-পার্ব্বণশ্রাদ্ধ

পূর্ব্বদিনে একবার নিরামিষাশী হইয়া সংযতভাবে থাকিবে। পরদিনে পার্ব্বণ করা স্থির না থাকিলে উক্তপ্রকারে সংযত না থাকিয়া তুইবার স্নানান্তে পার্ব্বণ করিতে পারে। পরদিনে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে তুইখানি বস্ত্র (পরিধেয় ও উত্তরীয়) ধারণ কবত দক্ষিণদিকে ক্রমনিম্ন স্থানে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পাদক্ষালন পূর্ব্বক হস্তকুশ-ধারণান্তে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিবে। পরে আচমনবিধি অনুসারে বারদ্বয় আচমন পূর্ব্বক পাষাণ, অস্থি, কাঁকর, ইষ্টক, কর্দ্দম, কীট, তুর্গন্ধ, অনিষ্ট-বিশিষ্ট ও উচ্চ-নীচহেতুক তুর্গম ভূমি ত্যাগ করিয়া গোময়লিপ্ত স্থলে কুশাসনে বসিয়া, তিলক ধারণ করত ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া নারায়ণার্চ্চনা করিয়া ভোজ্য দান করিবে।

ভোজ্যোৎসর্গ।—'ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বামপার্শ্বস্থ আমান্ন উত্তান বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তে জল দ্বারা 'ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ'এই মন্ত্রে বারত্রয় প্রোক্ষণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প লইয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সঘৃতসোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ' এই বলিয়া পূজা, 'এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' এই বলিয়া একবার, 'এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে একবার গন্ধপুষ্প দিবে। (পরে 'ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু' বলিয়া নখ ব্যতীত অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আমান্ন স্পর্শ করিবে।) পরে তাম্রাদিপাত্রে কুশত্রিপত্রসহ জল লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে

মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধবাসরে * অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকস্য অক্ষয়স্বর্গকামঃ এতৎ সঘৃত-সোপকরণামান্নমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি' বাক্যে কুশত্রিপত্রের দ্বারা আমান্নের উপর জলের অভ্যুক্ষণ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণা দান করিবে। বাক্য যথা,—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য' এইরূপ 'পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ' ইত্যাদি 'বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যাক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতদামান্নদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (ফলং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি' এই বাক্যে কাঞ্চন বা তন্মূল্য বা দক্ষিণার জন্য দেয় ফলের উপর জল অভ্যুক্ষণ করিবে।

তৎপরে হাতে জল লইয়া 'কৃতৈতৎসোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' বাক্যে জল ত্যাগ পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য।

বাস্তুপূজা।—'এতৎ পাদ্যং ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ' ইত্যাদি নিয়মে দশোপচারে, পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ প্রদান করিবে। পরে 'ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাস্তুদেব নমোঽস্তু তে॥' মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

বিষ্ণুপূজা।—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করত 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করিয়া 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে পাদ্যাদি দশোপচারে অর্চ্চনা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ

* চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও সংক্রান্তিবিহিত পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কেবল 'পার্ব্বণশ্রাদ্ধবাসরে' বা অনুজ্ঞাদিতে 'পার্ব্বণশ্রাদ্ধং' উল্লেখ হইবে, এতদ্ভিন্ন সকল পার্ব্বণেই 'পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধ' ইত্যাদি উল্লেখ্য। কোনও নিমিত্তবিশেষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করণীয় হইলে 'অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে' ইত্যাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

দান করিবে, যথা— পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া 'এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসম্ভূতোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে উৎসর্গ করিতে হয়।

তৎপরে যে স্থানে পার্ব্বণ করিবে,সে স্থানের সমীপস্থ দেবতা গঙ্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা, ভোজ্যদান এবং নমস্কার করিয়া, অপরের ভূমিতে পার্ব্বণ করিলে ভূমিমূল্য দিবে বা ভূস্বামীর উদ্দেশে 'ইদমামান্নং ওঁ এতদ্‌ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা' বলিয়া পিতৃরীতিক্রমে আমান্ন উৎসর্গ করিবে। স্বকীয় ভূমিতে অথবা অস্বামিক ভূমিতে * পার্ব্বণ করিলে ভূমির মূল্য দিবার আবশ্যকতা নাই।

পিতার বসুরূপ, পিতামহের রুদ্ররূপ ও প্রপিতামহের আদিত্যরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য। সকল দৈবকৃত্য উত্তরাভিমুখ, পাতিতদক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া এবং যাবতীয় পিতৃকৃত্য দক্ষিণাস্য, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া করিবে।

ব্রাহ্মণস্থাপন।—অগ্রে দেবপক্ষে একটি পাত্রে কিছু যবমিশ্রিত বারি ও পিতৃপক্ষে একটি পাত্রে তিলসংযুক্ত জল স্থাপন করিবে। দৈবপক্ষে একখানি আসনে পূর্ব্বাস্য দুইগাছি কুশ যবোদক দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে রাখিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দুইখানি আসনে দক্ষিণাগ্র এক একটি কুশ তিলোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করত দক্ষিণভাগে রাখিবে। তৎপরে পাঁচগাছা সাগ্র কুশ দিয়া ওঁকার উচ্চারণ করত আড়াইপেঁচ দিয়া অগ্রগুলি উর্দ্ধদিকে রাখিয়া তিনটি কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করত 'ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' মন্ত্রে স্নান করাইবে। 'ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।' এই মন্ত্রে চন্দনানুলিপ্ত করিয়া 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পাদ্যাদি-দশোপচারে অর্চ্চনা করিয়া দেবপক্ষের আসনে পশ্চিমাগ্ররূপে পূর্ব্বাস্য করিয়া উপবীতীভাবে একটি এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষের আসনে দক্ষিণাগ্ররূপে উত্তরাস্য করিয়া প্রাচীনাবীতীভাবে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করত শ্রাদ্ধাজ্ঞা গ্রহণ করিবে। যথা—অগ্রে দৈবপক্ষে দক্ষিণহাঁটু পাতিয়া উত্তরাভিমুখ ও উপবীতী হইয়া দৈবব্রাহ্মণে জল দিয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং" ইত্যাদি "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ

* অস্বামিক ভূমি যথা,—বন, গিরি, নদীপ্রবাহের দুই পার্শ্বে চারিহাতপ্রমাণ ভূমি, পুণ্যময় পুরুষোত্তমাদির গৃহ, গয়াদিতীর্থ, দণ্ডকাদি অরণ্য, গঙ্গাদি মহানদীর গর্ত্ত এবং তাহার উভয় পার্শ্বে দেড়শত হাত পর্য্যন্ত তীর, তীরের দুই পার্শ্বে দুই ক্রোশ যাবৎ ক্ষেত্র, এই সমস্ত স্থান রাজাদির বশবর্ত্তী থাকিলেও অস্বামিক বলিয়া গণ্য।

পরমম্' ইত্যাদি পাঠান্তে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরুরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" বাক্যে করযোড়ে প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন।

কেহ কেহ দৈবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন। সে স্থলে অনুজ্ঞাবাক্যে "ব্রাহ্মণয়োরহং" উচ্চার্য্য।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু পাতিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে জল-দান করত "কুরুক্ষেত্র,তদ্বিষ্ণো" ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক করপুটে "বিষ্ণুরোম্ তৎ সদ্ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য,পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" বলিবে,"ওঁ কুরুষ" পুরোহিত বলিবেন। পরে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া পূর্ব্ববৎ কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র পাঠান্তে করযোড়ে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন।

তৎপরে প্রণবব্যাহৃতি সহিত প্রণবান্ত গায়ত্রী জপান্তে "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ্য। পরে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বা 'ওঁ পুণ্ডরী-কাক্ষায় নমঃ'এই মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করত তুলসীপত্র ও মৃত্তিকাজল একটি পাত্রে রাখিয়া ঐ জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিতে হয়। পরে একটি পাত্রে ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রক্ষার্থ কিছু কিছু জল দৈবে অমন্ত্রকভাবে ও পিতৃপক্ষে 'ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকত্বমসি' এই মন্ত্রে রাখিতে হয়। ('অস্মিন্ শ্রাদ্ধরক্ষাং কুরু' প্রতিবচন)

অনন্তর উত্তরাস্য ও উপবীতী হইয়া জানু পাতিয়া দৈবব্রাহ্মণের করে জল দিয়া "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ" মন্ত্রে দৈবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে সরল একটি ত্রিপত্র দিবে। তৎপরে

দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া বামহাঁটু ভূমিতে পাতিয়া পিতৃব্রাহ্মণের করে জল দিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক, এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে কুশের মোটক পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে। 'ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণাসনে তিলদান কর্ত্তব্য। এই প্রকারে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণকরে জল দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গোত্র ও নাম উল্লেখ করত "এতত্তে" ইত্যাদি পাঠ করিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের বামদিকে কুশের মোটক ও পূর্ব্বোক্ত তিলদানমন্ত্রে তিল দিবে।

আবাহন।—উত্তরাস্য, উপবীতী ও পাতিত-দক্ষিণজানু হইয়া যব লইয়া "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে পুরোহিত "ওঁ আবাহয়" বলিবেন। অনন্তর "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হির্নিষীদত" মন্ত্রে আবাহন করিয়া অমন্ত্রক যবগুলি দৈবব্রাহ্মণে নিক্ষেপ করিতে হয়। তৎপরে করপুটে "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরিক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যে অগ্নি-জিহ্বা উত বা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্, ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি" এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণাস্য, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তিল লইয়া "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে ব্রাহ্মণও "ওঁ আবাহয়" বলিবেন। তদনন্তর "ওঁ এত পিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত, ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে" মন্ত্রে আবাহন করত করযোড়ে "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্" মন্ত্র জপ করত "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে তিল প্রক্ষেপ করিবে।

অর্ঘ্যদান।—জলস্পর্শ করিয়া প্রথমে দৈবব্রাহ্মণের পুরোভাগে পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর একটি পাত্র, তৎপরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের পুরোভাগে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিনটি, মাতামহপক্ষব্রাহ্মণের পুরোভাগে দক্ষিণাগ্র-কুশের উপর তিনটি, এই সাতটি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক দুই দুইটি কুশ লইয়া এক একটি পবিত্র করত "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণ রাখিয়া নখ ব্যতীত কোন দ্রব্য দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ"

মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে সাতটি পাত্রে সাতটি পবিত্র রাখিয়া "ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ঐ সাতটি পবিত্রে জল দিবে। "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ। দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি" মন্ত্রে দৈবপক্ষের অর্ঘ্য-পাত্রে যব বিকিরণ করিতে হয়। "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেব-নির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহপক্ষের প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রে তিল দিবে। তৎপরে দৈবাদিক্রমে সাতটি অর্ঘ্যপাত্রে বিনা মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দূর্ব্বাক্ষত দিয়া অন্য একটি কুশ দ্বারা আবরণ করত উত্তরাস্য, পাতিতদক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্র-মিদমর্ঘ্যপাত্রমস্ত্ব" বলিবে। পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। অনন্তর উদ্ঘাটন করিবে। দৈব ব্রাহ্মণের করে "পবিত্রং নমঃ" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রের প্রাগগ্র পবিত্র দিয়া, অর্ঘ্যজল ও পুষ্প "ওঁ জলাস্তবং নমঃ,ওঁ পুষ্পাস্তবং নমঃ" এই মন্ত্রে দিয়া আব একটি পুষ্প দ্বাবা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত ঐ অর্ঘ্যপাত্র বামকরে লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা উবুড়্ভাবে আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন 'আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু" মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমন্ত্রিত করিয়া পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামকর দ্বারা দক্ষিণ-বাহুমূল স্পর্শ করত "ওঁ পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা দৈব-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে। তৎপরে দক্ষিণাস্য, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যপাত্র কুশ দ্বারা আববণ পূর্ব্বক "ওঁ অচ্ছিদ্রাস্তেতান্যর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু" * বলিবেন। পুরোহিত 'ওঁ সন্তু' বলিবেন। পবে উদ্ঘাটন,'ওঁ পবিত্রং স্বধা' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে তিনটি তিনটি পবিত্রদান, 'ওঁ জলাস্তরং স্বধা, ওঁ পুষ্পাস্তবং স্বধা' মন্ত্রে জল ও পুষ্পদান ও "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা চিৎভাবে আবরণ করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ-বাহুমূল স্পর্শ করিবে। পরে "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিতৃব্রাহ্মণে

---

* অর্ঘ্যপাত্র যথা—তাম্র, গণ্ডারনাসিকাস্থিনির্ম্মিত, স্ফটিকাদিপাত্র অভাবে কদলী-বৃক্ষত্বক্ প্রভৃতি একজাতীয় সমস্ত অর্ঘ্যপাত্র কর্ত্তব্য। মতান্তরে কদলীপত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অর্ঘ্য দিয়া পাত্রে শেষ যে জল থাকিবে, সেই জলসহিত পূর্ব্বস্থানে পাত্রটি রাখিবে। এই প্রকারে পিতৃব্রাহ্মণে পিতামহ ও প্রপিতামহের, মাতামহ-পক্ষের ব্রাহ্মণে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে সজল পাত্র কয়েকটি রাখিবে। মন্ত্র পিতৃ-অর্ঘ্যদানবৎ, কেবল-মাত্র নাম গোত্র ভিন্ন ভিন্ন উচ্চার্য্য। এক একটি অর্ঘ্য দিয়া একবার জলস্পর্শ করিবে! তৎপরে পিতৃপাত্রে পিতামহ,প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ-প্রমাতামহপাত্রের জল ক্রমান্বয়ে লইয়া, প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আবরণ করত স্বীয় বামদিকে সমূল কুশের উপর "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই বলিয়া ন্যুব্জ করিবে অর্থাৎ যাহাতে নিম্নটি উপরে, উপরিস্থটি নীচে যায়, এরূপভাবে রাখিবে।

গন্ধাদি দান।—উত্তরাস্য, পাতিতদক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন বস্ত্রদ্বয় অভাবে বস্ত্রখণ্ড ১ খানি উৎসর্গ করত "এষ বো গন্ধঃ" বলিয়া গন্ধ, "এতদ্বঃ পুষ্পং" বলিয়া পুষ্প, "এষ বো ধূপঃ" বলিয়া ধূপ, "এষ বো দীপঃ" বলিয়া দীপ, "এতদ্ব আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্র দৈববাহ্মণে দিবে। পুরোহিত যথাযথ "সুগন্ধঃ" "সুপুষ্পং" "সুধূপঃ" "সুদীপঃ" "স্বাচ্ছাদনম্" বলিবেন। 'কৃতৈতদ্‌গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাব-ধারণ করিবে (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)। অনন্তর দক্ষিণাস্য, পাতিত-বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া "অমুকগোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক, এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছা-দনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, "এষ তে গন্ধঃ" বলিয়া পিতৃব্রাহ্মণে গন্ধ, "এতত্তে পুষ্পং" বলিয়া পুষ্প, * "এষ তে ধূপঃ" বলিয়া ধূপ, "এষ তে দীপঃ" বলিয়া দীপ পিতৃব্রাহ্মণ-নিকটে এবং "এতত্ত আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্র পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। এই প্রকার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নামোল্লেখ করত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, আচ্ছাদন উৎসর্গ করিয়া, মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে গন্ধ, পুষ্প,

---

* পুষ্প সুগন্ধি ও শ্বেত হওয়া উচিত, পদ্ম, উৎপল কিম্বা গন্ধ ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন যে কোনও পুষ্প শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। জবাদি রক্তপুষ্প, আকন্দ, পীতঝিণ্টী, অমেধ্যস্থানজাত, উগ্রগন্ধি, কেতকী, করবীর, বকুল, চম্পক ও রক্তজাতি অত্যন্ত নিষিদ্ধ। শ্বেতজাতি, মল্লিকা, কুন্দ, যূথী পুষ্প পিতৃ-পুরুষকে প্রদান করিবে।

ধূপ, দীপ, বস্ত্র দিবে। কোন দ্রব্যের অভাব হইলে সদৃশবস্তু দান বা যবদান ও বস্ত্রাভাবে খণ্ডবস্ত্রদান কর্ত্তব্য।

পিতৃব্রাহ্মণ ও মাতামহ-ব্রাহ্মণের হস্তে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞোপবীত-দান কর্ত্তব্য। বামহস্তে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্" এবং "পিতামহ প্রপিতামহ এতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থসূত্রং স্বধা। এতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্রম্" এই মন্ত্রে দান করত মাতামহব্রাহ্মণে "ওঁ অমুক-গোত্র মাতামহ অমুক" ইত্যাদি বাক্যে দান করিবে: পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "কৃতৈতদ্‌গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য। (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)।

অন্নদান।—অগ্রে দেবব্রাহ্মণের, পরে পিতৃব্রাহ্মণের, অনন্তর মাতামহ-পক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখের কুশাদি ফেলিয়া পরিষ্কার করত জলধারা দ্বারা দৈবপক্ষে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তভাবে পূর্ব্বাগ্ররেখাযুক্ত একটি এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তভাবে দক্ষিণাগ্ররেখাসম্পন্ন করত এক একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল ব্রাহ্মণের পুরোভাগে অঙ্কিত করত তদুপরি তিনখানি ভোজনপাত্র রাখিবে। তৎপরে একটি পাত্রে সঘৃত অন্ন লইয়া 'ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি' বলিলে পুরোহিত 'ওঁ কুরুষ' বলিবেন। 'ওঁ স্বাহা' এই বলিয়া একটি পাত্রস্থিত জলে কিঞ্চিৎ দিবে। তৎপরে 'সোমায় পিতৃমতে' বলিবে, 'ওঁ স্বাহা' বলিয়া আর কিঞ্চিৎ দিয়া পরে 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায়' বলিবে এবং বিনা মন্ত্রে দুইবার ঐ জলে দিয়া দৈবপাত্রে বারদ্বয়, পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে তিন তিনবার দিয়া দৈবপক্ষে অনুত্তানকর দ্বারা (অধোমুখভাবে বামকর নীচে, দক্ষিণকর উপরে উবুড়ভাবে রাখিয়া) উক্ত পাত্র ধরিয়া 'ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা' মন্ত্র পাঠ করিবে। পিতৃপক্ষের পাত্র ও মাতামহপক্ষের পাত্র উত্তান (চিৎভাবে বামহস্ত নীচে, দক্ষিণ হস্ত উপরে রাখিয়া) করে ধরিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ্য। তৎপরে আর একটি পাত্র হইতে দুই হস্ত দ্বারা পত্নী বা স্বয়ং প্রথমে দৈবপাত্রে, পরে পিতৃপাত্রে, তদনন্তর মাতামহপাত্রে অন্ন পরিবেশন করিবে। দৈবপাত্রে দুই ভাগ, পিতৃ ও মাতামহ-পাত্রে তিন তিন ভাগ করিয়া দিবে, উপকরণ আর একটি পাত্রে দিতে হয়। অন্যপাত্রের অভাবে অন্নপাত্রের উপর দিবে, পাত্রান্তরসত্ত্বে অন্য পাত্রে করিয়া রাখিবে, ভোজনপাত্রের উপর দিবে না। তাম্রপাত্রই প্রশস্ত। উহা ভগ্ন

হইলেও দোষ নাই। সীসা, লৌহ, প্রস্তর, অষ্ট অঙ্গুলীর ন্যূন পাত্র, ভগ্ন, মৃন্ময় এই সমস্ত পাত্রে অন্ন দিবে না। রৌপ্যপাত্র অষ্টাঙ্গুলীন্যূন হইলেও গ্রাহ্য।

এইরূপে পরিবেশন করত "ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" এই মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে" মন্ত্রে অন্নে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ নখস্পর্শরহিতভাবে স্থাপন করিবে। পরে দৈবে সপ্রণব-ব্যাহৃতিক গায়ত্রী পাঠান্তে "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" জপ করিবে। বামহস্তে সঘৃত অন্নপাত্র ত্রিপত্রান্বিতভাবে ধারণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ পুরুরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং * ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সযবোদকং নমঃ" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে, যথা—"ইদমন্নং (আমান্নস্থলে ইদমামান্নং) ইমাঃ সযবা আপঃ (গঙ্গোদকে গঙ্গায়া আপঃ) ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত।" পরে "ইদং গণ্ডূষজলং ওঁ বো নমঃ" এই মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা ইত্যাদি ও মধু মধু মধু মন্ত্র পাঠ কবিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষে অন্নদান-প্রণালী যথা—দক্ষিণাস্য,পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া উত্তান করদ্বয়ে অন্নপাত্র ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র জপান্তে পাত্রে অন্ন পরিবেশন, 'ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ' মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন,'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, 'ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে তিলপ্রক্ষেপ, গায়ত্রীপাঠ,মধু বাতা ও মধু মন্ত্র জপ পূর্ব্বক অন্নে প্রদত্ত মধুর অভিমন্ত্রণান্তে সঘৃত মোটকান্বিত ত্রিভাগকৃত অন্নপাত্র বামহস্তে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্' এবং 'পিতামহ প্রপিতামহ এতত্তেঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ-সমেতং সতিলোদকং (গঙ্গোদকং) ওঁ যেচাত্র'ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা' এই মন্ত্রে দান করিবে।

তৎপরে "ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং

* শ্রাদ্ধের অন্নপাক উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং, পত্নী অথবা যে কোনও সাপিণ্ডের দ্বারা কর্ত্তব্য। "আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ তু সদৈব হি।" এই বচনানুসারে পাকের অসুবিধা থাকিলে আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায়। কিন্তু "নিরগ্নেরামশ্রাদ্ধে তু অন্নং ন কালয়েৎ কচিৎ। বৃদ্ধৌ তু কালয়েদন্নং সংক্রমে গ্রহণেষু চ।" এই বচনে আমান্ন প্রক্ষালন নিষিদ্ধ আছে।

বাগ্‌যতঃ স্বদ” মন্ত্র পাঠ্য। ঐ প্রকার মাতামহপক্ষের অন্ন পিতৃপক্ষবৎ পাত্রধারণ প্রভৃতি অন্তে মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করত উৎসর্গান্তে “ইদমন্নং” ইত্যাদি পাঠ্য। অনন্তর ব্রাহ্মণে জল দিয়া প্রণব-ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী পাঠ করিয়া “ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু” জপ করিয়া করপুটে “ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু” (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) পাঠ্য। পরে প্রণবব্যাহৃতি সহ গায়ত্রীপাঠান্তে “ওঁ মধু বাতা”—ও “মধু মধু মধু.” ‘ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-ভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরো হত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণান্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥ ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ ওঁ সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভি-জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যো-ঽবসীদত॥” এই শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিবে। সমর্থ হইলে রুচিস্তব পাঠ্য। * অসামর্থ্যে ‘ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচয়ে নমঃ’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ‘ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।” ইহাও পাঠ করিবে।

অগ্নিদগ্ধার উদ্দেশে বিকিরদান। দেব ও পিতৃপক্ষ এই উভয়ের মধ্যে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক সতিল জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত সকল প্রকার অন্ন উঠাইয়া অর্থাৎ পিণ্ডদানার্থ যে তণ্ডুলাদি রাখা হয়, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া

* ইহার শেষে রুচিস্তব প্রদত্ত হইল।

তাহাতে জল, তিল, তুলসী, মোটক দিয়া একটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করত "ওঁ অগ্নি-দগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ" এই মন্ত্রপাঠ সহকারে কুশের উপর পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে করদ্বয় ধৌত, কুশত্যাগ ও আচমন করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদান।—প্রত্যেক ব্রাহ্মণে 'ইদমাচমনীয়োদকং তে স্বধা,' দেবপক্ষে 'ইদমাচমনীয়োদকং ওঁ বো নমঃ' এই মন্ত্রে জল দিয়া সপ্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ মধু বাতা" ইত্যাদি ও 'মধু' মন্ত্র জপান্তে "ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ং" বলিলে পুরোহিত "ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং" বলিবেন এবং "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" বলিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন। "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে" এই মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া পিতৃব্রাহ্মণের পুরোভাগে তিনটি, মাতামহব্রাহ্মণের পুরোভাগে তিনটি নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তভাবে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল কুশমূল দ্বারা অঙ্কন পূর্ব্বক প্রাদেশপরিমিত দুইগাছি সাগ্র কুশ বাম-কর হইতে দক্ষিণকরে লইয়া "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ, ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পূর্ব্বকথিত উভয়পক্ষীয় তিনটি তিনটি মণ্ডলের মধ্যে রেখাচ্ছেদ পূর্ব্বক দুইটি কুশপত্র উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে ঐ রেখার উপরে সমূল সাগ্র কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিবে, "ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আস্তীর্ণ কুশে তিল বিকিরণ করত আবাহন করিবে। পরে সতিল পুষ্প-জল লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক অবনেনিক্ষ্ব,ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া পিতৃরেখায়, এইরূপ অপর পাঁচটি রেখায়"অমুকগোত্র পিতামহ অমুক"ইত্যাদি মন্ত্রে সতিল পুষ্প-জল দিবে। পরে আহুতির শেষ এবং অন্নাদির অবশিষ্ট

সকল একত্র করত বিল্বপ্রমাণ ৬টি পিণ্ড নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঘৃত, মধু প্রভৃতি এবং এক একটি তুলসীপত্র,তিল ও এক একটি মোটক এক একটি পিণ্ডে দিয়া বাম-করগৃহীত পাত্র হইতে দক্ষিণকরে একটি পিণ্ড লইয়া "মধু বাতা" "ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু," "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতীযোজা ন্বিন্দ্র তে হরী। ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এষ তে পিণ্ডঃ সতিলোদকঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া পিতৃরেখায় আস্তীর্ণ কুশের মূলে দিতে হয়। ঐ প্রকার "ওঁ মধু বাতা ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" "ওঁ অক্ষন্নমী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিতামহ-নাম উল্লেখ করত কুশের মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়পাঠান্তে প্রপিতামহ-নাম উল্লেখ করত কুশের অগ্রে, মাতামহ-নাম উল্লেখ কবত মাতামঽপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের মূলে, প্রমাতামহ-নাম উল্লেখ করত মধ্যে, বৃদ্ধপ্রমাতামহ-নাম উল্লেখ করত অগ্রে পাঁচটি পিণ্ড দিবে। পিণ্ডদানান্তে এক একবাব জল স্পর্শ করিয়া লইবে। পাত্রে পিণ্ডের অবশিষ্টাংশ যাহা থাকিবে, উহা পিণ্ডের সমীপে কিছু কিছু দিবে। হস্তে পিণ্ডের যাহা কিছু সংলগ্ন থাকিবে, পিতৃপক্ষে আস্তীর্ণ একগাছি কুশেব মূল দ্বারা "ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" মন্ত্রে তাহা ঘষিয়া পিণ্ডে দিবে। তৎপরে উভয়কর প্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণ করত পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক ঐ পাত্র বামকর হইতে দক্ষিণকরে লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক অবনেনিক্ষ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে ঐ প্রক্ষালনজল দিবে। ঐ প্রকার ক্রমান্বয়ে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ-পিণ্ডে দিবে। পরে মস্তকোপরি বামাবর্ত্ত-ভাবে অঞ্জলি ঘুরাইয়া "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগ মাবৃষায়ধ্বং" জপ করিতে হয়। পরে আচমনান্তে বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরাস্য হইয়া শ্বাসরোধ করত সকল পিতৃপুরুষকে ভাস্কর-মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া ঐ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করত "ওঁ অমীমদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত" মন্ত্রজপান্তে শ্বাস পরিত্যাজ্য।

তদনন্তব কবপুটে "ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ" এই মন্ত্রে পিতৃনমস্কার,"ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত" এই মন্ত্রপাঠসহকারে গৃহিণীকে দেখিবে। "ওঁ সদো বঃ পিতরো দেশ্ম" মন্ত্রে পিণ্ড দেখিবে। নূতন বস্ত্রের দশা হইতে সূত্র তুলিয়া বামকর হইতে দক্ষিণ-করে লইয়া "এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" এই মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডের উপর সূত্র দিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে

থাস্নঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে বামকরে দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করত পিতৃপিণ্ডে, পরে ঐ মন্ত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ,মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ নাম উল্লেখ করত প্রত্যেকবার জল স্পর্শ করিয়া প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে। তৎপরে প্রীত পিতৃপুরুষ উদ্দেশ করত বিনা মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প. ধূপ. দীপ, তাম্বূল দ্বারা পিণ্ড অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর করপুটে “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥” মন্ত্রে ষড়্ঋতুরূপ পিতৃপুরুষকে প্রণাম করিবে। “ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন করিতে হয়। পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবেন। পিতৃব্রাহ্মণে “ওঁ শিবা আপঃ সন্তু” বলিয়া জল দিলে পুরোহিত “ওঁ সন্তু”, “ওঁ সৌমনস্যমস্তু” বলিয়া পুষ্প দিলে পুরোহিত “ওঁ অস্তু”, “ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু” বলিয়া দূর্ব্বাক্ষত দিলে পুরোহিত “ওঁ অস্তু” বলিবেন। ঐ প্রকার মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে ও দৈবব্রাহ্মণে জল, পুষ্প, দূর্ব্বা ও অক্ষত দিতে হয়।

অক্ষয্যদান।—তিল, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল লইয়া “ওঁ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য কৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিলে পুরোহিত “ওঁ অস্তু” বলিবেন। ঐ প্রকার পিতামহ. প্রপিতামহ. মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ নাম উল্লেখ করত অন্য পাঁচটি পিণ্ডের উপর দিতে হয়।

“ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু” বলিলে পুরোহিত “ওঁ সন্তু”; ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ বর্দ্ধতাং” বলিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণে প্রদত্ত পবিত্রগুলির সহিত কুশ পিণ্ডের উপর আস্তরণ করত “ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে” বলিলে পুরোহিত “ওঁ বাচ্যতাং,” “ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিলে পুরোহিত “ওঁ অস্তু স্বধা,” এইরূপ “ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” “ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিলে পুরোহিত সর্ব্বত্র ‘বাচ্যতাং’ ও অন্তে “ওঁ অস্তু স্বধা” বলিবেন। “ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্” মন্ত্রে সপবিত্র কুশ-সহিত পিণ্ডের উপর জলধারাসেক করিবে। (পুত্র-কামা স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে “ওঁ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজং যথেহ পুরুষঃ স স্যাৎ” এই মন্ত্রে

পিতামহ-পিণ্ডটি স্ত্রীকে দিবে, স্ত্রী ভোজনসময়ে কথা না বলিয়া ভোজন করিবে।

দক্ষিণা।—স্বীয় বামভাগস্থ ন্যুব্জপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণান্ত করিতে হয়। অগ্রে পিতৃপক্ষে দক্ষিণান্ত করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (তন্মূল্যং বা) বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বাক্যে দক্ষিণান্ত করিবে। রৌপ্য দিলে "রজতং", পয়সা দিলে "রজতমূল্যং" উচ্চার্য্য। এই প্রকারে মাতামহপক্ষেও দক্ষিণান্ত করিবে। তৎপরে দৈবপক্ষে দক্ষিণাদান যথা—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কৃতে পুরুরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (কাঞ্চনমূল্যং বা) বিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। দক্ষিণার্থ স্বর্ণ দিলে "কাঞ্চনং" এবং টাকা বা পয়সা দিলে "কাঞ্চনমূল্যং" উচ্চার্য্য। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিলে পুরোহিত "অস্তু" "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিলে পুরোহিত "ওঁ প্রীয়ন্তাং" বলিবেন। তৎপরে "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি" এইটি বারত্রয় পাঠ্য। দক্ষিণাভিমুখ, কৃতাঞ্জলি এবং স্থিরতদ্গতমনাঃ হইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করত পিতৃব্রাহ্মণদত্ত একটি পুষ্প লইয়া পিতৃপুরুষের নিকট বর প্রার্থনা করিবে, যথা—"ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" বলিলে পুরোহিত "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" বলিবেন এবং যজমান "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন॥ অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু। পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু" এই প্রার্থনা করিলে পুরোহিত "ওঁ সন্তু" "ওঁ অস্তু" বলিবেন। "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি" এই মন্ত্র

বারত্রয় পাঠ্য। "ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ" এই মন্ত্র পাঠান্তে তিনগাছি কুশ দ্বারা ব্রাহ্মণস্থ পিতৃপুরুষ বিসর্জ্জন করত উপবীতীভাবে ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণস্থ দেবগণকে বিসর্জ্জন করিবে। "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আমাগন্তং পিতরা মাতরা যুবমা মা (চামা) সোমোহমৃতত্বায় গম্যাৎ (গম্যাঃ)" এই মন্ত্রে বারিধারা দ্বারা ব্রাহ্মণ বেষ্টন করিয়া পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম করিবে। যথা—ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। ওঁ পিতৄন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ. প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেষু" এই মন্ত্রে নমস্কার করত "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অম্ভসে নমঃ" (গঙ্গাজলে গঙ্গাম্ভসে নমঃ বলিবে) মন্ত্রে জলে একটি গন্ধপুষ্প দিয়া "ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নাদিকং গঙ্গাম্ভসি সমর্পিতম্" মন্ত্রে পিতা ও মাতামহপাত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন জলে দিবে। পরে পিণ্ড লইয়া 'পিণ্ডোহপি গঙ্গাম্ভসি সমর্পিতঃ" বলিয়া জলে দিবে। "ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তয়োরক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নাদিকং অম্ভসি সমর্পিতম্" মন্ত্রে দৈবপাত্রের কিঞ্চিৎ অন্নাদি জলে দিতে হয়। অতঃপর পিণ্ড সকল তুলিয়া সূত্র ফেলিয়া পরিষ্কার করত গো, অজ বা ব্রাহ্মণকে দিবে কিংবা অগ্নি বা জলে ফেলিয়া দিবে।

অতঃপব শান্তি ও আশীর্ব্বাদ করিবে।—উপবীতী হইয়া সপুষ্প জল লইয়া ব্রাহ্মণগুলির গ্রন্থি খুলিয়া "ওঁ মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং শতম্ভবা স্যূতয়ে" এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠান্তে "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" এই মন্ত্র বারত্রয় পড়িয়া পুরোহিত যজমানমস্তকে জলের ছিটা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়, অর্থাৎ দক্ষিণহস্ত দ্বারা প্রদীপ আচ্ছাদন করত হস্তযুগল ধৌত করিয়া আচমন পূর্ব্বক

জল হাতে লইয়া "কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া জলে ফেলিয়া দিবে। পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন।

বৈগুণ্য-সমাধান।—অনন্তর "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে," এই বলিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" এই মন্ত্র পাঠ করত দশধা "ওঁ বিষ্ণু" জপ করিবে। ইহারই নাম বৈগুণ্য-সমাধান। অনন্তর প্রীয়তামিত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবে। "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" এই মন্ত্রে অর্পণ করিবে।

সাধারণতঃ শ্রাদ্ধবেলা-নির্ণয়

দিবামানকে পঞ্চদশ অংশ করিলে এক এক অংশকে মুহূর্ত্ত বলে। সাধারণতঃ মুহূর্ত্তের পরিমাণ দুই দণ্ড। রাত্রি-মুহূর্ত্তেরও এই ব্যবস্থা। দিন-মানকে তিন অংশ করিলে যথাক্রমে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণ এই তিন অংশ হয়। এই প্রকার অংশ করিয়া প্রাতঃকাল, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ন এই পাঁচ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

বিবাহ, পুত্র-জন্ম হেতু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গ্রহণ ও সংক্রান্ত্যাদিজন্য শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে প্রথম দেড় মুহূর্ত্তমধ্যে ও সায়াহ্নে শেষ দুই মুহূর্ত্তে এবং রাত্রিযোগে কর্ত্তব্য নহে। শুক্লপক্ষের তত্তত্তিথিবিহিত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তব্য। দুই দিবস সঙ্গবকালে তিথি পাইলে বা না পাইলে পর-দিনে কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বদিন রৌহিণান্ত গৌণ পূর্ব্বাহ্ণ পাইয়া পরদিন সঙ্গব না পাইলে পূর্ব্বদিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেব মুখ্যকাল প্রাতঃ। তবে দেড় মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য নহে।

সপিণ্ডীকরণ ও কৃষ্ণপক্ষজন্য যাবতীয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এবং মৃতাহজন্য ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণের কাল অপরাহ্ণ নির্দ্দিষ্ট। অপরাহ্ণশ্রাদ্ধে রাত্র্যাদি ব্যতীত কাল, কুতপাদি পঞ্চমুহূর্ত্ত, রৌহিণাদি চারি মুহূর্ত্ত, দশমাদি তিন মুহূর্ত্ত, এই কালচতুষ্টয় বিহিত ও প্রশস্ত। উভয় দিন প্রশস্ততর মুখ্যকালে আপরাহ্ণিক শ্রাদ্ধীয় তিথি পাইলে, পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। উভয়দিন মুখ্যকালে তিথি প্রাপ্ত না হইলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে।

অমাবস্যাশ্রাদ্ধ-সময়-নির্ণয়

অমাবস্যাশ্রাদ্ধের প্রধান কাল একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তের ন্যূন কালব্যাপিনী তিথি অমাবস্যাবিহিত সপিণ্ডীকরণাদিতে গ্রাহ্য না হইলেও "পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে। বাসরস্য তৃতীয়াংশে নাতিসন্ধ্যাসমীপতঃ" এই বচনবলে রাক্ষসী বেলার প্রথম দুই মুহূর্ত্তে তিথির অবস্থিতি হইলে সেই দিনে শ্রাদ্ধ বিধেয়। কিন্তু পরদিনে মুখ্য অপরাহ্নে অমাবস্যার যোগ না ঘটিলে সর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণই পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধ করিবেন। চতুর্দ্দশী যত বেলা যাবৎ থাকিবে, পরদিন অমাবস্যায় তাহা হইতে যদি অল্পকালস্থায়ী হয়, তবে তাহার নাম ক্ষীণা অমাবস্যা। চতুর্দ্দশীর তুল্য-কালব্যাপিনী অমাবস্যা যদি পরদিনে থাকে, তবে সেই অমাবস্যার নাম স্তম্ভিতা। পূর্ব্বদিবসীয় চতুর্দ্দশী-বেলা অপেক্ষা পরদিনে অমাবস্যা যদি অধিককালস্থায়িনী হয়, তবে ঐ অমাবস্যার নাম বর্দ্ধমানা। পূর্ব্বদিনে কিছু কম দ্বাদশ মুহূর্ত্ত পাইয়া পরদিন সম্পূর্ণ একাদশ মুহূর্ত্তকাল পাইলেও অমাবস্যার শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনেই কর্ত্তব্য। অগ্রহায়ণ ও জ্যৈষ্ঠীয় অমাবস্যাশ্রাদ্ধে পরদিন গ্রাহ্য হইবে, কিন্তু এই বৎসরে মলমাস হইলে ঐ দুই মাসীয় অমাবস্যার শ্রাদ্ধে পূর্ব্ববৎ সাধারণ ক্ষীণার ব্যবস্থাই গ্রাহ্য। পূর্ব্বদিন দ্বাদশ মুহূর্ত্ত পাইয়া পরদিন একাদশমুহূর্ত্তকালব্যাপিনী অমাবস্যা হইলে ঋগ্বেদীদিগের পূর্ব্বদিন ও যজুর্ব্বেদীদিগের পরদিন এবং সামবেদীদিগের ইচ্ছানুযায়িক পূর্ব্বদিন বা পরদিন এক দিবসে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। যদি উভয়দিন মুখ্যকাল শ্রাদ্ধযোগ্য হয়, তবে বর্দ্ধমানা অমাবস্যাশ্রাদ্ধ পরদিনই কর্ত্তব্য।

মহালয়া-শ্রাদ্ধ

অমাবস্যাস্তু কন্যার্কে তীর্থপ্রাপ্তৌ তথা নৃপ।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং বিধানেন দদ্যাৎ ষোড়শ পিণ্ডকম্॥
কন্যাকুম্ভবৃষস্থেঽর্কে কৃষ্ণপক্ষে চ সর্ব্বদা।
পরাধীনঃ প্রবাসী চ নির্ধনো বাপি মানবঃ।
মনসা ভাবশুদ্ধেন শ্রাদ্ধে দদ্যাৎ তিলোদকম্॥

ইত্যাদি বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি প্রতিমাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রবাস বা দারিদ্র্যাদি প্রযুক্ত শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাহার সৌর

আশ্বিন, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাতে শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে শ্রাদ্ধে অন্ততঃ তিলোদক দেওয়া কর্ত্তব্য। মুখ্যচান্দ্র ভাদ্রের অমাবস্যাতে প্রেতপুরী শূন্য থাকে, তদ্দিনে পিতৃপুরুষগণ পুত্রাদির নিকট শ্রাদ্ধান্ন পাইবার আশায় আগমন করেন, যখন পুত্রগণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করেন, তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া দারুণ অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করেন। ভাদ্র অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে দীপান্বিতা (মুখ্যচান্দ্র আশ্বিন) অমাবস্যায় অবশ্য শ্রাদ্ধ করিবে। মহালয়া প্রভৃতি পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই অধিকার। জ্যেষ্ঠের অসামর্থ্যে অপর ব্যক্তি প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া করিবেন। বিভক্ত ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকই উক্ত শ্রাদ্ধ আচরণ করিবেন। অমাবস্যানিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ—অপরাহ্নে বিহিত। অমাবস্যাপার্ব্বণে শুম্ভিতা, ক্ষীণা ও বর্দ্ধমানা অমাবস্যাভেদে ক্রিয়াযোগ্য কাল বিভিন্ন।—মহালয়াশ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাবাক্য যথা—দেবপক্ষে "বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্যাশ্বিনে (বা কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে) মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যায়াস্তিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ" এইরূপ "পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরূরবো-মাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।" ইত্যাদিরূপ বাক্য উল্লেখ্য।

ষোড়শপিণ্ডদান

মহালয়াপার্ব্বণশ্রাদ্ধান্তে ষোড়শ পিণ্ডদান কর্ত্তব্য—ঊনবিংশতি পিণ্ডে ষোড়শপিণ্ডসংজ্ঞা (পঞ্চাম্রবৎ) লাক্ষণিক। দক্ষিণাগ্র পাঁচটি রেখার উপরি-ভাগে পশ্চিমাগ্র ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিলে বিংশতিসংখ্য ঘর হইবে, তাহার উপর কুশা বিস্তার করিয়া দিবে। তদনন্তর সতিল জলধারা দ্বারা আস্তৃত কুশার উপর পিতৃদিগকে আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥

তৎপরে তিলযুক্ত জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুশার উপর দিবে, যথা—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

অনন্তর কুশার মূল হইতে ঊর্দ্ধক্রমে ক্রমশঃ এক এক মন্ত্র পড়িয়া পিতৃ-রীতিক্রমে পাঁচটি করিয়া তিন পঙ্‌ক্তিস্থ পঞ্চদশটি ঘরে পঞ্চদশ ও নৈর্ঋত-কোণস্থ ঘরটি বাদ দিয়া পশ্চিমপার্শ্বস্থ শেষ পঙ্‌ক্তির চারি ঘরে চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১॥
ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ২॥
ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৩॥
ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৪॥
ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধাস্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৫॥
ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৬॥
ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৭॥
ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৮॥
ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ৯॥
ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১০॥

ওঁ অনেকযাতনাসংস্থা যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১১ ॥
ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১২ ॥
ওঁ পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৩ ॥
ওঁ জাত্যন্তরসহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৪ ।
ওঁ দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠা পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।
মৃতা অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥
ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৭ ॥
ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে স্থিতাঃ।
গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ।
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা।
বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৮ ॥
ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা, মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ·
কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা, ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ ॥
মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা, দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥ ১৯ ॥

উল্কাদান-প্রয়োগ

শ্রাদ্ধানন্তর সায়ংকালে উপবাসী অবস্থায় নারিকেলপত্র অথবা পাঁকাটী প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত তিনটি দীপশলাকা প্রজ্বালিত করিয়া দক্ষিণমুখে ও প্রাচীনাবীতীভাবে লইতে হয়।

উল্কাগ্রহণের মন্ত্র যথা—

ওঁ শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা

উল্কাদানমন্ত্র যথা—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিম্॥

ঐ উল্কা ভেলায় করিয়া জলাশয়ে ভাসাইবার প্রথা আছে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মমালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥

গ্রহণ-শ্রাদ্ধ

"অদ্যেত্যাদি—রাহুগ্রস্তে নিশাকরে (দিবাকরে বা) অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (ইত্যাদি নামোচ্চারণান্তে) পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" এই মন্ত্র পাঠান্তে গ্রহণশ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে কালাকালবিচার নাই, রাত্র্যাদিতেও এই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সংক্ষেপ আবশ্যক হইলে অর্ঘ্যদান ও আবাহনাদি ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া অন্নদান ও পিণ্ডদান করিবে।

প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ-পার্ব্বণ

"ওঁ অদ্যেত্যাদি—অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শুদ্ধ্যর্থং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (ইত্যাদি ৬টি নাম উল্লেখ্য) পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" এই মন্ত্রে অনুজ্ঞাদি করিবে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোগ্রাসের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

প্রেতপক্ষীয় পার্ব্বণ

"অশ্বযুক্-কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে। ত্রিভাগহীনং পক্ষং বা ত্রিভাগস্বর্দ্ধমেব বা।" ভাদ্রী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্‌তিথি হইতে এক পক্ষ, ষষ্ঠী হইতে দশ দিবস, একাদশী হইতে পাঁচ দিন কিংবা ত্রয়োদশী হইতে তিন দিন

এই শ্রাদ্ধ করিবে। মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ ও মহালয়াশ্রাদ্ধ করিলে স্বতন্ত্রভাবে তর্পণশ্রাদ্ধ করিতে হয় না। এই শ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাদিতে আশ্বিন মাসের উল্লেখ হইবে। এই শ্রাদ্ধে ফলাধিক্য আছে।

মঘা-ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ

একান্নবর্ত্তী সহোদরেরা প্রেতপক্ষের মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতে এই শ্রাদ্ধ করিবে। নিম্নলিখিত বাক্যে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোমদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে মঘানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিয়া) পার্ব্বণ-বিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" এই শ্রাদ্ধে পুত্রবান্ ব্যক্তি পিণ্ডদান ও তাহার অঙ্গকার্য্য করিবেন না।

অষ্টকাশ্রাদ্ধ

"অদ্যেত্যাদি—পৌষে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (ষট্পুরুষের নাম উল্লেখ্য) পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরুরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" এই মন্ত্র পাঠান্তে পৌষমাসের গৌণচান্দ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে অন্ন ও পিষ্টক দ্বারা, মাঘী কৃষ্ণাষ্টমীতে মাংস দ্বারা এবং ফাল্গুনী কৃষ্ণাষ্টমীতে শাক দ্বারা অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

তীর্থ-শ্রাদ্ধ

গত্বৈব তীর্থং কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপ্রাপ্তিহেতুকম্।
পূর্ব্বাহ্নেঽপ্যথবা প্রাতর্দেশে স্যাৎ পূর্ব্বদক্ষিণে॥
সক্তুভিঃ পিণ্ডদানঞ্চ চরুণা পায়সেন চ।
কর্ত্তব্যমৃষিভির্দৃষ্টং পিণ্যাকেন গুড়েন চ।
শ্রাদ্ধং তত্র তু কর্ত্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জ্জিতম্॥

তীর্থে রাক্ষসী বেলায় উপস্থিত হইলেও পরদিনে শুচীভূত অভুক্ত অবস্থায় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে। উক্ত শ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান, আবাহন প্রভৃতি নাই, কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণস্থাপন, অনুজ্ঞাগ্রহণ (অনুজ্ঞাবাক্যে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকপার্ব্বণ-

বিধিকশ্রাদ্ধম্ ইত্যাদি উল্লেখ্য) অন্নদান, অভাবে পিণ্ডদানমাত্র কর্ত্তব্য। সক্তু দ্বারা পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

তীর্থযাত্রাপ্রারম্ভে ও তীর্থপ্রত্যাগমনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়। উহার প্রয়োগ নান্দীমুখশ্রাদ্ধপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

বিঘ্নহেতু পতিত-শ্রাদ্ধকাল-নিরূপণ

প্রমাদবশতঃ বা অন্য কোন কারণে ষোড়শশ্রাদ্ধ বা সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ স্বকালে না হইলে কৃষ্ণা একাদশীতে বা অমাবস্যাতে কর্ত্তব্য। পতিতশ্রাদ্ধ কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যায় না হইলে পরবর্ত্তী মাসিক শ্রাদ্ধকালে করিবে। এই শ্রাদ্ধ জনন বা মরণাশৌচ বিঘ্ন দ্বারা পতিত হইলে অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিনে শ্রাদ্ধযোগ্য কাল অষ্টম মুহূর্ত্তে যে কোন প্রাপ্ত তিথিতে করিতে হয়। ঐ সময়ে রক্তপাত বা রোগাদিবিঘ্নজন্য শ্রাদ্ধ না হইলে পরবর্ত্তী মৃততিথিতে বা কৃষ্ণা একাদশী কিংবা অমাবস্যায় করিবে। রজস্বলাশৌচ-বিঘ্নে পত্নী কেবল পঞ্চমদিনে স্বামীর শ্রাদ্ধ করিতে পাবে।

অশৌচান্ত-দিন মলমাসে হইলে মলমাসশেষে শুদ্ধমাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী অথবা অমাবস্যায় ঐ পতিত শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এই প্রকার মাসিকাদির পতিত শ্রাদ্ধ পরবর্ত্তী শুদ্ধমাসীয় একাদশী অথবা অমাবস্যাতেই করা ব্যবস্থা। কিন্তু শেষমাস যদি মলমাস হয়, তবে তন্মাসীয় সপিণ্ডীকরণ মলমাসে করা যায়। মলমাসীয় মাসিক, সপিণ্ডীকরণ ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পতিত হইলেও ঐ মলমাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী অথবা অমাবস্যায় করিতে পারে। তৎমাসিক ভিন্ন মাসীয় শ্রাদ্ধ মলমাসে হইতে পারে না। ষোড়শ শ্রাদ্ধের মধ্যে ভ্রমক্রমে কোনটি পতিত হইলে সর্ব্বশেষে সেইটি মাত্র কর্ত্তব্য, এ জন্য পুনরায় সমস্ত শ্রাদ্ধের পুনরনুষ্ঠান করিতে হয় না। শ্রাদ্ধের কোনও (অর্ঘ্যদানাদি) ভ্রমক্রমে অনুষ্ঠিত না হইলে পরে তাহা কর্ত্তব্য নহে! মলমাসমৃত ব্যক্তির বার্ষিক শ্রাদ্ধ মলমাসেই কর্ত্তব্য।

অজ্ঞাতমৃতদাহ-শ্রাদ্ধকাল-নিরূপণ

মৃতব্যক্তির তিথি অজ্ঞাত হইলে ও কেবল মাস জ্ঞাত থাকিলে, সেই মৃতমাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। মাস অজ্ঞাত থাকিলে এবং তিথি জানা থাকিলে আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই

মাসচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমানে যে কোন মাসের সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। উভয়ই অজ্ঞাত হইলে প্রব্রজিত ব্যক্তির প্রস্থানমাসীয় অমাবস্যাদিরও গ্রহণ হইবে এবং তিথিমাত্রজ্ঞানে নিকটস্থ আষাঢ়াদির সেই তিথি গ্রহণ করিবে। যদি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি মৃত কি না, স্থির-নিশ্চয় না হয়, তবে প্রস্থানদিন হইতে দ্বাদশ বর্ষাভ্যন্তরে কোন প্রকার সংবাদ না পাইলে, মৃত স্থির করত প্রস্থানমাসীয় মাস ও তিথি গ্রাহ্য করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। উহাও স্মরণ না থাকিলে যে মাসীয় যে তিথিতে মরণ-সংবাদ শুনা যায়, সেই মাসীয় সেই তিথি মৃত-তিথি বলিয়া গ্রাহ্য এবং পূর্ব্ববৎ শ্রবণমাসীয় একাদশী বা অমাবস্যার গ্রহণ হইবে এবং তিথিমাত্রজ্ঞানে আষাঢাদির ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।

সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা

"অত ঊর্দ্ধং সম্বৎসরে সম্বৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাৎ যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাৎ।"

পূর্ণসম্বৎসরে কৃতসপিণ্ডীকরণের পরবর্ত্তিবর্ষ হইতে প্রতিবর্ষে মৃত পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, স্বামী বা পিতৃব্যাদি আত্মীয়ের মৃততিথিতে অক্ষয় তৃপ্তির জন্য সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।

মৃতাহনি পিতুর্যস্তু ন কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমাদরাৎ।
মাতুশ্চৈব বরারোহে বৎসরান্তে মৃতাহনি।
নাহন্তস্য মহাদেবি পূজাং গৃহ্লামি নো হবিঃ॥

ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতিবর্ষে পিতামাতার মৃত তিথিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ না করে, মহাদেব ও বিষ্ণু তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। তাহার সকল কার্য্যই অসিদ্ধ হয়। কিন্তু অমাবস্যা বা প্রেতপক্ষে (মুখ্যচান্দ্র ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষ) পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে ঔরসপুত্র কেবল পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণোক্তবিধিতে (পঞ্চপাত্র) করিবেন, ঔরসপুত্র ব্যতিরেকে কাহারও পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধে অধিকার নাই। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—

অমাবস্যাং ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা পুনঃ।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্ব্বণো বিধিঃ॥

তথা— সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং পিত্রোরেব হি পার্ব্বণম্।
পিতৃব্য-ভ্রাতৃ-মাতৃণামেকোদ্দিষ্টং সদৈব তু॥

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ অশৌচপতিত হইলে অশৌচান্তদিনে একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধযোগ্যকালে প্রবৃত্ত তিথিতেই সম্পন্ন করিবে। পুত্রসত্ত্বে স্ত্রীর একোদ্দিষ্টে অধিকার নাই। অপুত্রা স্ত্রী স্বামীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকালে অশুচি হইলে আর্ত্তবাশৌচপঞ্চমদিনে উহা সম্পন্ন করিবেন। কন্যা মাত্র মৃততিথিতেই পিতার একোদ্দিষ্ট করিতে পারেন। শ্রাদ্ধে সধবা স্ত্রীলোকের কুশ ও তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পিতৃমরণজনিত দেহাশৌচে মাতার সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধে পুত্রের অধিকার আছে, ঐরূপ মাতৃমরণজনিত দেহাশৌচেও পিতার একোদ্দিষ্ট বাধিত নহে। সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে পিতা মাতা প্রভৃতির মৃততিথি জ্ঞাত না থাকিলে সেই মাসের অমাবস্যায় উক্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ক্ষতাশৌচে শ্রাদ্ধে অধিকার থাকে না, পরন্তু কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যায় তাহা কর্ত্তব্য। সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে বিভক্ত বা অবিভক্ত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ সকল পুত্রেরই তুল্য অধিকার, সুতরাং প্রত্যেকেরই উক্ত শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন সগোত্র ভিন্ন প্রতিনিধি দ্বারা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বিধেয় নহে, তদ্দিনে পুত্রাদি শ্রাদ্ধাধিকারিগণ উপবাসী থাকিয়া কৃষ্ণৈকাদশীতে উক্ত কার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি পক্বান্ন দ্বারা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবেন। স্ত্রীজাতির শূদ্রতুল্যতা হেতু তাহাদিগের পক্বান্ন দ্বারা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। তাঁহারা শ্রাদ্ধে আমান্ন ব্যবহার করিবেন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধাধিকারী প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে খোলাকুশাদি এবং অন্নাদি প্রস্তুত করিবেন। বাস্তুপুরুষাদির জন্য অন্ন এক পাত্রে চারিভাগ ও অন্য পাত্রে দুইটি পিণ্ডের জন্য এবং অপর পাত্রে ব্রাহ্মণের জন্য শেষ উপকরণবিশিষ্ট অন্ন রাখিয়া হস্তের নিকটে স্থাপন করিবেন। পূর্ব্বদিকে পিতৃ ও বাস্তুপুরুষাদির জন্য পাঁচটি ভোজ্য এবং তৎপার্শ্বে অন্য পাত্রে করিয়া উপকরণ রাখিতে হয়।

অনন্তর দক্ষিণাস্য কর্ত্তার নিকটে একটি জলপাত্র, তৎসমীপে জলহীন পাত্রে ব্রাহ্মণটি দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। তৎসমীপে দক্ষিণাগ্র একটি মোটক, তাম্বুল ও একগাছা কুশযুক্ত ব্রাহ্মণের আসন রাখিয়া, উহার উপরে

রক্ষার্থ একটি জলপাত্র রাখিতে হয়। তৎপরে উপকরণাদি উহার শিরোদেশে কিঞ্চিৎ ব্যবধানপূর্ব্বক অন্যান্য পাত্রে স্থাপন করিবে।

তদনন্তর পূর্ব্বাস্য হইয়া উত্তরীয় লইয়া তিলকযুক্ত ও কুশহস্ত হইয়া দুই-বার আচমনান্তে "ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং" ইত্যাদি ও "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যাং" ইত্যাদি প্রকারে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করত ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা—'বং ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ' এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া বাক্য পড়িবে, যথা—

"ওঁ তৎসৎ অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" কৃতাঞ্জলি হইয়া 'ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্' ইহা পড়িবে।

তদনন্তর "অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ কৃতৈতৎসঘৃত-সোপকরণ-ভোজ্যদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদিরূপে দক্ষিণান্ত ও "কৃতৈতৎসঘৃতসোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য।

অনন্তর বাস্তুপুরুষ এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে শালগ্রামে পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিয়া, অন্ন ও এক একটি ভোজ্য "এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং বা সিদ্ধান্নং" ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। তৎপরে গঙ্গাক্ষেত্রে গঙ্গাপূজা ও ভোজ্যান্নদানান্তে বিপরীতোত্তরীয় হইয়া পিতৃরীতিক্রমে সতিল মোটক ও তুলসী লইয়া—"এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতসোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ এতদ্‌ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা" মন্ত্রে ভূস্বামীর উদ্দেশে ভোজ্যের উপর দিবে। এই নিয়মে এক ভাগ অন্নও দাতব্য। পরে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া, "ওঁ সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" এই মন্ত্রে চন্দনানুলেপন করত "ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধশেষ পর্য্যন্ত পিতৃরীতিক্রমে দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইয়া জল দিতে হয়। পরে করপুটে "ওঁ কুরুক্ষেত্রগয়াগঙ্গাপ্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্ত্বিহ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি পাঠান্তে অনুজ্ঞা লইবে, যথা—

"অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক-

দেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ, প্রতিবাক্য।)

অনন্তর গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।" এই মন্ত্র বারত্রয় পড়িবে এবং বিষ্ণুস্মরণ করত গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জল যাবতীয় দ্রব্যে ছিটাইয়া—"ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শিরঃ-স্থানীয় পাত্রে জল রাখিবে ও ব্রাহ্মণকে জল দিবে। পরে আসন-দান যথা—

আসন-দান।—ব্রাহ্মণের আসনস্থ মোটক অন্বারব্ধ উত্তান বামকর দ্বারা ধরিয়া উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।"

পরে "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণের আসনে তিল বিকিরণ করিবে।

অর্ঘ্য।-ব্রাহ্মণের পুরোবর্ত্তী ডোঙাটি ধৌত করিয়া দক্ষিণাগ্র একটি কুশার উপর স্থাপন পূর্ব্বক—"ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী" মন্ত্রে একটি প্রাদেশ-পরিমিত সাগ্র কুশ নখ ভিন্ন অস্ত্রে কাটিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি" মন্ত্রে জল দ্বারা ধৌত করত ঐ কুশাটি দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ ডোঙাতে স্থাপন করিবে। অনন্তর "ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্রে তদুপরি কিঞ্চিৎ জল দিবে এবং "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা" মন্ত্রে তিল দিয়া বিনা মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, গর্ভ-হীন-দূর্ব্বা, তুলসী ও অক্ষত দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। একগাছা কুশ দ্বারা "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" ("ওঁ অস্তু" প্রতিবচন) বলিয়া অর্ঘ্য ঢাকিয়া কুশোদ্ঘাটন করিবে।

"ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং স্বধা" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র হইতে দক্ষিণাগ্র পবিত্র ব্রাহ্মণ-বামপার্শ্বে দিয়া, অন্য স্থল হইতে "ওঁ জলাস্তরং স্বধা" বলিয়া জল ও "ওঁ পুষ্পাস্তরং স্বধা" বলিয়া পুষ্প দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে একটি গন্ধপুষ্প দিবে এবং বামকরে অর্ঘ্যপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণ-কর দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু" মন্ত্র পাঠ সৎকারে ভূমি-সংলগ্ন করত অন্বারব্ধ বামকর দিয়া ধরিয়া,

ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দিবে।

অর্ঘ্যপাত্রের বস্ত্রের উপর তুলসী দ্বারা চন্দন ও পুষ্প, পাত্রান্তরে ধূপ দীপ স্থাপন পূর্ব্বক ঐ বস্ত্র লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। তৎপরে "এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতত্ত আচ্ছাদনং (ওঁ সুগন্ধঃ ওঁ সুপুষ্পম্ ওঁ সুধূপঃ ওঁ স্বাচ্ছাদনম্ প্রতিবাক্য) বলিয়া এক একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে। ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে যজ্ঞো-পবীতার্থসূত্রং স্বধা" বলিয়া যজ্ঞোপবীত দাতব্য। অনন্তর তিল ও তুলসী-সমন্বিত জলপাত্র ব্রাহ্মণের দক্ষিণভাগে রাখিবে।

অন্নদান।—ব্রাহ্মণের সমীপে কুশাদি সরাইয়া জলপ্রক্ষেপ দিয়া জল দ্বারা নৈঋ‌র্তকোণ হইতে বামাবর্ত্তে একটি দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করত তদুপরি অন্নপাত্র রাখিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত ও পায়সাদি বামকর-সংযুক্ত দক্ষিণ-কর দিয়া পরিবেশন করিয়া, অন্নের উপর ঊর্দ্ধমুখ দক্ষিণকরের নখহীন অঙ্গুষ্ঠমধ্যভাগ রাখিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ" বা "ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" পরে "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ।" এই মন্ত্রে অন্নে তিল দিতে হয়।

অনন্তর মধু দিয়া, গায়ত্রীপাঠ এবং "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু" মন্ত্রে অন্নে জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণকে জল দিয়া, ঘৃত-তিলতুলসী-মোটকযুক্ত অন্নপাত্র ধরিয়া—"ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নে-তত্তেঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সলিলোদকং স্বধা" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর করপুটে "ইদমন্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকর-ণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" বলিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণকে জলগণ্ডূষ দিয়া পুনরায় গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য।—"ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মন্ত্র পাঠ করিবে।

তদনন্তর গায়ত্রী ও মধু বাতা "ওঁ মন্ত্র পড়িয়া মধু" ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য" ইত্যাদি—"যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত" যাবৎ মন্ত্র পড়িয়া—সামর্থ্যানুসারে রুচিস্ত',

রুচিপ্রণাম ও 'ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অবশিষ্ট সঘৃত অন্নগুলি লইয়া দধি, মধু ও ঘৃতাদি মাখিয়া স্থাপন করিবে।

ব্রাহ্মণের বামভাগে কতকগুলি কুশা ছড়াইয়া উহাতে পিতৃরীতিক্রমে একটু জলের প্রক্ষেপ দিয়া তিল-তুলসী-মোটক-বিশিষ্ট একটি পিণ্ড ও বাম-করে জলপাত্র লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-নৈর্বান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" মন্ত্র পাঠ করত সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থদ্বারা ঐ কুশার উপর দিবে। তৎপরে 'গয়া গঙ্গা হরি' বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে ও হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

অনন্তর হস্তকুশত্যাগান্তে বিষ্ণুস্মরণ ও আচমনান্তে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণকে জল দিতে হয়। তৎপরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য।

"ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং" (প্রশ্ন করিবে), "(ওঁ ইষ্টায় দীয়তাম্" প্রতিবচন), "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে", "(ওঁ কুরুষ" প্রতিবচন)।

তৎপরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করত "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবত্তবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক "ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ।" পুনর্ব্বার "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" মন্ত্র পড়িয়া সাগ্র কুশদ্বয় দিয়া মণ্ডলের মধ্যে রেখাদ্বয় করিবে। অনন্তর কুশদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে। পরে ঐ মণ্ডলের উপর কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশ বিস্তার করত জলের ছিটা দিবে এবং "দেবতাভ্যঃ" মন্ত্র বারত্রয় পড়িবে।

"ওঁ এহি পিতঃ সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ।" মন্ত্রে কুশার উপর তিল দিয়া, আবাহন ও ঐ কুশা বামকরে ধারণ করত "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে।

অনন্তর (গায়ত্রী) "মধু বাতা" ওঁ মধু মধু মধু এবং "অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী।" এই দুইটি মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত ও মধু-সমন্বিত পিণ্ডে তিল, তুলসী ও মোটক দিয়া, পিণ্ড দক্ষিণ-করে লইয়া অন্বারব্ধ বামকর দিয়া জলপাত্র লইয়া—"ওঁ

অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেব তে সতিলোদকপিণ্ডঃ স্বধা" মন্ত্রে সেই কুশার উপর পিতৃতীর্থযোগে পিণ্ডদান পূর্ব্বক জল দিবে। অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া আস্তৃতকুশমূল দিয়া অমন্ত্রক হস্তলেপ ঘর্ষণ পূর্ব্বক পিণ্ডের উপর দিতে হয়।

তৎপরে হরিস্মরণ ও জলস্পর্শ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জল দিয়া "ওঁ অমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" মন্ত্রে অন্নপাত্রধৌত ঐ জল পিণ্ডের উপর দিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া বলিবে, "ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব।"

অনন্তর শ্বাস রোধ করত তেজোময়মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া করপুট মস্তকো-পরি বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে উত্তরাস্থে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট।" তৎপরে পিতৃপ্রণাম—"ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্নমস্তে" "ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দ্দেহি" গৃহিণীদর্শন, "ওঁ সদস্তে পিতর্দ্দেস্ম" বলিয়া পিণ্ডদর্শন কর্ত্তব্য।

তদনন্তর একটু সূত্র লইয়া, "ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" মন্ত্রে পিণ্ডের উপর দিয়া অন্বারব্ধ বামকর দ্বারা ধরিয়া "ওঁ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা।" মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

তৎপরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বূল দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ-ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥" মন্ত্র পাঠ্য। তৎপরে "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া পিণ্ডাগ্রে জলসেক করিবে। ("ওঁ অস্তু" প্রতিবাক্য)। "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" ব্রাহ্মণে জল দিবে। ("ওঁ সন্তু" প্রতিবচন) "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" পুষ্প দিবে। ("ওঁ অস্তু" প্রতিবচন) "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" ("ওঁ অস্তু" প্রতিবচন) যব বা তণ্ডুল দিবে। তদনন্তর তিল, মধু ও ঘৃতাক্ত জল লইয়া,—"অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেব-শর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্।" ("ওঁ উপ-তিষ্ঠতাং" প্রতিবচন) "ওঁ অঘোরঃ পিতাস্তু" ('ওঁ অস্তু' প্রতিবচন), "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবচন) পিণ্ডের উপর পবিত্র সহিত দুইটি কুশ দিয়া,—"ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্" মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা পিণ্ডোপরি তর্পণ করিতে হয়। *

* মাতা বা স্বামীর শ্রাদ্ধেও পিতৃশব্দযুক্ত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমুদায় অবিকৃতভাবে পাঠ্য (অত্র

দক্ষিণান্ত।—দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণুরোঁ। তৎসদত্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (বা মাতুরমুকী-দেব্যাঃ) কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং রজতমর্চ্চিতং (অথবা রজতমূল্যং হরীতকীফলমর্চ্চিতং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

তৎপরে পিতৃনির্ম্মাল্যপুষ্প লইয়া করপুটে দক্ষিণদিক্ দেখিয়া বর প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ আশিষো মে প্রদায়ন্তাম্ (আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং প্রতি-বচন) দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যস্মৈ সঙ্কল্পিতো দ্বিজস্তস্যাক্ষয়া (যস্যৈ সঙ্কল্পিতো দ্বিজস্তস্যা অক্ষয়া ইতি স্ত্রী উদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধে) তৃপ্তিরস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) এই মন্ত্রে পুষ্পটি আঘ্রাণ করিয়া শিরোপরি দিবে।

অনন্তর 'ওঁ দেবতাভ্যঃ' মন্ত্র বারত্রয় পড়িয়া, 'ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব', ('ওঁ অভিরতোঽস্মি' প্রতিবচন) বলিয়া ব্রাহ্মণকে জল দান করত বিসর্জ্জন করিবে।—"ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা যুবমামা (চামা) সোমোঽমৃতত্বায় (অমৃতত্বেন) গম্যাৎ (গম্যাঃ)" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে বেষ্টন পূর্ব্বক জল দিয়া, "ওঁ পিতা স্বর্গঃ"—ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃস্তুতি "ওঁ পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভি-সন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে "ওঁ অম্ভসে নমঃ" মন্ত্রে জলপূজা করিয়া "যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্য অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং জলে (গঙ্গায় গঙ্গাজলে) সমর্পয়ামি, পিণ্ডমপি জলে সমর্পয়ামি" বলিয়া দুই স্থানের অন্ন লইয়া নিকটস্থ জলে ফেলিয়া দিবে। "মহাবামদেব্যঋষি"—ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া বৈগুণ্যশান্তি, ব্রাহ্মণ খুলিয়া, কর ধৌত করত দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশ-ত্যাগ, হস্তপ্রক্ষালন, সূর্য্যপ্রণাম, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান

পিতর্মাদয়ন্ব এতন্বঃ পিতরো বাসঃ ইত্যাদি পাঠই সঙ্গত,কিন্তু অত্র মাতর্মাদয়ন্ব ইত্যাদি পরি-বর্ত্তিত পাঠ অশুদ্ধ) কেন না, মন্ত্রে প্রযুক্ত পিতৃশব্দ প্রাপ্তপিতৃলোক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে।

পূর্ব্বক "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ"—মন্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। "এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু" বলিয়া জল দিবে, অনন্তর অবশিষ্ট দ্রব্য অর্দ্ধগ্রাসমাত্র ভোজন কর্ত্তব্য।

সামবেদীয় পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধ

কেবলমাত্র অপরপক্ষে মৃত পিতামাতার অথবা অমাবস্যাতে মৃত পিতা-মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধিতে কর্ত্তব্য। (বিমাতা প্রভৃতির নহে); কিন্তু মলমাসীয় ভাদ্রকৃষ্ণপক্ষমৃত ব্যক্তির বর্ষান্তরে অপরপক্ষে মৃত তিথি হইলেও প্রেতপক্ষে মরণের হেতু ত্রৈপুরুষ পার্ব্বণ হইবে না। দত্তক পুত্র একোদ্দিষ্টবিধানে শ্রাদ্ধ করিবে।

ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধে কেবল দৈব ও পিতৃপক্ষের কার্য্য করিতে হইবে, মাতা-মহপক্ষ নাই। মাতার পার্ব্বণে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই তিনের শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পাঁচটি, অর্থাৎ দৈবে দুই ও পিতৃপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে পার্ব্বণবিধানে স্থাপন করিতে হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-বিধি অনুসারে সমস্তই হইবে, কেবল যাহা বিশেষ, তাহাই লিখিত হইল।

প্রথমতঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধোক্ত বিধি অনুসারে বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ (অমাবস্যায় মৃত হইলে) অমাবস্যাক্ষয়নিমিত্তক (প্রেতপক্ষে মৃত হইলে প্রেতপক্ষক্ষয়নিমিত্তক) পার্ব্বণবিধিক-সাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধার্থং (পিতৃশ্রাদ্ধস্থলে) অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধ-বাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য অক্ষয়-স্বর্গকাম (মাতৃশ্রাদ্ধস্থলে অমুকগোত্রায়া মাতুরমুকীদেব্যাঃ অমাবস্যাক্ষয়-নিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিক সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রায়া মাতুরমুকী-দেব্যাঃ এবং পিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ, প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি যথাযথভাবে পরিবর্ত্তনীয়) ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবত-মর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" পরে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমাবস্যাক্ষয়-নিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিক সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে

অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সম্বৎতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।" অনন্তর ভোজ্যদানের অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধিমতে অনুজ্ঞা পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। অনুজ্ঞা যথা—দৈবে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া 'কুরুক্ষেত্র' 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে—"অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমাবস্যাক্ষয়- (কিংবা প্রেতপক্ষক্ষয়) নিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকসাংবৎরিক-শ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করত) পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" ('ওঁ কুরুষ' প্রতিবচন) পরে পিতৃব্রাহ্মণত্রয়ে অনুজ্ঞা কর্ত্তব্য। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুবমুকদেবশর্ম্মণঃ অমাবস্যাক্ষয়নিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকসাম্বৎসবিক-শ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেষহং কবিষ্যে।"

অনুজ্ঞার পর গায়ত্রী, দেবতাভ্য মন্ত্র তিনবার পাঠ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জলে শ্রাদ্ধদ্রব্য প্রোক্ষণ, একদেশে রক্ষার্থ জলস্থাপন করিয়া আসনদান করিবে, যথা—দৈবে "বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ," জলদান ও অমন্ত্রক যবদান করিয়া পিতৃপক্ষে তিন ব্রাহ্মণে তিনটি মোটক রাখিয়া দান করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র পিতামহামুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণস্থ মোটকে জল দিবে। পরে 'অপহতা' মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে তিল দান কর্ত্তব্য। পরে পার্ব্বণবৎ দৈবে ও পিতৃপক্ষে আবাহন পূর্ব্বক দৈবে দুইটি পাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনবিধিতে অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বো অর্ঘ্যো নমঃ।" পার্ব্বণবৎ পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণত্রয়ে অর্ঘ্যত্রয় নিবেদন করিয়া দৈবে গন্ধাদিদান করত পিতৃপক্ষে গন্ধাদি-দান করিবে। যথা—পিতৃপক্ষে তিনটি পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র সাজাইয়া নিবেদন করত প্রত্যেক ব্রাহ্মণে গন্ধাদি প্রদান করিবে। অতঃপর দৈবে অন্নদানপ্রণালীতে অন্নদান করিয়া পিতৃপক্ষে পাত্রত্রয়ে অন্নদান 'অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ (পিতৃপাত্রস্পর্শ) অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ (পিতামহপাত্রস্পর্শ) অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্

(প্রপিতামহপাত্রস্পর্শ) এতত্তেঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং ওঁ যে চাত্র ত্বা” ইত্যাদি। পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে অন্নাদির প্রত্যুদ্দেশ করিয়া গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি পাঠ হইতে যথোক্তনিয়মে পিণ্ডে বাসঃসূত্র দান পর্য্যন্ত করিবে। “পরে ওঁ সুসংপ্রোক্ষিতমস্তু” মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে জলদান, “ওঁ শিবা আপঃ সন্তু” মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জলদান, “ওঁ সৌমনস্যমস্তু” মন্ত্রে পুষ্পদান, “ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু” মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে যবদান পূর্ব্বক অক্ষয্যোদকদানাদি অবশিষ্ট সমুদায় কার্য্য করিবে। পরে পার্ব্বণবৎ দক্ষিণাদান, আশীর্গ্রহণ প্রভৃতি করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন, জলে অন্ন ও পিণ্ডক্ষেপ, পিতৃপ্রণাম, বৈগুণ্যশান্তি, অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

সামবেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ *

কোনও কর্ম্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধকে আভ্যুদয়িক বলে। এই শ্রাদ্ধে তিল স্থানে যব ব্যবহার করিবে। বামজানুপাত ও উত্তরীয়-পরিবর্ত্তন নাই, সমস্ত পিতৃদেয় দ্রব্য দেবতীর্থে দান করিতে হয়। মোটক-স্থানে তরুণ কুশনির্ম্মিত ত্রিপত্র প্রযোজ্য। ‘স্বধা’শব্দ স্থানে ‘পুষ্টি’ শব্দ প্রয়োগ করিবে। কন্যা-পুত্র-বিবাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, পুত্রজাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন সংস্কার, নবগৃহ-প্রবেশ, গ্রহযজ্ঞ, দেবপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা ও ব্রত-প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও তীর্থপ্রত্যাগমে ও কাম্য বৃষোৎসর্গে সগণেশ ষোড়শমাতৃকা পূজাপূর্ব্বক বসুধারাসম্পাতন, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সংস্কার ভিন্ন কার্য্যে অধিবাসাদির উল্লেখ কর্ত্তব্য নহে। এক কর্ত্তা এক দিনে বহুকর্ম্ম করিলে একটিমাত্র শ্রাদ্ধ ও একবারমাত্র মাতৃপূজাদি করিবে। প্রক্ষালিত তণ্ডুল ও উপকরণ দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে গণেশের একটি ষোড়শ, মাতৃকার ষোড়শটি, পিত্রাদির ছয়টি ও বাস্তুপুরুষদিগের চারিটি, এই সাতাইশটি ভোজ্যপাত্র সাজাইয়া প্রত্যেক ভোজ্যে রম্ভা, পান ও সুপারি প্রদান করিবে। তদনন্তর যথাকালে হস্তকুশাদি লইয়া

* ইহাকেই নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কহে। সকলে ইহাকে আভ্যুদয়িক বলা যায় অর্থাৎ সংস্কারের শুভপ্রদ ও কর্ম্মের বিঘ্নহারক স্বস্ত্যয়নরূপ পিতৃপূজা।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং"—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত গণেশাদিকে গন্ধপুষ্প দিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভামুকামুককর্ম্মাঙ্গীভূত-গণপত্যাদিনানাদেবতা-ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বক-শুভ-গন্ধাদ্যধিবাসনকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এইরূপে তিনবার পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্বস্তিসূক্তপাঠান্তে "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি দ্বারা সান্নিধ্য কল্পনা ও সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমিত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুনমস্কার পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যব, তুলসী, ত্রিপত্র, গন্ধপুষ্প ও হরীতকী সজল তাম্রপাত্রে লইয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (অমুকগোত্রায়া মৎকন্যায়া অমুকাদেব্যা বা) অমুককর্ম্মাঙ্গী-ভূতগণপত্যাদিনানাদেবতা-ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বকশুভগন্ধাধিবা-সনকর্ম্মাহং করিষ্যামি (স্বার্থে করিষ্যে)।" পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া পুনশ্চ পুণ্যাহাদিবাচন করিবে, যথা—

উত্তরমুখ হইয়া আতপতণ্ডুল গ্রহণ পূর্ব্বক—"কর্ত্তব্যেষেষু অমুকগোত্রস্যা-মুকস্য অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারা-সম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি-রূপে তিনবার পুণ্যাহাদিবাচনান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"ওঁ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (সংস্কার ভিন্ন কর্ম্মে রাশ্যুল্লেখ বিহিত নহে, সৌরমাসবিহিত কার্য্যে সৌরমাস ও রাশি উল্লেখ হইবে।) সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজাবসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্য-সূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যামি।" (স্বার্থে করিষ্যে)। অনন্তর সূক্তপাঠ, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি সমাপনান্তে যথাযথভাবে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের অর্চ্চনা করিবে। তৈল, হরিদ্রা, গুবাক, তাম্বূল এবং লাড়ু থাকিলে তাহাও ষষ্ঠীকে দিতে হয়।

অনন্তর যাহার অধিবাস, তাহাকে নিজবামে বিচিত্র পিঁড়ির উপর বসা-ইয়া চন্দন লইয়া নিম্নোক্ত যথাযথ মন্ত্র পাঠ করত "অনেন গন্ধেন অস্য (স্ত্রী-লোকের হইলে অস্যাঃ) শুভাধিবাসনমস্তু" বলিয়া ঐ চন্দন নারায়ণে ও তৎ-পরে ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া বালকের ললাটে স্পর্শ পূর্ব্বক বরণপাত্রে রাখিবে।

এই প্রকারে, "অনয়া মহ্যা অস্য শুভাধিবাসনমস্তু", পুনর্ব্বার "অনেন গন্ধেন" এবং "অনয়া শিলয়া" ইত্যাদি প্রত্যেক দ্রব্য এই ক্রমে প্রদান করত বরণপাত্রে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবে।

দ্রব্য যথা—মহী গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, (গোরোচনা অভাবে হরিদ্রা), সিদ্ধার্থ (শ্বেত-সর্ষপ), কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ (বা তাম্র, চামর, দর্পণ)।

সাগ্নবেদি-অধিবাসমন্ত্র

"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ অনেন গন্ধেন অস্য (স্ত্রীলোক হইলে অস্যাঃ) শুভাধিবাসনমস্তু।" (এই মন্ত্রে গন্ধ দ্বারা অধিবাস করিবে।)

ওঁ মহিত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য। অনয়া মহ্যা ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে মহী দ্বারা অধিবাস কর্ত্তব্য।)

ওঁ ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ যোহস্য কামং বিদধতো ন রোষতি মনোদানায় চোদয়ন্। অনেন গন্ধেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে গন্ধ দ্বারা।)

ওঁ বিষ্বদাপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তস্মা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যা জিন্নগির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ। অনয়া শিলয়া ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে শিলা দ্বারা।)

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্ ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। অনেন ধান্যেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে ধান্য দ্বারা।)

ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায় তৎপৃথিবীমপ্রথয় স্তদস্তভ্না উতো দিবম্। অনয়া দূর্ব্বয়া ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে দূর্ব্বা দ্বারা।)

ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্। অনেন পুষ্পেণ ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা।)

ওঁ ইন্দ্রনরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম আগোমতি ব্রজে ভজাত্বন্নঃ। অনেন ফলেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে ফল দ্বারা।)

ওঁ দধি ক্রাব্ণোহকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। অনেন দধ্না ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে দধি দ্বারা।)

ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা। অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা।)

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে স্বস্তিক দ্বারা।)

ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণম্। ঘৃতস্য পাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্তে। অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে সিন্দূর দ্বাবা।)

ওঁ সমুদ্রেয়ো বহুনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাং সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্। অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে শঙ্খ দ্বারা।)

ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। অনেন কজ্জলেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে কজ্জল দ্বারা।)

ওঁ অধজ্মো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনা দধি অয়াবর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতোপৃণ। অনেন রোচনয়া ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে বোচনা দ্বারা)

ওঁ এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ। অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে সিদ্ধার্থ দ্বারা।)

ওঁ তং গূর্দ্ধয়া .স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরেবে দেবত্রা হব্যমূহিষে। অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে কাঞ্চন দ্বারা।)

ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজামসি। অনেন বৌপ্যেণ ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে রৌপ্য দ্বারা।)

ওঁ বণ্মহাঁ অসি সূর্য্যবড়াদিত্যমহাঁ অসি মহস্তে সতোমহিমাপনিষ্টম, মহ্নাদেব মহাঁ অসি। অনেন তাম্রেণ (এই মন্ত্রে তাম্র দ্বারা।)

ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শম্ভুময়োভূনো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। (এই মন্ত্রে চামর দ্বারা।)

ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি। অনেন দর্পণেন (এই মন্ত্রে দর্পণ দ্বারা।) (মতান্তরে দীপ দ্বারা।)

ওঁ আয়ুর্জ্যোতী রবিজ্যোতিঃ। উহো বা একার্দ্ধজ্যোতিঃ। (এই মন্ত্রে দীপ দ্বারা।) অথবা অগ্ন আয়াহীত্যাদি। অনেন দীপেন ইত্যাদি। (এই মন্ত্রে দীপ দ্বারা।)

ওঁ উভয়োর্লোকাময়বোচয় ইমাল্লোঁকাল্লরোচয়ঃ। প্রজাভূতময়োচয়ো বিশ্ব-ভূতময়োচয়ঃ। অনেন প্রশস্তপাত্রেণ (এই মন্ত্রে প্রশস্তপাত্র দ্বারা।)

শ্রী (আগ) ও কুলা ইত্যাদি মাঙ্গল্যপদার্থ দ্বারাও গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক "অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্ত শুভাধিবাসনমস্ত" এইরূপে অধিবাস করাইয়া পরে সর্ব্বদ্রব্য সহিত ববণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় নারায়ণ-স্পর্শাদি বারত্রয় করাইবে। তৎপরে পুরুষের দক্ষিণকরে ও স্ত্রীজাতির বামকরে রক্ত বা হরিদ্রাভ সূতা ৩।৫ বা ৭ থেই, ৩।৫ বা ৭টা দূর্ব্বাব সহিত 'ওঁ সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিং দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মারুহেমা স্বস্তয়ে' অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ ইত্যাদি এই মন্ত্রে বাঁধিয়া দিবে। অনন্তর সপ্তদশ যবপুঞ্জে বা শালগ্রামাধারে পঞ্চোপচাবে গণেশের অর্চ্চনা এবং 'এষ গন্ধঃ ওঁ গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ, ওঁ পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ,' এই ক্রমে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার অর্চ্চনা * করিবে, প্রত্যেকের পূজাশেষে 'ইদং সদ্বোপ-করণ-আমান্নভোজ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ' এই ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ ভোজ্য প্রদান করিবে। অনেকে ভোজ্যের পরিবর্ত্তে নৈবেদ্য দিয়া থাকেন।

গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা যথা—গৌরী, ১। পদ্মা, ২। শচী, ৩। মেধা, ৪। সাবিত্রী, ৫ বিজয়া, ৬ জয়া। ৭। দেবসেনা, ৮। স্বধা, ৯। স্বাহা, ১০। শান্তি, ১১। পুষ্টি, ১২। ধৃতি, ১৩। তুষ্টি, ১৪। আত্মদেবতা ১৫। কুলদেবতা ১৬।

বসুধারা।—পূর্ব্ব বা উত্তরের দিকেব গোময়লিপ্ত ভিত্তিতে দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ত্তার নাভিপ্রমাণ উচ্চস্থলে পাঁচ বা সাতটা (সিন্দূরের ও তন্নিম্নে চন্দনের) চিহ্ন দিয়া কুশি দ্বাবা ঘৃতগ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেকে এই মন্ত্রে নিম্নস্থ ভূমি সংলগ্ন করিয়া ৫ বা সাতটি ধারা দিতে হয়।

মন্ত্র—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজামসি॥

পরে 'ওঁ চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ'—আবাহন করিয়া,—'ওঁ চেদিরাজব-সবে নমঃ" মন্ত্রে যথাসাধ্য উহাতে অর্চ্চনা করিবে।

প্রণাম—ওঁ চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে।
ক্ষুৎপিপাসাসুদে দাস্ত চেদিরাজ নমোঽস্তু তে॥

* যে যে স্থানে আভ্যুদয়িক. প্রায সেই সেই স্থলেই মাতৃকাপূজা করা উচিত।

অবশেষে করযোড় করিয়া আয়ুষ্যসূক্ত জপ করিবে, যথা—

ওঁ আয়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বং বিশ্বমায়ুরশীমহি, প্রজাত্বষ্ট রধিনি ধেহ্যস্মৈ শতং জীবেম শরদো বয়ন্তে।

ওঁ আয়ুষে মে পবস্ব বর্চ্চসে মে পবস্ব বিদুঃ পৃথিব্যা দিবো। জনিত্রাচ্ছ্ রস্মাপোঽধঃ ক্ষয়ন্তীঃ সোমে হোদগায় মমায়ুষে মম ব্রহ্মবর্চ্চসায় যজমানস্য ঋদ্ধ্যৈ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো (সংস্কার্য্যের নাম করিয়া) রাজ্যায়। *

নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ

তৎপরে শ্রাদ্ধীয় পাত্রাদি প্রায় পার্ব্বণবৎ সাজাইবে। প্রভেদ এই যে, অগ্নিকোণ-সমীপে পিতৃপক্ষ এবং নৈর্ঋতকোণসন্নিধানে মাতামহপক্ষ হইবে। ইহাতে তিন পক্ষেই দুই দুই ব্রাহ্মণের (ত্রিপত্র ও তাম্বূলবিশিষ্ট) আসন দুইখানি করিয়া ছয়খানি এবং আসনের শিরোদেশে তিনপক্ষে তিনটি রক্ষার্থ জলপূরিত পাত্র ও তাহার উপর উপকরণপাত্র যথাক্রমে রাখিয়া দৈবপক্ষসন্নিধানে ও পূর্ব্বদিকে নিজসমীপে যথাক্রমে দুইটি জলপাত্র স্থাপন করিবে। ব্রাহ্মণগুলি পশ্চিমাগ্র করিয়া দৈবপক্ষে রাখিতে হয়।

ইহাতে দৈবপক্ষীয় কার্য্য উত্তরমুখ এবং পিতৃপক্ষীয় ক্রিয়া-সকল পূর্ব্বমুখ হইয়া করিবে। ইহাতে দৈবরীতি ভিন্ন পিতৃরীতিতে (বিপরীত-উত্তরীয়কাদি) কোন ক্রিয়া নাই এবং তিলস্থলে যব ব্যবহার্য্য ও দৈবপক্ষ হইতে পিতৃপক্ষে দক্ষিণাবর্ত্তে আসিতে হইবে। আমান্ন প্রক্ষালন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কার্য্য করিবে। উৎসর্গ,—ত্রিপত্রবিশিষ্ট দ্রব্য অধোমুখ বামকর দ্বারা ধারণ করিবে এবং স্বধা স্থানে সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে, কিন্তু মন্ত্রস্থিত স্বধাস্থলে পুষ্টিপদের প্রয়োগ হইবে আর পিতৃশব্দের অব্যবহিত অগ্রে নান্দীমুখ শব্দ ব্যবহৃত হইবে। কেবল দেবতাভ্যঃ—মধু বাতা (দিব্যপিতৃক বলিয়া) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম এবং আমাবাজস্য এই কয়েকটি মন্ত্রগত পিতৃপদের অগ্রে নান্দীমুখ পদ ব্যবহার্য্য নহে।

ভোজ্যোৎসর্গ।—ভোজ্য ছয়টি বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ † শুভ-অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ

* নিজকর্ম্মে "যজমানস্যর্দ্ধ্যা অমুককর্ম্মণো রাজ্যায়" কহিবে।

† স্বকীয় আভ্যুদয়িকে 'অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' এই প্রকার উচ্চার্য্য।

অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধ-প্রমাতামহস্য আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধবাসরে (পুনশ্চ ষট্পুরুষের নাম করিয়া) অক্ষয়-স্বর্গকাম ইদং সঘৃত-সোপকরণম্ আমান্নভোজ্যমর্চ্চিতং"—ইত্যাদি। তদনন্তর 'কৃতৈতৎ-ভোজ্যদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং' (এই নিয়মে) দক্ষিণান্ত করিতে হইবে।

অনন্তর বাস্তুপুরুষ এবং ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং—মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বরবিষ্ণু ও গঙ্গাকে পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিয়া দৈবপ্রণালীতে ভূস্বামীকে অগ্রাংশ দিয়া, ব্রাহ্মণের স্নানপূজা করিয়া ছয় আসনে (দৈবপক্ষ হইতে) ক্রমান্বয়ে রাখিবে।

দৈবে অনুজ্ঞা।—দৈবব্রাহ্মণে * জল প্রদান পূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণো ইত্যাদি স্মরণান্তে 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মণঃ শুভ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেব-শর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (দুইপক্ষীয় ষট্পুরুষের নাম করত) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাম্ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ্ব, প্রতিবচন।) গায়ত্রী ও দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ্য।

পিতৃপক্ষে দক্ষিণাবর্ত্তে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রাহ্মণকে জলগণ্ডূষ দান করত—কুরুক্ষেত্রেত্যাদি বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভ-অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে। (ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবচন)

অনন্তর গায়ত্রীপাঠ করিয়া—"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।' এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ করিবে।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণে জলদান করত অদ্যেত্যাদি বলিয়া মাতামহাদিত্রয়েরও

* সর্ব্বত্র জলাদিদান একপক্ষীয় দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেককে না করিয়া এক ব্রাহ্মণকে করিবে।

গোত্র-সম্বন্ধ নামোচ্চারণ করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য এবং প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবচন। গায়ত্রী ও দেবতাভ্য এই মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করত মৃত্তিকা-বিশিষ্ট জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ছিটা দিয়া,— 'ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকমসি যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ' এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শিরোদেশে পাত্রে রক্ষাহেতু জল রাখিবে।

আসন-দান।—দৈবব্রাহ্মণদ্বয়ে জল প্রদান পূর্ব্বক উহার দক্ষিণভাগে আসনার্থ এক একটি ত্রিপত্র স্থাপন করিয়া,—'ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ,' এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণদ্বয়ে জলপ্রদানান্তে বামভাগে এক একটি ত্রিপত্র স্থাপন পূর্ব্বক 'ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতে তে দর্ভাসনে ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ,' এই মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিতে হইবে।

মাতামহপক্ষেও এই প্রকারে ত্রিপত্রাসন-উৎসর্গ-নিয়মে ধরিয়া গোত্রসম্বন্ধ-নামোচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে।

তদনন্তর দৈবে যবহস্তে —'ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে ?' জিজ্ঞাসা করত —'ওঁ আবাহয়' (প্রতিবাক্যে) "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত' ইত্যাদি আবাহন-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ও যব ছড়াইয়া দিবে। শেষে করপুট হইয়া,—'বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং,'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পুনর্ব্বার যবগ্রহণ পূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া পিতৃপক্ষে,—'ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄনাবাহয়িষ্যে ?' জিজ্ঞাসা করত 'ওঁ আবাহয়,' (অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) 'ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ' ইত্যাদি 'আবহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষেঽত্তবে' ইত্যন্ত মন্ত্রদ্বয় পড়িবে এবং আবাহন করত করপুট হইয়া, 'ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্। ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে যব বিকিরণ করিবে।

অর্ঘ্য।—দৈবাদি ক্রমান্বয়ে দেবব্রাহ্মণ-সন্নিধানে পশ্চিমাগ্র কুশার উপরিভাগে দুইটি পাত্র পিতৃপক্ষে তিন আর তদ্দক্ষিণে মাতামহপক্ষে তিন, এই আটটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক—'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে নখ ভিন্ন

অগ্রে পবিত্রচ্ছেদন করত "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে পবিত্রে একটু জল প্রক্ষেপ করিবে। এই ক্রমে অষ্টপাত্রে পবিত্র রাখিতে হয়।

'ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে'—এই মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক পবিত্রের উপরিভাগে জল প্রদান করিবে। দৈবে,—'ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়া' ইত্যাদি—মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবে। পুনর্ব্বার যবগ্রহণ পূর্ব্বক—

'ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ, প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্টা নান্দীমুখান্ পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা,' এই মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় প্রতি পাত্রে যব প্রদান করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প ও দূর্ব্বাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়া, দৈবে—'ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রে স্তাং,' (ওঁ স্তাং প্রতিবচন) পিতৃপক্ষে—'ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্যর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু,' মাতামহপক্ষেও এই প্রকার বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপরিভাগে তিন দিকে তিনটি কুশা আচ্ছাদন পূর্ব্বক উঠাইয়া বামভাগে প্রক্ষেপ করিবে। 'ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ' বলিয়া দেব-ব্রাহ্মণকরে প্রাগগ্র পবিত্রত্রয় প্রদান করত 'ওঁ জলান্তরং নমঃ' মন্ত্রে জলান্তর দিবে, 'পুষ্পান্তরং নমঃ' মন্ত্রে পুষ্পান্তর দিবে এবং 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে হইবে।

তদনন্তর বামহস্ততলে দৈব অর্ঘ্যপাত্রদ্বয় উপর্য্যুপরি করিয়া উঠাইয়া লইয়া, 'ওঁ যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মাটীতে বাখিয়া ধরিয়া,—'ওঁ বস্বসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতে বো অর্ঘ্যো নমঃ,' বলিয়া উৎসর্গ করত অর্ঘ্যদ্বয় দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়ে প্রদান করিতে হইবে।

তৎপরে পিতৃব্রাহ্মণ-করে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে উত্তরাগ্র পবিত্রদ্বয় ও জলান্তর এবং পুষ্পান্তর প্রদান পূর্ব্বক 'যা দিব্যা'—মন্ত্র পাঠ করত অর্ঘ্য ধারণ করিয়া,—'অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ,'এই মন্ত্রে পিতৃ-ব্রাহ্মণকে একটি অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পিতামহ-প্রপিতামহকেও 'যা দিব্যা'—মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য উৎসর্গ করত পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিতে হয়। মাতামহপক্ষে পবিত্রদান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া, 'যা দিব্যা'—মন্ত্র পাঠ সহকারে অর্ঘ্য পৃথক্ পৃথক্ উৎসর্গ করিয়া তুলিয়া দিবে।

অনন্তর স্বীয় বামভাগে একটি কুশা স্থাপন পূর্ব্বক পিতামহাদির পঞ্চ পাত্রের অর্ঘ্যাবশিষ্ট জল পিতৃপাত্রে একত্র করত প্রপিতামহপাত্র দ্বারা উহা আবরণ করিয়া অধোমুখ করিবে। মন্ত্র,—'ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।"

গন্ধাদিদান।—দৈবে দুই যোড়া বস্ত্রের উপরিভাগে দ্বিধাকৃত চন্দন ও পুষ্প রাখিয়া ধূপ-দীপ জ্বালিয়া বস্ত্র ধরিয়া,—'ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে, 'ওঁ এষ বো গন্ধঃ, এতদ্বঃ পুষ্পং, ওঁ এষ বো ধূপঃ, ওঁ এষ বো দীপঃ, ওঁ এতদ্ব আচ্ছাদনং' এইরূপে ঐ পক্ষীয় প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দিবে।

পিতৃপক্ষে ঐ প্রকারে তিন যোড়া বস্ত্রাদি ধারণ করত, 'ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদ-নানি,ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ'এই মন্ত্রে উৎসর্গ করত 'এষ তে গন্ধঃ'—এই নিয়মে দিবে। মাতামহপক্ষেও এই প্রকার তিন যোড়া বস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক সম্বন্ধনামোল্লেখ করিয়া যথাক্রমে উৎসর্গ করিতে হইবে। পরে যজ্ঞোপবীত দান করিয়া 'কৃতৈতদ্‌গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য।

অন্নদান।—দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ-সন্নিহিত পরিষ্কৃত স্থলে (তিন পক্ষেই) ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে জল দ্বারা মণ্ডল রচনা করত ভোজনপাত্র তিনটি ক্রমান্বয়ে স্থাপন করিবে।

ঘৃতসমন্বিত অন্ন লইয়া, দৈব ও পৈত্র ব্রাহ্মণের মধ্যস্থ অগ্নে হোম করিবে —'ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি' (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) 'ওঁ স্বাহা' আহুতি দিয়া— 'সোমায় পিতৃমতে' বলিবে। পুনর্ব্বার 'ওঁ স্বাহা' আহুতি দিয়া 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায়' বলিবে। অমন্ত্রক আর বারদ্বয় হোম করিয়া, দৈবপাত্রে বারদ্বয়, পিতৃ ও মাতামহপক্ষীয় পাত্রে তিন তিনবার অমন্ত্রক তণ্ডুল প্রদান করিবে। পিণ্ডার্থ হুতশেষ কিঞ্চিৎ স্থাপন করিতে হইবে।

দৈবাদিক্রমে তিনটি অন্নপাত্রে প্রত্যেকের উপরিভাগে অধোমুখ করদ্বয় আচ্ছাদন দিয়া—'ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। পরে সোপকরণ প্রক্ষালিত আমান্ন দৈবাদি পাত্রক্রমে (তিনবার) পরিবেশন করিয়া, জল প্রক্ষেপ দিয়া প্রোক্ষণ করত—'ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষ' বলিবে, পিতৃপক্ষে—'ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ' বা 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে' বলিয়া অন্নে অধো-মুখ করের (নখব্যতীত) অঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশ স্থাপন করিবে। মাতামহপক্ষেও এই প্রকার হইবে।

তদনন্তর দৈবে অমন্ত্রক এবং পিতৃপক্ষে—'ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে অন্নোপরি যব দিবে। দৈব অন্নে মধুপ্রদান পূর্ব্বক গায়ত্রী-পাঠ সহকারে (মধু বাতা মন্ত্র না পড়িয়া) ওঁ মধু মধু মধু এইমাত্র পাঠ করত, অন্নের উপর ত্রিপত্র, যব ও তুলসী দিয়া উত্তরমুখ হইয়া এবং অধারব্ধ বামকর দ্বারা অন্নপাত্র ধরিয়া—"ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতন্ন আমান্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ" মন্ত্রে অন্ন উৎসর্গ করিয়া "ওঁ ইদমন্নং ইমা অথবা আপ ইদং হবিবেতান্যপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। দেবব্রাহ্মণে 'গণ্ডূষজলং বো নমঃ' এই মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিয়া গায়ত্রী, মধুবাতা ও মধু মধু মধু মন্ত্র পড়িবে।

তৎপরে পিতৃপক্ষে গায়ত্রী পাঠ করত ওঁ মধু মধু মধু বলিয়া যব, ত্রিপত্র ও তুলসীবিশিষ্ট অন্নপাত্র ধারণ করিয়া, "অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক-দেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্ত আমান্নং সোপকরণং সযবোদকং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" ওঁ 'ইদমন্নং ইমা আপ' ইত্যাদি পাঠ করিবে। মাতামহপক্ষেও এই নিয়ম।

তদনন্তর পিতৃ ও মাতামহপক্ষে প্রত্যেককে জলপ্রদান পূর্ব্বক গায়ত্রী, মধু বাতা ও মধু মধু মধু মন্ত্রপাঠ সহকারে, "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র এবং যজ্ঞেশ্বরো হব্য—প্রভৃতি শ্রাব্য মন্ত্র পড়িতে পড়িতে উপকরণ, মধু, ঘৃত, দধি, যব ও বদরসংযুক্ত পিণ্ড রাখিবে। (শ্রাব্যান্তর্গত সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু—এই মন্ত্রটি ও রুচিস্তব আভ্যুদয়িকে পাঠ্য নহে, তৎপরিবর্ত্তে, সোম সামাদি পাঠ্য।)

অনন্তর পিতৃব্রাহ্মণের দক্ষিণভাগে অর্থাৎ অগ্নিকোণে কতিপয় প্রাগগ্র কুশা পাতিয়া—ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জাবা—প্রভৃতি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া, সযব তুলসী, ত্রিপত্র ও জলের সহিত একটি পিণ্ড দিতে হইবে। ['ওঁ সম্পন্নং' এইটি জিজ্ঞাসা করিবে. (ওঁ সুসম্পন্নং. প্রতিবাক্য উচ্চার্য্য)।]

অবশেষে হস্ত প্রক্ষালন, আচমন এবং দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণকে জল দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

'ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং' (জিজ্ঞাসা করিবে) 'ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং' (প্রতিবচন।) 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' প্রশ্ন করিবে, 'ওঁ কুরুষ' (প্রতিবচন।) তদনন্তর পূর্ব্বমুখ কর্ত্তার নিকটে 'নিহন্মি সর্ব্বং'—মন্ত্রে ঈশানকোণ-সমীপস্থ

স্থানে জল দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে ঐশানীক্রমে প্রাগগ্র মণ্ডলত্রয় এবং তদ্দক্ষিণে অগ্নিকোণসমীপস্থ স্থানে ঐ প্রকার অপর তিনটি মণ্ডল করিয়া—'ওঁ অপহতা-সুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ, ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং'—প্রভৃতি মন্ত্রে ঐ মণ্ডলমধ্যে পবিত্র দ্বারা পূর্ব্বাগ্ররেখা অঙ্কিত করত ঐ কুশ উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

তদনন্তর ঐ মণ্ডলদ্বয়ের উপর পূর্ব্বাগ্র গুটিকতক কুশা বিস্তৃত করিয়া 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ'—মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

'ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসো'—ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক আস্তৃত কুশার উপরিভাগে যব ছড়াইয়া দিবে।

আস্তৃত কুশার মূলদেশ দৈবরীতিক্রমে ধারণ পূর্ব্বক,—'ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ' এই মন্ত্রে উহাতে জল প্রদান করিবে।

এই প্রকারে পিতামহাদি পঞ্চকের প্রত্যেকের গোত্র, সম্বন্ধ ও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক আস্তৃত কুশার মূল, মধ্য ও অগ্রদেশ ধারণ করত ঐ ঐ স্থলে পৃথক্ পৃথক্ যবসংযুক্ত জল দিবে।

অতঃপর ত্রিপত্র, তুলসী এবং ঘৃতযবমিশ্রিত হুতশেষসংবলিত পিণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক 'মধু বাতা' 'মধু, মধু, মধু'—এবং 'অক্ষন্নমী মদন্ত' প্রভৃতি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া দৈবতীর্থ দ্বারা,—'অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তে সযবোদকপিণ্ডঃ, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ,' এই প্রকারে 'মধু বাতা' 'মধু, মধু, মধু' ও 'অক্ষন্নমী' মন্ত্র পাঠ করত আস্তৃত কুশার মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে এক এক করিয়া দুই পক্ষে, (পরস্পর কিঞ্চিৎ লগ্ন করত) ষট্‌পিণ্ড দান করিবে।

পিতৃপক্ষীয় আস্তৃত কুশার মূলদেশে, 'ওঁ লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' এই মন্ত্রে লেপভাগী ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের উদ্দেশে হস্তলেপ করঘর্ষণ পূর্ব্বক দিবে।

অনন্তর আচমন করিয়া পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালন-জল গ্রহণ পূর্ব্বক 'ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ' এই মন্ত্রে ক্রমান্বয়ে ষট্‌পিণ্ডোপরি পিতামহাদি গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উচ্চারণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ জল দিতে হইবে।

'ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগ মা বৃষায়ধ্বম্। ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।'

এই মন্ত্রে বামাবর্ত্তে শিরোপরি যুক্তহস্ত ঘুরাইয়া উত্তরমুখে শ্বাস ত্যাগ করিবে।

তৎপরে করপুটে প্রণাম করিবে,—"ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ, ওঁ গৃহান্নো নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত (গৃহিণী-দর্শন) ওঁ সদো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো দেষ্মঃ।' (পিণ্ডদর্শন)।

অনন্তর 'ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ' এই মন্ত্রে প্রতি পিণ্ডোপরি সূত্র প্রদান পূর্ব্বক অনুত্তানবামহস্তে ধরিয়া—'ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ' এই নিয়মে পিতামহাদি-পঞ্চককেও ভিন্ন ভিন্ন বাসঃসূত্র দিতে হয়।

পিণ্ডোপরি গন্ধ, পুষ্প ও তাম্বূল প্রদানান্তে তেজোময় পিতৃমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া করপুটে 'ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে 'ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু' ('ওঁ অস্তু' প্রতিবচন) এই মন্ত্রে পিণ্ডাগ্রে জল দিয়া, 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু'—(ওঁ সন্তু, প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণে একবার জল দিবে, "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" মন্ত্রে একটি পুষ্প আর ঐরূপ 'অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দূর্ব্বাসমন্বিত যব দিতে হইবে।

নিকটস্থ পাত্র হইতে ঘৃত, মধু ও যবসমন্বিত জল লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু" (ওঁ অস্তু) এই বাক্যে ঐ পক্ষীয় ব্রাহ্মণকে পৃথক্ পৃথক্ সলিল প্রদান করিতে হয়।

'ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু প্রতিবচন।) 'ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্' (বর্দ্ধতাং প্রতিবাক্য।) দৈবে,—'ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং,' (ওঁ প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য।) অবশেষে পিত্রাদিক্রমে সপবিত্র কুশা প্রতি পিণ্ডের উপর প্রদান করত 'ওঁ পুষ্টিং বাচয়িষ্যে (বাচ্যতাং প্রতিবচন) ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ এবং পিতামহেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং' কহিবে। এই প্রকার মাতামহপক্ষেও বলিয়া, 'ওঁ প্রীয়ন্তাং' (প্রতিবাক্য) শেষে বলিবে।

তৎপরে সেই উভয়পক্ষীয় সপবিত্র কুশাবৃত পিণ্ডোপরি 'ঊর্জ্জং বহন্তী'—এই মন্ত্রে অঞ্জলি করিয়া জলপ্রদান পূর্ব্বক তর্পণ করিবে এবং বামভাগস্থিত অর্ঘ্যপাত্র খুলিয়া দিবে।

দক্ষিণান্ত।—পিতৃপক্ষে—'ওঁ অদ্যেত্যাদি মৎপুত্রস্য বা কন্যায়াঃ অমুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলক-যব-মূলকমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" মাতামহপক্ষেও এই প্রকার হইবে।

দৈবে—'অদ্যেত্যাদি (ষট্পুরুষের নাম উচ্চারণ করত) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে বসুসত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।'

দৈব ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ জল দিয়া, 'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং' কহিবে। (প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য।)

করযোড়ে পূর্ব্বমুখ হইয়া "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্ প্রতিবাক্য) 'ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং'—প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক—আঘ্রাতপুষ্প শিরোপরি রাখিয়া,—'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্য—' মন্ত্র বারত্রয় পড়িবে। 'বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো'—এই মন্ত্রে প্রথমে পিতৃ-পক্ষের, পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণকে ত্রিপত্র দ্বারা স্পর্শ করত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অবশেষে দেবপক্ষে বিসর্জ্জন করিবে।

'ওঁ আমাবাজস্য'—প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে করপুটে জলধারা দ্বারা কুশময় ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাবর্ত্তে বেষ্টন করিবে।

অনন্তর 'ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ' মন্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক 'যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়মান্নং অম্ভসি (গঙ্গায়—গঙ্গাজলে) সমর্পিতম্ পিণ্ডা অপি সমর্পিতাঃ।'

তৎপরে 'মহাবামদেব্যঋষি'—মন্ত্রে শান্তিদান করত অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্যসমাধান করিতে হইবে।

অনন্তর যথাসময়ে শেষভোজন করিবে, কিন্তু উপবাসদিনে শেষ আঘ্রাণ করিতে হইবে। আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্তে সন্ধ্যা এবং দানাদি অন্য কার্য্যকরণে দোষ নাই।

সামবেদীয় পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক *

কুলাচারবশতঃ অথবা দেশকালাদির অনুরোধে অথবা সময়াল্পতা নিবন্ধন অক্ষমতা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ আভ্যুদয়িক করিতে অসমর্থ হইলে এইরূপে শ্রাদ্ধ-কল্পোক্ত পিণ্ডহীন শ্রাদ্ধও করিতে পারে।

ঋধিবাসাদিব অবসানে (আভ্যুদয়িকোক্ত) বাস্তুপুরুষাদির অর্চ্চনা হইতে আসনদানান্ত কর্ম্ম করিয়া, গন্ধাদি দান করত (অগ্নৌকরণ ভিন্ন) অন্নপরি-বেশন হইতে, 'অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং'—এই মন্ত্র পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। অনন্তর পিতৃপক্ষীয় দক্ষিণান্ত হইতে পরিশিষ্ট ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে।

সামবেদীয় নবান্নশ্রাদ্ধ

আশ্বিন শুক্লপক্ষে [শরৎপক্ক নবান ধান্যের অভাবে হৈমন্তিক ধান্য দ্বারা আর নূতন অভাবে (মুখ্যকালে) পুরাতন দ্বারাও] শ্রাদ্ধ করিবে। অক্ষম হইলে সৌর অগ্রহায়ণে, তাহাতে অসমর্থ হইলে পৌষ মাঘে, ফাল্গুনে ও বৈশাখে কিংবা হরিশয়নের অগ্রে শুক্লপক্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তদিনে নবান্ন-শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

নবান্নশ্রাদ্ধাধিকারীর নবান্ন না হইলে, তদ্বর্ষীয় ধান্য দ্বারা দৈব ও পৈত্র কার্য্য করা নিষিদ্ধ, সুতরাং দেহাশৌচে অন্যবর্ষীয় ধান্যের অভাবে দুগ্ধফল-মূলাদি দ্বারা প্রেতশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পুরাতনধান্যের অভাবে তণ্ডুল দ্বারা বলিবৈশ্বাদি ও ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি দিয়া, ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক দেহাশৌচী ব্যক্তি নূতন ধান্য আহারাদি করিতে পারেন।

নবান্নের উপযুক্ত দিনে ব্যক্তিগত এই দোষসমূহ দেখিতে হইবে। যথা —জন্মচন্দ্রে, জন্মতিথিতে ও অষ্টমচন্দ্রে আর জন্মতারা ও প্রত্যরি-তারাত্রয়ে নবান্ন করা নিষিদ্ধ। অভাবপক্ষে এই দোষসমূহের প্রতিবিধানার্থ শঙ্খ, লবণ, শ্বেততণ্ডুলাদি যথাবিধানে উৎসর্গ পূর্ব্বক নবান্নারম্ভ করিতে হইবে। যে দোষে যাহা উৎসর্গ করিবে, তাহার প্রমাণ—"চন্দ্রে চ শঙ্খং লবণঞ্চ তারে তিথাব-ভদ্রে সিততণ্ডুলাংশ্চ। ধান্যঞ্চ দদ্যাৎ করণর্ক্ষবারে যোগে তিলান্ হেমমণিঞ্চ লগ্নে।" এ স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, নিরবকাশস্থলে চন্দ্রতারাদিশুদ্ধি দেখিবার

* অক্ষম স্থলে পিণ্ডহীন পার্ব্বণাদিও করা যায়, কিন্তু তথায় ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকায় কেবল পিণ্ডদানও হীন করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

প্রয়োজন নাই। যে হেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে—"কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ফলাবাপ্ত্যৈ চন্দ্রাদিশোভনে বুধঃ। সুস্থঃ কালে ত্বিদং সর্ব্বং নার্ত্তঃ কালমপেক্ষতে॥"

নবান্নশ্রাদ্ধ পার্ব্বণোক্ত বিধিতে করিতে হয়। সমস্ত কার্য্যই পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-দৃষ্টান্তে করিবে। বিশেষ স্থল লিখিত হইল। দৈবে অনুজ্ঞা।—ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ (ষট্‌পুরুষের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করত) নবান্নাগমন-নিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরূরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং নবান্নাগমননিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।

পিতৃপক্ষে অনুজ্ঞা—'অদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (প্রভৃতি তিন পুরুষের নাম লইয়া) নবান্নাগমননিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।' মাতামহপক্ষেও এই প্রকার হইবে।

শ্রাদ্ধের অনধিকারী বা অশক্ত ব্যক্তিরা তদ্দিনে ভোজ্য উৎসর্গ করিবে, যথা—'সঘৃত-সোপকরণনবান্নভোজ্যায় নমঃ,' মন্ত্রে পূজা করিয়া 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ (ইত্যাদি ষট্‌পুরুষের নাম করিয়া) নবান্না-গমননিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যোৎসর্গবাসরে (পুনরায় ষট্‌পুরু-ষের ঐ প্রকার নাম লইয়া) অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃত-সোপকরণ-নবান্ন-ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।'

তদনন্তর শেষ উপকরণ ও তণ্ডুলাদি দধির সহিত একত্র করত ব্রাহ্মণ দ্বারা গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক মাখাইয়া, ইষ্টদেব ও নারায়ণকে প্রদান পূর্ব্বক (বায়স পক্ষীকে কিঞ্চিৎ দিয়া) ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা লইয়া স্বয়ং যথাকালে সেবন করিবে এবং জ্ঞাতিবর্গকে খাওয়াইবে।

অশ্লেষা, কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা এবং মূলানক্ষত্রে নবান্ন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্যতীত অপর কেহ নবান্ন ভোজন করিবে না।

রুচি-স্তোত্র

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ—রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ। যত্রা-স্তমিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাম্॥ অনগ্নিমনিকেতঞ্চৈবৈকাহারমনাশ্রমম্।

রিমুক্তসঙ্গমং দৃষ্টা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিম্॥ পিতর উচুঃ। বৎস কস্মাত্ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ। স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাদ্বন্ধস্তেনানিশং বিনা॥ গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৄণাঞ্চ তথার্চ্চনম্। ঋষীণামতিথীনাঞ্চ কুর্ব্বন্ লোকানবাপ্নুতে। স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৄন্। বিভজত্যন্নদানেন ভূতাদীনতিথীনপি। স ত্বং দৈবাদৃণাদ্বৎস বন্ধমস্মদৃণাদপি। অবাপ্নোষি মনুষ্যর্ষিভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে॥ অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবান্ সন্তর্প্য চ স্বকান্ পিতৄন্। ভূতাদীংশ্চ স্বকান্ মৌঢ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি॥ ক্লেশমেবৈকৈকং পুত্র মন্যামোঽত্র ভবেত্তব। মৃতস্য নরকং তদ্বৎ ক্লেশমেবান্যজন্মনি॥ রুচিরুবাচ। পরিগ্রহোঽতিদুঃখায় পাপায়াধোগতেস্তথা। ভবত্যতো ময়া পূর্ব্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ॥ আত্মনঃ সংযমোপায়ঃ ক্রিয়তেঽক্ষনিযন্ত্রণা। স মুক্তিহেতুর্ন ভবত্যপি দারপরিগ্রহাৎ॥ প্রক্ষাল্যতেঽনুদিবসং যদাত্মা নিষ্পরিগ্রহৈঃ। মমত্বপঙ্কদিগ্ধোঽপি চিতাম্ভোভির্বরং হি তৎ। অনেকভবসম্ভূত-কর্ম্মপঙ্কাঙ্কিতো বুধৈঃ। আত্মসদ্বাসনাতোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যানিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ॥ পিতর উচুঃ। যুক্তং প্রক্ষালনং কর্ত্তুমাত্মনো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ। কিন্তু নোপায়মার্গোঽয়ং যত্র ত্বং পুত্র বর্ত্তসে॥ পুত্রান্নদানৈরমৃতং লভ্যতেঽনভিসন্ধিতৈঃ। ফলৈস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্ব্বকর্ম্মশুভাশুভৈঃ॥ এবং ন বন্ধো ভবতি কুর্ব্বতঃ কারণাত্মকম্। ন চ বন্ধায় তৎ কর্ম্ম ভবত্যনভিসন্ধিতম্। পূর্ব্বং কর্ম্ম কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তেঽহর্নিশং তদা। সুখদুঃখাত্মকৈর্বৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাম্। এবং প্রক্ষাল্যতে প্রাজ্ঞৈরাত্মা বন্ধাচ্চ মোক্ষ্যতে। ন হ্যেবমবিবেকেন পাপপঙ্কেন দিহ্যতে॥ রুচিরুবাচ। অবিদ্যা পঠ্যতে দেবৈঃ কর্ম্মমার্গে পিতামহাঃ। তৎ কথং কর্ম্মণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাম্॥ পিতর উচুঃ। অবিদ্যা সত্যমেবৈতৎ কামং নৈতন্মৃষা বচঃ। কিন্তু বিদ্যাপরিপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ॥ বিহিতঃ কর্ম্মণা বন্ধো হ্যসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যৎ। সংযমো মুক্তয়ে নান্যঃ প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ। প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ বৎসাত্মানন্তু মন্যতে। বিহিতাকরণোদ্ভূতৈঃ পাপৈস্ত্বন্তু বিদহ্যসে॥ অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাম্। অনুষ্ঠিতা হ্যুপায়েন বন্ধায়ান্যায়তো হি সা॥ তস্মাদ্বৎস কুরুষ ত্বং বিধিবদ্দারসংগ্রহম্। মা জন্ম বিফলং তেঽস্তু অসংপ্রাপ্যস্তুলৌকিকম্॥ রুচিরুবাচ। বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি। ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ॥ পিতর উচুঃ। অস্মাকং পতনং

বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ। নূনং ভাবি ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নো বচঃ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম। বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা দীপা বাতাহতা ইব॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। স তেন পিতৃবাক্যেন ভৃশমুদ্বিগ্ন-মানসঃ। কন্যাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবভ্রাম মেদিনীম্॥ কন্যামলভমানোঽসৌ পিতৃবাক্যাগ্নিদীপিতঃ। চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ। ক্ষিপ্রং ভবেৎ মৎপিতৄণাং মমাভ্যুদয়-কারকঃ॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতির্জাতা মহাত্মনঃ। তপসারাধয়াম্যেনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্। ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তেপে স বেধসঃ॥ তত্র স্থিতং চিরং কালং বনেষু নিয়মাস্থিতঃ॥ আরাধয়ামাস তদা পরং নিয়ম-মাস্থিতঃ। ততঃ সন্দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উবাচ চ প্রসন্নো-ঽস্মীত্যুচ্যতামভিবাঞ্ছিতম্॥ ততোঽসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতো গতিম্। পিতৄণাং বচনাত্তেন যৎ কর্ত্তুমভিবাঞ্ছিতম্। ব্রহ্মা প্রাহ রুচিং বিপ্র শ্রুত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতম্॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা স্রষ্টব্যা ভবতা প্রজাঃ। সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা। কৃত্বা কৃতাধিকারস্ত্বং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ স ত্বং তথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহম্। কাম্যঞ্চেম-মভিধ্যায়ন্ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্। ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সি-তম্॥ পত্নীং সুতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যার্ষবচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। নদ্যা বিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণম্॥ তুষ্টাব চ পিতৄন্ বিপ্র স্তবৈরেভিরথাদৃতঃ। একাগ্রপ্রযতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥ রুচিরুবাচ। নমস্যেঽহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যে বসন্ত্যধিদেবতাঃ। দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে শ্রাদ্ধেষু স্বধোত্তরৈঃ॥ নমস্যে-ঽহং পিতৄন্ স্বর্গে সন্তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ। শ্রাদ্ধৈর্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভুক্তি-মুক্তিমভীপ্সুভিঃ। নমস্যেঽহং পিতৄন্ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্। শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ। নমস্যেঽহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যেঽর্চ্চ্যন্তে গুহ্যকৈর্দিবি। তন্ময়ত্বেন বাঞ্ছদ্ভির্ঋদ্ধিমাত্যন্তিকীং পরাম্। নমস্যেঽহং পিতৄন্ মর্ত্ত্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়াভীষ্ট-লোকপুষ্টি-প্রদায়িনঃ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায় প্রাজা-পত্যপ্রদায়িনঃ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈস্তর্প্যন্তেঽরণ্যবাসিভিঃ। বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যতাহারৈস্তপোনির্ধূতকল্মষৈঃ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকব্রহ্ম-চারিভিঃ। যে সংযতাত্মভির্নিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্

শ্রাদ্ধে রাজন্যাস্তর্পয়ন্তি যান্। কব্যৈরশেষৈর্বিধিবল্লোকত্রয়ফলপ্রদান্॥ নমস্তে-ঽহং পিতৄন্ বৈশ্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্পধূপান্ন-বারিভিঃ॥ নমস্তেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে শূদ্রৈরপি চ ভক্তিতঃ। সন্তর্প্যন্তে জগত্যত্র নাম্না খ্যাতাঃ সুকালিনঃ। নমস্তেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে পাতালে যে মহাসুরৈঃ। সন্তর্প্যন্তে স্বধাহারৈস্ত্যক্তদম্ভমদৈঃ সদা॥ নমস্তেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈরর্চ্চ্যন্তে যে রসাতলে। ভোগৈরশেষৈর্বিধিবন্নাগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ॥ নমস্তেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে সর্পৈঃ সন্তর্পিতান্ সদা। তত্রৈব বিধিবন্মন্ত্রৈর্ভোগসম্পৎসমন্বিতৈঃ॥ পিতৄন্নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাৎ যে দেবলোকে চ তথান্তরীক্ষে। মহীতলে যে চ সুরাদিপূজ্যাস্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতম্॥ পিতৄন্নমস্যে পরমাণুভূতা যে বৈ বিমানে নিবসন্ত্যমূর্ত্তাঃ। যজন্তি যানস্তমলা মনোভির্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশ-বিমুক্তিহেতূন্॥ পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥ তৃপ্যন্তু তে-ঽস্মিন্ পিতরঃ সমস্তা ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্। ভূপত্বমিন্দ্রত্বমতো-ঽধিকং বা সুতান্ পশূন্ স্বানি বলং গৃহাণি॥ সোমস্য যে রশ্মিষু যেঽর্কবিম্বে শুক্লে বিমানে চ সদা বসন্তি। তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈর্গন্ধাদিনা তুষ্টিমিতো ব্রজন্তু॥ যেষাং হুতেঽগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তয়ে ভুঞ্জন্তি বিপ্রস্য শরীরসংস্থাঃ। তে পিণ্ডদানেন মুদং প্রয়ান্তি তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈঃ॥ যে খড়্গমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ কৃষ্ণৈস্তিলৈর্দিব্যমনোহরৈশ্চ। কালেন শাকেন মহর্ষিবর্য্যৈঃ সংপ্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্তু॥ কব্যান্যশেষাণি চ যান্যভীষ্টান্যতীব তেষামমরার্চ্চিতানাম্। তেষাস্তু সান্নিধ্যমিহাস্তু পুষ্প-গন্ধাম্বুভোজ্যেষু ময়াহৃতেষু॥ দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্নতেঽর্চ্চাং মাসান্ত-পূজ্যা ভুবি যেঽষ্টকাসু। যে বৎসরান্তেঽভ্যুদয়ে চ পূজ্যা প্রয়ান্তু তে মে পিতরোঽত্র তৃপ্তিম্॥ পূজ্যা দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নবার্ক-বর্ণাঃ। তথা বিশাং যে নরকাবদাতা নীলীনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে চ। তে-ঽস্মিন্ সমস্তা মম গন্ধ-পুষ্প-দীপান্ন-তোয়াদিনিবেদনেন। তথাগ্নিহোমেন চ যান্তু তৃপ্তিম্ সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ যে দেবপূর্ব্বাণ্যভিতৃপ্তিহেতো-রশ্নন্তি কব্যানি শুভাহৃতানি। তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ রক্ষাংসি ভূতান্যসুরাংস্তথোগ্রান্ নির্নাশয়ন্তু ত্বশিবং প্রজানাম্। আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যাস্তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা। ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্

পিতরস্তর্পিতা ময়া। অগ্নিষাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশম্। তথা বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং মে পিতরঃ স্মৃতাঃ। প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ। রক্ষোভূতপিশাচেভ্যস্তথৈবাসুরদোষতঃ। সর্ব্বতশ্চাধিপস্তেষাং যমো রক্ষাং করোতু মে॥ বিশ্বো বিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যশ্চ শাশ্বতঃ। ভূতিদো ভূতিকৃদ্ভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব। কল্যাণং কল্যতা কর্ত্তা কল্যঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ। কল্যতাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ॥ বরো বরেণ্যো বরদঃ পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে গণাঃ স্মৃতাঃ॥ মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমবান্ মহাবলঃ। গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ॥ সুখদো ধনদশ্চান্যো ধর্ম্মো ধন্যশ্চ ভূতিদঃ। পিতৃণাং কথ্যতে চৈতৎ তথা গণচতুষ্টয়ম্॥ একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ। তে নোঽত্র তৃপ্তাস্তুষ্যন্তু দিশন্তু চ সদা হিতম্। ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে রৌচ মন্বন্তরে পিতৃস্তবঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবন্তু স্তবতস্তস্য তেজসো রাশিরুচ্ছিখঃ। প্রাদুর্ব্বভূব সহসা গগনব্যাপ্তিকারকঃ॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহত্তেজঃ সমাসাদ্য স্থিতং জগৎ। জানুভ্যামবনিং গত্বা রুচিঃ স্তোত্রমিদং জগৌ॥ রুচিরুবাচ। অর্চ্চিতানামমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্। নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাম্। ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয়োস্তথা। সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্নমস্যামি কামদান্॥ মন্বাদীনাং মুনীন্দ্রাণাং সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা। তান্নমস্যাম্যহং সর্ব্বান্ পিতৄনপ্সুদধাবপি। নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়্বগ্ন্যোর্নভসস্তথা। দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ দেবর্ষীণাং জনিতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্। অক্ষয্যস্য সদা দাতৄন্ নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ। যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু। স্বয়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে॥ সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা। নমস্যামি সদা সোমং পিতরং জগতামহম্॥ অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৄনহম্। অগ্নীষোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ॥ যে চ তেজসি যে চৈতে সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ। জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥ তেভ্যোঽখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ। নমো নমো নমস্তে মে প্রসীদন্তু স্বধাভুজঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং স্তুতাস্ততস্তেন তেজসা মুনিসত্তম। নিশ্চক্রমুস্তে

পিতরো ভাসয়ন্তো দিশো দশ। নিবেদিতঞ্চ যত্তেন পুষ্পগন্ধানুলেপনম্। তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্॥ প্রণিপত্য পুনর্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ। নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যমিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ॥ ততঃ প্রসন্নাঃ পিতরস্তমূচুর্ম্মুনিসত্তমম্। বরং বৃণীষ্বেতি স তান্ উবাচ নতকন্ধরঃ॥ রুচি-রুবাচ। সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম। সোঽহং পত্নীমভীপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্॥ পিতর উচুঃ। অত্রৈব সদ্যঃ পত্নী তে ভবত্বতি-মনোরমা। তস্যাঞ্চ পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুরুত্তমঃ। মন্বন্তরাধিপো ধীমাং-স্তন্নাম্নৈবোপলক্ষিতঃ। রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রযাস্যতি জগত্রয়ে। তস্যাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পৃথিবী-পরিপালকাঃ। ত্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধাঃ। ক্ষীণাধিকারো ধর্ম্মজ্ঞস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। স্তোত্রেণানেন চ নরো যোঽস্মান্ স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ। তস্য তুষ্টা বয়ং ভোগানাত্মজং জ্ঞানমুত্তমম্। শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকং তথা। বাঞ্ছিতঃ সততং দাস্যামঃ স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ। শ্রাদ্ধেষু য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবম্। পঠিষ্যতি দ্বিজাগ্র্যাণাং বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ। স্তোত্রশ্রবণসম্প্রীত্যা সন্নিধানে কৃতে পরে। অস্মাকমক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ম্। যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপ-হতং ভবেৎ। অন্যায়োপাত্তবিত্তেন যদি বা কৃতমন্যথা। অশ্রাদ্ধার্হৈরুপহতৈ-রুপহারৈস্তথা কৃতম্। অকালেঽপ্যথবাঽদেশে বিধিহীনমথাপি বা। অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দম্ভমাশ্রিত্য যৎকৃতম্। অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদুদীরণাৎ। যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মৎসুখাবহম্। অস্মাকং জায়তে তৃপ্তি-স্তত্র দ্বাদশবার্ষিকী। হেমন্তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি। শিশিরে দ্বিগুণাব্দাংশ্চ তৃপ্ত্যৈ স্তোত্রমিদং স্মৃতম্। বসন্তে ষোড়শসমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারকম্। বিকলেঽপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রেণানেন সাধিতে। বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায়তে রুচে। শরৎকালে-ঽপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি। অস্মাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিং পঞ্চশতাব্দি-কীম্। যস্মিন্ গৃহেঽপি লিখিতমেতত্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ। সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি। তস্মাদেতৎ ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ। শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং তৃপ্তিহেতুকম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে রৌচ্যমন্বন্তরে পিতৃবরপ্রদানং নাম রুচিস্তোত্রং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ।

যজুর্ব্বেদি-শ্রাদ্ধপ্রকরণ

মৃত-কৃত্য

আসন্নমৃত্যুকালে ইহজন্মকৃত যাবৎ পাপক্ষয়ের জন্য অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ধেনু, সুবর্ণ, রজত, ভূমি, তিল, তণ্ডুলাদি দান কর্ত্তব্য। গৃহবহির্ভাগে গোময়োপলিপ্ত-ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক তদুপরি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে শয়ান করাইয়া ধেনু প্রভৃতি উৎসর্গ করিবে। 'ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রধেনবে নমঃ'—এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রধেনবে নমঃ' এই মন্ত্রে ধেনুর অর্চ্চনা করিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ রুদ্রায় নমঃ' 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।' এই মন্ত্রে যথাযথ অর্চ্চনান্তে উৎসর্গবাক্য পড়িবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্র) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (প্রতিনিধিস্থলে) আজন্মকৃতপাপক্ষয়কাম ইমাং সবস্ত্র-ধেনুং শ্রীরুদ্রদেবতাকামর্চ্চিতাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" বৈতরণী ধেনুদান সামবেদীয়-বৈতরণীবেৎদানবৎ জ্ঞাতব্য। ইহার দক্ষিণান্ত যথাযথ করিবে। এইরূপ সুবর্ণাদিদানে বাক্য উহ্যপূর্ব্বক প্রযোজ্য।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সামবেদীয়বৎ প্রেতস্নানাদি কর্ত্তব্য। বিশেষ এই যে, প্রেতকে উত্তরশিরা শয়ান করাইবে। পিণ্ডদানপ্রয়োগ বিভিন্ন।

পিণ্ডদান

উপবীতী হইয়া দুইবার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক কুশ-হস্তে দক্ষিণ-মুখে বামজানু ভূমিতে পাতিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাপ্রবস্থান পরিষ্কার করত রেখা করিবে, যথা—প্রথমতঃ 'ওঁ কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি পিণ্ডদানকালে ভবন্ত্বিহ।' ওঁ তদ্বিষ্ণো-রিত্যাদি। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বে-ঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।"

এই মন্ত্রে নৈঋর্ত হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া "ওঁ অপহতা অসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ ওঁ নিহন্মীত্যাদি" মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে কুশদ্বয় দ্বারা রেখা করত তাহার উপর কতিপয় দক্ষিণাগ্র সমূল কুশ পাতিবে। 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে তাহাতে তিল বিকিরণ করিবে। পরে বামহস্তে রেখা ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে-হবনেনিক্ষ্ব উপতিষ্ঠতাম্' মন্ত্রে উহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া তিল-মোটকসমন্বিত পিণ্ড লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকমু-পতিষ্ঠতাম্। এই মন্ত্রে কুশোপরি পিতৃতীর্থে নিক্ষেপ করিবে। পরে পিণ্ডশেষ পিণ্ডসমীপে প্রদান করত পাত্রপ্রক্ষালনজল পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে, মন্ত্র যথা—"অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব উপতি-ষ্ঠতাম্।" পিণ্ডকে যথাশক্তি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া উহা প্রেতমুখে প্রদান করিবে। সাগ্নিকপ্রেতমুখে ঘৃতস্রুব দান করিতে হয়, নাসিকায় ঘৃতস্রুব একটি, পাদদ্বয়ে দুইটি ঘৃতস্রুব, পার্শ্বে চমস, উরুদ্বয়ের মধ্যে উদূখল ও মুষল স্থাপন করিতে হয়। নিরগ্নিপ্রেতের উত্তমাঙ্গস্থিত সপ্তদ্বারে সুবর্ণ-খণ্ড অভাবে কাংস্যখণ্ড স্থাপন করিবে। অন্যান্য বিধি সামবেদীয়বৎ। সাগ্নিক প্রেতের অগ্নিদান নিম্নোক্ত মন্ত্রে মস্তকে কর্ত্তব্য। "ওঁ অস্মাত্ত্বমভিজাতোহসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা।"

পর্ণনর-দাহ

শবশরীর না পাইলে পর্ণময় নর নির্ম্মাণ করিয়া দাহ করিবে। নির্ম্মাণ-প্রণালী সমস্তই সামবেদীয়বৎ। বিশেষ কৃষ্ণসারচর্ম্ম ও তদুপরি মেষলোমসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। কোন ব্যক্তির মরণভ্রমে পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া দাহ সম্পন্ন হইলে যদি সেই ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় পুনঃ আগমন করে, তবে সাগ্নিকের পক্ষে আয়ুষ্মতী ইষ্টি করিয়া শান্তিকার্য্য করিবেন। নিরগ্নির পক্ষে শান্তির জন্য শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, চণ্ডীপাঠাদি কর্ত্তব্য।

পূরক-পিণ্ডদান

প্রথমে পূর্ব্বমুখে কুশহস্তে দুইবার আচমন করিয়া 'ওঁ কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি দ্বারা তীর্থাবাহন ও "তদ্বিষ্ণো" ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণমুখে

বামজানু ভূমিতে পাতিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া বসিবে। দক্ষিণাপ্রবস্থান পরিষ্কার করত নৈর্ঋতকোণাবধি বামাবর্ত্তে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্‌ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা' হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।" পরে 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে দক্ষিণাগ্র কুশদ্বয় দ্বারা মণ্ডলমধ্যে রেখাদ্বয় করিবে, অনন্তর তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে, এবং তাহাতে অবনেজন দান করিবে, যথা—বাম হস্তে রেখা ধারণ পূর্ব্বক "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব উপতিষ্ঠতাম্।" তিল-মধু-ঘৃত-দুগ্ধযুক্ত পিণ্ড লইয়া "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ। অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু। বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ এতৎ প্রথমং পিণ্ডং পূরকমুপতিষ্ঠতাম্।" এইরূপ দ্বিতীয়াদি পিণ্ডদানস্থলে দ্বিতীয়পিণ্ডং তৃতীয়পিণ্ডম্ ইত্যাদি উল্লেখ্য। কেহ কেহ প্রথমং পিণ্ডং শিরঃপূরকম্, দ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাক্ষিনাসিকাপূরকম্, তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসভুজবক্ষঃপূরকম্, চতুর্থপিণ্ডং নাভিলিঙ্গগুদপূরকম্, পঞ্চমপিণ্ডং জানুজঙ্ঘাপাদপূরকম্, ষষ্ঠপিণ্ডং সর্ব্বমর্ম্মপূরকম্, সপ্তমপিণ্ডং সর্ব্বনাড়ীপূরকম্, অষ্টমপিণ্ডং দন্তরোমপূরকম্। নবমপিণ্ডং বীর্য্যপূরকম্, দশমপিণ্ডং পূর্ণতা-তৃপ্ততা-ক্ষুদ্‌বিপর্য্যয়পূরকম্" এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যসম্মত নহে। পরে পিণ্ডসমীপে পিণ্ডশেষ বিকিরণ করিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ। ওঁ ষড়্‌ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণমুখে শ্বাস ত্যাগ করিবে, যথা—"অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব অমী মদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট।" শ্বাস ত্যাগ করিয়া পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল প্রত্যবনেজনার্থ দিবে। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব উপতিষ্ঠতাম্।" পরে পিণ্ডসংখ্যানুসারে আমপাত্রস্থ সতিল জল উৎসর্গ করিবে, যথা—প্রথম পিণ্ডে একটি মৃৎপাত্র বাম হস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে আমপাত্রস্থসতিলোদকম্ উপতিষ্ঠতাম্।" পরে

পিণ্ডোপরি উর্ণাতন্তময় বাসঃসূত্র দিবে,যথা—"ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ"পরে বাম হস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে উর্ণাতন্তময়ং বাস উপতিষ্ঠতাম্।" অমন্ত্রক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া উক্ত প্রণালীতে দ্বিতীয়াদি পিণ্ডদান সমাপ্ত করিবে। অনন্তর একটি আমপাত্রে সতিল জল ও অপরটিতে সতিল দুগ্ধ অর্চ্চনা করিয়া দান করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে আমপাত্রস্থসতিলং নীরমুপতিষ্ঠতাম্।" এইরূপ "অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে সতিলং ক্ষীরম্ উপতিষ্ঠতাম্।" পরে উক্ত নীরক্ষীর শূন্যে (ত্রিপদিকার উপর) স্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে, "ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব। আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা (তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চৈব) স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব।" অতঃপর পিণ্ডশেষে কাকবলি দেয়।

কাকবলি

প্রথমতঃ গন্ধপুষ্পযোগে "ওঁ নানাদিগ্‌দেশীয়বায়সেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পূজান্তে বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক-দেবশর্ম্মণস্তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানাদিগ্‌দেশীয়-বায়সেভ্য এষ বলির্নমঃ। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে—

ওঁ কাক ত্বং যমদূতোঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্।
যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি।
কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে।
অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥

প্রথমদিন যে দ্রব্যে পিণ্ডদান হইবে, দশাহ যাবৎ সেই দ্রব্যেই পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। অসংস্কৃত ব্যক্তির দশপিণ্ডদান কুশাস্তরণ ব্যতিরেকে ভূমিতেই কর্ত্তব্য।

স্ত্রী স্বামীর পিণ্ডদানোপক্রমে রজস্বলা হইলে বস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃস্নানান্তে শুদ্ধা হইয়া পিণ্ডদান করিবেন।—এ স্থলে অশুচি অবস্থায় পিণ্ডদানে কোনও বাধা নাই কিম্বা তজ্জন্য প্রতিনিধি আবশ্যক নাই।

প্রেততর্পণ

যজুর্ব্বেদিগণ সম্বোধনান্ত বাক্যে তর্পণ করিবেন। প্রেততর্পণ দাহকারী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আচমনান্তে বিকৃতোত্তরীয়,একবস্ত্র ও দক্ষিণামুখ হইয়া বামহস্ত হইতে তিল গ্রহণ পূর্ব্বক জলাঞ্জলি দ্বারা নিম্নোক্তবাক্যে প্রেতোদ্দেশে পিতৃতীর্থযোগে তর্পণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব।" একাঞ্জলিদান বিহিত থাকিলেও তিন অঞ্জলি জলদানে প্রেতের অতিশয় তৃপ্তি হেতু উহা কর্ত্তব্য।

অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিন-কৃত্য

অশৌচাধিকারিগণ সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে সুবর্ণ, অগ্নি, ঘৃত, জল প্রভৃতি পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবেন।

যজুর্ব্বেদীয় চতুর্দ্ধাশান্তি

অশৌচান্তদ্বিতীয়দিনে শ্রাদ্ধাধিকারী সূর্য্যোদয়ের পর অবগাহন স্নান ও মঙ্গলজনক ঘৃত, গো, হিরণ্য, দূর্ব্বাদি স্পর্শ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালন করত স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ চতুর্দ্ধাশান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" তিনবার এই মন্ত্র বলিলে ব্রাহ্মণ দ্বারা 'ওঁ পুণ্যাহং' প্রতিবচন বলাইবে, এবং ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচনান্তে স্বস্তিসূক্ত ও 'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কাল' ইত্যাদি পড়িয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পরে পূর্ব্বাস্য ও উপবীতী হইয়া চারিটি পাত্রে জল রাখিয়া শান্তি করিবে, (জলপাত্রে তাম্বূল, গুবাক, তিল, পুষ্প, চন্দন ও ত্রিপত্র দেওয়ার ব্যবহার আছে) যথা—প্রথম পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে 'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। "ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ।" এই মন্ত্র ও পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে দ্বিতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা

বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। ওঁ অগ্নিমীলে পুরো-হিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যাদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষꣳ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বꣳ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি। ওঁ অগ্নয়ো ন সহোবাচ বিজ্ঞা-য়তে হাস্তি হিরণ্যস্যোপাত্তং গোঽশ্বাদীনাং দাসীনাং প্রবরাণাং পরিধানানাং মানো ভবান্নহোরণং তস্য পর্য্যন্তস্য ছদান্তোহ্যবহ্‌ভূদিতি স বৈ গোতমতীর্থে-নেক্ষাসা ইত্যুপোষ্য হস্তবন্তমিতি বাচাঽহমস্যৈব পূর্ব্বমুপষন্তি সহোবোপায়ন-কর্ত্তা উবাচ স হোবাচ দেবেষু বৈ গোতম তদুত্তরেষু মাং নৃষাণং ব্রূহি অপি হি নার্চ্চিষঃ। ওঁ দ্বে স্মৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্। তাভ্যা-মিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ। মাহং মঘোনোবরুণপ্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আবিদং শূনমাপেঃ। মারায়ো রাজন্‌ৎসুয়মাদবস্থাং বৃহদ্‌বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন তদ্বো দেবা অব্রুবং তদ্ব আগ-মম্। সৌধন্বনা যদ্যেবাকরিষ্যথ সাকং দেবৈর্যজ্ঞিয়াসো ভবিষ্যথ॥ কতরা পূর্ব্বা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কোবিবেদ। বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বিবর্ত্তেতে অহনীচ ক্রিয়েব॥ প্রাতিকাম্যদাজহার ইতি। পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে। ইতি দ্বিতীয়া শান্তিঃ। পরে বামহস্তে গাঙ্গটি (থাব্‌রা), কুলথ ও নিম্বপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া নিষ্ঠীবনত্যাগ ও আচমন পূর্ব্বক তৃতীয়শান্তি করিবে। যথা—তৃতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে “ওঁ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ। শন্ন ইন্দ্রা বরুণা রাতহব্যা। শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শংযোঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ স্যোনা পৃথি-বিনো ইত্যাদি। ওঁ আপো হি ষ্ঠেত্যাদি। ওঁ যো বঃ শিবতম ইত্যাদি। ওঁ তস্মা অরঙ্গ ইত্যাদি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ ইত্যাদি। ওঁ দৃতে দৃꣳহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে। ওঁ দৃতে দৃꣳহ মা মিত্রস্য ইত্যাদি পাঠান্তে জ্যোক্‌তে সদৃংশি জীব্যাসং। ওঁ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চ্চিষে। অন্যাংস্তে অস্মত্তপন্তু হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যꣳ শিবো ভব। ওঁ নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্বঃ সমীহসে। ওঁ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু। শন্নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং

নঃ পশুভ্যঃ। ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়া স্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ। ওঁ তদস্তু মিত্রাবরুণয়োস্তাসঞ্চ স্বস্য দৈব্যো মানস্ত্বা গৃহ্নাতু বিশ্বেদেবাস্ত্বা গৃহ্নাতু বিশ্বেদেবাস্ত্বয়ি জগাম। ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎ প্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদধ্যতিদৈবঃ পবশুং লভতে গৃহা মে বৈ নানা জিগাংসতি গৃহা হি পশূনাং প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে। ইতি তৃতীয়া শান্তিঃ। অনন্তর চতুর্থ পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে "ওঁ শং মা বাতেভি স্বস্তি তৎ ত্বাভিষিঞ্চামি। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্তৎ ত্বাভিষিঞ্চামি ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যস্ত্বয়ি জগাম। ওঁ ইন্দ্রঃ পুনীতিঃ সহমা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরুণঃ সমীচ্যা যমো রাজা প্রমৃণাভিঃপুনাতু মা জাতবেদা মূর্চ্ছয়ন্ত্যা পুনাতু। ওঁ যন্মে গর্ভে বসতঃ পাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্য চ কিঞ্চিদন্যৎ। জাতস্য যচ্চাপি চ বর্দ্ধতো মে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি। ওঁ গোঘ্নাৎ তস্করত্বাৎ স্ত্রীবধাদ্ যচ্চ কিল্বিষম্। পাপকঞ্চ চরণেভ্যস্তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ ইত্যাদি ও পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিবে। অনন্তর উক্ত শান্তিজলে সকল অশৌচী ব্যক্তিকে ও সমস্ত গৃহদ্রব্যে প্রোক্ষণ করিবে।

মতান্তরে চতুর্দ্ধাশান্তি অন্যবিধ, যথা—প্রথমপাত্রে ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ, ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোজঃ সহজোময়ি প্রাণাপানৌ। ওঁ যন্ম চ্ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুরিত্যাদি। ইতি একা শান্তিঃ। দ্বিতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে কয়া নশ্চিত্র ইত্যাদি কস্ত্বা সত্য ইত্যাদি। অভীষুণ ইত্যাদি। ওঁ কয়া ত্বং ন উত্যাভিঃ প্রমন্দসে বৃষণ কয়াস্তে দিত্য আভর। ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি শং নো অস্ত দ্বিপদেশং চতুষ্পদে। শন্নোমিত্রঃ শংবরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। শন্নো বাতঃ পবতাং শন্নস্তপতু সূর্য্যঃ। শন্নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভিবর্ষতু। অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাং শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা। শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রা সোমা সুবিতায় শংযোঃ। দ্বিতীয়া শান্তিঃ। তৃতীয় পাত্রে হস্তদান

পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠান্তে শন্নো দেবী ইত্যাদি, ইষেত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি, অগ্নি-মীলে ইত্যাদি, অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি, স্যোনাপৃথিবি ইত্যাদি। তৃতীয়া শান্তিঃ। চতুর্থপাত্রে হস্তদান পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠান্তে আপো হি ষ্ঠেতি ঋকত্রয়, দ্যৌঃ শান্তিঃ ইত্যাদি, পুনর্গায়ত্রী পাঠ করিয়া সমস্ত পাত্রের জল মস্তকে ছিটা দিবে।

তিলকাঞ্চনাদি অন্যান্য প্রয়োগ সামবেদীয়বৎ।

দান-সাগরবিধি

অর্চ্চনা পূর্ব্বক সামবেদীয় দানবাক্যানুসারে দান ও দক্ষিণাদান-বাক্যাদি পাঠ করিবে। বিশেষ মন্ত্র যথা—

ভূমিদানে—ওঁ রত্নস্থং হি ভূতানাং ধারণী পোষণী স্থিরা।
মাতাসি সর্ব্বলোকানাং ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে॥

আসনদানে—ওঁ আসনং সর্ব্বলোকানাং পরমং সুখসাধনম্।
তাম্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতরং শুভম্॥

জলদানে—ওঁ অপাং মধ্যে স্থিতা দেবাঃ সর্ব্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
ব্রাহ্মণস্য করে ন্যস্তাঃ শিবা আপো ভবন্তু নঃ॥

বস্ত্রদানে—ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৄণাং যৎ পিধানভাক্।
পাবনং পরমং লোকে শোধনং বসনং মহৎ॥

দীপদানে—ওঁ মুখ ত্বং সর্ব্বদেবানাং পিতৄণাং হব্যকব্যয়োঃ।
হিরণ্যরেতো হুতভুক্ ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে॥

অন্নদানে—ওঁ অন্নং হি সর্ব্বজন্তূনাং প্রাণা জীবিতমেব চ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ তৎসমং নাস্তি কিঞ্চন॥

তাম্বূলদানে—ওঁ ষড়্‌রসং সর্ব্বদোষঘ্নং মঙ্গলং সুখসাধনম্।
তাম্বূলং দেবতানাঞ্চ পরমং প্রীতিকারকম্॥

ছত্রদানে—ওঁ জমদগ্নেঃ প্রদানার্থং সূর্য্যেণৈব বিনির্ম্মিতম্।
ঘর্ম্ম-বর্ষাতপ-ক্লেশ-নাশনং ছত্রমুত্তমম্॥

গন্ধদানে—ওঁ গন্ধো দুর্গন্ধিতবসো মদনশ্চ মহাত্মনাম্।
দেবতানাং প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাদ্‌গন্ধঃ প্রসীদতু॥

মাল্যদানে—ওঁ দেবৈর্যত্নাচ্চিহ্নিতাধার্য্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।
লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্পেষু লক্ষ্মীর্বসতি পুষ্করে॥

ফলদানে—ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পঞ্চভূতানি নির্ম্মমে।
এতানি ফলরূপেণ প্রাণি-প্রাণধরাণি হি॥

শয্যাদানে—ওঁ যথা ন কৃষ্ণশয়নং শূন্যং সাগরজাতয়া।
শয্যামবাপ্যা শূন্যাস্তু তথা জন্মনি জন্মনি॥

পাদুকাদানে—ওঁ উপানহৌ চ পরমে কামগে মন্ত্রসাধিতে।
কার্ত্তিকেয়-সুখার্থায় নির্ম্মিতে সুখকর্ম্মণা॥

ধেনুদানে—ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্বস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম পাপং ব্যপোহতু।
দেহসংস্থা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য সদাপ্রিয়া।
ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
বিষ্ণোর্বক্ষসি যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ।
চন্দ্রস্যাম্বুপতের্যা চ সা ধেনুর্বরদাঽস্তু মে॥
চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীর্যা চ লক্ষ্মীর্হরস্য চ।
যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং সা ধেনুর্বরদাঽস্তু মে।
স্বধা ত্বং পিতৃমুখ্যানাং স্বাহা চৈব হবির্ভুজাম্।
যস্মাৎ পাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

পরে ধেনুর শরীরমধ্যে নিম্নোক্ত দেবতার পূজা কর্ত্তব্য, যথা—শৃঙ্গাগ্রে—বিষ্ণবে নমঃ, শৃঙ্গমধ্যে ব্রহ্মণে নমঃ, শৃঙ্গমূলে ইন্দ্রায় নমঃ, ললাটে বৃষধ্বজায় নমঃ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে শশিভাস্করাভ্যাং নমঃ, দন্তে মরুদ্ভ্যো নমঃ, জিহ্বায় সরস্বত্যৈ নমঃ, নাসাপুটদ্বয়ে ষণ্মুখায় নমঃ, উদরে পৃথিব্যৈ নমঃ, নেত্রকোণে সাগরেভ্যো নমঃ, রোমকূপে ঋষিভ্যো নমঃ, পৃষ্ঠে রুদ্রেভ্যো নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে কুমারায় নমঃ, বামপার্শ্বে বরুণায় নমঃ, রোমরাজিতে রশ্মিভ্যো নমঃ, নিতম্বতটে পিতৃভ্যো নমঃ, জঙ্ঘাদ্বয়ে তীর্থেভ্যো নমঃ, খুরমধ্যে গন্ধর্ব্বেভ্যো নমঃ, খুরাগ্রচতুষ্টয়ে অপ্সরোভ্যো নমঃ, ক্রোড়ে পৃথ্বীগণেভ্যো নমঃ, গোময়ে লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, হুঙ্কারে বেদেভ্যো নমঃ, দুগ্ধে গঙ্গায়ৈ নমঃ। পরে প্রতিগ্রহীতা পুচ্ছধারণ পূর্ব্বক পাঠ করিবে—

ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দোগ্ধ্রীং সর্ব্বলোকময়ীস্তথা।
সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ॥
সর্ব্বধর্ম্মপ্রদাং নিত্যং সর্ব্বভূতনমস্কৃতাম্।
উৎসৃজামি মহাভাগাম্ অক্ষয়স্বর্গগামিনীম্।

কাঞ্চনদানে—ওঁ সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরম্
এতৎ পবিত্রং পরমং এতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥
ব্যজনদানে—ওঁ ব্যজনং তাপহরণং সর্ব্বলোকপ্রিয়ঙ্করম্।
তস্য প্রদানাৎ সকলাস্তাপা নশ্যন্তু মে সদা ॥
রজতদানে বিশেষ মন্ত্র নাই।

যজুর্ব্বেদি-বৃষোৎসর্গ

স্মার্ত্তমতে যজুর্ব্বেদি-বৃষোৎসর্গে প্রথমে পুণ্যাহাদিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প কর্ত্তব্য। মতান্তরে অগ্রে সঙ্কল্প, পরে স্বস্তিবাচনের ব্যবস্থা আছে। চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত পবিত্র বেদীতে বা গোশালায় অথবা তীর্থে ঈশান-নিম্নস্থান গোময়জলে লেপন পূর্ব্বক কর্ত্তা কুশহস্তে আচমনাদি করত উত্তরমুখে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপ-করণবৃষোৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহং' তিনবার বলিবেন। এইরূপ ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট-নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।" এই স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে। মতা-ন্তরে স্বস্তিবাচন অন্যবিধ যথা—

"তদস্তু মিত্রাবরুণা তদগ্নে শংযোরস্মভ্যমিদমস্তু স্বভ্যম্ অসীমহি গবামৃত প্রতিষ্ঠা নমো দিবে বৃহতে সাদনায়। গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎপ্রতিষ্ঠিতং মম্না বাচা সংস্তব্যম্। তস্মাদধ্যাতিদূরৈঃ পরস্তং লভতে গৃহা মে বৈ নানাজিগাং-সতি। গৃহা হি পশূনাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা। ওঁ মনোজূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ। স্বস্তি পুণ্যাহং কল্যাণং ঋদ্ধিঃ পুষ্টিরস্তু (পঞ্চমীং বাচয়িত্বা ত্রিধা সম্যক্ ঋত্বিগ্ভিঃ পঠনক্রমাৎ।) ব্রাহ্মণোঽস্য যজমানস্য গৃহে স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। স্বস্ত্যস্তু স্বস্ত্যস্তু স্বস্ত্যস্তু ইতি প্রত্যুত্তর। ব্রাহ্মণোঽস্য যজমানস্য গৃহে পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। (পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহম্ প্রতি-বাক্য) ব্রাহ্মণোঽস্য যজমানস্য শরীরে সপুত্রস্য কল্যাণং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। (কল্যাণং কল্যাণং কল্যাণম্ প্রতিবাক্য।) ব্রাহ্মণোঽস্য যজমানস্য গৃহে ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। (ঋধ্যতাং ঋধ্যতাং ঋধ্যতাম্ প্রতিবচন।) ব্রাহ্মণোঽস্য

যজমানস্য শরীরে সপুত্রস্য পুষ্টিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু (প্রতিবচন পুষ্টিরস্তু পুষ্টিরস্তু পুষ্টিরস্তু)। পুনর্ম্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরায়ঃ পুনর্ভগঃ পুনর্দ্রবিণং ময়ি তু মা পুনর্ব্রহ্মাণং ময়ি তু মা পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগণঃ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রস্য আগমঃ বৈশ্বানরো দগ্ধস্তনূনপাদগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবধ্যাৎ স্বস্ত্যস্তু স্বস্ত্যস্তু স্বস্ত্যস্তু।"

পরে সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক দেবতাদিগের সান্নিধ্য কল্পনা করিয়া ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ ও কুশ-পুষ্প-তিল-জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করিবে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকপরিত্যাগপূর্ব্বক-স্বর্গলোক-গমনকামঃ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি।" পরে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে। "ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।" মতান্তরে স্বস্তিসূক্তে বিশেষ মন্ত্র পাঠ্য, যথা—যজ্জাগ্রত ইত্যাদি।

ওঁ যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ২ ॥ ওঁ যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চ ন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ওঁ যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে ইত্যাদি ॥৪॥ ওঁ যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথানাভাবিবারাঃ। যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্ম ইত্যাদি ॥৫॥ ওঁ সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্ব্বাজিন ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্ম ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ওঁ যেন কর্ম্ম প্রতিজানন্তি বীরা বিপ্রা বাচা শল্যমশনিভির্জ্জিহ্বানঃ। যস্যা দিশঃ সমুন্নয়ন্তি প্রাণিনঃ তন্ম ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ ওঁ যস্মিন্ বিনা সাহিত্বা সর্ব্বমিদং নাস্মি পুনস্তথৈব ধৈর্য্যমস্তি নাস্তি পরাৎপরো যৎপরঃ তন্মে মন ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ ওঁ অস্তি নাস্তি বিবরিবরাহো অস্তি নাস্তি গুবা ইদং ধ্রুবম্ অস্তি নাস্তি পরাৎপবা যৎপরং তন্ম মন ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ ওঁ কৈলাসশিখরে রম্যে শঙ্করস্য হিমালয়ে। দেবতাস্তত্র মোদন্তি তন্মে মন ইত্যাদি ॥১০॥ ওঁ যদত্র ষষ্ঠং ত্রিদশং শরীরং যজ্ঞস্য গুহ্যং নরনাথমীড্যম্। দশমং পদং ত্রিংশৎ পরমং পদং তন্মে মন ইত্যাদি ॥১১॥ ওঁ তৎপরাৎ পরমং ব্রহ্ম তৎপরাৎ পরমং শিবঃ। তৎপরাৎ পরমং লোকে তন্মে ইত্যাদি ॥ ১২ ॥ ওঁ য ইদং

শিবসঙ্কল্পং সদা ধ্যায়ন্তি ব্রাহ্মণাঃ। তে পুরা মোক্ষমায়ান্তি তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ১৩ ॥

অতঃপর হোমীয় হবির অক্ষয়ত্বকামনায় মহাভারতনামোচ্চারণ কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণো-ঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিতসোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়--সহিত--সোপ-করণবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়-হবিরক্ষয়ত্বকামো মহাভারতনামোচ্চারণমহং করি-ষ্যামি।" সঙ্কল্পান্তে 'মহাভারত' এই নাম দশবার পাঠ করিবে। পরে "ওঁ অদ্যামুকে মাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যা-মুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত-সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়-হবিরক্ষয়ত্বকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্যমহাভারতান্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ওঁ ইত্যন্ত বিরাটপর্ব্ব-সকৃৎপাঠনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

পরে ব্রহ্মাদি বরণ করিয়া কার্য্যভার দিবে। যথা—বরণীয় ব্রাহ্মণকে উত্তরাভিমুখে আসনে বসাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্", "ওঁ সাধ্বহমাসে" প্রতিবচন। গন্ধপুষ্প দিয়া বলিবে—'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্', 'ওঁ অর্চ্চয়' প্রতিবাক্য। পরে গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্রযুগ্ম, তাম্বূল, যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরীয় দানপূর্ব্বক দক্ষিণজানু ধরিয়া বাক্য পড়িবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎ-সঙ্কল্পিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়, (হোতৃবরণে—মৎসঙ্কল্পিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মকরণায়"অন্যান্যকার্য্য হোতার দ্বারা করাইতে হইলে "হৌত্রাদিকর্ম্মকরণায়" বলিবে। আচার্য্যবরণে "মৎসঙ্কল্পিত-বৃষোৎসর্গ-কর্ম্মণি আচার্য্যকর্ম্মকরণায়," আচার্য্য কর্তৃক ব্রহ্মা ও আচার্য্যের কর্ম্ম করাইতে হইলে বাক্যে 'ব্রহ্মাচার্য্যকর্ম্মকরণায়' বলিবে। সদস্যবরণে—'সদস্যকর্ম্মকর-ণায়।' বিরাটপাঠক-বরণে—মৎসঙ্কল্পিত-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদ-ব্যাস-প্রোক্তজয়াখ্য-মহাভারতান্তর্গত ওঁ জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ ইত্যাদি নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ওঁ ইত্যন্ত-বিরাটপর্ব্বপাঠনাকর্ম্মণি তৎপাঠকর্ম্মকরণায়) অমুকগোত্রম্ অমুকদেব-শর্ম্মাণং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং ভবন্তমহং বৃণে।" ব্রতী 'ওঁ বৃতোঽস্মি' বলিবেন। যজমান 'ওঁ যথাবিহিতং অমুককর্ম্ম (ব্রহ্মকর্ম্ম, হোতৃকর্ম্ম ইত্যাদি) কুরু' বলিলে ব্রতী 'ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি' বলিবেন। অনন্তর হোতা পঞ্চগব্য

শোধন করিয়া তদ্দ্বারা বেদীর অভ্যুক্ষণ করিবেন। পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র যথা—গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" এই মন্ত্রে গোময়। 'ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে।' মন্ত্রে দুগ্ধ। 'ওঁ দধিক্রাব্ণোঽকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।' মন্ত্রে দধি। 'ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।' মন্ত্রে ঘৃত। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।' মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া সমুদায় একত্র করত 'ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যতে। প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা। মতান্তরে 'ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মথ্নামি জাগতেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্বয়ীয়তে। ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায় ইন্দ্র উতয়ে।' এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য মিশ্রণ উক্ত হইয়াছে। অতঃপর বেদীর উপরিভাগে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা—'ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষসং স বিশ্বাচী রভিচষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্।' বেদীর পূর্ব্বভাগে পঞ্চঘট নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্থাপন করিবে। যথা—

ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ॥ ভূমি।, ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্। ধান্য। ওঁ আজিঘ্রকলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী পুনর্মাবিশতাদ্রয়িঃ। কলস। ওঁ ইমম্মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া জিকীয়ে শৃণু হ্যাশিষো ময়া। জল। ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিঞ্জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম। পল্লব। ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। ফল। ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেশূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো নবাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ। সিন্দুর। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থো বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ। বরুণাবাহন।

ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজার্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুসদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ। এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া ঐ ঘটে গণেশ, নবগ্রহ, দিকপাল ও বিষ্ণুকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—প্রথমঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে দিক্‌পালগণ, তৃতীয় ঘটে রুদ্র, বিষ্ণু, অম্বিকা, চতুর্থ ঘটে গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পঞ্চঘটে বাস্তুপুরুষ, নবগ্রহ। মতান্তরে প্রথম ঘটে গণেশ, সূর্য্য, দ্বিতীয় ঘটে রুদ্র, দুর্গা, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চতুর্থ ঘটে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, পঞ্চম ঘটে নবগ্রহ ও দিক্‌পালের স্বস্বমন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিতে হয়।

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিংং হবামহে প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিংং হবামহে নিধীনাং ত্বা নিধিপতিংং হবামহে বসো মম। ইতি গণেশমন্ত্র। ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ইতি সূর্য্যমন্ত্র। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ইতি শিব-মন্ত্র। ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন সশ্বস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্যবাসিনীম্। ইতি দুর্গামন্ত্র। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ। ইতি বিষ্ণুমন্ত্র। ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইঞ্চন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ। ইতি লক্ষ্মীমন্ত্র। ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধাসো দেশেঽভবৎ সরিৎ॥ ইতি সরস্বতীমন্ত্র। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্ববেশো অনমীবো ভবানঃ। যত্ত্বে মহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে। ইতি বাস্তুপুরুষমন্ত্র। ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে দেবা আসাদয়াদিহ। ইতি অগ্নিমন্ত্র। ওঁআকৃষ্ণেনেতি সূর্য্যমন্ত্র। ওঁ ইমং দেবা অসপত্নংং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশে। ইতি সোমমন্ত্র। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিম্বতি। ইতি মঙ্গলমন্ত্র। ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থেঽধ্যুত্তরেঽস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত। ইতি বুধমন্ত্র। ওঁ বৃহস্পতে অতি অদর্য্যোঽর্হাদ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু যদ্দীদয়চ্ছবসঋত প্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্। ইতি বৃহস্পতিমন্ত্র। ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণাব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধসঃ। ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু। ইতি শুক্রমন্ত্র। ওঁ শন্নো দেবীঃ ইতি

শনিমন্ত্র। ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ। ইতি রাহুমন্ত্র। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো-মর্য্যাঽপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ। ইতি কেতুমন্ত্র। ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতার-মিন্দ্রংহবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং ইদং হবির্ম্মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ। ইতি ইন্দ্রমন্ত্র। ওঁ অগ্নিং দূতং ইতি অগ্নিমন্ত্র। ওঁ অসিযমো অস্যা-দিত্যোঽর্ব্বন্নসিত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন অসি সোমেন সময়াবিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি। ইতি যমমন্ত্র। ওঁ যস্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ ক্রুপাশং গ্রীবাসু বিবৃত্যং তন্তে বিশাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈনং পিতুমদ্ধি প্রসূত নমো ভূত্যৈ যেনেদঞ্চকার। ইতি নির্ঋতিমন্ত্র। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসীতি বরুণমন্ত্র। ওঁ বাতো বাবো মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। তেঽগ্রে সমযুঞ্জংস্তেঽস্মিন্ যবমাদধুঃ। ইতি বায়ুমন্ত্র। ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তোযবঞ্চিদ্যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিয়ূয় ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষোনম উক্তিং ন জগ্মুঃ (যজন্তি)। ইতি কুবেরমন্ত্র। ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিন্নমসে হূমহে বয়ম্। পূষাণো যথা বেদ সাম সদ্বৃধেরক্ষিতা পায়ুরদব্ধস্বস্তয়ে ইতি ঈশানমন্ত্র। ওঁ আব্রহ্মন্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসা জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যশূর ইষব্যোতিব্যাধিমহারথো জায়তাম্। ইতি ব্রহ্মমন্ত্র। ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু যেঽন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ। ইতি অনন্তমন্ত্র।

এই সকল মন্ত্রে যথাযথ দেবতাকে পূজা পূর্ব্বক সামান্যার্ঘ, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া প্রসাদবীজে (হৌঁ) প্রাণায়াম করত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, যথা— শিরসি বামদেবঋষয়ে নমঃ। মুখে পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি রুদ্রায় দেবতায়ৈ নমঃ॥ পরে হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস-করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।—ওঁ মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্। শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে। অথবা—আপাতালনভস্থলান্তভুবনব্রহ্মাণ্ডমাবিস্ফুরজ্জ্যোতিঃস্ফাটিক-লিঙ্গমৌলিবিলসৎ পূর্ণেন্দু-বান্তামৃতৈঃ। যঃ স্তোকাপ্লুতমেকমীশমনিশং রুদ্রানুবাকান্ জপন্ ধ্যায়েদীপ্সিতসিদ্ধয়ে ধ্রুতপদং বিপ্রোঽভি-ষিঞ্চেচ্ছিবম্॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘস্থাপন ও পুন-র্ধ্যানান্তে মূলমন্ত্রে হৌঁ শ্রীরুদ্রায় নমঃ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাসম্ভব উপচারে

পূজা করিবে। পরে অম্বিকা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যথাযথ ধ্যানান্তে মূলমন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিবে। মতান্তরে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা বিহিত। (রুদ্রাধ্যায়ের শেষে দেখ।)

হোমপ্রণালী।—মণ্ডপের ঈশানকোণে পূর্ব্বোত্তরপ্রবস্থানে চতুর্হস্তপরিমিত স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কুশত্রয় দ্বারা পরিসমূহন করিয়া ঐ কুশ ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে। গোময় ও জল দ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ করিয়া সপ্ত-সপ্তাঙ্গুলান্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্ব্বাভিমুখ রেখাত্রয় উল্লেখন পূর্ব্বক রেখায় উৎকীর্ণ মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা উত্তোলন করত ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে। রেখাভ্যুক্ষণান্তে স্বদক্ষিণে স্থাপিত কাংস্যপাত্রস্থিত বা নবশরাবস্থিত জলৎকাষ্ঠ লইয়া 'ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ' এই মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ওঁ "ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া স্থণ্ডিলে নিজ অভিমুখে অমন্ত্রক স্থাপন করিবে। পরে 'ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি' এই মন্ত্রে সাহস নামক অগ্নি স্থাপন, 'ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।' এই মন্ত্রে ধ্যান ও 'ওঁ সাহসনামাগ্নয়ে নমঃ' মন্ত্রে পূজান্তে 'ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।' এই মন্ত্রে অগ্নি প্রণয়ন করিবে। ব্রহ্মাসাদন যথা—অগ্নির বামভাগে (দক্ষিণদিকে) অরত্নিপরিমিত স্থান ব্যবধানে পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মাকে "ওঁ অহেদৈধি সব্যোদতস্তিষ্ঠাযাস্ত সদনে সীদযোঽস্মৎপাকতরঃ' এই মন্ত্রে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, (মতান্তরে অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও উক্ত মন্ত্রপাঠ ব্রহ্মার কার্য্য) (ব্রহ্মার 'সীদামি' এই প্রতিবাক্য পাঠ্য) আস্তীর্ণ কুশাসন দর্শন করাইবেন। পরে ব্রহ্মা উক্ত আস্তীর্ণ কুশ হইতে একগাছি কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন যস্যং দিশ্মঃ' মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক 'ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদসি সীদামি প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ।' এই মন্ত্রে অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবেন। অতঃপর হোতা অগ্নির উত্তরভাগে কুশাস্তরণস্থান অতিক্রম করিয়া দুই স্থানে কুশ আস্তরণ করত উহার উপরে যথোক্ত নিয়মে যজ্ঞিয় কাষ্ঠনির্ম্মিত চমস বা মৃন্ময় পাত্রস্থিত জল কুশাচ্ছাদিত করিয়া প্রণীতাপাত্ররূপে ব্রহ্মার মুখাবলোকন পূর্ব্বক স্থাপন করিবে।

পরিস্তরণ।—মূলসমীপে ছিন্ন কুশ দ্বারা পূর্ব্বদিকে—অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণদিকে—ব্রহ্মস্থান হইতে অগ্নিস্থান পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে—নৈঋর্তকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত, উত্তরে—অগ্নিস্থান হইতে প্রণীতাপাত্র পর্য্যন্ত আস্তরণ করিবে।

দ্রব্যাসাদন।—উত্তরদিকে নিজসমীপ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্বদিগভিমুখে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে,যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, সম্মার্জ্জনকুশ ৬, উপযমন কুশ ১৩, সমিধ্ ৩, স্রুক্, স্রুব, উদূখল, মুষল, বেণুনির্ম্মিত শূর্প, মেক্ষণ, ব্রীহিধান্য অভাবে শালিধান্য, তদভাবে তণ্ডুল, তণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ, বৃষাঙ্কনার্থ দণ্ডোৎপলদণ্ড ২, কুঙ্কুম অভাবে হরিদ্রাচূর্ণ, বৃষস্নানার্থ সর্ব্বৌষধি (মুরা, মাংসী, বচা, কুষ্ঠ, শৈলেয়, রজনীদ্বয়, শটী, চম্পক, মুস্তা), স্নানার্থ কলসদ্বয়, মালা ৫, চাঁদমালা ৪, টোপর ১, বৃষাভরণ (কাঞ্চনশৃঙ্গ ২, কাঞ্চনবীরপট্ট ১,রজতখুর ৪,দর্পণ ১,চামর ১, লৌহঘণ্টা ১,তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড় ১, লৌহনূপুর ৪, আচ্ছাদনার্থ বস্ত্রদ্বয়, বন্ধনার্থ বস্ত্র ১) বৎসতরীর আভরণ ৪ দফা (ঝাঁপিটেপারি, দর্পণ, সিন্দূরকৌটা, কাঠের মালা, কাঠের চিরুণী, রক্তসূত্র) বৎসতরী-বন্ধনার্থ বস্ত্র ৪, লৌহবিদাহ ২(দাগনী), দধি, তিল, গন্ধ, পুষ্প, তাম্বুল, গোপবস্ত্র ১, বিল্ব বা বকুলবৃক্ষনির্ম্মিত যূপ চারিহস্ত পরিমাণ ১, উপযূপ ১ হস্তপ্রমাণ ৪, ব্রহ্মদক্ষিণা (পূর্ণপাত্র ২৫৬ মুষ্টিপরিমিত তণ্ডুল) বৃষোৎসর্গ-দক্ষিণা বৃষ বা তন্মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা, বৎসতরী ৪, বৃষ ১। অনন্তর কুশপত্রদ্বয়নির্ম্মিত পবিত্র 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে তিনটি কুশপত্র দ্বারা ছেদন করিয়া 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। ঐ প্রোক্ষণীপাত্রে প্রণীতাজল স্থাপনান্তে বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের অগ্র,দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রমূল ধারণ পূর্ব্বক পবিত্রমধ্যভাগ দ্বারা কিঞ্চিজ্জল গ্রহণ করত বারত্রয় ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর প্রোক্ষণীপাত্র বামহস্ততলে রাখিয়া পবিত্রসমন্বিত দক্ষিণহস্তে প্রোক্ষণীজল কিয়ৎপরিমাণে বারত্রয় উত্তোলন ও পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ জল দ্বারা সংগৃহীত যজ্ঞিয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত প্রণীতাপাত্রের দক্ষিণাংশে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। পরে নিজ বামভাগে আজ্যস্থালী স্থাপন ও তাহাতে আজ্যস্থাপন করিয়া চরুশ্রপণ করিবে।

চরুশ্রপণ।—আত্মদক্ষিণে পূর্ব্বাংশে শূর্প ও উদূখল রাখিয়া শূর্পে ব্রীহি, শালিধান্য বা তণ্ডুল আনয়ন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত তিনটি তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে মুষ্টিগ্রহণ, নির্ব্বাপণ ও প্রোক্ষণ করিবে। "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি (উদূখলে স্থাপন)। ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি, এবং রুদ্রায় ত্বা, শর্ব্বায় ত্বা, পশুপতয়ে ত্বা, উগ্রায় ত্বা, অশনয়ে ত্বা, ভবায় ত্বা, মহাদেবায় ত্বা, ঈশানায় ত্বা, অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ত্বা।" ঐরূপ অপর দুইবার অমন্ত্রক মুষ্টি গ্রহণ, উদূখলে স্থাপন, প্রণীতাজলে প্রোক্ষণ করিয়া মুষল দ্বারা অবঘাত, শূর্প দ্বারা বারত্রয় প্রস্ফোটন, শোধনী (ধুচনী) দ্বাবা তিনবার ধৌত করিবে। এই প্রকারে তণ্ডুলচূর্ণ বা যবচূর্ণের 'ওঁ পূষ্ণে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি, মন্ত্রে মুষ্টিগ্রহণ, উদূখলে স্থাপন ও প্রণীতাজলে প্রোক্ষণাদি করিবে। তণ্ডুলচূর্ণাদির অভাবে তণ্ডুল দ্বারাও পৌষ্ণহোম হইবে। অতঃপর চরুস্থালীতে উক্ত সংস্কৃত তণ্ডুল প্রদান পূর্ব্বক পৌষ্ণচরুতে দুগ্ধ ও অন্য চরুতে ঘনীভূত ক্ষীর ও প্রণীতোদক দিয়া দাহকাঠিন্যরহিতভাবে পাক করিবে। অগ্নির উত্তরে জ্বলৎ অঙ্গার আকর্ষণ করিয়া তদুপরি চরুস্থালী রাখিয়া পাক করিতে হয়। পাক সম্পন্ন হইলে চরুদ্বয়ে ঘৃতস্রুব দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে জ্বলদগ্নি দ্বারা বেষ্টন করত আজ্যের উপরেও ঐরূপ পর্য্যগ্নীকরণ করিবে।

স্রুবাদিসংস্কার।—দক্ষিণহস্তে স্রুব গ্রহণ, পূর্ব্বাগ্র ও অধোমুখভাবে অগ্নিতে সন্তাপন, বামহস্তে গ্রহণ, দক্ষিণ-হস্তগৃহীত পূর্ব্বসঞ্চিত সম্মার্জ্জন-কুশ দ্বারা স্রুবমূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন, প্রণীতোদকে অভ্যুক্ষণ, পুনঃ অগ্নিতে প্রতাপন পূর্ব্বক উত্তরাংশে আস্তীর্ণ কুশোপরি স্থাপন করিবে। এই প্রকারে স্রুক্ ও মেক্ষণেরও সংস্কার কর্ত্তব্য।

আজ্যসংস্কার।—চরু সিদ্ধ হইলে আজ্যপাত্র আত্মসম্মুখে অবতারণ ও পূর্ব্বোক্তভাবে হস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্রের মূল ও অগ্র ধারণ এবং পবিত্রমধ্যযোগে ঘৃত গ্রহণ করিয়া "ওঁ সবিতুর্ব্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ" এই মন্ত্রে উত্তোলন পূর্ব্বক ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা' মন্ত্রে প্রোক্ষণীজলও পূর্ব্বোক্তভাবে উত্তোলন করিবে ও পবিত্র তথায় রাখিবে। চরুতে ঘৃতস্রুব দিয়া আজ্যপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে, পৌষ্ণ চরু রুদ্রচরুর উত্তরে রাখিতে হয়। হোমসমাপ্তি পর্য্যন্ত উপযমন কুশ বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকিবে, পরে "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ

সাক্ষস্ত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ" মন্ত্রে অগ্নিধ্যান করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সাহসনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন ও পূজা করিয়া পূর্ব্বাসাদিত ঘৃতাক্ত সমিধত্রয় উত্থিত হইয়া অমন্ত্রকভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উপবিষ্ট হইয়া প্রোক্ষণীজল নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রদক্ষিণভাবে অগ্নিকে "ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোঽহজাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ" এই মন্ত্রে পর্য্যুক্ষণ করিবে। পরে পবিত্র প্রণীতাপাত্রে রাখিয়া প্রোক্ষণীপাত্র স্বস্থানে স্থাপন করিবে। দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া ব্রহ্মার সহিত অন্বারম্ভ পূর্ব্বক স্রুবহস্তে ঘৃত দ্বারা আঘার ও আজ্যভাগ হোম করিবে।

আঘারহোম যথা—প্রজাপতির উদ্দেশে 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা' মন্ত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে। (ইদং প্রজাপতয়ে দেবতোদ্দেশ) 'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা' মন্ত্রে নৈঋর্তকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে (ইদমিন্দ্রায় প্রত্যুদ্দেশ)।

আজ্যভাগ যথা—'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির উত্তরে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে (ইদমগ্নয়ে প্রত্যুদ্দেশ) 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে। (ইদং সোমায় প্রত্যুদ্দেশ) সংস্রব প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপনীয়। পরে ব্রহ্মার অন্বারম্ভ ত্যাগ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে, যথা—'ইহ রত্যাদীনাং চতুর্ণাং দেবা ঋষয়োঽগ্নির্দেবতা যজূংষি ছন্দাংসি সত্রোত্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), ইহ রমধ্বং স্বাহা (ইদমগ্নয়ে) ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), উপসৃজন্নিতি রায়স্পোষমিতিমন্ত্রয়োর্দেবা ঋষয়োঽগ্নির্দেবতা সত্রোত্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উপসৃজন্ বরুণং মাত্রে বরুণং মাতরং ধয়ন্ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে), ওঁ রায়স্পোষমস্মাসুদীধরৎ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)।"

চরুহোম।—অবদানপ্রকারে চরুহোম কর্ত্তব্য। যথা—জুহূতে ও চরুতে ঘৃতস্রুবদান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে মেক্ষণ দ্বারা চরুস্থালীপূর্ব্বার্দ্ধে দুইবার অবদান করত চরুর উপরি ঘৃতস্রুব দ্বারা অভিঘারিত করিয়া 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে)' মন্ত্রে প্রজ্বলিত অগ্নিতে জুহূ দ্বারা হোম করিবে। উক্ত প্রকারে অবদানক্রমে চরু লইয়া 'ওঁ রুদ্রায় স্বাহা (ইদং রুদ্রায়)', 'ওঁ শর্ব্বায় স্বাহা (ইদং শর্ব্বায়)', 'ওঁ পশুপতয়ে স্বাহা (ইদং পশুপতয়ে)', 'ওঁ উগ্রায় স্বাহা

(ইদমুগ্রায়)', 'ওঁ অশনয়ে স্বাহা (ইদমশনয়ে)', 'ওঁ ভবায় স্বাহা (ইদং ভবায়)' 'ওঁ মহাদেবায় স্বাহা (ইদং মহাদেবায়)', 'ওঁ ঈশানায় স্বাহা (ইদমীশানায়) ।' পূর্ব্ববৎ মেক্ষণ দ্বারা পৌষ্ণচরু অবদানপ্রকারে লইয়া "পূষাগা ইতি মন্ত্রস্য গোতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা পৌষ্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষা গা অন্বেতু নঃ পূষা রক্ষতু সর্ব্বতঃ পূষাবাজꣳ সনোতু নঃ স্বাহা (ইদং পূষ্ণে) ।" পরে ব্রহ্মার সহিত অন্বারব্ধ পূর্ব্বক জুহূতে ঘৃতস্রুব, চরুদ্বয়ে ঘৃতস্রুবদ্বয় দিয়া উভয় চরু প্রচুররূপে অবদান পূর্ব্বক মেক্ষণ দ্বারা জুহূতে রাখিয়া তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয় দানান্তে 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা (ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে)' মন্ত্রে হোম করিবে।

আজ্যহোম।—ঘৃত দ্বারা অগ্নিমধ্যে নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। "প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা (ইদমগ্নয়ে ।) প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা (ইদং বায়বে), প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা (ইদং সূর্য্যায়) প্রজাপতিঋর্ষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা (সমস্ত) মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা (ইদমগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ) ।"

অতঃপর মতান্তরে নবগ্রহহোম কর্ত্তব্য, যথা—'ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা (ইদমাদিত্যায়)। ওঁ ইমং দেবা অসপত্নꣳ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্যপুত্রমমুষ্যৈ পুত্র-মস্যৈ বিশে স্বাহা (ইদং সোমায়)। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। (ইদং মঙ্গলায়)। ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতি-জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সꣳসৃজেথাময়ঞ্চ অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা (ইদং বুধায়)। ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্-বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা (ইদং বৃহস্পতয়ে)। ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্। বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়-মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা (ইদং শুক্রায়)। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা (ইদং শনৈশ্চরায়)। ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ

স্বাহা (ইদং রাহবে)। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা (ইদং কেতুভ্যঃ)।"

সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোম।— ওঁ "অদ্যেত্যাদি সঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে" সঙ্কল্পান্তে বিধুনামক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজাপূর্ব্বক ত্বন্নোহগ্নেই ত্যস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দোহগ্নীবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঅগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসি-সীষ্ঠাঃ যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্। ওঁ স ত্বন্নো হগ্নে ইতি বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দোহগ্নী-বরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স ত্বন্নো অগ্নেহবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহিমৃডীকং সুহবো ন এধি। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্। ওঁ অয়াশ্চাগ্নে ইতি প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নে-হস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে। ওঁ যে তে শতমিতি শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দো বরুণাদয়ো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্ব্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ। ওঁ উদুত্তমমিতি শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দো বরুণো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঅদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।" ইদং প্রজাপতয়ে মানসিক প্রত্যুদ্দেশ। পূর্ণাহুতি—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃডনামাসি এই মন্ত্রে নামকরণ করত আবাহন ও পূজা করিয়া ফল-পুষ্পান্বিত তাম্বূল সহিত ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া "ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে।" মন্ত্রে যজমানসহিত হইয়া দিবে। পরে আস্তরণকুশ ঘৃতাভিঘারিত করত 'ওঁ দেবা গাতু বিদো গাতুমিত্বা গাতুমিতঃ। বনস্পতে ইমং দেবযজ্ঞং স্বাহা বাতেধাঃ স্বাহা।" মন্ত্রে আস্তরণ বহির্হোম করিবে। পরে সংস্রব প্রাশনান্তে আচমন পূর্ব্বক 'ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ সন্তু' মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতি মার্জ্জন। দুর্ম্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্ম। মন্ত্রে প্রণীতাপাত্র

ঈশানকোণে মুক্ত করিবে। পরে যজমান কুশ, তিল, জল ও হরীতকী লইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি কৃতৈতদ্‌ব্রহ্ম-কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং প্রজাপতিদৈবতং তদমুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং অমুকগোত্রাযামুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।" স্বার্থে "সম্প্রদদে' ব্রহ্মাকে দিবে। ব্রহ্মা ওঁ মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া স্বস্তি বলিবেন। পুনশ্চ বস্ত্র-কাংস্য হিরণ্য-কুশ-তিল-জল-হরীতকী লইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদিমৎ-সঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গভূতকৃতৈতদ্ধোমকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতানি বস্ত্রযুগ-কাংস্যহিরণ্যানি বৃহস্পতিচন্দ্রবহ্নিদৈবতানি (বিষ্ণুদৈবতানি বা) অমুক-গোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে হোত্রে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।" স্বার্থে 'সম্প্রদদে' মন্ত্রে হোতাকে দিবে। হোতা 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে যজমান বা প্রতিনিধী-ভূত হোতা বৃষের দক্ষিণকর্ণে সমস্ত রুদ্রাধ্যায় জপ করিবেন। যথা— "রুদ্রাধ্যায়স্য পরমেষ্ঠীঋষির্স্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দো নমস্ত ইতি গায়ত্রীচ্ছন্দো যাতে যামিষুং শিবেন বচসা ইতি তিসৃণামনুষ্টুপ্‌ ছন্দো অধ্যবোচদসৌ যোঽসৌ হ ইতি তিসৃণাং পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো নমোঽস্ত্বিত্যাদি নমো নমস্ত ইত্যন্তসপ্তানামনুষ্টুপ্‌ ছন্দো নম ইতি দ্বিতীয়স্য কৌৎসঋষির্জগতীচ্ছন্দ এককদ্রো দেবতা নমো হিরণ্যবাহবে ইত্যাদীনি যজূংষি বহুরুদ্রদৈবতানি দ্রাপেঅন্ধস ইত্যুপরিষ্টাদ্‌বৃহতীচ্ছন্দোঽন্ধ-সম্পতির্দ্দেবতা ইমা রুদ্রায়েতি কৌৎসঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো যা তে রুদ্র ইতি অনু-ষ্টুপ্‌ ছন্দঃ পরিনো মীঢ়ুষ্টম ইতি তৃষ্টুপ্‌ ছন্দো বিকিবিদ্রবিলোহিতস্য সহস্রাণি সহস্রশ ইত্যনুষ্টুপ্‌ ছন্দো অসংখ্যাত্বা ইত্যাদি দশানামনুষ্টুপ্‌ ছন্দো বহুরুদ্রো দেবতা নমোঽস্ত্বিতি ত্রীণি যজূংষি বহুরুদ্রদৈবতানি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥১॥ যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥২॥ যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৩॥ শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি। যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ ॥৪॥ অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্‌। অহীংশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভ-য়ন্‌ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুবঃ ॥ ৫ ॥ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাংং হেড়ঈমহে॥৬॥ অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ। উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নু দ-হার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ ॥৭॥ নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢ়ুষে। অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরন্নমঃ ॥৮॥ প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যোর্জ্যাম্‌।

যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ ॥৯॥ বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত। অনেশন্নস্য যা ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ ॥১০॥ যা তে হেতির্মীঢ়ুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ। তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরিভুজ ॥১১॥ পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্ত বিশ্বতঃ। অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নিধেহি তম্। ॥১২॥ অবতত্য ধনুষ্টুং সহস্রাক্ষ শতেষুধে। নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব ॥১৩। নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে। উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥১৪॥ মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥১৫॥ মা নস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্রভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে ॥১৬॥ নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাঞ্চ পতয়ে নমো নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাং পতয়ে নমো নমঃ শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাম্পতয়ে নমঃ ॥১৭॥ নমো বভ্লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাম্পতয়ে নমো নমো ভবস্য হেত্যৈ জগতাম্পতয়ে নমো নমো রুদ্রায়াততায়িনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো নমঃ সূতায়াহন্ত্যৈ বনানাং পতয়ে নমঃ ॥১৮॥ নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাং পতয়ে নমো নমো মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাং পতয়ে নমো নম উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাং পতয়ে নমঃ ॥১৯॥ নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমো নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমো নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাং পতয়ে নমঃ ॥২০॥ নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাং পতয়ে নমো নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো নমঃ সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমো নমোঽসিমদ্ভ্যো নক্তঞ্চরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাং পতয়ে নমঃ ॥২১॥ নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমো নম ইষুমদ্ভ্যো ধন্বায়িভ্যশ্চ বো নমো নম আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো নমো আযচ্ছদ্ভ্যোঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২২॥ নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বো নমো নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৩॥ নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো নমোঽশ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো নম উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৪॥ নমো গণেভ্যো

গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৫॥ নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৬॥ নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ ॥২৭। নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্ব্বায় চ পশুপতয়ে চ নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ ॥২৮॥ নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ। নমো গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ ॥২৯॥ নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ। নমো বৃদ্ধায় চ সংবৃধে চ। নমোঽগ্র্যায় চ প্রথমায় চ ॥৩০॥ নম আশবে চাজিরায় চ। নমঃ শীঘ্র্যায় চ শীভ্যায় চ। নম উর্ম্ম্যায় চাবস্বন্যায় চ। নমো নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ ॥৩১॥ নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ। নমঃ পূর্ব্বজায় চাপরজায় চ। নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ। নমো জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ ॥৩২॥ নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ। নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ। নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ। নম উর্ব্বর্য্যায় চ খল্যায় চ ॥৩৩॥ নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ। নম আশুষেণায় চাশুরথায় চ। নমঃ শূরায় চাবভেদিনে চ ॥৩৪॥ নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ। নমো বর্ম্মিণে চ বরূথিনে চ। নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ। নমো দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চ ॥৩৫॥ নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে চ। নমস্তীক্ষেষবে চায়ুধিনে চ। নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ ॥ ৩৬ ॥ নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ। নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ। নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ। নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ ॥৩৭॥ নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ। নমো বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ। নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ। নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ ॥৩৮॥ নমো বাত্যায় চ রেষ্ম্যায় চ। নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ। নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ। নমস্তাম্রায় চারুণায় চ ॥৩৯॥ নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ। নম উগ্রায় চ ভীমায় চ। নমোঽগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ। নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায় ॥৪০॥ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥৪১॥ নমঃ পার্য্যায় চ চাবার্য্যায় চ। নমঃ প্রতরণায়

চোত্তরণায় চ। নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ। নমঃ শষ্প্যায় চ ফেন্যায় চ॥৪২॥ নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ। নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ। নমঃ কপর্দ্দিনে চ পুলস্তয়ে চ। নমঃ ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ॥ ৪৩॥ নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ। নমস্তল্প্যায় চ গেহ্যায় চ। নমো হৃদয্যায় চ নিবেষ্প্যায় চ। নমঃ কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ॥৪৪॥ নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ। নমঃ পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ। নমো লোপ্যায় চোলপ্যায় চ। নম উর্ব্ব্যায় চ সূর্ব্ব্যায় চ॥ ৪৫॥ নমঃ পর্ণায় চ পর্ণশদায় চ। নমঃ উদ্‌গুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ। নম আখিদতে চ প্রখিদতে চ নমঃ। ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমো বঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো নমো বিচিম্বৎকেভ্যো নমো বিক্ষিণৎকেভ্যো নম আনির্হতেভ্যঃ॥ ৪৬॥ দ্রাপে অন্ধসস্পতে দরিদ্র নীললোহিত। আসাং প্রজানামেষাং পশূনাং মা ভের্ম্মারোঙ্মোচ নঃ কিঞ্চনামমৎ॥ ৪৭॥ ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্নাতুরম্॥ ৪৮॥ যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী। শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড জীবসে॥ ৪৯॥ পরি নো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্তু পরিত্বেষস্য দুর্ম্মতিরঘায়োঃ। অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ়্বস্তোকায় তনয়ায় মৃড়॥ ৫০॥ মীঢ়ুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব। পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি॥ ৫১॥ বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ। যাস্তে সহস্রং হেতয়োহন্যমস্মিন্নিবপন্তু তাঃ॥৫২॥ সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ। তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি॥ ৫৩॥ অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৪॥ অস্মিন্মহত্যর্ণবেহন্তরিক্ষে ভবা অধি। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥৫৫॥ নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপশ্রিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৬॥ নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্ব্বা অধঃক্ষমাচরাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৭॥ যে বৃক্ষেষু শষ্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৮॥ যে ভূতানামধিপতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দ্দিনঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৫৯॥ যে পথাং পথিরক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্য্যুধঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥৬০॥ যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥ ৬১॥ যেহন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্। তেষাং সহস্রযোজনেহব ধন্বানি তন্মসি॥৬২॥ য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে।

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধম্বানি তন্মসি ॥ ৬৩॥ নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবস্তেভ্যো! দশপ্রাচীর্দ্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দ্দশোদীচীর্দ্দশোর্দ্ধা-স্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬৪ ॥ নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরিক্ষে যেষাং বাত ইষ-বস্তেভ্যো দশ প্রাচীর্দ্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দ্দশোদীচীর্দ্দশোর্দ্ধাস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬৫ ॥ নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবস্তেভ্যো দশ প্রাচীর্দ্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দ্দশোদীচীর্দ্দশোর্দ্ধাস্তেভ্যো নমো অস্তু তে নো-ঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তে যং দিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর কুঙ্কুম বা হরিদ্রাচূর্ণ দ্বারা দণ্ডোৎপলদণ্ডে অগ্নিসমীপস্থ প্রাঙ্মুখ বৃষের দক্ষিণপাদের মূলদেশে ত্রিশূল অঙ্কন করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে।"

পরে বামপার্শ্বে চক্র অঙ্কন করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ বৃষা হ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমানস্বর্দৃশম্।"

পরে অঙ্কনকারীকে বলিবেন, "ওঁ বৃষমঙ্কয়।" অঙ্কনকারী তপ্তলৌহ দ্বারা (দাগনী) ঐ অঙ্কদ্বয় স্পষ্ট করিবে। এই অবকাশে অগ্নির উত্তরে যূপ ও উপযূপচতুষ্টয় প্রোথিত করিবে। পরে বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত বৃষকে নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা সুগন্ধিসর্ব্বৌষধিজলে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ হিরণ্যবর্ণা ইত্যাদি ঋক্‌চতুষ্টয়স্যাগ্নির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতাঃ স্নপনে বিনিযোগঃ। ওঁ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা যাসু জাতঃ কাশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শংস্যোনাঃ ভবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনা-নাম্। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শংস্যোনা ভবন্তু। ওঁ যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষ্যং যা অন্তরিক্ষং বহুধা ভবন্তি। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শংস্যোনা ভবন্তু। ওঁ শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতা আপঃ শিবায় তন্বোপস্পৃশত ত্বচম্মে ঘৃতশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ শংস্যোনা ভবন্তু। শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ স্নপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংয়োর-ভিস্রবন্তু নঃ।"

পরে ধৌত বস্ত্র দ্বারা জল মুছাইয়া গন্ধপুষ্পাঞ্জলি-সিন্দূর-গোরোচনাদি-দ্রব্য দ্বারা স্বর্ণশৃঙ্গ-স্বর্ণবীরপট্ট-রৌপ্যখুর ৪ ঘণ্টা ১ তাম্রপৃষ্ঠ ১ কাংস্যক্রোড় ১ দর্পণ ১ চামর ১ লৌহনূপুর ৪টি দ্বারা বৃষকে অলঙ্কৃত করিয়া বৎসতরীগণকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যে ভূষিত করিবে, অসামর্থ্যে কাংস্যক্রোড় দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। যথা—"গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুঃ ইত্যাদি ঋতঞ্চেত্যাঘমর্ষণসূক্তস্যাঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ। পুনশ্চ রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে। পরে পুরুষসূক্ত জপ কর্ত্তব্য। যথা—"সহস্রশীর্ষেতি ষোড়শর্চ্চস্য নারায়ণঋষিঃ পঞ্চদশর্চ্চস্যানুষ্টুপ্ ছন্দঃ অন্ত্যস্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো জগদ্বীজমজঃ পুরুষো দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৪॥ ততো বিরাডজায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥ তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥ তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৭॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরূ পাদাবুচ্যেতে ॥১০॥ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। ॥ ১১ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৩॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাস্যাসন্

পরিধয়শ্চিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥১৫॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥১৬॥ অথ কুষ্মাণ্ডীয় মন্ত্র জপ যথা—"ওঁ যদ্দেবা দেবহেলনমিতি ঋক্‌ত্রয়স্য প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিবায়ুসূর্য্যা দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্দেবা দেবহেলনং দেবাসশ্চকৃমা বয়ম্। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১ ॥ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চকৃমা বয়ম্। বায়ুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২ ॥ যদি জাগ্রদ্যদি স্বপ্ন এনাংসি চকৃমা বয়ম্। সূর্য্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্মুঞ্চত্বংহসঃ ॥" ৩ ॥ *

পরে বৃষের দক্ষিণকর্ণে জপ করিবে,—"পিতা বৎসানামিতি প্রজাপতি-ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো বৃষো দেবতা জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাং গর্ভো জরায়ুঃ। প্রতিধুক্ পীয়ূষমামিক্ষা ঘৃতং তদ্বস্য রেতঃ। ওঁ বৃষোঽসি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্ব্বতঃ ॥"

পরে যূপে বৃষ ও উপযূপে পূর্ব্বাদিক্রমে বৎসতরীচতুষ্টয়কে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া "ওঁ সোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়-সহিতবৃষায় নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক কুশতিলজল লইয়া "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণান্তে—'হে বৎসতর্য্যো বো যুষ্মাকং এনং পতিং স্বামিনং যুবানং তরুণং দদামি ত্যজামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বৃষেণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যশ্চরথ ভ্রমথ. হে বৎসতর্য্যো যূয়মপি মানঃ নাস্মৎস্বত্ববিষয়া ভবিষ্যথ কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যা বয়ং বৃষস্য ভবতীনাঞ্চ ত্যাগেন রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তজন্মুষা সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অন্নেন সম্মদেম হৃষ্টা ভবেম সুভগা লোকস্য প্রিয়াঃ।" এইরূপ অর্থ বোধ করিয়া "এনং যুবানমিত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং

* পদ্ধতিবিশেষে পুরুষসূক্তের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ওঁ অদ্ভ্যঃ সংভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ। সমবর্ত্তাগ্রে তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে। ১। ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ২। ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে। তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা। ৩। ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে। ৪। ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে। ৫। ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ। ৬। পরে কুষ্মাণ্ডীয় মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য।

যুবানং পতিং বো দদানি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তজনুষা সুভগা রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম।" এই মন্ত্রোচ্চারণান্তে "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেব-শর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্তিপূর্ব্বক-স্বর্গলোকগমনকাম ইমং রুদ্রদৈবতং সোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়-সহিতবৃষমহমুৎসৃজামি।" স্বার্থে উৎসৃজে। ঐ উৎসর্গজল পাঁচটি গরুর পুচ্ছে দিতে হয়। পরে 'ওঁ বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষায় নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষকে আমন্ত্রণ করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ ময়ো ভূরিত্যাদি যজুষাং দেবা ঋষয়ো বায়ুর্দ্দেবতা রুচম্ ইত্যস্য দেবা ঋষয়োঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা তত্ত্বায়ামীত্যস্য শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বরুণো দেবতা স্বর্ণঘর্ম্ম ইত্যাদীনাং পঞ্চানাং যজুষাং দেবা ঋষয়োঽগ্নি-র্দ্দেবতা বৎসতরীমধ্যস্থ-বৃষামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ময়ো ভূরভি মা বাহি স্বাহা। মারুতোঽসি মরুতাঙ্গণঃ। শম্ভূর্ম্ময়োভূরভি মা বাহি স্বাহা। ওঁ অবস্যুরসি-দুবস্বান্ শম্ভূর্ম্ময়ো ভূরভি মা বাহি স্বাহা। (ওঁ যদ্যুদ্ধেন দাক্ষায়ণাহিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ। তন্ম আবধ্নামি শত শারদায়ায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথা সঃ। ইতি পদ্ধতিবিশেষে অধিক পাঠ্য) ওঁ যাস্তে অগ্নে সূর্য্যরুচো দিবমাতন্বন্তি রশ্মিভিঃ। তাভির্নো অদ্য সর্ব্বাভীরুচে জনায় নস্কৃধি। ওঁ যা বো দেবাঃ সূর্য্যো রুচো গোষশ্বেষু যা রুচঃ। ইন্দ্রাগ্নী তাভিঃ সর্ব্বাভীরুচং নো ধত্ত বৃহস্পতেঃ। ওঁ রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজসু নস্কৃধি। রুচং বৈশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচাকচম্। ওঁ তত্ত্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেড়মানো বরুণেহবোধ্যুরু শংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ স্বর্ণঘর্ম্মঃ স্বাহা স্বর্ণার্কঃ স্বাহা স্বর্ণশুক্রঃ স্বাহা স্বর্ণজ্যোতিঃ স্বাহা স্বর্ণসূর্য্যঃ স্বাহা।"

পরে প্রণাম পূর্ব্বক বন্ধন হইতে মোচন করিয়া ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ চালনা করিবে। অনন্তর প্রাচীনাবীতী, দক্ষিণামুখ ও একবস্ত্র হইয়া বৃষপুচ্ছ-গলিত জল দ্বারা তর্পণ করিতে হয়, যথা—দ্বিগুণভুগ্ন কুশ-তিলসহিত-বৃষপুচ্ছগলিত-জল লইয়া দক্ষিণাগ্রকুশত্রয়ের উপর "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতৎ-সতিলবৃষপুচ্ছগলিতোদকেন তৃপ্যস্ব" এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। উত্তরীয় গ্রহণ করত পুনশ্চ ঐ জলে "ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে। মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিদ্যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমু-দ্ভবাঃ॥ যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ। বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্।" এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দান করিবে। অতঃপর

বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া "ওঁ ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চত-স্রস্তে প্রিয়াস্ত্বিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্ত্বয়া সহ। দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ। ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজন্ত্বিমাঃ॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতর্ষিপোষক। ত্বয়ি মুক্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ॥ ওঁ মা মে ঋণোঽস্তু দৈবোঽথ পৈত্রো ভৌতোঽথ মানুষঃ। ধর্ম্মস্ত্বং ত্বৎপ্রপন্নস্য যা গতিঃ সাস্তু মে ধ্রুবা। ওঁ যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম লোভ-মোহাৎ কৃতং ভবেৎ। তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে। ওঁ যাবন্তি সন্তি রোমাণি তব তাসাঞ্চ গোপতে। ('ওঁ যাবন্তি তব লোমানি শরীরে সম্ভবন্তি চ' ইতি পাঠান্তর) তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ। ওঁ পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। দশজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ। ততঃ প্রক্ষীণকর্ম্মাসৌ মোক্ষমাপ্নোত্যসংশয়ম্। ওঁ মোচিতোঽসি ('অর্চ্চিতোঽসি' ইতি পাঠান্তর) ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা গতিরস্তু তে। মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধ্যর্থং তরিস্ত্বং ভবসাগরে॥ ওঁ যথেষ্টং যূথং পর্য্যট। ওঁ ন খাদেঃ পরশস্যানি নাক্রামের্গার্ভিণীঞ্চ গাম্।" এই মন্ত্র পড়িয়া বৃষকে মোচন করিবে। পরে বৃষ ও বৎসতরীর অলঙ্কার এবং বস্ত্রদ্বয় আচার্য্যকে দান করিবে। শূদ্র কর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গে সর্ব্ববিধ বৈদিক মন্ত্রপাঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা কর্ত্তব্য, শূদ্র কেবল "নমঃ" শব্দ পাঠ করিবে। তৎপরে ব্রতীদিগের দক্ষিণাদানান্তে প্রধান কর্ম্মের দক্ষিণা দাতব্য—"ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্-বৃষোৎসর্গকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিমং বৃষং রুদ্রদৈবতং (তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং) অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।" উৎসর্গ করিয়া আচার্য্যকে দিবে। স্বার্থে দদে এই বিশেষ। আচার্য্য গ্রহণ না করিলে অন্য ব্রাহ্মণকে দিবে। পরে বৃষাঙ্কন-কারীকে বেতন দিবে। ব্রাহ্মণগণকে বলিবে—'ওঁ যৎ কিঞ্চিদ্বিজনেঽরণ্যে ময়োৎসৃষ্টস্তু নির্জ্জনে। তং কশ্চিদন্যো ন নয়েদ্বিভাজ্যঞ্চ যথাক্রমম্। ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ।" অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" এই মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। কৃতাঞ্জলিপুটে—"ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বার্চ্চাং স্বমালয়ম্। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ॥" এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় মন্ত্রটি পাঠ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পরে "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" পাঠ্য। অবশেষে "ঋচং

বাচম্” ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিয়া তদজ্ঞানে গায়ত্রী দ্বারা শান্তি করিয়া দশান্যূন ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

ইতি যজুর্ব্বেদি-বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ।

যজুর্ব্বেদীয় চন্দনধেনুদান

স্বস্তিবাচনাদি হোমপ্রকরণান্ত সমস্তই যজুর্ব্বেদি-বৃষোৎসর্গবৎ। ধেনুপুচ্ছ-গলিত সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে, এইমাত্র প্রভেদ। তর্পণমন্ত্র যথা—

“অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকিদেবি এতৎ সতিলধেনুপুচ্ছগলিতোদকেন তৃপ্যস্ব।”

অন্যান্য সমস্ত সামবেদীর তুল্য

যজুর্ব্বেদি-আদ্যৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে কুশহস্তে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পাঠ করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে,—“ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে যথাযথ প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণকে পূজা পূর্ব্বক বাক্য পড়িবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌ-চান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ-বাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপ-করণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” এই বাক্য পড়িয়া ভোজ্যে জলের ছিটা দিয়া ‘ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্’ মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত কর্ত্তব্য। যথা—“অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ সঘৃতোপকরণা-মান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি।” অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া দক্ষিণাগ্র কুশব্রাহ্মণকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ

স্পৃষ্ট্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" মন্ত্রে চন্দনানুলেপনে অনুলিপ্ত করিয়া "ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বূলযোগে পূজা করিয়া বিকৃতোত্তরীয়ভাবে স্থাপন করিবে। পুনশ্চ প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া বাস্তুপুরুষপূজান্তে 'তদ্বিষ্ণোঃ' মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক "ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ"মন্ত্রে পূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ দান করিয়া গঙ্গাপূজা ও বিকৃতো-ত্তরীয় হইয়া 'এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যম্ ওঁ এতদ্ভূ-স্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা' মন্ত্রে পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামী পিতৃগণকে অগ্রভাগ দিবে। পরে 'কুরুক্ষেত্র' ও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে—'ওঁ স্বাগতং ভবতা' (ওঁ সুস্বাগতম্ প্রতিবচন) 'ওঁ সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাম্' (ওঁ আস্যতাং প্রতিবচন) 'ওঁ পুণ্ডরী-কাক্ষায় নমঃ'মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক জলে মৃত্তিকা গুলিয়া সেই জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত গায়ত্রী পাঠ "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ" (মতান্তরে নিত্যমেব ভবন্তিতি) মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" ওঁ কুরুষ প্রতিবচন। পরে "ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকমাস যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ" মন্ত্রে রক্ষার্থ জল ব্রাহ্মণশিরোদেশে স্থাপিত পাত্রে রাখিবে।

আসনদান।—উত্তান বামহস্তে মোটক ধারণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করত কাষ্ঠা-সন নিবেদন করিবে, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নে-তত্তে দার্ব্বাসনং স্বধা।" কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রম্যতাং দ্বিজবর্য্যানুগ্রহায় প্রসাদয়ে ত্বাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণ বিপ্র" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলগণ্ডূষ প্রদানান্তে "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্ত-কব্যভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্ত সদ্যো রক্ষাংস্য-শেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।" মন্ত্রে তিল-বিকিরণ করিবে।

উপানহদান।—বামহস্তে পাদুকাদ্বয় ধারণ করিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে কাষ্ঠ-পাদুকা (বা চর্ম্মপাদুকা) যুগলং স্বধা।' মন্ত্রে নিবেদন করত মতান্তরে নিম্নোক্ত ফলশ্রুতি পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ সন্তপ্তবালুকাং ভূমিমসিকণ্টকিতাং তথা।
সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদদুপানহৌ ॥"

ছত্রদান।—বামহস্তে ছত্র ধারণ পূর্ব্বক 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে ছত্রং স্বধা' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

অর্ঘদান।—ব্রাহ্মণসম্মুখে দক্ষিণাগ্র রেখোপরি দক্ষিণাগ্র ১ গাছি কুশ পাতিয়া তদুপরি একখানি ডোঙ্গা রাখিবে। একটি সাগ্র কুশ লইয়া 'ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী' মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে পবিত্রচ্ছেদন, 'ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি' মন্ত্রে জল দ্বারা মার্জ্জন করত ডোঙ্গায় দক্ষিণাগ্রভাবে রাখিয়া 'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ' মন্ত্রে পবিত্র-স্থপন ও অর্ঘপাত্রে অমন্ত্রক অর্ঘদান,কুশাস্তর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক'ওঁ অচ্ছিদ্র-মিদমর্ঘপাত্রমস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) উদ্ঘাটন, ব্রাহ্মণ হস্তে 'ওঁ পবিত্রং স্বধা' এই মন্ত্রে পবিত্র দান, 'জলাস্তরং স্বধা' মন্ত্রে জলাস্তর দান, 'ওঁ পুষ্পাস্তরং স্বধা' মন্ত্রে পুষ্পাস্তর দান করত 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পুষ্পাস্তর দ্বারা পূজা করিবে। পরে বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র স্থাপন ও উত্তান দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক 'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু' মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিত করত নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ নিবেদন করিতে হয়, যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তেঽর্ঘঃ স্বধা।"—কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, 'ওঁ ইহ-লোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিম্।'

গন্ধাদিদান।—বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, তৈজসাধার দীপ ও বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ তৈজসাধার-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণহস্তে এক একটি দ্রব্য দিবে। যথা—

গন্ধ—ওঁ সর্ব্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোঽয়মনুলিপ্যতাম্॥
ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ প্রতিবচন)
পুষ্প—ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং দেবৈশ্চ শিরসা ধৃতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্॥

ওঁ এতত্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্ প্রতিবচন)

ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
মন্না নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ প্রতিবচন)

দীপ—ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

ওঁ এষ তে তৈজসাধারদীপঃ (ওঁ সুদীপঃ প্রতিবচন)

বস্ত্র—ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)

পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, 'ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।'—(ওঁ অস্তু প্রতিবচন)— 'ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে'(ওঁ পাতয় প্রতিবচন)। অনুজ্ঞা লইয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া নৈর্ঋতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি (তৈজস) ভোজনপাত্র পাতিবে, উহাতে আমিষ, (বিধবার শ্রাদ্ধে দগ্ধ কদলী) ব্যঞ্জন,ঘৃত,তুলসী, মোটক দিবে। ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে তৈজসাধার জলপাত্র তিলযুক্ত করিয়া রাখিবে। অন্নপাত্রে জলের ছিটা দিয়া 'ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব' মন্ত্রে বা 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে' মন্ত্রে নখহীন অঙ্গুষ্ঠ অন্নে স্থাপন করিবে। 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে অন্নে তিল বিকিরণ করিয়া 'ওঁ অপোঽশান' মন্ত্রে জলগণ্ডূষ দিয়া অন্নোপরি গায়ত্রী জপ করিবে। পরে 'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্ত-মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বন-স্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু' জপান্তে মধু বা ইক্ষুগুড় দিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে,পরে জলগণ্ডূষ দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করত উৎসর্গ করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্নেতত্তে (তৈজসাধার) সামিষান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং (তৈজসাধার) সতিলোদকং স্বধা।" * "ইদং (তৈজসাধার) সামিষান্নং ইমাঃ সতিলা (তৈজসাধারাঃ) আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ

* মতান্তরে—গায়ত্রী পাঠান্তে ওঁ মধু মধু মধু মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমতঃ প্রত্যুদ্দেশ কর্ত্তব্য। যথা—ইদং সামিষান্নমিত্যাদি। পরে জলগণ্ডূষ দিবা বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্র প্রেত ইত্যাদি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ্য। বিকিরদানান্তে আচমনাদি করিয়া গায়ত্রী মধু বাতা মন্ত্র জপ করত ওঁ অন্নহীনং ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নাদিদানের অচ্ছিদ্রাবধারণ বিহিত আছে।

স্বদ।" অনন্তর ব্রাহ্মণে 'গণ্ডূষজলং তে স্বধা' মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র জপান্তে "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ। তৎ সর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া প্রেতোদ্দেশে শয্যাদান করিবে. যথা—শয্যা বামহস্তে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেষা তে শয্যা স্বধা' মন্ত্রে শয্যা নিবেদনান্তে শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি—ওঁ মধু মধু মধু—'ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণান্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত।" সামর্থ্যপক্ষে রুচিস্তব পাঠ্য। অন্যথা ওঁ রুচিঃ রুচিঃ রুচিঃ "ওঁ রুচয়ে নমঃ ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ" মন্ত্র পাঠ্য। "ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ। নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।" ওঁ সহস্রশীর্ষেত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করত তিল-মোটক সহ পিণ্ড লইয়া।"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াত্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" মন্ত্রে অধোমুখভাবে পিণ্ড কুশোপরি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন, হস্তকুশত্যাগ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে জলগণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে অনুজ্ঞা লইবে—"ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ং" (ওঁ প্রেতায় দীয়তাং প্রত্যুত্তর) 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) অনুমতি লইয়া পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদান।—আত্মসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া 'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্য-বদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে' এই মন্ত্রে নৈঋ‌র্তকোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ একটি মণ্ডল করিয়া 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ, 'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে কুশদ্বয়ে মণ্ডলমধ্যে দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য। তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিবে ও 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে। পরে নীবীবন্ধন কর্ত্তব্য, যথা—একটি মোটক বামভাগস্থ বস্ত্রগ্রন্থি মোচন পূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিতে হয়। রেখা বামহস্তে ধারণ করিয়া সজল মোটক দ্বারা 'ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে অবনেনিক্ষ্ব স্বধা' মন্ত্রে অবনেজন দান করিয়া সতিল-জল-মোটকসমন্বিত বিল্বপ্রমাণ সামিষ পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া তদুপরি তিল, মধু, ঘৃত, মোটক ও তুলসী দিবে এবং বামহস্তে জলপাত্র লইয়া মধু বাতা মন্ত্র পড়িবে। অতঃপর—'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে সামিষপিণ্ডং সতিলোদকং স্বধা' মন্ত্রে কুশোপরি অধোমুখ পিণ্ড দিয়া পিণ্ড-চতুষ্পার্শ্বে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া দিয়া 'ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ। ওঁ ষড়্‌ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ' * এই মন্ত্রে ঋতুনমস্কার করিয়া হস্ত-প্রক্ষালন পূর্ব্বক অঞ্জলি ভ্রামণ করাইবে, যথা—"ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথা-ভাগমাবৃষায়স্ব।" বামাবর্ত্তে উত্তরমুখে 'ওঁ অমীমদৎ প্রেতো যথাভাগ মাবৃষায়িষ্ট' মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে, অতঃপর পিণ্ডপাত্রধৌত জল 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব স্বধা' মন্ত্রে প্রত্যবনেজন দিয়া নীবীমোক্ষণ (গ্রন্থিস্থিত মোটক মোচন পূর্ব্বক) জপ করিবে, "ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়, ওঁ নমস্তে প্রেত শুষ্মায়, ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায়, ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে, ওঁ নমস্তে প্রেত মন্যবে, ওঁ নমস্তে প্রেত স্বধায়ৈ, ওঁ নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে।' † (মতান্তরে 'ওঁ গৃহান্নঃ প্রেত দেহি' মন্ত্রে গৃহিণীদর্শন,

---

*মতান্তরে বসন্তায ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু-নমস্কার নাই।

† কাণ্বশাখীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে ওঁ নমস্তে প্রেত রসায ওঁ নমস্তে প্রেত শোষায় ওঁ নমস্তে প্রেত জীবায ওঁ নমস্তে প্রেত স্বধায়ৈ ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় ওঁ নমস্তে প্রেত মন্যবে এইরূপ পাঠ হইবে।

'ওঁ সদস্তে প্রেত দেশ্ব, মন্ত্রে পিণ্ডদর্শন কর্ত্তব্য) "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ" মন্ত্রে নূতন বস্ত্রদশাগলিত সূত্র পিণ্ডে দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা।" পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া 'ওঁ সুম্প্রোক্ষিতমস্ত্র' মন্ত্রে ব্রাহ্মণাগ্রভূমি সিক্ত করিবে। 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে জলদান. 'ওঁ সৌমনস্যমস্ত্র' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে পুষ্পদান, 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত্র' মন্ত্রে যব বা তণ্ডুলদান কর্ত্তব্য।

অক্ষয্যদান।—তিল-ঘৃত-মধুযুক্ত জল মোটকযোগে লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্ন-প্পানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্" (ওঁ উপাতিষ্ঠতাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পিণ্ডোপরি ও ব্রাহ্মণে দিবে। কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্।' (ওঁ বর্দ্ধতাম্) পাঠ্য। প্রেতশ্রাদ্ধে আশীর্গ্রহণ বাক্য নাই। পবিত্র সহিত কুশ পিণ্ডোপরি দিয়া তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা,—"ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে প্রেতম্।" 'ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্?' জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত 'ওঁ সুসম্পন্নম্' বলিবেন। যজমান "ওঁ পিণ্ড গয়াং গচ্ছ" মন্ত্রে গয়াভিমুখে পিণ্ডকে কিঞ্চিৎ চালন করিবে।

দক্ষিণান্ত।—রজতখণ্ড বা হরীতকী অর্চ্চনা করিয়া 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ-আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" মন্ত্রে ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। পরে 'ওঁ দেবতাভ্যঃ'—ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পড়িয়া 'ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব' মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে, ব্রাহ্মণ 'ওঁ অভিরতোঽস্মি' বলিবেন। পরে যজমান 'ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গন্তাং পিতরা মাতরা চামা (যুবমামা) সোমো অমৃতত্বায় (অমৃতত্বেন) গম্যাৎ গম্যাঃ) ।'—প্রেতশ্রাদ্ধে নমস্কার নাই, 'ওঁ অন্তসে নমঃ' মন্ত্রে জলপূজা করিয়া পাত্রীয়ান্ন উহাতে নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে, যথা—"যস্য শ্রাদ্ধমিদং কৃতং তস্যাক্ষয়্যৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়-সামিষান্নং অন্তসি সমর্পয়ামি। পিণ্ডমপি অন্তসি সমর্পয়ামি" বলিয়া পিণ্ডও জলে সমর্পণ করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক 'বৃহাবামদেব্যঋষিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বৈগুণ্যশান্তি করিয়া 'কৃতৈতৎ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত্র' মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করত দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, 'জবাকুসুম' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যপ্রণাম

করিয়া 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ আদ্যৈ-কোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণ-মহং করিষ্যে।' 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি পড়িয়া বৈগুণ্যসমাধান্তে "ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ" ইত্যাদি পাঠ করত কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুপ্রণাম কর্ত্তব্য। প্রেতশ্রাদ্ধে শেষদ্রব্যভোজন নাই।

যজুর্ব্বেদি-মাসিক-শ্রাদ্ধ

ইহাতে আদ্যৈকোদ্দিষ্টবৎ সমগ্র প্রয়োগ হইবে, কেবল আসনদানে 'অত্রা-সনে' ইত্যাদি, গন্ধাদিদানে 'সর্ব্বঃ সুগন্ধ' ইত্যাদি, 'প্রিয়া দেব্যা' ইত্যাদি, 'বন-স্পতিরসো দিব্য' ইত্যাদি, 'সুপ্রকাশো মহাদীপ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য নহে। ষডঙ্গ উৎসর্গ করিতে হয় না। অনুজ্ঞা প্রভৃতিতে বাক্যে 'আদ্যৈকোদ্দিষ্ট' স্থলে 'প্রথমমাসিকৈকোদ্দিষ্ট, দ্বিতীয়মাসিকৈকোদ্দিষ্ট' ইত্যাদি প্রযোজ্য। অন্যান্য ব্যবস্থা সামবেদীয় মাসিকে দ্রষ্টব্য।

যজুর্ব্বেদি-সপিণ্ডীকরণ

সপিণ্ডীকরণব্যবস্থা—সামবেদীয়সপিণ্ডীকরণে দ্রষ্টব্য। শেষ মাসিক সমাপ্ত করিয়া অপরাহ্ণে (দশম, একাদশ, দ্বাদশ মুহূর্ত্ত) কর্ত্তা পূর্ব্বমুখে কুশহস্তে দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ'মন্ত্রে অর্চ্চনান্তে 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প দিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে দানোদ্দেশ্য ব্রাহ্মণকে গন্ধপুষ্প দিবে। পরে বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া বাক্য পাঠ করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে

অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতা-মহস্য অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" 'ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্' মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া দক্ষিণাদান করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্যাক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং" ইত্যাদি। 'কৃতৈতৎ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধের পর দান নিষিদ্ধ, এ কারণ এই সময়ই প্রেতোদ্দেশ্যে একোদ্দিষ্টের ভোজ্য ও অন্ন-জল-বস্ত্র উৎসর্গ কর্ত্তব্য। প্রেতৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে ভোজ্যদানবিধি যথা—যথাযথ অর্চ্চনা পূর্ব্বক "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" মন্ত্রে ভোজ্য-দান করিয়া প্রত্যুদ্দেশ পূর্ব্বক দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অনন্তর ছয়টি ব্রাহ্মণকে 'ওঁ সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নাপন, 'গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং' ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দনানুলেপন পূর্ব্বক 'এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে যথাযথ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা পূজা করিয়া দৈবপক্ষে দর্ভযুক্ত আসনদ্বয়ে পশ্চিমাগ্র দুইটি, পিতৃপক্ষে দর্ভযুক্ত আসনত্রয়ে দক্ষিণাগ্র তিনটি, প্রেতপক্ষে দর্ভযুক্ত একটি আসনে দক্ষিণাগ্র একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। দেবপক্ষ ও পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয়ের পার্ব্বণোক্ত বিধিতে এবং প্রেতের একোদ্দিষ্টবিধিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র—প্রথমে দেবপক্ষের কার্য্য, তদনন্তর পিতামহাদির কার্য্য, শেষে প্রেতকার্য্য করিবে। প্রেতকার্য্যানন্তর পিতৃপক্ষের বা দেবপক্ষের কার্য্য কুশাঙ্গুরীয় পরিবর্ত্তন করিয়া ও মস্তকে জলের ছিটা দিয়া করিতে হয়। দেবকার্য্য উত্তরমুখে প্রকৃতোত্তরীয় ও পিতৃকার্য্য এবং প্রেতকার্য্য দক্ষিণমুখে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া করিবে। এইরূপ সর্ব্বত্র। অনন্তর পার্ব্বণপক্ষে বাস্তুপুরুষপূজা ও ভোজ্যান্ন দান করিয়া 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক যজ্ঞেশ্বরের ও গঙ্গার পূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্রভোজ্য ও অন্ন দান করিবে।

পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ভূস্বামী পিতৃগণকে প্রাচীনাবীতী হইয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভাগ দান করিবে, মন্ত্র যথা—"এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসম্যতোপকরণামান্নভোজ্যং এতদ্‌ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা।" পরে দৈবে উপবীতী হইয়া 'কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক 'ওঁ স্বাগতং ভবদ্ভ্যাং' প্রশ্ন করিলে 'ওঁ সুস্বাগতম্' প্রতিবচন। 'ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যতাং' বলিলে পুরোহিত 'ওঁ আস্যতাং' বলিবেন। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ পূর্ব্বক মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে 'দেবতাভ্য' মন্ত্র ত্রিধা পাঠ করিবেন।

অনুজ্ঞাগ্রহণ।—দৈবে জলস্পর্শ পূর্ব্বক "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং সপিণ্ডীকরণ-নিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) দৈবপক্ষে রক্ষোঘ্নজলস্থাপন স্মার্ত্তসম্মত নহে। পিতামহাদিপক্ষে অনুজ্ঞাগ্রহণ।—"ওঁ স্বাগতং ভবদ্ভিঃ" মন্ত্রে স্বাগত প্রশ্ন, ('ওঁ সুস্বাগতং') 'ওঁ সিদ্ধানি ইমানি আসনানি অত্রাস্যতাং' (ওঁ আস্যতাং) মন্ত্রে আসননির্দ্দেশ করিয়া মৃজ্জল প্রোক্ষণ, গায়ত্রী, ত্রিধা 'দেবতাভ্য' মন্ত্র পাঠান্তে "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেষহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) এইরূপ অনুজ্ঞাবাক্য পড়িয়া "ওঁ রক্ষোঘ্নমুদক ত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরুষ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণশিরোদেশে রক্ষার্থ জল স্থাপন করিবে। পরে হস্তকুশ রাখিয়া প্রেতপক্ষে অন্য হস্তকুশ পরিধান করিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণান্তে পূর্ব্ববৎ বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর ও গঙ্গাকে গন্ধপুষ্পাদি ও ভোজ্য দ্বারা পূজা করিয়া বিকৃতোত্তরীয় অবস্থায় পাতিতবামজানু হইয়া ভূস্বামী পিতৃগণকে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ দিবে। পরে 'কুরুক্ষেত্র' ও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে প্রেতপক্ষে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, যথা—'ওঁ স্বাগতং ভবতা' মন্ত্রে স্বাগত প্রশ্ন (ওঁ সুস্বাগতং) 'ওঁ সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাং' (ওঁ আস্যতাং) মন্ত্রে আসনার্পণ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল-প্রোক্ষণ, গায়ত্রী জপ ও ত্রিধা 'দেবতাভ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ

সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া 'ওঁ রক্ষোঘ্নমুদক ত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরুষ' মন্ত্রে ব্রাহ্মণশিরোদেশে রক্ষার্থ জল স্থাপন করিবে।

আসনদান।—দৈবে—প্রকৃতোত্তরীয় ও পাতিতদক্ষিণজানুভাবে সযব ত্রিপত্রদ্বয় ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ।" মন্ত্রে আসন নিবেদন করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া অমন্ত্রক যব বিকিরণ করিবে। পিতামহাদিপক্ষে বিকৃতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া বামহস্তে মোটকত্রয় ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এবং প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ তে দর্ভাসনং স্বধা' মন্ত্রে নিবেদনান্তে জলগণ্ডূষ দিয়া 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে। প্রেতপক্ষে—বাম হস্তে আসন ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং স্বধা' মন্ত্রে আসন দান করিয়া তদুপরি 'যজ্ঞেশ্বর' ইত্যাদি 'ওঁ অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

আবাহন।—দৈবে যব-হস্তে "ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে," (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যেঽগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং, ওঁ ওষধয়ঃ সোম মদন্তু সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি" মন্ত্রে আবাহন করিয়া দৈবপাত্রদ্বয়ে যব বিকিরণ করিবে। পিতামহাদিপক্ষে তিল-হস্তে "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে, ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্।" 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক তিল বিকিরণ করিবে। প্রেতপক্ষে আবাহন নাই।

অর্ঘস্থাপন।—দৈবে জলস্পর্শ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণসম্মুখে উত্তরাগ্র রেখা করিয়া তদুপরি উত্তরাগ্র কুশ পাতিয়া পাত্রস্থাপন করিবে, কুশপত্রদ্বয়নির্ম্মিত দুইটি পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে ছেদন করিয়া 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে মার্জ্জন পূর্ব্বক দুইটি অর্ঘপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে

'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ' মন্ত্রে জল দ্বারা পবিত্রস্নপন 'ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ' মন্ত্রে যব বিকিরণ, অর্ঘস্থাপন ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পিতৃপক্ষে অর্ঘস্থাপন কর্ত্তব্য, যথা— পিতামহাদি ব্রাহ্মণসম্মুখে দক্ষিণাগ্র তিনটি কুশপত্র পাতিয়া তদুপরি তিনটি অর্ঘপাত্র রাখিবে, পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে ওঁ 'পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে ছেদন 'ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে শোধন, অর্ঘপাত্রত্রয়ে স্থাপন, 'শন্নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নপন,'ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা' মন্ত্রে তিল বিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘস্থাপন, কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ঐরূপ প্রেতপক্ষে দক্ষিণাগ্ররেখোপরি কুশাস্তরণ পূর্ব্বক তদুপরি পাত্রস্থাপন, ওঁ 'পবিত্রাসি বৈষ্ণবী' মন্ত্রে একগাছি সাগ্র কুশ প্রাদেশপরিমাণে ছেদন,'ওঁ বিষ্ণো-র্ম্মনসা পূতমসি' মন্ত্রে শোধন, 'শন্নো দেবী'মন্ত্রে স্নপন, 'তিলোঽসি' মন্ত্রে তিল বিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘস্থাপন, কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। দৈবে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—'ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘপাত্রে স্তাং', (ওঁ স্তাং প্রতিবচন) উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-হস্তে 'ওঁ পবিত্রং নমঃ, ওঁ জলান্তরং নমঃ, ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ' মন্ত্রে পবিত্র, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দুইটি ব্রাহ্মণে দিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে অর্চ্চনান্তে বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র রাখিয়া অনুত্তান দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্ব্বক "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু' মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিত করত অর্ঘপাত্র বামাম্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে লইয়া "বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতৌ বোঽর্ঘৌ নমঃ" মন্ত্রে উভয় পাত্রে দুইটি অর্ঘ দিবে। প্রেতপক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্র-মস্তু' মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া ('ওঁ অস্তু প্রতিবচন) ব্রাহ্মণহস্তে 'ওঁ পবিত্রং স্বধা', ওঁ জলান্তরং স্বধা,ওঁ পুষ্পান্তরং স্বধা,এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে যথাযথ পবিত্রাদি দিয়া অর্ঘপাত্র বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক 'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ, হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ.শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু' মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিত করত বামাম্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তেঽর্ঘঃ স্বধা' মন্ত্রে অর্ঘ নিবেদনান্তে প্রেতপাত্রীয় অর্ঘ-জল 'ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো

দেবেষু কল্পতাম্ ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ।' এই মন্ত্রদ্বয় প্রতিবার আবৃত্তি করিয়া কুশ দ্বারা রেখাত্রয়ে চারিভাগ করত এক ভাগ জল প্রেতব্রাহ্মণহস্তে অর্পণ করিবে। অপর তিন ভাগ জল উক্তমন্ত্রদ্বয়ে পিতামহাদি অর্ঘপাত্রের অর্ঘদানান্তে প্রত্যেক পাত্রে মিশ্রণ করিবে। পরে পিতামহাদিপক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ অচ্ছিদ্রা-ণ্যেতান্যর্ঘপাত্রাণি সন্তু" (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে 'ওঁ পবিত্রং স্বধা' মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একটি পবিত্র দিয়া 'ওঁ জলান্তরং স্বধা' মন্ত্রে অন্য জলদান, 'ওঁ পুষ্পান্তরং স্বধা' মন্ত্রে অন্য পুষ্পদান, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গের অর্চ্চনা করত বাম হস্ততলে পিতামহ অর্ঘপাত্র রাখিয়া উত্তান দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্ব্বক 'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিতকরণান্তে বামান্বাবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তেঽর্ঘঃ স্বধা" মন্ত্রে পিতামহব্রাহ্মণে অর্ঘ দিবে ও প্রেতপাত্রীয় অর্ঘজল "ওঁ যে সমানাঃ সমনস" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে প্রতি অর্ঘপাত্রে মিশাইয়া ব্রাহ্মণে দিবে। ঐ প্রকারে প্রপিতা-মহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ ব্রাহ্মণেও অর্ঘ এবং অর্ঘজল দিতে হয়। সর্ব্বপাত্রস্থ জল পিতামহপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজবামভাগে ভূমিতে কুশা পাতিয়া তদুপরি 'ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' মন্ত্রে ন্যুব্জীকরণ করিবে।

গন্ধাদিদান।—দেবব্রাহ্মণসম্মুখে উত্তরাগ্র কুশোপরি স্থাপিত পাত্রে বস্ত্রদ্বয়, দ্বিধা গৃহীত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ বামহস্তে ধরিয়া 'ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ" মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে। 'এষ বো গন্ধঃ', (ওঁ সুগন্ধঃ প্রত্যুত্তর) এতদ্বঃ পুষ্পং (সুপুষ্পং) এষ বো ধূপঃ, (সুধূপঃ) এষ বো দীপঃ' (সুদীপঃ) 'এতদ্ব আচ্ছাদনম্' (স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে গন্ধাদি দুইটি ব্রাহ্মণপাত্রে পৃথক্ পৃথক্ দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে,—"ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন।)

পিতামহাদিপক্ষে—ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি স্থাপিত পাত্রে তিন ভাগে গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপ ও বস্ত্র নিবেদন করিবে, যথা— "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্" এবং "প্রপিতামহ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুক এতানি তে, গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা।" "এষ তে গন্ধঃ, (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্" (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্) কৃতাঞ্জলিপুটে

বলিবে, "ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)প্রেতপক্ষে —গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব-শর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা। ওঁ এষ তে গন্ধঃ, ওঁ এতত্তে পুষ্পং, ওঁ এষ তে ধূপঃ, ওঁ এষ তে দীপঃ, ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। প্রতিবাক্য পূর্ব্ববৎ। 'ওঁ কৃতৈতদ্গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্র-মস্তু' মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অন্নদান।—প্রথমতঃ দৈবাদিক্রমে অনুজ্ঞা লইবে, যথা—"ওঁ ভোজনপাত্র-মহং পাতয়িষ্যে" (ওঁ পাতয় প্রতিবচন) পরে দৈবে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণ দুইটি রেখা, পিতামহাদিপক্ষে নৈর্ঋত হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র তিনটি রেখা করিয়া পাঁচখানি পাত্র পাতিবে। অতঃপর সঘৃত অন্ন লইয়া জলপূর্ণ পাত্রে ত্রিপত্র দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অন্ন নিক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) "ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।" অমন্ত্রকও দুইবার অন্ন নিক্ষেপ করিয়া হুতশেষ দৈবপাত্রে বারদ্বয়, পিতামহাদিপাত্রে বারত্রয় দিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে। দৈবপাত্রদ্বয় অনুত্তান দুই হস্তে ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত দুই পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন-ঘৃতাদি, ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে সযব পানার্থোদক স্থাপন করিবে, অন্নে জলের ছিটা দিয়া 'ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব' মন্ত্রে বা 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে" মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ অন্নে স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক যব-দানান্তে পিতামহাদিপক্ষে উত্তান হস্তদ্বয়ে পাত্র ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি পাঠ করিয়া অন্নাদি পরিবেশন করত 'ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ' বা 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে' মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ অন্নোপরি স্থাপন করিয়া 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে। পরে দৈবে—গায়ত্রী পাঠান্তে অন্নে মধু দিয়া "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু" এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রাহ্মণে জল-গণ্ডুষ দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া বলিবে—"বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সযবোদকং নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন

করিয়া প্রত্যুদ্দেশ করিবে, যথা—"ওঁ ইদমন্নং ইমাঃ সধবা আপ ইদং হবিরেতান্যু-পকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত।" পরে "ওঁ ইদং গণ্ডূষজলং বো নমঃ" মন্ত্রে গণ্ডূষ দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মধু মন্ত্র পাঠ করিয়া, পিতামহাদিপক্ষে—গায়ত্রী ও মধু বাতা মধুমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এবং প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক এতত্তেঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং স্বধা।" মন্ত্রে নিবেদন ও "ওঁ ইদমন্নমিমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া গণ্ডূষজল দান করিবে এবং গায়ত্রী. মধু বাতা ও মধু মন্ত্র পাঠান্তে "অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে অন্নদানের অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া শ্রাব্যমন্ত্র পড়িবে, যথা—গায়ত্রী, মধুবাতা ইত্যাদি 'ওঁ যোগীশ্বরং' ইত্যাদি, ওঁ 'মন্বত্রি' ইত্যাদি,'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি 'ওঁ দুর্য্যোধন' ইত্যাদি, 'ওঁ যুধিষ্ঠির' ইত্যাদি, 'ওঁ সপ্তব্যাধা' ইত্যাদি, (রুচিস্তব, নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ ইত্যাদি) পাঠান্তে পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পিতামহব্রাহ্মণ-বামভাগে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া তদুপরি সতিল মোটক-তুলসী জল-সমন্বিত পিণ্ড "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি তত্‌প্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ" এই মন্ত্রে পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ চাপিয়া দিবে, পরে কর প্রক্ষালন, অন্য হস্তাঙ্গুরীয় পবিধান, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে আচমনীয় জল দিবে, যথা—দেবপক্ষে "ইদ-মাচনীয়োদকং বো নমঃ", পিতৃপক্ষে "ইদমাচমনীয়োদকং তে স্বধা।" পরে বিকৃ-তোত্তরীয় হইয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে প্রেতপক্ষে অন্নদান করিবে, যথা—চতুষ্কোণ মণ্ডলোপরি অন্নপাত্র রাখিয়া তাহাতে মৎস্যব্যঞ্জন-ঘৃতাদি দিবে, তিলসহিত পানার্থ জল ব্রাহ্মণ-বামপার্শ্বে রাখিবে, অন্নোপরি 'ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ' বা 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া 'অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্রে তদুপরি তিল বিকিরণ করিবে। পরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সামিষান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং স্বধা" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে, যথা—"ওঁ ইদং সামিষান্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ

স্বদ" ব্রাহ্মণকে গণ্ডূষজল দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পড়িয়া,'অন্নহীনম্' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে। পরে শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। যথা—গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি,যোগীশ্বরং ইত্যাদি, রুচিপ্রণামমন্ত্র অবধি পাঠান্তে 'অগ্নিদগ্ধাশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড-বিকিরণ করিবে। অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন, অঙ্গুরীয়-পরিত্যাগ, আচমন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ পূর্ব্বক প্রেতব্রাহ্মণকে 'ইদমাচমনীয়োদকং তে স্বধা' মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিবে। গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে পিতা-মহাদিগকে অনুজ্ঞা লইবে—"ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্" (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্ প্রত্যুত্তর) "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তর)। পরে "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বম্" ইত্যাদি মন্ত্রে নৈঋ´তকোণাবধি বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র তিনটি মণ্ডল করিয়া "ওঁ অপহতা, ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে রেখা করিবে। রেখোপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া 'ওঁ দেবতাভ্য' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্ব্বক 'অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব স্বধা।" মন্ত্রে পিতামহপিণ্ডদানস্থানে অবনে-জন (জল) দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহদ্বয়ের পিণ্ডদানস্থানে অবনেজন দাতব্য। হুতশেষসম্বলিত পিণ্ড লইয়া মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে 'বিষ্ণু-রোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকং স্বধা' মন্ত্রে পিতামহরেখোপরি পিণ্ডদান করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। পিণ্ডাস্তিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া হস্ত-লেপ আস্তীর্ণ কুশ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া 'ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং' (ওঁ প্রীয়ন্তাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। 'ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতুনমস্কারান্তে * কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্' 'ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।' এই মন্ত্র জপ পূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া নিশ্বাসত্যাগ করিবে। পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালনজল তিলসমন্বিত লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেব-শর্ম্মন্ এতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব স্বধা' মন্ত্রে পিতামহপিণ্ডে প্রত্যবনেজন দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডেও দাতব্য। নীবী-মোক্ষণ পূর্ব্বক কৃতা-ঞ্জলিপুটে "ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায় ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শোষায় ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে ওঁ নমো বঃ পিতরো মন্যবে ওঁ নমো

* 'বসন্তায় নমস্তুভ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু-নমস্কার সর্ব্বসম্মত নহে।

বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ' এই ষড়্গুলি নমস্কারমন্ত্র পাঠ করিয়া নববস্ত্রদশাজাত সূত্র 'ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ' এই মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে ও বামহস্তে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেব-শর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা,'এইরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডেও সূত্র নিবেদন করত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ তাম্বূলযোগে অমন্ত্রক পিণ্ডপূজা করিবে। অতঃপর প্রেতপক্ষে পিণ্ডদানে প্রথমতঃ অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে,যথা—'ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্' (ওঁ প্রেতায় দীয়তাম্ প্রত্যুত্তর) 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' (ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবচন) 'ওঁ নিহন্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে 'ওঁ অপহতা' ও 'নিহন্মি' মন্ত্রদ্বয়ে কুশা দ্বারা রেখা কবিবে, তদুপরি কুশাস্তরণ পূর্ব্বক 'ওঁ দেবতাভ্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে 'ওঁ অপহতা' মন্ত্রে তিল বিকিরণ ও বামহস্তে রেখা ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে-ঽবনেনিক্ষ্ব স্বধা' মন্ত্রে অবনেজন দান করত সামিষপিণ্ড লইয়া 'মধু বাতা' মন্ত্র পাঠান্তে 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে সামিষপিণ্ডং সতিলোদকং স্বধা' মন্ত্রে রেখোপরি দান করিবে। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ড-শেষ দান, অমন্ত্রক কর-ঘর্ষণ পূর্ব্বক হস্তলেপার্পণ, বসন্তায় ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু-নমস্কার, 'অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব' কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র জপ, 'ওঁ অমীমদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট' মন্ত্র জপান্তে উত্তরদিকে শ্বাসত্যাগ করিবে, পরে পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল লইয়া 'বিষ্ণুবোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্ম্মন্নেতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব স্বধা' মন্ত্রে প্রত্যবনেজন দান করত নীবী-মোক্ষণ, কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়, ওঁ নমস্তে প্রেত শোষায়, ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায়, ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে,ওঁ নমস্তে প্রেত মন্যবে, ওঁ নমস্তে প্রেত স্বধায়ৈ,নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে'এই ছয়টি মন্ত্র জপান্তে 'ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা-বাসঃ' মন্ত্রে পিণ্ডোপরি নববস্ত্রসূত্র দান করিয়া উৎসর্গ করিবে, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণু-রোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা ।" পরে গন্ধ,পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা অমন্ত্রকভাবে পিণ্ডপূজা করিয়া আমিষ, সূত্র আদি অপসারণ পূর্ব্বক পিণ্ডটি পিতামহাদিপক্ষে লইয়া আসিবে। পরে ঐ প্রেতপিণ্ডটি স্বুবর্ণ, রজত বা কুশ দ্বারা সমানভাগে ত্রিখণ্ড করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ যে সমানাঃ সম-নসঃ পিতরো যমরাজ্যে" ইত্যাদি"ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকা" ইত্যাদি। এক এক খণ্ড পিণ্ড পিতামহাদিপিণ্ডের পুষ্পাদি অপসারণ করিয়া অভ্যন্তরে 'যে সমানা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক প্রবেশ করাইবে। এইরূপ

প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডদ্বয়েও প্রেত-পিণ্ডখণ্ডদ্বয় মিশ্রণ কর্ত্তব্য। (মাতৃ-সপিণ্ডনে মৃত পিতার পিণ্ডে সম্পূর্ণ প্রেতপিণ্ড মিশাইতে হয় ও পিতামহ-প্রপিতামহের পিণ্ডদ্বয় কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে প্রেতপিণ্ড ত্রিখণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ড যথাক্রমে পিতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী পিণ্ডত্রয়ে মিশ্রণ করিবে)। এইরূপে পিণ্ডসমন্বয় করিয়া পুনশ্চ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিবে ও ধ্যান করিবে যে, পিতার প্রেতশরীর নষ্ট হইয়া উজ্জ্বল পিতৃপুরুষাকৃতি হইল ও তিনি পিতামহাদির সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পিতৃপুরুষকে ভাস্বরমূর্ত্তিশালী চিন্তা করিয়া পিণ্ডাগ্র ভূমিতে 'ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু' মন্ত্রে জল দিবে। (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) দৈবাদিক্রমে 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে জলদান (ওঁ সন্তু) 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে পুষ্পদান (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে যবদান (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)। এইরূপ ব্রাহ্মণত্রয়ে 'শিবা আপঃ সন্তু' ইত্যাদি দ্বারা জল, পুষ্প, যবদান কর্ত্তব্য। প্রেতপক্ষেও 'শিবা আপঃ' সন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে জলাদি দান করিবে। অক্ষয্যদান যথা—তিল-ঘৃত-মধুযুক্ত জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্নপানা-দিকমক্ষয্যমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) এই মন্ত্রে পিতামহপিণ্ডে ও ব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডে ও ব্রাহ্মণে দাতব্য। প্রেতপক্ষে "অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্তমিদমন্ন-পানাদিকমুপতিষ্ঠতাং" (উপতিষ্ঠতাং প্রতিবচন) মন্ত্রে অক্ষয্য জল দাতব্য। পিতামহাদিপক্ষে 'ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) বলিয়া প্রেতপক্ষে 'ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু' বলিবে। পিতামহাদিপক্ষে 'গোত্রং নো বর্দ্ধতাং' বলিয়া প্রেতপক্ষেও উক্ত মন্ত্র বলিবে (সর্ব্বত্র ওঁ বর্দ্ধতাং প্রতিবচন)। পিতামহাদিপক্ষে 'ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্' (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্ প্রতিবাক্য) 'ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভে-মহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যস্মৈ সঙ্কল্পিতো দ্বিজস্তস্যাক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু (ওঁ সন্তু) ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতি-বাক্য) এই মন্ত্রে আশীর্গ্রহণ করিবে। প্রেতপক্ষে আশীর্গ্রহণ নাই। অনন্তর পিতামহাদি ব্রাহ্মণে দত্ত পবিত্র দ্বারা কুশযোগে পিণ্ডত্রয়োপরি স্বধাবাচন কর্ত্তব্য,

যথা—'ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে' (ওঁ বাচ্যতাং) 'ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্' (ওঁ অস্তু স্বধা প্রতিবচন) এইরূপ প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহপবিত্র দ্বারা স্বধাবাচন করিবে। অনন্তর পিণ্ডস্থানে সতিল জলাঞ্জলি দ্বারা "ওঁ উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণ করিয়া 'ওঁ পিণ্ডানি সম্পন্নানি' বলিয়া অনুমতি গ্রহণ করিবে (ওঁ সম্পন্নানি প্রতিবচন)। 'ওঁ পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছত' বলিয়া গয়াভিমুখে কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া দক্ষিণা দান করিবে, যথা—ন্যুব্জপাত্র উত্তোলন করিয়া তজ্জল কিঞ্চিৎ মস্তকে ছিটা দিয়া রজতখণ্ড বা হরীতকী গ্রহণ করিয়া বলিবে, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্যামুকদেব-শর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ পার্ব্বণ-বিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং রজতমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" দৈবপক্ষে "অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কৃতে পুরূরবোমাদ্রবসো-র্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" এই বাক্যে দক্ষিণাদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে,"ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" (ওঁ প্রীয়ন্তাং প্রতিবাক্য)। পরে প্রেতপক্ষে দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য, যথা—"অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ-সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" 'ওঁ দেবতাভ্য' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পড়িবে ও কুশমূল দ্বারা অগ্রে পিতামহাদিব্রাহ্মণ (একযোগে), পশ্চাৎ দেবব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে, মন্ত্র যথা— "ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।" প্রেতপক্ষে'দেবতাভ্যঃ' পাঠান্তে 'ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব' মন্ত্রে প্রেতব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া জলধারা লইয়া ব্রাহ্মণ-গণের অনুগমন কর্ত্তব্য, মন্ত্র যথা—'ওঁ আমাবাজস্য' ইত্যাদি। পরে "পিতা স্বর্গঃ" ও "ওঁ পিতৄন্ নমস্তে" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতামহাদি পিতৃপুরুষকে প্রণাম ও স্তুতি করিবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অন্তসে নমঃ' মন্ত্রে জলপূজা করিয়া 'ওঁ

যস্ত শ্রাদ্ধং কৃতং তস্তাক্ষয়াৈয় তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নং অন্তসি সমর্পয়ামি, পিণ্ডাস্তপি অন্তসি সমর্পয়ামি।' প্রেতপক্ষে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অন্তসে নমঃ' মন্ত্রে জলপূজা করিয়া 'ওঁ যস্ত শ্রাদ্ধং কৃতং তস্তাক্ষয়াৈয় তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়-সামিষান্নং অন্তসি সমর্পয়ামি।' দেবপক্ষে—'যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়োরক্ষয়াৈয় তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নং অন্তসি সমর্পয়ামি' মন্ত্রে যথাযথ পাত্রীয়ান্ন ও পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত এবং প্রপিতা-মহস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত কৃতৈতৎ-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত।" প্রেতপক্ষে "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং কৃতৈতৎ-সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" (ওঁ অস্ত প্রতিবচন)। দৈবপক্ষে— "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কৃতে পুরূরবো-মাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধ-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" (ওঁ অস্ত প্রতিবচন) এইরূপ অচ্ছিদ্রাবধারণান্তে দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, সূর্য্যপ্রণাম, 'মহাবামদেব্যঋষিঃ' ইত্যাদি দ্বারা শান্তিকরণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থিমোচন, বৈগুণ্য প্রশ-মনার্থ সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ, কর্ম্মফলসমর্পণাদি করিবে। শেষভোজন নাই।

যজুর্ব্বেদি-পার্ব্বণশ্রাদ্ধ

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শিখাবন্ধন, তিলকধারণ, কুশাঙ্গুরীয় (বাম অনামি-কায় তিনটি কুশনির্ম্মিত, দক্ষিণানামিকায় দুইটি কুশনির্ম্মিত) পরিধান, পূর্ব্বমুখে বসিয়া দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ (শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুম্ ইত্যাদি, তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি), কুরুক্ষেত্রং গয়া ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও গন্ধপুষ্পযোগে গণেশাদি-দেবতার অর্চ্চনা যথাক্রমে করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—বাম হস্তে ভোজ্য ধরিয়া প্রোক্ষণ (তিনবার) ও অর্চ্চনা করিবে, মন্ত্র যথা—'ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ' ইত্যাদি, 'এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।' দানবাক্য যথা—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্ত প্রপিতামহস্ত মাতামহস্ত প্রমাতামহস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণ-

শ্রাদ্ধবাসরে (কোনও কার্য্য নিমিত্ত পার্ব্বণ হইলে 'অমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিক' এইরূপ উল্লেখ হইবে। যথা—'নবান্নাগমননিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে' পর্ব্ব ভিন্ন তিথিতে পার্ব্বণ হইলে 'পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে') অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ (এইরূপ পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহের গোত্র নাম উল্লেখ করিয়া) অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" 'ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং' মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে. যথা —"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ-(ষট্‌পুরুষের নামোল্লেখ পূর্ব্বক) পার্ব্বণশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি অক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাস্তৎ কাঞ্চনমূল্যং ইত্যাদি। কৃতৈতৎ সঘৃতোপকরণভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) 'ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণত্রয় স্নান করাইয়া 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ,পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা পূজা করিয়া পশ্চিমাগ্র একটি. বিকৃতোত্তরীয় হইয়া পিতৃপাত্রে দর্ভাসনোপরি দক্ষিণাগ্র একটি, পিতৃপাত্রের পূর্ব্বভাগে দর্ভযুক্ত আসনে মাতামহপাত্রে দক্ষিণাগ্র অপর একটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞেশ্বরবিষ্ণু ও গঙ্গাকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ ভোজ্যদান করত পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ হইলে 'ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা' বলিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভোজ্যদান বিকৃতোত্তরীয়ভাবে করিবে। পরে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া দেবপক্ষে'ওঁ কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি, 'ওঁ তদ্বিষ্ণো' ইত্যাদি পাঠ করিয়া 'ওঁ স্বাগতং ভবতা' প্রশ্ন করিবে (ওঁ সুস্বাগতং প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ 'ওঁ সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাম্' বলিলে 'ওঁ আস্যতাং' পুরোহিত বলিবেন। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা 'ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ' বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ. মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যপ্রোক্ষণ, গায়ত্রী পাঠ ও দেবতাভ্য মন্ত্র বারত্রয় জপান্তে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে. যথা—'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধে বা অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোবিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং বা পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ) দেবপক্ষে রক্ষোঘ্ন জল দিবার ব্যবস্থা নাই। পিতৃপক্ষে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া 'কুরুক্ষেত্র' 'তদ্বিষ্ণো' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে

প্রশ্ন করিবে, 'ওঁ স্বাগতং ভবতা' (ওঁ সুস্বাগতং প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ 'ওঁ সিদ্ধমিদ-মাসনমত্রাস্যতাং' (ওঁ আস্যতাং প্রত্যুত্তর) পরে পূর্ব্ববৎ পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল প্রোক্ষণ, গায়ত্রীপাঠ, দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধাজপান্তে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধং (বা অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং বা পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং) দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)।" দেবপক্ষে দুইটি ও পিতৃ-মাতামহপক্ষে তিনটি তিনটি ব্রাহ্মণস্থাপনের ব্যবস্থাও আছে। সে স্থলে যথাযথ বচনভেদে বাক্যপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। 'ওঁ রক্ষোঘ্ন-মূদক ত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু' মন্ত্রে মৃজ্জল স্থাপন কর্ত্তব্য। মাতামহ-পক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ অনুজ্ঞাদি কর্ত্তব্য।

কুশাসন-দান।—দৈবে প্রকৃতোত্তরীয় ও পাতিতদক্ষিণজানু হইয়া অনুত্তান বামহস্তে ত্রিপত্র ধরিয়া উৎসর্গ করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ।" জলগণ্ডূষ দিয়া "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-ভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্য-শেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদ" মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে। মতান্তরে অমন্ত্রক যবদান বিহিত। পিতৃপক্ষে উত্তান বাম হস্তে মোটক ধরিয়া উৎসর্গ করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক-দেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।" ঐরূপ মাতামহপক্ষেও গোত্র-নাম উল্লেখ করত কুশাসন দান কর্ত্তব্য। পরে উভয় পক্ষেই 'যজ্ঞেশ্বর' ইত্যাদি ও 'অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

আবাহন।—দেবপক্ষে যব হস্তে 'ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে' (ওঁ আবাহয় প্রতিবচন) 'ওঁ বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হিনিষীদত' মন্ত্রে আবাহন করিয়া অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া দিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে,—"ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপস্থবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং। ওঁ ওষধয়ঃ সোম মদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়া-মসি।" পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একযোগে তিলহস্তে আবাহন করিবে,—"ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে" মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে.--"ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভিদের্বযানৈরস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্ত তে অবন্ত্বস্মান্। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে উভয় পক্ষেই তিল বিকিরণ করিবে।

অর্ঘদান।—দেবপক্ষে উত্তরাগ্র রেখোপরি কুশ পাতিয়া তদুপরি অর্ঘপাত্র রাখিবে। 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণ কুশদ্বয়নির্ম্মিত পবিত্র নখ ব্যতিরেকে ছেদন করিয়া 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে জল দ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক উত্তরাগ্রভাবে অর্ঘপাত্রে রাখিবে ও "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্ত নঃ" মন্ত্রে পবিত্রস্নান করাইয়া ঐ পাত্রে "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" মন্ত্রে যবদান পূর্ব্বক অমন্ত্রক অর্ঘ—(গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন দূর্ব্বা, তুলসী, তণ্ডুল) দিবে। কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে ব্রাহ্মণসম্মুখে তিনটি তিনটি অর্ঘপাত্র দক্ষিণাগ্র কুশোপরি পাতিবে। তদুপরি পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে পবিত্রচ্ছেদন, মার্জ্জন ও স্নপন পূর্ব্বক "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা" মন্ত্রে অর্ঘপাত্রে তিলবিকিরণ করত অমন্ত্রক ৬টি অর্ঘ ষট্‌পাত্রে রাখিয়া কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পরে দেবপক্ষে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া প্রশ্ন করিবে—'ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) উদ্ঘাটন, ব্রাহ্মণ হস্তে "ওঁ পবিত্রং নমঃ" পবিত্রদান 'ওঁ জলান্তরং নমঃ' জলদান, 'ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ' পুষ্পদান, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' শিরঃ প্রভৃতি পূজা, বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র স্থাপন, অমুত্তান দক্ষিণ হস্ততল দ্বারা আচ্ছাদন, 'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শং স্যোনাঃ সুহবা ভবন্ত" মন্ত্রে অর্ঘজলাভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক বামান্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে "বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এষ বোঽর্ঘো নমঃ।" দেবব্রাহ্মণে অর্ঘ প্রদান করিবে। পরে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া পিতৃপক্ষে প্রশ্ন করিবে, "ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্যর্ঘপাত্রাণি সন্তু' (ওঁ সন্তু প্রতিবচন)। পরে কুশোদ্ঘাটন, ব্রাহ্মণ-হস্তে 'ওঁ পবিত্রং স্বধা' পবিত্রত্রয় দান, ওঁ 'জলান্তরং স্বধা' জলান্তরদান, 'ওঁ পুষ্পান্তরং স্বধা' পুষ্পান্তর দান, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' শিরঃ প্রভৃতি পূজা, বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র স্থাপন, উত্তান দক্ষিণকর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘজলাভিমন্ত্রণ, 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তেঽর্ঘঃ স্বধা' মন্ত্রে পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘদান

করিবে। এইরূপ পিতামহ ও প্রপিতামহেরও নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে অর্ঘজলাভিমন্ত্রণাদি অর্ঘদানান্ত কার্য্য করিবে।* মাতামহপক্ষে অচ্ছিদ্র-প্রশ্ন হইতে অর্ঘদানান্ত কার্য্য পিতৃপক্ষবৎ কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ-প্রমাতামহ-পাত্র হইতে ক্রমশঃ পিতৃপাত্রে সংস্রবজল লইয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজবামে কুশোপরি 'ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' মন্ত্রে ন্যুব্জ করিয়া রাখিবে। তদুপরি পুনশ্চ কুশাচ্ছাদন কর্ত্তব্য।

গন্ধাদিদান।—দৈবে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র পাত্রে রাখিয়া বামহস্তে ধারণ করিয়া 'বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ, ওঁ এষ বো গন্ধঃ, এতদ্বঃ পুষ্পং, এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপঃ, এতদ্ব আচ্ছাদনম্, (সর্ব্বত্র সুগন্ধঃ,সুপুষ্পং, সুধূপঃ,সুদীপঃ, স্বাচ্ছাদনম্ প্রতিবাক্য) গন্ধাদিদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অচ্ছিদ্র প্রশ্ন করিবে—"ওঁ কৃতৈতদ্‌গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)। পিতৃ-পক্ষে বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহ প্রপিতামহ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপা-চ্ছাদনানি স্বধা,ওঁ এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং,এষ তে ধূপঃ এষ তে দীপঃ এতত্ত আচ্ছাদনম্" মন্ত্রে দান পূর্ব্বক "অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এবং পিতামহ প্রপিতামহ এতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থসূত্রং স্বধা" মন্ত্রে যজ্ঞোপবীতদানান্তে অচ্ছিদ্র-বাচন করিবে, যথা—"ওঁ কৃতৈতদ্‌গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মাতামহপক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ গোত্র ও নাম উল্লেখ করত গন্ধাদি দান করিয়া যজ্ঞোপবীতদানান্তে অচ্ছিদ্রবাচন করিবে। পরে পাত্রস্থাপনার্থ অনুজ্ঞা লইবে, "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" (ওঁ পাতয় প্রতিবচন)।

অন্নদান।—প্রথমতঃ সঘৃত অন্ন লইয়া অনুজ্ঞা লইবে "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবচন) "ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" মন্ত্রে জলে ঘৃতাক্ত তণ্ডুল দুইবার নিক্ষেপ করিয়া অমন্ত্রক অপর দুইবার ফেলিবে। দেবপক্ষে ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রাগগ্র রেখোপরি স্থাপিত পাত্রে দুইবার ঐ তণ্ডুল দিয়া পিতৃ ও মাতামহপক্ষে নৈঋতকোণা-বধি বামাবর্ত্ত দক্ষিণাগ্র রেখাদ্বয়ের উপর স্থাপিতপাত্রদ্বয়ে তণ্ডুল তিনবার দিবে। পরে দৈবপক্ষে প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া অনুত্তান হস্তদ্বয় দ্বারা পাত্র ধারণ করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা। ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষ বা ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে

ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে" মন্ত্রে অন্নে অনখ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া পিতৃপক্ষে বিকৃতোত্তরীয় হইয়া উত্তান হস্তদ্বয়ে পিতৃপাত্র ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে অন্নাদি পরিবেশন করিয়া "ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ বা ইদং বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ অন্নোপরি রাখিবে। দেব-পক্ষে—অমন্ত্রক যব বিকিরণ পূর্ব্বক অন্নে ঘৃত-মধু দিয়া গায়ত্রী ও "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ওঁ মধু মধু মধু" মন্ত্রে মধু অভিমন্ত্রিত করত অন্নদান করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং (আমান্ন স্থলে 'এতদ্ব আমান্নং') ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সযবোদকং নমঃ, ইদমন্নং ইমাঃ সযবা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগযতাঃ স্বদত।" মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া 'গণ্ডূষজলং বো নমঃ' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে গণ্ডূষজল দিবে। * পরে পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে পিতৃপক্ষে অন্নদান করিবে। যথা—"ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে অন্নে তিল বিকিরণ করিয়া ঘৃত-মধু দানান্তে গায়ত্রী ও মধু বাতা মধু মন্ত্র পাঠ করিবে। বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহ প্রপিতামহ এতত্তেঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং স্বধা।" পরে "ওঁ ইদমন্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্যতঃ স্বদ" মন্ত্রে দ্রব্যের উদ্দেশ করিয়া 'গণ্ডূষজলং তে স্বধা' (বা অপোঽশান) মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র জপ করিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ অন্নপাত্র ধারণ হইতে সমস্ত কার্য্য করিবে। দৈবে 'অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) অন্নদানের অচ্ছিদ্রবাচন করিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। অতঃপর শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডনির্ম্মাণ পূর্ব্বক পিণ্ড বিকিরণ করিবে। শ্রাব্যমন্ত্র যথা—যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি "ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ।

---

* মতান্তরে—মধুদানের পর গায়ত্রী পাঠ ও 'ওঁ মধু মধু মধু' মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ইদমন্নং ইমাঃ সযবা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি' মন্ত্রে দ্রব্য দর্শন করাইয়া 'ইদং গণ্ডূষজলং বো নমঃ' মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিবে। বামহস্ত দ্বারা অন্নপাত্র ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সযবোদকং নমঃ।' পরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ বিহিত হইয়াছে।

ওঁ মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। "ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্প-ফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত। ওঁ রুচিঃ রুচিঃ রুচিঃ" (সামর্থ্যপক্ষে রুচিস্তব কর্ত্তব্য। ওঁ রুচয়ে নমঃ ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ ওঁ নমস্তস্যমিত্যাদি। সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি।

বিকিরদান।—দৈবপিতৃপাত্রমধ্যস্থানে ভূমিতে কতিপয় দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া সতিলমোটক অন্ন লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াতু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" মন্ত্রদ্বয়ে কুশোপরি ছড়াইয়া দিবে। পরে হস্ত-প্রক্ষালন, আচমন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ পূর্ব্বক "আচমনীয়জলং বো নমঃ" মন্ত্রে দৈবে আচমন-জল দিয়া 'আচমনীয়োদকং তে স্বধা' মন্ত্রে পিতৃ ও মাতামহ-পক্ষেও জলদান কর্ত্তব্য। পরে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া অনুজ্ঞা লইবে 'ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্' (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্ প্রতিবাক্য) 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) পিণ্ডস্থান পরিষ্কার করিয়া ছয়টি মণ্ডল করিবে, 'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।' 'ওঁ অপহতা' ও 'নিহন্মি' ইত্যাদি মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে দক্ষিণাগ্র রেখাদ্বয় করিয়া কুশাস্তরণ ও 'ওঁ দেবতাভ্য' বারত্রয় পাঠান্তে নীবীবন্ধন করত প্রত্যেক মণ্ডলে অবনেজন দিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব স্বধা।" ঐরূপ পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ডস্থানে জল দ্বারা অবনেজন দিবে। পরে হস্তশেষমিশ্রিত বটপিণ্ড নির্ম্মাণ করত ঘৃত-মধু-তিল-জল-সমন্বিত প্রত্যেক পিণ্ড: 'মধু বাতা' মন্ত্রপাঠান্তে 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে পিণ্ড

প্রতিলোদকং স্বধা’ মন্ত্রে পিণ্ডস্থানে পিতৃতীর্থযোগে প্রদান করিবে। ঐরূপ পিতামহাদি পঞ্চ পুরুষের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ড যথাযথ মণ্ডলে দিতে হয়। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ। ওঁ ঋতুভ্য ঋতুভ্যো নমঃ” মন্ত্রে ঋতুনমস্কার করিয়া অঞ্জলিপুটে বলিবে, যথা—‘ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্’, বামাবর্ত্তে উত্তরমুখে শ্বাস ধরিয়া ত্যাগ করিবে, “ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।” পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল নিম্নোক্ত মন্ত্রে যথাযথ পিণ্ডে দিবে, যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব স্বধা।” এইরূপ নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক ষট্‌পিণ্ডে দাতব্য। নীবীমোক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ষট্ নমস্কারমন্ত্র পড়িবে, যথা—“ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শোষায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায়, ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে, ওঁ নমো বঃ পিতরো মন্যবে, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ” (ইহা মাধ্যন্দিনশাখীয় পাঠ। কাণ্বশাখীয়দিগের ষড়ঞ্জলিমন্ত্র স্বতন্ত্র যথা—“ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়, ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে, ওঁ নমো বঃ পিতরো যজ্জীবং তস্মৈ, ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে, ওঁ স্বধায়ৈ বঃ পিতরো নমো বঃ।” (মতান্তরে উক্তমন্ত্র ঋতুনমস্কারস্থানীয় হেতু “বসন্তায় নমস্তভ্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে ঋতুনমস্কার কর্ত্তব্য নহে। স্মার্ত্তমতে “ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত” ইতি বরপ্রার্থনা, “ওঁ সদো বঃ পিতরো দেষ্ম” ইতি পিণ্ডদর্শন বিশেষভাবে কর্ত্তব্য।) অতঃপর শুক্ল-বস্ত্রদশাভব সূত্র প্রতি পিণ্ডোপরি “ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ” মন্ত্রে দিয়া বাম হস্তে ধারণ পূর্ব্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ স্বধা” মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ঐরূপ পিতামহাদি পঞ্চ পিণ্ডোপরি প্রদত্ত সূত্র নিবেদন কর্ত্তব্য। পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া পিতৃগণকে ভাস্বরমূর্ত্তিমান্ চিন্তা করত পিণ্ডাগ্রে জলসেচন করিবে,—“ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত” (ওঁ অস্ত) ঐন্দ্রাদিক্রমে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে—“ওঁ শিবা আপঃ সন্ত” (ওঁ সন্ত) মন্ত্রে জল দিবে, ‘ওঁ সৌমনস্যমস্ত’ (ওঁ অস্ত) পুষ্প দাতব্য, ‘ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত’ (ওঁ অস্ত) যব দান কর্ত্তব্য।

অক্ষয্যদান।—দেবপক্ষে অক্ষয্যোদকদান নাই। তিল-ঘৃত-মধু-যুক্ত জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে সর্ব্বং দত্ত-মিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু" (ওঁ অস্তু) মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপ পিতামহাদি পাঁচ পুরুষের নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক উক্ত রীতিতে দিতে হয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবচন), ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্ (ওঁ বর্দ্ধতাম্ প্রতিবাক্য), ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্ (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্ প্রতিবচন), ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য), ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য), ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য)।" পিতৃপুরুষের আসন হইতে পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

স্বধাবাচন।—প্রথমতঃ অনুজ্ঞা গ্রহণ কর্ত্তব্য, যথা—"ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে" (ওঁ বাচয় প্রতিবাক্য) পিতৃদত্ত পবিত্র সহ কুশ পিতৃপিণ্ডোপরি দিয়া বলিবে, "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্" (ওঁ অস্তু স্বধা প্রতিবচন) ঐরূপ পিতামহাদি পঞ্চ পুরুষে প্রদত্ত পবিত্র পঞ্চপিণ্ডোপরি কুশাসহ দাতব্য। পিণ্ডস্থানে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তর্পণ করিবে, যথা—"ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্।" 'ওঁ পিণ্ডানি সম্পন্নানি' প্রশ্ন করিলে পুরোহিত 'ওঁ সম্পন্নানি' বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা 'ওঁ পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছত' বলিয়া পিণ্ডকে গয়াভিমুখে ঈষৎ চালনা করিবে। অনন্তর ন্যুব্জোত্তান পূর্ব্বক পিতৃপক্ষক্রমে দক্ষিণান্ত কর্ত্তব্য, যথা—রজত বা তন্মূল্য গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং বা তন্মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" ঐরূপ মাতামহাদি ত্রিপুরুষের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য। দেবপক্ষীয় দক্ষিণাদান যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধে কৃতে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধ-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-

ভোজনার্থে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" দক্ষিণাদানানন্তর "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া বিকৃতোত্তরীয় হইয়া 'দেবতাভ্য' মন্ত্র বারত্রয় পাঠ করিবে। অতঃপর পিতৃ-মাতামহ-দেব ক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য, যথা—কুশমূল দ্বারা "ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ"এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণচালনা করিবে। অনন্তর জলধারা সহ ব্রাহ্মণগণের অনুগমন করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যা-দেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আমা-গন্তাং পিতরা মাতরা যুবমামা (চামা) সোমো অমৃতত্বেন (অমৃতত্বায়) গম্যাৎ (গম্যাঃ) ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। ওঁ পিতৃ-রূপস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধা ভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলে-প্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু" মন্ত্রে পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম করিয়া "ওঁ অন্তসে নমঃ' মন্ত্রে জলপূজা পূর্ব্বক "ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নম্ অন্তসি সমর্পিতম্" মন্ত্রে পাত্রীয়ান্ন তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া পিণ্ড ছয়টি নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে, 'ওঁ পিণ্ডান্যপি জলে সমর্পিতানি।' দেবপক্ষে জলপূজা করিয়া "ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়ো-রক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নং জলে সমর্পিতম্।" মন্ত্রে দেবপাত্রান্ন ফেলিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ।—পিতৃপক্ষে—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মাতামহপক্ষে—এই প্রকারে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া,দেবপক্ষে —"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কৃতে পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)। পরে দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, হস্তপ্রক্ষালন, সূর্য্যনমস্কার পূর্ব্বক বৈগুণ্যশান্তি কর্ত্তব্য, যথা—"মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র" ইত্যাদি। অনন্তর কর্ম্মবৈগুণ্য-প্রশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি। "ওঁ অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাদ্" ইত্যাদি। "ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম" ইত্যাদি "ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ" ইত্যাদি। "এতৎকর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।" এই মন্ত্রে কর্ম্মফল সমর্পণ

করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। উপবাস থাকিলে শ্রাদ্ধশেষ আঘ্রাণ কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদি-পার্ব্বণ শ্রাদ্ধসূত্র

স্নান-সন্ধ্যাদিকং কৃত্বা পক্ত্বান্নঞ্চ যথাবিধি।
আসনানি চ সংস্থাপ্য দৈবাদিক্রমতঃ সুধীঃ॥
কুরুক্ষেত্রং ততো দানং দানাচ্ছিদ্রং ততঃ পরম্।
পুনঃ কুরু দ্বিজস্নানং পাদ্যং যজ্ঞেশ্বরার্চ্চনম্॥
যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইতি বাস্তুভূস্বামি-পূজনম্।
নিমন্ত্রণং স্বাগতঞ্চ পাদ্যং সিদ্ধং ত্রিদেবতাঃ॥
গায়ত্র্যস্তু কুশোৎসর্গো মৃজ্জলাবাহনে ততঃ।
অর্ঘ-গন্ধাদিদানঞ্চ পাত্রাগ্নৌ পৃথিবী ইদম্॥
অপহতা জলগণ্ডূষং গায়ত্র্যন্নং ততো মধু।
কচিত্তবাস্থগ্নিদগ্ধা তত আচমনং জলম্॥
ইষ্টেভ্যো মণ্ডলং রেখা নীব্যবনে কুশাস্তরঃ।
পিণ্ডং লেপভুজোঽত্রেতি উদীচ্যাং শ্বাসধারণম্॥
বসন্ত-শ্বাসমোক্ষঞ্চ অমী প্রত্যবনেজনম্।
নীবীষড়ঞ্জলির্বাস ঊর্জ্জং পিণ্ডার্চ্চনং ততঃ॥
পিণ্ডোত্তোলনমাঘ্রাণ-পিণ্ডস্থাপনমেব চ।
সুপ্রোক্ষিতং শিবা আপো অক্ষতাক্ষয্যদানকে।
অঘোরেতি চ গোত্রন্নো দাতারোঽথ স্বধাবচঃ।
পুনরূর্জ্জং ন্যুজোত্থানং দক্ষিণা বিশ্ববাচনম্।
দেবতা বাজ আমেতি ততঃ পাত্রসমর্পণম্॥
অচ্ছিদ্রং বিষ্ণুস্মরণং দীপপ্রচ্ছাদনং ততঃ।
শান্ত্যাশীশ্চৈব যজুষাং ক্রম এব উদাহৃতঃ॥

মঘাত্রয়োদশী-শ্রাদ্ধ

এই শ্রাদ্ধ মৃতপিতৃক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, ইহার অন্যান্য ব্যবস্থা সামবেদীয় প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে, পরন্তু যে সকল বিষয় স্পষ্টভাবে

লিখিত হয় নাই, তাহাই লিখিত হইতেছে। মঘাত্রয়োদশী-শ্রাদ্ধ বিভক্ত বা অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ প্রত্যেকেই করিবেন। অপুত্রক (মৃতপুত্রক বা অজাত-পুত্রক) শ্রাদ্ধকারী পার্ব্বণশ্রাদ্ধোক্ত নিয়মে পায়স, মধু ও অন্ন দ্বারা পিণ্ড-দান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবেন। পায়সদান ফলাধিক্যের জন্য, সুতরাং পায়স অভাবে অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ হইবে না। পুত্রবান্ ব্যক্তি পিণ্ডদান ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ করিবেন। পিণ্ডনির্ব্বাপণহীন শ্রাদ্ধে স্বধাবাচন নাই, মণ্ডলকরণ হইতে 'সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত' পর্য্যন্ত কার্য্য ও মন্ত্রপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। পরন্তু পিণ্ডদান নিষিদ্ধ হইলেও 'অগ্নিদগ্ধা'র উদ্দেশে বিকিরদান নিষিদ্ধ নহে। অক্ষয্যদান ব্রাহ্মণসম্প্রদানক বলিয়া কর্ত্তব্য। ঐরূপ জলও সৌমনস্যদান করিবে। কিন্তু 'ঊর্জ্জং বহন্তী' ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণ নিষিদ্ধ। যেহেতু, উক্ত তর্পণ পিণ্ডের উপরেই হইয়া থাকে। সুতরাং পিণ্ডহীন শ্রাদ্ধে তাহা বাধিত হইবে। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—'মঘায়াং পিণ্ডদানেন জ্যেষ্ঠপুত্রো বিনশ্যতি। পিণ্ডনির্ব্বাপরহিতং যত্তু শ্রাদ্ধং বিধীয়তে। স্বধাবাচনলোপোঽত্র বিকিরস্তু ন লুপ্যতে। অক্ষয্যং দক্ষিণা স্বস্তি সৌমনস্যং তথাস্থিতি ॥'

মঘাত্রয়োদশীশ্রাদ্ধ মঘানক্ষত্রযুক্ত গৌণ আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বিহিত। সৌর আশ্বিনের একাদশ দিন হইতে ১৩ দিন ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত মঘানক্ষত্রের সহিত ত্রয়োদশী তিথিযোগ ঘটিলে কুঞ্জরচ্ছায়া-যোগ হয়, ইহাতে শ্রাদ্ধ ফলাতিশয়কারক।—মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ করিলে আর তদ্দিনে পক্ষশ্রাদ্ধ পৃথক্ করিতে হয় না। কিন্তু গৌণ অপরাহ্নে প্রাপ্ত মঘানক্ষত্রে মঘাশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে পুনশ্চ তিথিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, এ স্থলে কালভেদ হওয়ায় তন্ত্রতা স্বীকার্য্য নহে।

মাতৃষোড়শ-পিণ্ডদান

মহালয়াশ্রাদ্ধান্তে পিতৃষোড়শী বা পিতৃষোড়শ পিণ্ডদান যেরূপ কর্ত্তব্য, সেইরূপ অনেকের মতে মাতৃষোড়শপিণ্ডদান বা মাতৃষোড়শী কর্ত্তব্য। মাতৃষোড়শীর অনুষ্ঠানবিধি যথা—প্রথমে হস্তপ্রমাণ চতুর্দ্দিকে সমান মণ্ডল করিয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্র" ইত্যাদি পড়িয়া "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র তিনটি রেখা করিয়া তাহাতে কুশপত্র আস্তরণ পূর্ব্বক তদুপরি পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যাশ্চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
তাসামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ গর্ভধারণজং দুঃখং বিষয়ে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ যাবৎ পুত্রো ন ভবতি ভবেন্মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।
ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ সম্পূর্ণে দশমে মাসি মাতা নিস্পন্দধারিণী।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ মাসি মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ পুত্রে ব্যাধিসমাযুক্তে অত্যন্তমাতৃপীড়নম্।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ দিবা রাত্রৌ চ যা মাতা দদাতি নির্ভরং স্তনৌ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যাণি ব্যথানি বিবিধানি চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ ক্ষুধাবিপ্লবনে পুত্রে অন্নং মাতা প্রযচ্ছতি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ পদ্ভ্যাং যে নয়ন্তি পুত্রা অনস্যাঃ পরিবেদনম্।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ দুর্লভানি ভক্ষ্যদ্রব্যাণি যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং সিচ্যতে মাতৃকর্পটিঃ।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥
ওঁ গাত্রভঙ্গে ভবেন্মাতুর্ম্মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্।
ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্॥

ওঁ অগ্নিনা শোষয়েদ্‌গাত্রং ত্রিরাত্রং পোষণেষু চ।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্‌॥
ওঁ শৈথিল্যং প্রসবে প্রাপ্তে মাতা বিন্দতি দুষ্করম্‌।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্‌॥
ওঁ যস্যাঃ পুত্রো গয়াং গত্বা কুরুতে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তস্য নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্‌॥
ওঁ যস্যাঃ পুত্রশ্চ পৌত্রশ্চ নপ্‌ত্রী চৈব প্রযোজয়েৎ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহম্‌॥"

অনন্তর পিণ্ডোপরি সতিল জলাঞ্জলি সেক করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ যে চ বো যে চাস্মান্‌ যাশ্চ বো যাশ্চাস্মানাসন্‌ তে চাবাহয়ন্তাং তাশ্চাবাহয়ন্তাং তৃপ্যন্তু ভবত্যস্তৃপ্যন্তু গোত্রান্‌ পুত্রানভিতর্পয়ন্তীরাপো মধুমতীরিমাঃ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো অমৃতং দুহানা আপো দেবীরুভয়াস্তর্পয়ন্ত তৃপ্যন্তস্তৃপ্যন্তু।" পরে প্রদক্ষিণ করিয়া "ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। অতঃপর দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পিতৃণামক্ষয়তৃপ্তিকামনয়া কৃতৈতৎপিতৃষোড়শ-মাতৃষোড়শ-পিণ্ডদান-কর্ম্মণোঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং" ইত্যাদি। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশান্তি কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদি-পঞ্চপাত্র-শ্রাদ্ধ

এই শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা সামবেদীয় শ্রাদ্ধপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। ইহাতে মাতামহপক্ষ নাই। ইহার অনুষ্ঠানক্রম সপিণ্ডীকরণবৎ, কেবল প্রেতপক্ষের কার্য্য নাই ও অনুজ্ঞাদি বাক্য বিভিন্ন, যথা—দেবপক্ষে অনুজ্ঞাবাক্য।—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতপক্ষ-ক্ষয়নিমিত্তক বা অমাবস্যাক্ষয়নিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধার্থং অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকস্য পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" ইত্যাদি।

যজুর্ব্বেদি-সাম্বৎসরিক-একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ

অধিকারিনির্ণয় সামবেদীয় একোদ্দিষ্টে দ্রষ্টব্য। শ্রাদ্ধের কাল-নির্ণয়।—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নকালে অর্থাৎ পঞ্চদশমুহূর্ত্ত-ঘটিত দিনের সপ্তম, অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে কুতুপকাল (দিবামানের পঞ্চদশ ভাগের অষ্টম ভাগ) শ্রাদ্ধারম্ভের প্রশস্ততম কাল। পূর্ব্বদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্তব্যাপিনী, পরদিন অষ্টম মুহূর্ত্ত মাত্র ব্যাপিনী মৃত-তিথি হইলে শুক্লপক্ষেও পূর্ব্বদিনে আরম্ভ ও সমাপ্তিকাল উভয় ব্যাপ্তির অনুরোধে শ্রাদ্ধ বিহিত। পূর্ব্বদিনে অষ্টমমুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথি প্রাপ্ত না হইলে পরদিনে প্রাপ্তি ঘটিলে কৃষ্ণপক্ষেও পরদিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কারণ, সমাপ্তিকাল হইতে আরম্ভকাল বলবৎ। উভয়দিনে সমাপ্তিকাল (নবম মুহূর্ত্ত) ও আরম্ভকালব্যাপিনী তিথিযোগ হইলে পক্ষভেদে ব্যবস্থা অর্থাৎ শুক্লপক্ষে পরদিন ও কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধের যোগ্য কাল! উভয় দিনে অষ্টম-মুহূর্ত্তব্যাপ্তি না ঘটিয়া যদি পূর্ব্বদিনে সমাপ্তিকালমাত্রব্যাপিনী হয়, তবে শুক্লপক্ষেও পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পরন্তু নবম মুহূর্ত্তেরও ভঙ্গ হইলে (মুহূর্ত্তকাল তিথিব্যাপ্তি না ঘটিলে) পক্ষভেদে ব্যবস্থা গ্রাহ্য। ঐরূপ উভয়দিনে অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্তব্যাপিনী, পরদিনে সপ্তমমুহূর্ত্তব্যাপিনী হইলে কৃষ্ণপক্ষেও পরদিনে মধ্যাহ্নপ্রাপ্তির অনুরোধে শ্রাদ্ধ বিহিত।

সাম্বৎসরিক প্রয়োগ।—শ্রাদ্ধাধিকারী পূর্ব্বদিনে ক্ষৌরাদি সম্পাদন করিয়া একবারমাত্র হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ ভোজনান্তে সংযতভাবে থাকিবেন। পরদিন প্রাতঃস্নান, পিতৃতর্পণ, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা প্রভৃতি, দেবার্চ্চনাদি যাবতীয় নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক তিলতৈলপ্রদীপ প্রজ্বালন করত বহু ব্যঞ্জন-সমন্বিত অন্নপাকাবসানে কুশহস্ত ও তিলকধারী হইয়া দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ('শঙ্খচক্রধরং' ইত্যাদি 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি) পূর্ব্বক সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা—পূর্ব্বাস্য হইয়া 'ওঁ এতস্মৈ সম্বতোপকরণ-(সবস্ত্র) ভোজ্যায় নমঃ' মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণান্তে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সম্বতে-পকরণেত্যাদি, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।' মন্ত্রে যথাযথ অধিদেবতা, বিষ্ণু ও সম্প্রদান-ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করত বাক্য পড়িবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে

অমুকগোত্রস্য পিতুঃ (যাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তাহার নাম ও সম্বন্ধ প্রযোজ্য) অমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" এই মন্ত্রে ভোজ্যোপরি জলের ছিটা দিয়া 'ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্' মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করত দক্ষিণান্ত করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ (সবস্ত্র) সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে "কৃতৈতদ্‌ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া কুশ-ব্রাহ্মণকে (পূর্ব্বাভিমুখে) "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্-দশাঙ্গুলম্' মন্ত্রে স্নান করাইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্" মন্ত্রে চন্দনানুলেপন করিয়া "ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা পূজা করত বিকৃতোত্তরীয় হইয়া দক্ষিণাগ্র কুশযুক্ত আসনোপরি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। পুনশ্চ প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া বাস্তুপুরুষপূজান্তে 'তদ্বিষ্ণোঃ'ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ ভোজ্যদান করিবে। গঙ্গাক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ-কারীর গঙ্গাপূজার ব্যবস্থা আছে। পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ভূস্বামীকে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ'এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যম্ এতদ্‌ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা' মন্ত্রে দিয়া 'কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি 'তদ্বিষ্ণো' ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশ্ন করিবে, 'ওঁ স্বাগতং ভবতা, (ওঁ সু-স্বাগতং) "ওঁ সিদ্ধমিদ-মাসনমত্রাস্যতাং' মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আসন নির্দ্দেশ করিলে পুরোহিত 'ওঁ আস্যতাং' প্রতিবাক্য বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল প্রোক্ষণ, গায়ত্রী ও 'দেবতাভ্য' মন্ত্র ত্রিধা পাঠান্তে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, যথা—"অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ্ব প্রতিবচন) "ওঁ রক্ষোয়ধূদক ত্বমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরুষ্ব" মন্ত্রে ব্রাহ্মণশিরোদেশে মৃজ্জল স্থাপন কর্ত্তব্য।

আসনদান।—বাম হস্তে ব্রাহ্মণবামপার্শ্বস্থিত মোটক ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং স্বধা" মন্ত্রে আসনে জলের ছিটা দিয়া তদুপরি "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্যভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরো-

ইত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্ত সন্তো রক্ষাংস্তশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে।

অর্ঘদান।—দক্ষিণাগ্রকুশোপরি একখানি ডোঙ্গা পাতিবে, একটি সাগ্রকুশ 'ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী' মন্ত্রে ছেদন করিয়া 'ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি' মন্ত্রে জল দ্বারা পবিত্র শোধন, 'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ' মন্ত্রে পবিত্র স্নান করাইয়া অর্ঘপাত্রে 'ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা' মন্ত্রে তিল বিকিরণান্তে অমন্ত্রক অর্ঘ স্থাপন, কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইবে—'ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু' (ওঁঅস্তু প্রতিবচন) উদ্ঘাটন করত ব্রাহ্মণহস্তে 'ওঁ পবিত্রং স্বধা' মন্ত্রে পবিত্রদান, 'ওঁ জলান্তরং স্বধা' ব্রাহ্মণে জলদান,'ওঁপুষ্পান্তরং স্বধা'পুষ্পান্তরদান,'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃ-প্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে শিরঃপাণ্যাদির অর্চ্চনা করিয়া বামহস্ততলে অর্ঘপাত্র রাখিয়া উত্তান দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন পূর্ব্বক'ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সংস্তোনাঃ সুহবা ভবন্তু' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করণান্তে বামান্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে অর্ঘ ধারণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তেঽর্ঘঃ স্বধা" মন্ত্রে ব্রাহ্মণে নিবেদন করিবে।

গন্ধাদিদান।—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র বাম হস্তে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া 'ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং) ওঁ এষ তে ধূপঃ, (সুধূপঃ) এষ তে দীপঃ, (সুদীপঃ) এতত্ত আচ্ছাদনম্' (স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-পাত্রে দিবে। পরে যজ্ঞোপবীত-দানান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য, যথা—'কৃতৈতদ্গন্ধাদিদান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)।

অন্নদান।—'ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে' মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া (ওঁ পাতয় প্রতিবচন) দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ চতুষ্কোণমণ্ডলোপরি অন্ন-ব্যঞ্জনসমন্বিত পাত্র রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষ' বা 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে। মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে তিল বিকিরণ করত অন্নে ঘৃত-মধু দিয়া গায়ত্রী ও 'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।' 'ওঁ মধু মধু মধু।' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া বাম হস্তে অন্নপাত্র ধারণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরো" অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং স্বধা" মন্ত্রে জলের ছিটা দিবে, ব্রাহ্মণে জল দিয়া অন্নাদিদর্শন করাইবে—"ওঁ ইদমন্নম্ ইমাঃ সলিলা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ যদ।" গণ্ডূষজল লইয়া "ইদং গণ্ডূষজলং তে স্বধা" মন্ত্রে ব্রাহ্মণে গণ্ডূষার্থ দিয়া পুনশ্চ গায়ত্রী ও পূর্ব্বোক্ত মধু বাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) পাঠ করিয়া অন্নদানের অচ্ছিদ্রাবধারণ কর্ত্তব্য। * অনন্তর শ্রাব্য মন্ত্র পাঠাবসানে শেষদ্রব্যে পিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে,শ্রাব্যমন্ত্র যথা—গায়ত্রী,মধুবাতেত্যাদি, (ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি) 'ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত"(ওঁ রুচিঃ রুচিঃ রুচিঃ ওঁ রুচয়ে নমঃ (ইহা রুচিস্তবের পরিবর্ত্তে পাঠ্য,ওঁ নমস্তভ্যমিত্যাদি,ওঁ সহস্রশীর্ষেত্যাদি,পুরুষসূক্ত শক্ত্যনুসারে পাঠ্য)। অতঃপর পিতৃপাত্রের পার্শ্বে দক্ষিণাগ্র কতকগুলি কুশা পাতিয়া তাহাতে তিল ও জল দিয়া তিল-তুলসী-মোটকসহ কিয়ৎপরিমাণে অন্ন লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে পিতৃতীর্থযোগে কুশোপরি ছড়াইয়া দিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন,

* এ স্থলে ক্রমভেদ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে দ্রষ্টব্য।

কুশাঙ্গুরীয় পরিবর্ত্তন, আচমন, বিষ্ণুস্মরণান্তে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ পূর্ব্বক পিতৃ-ব্রাহ্মণে 'ইদমাচমনীয়জলং তে স্বধা' মন্ত্রে আচমনজল দিয়া, পুনশ্চ গায়ত্রী ও পূর্ব্বোক্ত মধু বাতা মন্ত্র পাঠ করত অনুজ্ঞা লইবে—"ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্" (ওঁ ইষ্টায় দীয়তাম্ প্রতিবাক্য) "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) অন্নপাত্রের সম্মুখে পিণ্ডস্থান পরিষ্কার করিয়া তদুপরি মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র একটি মণ্ডল করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।" 'ওঁ অপহতা অসুরা' ইত্যাদি, 'ওঁ নিহন্মি' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে মণ্ডলমধ্যে কুশমূল দ্বারা দক্ষিণাগ্র একটি রেখা অঙ্কন কবিবে। 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া নীবী-বন্ধন পূর্ব্বক (বাম অঙ্গের বস্ত্রবন্ধন কসিতে একটি মোটক গুঁজিয়া) বাম-হস্তে মণ্ডল ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব স্বধা' বলিয়া জল দিবে। তদুপরি কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক 'ওঁ অপহতা' ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিল্বপ্রমাণ পিণ্ড তিল-তুলসী-মোটকসহ লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নে-তত্তে পিণ্ডং সতিলোদকং স্বধা' মন্ত্রে রেখোপরি অধোমুখভাবে দিবে। পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিয়া অমন্ত্রকভাবে হস্তলেপ পিণ্ডোপরি দিয়া "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসম্বৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।" মন্ত্রে ঋতুনমস্কার পূর্ব্বক মণ্ডলোপরি বামাবর্ত্তে অঞ্জলিপুট ঘুরাইবে, যথা—"ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব।" উত্তরমুখে পিতার ভাস্বরমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া শ্বাসত্যাগ করিবে ও বলিবে—"ওঁ অমী মদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট।" পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালন জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ প্রত্যবনেনিক্ষ্ব স্বধা" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ষট্ মন্ত্র পাঠ করিবে—"ওঁ নমস্তে পিতা রসায়, ওঁ নমস্তে পিতঃ শোষায়, ওঁ নমস্তে পিতর্ঘোরায়, ওঁ নমস্তে পিতস্তপসে, ওঁ নমস্তে পিতর্ম্মন্যবে, ওঁ নমস্তে পিতঃ স্বধায়ৈ, ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্নমস্তে।" *

* মতান্তরে পিণ্ডদানে ত্রিধা দেবতাভ্য মন্ত্র পাঠ ব্যবহার নাই, কুশাস্তরণ ও তিলবিকিরণের

নববস্ত্রদশাজাত শ্বেত সূত্র (সূক্ষ্ম) "ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ স্বধা" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুলযোগে পিণ্ডপূজা করিয়া পিতৃপুরুষকে ভাস্বরমূর্ত্তি চিন্তা করত 'ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু' মন্ত্রে (পিণ্ডস্থানে) ব্রাহ্মণের অগ্র-ভূমিতে জল দিবে (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণে জল, 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মন্ত্রে পুষ্প, 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে যব দাতব্য: তিল-মধু-ঘৃতযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্" (ওঁ উপতিষ্ঠতাম্ প্রতিবাক্য) "ওঁ অঘোরঃ পিতাঽস্তু" (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর) "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাম্ প্রতিবচন) "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্" (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্) "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যস্মৈ (স্ত্রীলোকের উদ্দেশ্য-শ্রাদ্ধে যস্যৈ) সঙ্কল্পিতো দ্বিজস্তস্যাক্ষয়া (বা তস্যা অক্ষয়া) তৃপ্তিরস্তু" (ওঁ অস্তু) "ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু" (ওঁ সন্তু) "ওঁ পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) পিতৃব্রাহ্মণে প্রদত্ত পবিত্রসহ কুশ অমন্ত্রকভাবে পিণ্ডোপরি দিয়া "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতরম্" বলিয়া পিণ্ডের উপর জলাঞ্জলি দিবে। 'ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নম্' প্রশ্ন করিয়া (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রতিবাক্য) 'পিণ্ড গয়াং গচ্ছ' মন্ত্রে পশ্চিমদিকে কিঞ্চিৎ চালনা করিবে।

দক্ষিণাদান।—দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ এতস্মৈ রজতায় বা রজতমূল্যায় নমঃ" বামহস্তে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ

পূর্ব্বে অবনেজনদান বিহিত। পিণ্ডদানান্তে অত্র পিতর্মাদয়ধ্ব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যবনেজনদানান্তে ওঁ নমস্তে পিতরো রসায়, ওঁ নমস্তে পিতঃ শোষায়, ওঁ নমস্তে পিতর্জ্জীবায়। ওঁ নমস্তে পিতঃ স্বধায়ৈ, ওঁ নমস্তে পিতর্ঘোরায়, ওঁ নমস্তে পিতর্মন্যবে। অঞ্জলিমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো হি গৃহিণীদর্শন, ওঁ সদস্তে পিতরো দেষ্ম মন্ত্র পিণ্ডদর্শন করিবে। এইরূপ অধিকক্রম বিহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিক-সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং বা রজতমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি' বাক্য পড়িয়া দক্ষিণা দিবে। পরে 'দেবতাভ্য' মন্ত্র তিনবার পড়িয়া 'ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমধ্ব' (ওঁ অভি-রতোঽস্মি প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে জলধারা সহ অনুগমন করিবে, যথা—"ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গন্তাং পিতরা মাতরা যুবমামা (চামা) সোমো (অমৃতত্বেন) অমৃতত্বায় গম্যাৎ।"

প্রণামমন্ত্র।—"ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" পাত্র হইতে অন্ন লইয়া জলপূজা পূর্ব্বক তাহাতে "ওঁ যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয্যায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নং অপ্সু সমর্পয়ামি" মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। 'পিণ্ডমপি জলে সমর্পয়ামি' মন্ত্রে পিণ্ডও নিক্ষেপণীয়। পরে "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ, হস্তপ্রক্ষালন, ব্রাহ্মণগ্রন্থি-মোচন, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশত্যাগ, সূর্য্যনমস্কার পূর্ব্বক "মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজেবসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং শতং ভবাঃ স্যূতিভিঃ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র" ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত পাঠ করত শান্তিজল লইয়া বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শ্রাদ্ধকর্ত্তার নামগোত্র উল্লেখ্য) কৃতেঽস্মিন্ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি পাঠান্তে এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু, ওঁ অজ্ঞানাৎ ইত্যাদি ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম ইত্যাদি, ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অবশেষে শ্রাদ্ধ-মিদং সাঙ্গং জাতম্ প্রশ্ন করিবে। পুরোহিতও 'বেদবিধিনা সাঙ্গং জাতং' বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধশেষ দ্রব্য ভোজন করিবে।

যজুর্ব্বেদি-আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া কুশাঙ্গুরীয় ধারণ পূর্ব্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া নারায়ণাদিকে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করত অধিবাসের পুণ্যাহাদি বাচন করিবে, সংস্কার ভিন্ন কার্য্যে অধিবাস নাই। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভ-অমুককর্ম্মাঙ্গীভূতগণপত্যাদি-নানা-দেবতাষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বক-শুভ-গন্ধাদ্যধিবাসনকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" (পুত্র বা কন্যার সংস্কারকর্ম্মে অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ বা অমুকগোত্রায়া মৎকন্যায়া অমুকীদেব্যাঃ শুভামুককর্ম্মাঙ্গীভূত ইত্যাদি পাঠ্য) তিনবার বলিয়া ঐরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন, স্বস্তিসূক্তপাঠ, সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সান্নিধ্যকল্পনান্তে সঙ্কল্প করিবে. বাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (সৌরবিহিত সংস্কারাদি কার্য্যে সৌরমাস ও রাশ্যুল্লেখ কর্ত্তব্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরার্থে অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ পাঠ্য) শুভামুককর্ম্মাঙ্গীভূতগণপত্যাদি-নানাদেবতা-ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বক-শুভ-গন্ধাদ্যধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে" (পরার্থে করিষ্যামি)। পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া পূর্ব্বমুখে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার ও বিষ্ণুর পূজা করিয়া বটশাখার মূলে ঘটস্থাপনা পূর্ব্বক তাহাতে বা শালগ্রাম-শিলায় ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিবে, যথা—সামান্যার্ঘ্য হইতে মাতৃকা-ন্যাস, প্রাণায়াম, করাঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ধ্যানান্তে 'ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ' মন্ত্রে উপচার দিবে। পরে উক্ত প্রণালীতে মার্কণ্ডেয়পূজা করিয়া অধিবাস কর্ত্তব্য, যথা—বামভাগে পুত্র বা কন্যাকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া এক একটি মন্ত্র পাঠান্তে প্রথমে নারায়ণ বা ঘট স্পর্শ, পরে ভূমি স্পর্শ, অবশেষে সংস্কার্য্যকে স্পর্শ করাইয়া প্রশস্তপাত্রে অবশিষ্ট রাখিবে। মন্ত্র যথা—তৈল-হরিদ্রা—"ওঁ কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্য রাজন্ অনয়া তৈল-হরিদ্রয়া অস্য বা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু।"

গন্ধ—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্ব-ভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্। অনেন গন্ধেন ইত্যাদি।

পুষ্প—ওঁ পুষ্পং রত্যাং। অনেন পুষ্পেণ ইত্যাদি।

মহী—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মাহিংসীঃ। অনয়া মহ্যা।

গন্ধ—ওঁ গন্ধদ্বারামিত্যাদি। অনেন গন্ধেন ইত্যাদি।

শিলা—ওঁ প্রপর্ব্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠান্নাবশ্চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ। তা আববৃত্রন্নধরা গুদক্তা অহিং বুধ্ন্যমনুরীয়মাণাঃ। বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি। অনয়া শিলয়া।

ধান্য—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্। অনেন ধান্যেন।

দূর্ব্বা—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ। অনয়া দূর্ব্বয়া।

পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ। অনেন পুষ্পেণ।

ফল—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। অনেন ফলেন।

দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। অনেন দধ্না।

ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। অনেন ঘৃতেন।

স্বস্তিক—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি। অনেন স্বস্তিকেন।

সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ। অনেন সিন্দূরেণ।

শঙ্খ—ওঁ প্রতিশ্রুৎ কায়া অর্ত্তনং ঘোষায় ভষমনন্তায় বহুবাদিনমনন্তায় মূকগুং শব্দায়াডম্বরাঘাতং মহসে বীণাবাদং কোশায় তূণ বধ্মমবরস্পরায় শঙ্খধ্মং বনায় বনপমন্যতোঽরণ্যায় দাবপম্। অনেন শঙ্খেন।

কজ্জল—ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং মতীনাং, ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বক্ষি প্রিয় মাসধস্থম্। অনেন অঞ্জনেন।

রোচনা—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি। অনয়া রোচনয়া।

সিদ্ধার্থ—ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি

বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ। অনেন সিদ্ধার্থেন।

কাঞ্চন—ওঁ স্বর্ণঘর্ম্মঃ স্বাহা ওঁ স্বর্ণার্কঃ স্বাহা ওঁ স্বর্ণশুক্রঃ স্বাহা ওঁ স্বর্ণজ্যোতিঃ স্বাহা ওঁ স্বর্ণসূর্য্যঃ স্বাহা। অনেন কাঞ্চনেন।

রৌপ্য—ওঁ দৃশানোরুক্ম উর্ব্ব্যা ব্যদ্যৌদ্দুর্ম্মর্ষমায়ুঃ। শ্রিয়ে রুচানঃ। অগ্নিরমৃতোহভবদ্বয়োভির্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ। অনেন রজতেন।

তাম্র—ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনগুং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ। সহস্রশো বৈষাগুং হেড়ঈমহে। অনেন তাম্রেণ।

চামর—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিগুংশতিঃ। তে অগ্রেহশ্বমযুঞ্জগুংস্তে অস্মিন্ জবমাদধুঃ। অনেন চামরেণ।

দর্পণ—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। অনেন দর্পণেন।

দীপ—ওঁ মনোজূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞগুং সমিমং দধাতু। বিশ্বেদেবাস ইহমাদয়ন্তা মোঁ। প্রতিষ্ঠ। অনেন দীপেন।

প্রশস্তপাত্র—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অনুপদস্যনুপদে ত্বা (সম্পদসি সম্পদে ত্বা) তেজোহসি তেজসে ত্বা। অনেন প্রশস্তপাত্রেণ।

সূত্রবন্ধনমন্ত্র—ওঁ সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগসমস্রবন্তী মারুহে মা স্বস্তয়ে।

অনন্তর সগণেশগৌর্য্যাদিষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পুণ্যাহাদি বাচন ও সঙ্কল্প করিবে। পুণ্যাহাদিবাচন যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (পরার্থে অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ বা অমুকগোত্রায়া মৎকন্যায়া অমুকীদেব্যাঃ শুভ-অমুকামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং) সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া এবং ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন করিয়া স্বস্তিসূক্ত ও 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি দ্বারা দেবতাসান্নিধ্য কল্পনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।" পরার্থে 'করিষ্যামি।' সঙ্কল্পসূক্ত-পাঠান্তে গণেশ ও 'গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ' 'পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ' ইত্যাদিরূপে ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দান করিবে। ষোড়শমাতৃকা যথা—গৌরী,

পদ্মা ২, শচী ৩, মেধা ৪, সাবিত্রী ৫, বিজয়া ৬, জয়া ৭, দেবসেনা ৮, স্বধা ৯, স্বাহা ১০, শান্তি ১১, পুষ্টি ১২, ধৃতি ১৩, তুষ্টি ১৪, আত্মদেবতা ১৫, কুলদেবতা ১৬। কুলদেবতার নমস্কারমন্ত্র যথা—"ওঁ মৎকুলে দেবতা ত্বং হি কুলালঙ্কারভূষিতে। কুলশ্রেষ্ঠো ভবিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি॥"

বসুধারাপাতবিধি যথা—দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে গোময়লিপ্তভিত্তিতে নাভিপ্রমাণ উর্দ্ধে ৭টি সিন্দূরের তিলক, তদূর্দ্ধে হরিদ্রা দ্বারা একটি অর্দ্ধচন্দ্র, তদূর্দ্ধে সিন্দূরপুত্তলিকা আঁকিয়া ঘৃতধারা মূল পর্য্যন্ত পাতিত করিবে। প্রত্যেক ধারাপাতে মন্ত্র পাঠ্য। মন্ত্র যথা—"ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্ দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ।" অনন্তর উপবেশন পূর্ব্বক "ওঁ চেদিরাজ বসো ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি করত "ওঁ চেদিরাজ-বসবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রণামমন্ত্র যথা—"ওঁ চেদিরাজ নমস্তভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। ক্ষুৎপিপাসামুদে দাস্ত চেদিরাজ নমোঽস্তু তে॥

আয়ুষ্যসূক্ত যথা—ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্।
ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়াবিশতুমাং॥

ওঁ ন তদ্রক্ষাংসি ন পিশাচাস্তরন্তি দেবানামোজঃ প্রথমজং হ্যেতৎ। যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। ওঁ যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যশুং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ। তন্ম আবধ্নামি শত শারদায়ায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসম্। ওঁ চেদিরাজ বসো ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।—শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বমুখে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুশাঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পাঠান্তে ভোজ্যোৎসর্গের জন্য ১টি, বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর, গঙ্গা ও ভূস্বামীর জন্য এক একটি ভোজ্য সাজাইয়া একেবারে অর্চ্চনা করিয়া লইবে, যথা—"ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে তিনবার জলপ্রোক্ষণ, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে যথাযথ অর্চ্চনা করিয়া উপুড় হাতে ভোজ্য ধরিয়া উৎসর্গ করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে (সৌরকৃত্যমাত্রে সৌরমাস রাত্যন্তেষ বিহিত,

অন্তর নহে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (বার্থে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা) (পরার্থে অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ) অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ (প্রতিনিধিস্থলে অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো মাতুরমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি প্রকারে উল্লেখ হইবে) অমুকগোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ এবং পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ পিতুঃ পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যাক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সম্বৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে "ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং" মন্ত্রে প্রত্যুদেশ করিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে, যথা—'অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসম্বৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" অচ্ছিদ্রাবধারণ—"ওঁ কৃতৈতৎ-সম্বৃতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য)। ব্রাহ্মণাসন—উত্তরমুখে বসিয়া বামভাগে প্রথমে দেবপক্ষীয় ২ পাত্র, তদুত্তরে মাতৃপক্ষীয় ২ পাত্র, তদুত্তরে পিতৃপক্ষীয় ২ পাত্র, তদুত্তরে মাতামহপক্ষীয় ২ পাত্র সজ্জিত করিয়া প্রত্যেক পাত্রে এক একটি ত্রিপত্র ও দুইগাছি কুশ দিবে। ৮টি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাভিমুখে "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" মন্ত্রে স্নান করাইয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" মন্ত্রে চন্দনানুলেপন পূর্ব্বক 'এষ গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' ইত্যাদিরূপে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল দ্বারা পূজান্তে দৈবে দুইটি, মাতৃপক্ষে ২টি, পিতৃপক্ষে ২টি, ও মাতামহপক্ষে ২টি ব্রাহ্মণ পশ্চিমাগ্র করিয়া দর্ভমুক্তাসনে স্থাপন করিবে। বাস্তুপূজা—"এষ গন্ধঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ সম্বৃতসোপকরণামান্নভোজ্যং, ইদমাচমনীয়ং, এতৎ তাম্বূলম্,

প্রণামমন্ত্র।—"ওঁ সর্ব্বে বাসুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাসুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্ত বিজ্ঞেয়ো বাসুদেব নমোঽস্তু তে।" বিষ্ণুস্মরণ—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে করিয়া 'এতৎপাদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' এইরূপে 'এষোঽর্ঘঃ, এতদাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, এতৎ বস্ত্রং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া 'ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক "ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ"মন্ত্রে গঙ্গাপূজা করত "এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপ-করণামান্নভোজ্যং ওঁ এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে ভোজ্য দিবে। পরে দৈবে কৃতাঞ্জলি-পুটে 'ওঁ কুরুক্ষেত্রেত্যাদি' ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি পাঠান্তে "ওঁ স্বাগতং ভবদ্ভ্যাম্" মন্ত্রে স্বাগতপ্রশ্ন (ওঁ সুস্বাগতম্ প্রতিবাক্য) ও "ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যতাম্" মন্ত্রে আসন নির্দ্দেশ (ওঁ আস্যতাম্ প্রতিবাক্য) করিয়া 'ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত গায়ত্রী ও 'ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ' মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া অনুজ্ঞা লইবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ এবং পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ পিতুঃ পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ বসুসত্যয়ো-র্বিশ্বেষাং দেবানামাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) দেবপক্ষে রক্ষোঘ্ন জলস্থাপন সর্ব্বসম্মত নহে। পরে মাতৃপক্ষে দৈববৎ—উপবীতী ও পাতিতদক্ষিণজানু হইয়া কুরুক্ষেত্রেত্যাদি. তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠ, স্বাগতপ্রশ্ন, আসন নির্দ্দেশ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল প্রোক্ষণ, গায়ত্রী, দেবতাভ্য ত্রিধা পাঠান্তে অনুজ্ঞা লইবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ এবং পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন) রক্ষোঘ্ন জল ব্রাহ্মণ-শিরোদেশে স্থাপিত পাত্রে "ওঁ রক্ষোঘ্নমুদক মমসি অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু" মন্ত্রে স্থাপন করিবে। ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাক্রমে যথাযথভাবে নাম-গোত্র উল্লেখ করত অনুজ্ঞা লইয়া রক্ষোঘ্ন জল স্থাপন করিবে।

আসনদান।—দৈবে অনুস্তান বামহস্তে ত্রিপত্র আসন দুইটি ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যো বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে নমঃ।" আসনদানান্তে জলগণ্ডূষ দিয়া অমন্ত্রক যববিকিরণ করিবে। মাতৃপক্ষে পূর্ব্ববৎ আসন ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এবং পিতামহি প্রপিতামহি এতে তে দর্ভাসনে নমঃ।" নিবেদন পূর্ব্বক গণ্ডূষজল দানান্তে "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্যভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে যববিকিরণ করিবে। ঐরূপ পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে বিভিন্ন নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক নিবেদন করিবে এবং জলদান, যববিকিরণ পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে কর্ত্তব্য।

আবাহন।—যব হস্তে "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরিক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্। ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি" মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক অমন্ত্রক যব বিকিরণ করিবে। পিতৃপুরুষের নিম্নোক্ত মন্ত্রে একযোগে আবাহন কর্ত্তব্য, যথা—যব হস্তে "ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄনাবাহয়িষ্যে।" (ওঁ আবাহয় প্রতিবচন) অনুমতি লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্, "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।" বলিয়া ৬টি পাত্রে যব ছড়াইয়া দিবে।

অর্ঘস্থাপন।—ব্রাহ্মণাসনসমীপে উত্তরাগ্র কুশোপরি দৈবপক্ষে ২টি পাত্র, মাতৃপক্ষে ৩টি, পিতৃপক্ষে ৩টি ও মাতামহপক্ষে ৩টি পাত্র পাতিয়া তাহাতে "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে প্রাদেশ-(বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত) প্রমাণভাবে ছেদন করিয়া বাম হস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তে গৃহীত কুশবারি দ্বারা 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে শোধন করত পূর্ব্বস্থাপিত এক একটি পাত্রে রাখিয়া "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্রে স্নান করাইবে। এইরূপ ১১টি পবিত্রেরই কর্ত্তব্য। পরে দেবপক্ষীয় অর্ঘপাত্রদ্বয়ে ওঁ 'যবোঽসি

যবরাস্বদ্ধেষো যবয়ারাতীঃ' মন্ত্রে যব দিয়া "ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোষবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা" মন্ত্রে অপরাপর নয়টি পাত্রে যব দিবে। অনন্তর প্রত্যেক পাত্রে অমন্ত্রক অর্ঘ সজ্জিত করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করত অনুজ্ঞা লইবে, যথা – দৈবে—"ওঁ অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘপাত্রে স্তাং" (ওঁ স্তাং প্রতিবচন) উদ্ঘাটন পূর্ব্বক 'ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ' মন্ত্রে দুইটি ব্রাহ্মণে পবিত্রদ্বয়ার্পণ, 'ওঁ জলান্তরং নমঃ' মন্ত্রে পাত্রান্তরীয় জল দান, 'ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ' মন্ত্রে অন্য পুষ্প দান, 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্রদ্বয় আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু" মন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক বামাম্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ লইয়া "বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতৌ বো-ঽর্ঘৌ নমঃ" মন্ত্রে দুই ব্রাহ্মণে এক একটি অর্ঘ দিবে। এইরূপ সকল পক্ষেই কর্ত্তব্য। মাতৃপক্ষে অনুজ্ঞা যথা—"ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্যর্ঘপাত্রাণি সন্তু" (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) উদ্ঘাটন, ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রদান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দান, শিরঃ প্রভৃতি পূজা পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে অর্ঘজল অভিমন্ত্রিত করিয়া উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এষ বোঽর্ঘো নমঃ। অন্যান্য অর্ঘদান ও অন্যপক্ষীয় অর্ঘদান একই প্রকার। কেবল নাম, গোত্র, সম্বন্ধোল্লেখ পৃথকভাবে করিতে হয়। সকল অর্ঘদানান্তে অর্ঘপাত্রের সংস্রবজল প্রথমপাত্রে (মাতৃপাত্রে) রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত বামপার্শ্বে কুশোপরি "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" মন্ত্রে অধোমুখভাবে ন্যুব্জীকরণ করিবে।—তদুপরি কুশ দ্বারা আচ্ছাদন কর্ত্তব্য।

গন্ধাদিদান।—দৈবে—দুই ভাগে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র বামহস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাচ্ছা-দনানি নমঃ, ওঁ এষ বো গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ), ওঁ এতদ্বঃ পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং), ওঁ এষ বো ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ), ওঁ এষ বো দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ), ওঁ এতদ্ব আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)" মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে গন্ধাদি দিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ কৃতৈতদ্‌গন্ধাদিদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া মাতৃপক্ষে দুই ভাগে গন্ধাদি লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি এবং পিতামহি প্রপিতামহি

এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি নমঃ, ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ)' ইত্যাদিরূপে দান করিয়া পূর্ব্ববৎ অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে গন্ধাদিদান—নাম, গোত্র, সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রীতিতে কর্ত্তব্য। অবশেষে প্রত্যেকের অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। সামর্থ্যানুসারে, দৈবপক্ষে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যজ্ঞোপবীতদান বিধেয়।

অন্নদান।—কৃতাঞ্জলিপুটে দৈবাদিক্রমে প্রত্যেকের অনুজ্ঞা লইবে। "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে ?" (ওঁ পাতয় প্রতিবচন) "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে ?" (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে সঘৃত প্রক্ষালিত আমান্ন লইয়া অগ্নৌকরণ করিবে। যথা—"ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা (একবার জলে তণ্ডুল ক্ষেপ) ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" (দ্বিতীয়বার জলে তণ্ডুল ক্ষেপ) অমন্ত্রক দুইবার জলে তণ্ডুল ফেলিয়া দেবপাত্রে বারদ্বয়, মাতৃ প্রভৃতি পাত্রে বারত্রয় দিয়া পিণ্ডার্থ অবশিষ্ট রাখিবে। দৈবাদিক্রমে উপর্য্যধঃস্থিত অধোমুখ দক্ষিণবামহস্তদ্বয়ে ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা" এই মন্ত্রপাঠান্তে আমান্নাদি পরিবেশন পূর্ব্বক দৈবে—"ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব বা ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে' মন্ত্রে অন্নোপরি দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ নখস্পর্শরহিতভাবে স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক যব দিবে। মাতৃপক্ষাদিতে 'বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব বা ইদং বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অনখ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন পূর্ব্বক'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে যবদান কর্ত্তব্য। দৈবে—অন্নে ঘৃত, মধু (অভাবে ইক্ষুগুড়) দিয়া গায়ত্রী ও'ওঁ মধু মধু মধু' মন্ত্র জপান্তে অন্নোৎসর্গ করিবে, যথা—বামহস্তে (অধোমুখ) দেবপাত্রদ্বয় ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্ব আমান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সযবোদকং নমঃ।" বলিয়া জলের ছিটা দিবে, ব্রাহ্মণে 'গণ্ডূষজলং বো নমঃ' মন্ত্রে জল দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—"ওঁ ইদম্ আমান্নম্ ইমাঃ সযবা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি যথাসুখং বাগ্যতাঃ স্বদত।" শেষে গায়ত্রী ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। মাতৃপক্ষে—অন্নে ঘৃত, মধু দিয়া গায়ত্রী ও ওঁ মধু মধু মধু মন্ত্র পড়িয়া পাত্রত্রয় ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকীদেবি পিতামহি প্রপিতামহি এতত্ত আমান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সযবোদকং নমঃ।" 'গণ্ডূষজলং তে নমঃ' মন্ত্রে গণ্ডূষজল দিয়া প্রত্যুদ্দেশ করিবে, যথা—'ইদমামান্নং ইমাঃ সযবা' ইত্যাদি। শেষে গায়ত্রী এবং মধু বাতা ও মধু মন্ত্র পাঠ্য। ঐরূপ প্রণালীতে পিতৃপক্ষে ও

মাতামহপক্ষে অন্নোৎসর্গ কর্ত্তব্য। "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্‌-ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া শ্রাব্য পাঠ করিবে. যথা—গায়ত্রী, মধু বাতা ইত্যাদি, "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য" ইত্যাদি "ওঁ যোগীশ্বরম্ যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।" ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ ইত্যাদি, ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি।

অগ্নিদগ্ধা-বিকিরদান।—দেবপিতৃপক্ষ মধ্যস্থানে পূর্ব্বাগ্র কতিপয় কুশ পাতিয়া তদুপরি যবোদক দিয়া সর্ব্ববিধ অন্ন কিয়ৎপরিমাণে লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" এই মন্ত্রদ্বয় ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর হস্তপ্রক্ষালন, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, দক্ষিণকর্ণস্পর্শ করিয়া কুশহস্তে মাতৃ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে "ইদমাচমনীয়জলং ওঁ তে নমঃ" মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণে,ত্রিইদমাচমনীয়োদকং "ওঁ বো নমঃ" মন্ত্রে আচমনীয়-জল দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতা মধু মন্ত্র পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "ওঁ শেষমন্নম-প্যস্তি ক দেয়ম্" (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্ প্রত্যুত্তর)

পিণ্ডদান।—"ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)। পরে ব্রাহ্মণসম্মুখে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণ ৯টি মণ্ডল করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্‌ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।" "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" ও 'ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে মণ্ডলমধ্যে দুইগাছি কুশাগ্র দ্বারা একটি উত্তরাগ্র রেখা করিবে। তদুপরি উত্তরাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িবে। ওঁ অপহতা ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক রেখায় যব

বিকিরণ কর্ত্তব্য। বামহস্তে রেখা ধরিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তদুপরি সযব জল দিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি অবনেনিক্ষ্ব নমঃ।" ঐরূপ পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নামগোত্র ও সম্বন্ধোল্লেখ পূর্ব্বক প্রত্যেক মণ্ডলে রেখার উপর অবনেজন দিবে। হুতশেষ পিণ্ডে মিশাইয়া 'ওঁ মধু বাতা' ও মতান্তরে 'ওঁ অক্ষন্নমী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এতত্তে পিণ্ডং সযবোদকং নমঃ" মন্ত্রে দৈবতীর্থে (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ) অবনেজনস্থানে পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। ঐরূপ পিতামহী প্রভৃতিরও ৮টি পিণ্ড যথাযথ নাম-গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া মণ্ডলে প্রদান করিবে। পিণ্ডসমীপে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া পিতৃপক্ষে আস্তীর্ণ পিণ্ডাধার কুশ দ্বারা হস্তলেপ লইয়া "ওঁ লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়স্তাম্" (ওঁ প্রীয়স্তাম্ প্রতিবাক্য) এই মন্ত্রে একবার পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন. আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া মস্তকোপরি বামাবর্ত্তে অঞ্জলি ঘুরাইবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়ধ্বং।" শ্বাস ধরিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে উত্তরমুখে পরিত্যাগ করিবে, যথা—"ওঁ অমী মদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।" পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালনজল প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে,—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এতত্তে প্রত্যবনেনিক্ষ্ব নমঃ' এইরূপ পিতামহী প্রভৃতি ৮টি পিণ্ডে ঐ জল যথাযথ নাম-গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া দিবে। পরে নীবীমোক্ষণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—"ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শোষায়, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো জীবায়, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ পুষ্ট্যৈ, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো মন্যবে, ওঁ নমো বোঃনান্দীমুখাঃ পিতরো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ, ওঁ গৃহান্নো নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত, ওঁ সদো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো দেষ্ম।" শুক্লবস্ত্রদশাজাত সূত্র লইয়া "ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ" এই মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে দিয়া বাম হস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এতত্তে বাসো নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্ন নাম,গোত্র ও সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে। পরে অমন্ত্রক পিণ্ডপূজা করিয়া পিতৃপুরুষকে বসু, রুদ্র ও আদিত্যরূপ চিন্তা করত তাঁহাদিগের সূর্য্যবৎ তেজস্বী মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। পিণ্ডাগ্রে "ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্ত" মন্ত্রে

(ওঁ অস্তু প্রতিবচন) জলসেক, 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে জলদান, 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' মন্ত্রে পুষ্পদান, 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' মন্ত্রে যবদান করিয়া অক্ষয্যোদকদান করিবে,যথা—যব, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল লইয়া"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতরঃ অমুকীদেব্যোঽস্মিন্ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে দত্তেনানেন অন্নপানাদিনা প্রীয়ন্তাম্" (ওঁ প্রীয়ন্তাং প্রতিবচন)। এইরূপ অপর ৮ পুরুষের নাম,গোত্র ও সম্বন্ধ প্রথমান্তভাবে নির্দ্দেশ করিয়া অক্ষয্যদান করিবে। পরে"ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু।" (ওঁ সন্তু) "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাম্) বলিয়া আশীর্গ্রহণ করিবে, যথা—"ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্" (ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্) "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিস্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু (.ওঁ অস্তু প্রতিবচন) ওঁ এতাঃ সত্যা আশিষঃ সন্তু (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) ওঁ পিতৃবর-প্রসাদোঽস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবচন)

পুষ্টিবাচন।—সাগ্র কুশপত্রদ্বয়যুক্ত কতিপয় কুশ প্রত্যেক পিণ্ডোপরি দিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ নান্দীমুখীম াতৃর্বাচয়িষ্যে" মন্ত্রে অনুজ্ঞাগ্রহণ (ওঁ বাচ্যতাম্ প্রতিবচন) পূর্ব্বক "ওঁ নান্দীমুখ্যো মাতরঃ প্রীয়ন্তাম্" মতান্তরে "নান্দীমুখীভ্যো মাতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্" ইত্যাদি (ওঁ প্রীয়ন্তাম্ প্রতিবচন) "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং পুষ্টয়ঃ স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৄন্" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জলসেক দ্বারা তর্পণ করিতে হয়। পরে "ওঁ পিণ্ডানি সম্পন্নানি" প্রশ্ন করিয়া (ওঁ সুসম্পন্নানি প্রতিবাক্য) 'ওঁ পিণ্ডানি গয়াং গচ্ছন্ত' মন্ত্রে গয়ার দিকে কিঞ্চিৎ চালনা করিবে।

দক্ষিণাদান। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রাক্ষা, আমলক, আর্দ্রক ও যব দক্ষিণা লইয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকী-দেব্যাঃ এবং পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাদ্গুণ্যার্থং দক্ষিণামেতান্ দ্রাক্ষামলক-মূল-যবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকানর্চ্চিতান্ অথবা দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলক-মূল-যব-মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" ঐরূপে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণাদান করিয়া দেবপক্ষে দক্ষিণাদান করিবে,যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য

অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ এবং পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ পিতুঃ পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলবন্মূল্যং কাঞ্চনমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" 'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং' বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত 'ওঁ প্রীয়ন্তাং' বলিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা 'দেবতাভ্য' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ত্রিপত্র দ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে "ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।" মন্ত্রে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক 'ওঁ আমাবাজস্য প্রসব' ইত্যাদি মন্ত্রে জলধারা সহ ব্রাহ্মণগণের অনুগমন করত "ওঁ পিতা স্বর্গ" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃস্তুতি ও প্রণাম করিবে।

অন্নপ্রতিপত্তি—'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অম্ভসে নমঃ' মন্ত্রে জলপূজা করিয়া প্রত্যেক পাত্র হইতে কিছু কিছু আমান্ন লইয়া 'যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়মামান্নম্ অম্ভসি সমর্পিতম্' মন্ত্রে জলে নিক্ষেপ করিবে। ঐ পিণ্ডগুলিও 'পিণ্ডান্যপি জলে সমর্পিতানি সন্তু।" মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর (বিশেষ বিধি না থাকিলেও সামান্যতঃ সামবেদীয় শ্রাদ্ধে উক্ত) বৈগুণ্যশান্তি করিয়া দীপাচ্ছাদন, হস্তকুশ ত্যাগ, সূর্য্যপ্রণাম, বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ, কর্ম্মফলসমর্পণাদি উদীচ্যকর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।

ঋগ্বেদীয়-শ্রাদ্ধপ্রকরণ

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।—প্রেতস্নপনাদি সমস্তই সামবেদীয়বৎ, কেবল প্রেতকে চিতায় পূর্ব্বশিরা শয়ন করাইবে। পিণ্ডদানে বিশেষ বিধি লিখিত হইতেছে।

পিণ্ডদান

"ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণাবধি দক্ষিণাগ্র বামাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া "ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ" এই মন্ত্রে কুশোপরি তিল জল দিয়া ঘৃত, মধু, তিল, মোটকসংযুক্ত পিণ্ড লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত (স্ত্রীলোক হইলে অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকীদেবি) অমুকদেবশর্ম্মন্নেষ তে পিণ্ডঃ সতিলোদক

উপতিষ্ঠতাম্' মন্ত্রে রেখোপরি দান করিবে। পরে অমন্ত্রক পিণ্ডাস্তরণকুশ দ্বারা করঘর্ষণান্তে পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালন জল লইয়া "ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ' এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। তদুপরি অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া পিণ্ডার্দ্ধ শবমুখে দান করিবে। পরে 'ওঁ দেব শ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্ত' মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া 'ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেতমুখে অর্পণ কর্ত্তব্য। অন্যান্য বিধি সামবেদীয়বৎ।

প্রেততর্পণ

"ওঁ অপনঃ শোশুচদঘং' এই মন্ত্রে জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দাহকারিগণ বামহস্তের অনামিকা দ্বারা জল আলোড়ন পূর্ব্বক একবারমাত্র ডুব দিয়া আচমন পূর্ব্বক বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণমুখে তিনবার বা একবার সতিল জলাঞ্জলি প্রেতের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিবে, মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব'." অঞ্জলিত্রয় দানে অধিক ফল হইয়া থাকে বলিয়া তিন অঞ্জলি জলদানের ব্যবহার আছে। পরে পুনঃ স্নানাদি অন্যান্য কার্য্য সামবেদীয়বৎ করিবে।

ঋগ্বেদি-পূরক-পিণ্ড দান

দুই প্রসৃতি (কোশ বা আঁচলা) তণ্ডুল আমপক্ব করিয়া আচমন, দক্ষিণমুখ, বিকৃতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া জলসমীপে পিণ্ডস্থান পরিষ্কার পূর্ব্বক 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণাবধি বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তাহা জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া "ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ" মন্ত্রে তদুপরি সতিল জল দিবে। পরে ঘৃত-মধু-তিলযুক্ত পিণ্ড লইয়া 'অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ এষ প্রথমঃ পিণ্ডঃ পূরকঃ (মতান্তরে প্রথমঃ পিণ্ডঃ শিরঃপূরকঃ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যমতে কেবল 'পূরকঃ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।) পিণ্ডাস্তিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল লইয়া "ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ" এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। ঊর্ণাতন্ত (মেষলোম-সূত্র) লইয়া "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মানোতোঽন্যৎ প্রেতা যুঞ্জ্বং" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিয়া বামহস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত

অমুকদেবশর্ম্মণ্রেতদ্ ঊর্ণাতন্তুময়ং বাসস্ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া মৃন্ময়পাত্রস্থ সতিল জল বাম হস্তে ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মণ্রেতন্-মৃন্ময়পাত্রস্থ-সতিলোদকং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে নিবেদন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ড পূজা করিবে। পিণ্ডসংখ্যানুসারে জলপাত্র উৎসর্গ করিতে হয়। অতঃপর সায়ংকালে আমপাত্রে "ওঁ নীরায় নমঃ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনান্তে 'অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ স্নানার্থং নীরং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্ অত্র স্নাহি" এই বলিয়া জলদানান্তে পানার্থ দুগ্ধ নিবেদন করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ ক্ষীরায় নমঃ"মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ পানার্থং ক্ষীরং ত্বাম্ উপতিষ্ঠতাম্ ইদং পিব।" পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে, "ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব। ওঁ আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব।" পরে পিণ্ড বাষ্পহীন হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে।

কাকবলি

"ওঁ যমদ্বারাবস্থিতনানাদিগ্‌দেশীয়বায়সেভ্যো নমঃ," মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা বায়সপূজা করিয়া অন্নপিণ্ড দ্বারা বায়সবলি দিবে, যথ—"ওঁ এতস্মৈ বলয়ে নমঃ" মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক-দেবশর্ম্মণস্তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানাদিগ্‌দেশীয়বায়সেভ্য এষ বলির্নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পড়িবে, যথা—"ওঁ কাক ত্বং যমদূতো-ঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্। যমলোকগতং প্রেতং ত্বমপ্যাপ্যায়িতুমর্হসি।" "ওঁ কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে। অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি।"

ঋগ্‌বেদি চতুর্থ্যাশান্তি

অশৌচান্ত-দ্বিতীয়দিনে সূর্য্যোদয়ানন্তর শ্রাদ্ধাধিকারী অবগাহন স্নান করিয়া মঙ্গলজনক—ঘৃত, গো, হিরণ্য, জল স্পর্শ করত অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক

ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইবে। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ চতুর্দ্ধাশান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" এইরূপ "ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" "ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ যথাক্রমে 'ওঁ পুণ্যাহং' 'ওঁ স্বস্তি' 'ওঁ ঋধ্যতাম্' তিনবার বলিবেন। পরে ওঁ স্বস্তি'নো মিমীতা ইত্যাদি স্বস্তি-সূক্ত পাঠ করিয়া চারিটি পাত্রে জল, তিল, তুলসী, ত্রিপত্র, পান ও সুপারি দিয়া প্রথমপাত্রে হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক গায়ত্রীপাঠান্তে "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ (বিশ্বেদেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ) শান্তিরেব শান্তিঃ (সা মা শান্তিরেধি)।" পুনশ্চ গায়ত্রীপাঠ। ১। পরে দ্বিতীয়পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রীপাঠান্তে "ওঁ শন্নো দেবীঃ" ইত্যাদি "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ অগ্নয়ো ন সহোবাচ বিজ্ঞায়তেহাস্তি হিরণ্যস্যোপাত্তং গোঽশ্বানাং দাসীনাং প্রবরাণাং পরিধানানাং মা নো ভবান্নহোরণং তস্যা উপর্য্যস্যাবদান্যোঽভূদিতি স বৈ গোতমতীর্থেনেক্ষাসা ইত্যুপোষ্যান্তরমিতি বাচাহমস্থৈব পূর্ব্বমুপয়ন্তি সহো বাপায়নকর্ত্তা উবাচ সহোবাচ দেবেষু বৈ গোতম তদ্ব্রতবেষু মনুষ্যাণাং ব্রূহি অহিনার্চ্চসঃ। ওঁ দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ।" পুনর্গায়ত্রীপাঠ। ২। অতঃপর তৃতীয় শান্তির পূর্ব্বে বাম হস্ততলে শর্করা (খাব্‌রা) ও কুলথকলাই লইয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক নিষ্ঠীবনক্ষেপ (থুথু ফেলিয়া) ও আচমন করিয়া তৃতীয় পাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে "ওঁ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা। শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শংযোঃ। ওঁ শন্নো দেবীরগ্নয়ঃ পাবকাঃ শন্নো দিব্যা আপঃ পৃথিবীর্যা তস্মাদিব্যো বিশ্বেদেবা ভবন্তু নঃ শন্নঃ সন্তু যজ্ঞাঃ।" ওঁ স্যোনা পৃথিবীত্যাদি। ওঁ আপো হি ষ্ঠেতি। ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম ইতি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরিত্যাদি। ওঁ দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে। "ওঁ দৃতে দৃংহ মামিত্রস্য" ইত্যাদি "সমীক্ষামহে" ইত্যন্ত পাঠান্তে জ্যোক্ তে সন্দৃশি জীব্যাসং

জ্যোক্ তে সন্দৃশি জীব্যাসম্। ওঁ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্বর্চ্চিষে। অন্যাঁস্তে অস্মত্তপন্ত হেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। ওঁ নমস্তে অস্ত বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে ভগবন্নস্ত যতঃ স্বঃ সমীহসে। ওঁ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু। শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ। ওঁ সুমিত্র্যান আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্র্যাস্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্। ওঁ তদস্তু মিত্রাবরুণাস্তু মুঞ্চস্বন্তু দেব্যো মানস্বা গৃহ্নাতু বিশ্বেদেবাস্ত্বা গৃহ্নাতুবিশ্বেদেবাস্ত্বয়ি জগাম। ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎ প্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদপ্য বিদূরৈঃ পরং পশুনা লভতে গৃহাণে বৈ জিগমিষ পশূনাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠতি। পুনর্গায়ত্রী পাঠ। ৩। চতুর্থপাত্রে হস্ত দিয়া গায়ত্রী ওঁ শম্মা বাতেন্দ্রজীব যস্মাৎ কোষাৎ পৃথিবী শান্তিরেব তে। যতোঽস্মাজ্জীবঃ পবমাত্মা স ইন্দ্রো বাহ্যশৌচমন্তঃশৌচং দধাতু। ওঁ স্বস্তি নো তত্রাভিষিঞ্চামি। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তত্রাভিষিঞ্চামি। ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যস্ত্বয়ি জগাম। ওঁ ইন্দ্রঃ পুনীতী সহ মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরুণঃ সমীচ্যা। যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুনাতু মা জাতবেদামূর্জ্জয়ন্ত্যা পুনাতু। ওঁ যস্মাৎ কোষাৎ শতপাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্য চ কিঞ্চিদন্যৎ জাতস্য যচ্চাপি চ বর্দ্ধতো মে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি। ওঁ গোঘ্নাত্তস্করত্বাৎ স্ত্রাবধাদ্ যচ্চ কিল্বিষম্। পাপকঞ্চ চরণেভ্যস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি। ওঁ অস্মত্রাতা দেবত্রাতা গচ্ছ প্রদাতারং শতপাপমুগ্রমাবিশতি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্ব্বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ। পুনর্গায়ত্রী। ৪। সর্ব্বপাত্রের জল একপাত্রে আনিয়া তাহা দ্বারা গৃহস্থিত সকল দ্রব্য প্রোক্ষিত করিবে।

ঋগ্বেদি-ষোড়শদানপ্রয়োগ।

অগ্রে ভূমিদান। যথা—আচমন করত করপুটে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্ত্বিহ" ইহা পাঠ পূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ এতদ্ভূম্যৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার ভূমি অর্চ্চনা করত (ভূমি-মূল্যস্থলে "ওঁ এতস্মৈ

সবস্ত্র-সশস্ত-সাধার প্রিয়দত্তভূমিমূল্যায় নমঃ।")—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধি-পতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে এবং বামহস্তে ভূমি ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত সজল কোশার মধ্যে রাখিয়া ত্রিপত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোক-মোদমানত্ব-কাম ইমাং সাচ্ছাদনাং প্রিয়দত্তাং ভূমিং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বলিয়া দানীয় দ্রব্যে জলের প্রক্ষেপ দিয়া উৎসর্গ করিবে। 'অদ্যেত্যাদি" হইতে 'দ্বিতীয়েঽহ্নি" পর্য্যন্ত সকল দানবাক্যেই উচ্চার্য্য।

তৎপরে প্রত্যুদ্দেশ করিয়া দক্ষিণা, যথা,—প্রথমতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দক্ষিণা-দ্রব্য অর্চ্চনা করত 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক মোদমানত্ব কামনয়া কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদনৈতদ্ভূমি-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্য উৎসর্গ করিবে।

আসন।—প্রোক্ষণান্তে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদনদার্ব্বাসনায় নমঃ" (বিচিত্রাসনসমন্বিত হইলে বাক্যে "দার্ব্বাসনসহিত-বিচিত্রাসনায় নমঃ" ইহা উল্লেখ্য, সর্ব্বপ্রথমে প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য) আসন বারত্রয় অর্চ্চনা, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ" অথবা শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ইহা সর্ব্বত্রই বলা যায় ও "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত নিম্নোক্তরূপ বাক্যে আসন উৎসর্গ করিবে, যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনদার্ব্বাসনম্ উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

দক্ষিণা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-দার্ব্বাসন-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং—"প্রভৃতি।

জল।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদনতৈজসাধারজলায় নমঃ" বাক্যে বারত্রয় জলের অর্চ্চনা করত বরুণাধিপতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূর্ব্বরূপ অর্চ্চনা করত নিম্নকথিতরূপ বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-তৈজসাধারজলং বরুণদৈবতং—"প্রভৃতি।

দক্ষিণা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-তৈজসাধার-জলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" প্রভৃতি।

বস্ত্র।—প্রোক্ষণান্তে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদনবস্ত্রায় নমঃ" বাক্যে বস্ত্র অর্চ্চনা পূর্ব্বক অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদান-ব্রাহ্মণের পূজা করত নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য" প্রভৃতি "স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনং বস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং—"ইত্যাদি প্রকার।

দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-বস্ত্রদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং—" প্রভৃতি।

দীপ।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদন-তৈজসাধাব-দীপায় নমঃ" বাক্যে দীপের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অধিপতি বিষ্ণু ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করত নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিতে হয়, যথা—

"অদ্যেত্যাদি ·অমুকগো৹" ইত্যাদি বলিয়া "স্বর্গকাম ইমং সাচ্ছাদন-তৈজসাধারদীপং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং—" ইত্যাদি প্রকার।

দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদন-তৈজসাধার-দীপদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং—"প্রভৃতি।

অন্ন।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদনসঘৃতোপকরণতৈজসাধারামান্নায় নমঃ" বাক্যে অন্নের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অধিপতি প্রজাপতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করত নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিতে হয়, যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-সঘৃতোপকরণ-তৈজসাধারমামান্নং প্রজাপতিদৈবতং—"প্রভৃতি।

দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদন-তৈজসাধারসঘৃতোপকরণান্নদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং—"প্রভৃতি।

তাম্বূল।—"এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদন-তৈজসাধারতাম্বূলায় নমঃ" বাক্যে তাম্বূলের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করত নিম্নকথিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন-তৈজসাধার-তাম্বূলং বৃহস্পতিদৈবতং"—প্রভৃতি।

দক্ষিণা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন তৈজসাধার-তাম্বূলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং—" প্রভৃতি।

এই প্রকার ছত্র (অধিপতি উত্তানাঙ্গিরস দেবতা), গন্ধ (অধিপতি গন্ধর্ব্বদেবতা), মাল্য (অধিপতি বনস্পতিদেবতা), ফল (অধিপতি প্রজাপতিদেবতা), শয্যা ও পাদুকা (অধিপতি উত্তানাঙ্গিরস্‌দেবতা), পূর্ব্বকথিত নিয়মে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা দিবে।

গো।—ধেনু পূর্ব্বমুখী রাখিয়া উক্ত প্রোক্ষণান্তে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্যৈ সাচ্ছাদন-ধেনবে নমঃ" বাক্যে বারত্রয় অর্চ্চনা করত পূর্ব্ববৎ অধিপতি রুদ্র ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করিবে এবং নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষবস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥ ওঁ দেবস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥ ওঁ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীর্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ। যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্ব্বরদাঽস্তু মে॥ ওঁ চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ (চৈব) বিভাবসোঃ। চন্দ্রার্কশক্র-লক্ষ্মীর্যা ধেনুরূপাঽস্তু সা শ্রিয়ে॥ ওঁ স্বধা ত্বং পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা হব্যভুজো যতঃ। সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে। ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বদেবীময়ীস্তথা। সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকমপি স্থিরম্। প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায় তাম্॥

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইমাং সাচ্ছাদন-সবৎস-ধেনুং রুদ্রদেবতাকাং" প্রভৃতি।

দক্ষিণা।—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদন-ধেনুদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" প্রভৃতি (গোমূল্য হইলে 'ধেনু' স্থলে গোমূল্যের উল্লেখ কর্ত্তব্য।) অধিপতি বিষ্ণু। তৎপরে পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা ও বাক্য পাঠ পূর্ব্বক কাঞ্চন (অধিপতি অগ্নি) ও রজত (অধিপতি চন্দ্র) দান পূর্ব্বক দক্ষিণা দান করিবে। কাঞ্চনদানে রজত দক্ষিণা। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধানাদি করিবে।

ঋগ্‌বেদি-বৃষোৎসর্গ

গোষ্ঠে বা পবিত্র ভূমিতে পূর্ব্বোত্তরনিম্নস্থানে গোময় লেপন করিয়া যজমান তিলক ধারণ ও শিখাবন্ধন, উত্তরীয় ও কুশাঙ্গুরীয় পরিধান

পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে আচমন করত স্মার্ত্তমতে প্রথমতঃ পুণ্যাহাদি বাচনান্তে সঙ্কল্প কর্ত্তব্য। সম্প্রদায়মতে প্রথমতঃ সঙ্কল্প করিয়া পুণ্যাহ-স্বস্তি-ঋদ্ধিবাচন বিহিত। পুণ্যাহাদিবাচন যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহং' তিনবার বলিবেন। ঐরূপ 'ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু' 'ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু' মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিয়া নিম্নোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে। স্মার্ত্তমতে সর্ব্ববেদিসাধারণ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি পাঠ্য। মতান্তরে "ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা মশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বৃ-ভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যেরেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্র-মসাবিব। পুনর্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো-নাবমিবা-রুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রযত-পাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু।" এইরূপ স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি দ্বারা সান্নিধ্য কল্পনা করত সঙ্কল্পবাক্য পড়িবে, যথা—উত্তরমুখে "ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকবিমুক্তি-পূর্ব্বক-স্বর্গলোক-গমন-কামঃ সোপকরণবৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-সোপকরণ-বৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি।' স্বার্থে করিষ্যে। প্রেতবৃষোৎসর্গ ব্যতিরিক্তস্থলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।

পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—"ওঁ যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী মহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।" অতঃপর হবিঃ-অক্ষয়ত্ব-কামনায় মহাভারত নামোচ্চারণের ও আচারাৎ বিরাটপর্ব্ব পাঠনার সঙ্কল্প কর্ত্তব্য।

বরণ—যজমান স্বয়ং পূর্ব্বমুখে থাকিয়া ব্রতীকে উত্তরমুখে বসাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন, ওঁ "সাধু ভবানাস্তাম্ (ওঁ সাধ্বহমাসে প্রত্যুত্তর) ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ (ওঁ অর্চ্চয় প্রতিবচন)।" বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প

দিয়া, গন্ধ, পুষ্প, তাম্বূল, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র ও অঙ্গুরীয় দানে তুষ্ট করিয়া দক্ষিণ জানু ধারণ পূর্ব্বক বরণ করিবেন, যথা—"ওঁ তৎসৎ অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত-বৃষোৎসর্গ-কর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায় অমুকগোত্রং শ্রীমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" (ওঁ বৃতোঽস্মি প্রতিবাক্য।) "ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।" (ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি প্রতিবাক্য) স্বয়ং হোমাসামর্থ্যে হোতাকেও বরণ করিবে। বাক্য পূর্ব্ববৎ। বিশেষ যথা—হোতৃবরণে—হোতৃকর্ম্মকরণায়, আচার্য্যবরণে—আচার্য্যকর্ম্মকরণায়, সদস্যবরণে—সদস্যকর্ম্মকরণায়, একের দ্বারা উভয় কার্য্য করাইতে হইলে অমুকামুককর্ম্মকরণায়, বিরাটপাঠে—"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-শ্রীমন্মহাভারতান্তর্গত 'ওঁ জনমেজয় উবাচ' কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহা ইত্যাদি, নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ' ইত্যন্তবিরাটপর্ব্বপাঠনাকর্ম্মণি তৎপাঠ-কর্ম্মকরণায়, কতিপয়াধ্যায়পাঠস্থলে—অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-বিরাটপর্ব্বীষাধ্যায়-কতিপয়-পাঠনাকর্ম্মণি তৎপাঠ-কর্ম্মকরণায় এইরূপ উল্লেখ করিবে। পরে হোতা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্রপূত শ্বেতসর্ষপ দ্বারা রক্ষা-সম্পাদন করিবেন। মন্ত্র যথা—ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণৌ বাং, বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ। অতঃপর পাবমানী সূক্ত ও পুরুষসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—

"যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসং। সর্ব্বং সম্পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতবিশ্বনা। "ওঁ পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্। তস্মৈ সরস্বতীদুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্। পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চ্যুতঃ। ঋষিভিঃ সংভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্। পাবমানীর্দিশন্তু ন ইমং লোকমথো অমুম্। কামান্ সমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দেবৈঃ সমাহিতাঃ॥ যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা। তেন সহস্রধারেণ পাবমান্যঃ পুনন্তু মাম্। প্রাজাপত্যং পবিত্রং শতোদ্যামং হিরন্ময়ম্। তেন ব্রহ্মবিদোবয়ং পূতং ব্রহ্ম পুনীমহে। ইন্দ্রঃ পুনীতী সহ মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরুণঃ সমীচ্যা। যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ

পুনাতু মা জাতবেদা মূর্জ্জয়ন্ত্যা পুনাতু। ঋষয়স্ত তপস্তেপুঃ সর্ব্বে স্বর্গজিগীষবঃ। তপসন্তপসোঽগ্রান্ত পাবমানীঋ্ঁচোঽব্রবীৎ। ওঁ যন্মে গর্ভে বসতঃ পাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্য চ কিঞ্চিদন্যৎ। জাতস্য চ যচ্চাপি চ বর্দ্ধতোমে তৎপাবমানীভিরহং পুনামি॥ মাতাপিত্রোর্যন্ন কৃতং বচোমে যৎ স্থাবরং জঙ্গমমাবভূব। বিশ্বস্য তৎ প্রহৃষিতং বচোমে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি॥ ক্রয়বিক্রয়াদ্‌যোনিদোষাদ্‌ ভক্ষ্যাদ্‌ ভোজ্যাৎ প্রতিগ্রহাৎ। অসংভোজনাচ্চাপি নৃশংসং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি॥ বালঘ্নাৎ মাতৃপিতৃবধাদ্‌ ভূমিতস্করাৎ সর্ব্ববর্ণ-গমন-মৈথুন-সঙ্গমাৎ। পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ সদ্যঃ প্রহরতি সর্ব্বদুষ্কৃতং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি। ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ স্বর্ণস্তেয়াদ্‌ বৃষলিগমন-মৈথুন-সঙ্গমাৎ। গুরোর্দারাধিগমনাচ্চ তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি। গোঘ্নাৎ তস্করত্বাৎ স্ত্রীবধাদ্‌যচ্চ কিল্বিষম্‌। পাপকঞ্চ চবণেভ্যস্তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি॥ ওঁ দুর্যষ্টং দুরধীতং পাপং যচ্চাজ্ঞানতো কৃতম্‌। অযাজিতাশ্চাসংযাজ্যাস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি॥ অমন্ত্রমন্নং যৎকিঞ্চিদ্‌ধূয়তে চ হুতাশনে। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি। ঋতস্য যোনয়োঽমৃতস্যধাম বিশ্বা দেবেভ্যঃ পুণ্যগন্ধাঃ। তা ন আপঃ প্রবহন্ত পাপং শুদ্ধা গচ্ছামি সুকৃতামুলোকং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি॥ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীর্যাভির্গচ্ছতি নান্দনম্‌। পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্‌ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ পাবমানং পরং ব্রহ্ম শুক্রং জ্যোতিঃ সনাতনম্‌। ঋষীংস্তস্যোপতিষ্ঠে তৎ ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম্‌॥ পাবমানীঃ পিতৄন্‌ দেবান্‌ ধ্যায়েদ্‌যশ্চ সরস্বতীম্‌। পিতৄংস্তস্যোপবির্ত্তে তৎ ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকম্‌॥

পুরুষসূক্ত।—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌॥ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষঙ্‌ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ তস্মাদ্‌বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথো পুরঃ। যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে। তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং। পশূন্‌ তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌ গ্রাম্যাশ্চ যে। তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ

সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদজায়ত। তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ। যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্ত কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীবাহূ বাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত। নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্॥ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।

অতঃপর হোতা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বেদীর অভ্যুক্ষণ করিবেন। যথা—গোমূত্র—গায়ত্রী, গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সাজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ, রিহতে ককুভো মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তম্মা সংসৃজ বর্চ্চসা। দধি—ওঁ উদু ধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিদ্ধং বহবঃ সনীডাঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতো অবসে নিহ্বয়ে বঃ॥ ঘৃত—ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতম্মে চক্ষুরমৃতম্ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানো জস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম। কুশোদক—ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায়মিন্দ্রমূতয়ে॥ ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি জাগতেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্রে মিশ্রণ করিয়া তাহা দ্বারা যাগভূমি—ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষাবর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা।—মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্। সবিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্। মন্ত্রে বেদীর উপরিভাগে বিতানবন্ধন করিয়া পূর্ব্বভাগে পঞ্চ ঘট স্থাপন করিবে। মন্ত্র যথা—ভূমি—উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥ ধান্য—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। ঘট—ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরু শ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি। জল—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদস্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।

ফল—যাঃ ফলিনীঃ ইত্যাদি স্থিরীকরণ—ওঁ স্থিরো ভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন। শান্তিকলসস্থাপন।—ওঁ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥ স্মার্ত্তমতে—ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সানঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥ মন্ত্রে ঘটস্থাপন কর্ত্তব্য। পরে 'বরুণস্যোত্তম্ভনম্' ইত্যাদি মন্ত্রে জল দান, 'শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পদান, 'ওঁ যাঃ ফলিনীঃ' ইত্যাদি ফলদান বিহিত। স্থাপিত ঘটে গণেশ, দিক্‌পাল প্রভৃতি'ক স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। গণেশমন্ত্র।—ওঁ গণানাংত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমং। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আনঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্। শিবমন্ত্র।—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। সূর্য্যমন্ত্র।—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। অগ্নিমন্ত্র।—দ্বিতীয় ঘটে ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। বিষ্ণুমন্ত্র।—ওঁ বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ। দুর্গামন্ত্র।—তৃতীয় ঘটে ওঁ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু। লক্ষ্মীমন্ত্র।—ওঁ শ্রিয়ে জাতঃ শ্রিয় আনিরিয়ায় শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃভ্যো দধাতি। শ্রিয়ং বসানা অমৃতত্বমায়ন্ ভবন্তি সত্যা সমিথা মিতদ্রৌ। সরস্বতীমন্ত্র।—ওঁ সরস্বত্যভিনোনেষিবস্যো মাপস্ফরীঃ পয়সা মান আধক। জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম। বাস্তুপুরুষমন্ত্র।—চতুর্থ ঘটে ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফা নো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাস'স্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতি নো জুষস্ব। সূর্য্যমন্ত্র।—পঞ্চম ঘটে—ওঁ আকৃষ্ণেন ইত্যাদি। সোমমন্ত্র।—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে। মঙ্গলমন্ত্র।—ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি। বুধমন্ত্র।—ওঁ উদ্‌বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী,মিন্দ্রা বতো অবসে নিহ্বয়ে বঃ। বৃহস্পতিমন্ত্র।—ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋত প্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্। শুক্রমন্ত্র।—ওঁ শুক্রঃ শুশুক্কাঁ

উষো ন জারঃ পপ্রা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ। পরিপ্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্। শনিমন্ত্র।—ওঁ শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছং নস্তপতু সূর্য্যঃ। শং বাতো বাত্বরপা অপস্রিধঃ॥ রাহুমন্ত্র।—ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ কেতুমন্ত্র।—ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ॥ দিক্‌পালমন্ত্র যথা—ইন্দ্রমন্ত্র।—ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন উতিভির্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি॥ অগ্নিমন্ত্র। ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। যমমন্ত্র।—ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ॥ নৈঋর্তমন্ত্র।—ওঁ মোষুণঃ পরাপরা নিঋর্তির্দুর্হণাঽবধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ॥ বরুণমন্ত্র।—ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ॥ বায়ুমন্ত্র।—ওঁ তব বায় বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত। অবাংস্যা বৃণীমহে॥ সোমমন্ত্র।—ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ॥ ঈশানমন্ত্র।—ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হুমহে বয়ম্। পুষাণো যথা বেদ সাম সদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে॥ ব্রহ্মামন্ত্র।—ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্-বিসীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ॥ অনন্তমন্ত্র।—ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিবিনিষ্ক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ॥

অনন্তর স্বর্ণশলাকা দ্বারা নির্ম্মিত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে রজতপ্রতিমা পূর্ব্বোক্ত 'উর্ব্বী সদ্মনী' ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি সুবর্ণচক্র স্থাপন পূর্ব্বক মণ্ডল-পদ্মের আগ্নেয় প্রভৃতি কোণে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, এইরূপ জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়। পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, এইরূপ অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, মধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং ব্রহ্মণে, অনন্তায়, কল্পবৃক্ষায়, ক্ষীরসমুদ্রায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, বামায়ৈ,

জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, বলবিকরণৈ, বলপ্রমথন্যৈ। কোণচতুষ্টয়ে ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ এবং প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ, শান্ত্যৈ। কেশরে হাং হৃদয়ায় নমঃ, হীং শিরসে স্বাহা, হূং শিখায়ৈ বষট্, হৈং কবচায় হুং, হৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হঃ অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে রুদ্র-ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, যথা—শিরসি ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ রুদ্রায় দেবতায়ৈ নমঃ।

পরে হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস ও 'হাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান কবিবে। যথা—

ওঁ মুক্তাপীত-পয়োদ-মৌক্তিক-জবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিত-মীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্। শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্নাগেন্দ্র-ঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ 'হৌঁ রুদ্রায় নমঃ, এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া অম্বিকাপূজান্তে বিষ্ণু-পূজা করিবে, ধ্যান যথা—ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥ ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজান্তে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ মন্ত্রে বা পুরুষসূক্তমন্ত্রে পূজা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবে। অনন্তর বৃষের দক্ষিণ পাদমূলে 'ওঁ মান-স্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্রভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে।' মন্ত্রে কুঙ্কুম বা হরিদ্রা-চূর্ণ দ্বারা ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়া—'ওঁ ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষা-সহিম্। হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্।' মন্ত্রে, স্মার্ত্তমতে 'ওঁ বৃষাহ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে পবমান স্বর্দৃশম্।' এই মন্ত্রে বামপাদমূলে চক্র অঙ্কন পূর্ব্বক 'ওঁ অঙ্কয়' বলিয়া গোপাল'ক আদেশ দিয়া তৎ কর্ত্তৃক উক্ত অঙ্কদ্বয় সুতপ্ত লৌহ দ্বারা সুস্পষ্ট করাইবে। তৎপরে বৎসতরী-চতুষ্টয় সহিত বৃষকে বেদীর ঈশানকোণে নিখাত যূপে বৃষ ও যূপমূলে নিখাত উপযূপচতুষ্টয়ে লোহিত, নীল, পাণ্ডর ও কৃষ্ণবর্ণ বৎসতরীচতুষ্টয়কে বাঁধিয়া পঞ্চশস্যচূর্ণ ও সর্ব্বৌষধি-মিশ্রিত জলে স্নান করাইবে। স্নানমন্ত্র যথা—"ওঁ আপো হি ষ্ঠেতি তিসৃণাং সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বৎসতরীচতুষ্টয়-সহিত-বৃষাভিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো

হি ষ্ঠেতি, ওঁ যো বঃ শিবতম ইতি, ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম ইতি। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্। ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষ্যং যা অন্তরিক্ষে বহুধা ভবন্তি। যা অগ্নিগর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা আপো দেবীবিহ মামবন্তু। * স্মার্ত্তমতে আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি ঋকত্রয়, বামদেব্য সূক্ত (ওঁ কয়া-শ্চিত্র ইত্যাদি), স্বস্তিসূক্ত এবং ওঁ প্রাজাপত্যং বৈ বামদেব্যং প্রজাপতাবেব প্রতিষ্ঠা-য়োত্তিষ্ঠন্তু। ওঁ পশবোবৈ বামদেব্যং পশুষেব প্রতিষ্ঠায়োত্তিষ্ঠন্তু। ওঁ শান্তির্বৈ বামদেব্যং শান্তাবেব প্রতিষ্ঠায়োত্তিষ্ঠন্তু। এই সকল মন্ত্র বৎসতরী সহিত বৃষস্নান বিহিত আছে। বৎসতরী সহিত বৃষকে স্নান করাইয়া সমগ্র রুদ্রাধ্যায় বৃষকে শ্রবণ করাইবে। (বৃষোৎসর্গবিধি দেখ)।

হোমপ্রকরণ।—হোতা প্রাঙ্মুখে উপবেশন করিয়া বাহুপরিমাণ স্থণ্ডিল গোময়-জল দ্বারা উপলেপন পূর্ব্বক কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলমধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত ছয়টি রেখা অঙ্কিত করিবে। যথা—স্থণ্ডিল-দক্ষিণপ্রান্তে অষ্টাঙ্গুলি, পশ্চিমে চারি অঙ্গুলি ও উত্তরে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করত প্রথমে অগ্নিস্থাপনস্থানের পশ্চিমে উত্তরাগ্র প্রাদেশ-পরিমাণ একটি রেখা, তাহার উপরিভাগে দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তে প্রাদেশ-পরিমিত পূর্ব্বাগ্র ২টি রেখা, মধ্যে ৩টি প্রাগগ্র প্রাদেশপরিমাণ অসংশ্লিষ্ট রেখা কর্ত্তব্য। উল্লেখন কুশমূল স্থণ্ডিল-মধ্যে রাখিয়া, রেখাগুলি জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত, কুশমূল অগ্নিকোণে নিক্ষেপান্তে জলস্পর্শ করিয়া মৌনী অবস্থায় কাংস্যপাত্রে বা নূতন শরাবে প্রজ্ব-লিত অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক সমিধের উপর স্থাপন করিবে, মন্ত্র যথা—"অয়ন্তে যোনিরিত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতাহনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যারোপণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্তে যোনিঋর্ত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আসীদা-থানো বর্দ্ধয়া গিরঃ।" পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে একটি জলৎ কাষ্ঠ লইয়া ক্রব্যাদাংশ দক্ষিণপশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে, যথা—'ক্রব্যাদমগ্নিমিত্যর্দ্ধর্চস্য বিশ্বামিত্র-

* "যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাঃ" ইতি পাঠান্তর।

ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন ক্রব্যাদাংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।” অনন্তর “ইহৈবায়-মিত্যর্দ্ধর্চ্চস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।” মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া ‘জুষ্টোদমূনা ইত্যস্য বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জুষ্টোদমূনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞ-মুপযাহি বিদ্বান্। বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শত্রূয়তা মাভরা ভে জনানি।” ‘ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ’ এই মন্ত্র ষট্‌ রেখার উপরিভাগে আত্মাভিমুখে অগ্নি রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিবে, যথা—“এহ্যগ্ন ইত্যস্য রাহূগণো গোতমঋষি-রগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ সুপুর এতা ভবানঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজামহে সৌমনসায় দেবান্।” অতঃপর ‘ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্‌ জনস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ॥” এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া সম্মুখীকরণান্তে প্রচুরতর কাষ্ঠযোজনা করত সেইরূপভাবে প্রজ্বলিত রাখিবে, যাহাতে কর্ম্ম-সমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নি অনির্ব্বাণ থাকে। ‘ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (হোতার নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (যজমাননাম) সঙ্কল্পিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি” এইরূপ সঙ্কল্পান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নিধ্যান করিবে। যথা—‘চত্বারি শৃঙ্গ ইত্যস্য বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ ছন্দোঽগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥ * ধ্যানান্তে ‘ওঁ অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি’ মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন পূর্ব্বক ‘ওঁ সাহসনামাগ্নয়ে নমঃ’ মন্ত্রে পূজা করিয়া অন্বাধান কর্ত্তব্য। যথা—ঘৃতাক্ত দুইটি সমিধ্ লইয়া ‘অদ্যেত্যাদি করিষ্যমাণ-বৃষোৎ-সর্গাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি দেবতাপরিগ্রহার্থমন্বাধানমহং করিষ্যে, অস্মিন্নন্বাহিতে-

* মতান্তরে নিম্নোক্ত ধ্যান প্রযোজিত হয়। যথা—সপ্তহস্ত ইত্যস্য বামদেবঋষিরগ্নি-র্দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্তহস্তশ্চতুঃশৃঙ্গঃ সপ্তজিহ্বো দ্বিশীর্ষকঃ। ত্রিপাৎ প্রসন্নবদনঃ সুখাসীনঃ শুচিস্মিতঃ। স্বাহাস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে দেবীং বামে স্বধাং তথা। বিভ্রদ্দক্ষিণহস্তৈস্তু শক্তিমন্নং স্রুবং স্রুচম্। তোমরং ব্যজনং বামৈর্ঘৃতপাত্রঞ্চ ধারয়ন্। আত্মাভি-মুখমাসীন এবংরূপো হুতাশনঃ॥

হ্ন্নৌ জাতবেদসমগ্নিমিধ্মেন প্রজাপতিমাঘারাজ্যেন অগ্নীষোমৌ চক্ষুষী আজ্যেন রুদ্রং চরুদ্রব্যেণ সোমং পায়সেন ইন্দ্রং যাবকেন হুতশেষেণ স্বিষ্টকৃতমিধ্ম-সন্নহনেন রুদ্রময়াসমগ্নিং দেবান্ বিষ্ণুমগ্নিং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চৈতাঃ প্রায়শ্চিত্তদেবতা আজ্যেন জ্ঞাতাজ্ঞাতদোষনির্হরণার্থং ত্রিবারমগ্নিং মরুত-শ্চাজ্যেন বিশ্বান্ দেবান্ সংস্রবেণ অঙ্গদেবতাঃ প্রধানদেবতাঃ সর্ব্বাঃ সন্নিহিতাঃ সন্তু সাঙ্গোপাঙ্গেন কর্ম্মণা সদ্যো যক্ষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করত অথবা 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত দুইটি সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া 'প্রজাপতয়ে ইদং নমম' মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে।

ইধ্ম-বর্হি-সন্নহন।—অরত্নি-পরিমিত পঞ্চদশসংখ্যক পলাশসমিধ্ অথবা ঔডুম্বরসমিধ্ ইধ্ম নামে অভিহিত। কুশমুষ্টিকে বর্হি কহে। রজ্জুনির্ম্মাণের জন্য প্রাদেশ পরিমিত ৩৬টি কুশ গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে ৩টি ৩টি কুশ দ্বারা গ্রন্থি দিয়া সন্ধিত্রয়বিশিষ্ট রজ্জুকে প্রদক্ষিণভাবে উক্তরূপে নির্ম্মিত অপর রজ্জুর সহিত মিলিত করিয়া অপর রজ্জুকেও উহার সহিত মিলিত করত অন্তভাগে প্রদক্ষিণগ্রন্থিকরণান্তে সেই ত্রিবৃতা (তেখেই) রজ্জুকে উত্তরাগ্রভাবে ভূমিতে বিস্তার করিয়া তদুপরি প্রাদেশপরিমিত ১ মুষ্টি দর্ভ রাখিয়া রজ্জু দ্বারা দর্ভ দুইবার বেষ্টন পূর্ব্বক রজ্জুর অগ্রভাগ দ্বারা রজ্জুর মূল দুইবার বেষ্টন করিয়া বন্ধনবহির্ভূক্ত অবশিষ্ট কুশার অর্দ্ধভাগকে পূর্ব্ববেষ্টিত রজ্জুর অধোভাগে গুঁজিয়া অগ্নিস্থান হইতে পশ্চিমভাগে বর্হি স্থাপন করিবে। অতঃপর পুনশ্চ উক্তপ্রকার আর একটি রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরাগ্রভাবে ভূমিতে বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি পঞ্চদশ সমিধ্ প্রাগগ্রভাবে রাখিয়া সেই রজ্জু দ্বারা দুইবার বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমে ইধ্ম স্থাপন করিবে।

পরিসমূহন।—অগ্নি হইতে অষ্টাঙ্গুল-ব্যবহিত স্থানে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদিক্রমে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত জলযুক্ত হস্তে তিনবার মার্জ্জন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ, সুপূর্ণমসি সুপূর্ণং মে ভূয়াঃ, সদসি সন্মে ভূয়াঃ, সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ, অক্ষিতিরসি মামেক্ষেষ্ঠাঃ।"

পরিস্তরণ।—প্রাদেশপরিমিত দর্ভ লইয়া পূর্ব্বদিকে উত্তরাগ্র, দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাগ্র, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র ও উত্তরদিকে পূর্ব্বাগ্রভাবে তিনবার কুশ-মুষ্টি দ্বারা আস্তরণ করিবে। দক্ষিণ উত্তর সন্ধিস্থলে চারিটি কুশমূল ও অগ্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

পর্য্যুক্ষণ।—পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদিক্রমে তিনবার যাহাতে হোমীয় দ্রব্য পর্য্যুক্ষিত হয়, এরূপ ভাবে জলসেক কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—পূর্ব্বদিকে "ওঁ দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাং", দক্ষিণদিকে "ওঁ মাসাঃ পিতরো মার্জ্জয়ন্তাম্", পশ্চিমে "ওঁ গৃহাঃ পশবো মার্জ্জয়ন্তাম্", উত্তরদিকে "ওঁ আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জ্জয়ন্তাম্", ঊর্দ্ধদিকে—'ওঁ যজ্ঞঃ সংবৎসরাঃ প্রজাপতি-র্মার্জ্জয়তাম্।" স্মার্ত্তমতে অমন্ত্রক পরিসমূহন ও পর্য্যুক্ষণ বিহিত।

ব্রহ্মস্থাপন।—ব্রহ্মা অগ্নির পূর্ব্বাংশপথে দক্ষিণাংশে গমন করিয়া অগ্নির দক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র আস্তীর্ণ কুশকে আসন কল্পনা করত পশ্চিমাভিমুখে থাকিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—"ওঁ অহেবৈধি সব্যোদতস্তিষ্ঠান্তস্সদনে সীদ যো অস্মৎ পাকতরঃ।" পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আস্তীর্ণ কুশ হইতে একগাছি কুশ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক নৈর্ঋত-কোণে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—'নিরস্ত ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতি-র্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দস্তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" অতঃ-পর জলস্পর্শ পূর্ব্বক "ইদমহমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্ব্বাবসোঃ সদনে সীদামি" মন্ত্রে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদনমাশিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়" এই মন্ত্র জপ করিবেন। হোতা গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া দ্রব্যাসাদন করিবেন। *

পাত্রাসাদন।—অগ্নির উত্তরে আস্তীর্ণ প্রাগগ্র কুশোপরি ঈশান হইতে উত্তর পর্য্যন্ত দ্রব্যাসাদন কর্ত্তব্য। যথা—প্রোক্ষণীপাত্র, প্রণীতাপাত্র, পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্র ৩, পবিত্রার্থ কুশপত্র (সাগ্র) ২, আজ্যস্থালী, চরুস্থালীত্রয়, দর্ব্বী, মেক্ষণ, কমণ্ডলু, স্রুক্, স্রুব, আজ্য, ব্রীহি, যব, অভাবে তণ্ডুল, যবচূর্ণ, দুগ্ধ, সম্মার্জ্জন

* স্মার্ত্তমতে—হোতা অগ্নির পূর্ব্বভাগ দিয়া দক্ষিণদেশে গমন করত পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা ব্রহ্মাসন স্থাপন করিয়া অহেবৈধি ইত্যাদি মন্ত্রে আসননির্দ্দেশ, নিরস্ত ইত্যস্য ইত্যাদি মন্ত্রে তৃণ-নিরসনান্তে জলস্পর্শপূর্ব্বক 'ইদমহমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবে-শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমর্ব্বাবসোঃ সদনে সীদ' এই মন্ত্র পাঠ করিলে ব্রহ্মা ওঁ সীদামি বলিয়া উত্তরমুখে উপবেশন করিবেন। হোতা গন্ধপুষ্পাদিযোগে ব্রহ্মাকে পূজা করিলে ব্রহ্মা 'প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদনমাশিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়, স যজ্ঞং পাহি স যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি।" এই মন্ত্র জপ করিবেন।

কুশ ৩, বর্হিঃ, ইধ্ম ১৫, শূর্প, কৃষ্ণাজিন, উদূখল-মুষল, পূর্ণপাত্র রাখিবে। পরে চরুস্থালী-প্রোক্ষণী, দর্বী-স্রুব, প্রণীতা-আজ্যপাত্র, ইধ্ম-বর্হি, উদূখল-মুষল, শূর্প-কৃষ্ণাজিন এই সকল যুগ্মপাত্র দুই হাতে পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে ধরিয়া উবুড করত ভূমিতে স্থাপন করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্র উত্তান করিয়া তাহাতে পবিত্র রাখিয়া জল দ্বারা পাত্র পূর্ণ করত প্রাদেশপরিমিত পবিত্রের মূল—বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, পবিত্রের অগ্র—দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উত্তানহস্তে ধরিয়া পবিত্রমধ্যে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল তিনবার উত্তোলন ও ভূমিতে নিক্ষেপ নামক উৎপবন করিয়া ইধ্মকে রজ্জুবন্ধনমুক্ত করত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা সকল দ্রব্য বারত্রয় প্রোক্ষিত করিবে। পরে প্রোক্ষণীপাত্র হইতে কমণ্ডলুতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া কমণ্ডলু-জলপূর্ণ করিয়া রাখিবে, প্রণীতাপাত্রকে অগ্নির পশ্চিমে স্থাপন করত তাহাতে পূর্ব্বাগ্র পবিত্র রাখিবে, পরে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উৎপূত কমণ্ডলুজলে প্রণীতাপাত্র পূর্ণ করিয়া প্রণীতায় গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত রাখিয়া প্রণীতা-জলও পূর্ব্বোক্তভাবে বারত্রয় উৎপবন সংস্কারে শোধিত করণানন্তর বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করত ব্রহ্মাকে বলিবেন, "প্রজাপতি-ঋর্ষিব্রহ্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽপঃ-প্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি।" ব্রহ্মা 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বৃহস্পতিপ্রসূতঃ' জপ করিয়া 'ওঁ প্রণয়' বলিয়া অনুমতি দিবেন ও যজ্ঞকার্য্যে মনোযোগ করিবেন। অতঃপর হোতা অগ্নির উত্তরে প্রণীতাপাত্র কুশাচ্ছাদিত করত কুশোপরি স্থাপন করিবেন। ইহাকেই পূর্ণপাত্র কহে। জলপূর্ণ প্রোক্ষণীপাত্র প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যস্থলে স্থাপনীয়। স্মার্ত্তমতে ইদানীং চরুশ্রপণ বিহিত।

চরুশ্রপণ।—কুশোপরি স্থাপিত পূর্ব্বাগ্র শূর্পে পূর্ব্বাগ্র পবিত্র রাখিয়া তথায় চতুর্মুষ্টি তণ্ডুলকে নির্ব্বাপণ ও প্রোক্ষণ করিবে। যথা—'ওঁ রুদ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি' মন্ত্রে একমুষ্টি ব্রীহি শূর্পে স্থাপন, 'ওঁ রুদ্রায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি' মন্ত্রে জল দ্বারা প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য। এইরূপ অপর তিনবার মুষ্টি স্থাপন ও প্রোক্ষণ করিবে। স্বিষ্টকৃৎহোমার্থ অমন্ত্রক একবার অধিকপরিমাণে তণ্ডুল গ্রহণ করত উদূখলে স্থাপন, মুষল দ্বারা অবঘাত, শূর্প দ্বারা বারত্রয় প্রস্ফোটনরূপ সংস্কারান্তে চরুস্থালীতে দিয়া পাক করিবে। ঐরূপ 'ওঁ সোমায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, সোমায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি' মন্ত্রে ব্রীহি বা তণ্ডুল সংস্কার করিয়া মুষল দ্বারা অবঘাত পূর্ব্বক বারত্রয় শূর্প দ্বারা প্রস্ফোটন করত পায়সস্থালীমধ্যে দিয়া

দাহকাঠিন্যরহিতভাবে দুগ্ধ দ্বারা পাক করিবে। অতঃপর 'ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি' ইত্যাদি মন্ত্রে যবশস্য চারিমুষ্টি লইয়া চারিবার নির্ব্বাপণাদি প্রক্ষালনান্তসংস্কার করিয়া পেষণ পূর্ব্বক যাবকস্থালীতে দিয়া জল দ্বারা পাক করিবে।

আজ্যসংস্কার।—ঘৃতপাত্রে (তাম্রকুণ্ডে) ঘৃতোপরি অপর একটি পবিত্র রাখিয়া দর্শনান্তে অগ্নির উত্তরে জলৎ অঙ্গার আকর্ষণ করিয়া তদুপরি দ্রবীকরণার্থ ঘৃতপাত্র স্থাপন করিবে, পরে প্রজ্বলিত কুশ দ্রবীভূত ঘৃতোপরি তিনবার ঘুবাইয়া পর্য্যগ্নীকবণ কর্ত্তব্য। ঘৃত দ্রবীভূত হইলে পাত্র অবতারণ করিয়া ভূমিতে কুশোপরি স্থাপন কবিবে। আকৃষ্ট অঙ্গার অগ্নিতেই নিক্ষেপণীয়। সাগ্র পবিত্র দুইটি প্রাদেশপবিমাণে 'প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে ছেদন করিয়া 'প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ কবত পবিত্রমূলদেশে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা, অগ্রভাগে দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা (উভয়হস্তে) উত্তানভাবে ধরিয়া 'সবিতুষ্টা' ইত্যস্য হিবণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা পুব-উষ্ণিক্‌ছন্দ আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুষ্টা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।' মন্ত্রে পবিত্রমধ্যভাগ দ্বারা একবার ঘৃত উত্তোলন ও ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অমন্ত্রক দুইবার উত্তোলন ও নিক্ষেপ কবিবে। পরে পবিত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ কর্ত্তব্য।

স্রুবাদিসংস্কার।—অগ্নির পশ্চিমে পবিস্তরণস্থান-বহির্ভাগে আত্মসম্মুখস্থ ভূমি প্রোক্ষণ কবিয়া তাহাতে বর্হি-বন্ধনীরজ্জু উত্তরাগ্রভাবে বিস্তৃত করত তদুপরি পূর্ব্বাগ্রভাবে বর্হিঃ আস্তবণ করিয়া তদুপরি আজ্যপাত্র রাখিয়া স্রুক্-স্রুবসংস্কাব কবিবে। স্রুক্ ও স্রুব লইয়া প্রক্ষালন. অগ্নিতে প্রতপন ও সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা মার্জ্জন পূর্ব্বক প্রণীতোদকে পবিত্র দ্বাবা পুনঃ তিনবার প্রক্ষালন ও অগ্নিতে প্রতাপনান্তে উত্তবাগ্র কুশোপবি স্থাপন কারতে হয়। সম্মার্জ্জন কুশগুলি জল-প্রোক্ষিত কবিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপব চরু মেক্ষণ দ্বাবা মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ হইলে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা স্থালীমধ্য দর্শন কবত চরুতে ঘৃতস্রুব দিয়া অগ্নিব উত্তরে আস্তীর্ণ কুশোপরি স্থাপন করিবে। এইরূপে পায়সচরু ও যবচরু ঘৃতের দক্ষিণ দিকে কুশোপরি স্থাপনীয়। নিম্নোক্ত মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, তাম্বূল দ্বারা অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবে। যথা—"ওঁ বিশ্বানি ন ইতি তিসৃণাং বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যলঙ্করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্ নমসা গৃণানো অস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানো অমর্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশোঽস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নেঽমৃতত্বমশ্যাম্। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবস্তোনং। অশ্বিনং সুপুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং বয়িং ন শতে স্বস্তি।" * প্রণাম-মন্ত্র যথা—"ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে মখেশ্বরাণাং মুখতামুপেযুষে। চরাচরাণাং জঠরেষু তিষ্ঠতে ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে॥"

ইধ্মাধান।—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা ইন্ধনাদিপ্রতপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্যুষ্টং রক্ষ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ো নিষ্টপ্তং রক্ষ নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ" মন্ত্রে ইধ্ম প্রতপ্ত করিয়া (স্মার্ত্তমতে ইধ্মাধান বিহিত নহে) ইধ্মবন্ধনরজ্জু বামকরে বেষ্টন ও ইধ্মের মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ ঘৃতাভিঘারিত করত দক্ষিণহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক 'অয়ন্ত ইধ্ম ইত্যস্য বামদেবঋষির্জাতবেদা অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ইধ্মাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব বর্দ্ধস্ব চেদ্ধ বর্দ্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদস ইদং নমম" মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আঘার ও আজ্যভাগ হোম করিবে। † আঘার যথা—অগ্নির বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।" (ওঁ প্রজাপতয় ইদং নমম) এবং নৈঋ‍র্তকোণ হইতে ঈশানাবধি 'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা' (ইদমিন্দ্রায় নমম) মন্ত্রে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে।

আজ্যভাগ যথা।—অগ্নির উত্তর পার্শ্বে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা (অগ্নয় ইদং নমম)' মন্ত্রে স্রুব দ্বারা আহুতি দিয়া পুনশ্চ দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত 'ওঁ সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবে (ওঁ ইদং সোমায় নমম প্রত্যুদ্দেশ)।

ইতি সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকা।

---

* পুস্তকান্তরে নিম্নলিখিত বিশেষ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়—ও অগ্নির্মিজন্মনা জাতবেদাঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন। অর্কাস্ত্রিধাতূরজসো বিমানোজস্রোঘর্ম্মাহবিরস্মি নাম' এই মন্ত্রেও অগ্নিকে অলঙ্কৃত করিবে।

† মতান্তরে আঘার হোম অমন্ত্রক।

প্রকৃত কর্ম্ম।

অগ্নিধ্যানান্তে সাহস নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া স্রুব দ্বারা জুহুতে ঘৃত রাখিয়া চরুতে দিবে, পরে জুহুতে মেক্ষণ দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত চরু রাখিয়া পুনশ্চ স্রুব দ্বারা চরুগ্রহণস্থানে ঘৃতস্রুব দিয়া "কদ্রুদ্রায়েত্যস্য প্রস্কন্নঋষী রুদ্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে স্বাহা।" (রুদ্রায় ইদং নমম) পরিশিষ্টমতে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি দ্বারাও রুদ্রহোম বিহিত আছে। যথা—"ইমা রুদ্রায় ইত্যস্য কুৎসঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরাম হেমতীঃ। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্ স্বাহা (রুদ্রায় ইদং নমম)। আতে পিতবিত্যস্য গৃৎসমদঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ আতে পিতর্মরুতাং স্যুম্ন যেতু মানঃ সূর্য্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ অভি নো বীরো অর্বতি ক্ষমেত প্রজায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ। (রুদ্রায় ইদং নমম) ইমা রুদ্রায়েত্যস্য বসিষ্ঠঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে, গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাম্নে। অষাঢ়ায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভবতা শৃণোতু নঃ।" (রুদ্রায়েদং নমম)। মন্ত্রে চরু-হোম করিয়া হুতশেষ প্রণীতাজলে রাখিবে। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবদানব্যাপারে পায়স লইয়া "সোমা রুদ্রা ইত্যস্য ভরদ্বাজঋষিঃ সোমারুদ্রৌ দেবতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পায়সহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমা রুদ্রা ধারয়েথাম সূর্য্যং প্রবামিষ্টয়োরমশ্নুবস্তু। দমে দমে সপ্তরত্না দধানা শন্নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।" মন্ত্রে পায়স দ্বারা সোমের হোম করিয়া "ওঁ সোমায় ইদং নমম" মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যবচরু অবদান প্রকারে লইয়া 'ইন্দ্রায়েন্দোরিত্যস্য (মারীচঃ) কশ্যপঋষিরিন্দ্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। ঋতস্য যোনিমাসদম্। ইন্দ্রায়েদং নমম।" *

* স্মার্ত্তমতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ইন্দ্রহোম বিহিত। যথা—"ইন্দ্রং বো বিশ্বত ইত্যস্য মধুচ্ছন্দা ঋষিরিন্দ্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যাবকহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ। ইন্দ্রায় ইদং নমম।"

এইরূপে প্রধানহোম সমাপন করিয়া স্রুক্‌মধ্যে স্রুব দ্বারা দুই বা চারিবার ঘৃতস্রুব দিয়া স্থালীত্রয়ে ঈশানকোণ হইতে অবদানধর্ম্মে দুই বা চারিবার অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত চরু লইয়া স্রুকে স্থাপন করিয়া দুই বা চারিবার চরুর উপরিভাগে ঘৃতস্রুব দিয়া হোম করিবে। স্থালীস্থিত চরুতে পুনশ্চ ঘৃতস্রুব দিতে হয় না। হোমমন্ত্র যথা—"ওঁ যদস্য ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ স্বিষ্টকৃদগ্নির্দেবতাঽতিধৃতিশ্ছন্দঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদস্য কর্ম্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরং। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্ বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্ব-প্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে ঈশানকোণে হোম করিবে। (ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে নমম ইতি প্রত্যু-দ্দেশ)। অনন্তর ঘৃত দ্বারা রুদ্র, নবগ্রহ, দিক্‌পাল, সোম, দুর্গা, বাস্তুপুরুষ-দেবতার পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব মন্ত্রে (২য় খণ্ড ৩৬২ পৃঃ) হোম করিবে। পরে ইধ্মবন্ধনরজ্জু হস্ত হইতে উন্মুক্ত করিয়া 'ওঁ রুদ্রায় স্বাহা' (রুদ্রায় ইদং নমম) মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

প্রায়শ্চিত্ত-হোম।—"ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্‌বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোম-কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষোপশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিধু নামক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজান্তে স্রুব দ্বারা ঘৃত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। যথা—"অয়াশ্চাগ্ন ইত্যস্য বিমদঋষিরয়া অগ্নির্দেবতা পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্য-নভিশস্তীশ্চ সত্যমি ত্বময়া অসি। অয়াসা বয়সা কৃতোঽয়াসন্ হব্যমূহিষে অয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে অয়সে নমম। অতো দেবা ইত্যস্য মেধাতিথির্ঋষির্দেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা। ইদং দেবেভ্যো নমম। ইদং বিষ্ণুরিত্যস্য মেধাতিথির্ঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা গায়ত্রী-চ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে। বিষ্ণব ইদং নমম। ভূরাদিব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজা ঋষয়োঽগ্নি-বায়ু-সূর্য্যা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। ভূরগ্নয় ইদং নমম। (ঋষ্যাদি স্বতন্ত্র নহে)। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। বায়ব ইদং নমম। ওঁ স্বঃ

সূর্য্যায় চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা স্বঃ সূর্য্যায় ইদং নমম। সমস্তানাং ব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রজাপতয়ে চ চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় চ মহতে চ স্বাহা। ইদং প্রজাপতি-চন্দ্রমোনক্ষত্র-দিগ্‌ভ্যো নমম।" নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তহোম স্মার্ত্তবিহিত নহে। "অনাজ্ঞাতমিতি মন্ত্রদ্বয়স্য হিবণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতাঽনুষ্টুপ্ ছন্দো জ্ঞাতাজ্ঞাতদোষনির্হরণার্থং প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা। অগ্নয় ইদং নমম। যৎপাকত্রেত্যস্য ত্রিতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎপাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্ত্যাসঃ। অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্‌বিজানন্ যজিষ্ঠো দেবাঁ ঋতুশো যজাতি স্বাহা। অগ্নয় ইদং নমম। পুরুষসম্মিত ইত্যস্য হিবণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতাঽনুষ্টুপ ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগ। ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞঃ যজ্ঞঃ পুরুষ-সম্মিতঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা। অগ্নয় ইদং নমম। যদ্বো দেবা ইত্যস্য সৌর্য্যোঽভিতপা ঋষির্মরুতো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দ্রব্যবিপর্য্যাস-কালবিপর্য্যাস- মন্ত্রবিপর্য্যাস- তন্ত্রবিপর্য্যাসার্থপ্রায়শ্চিত্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরু, মনসো বা প্রযুতী দেবহেলনম্। অরা বা যো নো অভিদুচ্ছুনায়তে তস্মিন্তদেনোবসবোনিধেতন স্বাহা। মরুদ্ভ্য ইদং নমম।" পরে মৃড নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া পূজান্তে পূর্ণাহুতি দিবে। যথা—"মূর্দ্ধানমিত্যস্য বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। অগ্নয় ইদং নমম। সপ্তত ইত্যস্য কৌণ্ডিল্যঋষির্জগতীচ্ছন্দো-ঽগ্নির্দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্তধামপ্রিয়াণি। সপ্ত হোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি সপ্তযোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেন স্বাহা। অগ্নয় ইদং নমম। ধামন্তে বিশ্বমিত্যস্য বামদেবঋষিরাপো দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধামন্তে বিশ্বং ভুবন-মধিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্তরা য়ুধি। অপামনীকে সমিথে য আভৃতস্তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্ম্মিং স্বাহা অদ্ভ্যো ইদং নমম।" স্মার্ত্তমতে 'ধামন্তে' ইত্যাদি একটি মন্ত্রে পূর্ণাহুতি বিহিত। নিম্নলিখিত 'নাভিং যজ্ঞানাম' ইত্যাদি মন্ত্রেও

কোন কোনও পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। "নাভিং যজ্ঞানামিত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং মহামাহাবমভিসংবন্ত। বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা অগ্নয় ইদং নমম।" এই মন্ত্রে উত্থিত ও যজমানের সহিত অন্বারব্ধ হইয়া পূর্ণাহুতিত্রয় দিবে। পরে হোতা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা মন্ত্রে স্রুব অগ্নিতে নিক্ষেপ কবিবে। স্মার্ত্তমতে অতঃপর ব্রহ্মদক্ষিণা কর্ত্তব্য। যথা—'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত-বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোম-কর্ম্মণঃ-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং তদমুকল্পভোজ্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং দদানি।" অনন্তর হোতা প্রণীতাপাত্র (পূর্ণপাত্রীকৃত) কুশোপরি স্থাপন করিয়া তত্রত্য জল দ্বাবা যজমানকে (যজমান হোতা হইলে স্বয়ং) অভিষিক্ত কবিবেন। মন্ত্র যথা—"আপো অস্মানিত্যস্য দেবশ্রবাঋষিবাপো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগ। ওঁ আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিদাভ্যঃ শুচিবাপূত এমি। ইদমাপ ইত্যস্য সিন্ধুদ্বীপঋষিবাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভি-দুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্। সুমিত্র্যা ন আপ ইত্যস্য নাবায়ণঋষি-রাপো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽভিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু। দুর্ম্মিত্র্যাস্তস্মৈ সন্তু, যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।" অতঃপব হোতা সংস্থাজপ করিবেন। "অগ্নে ত্বন্ন ইতি তিসৃণাং গোপায়না লৌপায়না বা বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুঃ ক্রমেণ ঋষয়োঽগ্নির্দেবতা দ্বিপদা বিরাট্ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ত্বন্নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ। বসুবগ্নির্বসুশ্রবা আচ্ছানক্ষিদ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ। ওঁ সনো বোধি শ্রুধী হব মুরুষ্যা নো অঘায়তঃ সমস্মাৎ। তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ। ওঁ চম ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভঋষিঃ (হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ) সারস্বতোঽগ্নির্দেবতা উপবিষ্টাদ্ বৃহতীচ্ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ চ মে স্বরশ্চ মে যজ্ঞোপচ তে নমঃ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ ত উপযত্তেঽতিরিক্তং তস্মৈ তে নমঃ। ওঁ স্বস্তি। ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলম্। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন দেহি মে হব্য-বাহন ওঁ নমঃ।" অতঃপর স্থালীস্থ ঘৃত দ্বারা পরিস্তরণ কুশ ম্রক্ষিত করিয়া

"ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিবে। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে। যথা—"ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহ সূক্তবাকস্তং জুষস্ব স্বাহা। ওঁ পৃথি্ব ত্বং শীতলা ভব" মন্ত্রে দধিসেক দ্বারা পৃথিবী শীতল করিয়া অনন্তর বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য।

বৃষোৎসর্গবিধি।—যথা—গন্ধ, পুষ্প, অঞ্জন, গোরোচনা প্রভৃতি মঙ্গল-দ্রব্য,—স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতখুর, স্বর্ণগ্রীবপট্ট, রজতত্রিশূল, তাম্রপৃষ্ঠ, কাংস্যক্রোড়, ঘণ্টা, চামর ও দর্পণ দ্বারা বৃষকে ও বৎসতরীর অলঙ্কারে বৎসতরীকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অলঙ্কৃত করিবে, যথা -"ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা, দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।" ইতি সুবর্ণশৃঙ্গস্থাপনমন্ত্র। "ওঁ বাজস্তমধ্বরাণাং গোপা-মৃতস্য দীদিবিম্। বর্দ্ধমানং স্বে দমে।" ইতি রজতখুরদান মন্ত্র। 'ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ। সহস্রশো বৈষাং হেলঈমহে।" ইতি তাম্রপৃষ্ঠমন্ত্র। "ওঁ কাংসোস্মিতাং হিরণ্য-প্রাকারামার্দ্রাং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং। পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিমম্।" ইতি কাংস্যক্রোড়মন্ত্র। "ওঁ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে।" ইতি ত্রিশূলমন্ত্র। ওঁ বিষ্ণোবরাটমসি বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থো বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবোঽসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা।" ইতি চক্রমন্ত্র। "ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।" ইতি দর্পণমন্ত্র। "ওঁ মানো নয়েষু তিগ্মং বিশ্বস্য বশ্বাথা দ্রবন্তাং। আয়ঃ শর্য্যাভিস্ত বিনিম্নোঽস্তাং শ্রীণিতাজভস্তৌ।" ইতি ঘণ্টামন্ত্র। পরে গায়ত্রী ও "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী-দ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণ-বাদধি সম্বৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।" এই মন্ত্রে যূপ প্রক্ষালন করিয়া যথাবিধি যূপপূজা পূর্ব্বক একহস্তপরিমিত গর্ত্তে আরোপণ করত "ওঁ যূপ ব্রহ্মায় উতয়ে যূপবাহাশ্চষালং যেঽশ্ব-যূপায় তক্ষতি। যে চার্ব্বতে পচনং সম্ভরন্ত্যুতো তেষামভিগূর্ত্তিন ইন্বতু" মন্ত্রে বৃষকে সম্বোধন করিয়া "ওঁ স্থিরো ভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন" মন্ত্রে স্থিরীকরণান্তে মৃত্তিকা দ্বারা যূপগর্ত্ত পূরণ করিয়া যূপে বৃষকে বন্ধন করিবে। যূপের চতুর্দ্দিকে চারিটি

উপযূপ প্রোথিত করিয়া তাহাতে চারিটি বৎসতরী বন্ধন করিবে। স্মার্ত্তমতে যূপপ্রোথনাদি পূর্ব্বেই বিহিত হইয়াছে। পরে বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষকে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবে ও তৎপশ্চাৎ অনুগমন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—'ওঁ ইডাসি কাম্যাসি রন্তাসি প্রিয়াসি হব্যাসি সরস্বত্যাসি মহ্যসি বিশ্রুতিবসি।" পরে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে বৃষসূক্ত জপ করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো বৃষো দেবতা বৃষসূক্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্। হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাম্। ওঁ অহমস্মি সপত্নহেন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষতঃ। অধঃ সপত্না মে পদোরিমে সর্ব্বে অভিষ্ঠিতাঃ॥ অত্রৈব বো পিনহ্যাম্যুভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া। বাচস্পতে নিষেধে মান্যথা মদধরং বদান্। অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্ম্মেণ ধাম্না। আবশ্চিত্তমাবো ব্রতমাবো হংসমিতিং দদে। যোগক্ষেমং ব আদায়াহং ভূয়াসমুত্তম আবো মূর্দ্ধানমক্রমীম্। অধস্পদান্ ম উদ্বদত মণ্ডূকা ইবোদকান্ মণ্ডূকা উদকাদিব।" বৃষসূক্ত পাঠান্তে বৃষের দক্ষিণকর্ণে নিম্নলিখিত মন্ত্র শ্রবণ করাইবে, যথা— "ওঁ পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাং গর্ভো জরায়ুঃ প্রতিধুক্ পীযূষ আমিক্ষাঘৃতং তত্বস্য রেতঃ। ওঁ বৃষোঽসি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্ব্বতঃ॥" অনন্তর পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া 'এতৎপাদ্যং সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সহিত-বৃষায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া তিল-কুশ-জল লইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বক-স্বর্গলোক-গমন-কামঃ সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়-সোপকরণ-সহিত-বৃষমহমুৎসৃজামি।" মন্ত্রে পূর্ব্ব বা ঈশানকোণে প্রেরণ করিয়া "ওঁ এনং যুবানং পতিং বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। ইমাঞ্চ ত্বাং প্রজয়ুষা স্ববাচা রায়স্পোষেণ সমিষা চিনোমি। ওঁ শান্তা পৃথিবী শিবমন্তরিক্ষং দ্যৌর্নো দেব্যভয়ং নো অস্তু। শিবা দিশঃ প্রদিশ উদ্দিশো ন আপো বিদ্যুতঃ পরিপান্তু সর্ব্বতঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠান্তে উৎসর্গজল পাঁচটি গরুর পুচ্ছে ছিটা দিবে। স্মার্ত্তমতে—এনং যুবানম্ ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক উক্তমন্ত্রপাঠান্তে অদ্যেত্যাদি বাক্য পড়িয়া বৃষোৎসর্গ বিহিত। অর্থ যথা— হে বৎসতর্য্যো বো যুষ্মাকং এনং পতিং স্বামিনং দদামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি, তেন

বৃষেণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলয়ন্ত্যঃ সুভগা লোকস্য প্রিয়াশ্চরথ ভ্রমথ, হে বৎসতর্য্যো যূয়মপি মা নঃ নাস্মৎস্বত্ববিষয়া ভবিষ্যথ, কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যা বৃষস্য ভবতীনাঞ্চ ত্যাগেন রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তজন্মুষা সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অন্নেন সংহিনোমি সম্যক্‌বৃদ্ধিযুক্তো ভবামি। এনং যুবানমিত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্যঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং যুবানং পতিং বো দদানি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মা নঃ সাপ্তজন্মুষা সুভগা রায়স্পোষেণ সমিষা হিনোমি॥" পরে "ওঁ ঋষভং মা সমানানাং" ইত্যাদি বৃষসূক্ত পুনশ্চ পড়িয়া বৎসতরীসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—"ওঁ ময়ো ভূবাপো দেবী প্রথমজাহ হৃতেন সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃনীয়মানঃ। ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূয়বসিনী মনুষে দশস্যা। ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণবে তে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ। ওঁ যদ্‌বাগ্‌বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা। চতস্র ঊর্জ্জং দুদুহে পয়াংসি ক্বস্বিদস্যাঃ পরমং জগাম।" এই মন্ত্র পাঠান্তে রুদ্রসূক্ত পাঠ্য। যথা—কদ্রুদ্রায়েতি নবর্চ্চস্য কণ্বঋষী রুদ্রো দেবতা তৃতীয়ায়া মিত্রাবরুণৌ সপ্তম্যাদিতৃচস্য সোমো দেবতা অষ্টানাং গায়ত্রীচ্ছন্দো অন্ত্যায়া অনুষ্টুপ্ ছন্দো বৃষস্য পূর্ব্বদিগুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে। ১। যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্। ২। যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ।৩। গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজম্। তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে।৪। যঃ শুক্র ইব সূর্য্যো হিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ।৫। শন্নঃ করত্যর্ব্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারিভ্যো গবে। ৬। অস্মে সোম শ্রিয়মধি নিধেহি শতস্য নৃণাম্। মহিশ্রবস্তু বিনৃম্নম্। ৭। মানঃ সোম পরিবাধো মাবাতয়ো জুহুরন্ত। আন ইন্দ্রো বা তে ভজ। ৮। যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ ধামন্নৃতস্য। মূর্দ্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোম বেদঃ। ৯। সোমা রুদ্রেতি চতুর্ঋচস্য সূক্তস্য ভরদ্বাজঋষিঃ সোমারুদ্রৌ দেবতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বৃষস্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমারুদ্রা ধারয়েথামসূর্য্যং প্রবামিষ্টয়োরমশ্নুবন্তু। দমে দমে সপ্তরত্না দধানা শন্নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ১। সোমারুদ্রা বিবৃহতং বিষূচীমমীবা যানোগয়মাবিবেশ। আরে বাধেথা নির্ঋতিং পরাচৈরস্মে ভদ্রা সৌশ্রবসানি সন্তু। ২। সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বাতনূষু

ভেষজানি ধত্তম্। অবস্থতং মুঞ্চতং যন্নো অস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমেনো অস্মৎ।৩। তিগ্মায়ুধৌ তিগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রাবিহ সুমৃড়তং নঃ। প্র নো মুঞ্চতং বরুণস্য পাশাদ্ গোপায়তং নঃ সুমনস্যমানা। ৪। ইমা রুদ্রায়েত্যে-কাদশর্চ্চস্য সূক্তস্য কুৎসঋষী রুদ্রো দেবতা জগত্যন্ত্যে ত্রিষ্টুভৌ ছন্দাংসি বৃষস্য দক্ষিণদিগুপস্থানে বিনিযোগঃ। ওঁ ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে। ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্। ১। মৃড়া নো রুদ্রোতনো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে। যচ্ছং চ যোশ্চমনুবাযেজে পিতা তদশ্যাম্ তব রুদ্র প্রণীতিষু। ২। অশ্যাম তে সুমতিং দেব যজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্র মীঢ়ঃ। সুম্না যন্নিদ্বিশো অস্মাক-মাচবারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ। ৩। ত্বেষং বঙ্কং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবিমবসে নিহ্বয়ামহে। আরে অস্মদ্দৈব্যং হেডো অস্য তু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে। ৪। দিবো বরাহমরুষং কপর্দ্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নিহ্বয়ামহে। হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা বার্য্যাণি শর্ম্ম বর্ম্ম চ্ছর্দিরস্মভ্যং যং সৎ। ৫। ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্দ্ধনম্। রাস্বা চ নো অমৃত মর্ত্ত্যভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃড় ।৬। মানো মহান্তমুত মানো অর্ভকং মান উক্ষন্তমুত মান উক্ষিতম্। মানো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ।৭। মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্রভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে ।৮। উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিতর্মরুতাং সুম্নমস্মে। ভদ্রা হি তে সুমতির্মৃডয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে।৯। আরে তে গোঘ্নমুত পূরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু। মৃডা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবা ধাচনঃ শর্ম্ম যচ্ছদ্বিবর্হাঃ ।১০। অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্। তন্নো মিত্রোবরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।১১। ইমা রুদ্রায়েতি চতসৃণাং বশিষ্ঠঋষী রুদ্রো দেবতা প্রথমায়া জগতী অন্ত্যয়োস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দাংসি বৃষস্যোত্তরদিগুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্নে। অষাঢ়ায় সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভবতা শৃণোতু নঃ। ১। স হি ক্ষয়েণ ক্ষম্যস্য জন্মনঃ সাম্রাজ্যেন দিব্যস্য চেততি। অবন্নবন্তীরুপ নো দুরশ্চরানমীবো রুদ্রজা সুনো ভব ।২। যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরিসাবৃণক্তু নঃ। সহস্রং তে-স্বপি বাত ভেষজা মানস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ ।৩। মানো বধী রুদ্রমাপরাদা

মাতে ভূম প্রসিতৌ হীড়িতস্য। আনো ভজ বর্হিষি জীবশংসে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।৪। আ তেপিতরিতি পঞ্চদশর্চস্য সূক্তস্য গৃৎসমদঋষী রুদ্রো দেবতা জগতী অন্ত্যায়াস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসী পশ্চিমদিগুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মানঃ সূর্য্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ। অভি নো বীরো অর্ব্বতি ক্ষমেত প্রজায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ।১। ত্বাদত্তেভীরুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ। ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যংহোব্যমীবাশ্চাতয়স্বাবিষূচীঃ।২। শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহো। পর্ষিণঃ পারমংহসঃ স্বস্তি বিশ্বা অভীতীরপসো যুযোধি। ৩। মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধা মানমোভির্মা দুষ্টুতী বৃষভ মাসহূতী। উন্নো বীরাঁ অর্পয়ভেষজেভির্ভিষক্তমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি।৪। হবীমভির্হবতে যো হবির্ভিরবস্তোমেভী রুদ্রং দিষীয়। ঋদূদরঃ সুহবো মানো অস্যৈ বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ।৫। উন্মামমন্দ বৃষভো মরুত্বান্ ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানম্। ঘৃণীবচ্ছায়ামরপা অশীয়া বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নম্।৬। ক্বস্যতে রুদ্র মৃড়য়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ। অপভর্ত্তারপসো দৈব্যস্যাভীনুমা বৃষভ চক্ষমীথাঃ।৭। প্রবভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি। নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভির্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম।৮। স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ। ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসূর্য্যম্।৯। অর্হন্ বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্। অর্হন্নিদং দয়সে বিশ্বমভ্বং নবা ওজীয়ো রুদ্র ত্বদস্তি।১০। স্তুহি শ্রুতং গর্ত্তসদং যুবানং মৃগং ন ভীমমুপহত্নুমুগ্রম্। মৃডা জরিত্রে রুদ্রস্তবানোন্যং তে অস্মন্নিবপন্তু সেনাঃ।১১। কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি নানামরুদ্রোপযন্তম্। ভূরের্দাতারং সৎপতিং গৃণীষে স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে। ১২। যাবো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু। যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তাশঞ্চয়োশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি। ১৩। পরিণোহেতী রুদ্রস্য বৃজ্যাঃ পরিত্বেষস্য দুর্মতির্মহীগাৎ। অবস্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ়্বস্তোকায় তনয়ায় মৃড়।১৪। এবা বভ্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি। হবনশ্রুন্নো রুদ্রেহ বোধি বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ।১৫।

পরে পূর্ব্বোক্ত পুরুষসূক্ত পাঠান্তে (২য় খণ্ড ৩৬০ পৃঃ) শান্তিসূক্ত পাঠ্য। যথা—"ওঁ শংবতীঃ পারয়ন্ত্যেতে তং পৃচ্ছন্তি বচোযুজা। অভ্যারন্তং যমাকেতুং যত্র বেদমিতি ক্রবৎ। ভাসাকেতুং পরিস্রুতং ভারতীর্ব্রহ্মবর্দ্ধনীঃ। সংজানানা মহী মাতা যত্র বেদমিতি ক্রবৎ। ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভুং ভানুনেয়ং সরস্বতী। যেন

সূর্য্যমরোচয়দ্ যেনেমে রোদসী উভে। জুষস্বাগ্নে অঙ্গিরঃ কাণ্বং মেধাতিথিং। মা ত্বা সোমস্যবর্হৎ সুতস্য মধুমত্তমঃ॥ ত্বমগ্নে অঙ্গিরঃ শোচস্ব দেববীতমঃ। আ শন্তম শন্তমাভিরভিষ্টিভিঃ শান্তিং স্বস্তিমকুর্ব্বত। শন্নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্যো অভিবর্ষতু। শন্নো দ্যাবাপৃথিবী শং প্রজাভ্যঃ শন্ন এধি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি," এই সকল সূক্তমন্ত্র বৃষকে বারত্রয় শ্রবণ করাইয়া বৃষপুচ্ছগলিত জলে তর্পণ করিবে। যথা—দক্ষিণামুখ, প্রাচীনাবীতী, পাতিত-বামজানু ও একবস্ত্র হইয়া "বিষ্ণুবোম্ অমুকগোত্রং প্রেতমমুকদেবশর্ম্মাণমেতদ্-বৃষপুচ্ছগলিত-সতিলোদকেন তর্পয়ামি" মন্ত্রে তিনবার সতিল-বৃষপুচ্ছগলিত-জলে তর্পণ করিয়া উত্তরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্য-শ্চাপি তৃপ্তয়ে। মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিদ্ যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ। গুরুশ্বশুর-বন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ। যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ। বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥" এই মন্ত্রে বৃষপুচ্ছগলিত-সতিল-জলে তিনবার তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে—'ওঁ যৎকিঞ্চিদ্দ্বিজনে ময়োৎসৃষ্টং তদন্যো ন নয়েৎ ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ।' বৃষকে সম্বোধন পূর্ব্বক পাঠ করিবে—"ওঁ ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্থিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্ত্বয়া সহ। দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ। ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজন্থিমাঃ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতর্ষিপোষক। ত্বয়ি মুক্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ। ওঁ মা মে ঋণোঽস্তু দৈবোঽথ পৈত্রো ভৌতোঽথ মানুষঃ। ধর্ম্মস্ত্বং ত্বৎপ্রপন্নস্য যা গতিঃ সাঽস্তু মে ধ্রুবা॥ ওঁ যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম লোভমোহাৎ কৃতং ভবেৎ। তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে॥ যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সম্ভবন্তি হি। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ। ওঁ গাবো মে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম। উৎসৃষ্টে বৃষভে যান্তু স্বর্গে পিতৃগণা মম। ওঁ পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। দশজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ। ততঃ প্রক্ষীণকর্ম্মাসৌ (মোক্ষ-মাপ্নোত্বসংশয়ম্) মুক্তিং যাস্যত্যসংশয়ম্। মোচিতোঽসি ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা গতিরস্তু তে। মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধ্যর্থং তরিত্বং ভবসাগরে॥ ওঁ ন খাদেঃ পরশস্যানি নাক্রামের্গর্ভিণীঞ্চ গাম্॥" মন্ত্র পাঠ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। অগ্নি হইতে স্রুবাগ্রে ভস্ম লইয়া "মানস্তোক ইত্যস্য কুৎসঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দো বিভূতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ

মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্র ভামিতো বধী-র্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে" মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তে অভিমন্ত্রিত করত দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা 'ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ' মন্ত্রে ললাটে, 'ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং' মন্ত্রে হৃদয়ে, 'ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং' মন্ত্রে নাভিতে, 'ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং' মন্ত্রে দক্ষিণস্কন্ধে, 'ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং' মন্ত্রে বামস্কন্ধে, 'সর্ব্বমস্তু-শতায়ুষং' মন্ত্রে ব্রহ্মরন্ধ্রে তিলক করিবে। হোতৃদক্ষিণাদি দানান্তে মূল-দক্ষিণাদান করত কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বার্চ্চাং স্বমালয়ম্। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দদ্ধ্বেদানীং সুপূজিতাঃ।" মন্ত্রে দেবতাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিকলস উত্থাপন করত শান্তিবিধান অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য।

ইতি কালেশিকৃত-ঋগ্‌বেদীয়-বৃষোৎসর্গবিধি।

ঋগ্‌বেদীয়-আদ্যৈকোদ্দিষ্ট

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নে অষ্টম বা নবম মুহূর্ত্তে অসামর্থ্যে পর্য্যু-দস্তেতর কালে প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারী নিত্যক্রিয়াদানাদি সমাপনান্তে তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক কুশ-হস্তে দুইবার আচমন করত পূর্ব্বাভিমুখে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—'ওঁ এতস্মৈ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনান্তে দান-বাক্য পড়িবে, যথা—"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ (অমুকেগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি) অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু-দৈবত'মিত্যাদি।" পরে যথাযথ দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া 'ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ' মন্ত্রে বাস্তুপুরুষপূজান্তে ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণু-স্মরণ করত 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে যজ্ঞেশ্বরের পূজা ও শ্রাদ্ধীয়া-গ্রভাগ ভোজ্যদান পূর্ব্বক গঙ্গাপূজা ও পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামীকে পিতৃতীর্থে 'এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ' মন্ত্রে ভোজ্যদান করিবে। পরে উপবীতী হইয়া ব্রাহ্মণকে (পঞ্চ বা সপ্ত সাগ্র কুশ দ্বারা সার্দ্ধ-দ্বিতয় বেষ্টনে 'ওঁ' মন্ত্রে গ্রন্থিযুক্ত ঊর্দ্ধকেশ) ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ

সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' মন্ত্রে স্নান করাইয়া 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাগ্র কুশাসনে স্থাপন করিবে। পরে কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)। উপবীতী হইয়া গায়ত্রী একবার পাঠ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ" মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। অনন্তর পুনঃ প্রাচীনাবীতী হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ ও রক্ষার্থ মৃজ্জল নিম্নোক্ত মন্ত্রে একদেশে স্থাপন করিবে। "ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্য্যটতে মহীম্। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। ময়াঽত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোঘ্নমসি।" (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ প্রত্যুত্তর)।

মতান্তরে রক্ষোঘ্ন জল স্থাপনের পর নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলবিকিরণ উক্ত হইয়াছে। যথা—"ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমনু। অন্যত্রেতো গচ্ছন্তু যত্রৈতেষাং গতং মনঃ॥"

আসনদান।—কাষ্ঠাসন লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নিদং দার্ব্বাসনং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—"ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রম্যতাং দ্বিজবর্য্যানুগ্রহায় প্রসাদয়ে ত্বাসনং গৃহ্ন পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণ বিপ্র।" দর্ভাসনদান—যথা—অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নিদং দর্ভাসনং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে মোটক-জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দিবে।

ছত্রদান।—বামহস্তে ছত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদং ছত্রং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া নিবেদন করিবে।

পাদুকাদান।—পাদুকা ধারণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদং পাদুকাযুগলং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। মতান্তরে পাদুকাদানের ফলশ্রুতি পঠিত হইয়া থাকে। যথা—"ওঁ সন্তপ্তবালুকাং ভূমিমসিকটকিতাং তথা। সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদদুপানহৌ॥"

শয্যাদান।—বামহস্তে শয্যা ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেষা শয্যা ত্বামুপতিষ্ঠতাম্।” মন্ত্রে শয্যায় জলের ছিটা দিবে।

অর্ঘ্যদান।—ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ পরিষ্কৃত প্রোক্ষিত ভূমিতে কুশোপরি একখানি অর্ঘ্যপাত্র (ডোঙ্গা) পাতিয়া একটি সাগ্রকুশ প্রাদেশপরিমাণে “ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে নখব্যতিরেকে ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি” মন্ত্রে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রে দক্ষিণাগ্রভাবে রাখিবে। তূষ্ণীম্ভাবে জলসেক করিয়া ‘ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ’ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত “ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া প্রেতান্ ইমাঁল্লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে তিল বিকিরণ পূর্ব্বক অর্ঘ্য (গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্ব্বা, তুলসী, তণ্ডুল) অমন্ত্রকভাবে সাজাইয়া কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে- “ওঁ প্রেতপাত্রং সম্পন্নম্ জাতম্?” (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রতিবচন) পরে উদ্ঘাটন, অমন্ত্রক পবিত্রার্পণ, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দানান্তে পুষ্পান্তর দ্বারা শিবঃ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া গৃহ্যসূত্রমতে অমন্ত্রক অন্য জল দিয়া অর্ঘ্যদান কর্ত্তব্য। মতান্তরে ‘স্বধা অর্ঘ্য।’ মন্ত্রে জলদান বিহিত। বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে জলের ছিটা দিয়া নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদমর্ঘ্যং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্।” পরে বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সম্বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ সংস্যোনা ভবন্তু” মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ‘ওঁ প্রেতায় স্থানমসি’ মন্ত্রে সংস্রবজল সহ অর্ঘ্যপাত্র বামপার্শ্বে কুশোপরি ন্যুব্জ করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদিদান।—বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, তৈজসাধার দীপ ও বস্ত্র ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তধৃত মোটকজলে নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিমানি গন্ধপুষ্প-ধূপ-তৈজসাধার-দীপাচ্ছাদনানি ত্বামুপতিষ্ঠন্তাম্। * মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ওঁ এষ তে গন্ধঃ

---

* কোন কোনও পুস্তকে সর্ব্বত্র দানবাক্যে ‘স্বধা নমঃ’ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কেন না, গৃহ্যপরিশিষ্টে একোদ্দিষ্টপ্রকরণে লিখিত আছে যে, ‘ন দৈবং নধূপদীপৌ ন স্বধা, পিতৃশব্দেনাবাহনম্’ ইত্যাদি, দৈবং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ স্বধাশব্দঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। পিতৃশব্দো নমঃ শব্দঃ সূক্তাদি শ্রাবণং ন চ।’ গৃহ্যকারিকা।—স্বধা শব্দের পরিবর্ত্তে উপতিষ্ঠতাম্ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

(ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে, "ওঁ প্রেতার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ?" (ওঁ সম্পূর্ণং জাতং প্রত্যুত্তর)।

অন্নদান।—ঘৃতাক্ত কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া অগ্নৌকরণ করিবে, যথা—"ওঁ অমুকগোত্রায় প্রেতায় অমুকদেবশর্ম্মণে স্বাহা" মন্ত্রে অন্ন একবার জলে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর নৈঋ্ঁতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র গোলাকৃতি মণ্ডল জল দ্বারা আঁকিয়া তদুপরি আমিষযুক্ত ভোজনপাত্র রাখিয়া তৎপার্শ্বে পানার্থ জলপাত্র রাখিবে। উপকরণ পাত্রান্তরে স্থাপন কর্ত্তব্য।

হুতশেষ অন্নোপরি দিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে। অমন্ত্রক জলের ছিটা দিয়া উত্তান হস্তদ্বয়ে অন্নপাত্র ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জ্জুহোম্যক্ষিতমসি মামেক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে" মন্ত্রে অন্নে নখ ব্যতিরেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থাপন করত "ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ ও 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে তিল বিকিরণ কর্ত্তব্য। অতঃপর অমন্ত্রক জলগণ্ডূষ দিয়া বাম হস্তে সামিষ অন্নপাত্র ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদং সামিষান্নং সোপকরণং সতিলোদকং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" উৎসর্গান্তে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া অন্নে ঘৃত-মধু দানান্তে উপবীতী হইয়া গায়ত্রীপাঠ পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতিভাবে মধু বাতা ইত্যাদি ঋকত্রয় ও মধুমন্ত্র জপ করিয়া অন্নহীনম্ ইত্যাদি পাঠ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যাদেশ কর্ত্তব্য। যথা—"ওঁ ইদম্ সামিষান্নম্ ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি ভবান্ প্রাশয়তু" মন্ত্রে জল দান করিয়া "ওঁ যথাসুখং জুষস্ব" বলিবে। পরে ব্রাহ্মণের ভোজনকালে শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। যথা—সপ্রণব ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী, "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী। "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু। ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তা-হব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্ত সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ

সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।" ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি। "ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্ম-ময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত। (ওঁ রুচিঃ রুচিঃ রুচিঃ ওঁ রুচয়ে নমঃ) ওঁ ঈশান-বিষ্ণু-কমলাসন-কার্ত্তিকেয়-বহ্নিত্রয়ার্ক-রজনীশ-ধনেশ্বরাণাম্। ক্রৌঞ্চামরেন্দ্র-কলসোদ্ভব-কাশ্যপানাং পাদান্নমামি সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্।" পরে জলগণ্ডূষ দিয়া "ওঁ তৃপ্তোঽসি' মন্ত্রে তৃপ্তিপ্রশ্নান্তে (ওঁ তৃপ্তোঽস্মি প্রত্যুত্তর) মধু বাতেতি ঋক্‌ত্রয় ওঁ মধু মধু মধু ও ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত ইত্যাদি পাঠ করিয়া 'ওঁ সম্পন্নম্' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর)।

পিণ্ডদান।—ভুক্তাবশিষ্ট সর্ব্ববিধ অন্ন হুতশেষের সহিত একত্র করিয়া অধিক পরিমাণে পিণ্ডার্থ ও অল্পপরিমাণে বিকিরদানার্থ স্থাপন করিবে। পরে 'ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি ক দেয়ম্' জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ প্রেতায় দীয়তাম্ অনুমতি-বাক্য) ব্রাহ্মণে জল দিয়া ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) অনুমতি লইবে। অতঃপর উপবীতিভাবে পূর্ব্বমুখ হইয়া একবার গায়ত্রী ও তিনবার দেবতাভ্য মন্ত্র পাঠান্তে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিণ্ডস্থান পরিষ্কার পূর্ব্বক কুশমূল দ্বারা ব্রাহ্মণসম্মুখে 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কন করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক তথায় তিল, জল ও পুষ্প লইয়া 'ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ' মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। গৃহ্যপরিশিষ্টমতে মন্ত্রপাঠ বিহিত নহে। পরে পূর্ব্বস্থাপিত অন্ন লইয়া কুক্কুট-অণ্ডপবিমিত পিণ্ড নির্ম্মাণ কবিয়া 'ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত' ইত্যাদি ও মধু বাতা ইত্যাদি পাঠ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতৎ সামিষ-পিণ্ডং সতিলগন্ধোদকং স্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে দিবে। অমন্ত্রক পিণ্ডশেষদান, করঘর্ষণ পূর্ব্বক হস্তলেপ পিণ্ডোপরি দিয়া হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব।" বামাবর্ত্তে উত্তরমুখে ফিরিয়া শ্বাসধারণ করত মতান্তবে "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যম্" ইত্যাদি পাঠান্তে পুনঃ দক্ষিণাভিমুখে ফিরিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে "ওঁ অমীমদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট" পাঠ করিবে। পরে উপবীতী হইয়া হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতিভাবে "ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ।" (পবিশিষ্টমতে অমন্ত্রক) মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি সতিল পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালন-জল দিবে। পরে নীবীমোক্ষণান্তে পুনরাচমন করত "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্‌ক্ষ্" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি ঘৃত বা তিলতৈল দিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নঙ্‌ক্ষ্" মন্ত্রে অঞ্জন দিবে। পরে শুক্লবস্ত্রদশাসম্ভূত সূত্র বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মানো তোঽস্তৎ প্রেতা যুঙ্‌গ্‌ধ্বং" পিণ্ডোপরি দিয়া বাম হস্তে ধরিয়া নিবেদন করিবে—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নিদং বাস-স্বামুপতিষ্ঠতাম্। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বূল দ্বারা অমন্ত্রক প্রেতপিণ্ড পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—"ওঁ নমস্তে প্রেত ইষে, নমস্তে প্রেত উর্জ্জে, নমস্তে প্রেত শুষ্মায়, নমস্তে প্রেত ঘোরায়, নমস্তে প্রেত জীবায়, নমস্তে প্রেত রসায়, নমঃ স্বধা তে প্রেত নমস্তে প্রেত নমঃ। এতান্তব প্রেত ইমা অস্মাকং জীবাস্তে জীবন্ত ইহ সন্তস্যাম। ওঁ মনোন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন প্রেতানাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে জ্যোক্ চ সূর্য্যন্দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ প্রেতো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি।" মন্ত্রে পিণ্ডোপস্থান করিয়া "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পবিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে প্রেতম্" মন্ত্রে প্রেত-পিণ্ডোপবি জলাঞ্জলি দিয়া "ওঁ পবে হি নঃ প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ" মন্ত্রে অগ্নিকোণে পিণ্ড চালনা কবিয়া গো, অজ বা বিপ্র দ্বারা ভোজন কবাইবে, অথবা জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অম্ভসে নমঃ, যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রান্নং অম্ভসি সমর্পয়ামি পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি।' মন্ত্রে জলে নিক্ষেপ করিতে হয়।

বিকিবদান।—হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে আচমনজল দিয়া অভ্যুক্ষিত ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপবি তিল-জল বিকিবণ করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অন্ন জলপ্লাবিতভাবে গ্রহণ করত "ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা

যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে তেভিঃ স্বরাড়সুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব" মন্ত্রে ছড়াইয়া "ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদগ্ধাঃ (যেঽপ্যদগ্ধাঃ) কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।" মতান্তরে—"যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ" মন্ত্রে তদুপরি সতিল জল দিবে। মতান্তরে হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণান্তে, মতান্তরে ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমিতে 'ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু' (ওঁ অস্তু) জলসেক করিয়া ব্রাহ্মণে 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' মন্ত্রে জল, (ওঁ সন্তু) 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' মন্ত্রে পুষ্প (ওঁ অস্তু), ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে যব বা তণ্ডুল দিবে। পরিশিষ্টমতে—"ওঁ অস্মদ্‌গোত্রং বর্দ্ধতাং" (ওঁ বর্দ্ধতাং) বলিয়া "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ স্বস্তি ইতি ব্রূহি" (ওঁ স্বস্তি) বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। অতঃপর তিল-ঘৃত-মধুযুক্ত জল লইয়া 'ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণো দত্তং শ্রাদ্ধমক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূহি' বলিয়া ব্রাহ্মণে দিবে (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) স্থানোত্থান পূর্ব্বক উপবীতী হইয়া দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদাদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" 'ওঁ শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতম্?' (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) জিজ্ঞাসা করিয়া 'ওঁ অভিরম্যতাং' মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। (ওঁ অভিরতোঽস্মি প্রত্যুত্তর) মতান্তরে—"ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গন্তাং পিতরা মাতরা চামা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।" মন্ত্রে জলধারা দিয়া, পরিশিষ্টমতে—পিণ্ডস্থানে 'ওঁ শান্তিরস্তু' মন্ত্রে যব ছড়াইয়া গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধা পাঠ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণান্তে হস্তপ্রক্ষালন, কুশত্যাগ, সর্ব্ববেদিসাধারণ শান্তিসূক্তপাঠ (বামদেব্যগান) ও বৈগুণ্যশান্তি কর্ত্তব্য। প্রেতশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধশেষভক্ষণ নিষিদ্ধ।

ইতি ঋগ্‌বেদি-আদ্যৈকোদ্দিষ্ট।

ঋগ্‌বেদি-মাসিক-শ্রাদ্ধ

আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবৎ সকল প্রণালীই হইবে। কেবল অনুজ্ঞা প্রভৃতি অভিলাপবাক্যে 'অমুক (প্রথম দ্বিতীয়) মাসিকএকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধম্' ইত্যাদি

উল্লেখ্য। আসনদানাদিতে 'অত্রাসনে দেবরাজ' ইত্যাদি পাঠ্য নহে। বস্ত্রদান বিহিত না হওয়ায় তাহার উৎসর্গবাক্যও পাঠ্য নহে।

ঋগ্বেদি-সপিণ্ডীকরণ

শ্রাদ্ধকর্তা পূর্ব্বদিনে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ সমাপন পূর্ব্বক নিরামিষ একবার ভোজনান্তে পরাহে শ্রাদ্ধ নিশ্চয় করত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পরদিন নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে দক্ষিণাপ্লব স্থানে দক্ষিণমুখে পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক কুশহস্তে দ্বাদশ (শেষ) মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া অপরাহ্নে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। প্রথমতঃ তিলতৈলে দীপ জ্বালিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আচমনাদি অন্তে 'কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন করত ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—'ওঁ এতেভ্যঃ সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও উক্তমন্ত্রে অর্চ্চনান্তে 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ' মন্ত্রে যথাযথ অর্চ্চনা করিয়া দানবাক্য পাঠ করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি অক্ষয়-স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিত"মিত্যাদি। পরে উক্তবাক্যানুসারে দক্ষিণান্ত কর্ত্তব্য। অতঃপর প্রেতপক্ষে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—উক্তরীতিতে প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনান্তে 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণো-ঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবত'মিত্যাদি। পরে যথাযথ দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য। দেব ও পিতামহাদিপক্ষে পার্ব্বণবিধিতে ও প্রেতপক্ষে একোদ্দিষ্টবিধিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। সর্ব্বত্র প্রথমতঃ দেবকার্য্য, পরে প্রেতকার্য্য, অতঃপর পিতৃকার্য্য করিবে। দেবকার্য্য উত্তরমুখে দক্ষিণজানু পাতিয়া ত্রিপত্র ও যব দ্বারা কর্ত্তব্য। প্রেত ও পিতৃকার্য্য দক্ষিণমুখে বামজানু পাতিয়া মোটক ও তিল দ্বারা করণীয়। * পার্ব্বণপক্ষে 'ওঁ বাস্তুপুরুষায়

---

* প্রচলিত মুদ্রিত প্রায় সকল পদ্ধতিতে 'প্রেতকার্য্য পিতৃকার্য্যের অনন্তর করণীয়'

নমঃ' মন্ত্রে বাস্তুপুরুষপূজান্তে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ নিবেদন করিয়া গঙ্গাপূজা করিবে। অতঃপর পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামীকে মৃত্য বা মৃত-ভূস্বামীকে পিতৃনীতিতে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ 'এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বন্তোপকরণা-মান্নভোজ্যং এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ' মন্ত্রে দান করিবে। স্বীয় ভূমিতে বা অস্বামিকভূমিতে ভূস্বামীকে ভোজ্যদান কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর পাঁচটি দর্ভময় ব্রাহ্মণকে "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" মন্ত্রে স্নান করাইয়া 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজান্তে পশ্চিমাগ্র কুশসহিত আসনদ্বয়ে উত্তরমুখে উপবীতী হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিয়া প্রেতব্রাহ্মণস্থাপনান্তে দক্ষিণমুখে প্রাচীনা-বীতী হইয়া দক্ষিণাগ্র কুশসহিত আসনত্রয়ে ব্রাহ্মণত্রয় স্থাপন করিবে। প্রেতপক্ষে বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, গঙ্গা ও ভূস্বামীকে যথাযথ পূজা ও ভোজ্যদানান্তে দর্ভময় ব্রাহ্মণের স্নান, পূজা ও দক্ষিণাগ্রভাবে স্থাপন করিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণ স্থাপন কর্ত্তব্য। পরে দৈবে কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া জলগণ্ডূষ দিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)। প্রেতপক্ষে 'কুরুক্ষেত্র' ও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক অনুজ্ঞাগ্রহণ করিবে, যথা—জলগণ্ডূষ দিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রতি-বাক্য) পিতামহাদিপক্ষে কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ তীর্থা-বাহন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে ব্রাহ্মণত্রয়ে জলগণ্ডূষ দিয়া অনুজ্ঞা লইবে। যথা—

বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কেন না, আশ্বলায়নগৃহ্যে 'চত্বার্য্যুদক-পাত্রাণি প্রযুনক্তি তত্রৈকং প্রেতস্য ত্রীণি ইতরেভ্যঃ' ইত্যাদি পাঠক্রমদর্শনে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, প্রেতকার্য্যের অনন্তর পিতৃকার্য্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও পিতৃকার্য্যপূর্ব্বক প্রেতকার্য্য কেবল সামবেদী ও যজুর্ব্বেদিগণের পক্ষেই সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন।

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেষ্বহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) পরে দৈবে উপবীতী হইয়া একবার সপ্রণব গায়ত্রী ও "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া 'ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ' মন্ত্রে পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণান্তে মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ পূর্ব্বক "ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্য্যটতে মহীম্। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোঘ্নমসি" (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরুষ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে রক্ষার্থ জল ব্রাহ্মণশিরোদেশে স্থাপনীয়। পরে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে ক্ষয়স্তি পৃথিবীমনু। অন্যত্রেতো গচ্ছন্তু যত্রৈতেষাং গতং মনঃ" মন্ত্রে চারিদিকে যব ছড়াইয়া দিবে। মতান্তরে দেবপক্ষে রক্ষার্থ জলস্থাপন ও যববিকিরণ কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর প্রেত-পক্ষে পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধা পাঠান্তে পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জলপ্রোক্ষণ, রক্ষার্থ জলস্থাপন ও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তিলবিকিরণ কর্ত্তব্য। এইরূপ পিতামহাদিপক্ষেও গায়ত্রীপাঠাদি তিলবিকিরণান্ত কার্য্য কর্ত্তব্য।

দৈবে আসনদান।—যথা—জলগণ্ডূষ দিয়া অনুত্তান বামহস্তে ত্রিপত্রদ্বয় ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে স্বাহা" মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণপার্শ্বে যবোদকসহ নিবেদন করিতে হয়।

দৈবে অর্ঘ্যদান।—অভ্যুক্ষিত ভূমিতে পূর্ব্বাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি দুইখানি ডোঙ্গা রাখিবে। পরে কুশাগ্রদ্বয়নির্ম্মিত পবিত্রদ্বয় একৈকশঃ 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে ছেদন ও "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে অভ্যু-ক্ষণ পূর্ব্বক দুই পাত্রে রাখিয়া তদুপরি জলসেক করিবে। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্রে সিক্তজল অনুমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ যবোঽসি ধান্যরাজো বা বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্।" মন্ত্রে তদুপরি যববিকিরণান্তে অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন দূর্ব্বা ও তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক 'ওঁ দেব-পাত্রং সম্পন্নম্?' মন্ত্রে প্রশ্ন করিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রতিবাক্য) অতঃপর দেব-পক্ষে আবাহন কর্ত্তব্য। যথা—যবহস্তে "ওঁ বিশ্বান দেবানাবাহয়িষ্যামি"

প্রশ্নানন্তর (ওঁ আবাহয়-অনুমতিবাক্য) "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে যে অন্তরিক্ষে য উপস্থবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্। ওঁ ওষধয়ঃ সংবদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।' এই মন্ত্রে যব ছড়াইয়া "ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষকন্যায়াং জাতা ধর্ম্মান্ মহাত্মনঃ। বিশ্বেদেবা ইতি খ্যাতা দেববর্য্যা মহাবলাঃ। শক্রেণ সহ যোদ্ধৃণাং বিজেতারশ্চ রক্ষসাম্। যন্নামস্মরণাদেব প্রদ্রবন্ত্যসুরাঃ ক্ষণাৎ। বাণ-বাণাসনধরা দ্বিভুজাঃ শ্বেতবাসসঃ। কেয়ূরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীট-কটকান্বিতাঃ। ধৈর্য্য-সৌন্দর্য্য-সংযুক্তা দিব্যস্রগনুলেপনাঃ। ইন্দ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে গোপ্তারস্ত্রিদিবস্য তে।" এইরূপে বিশ্বদেবের ধ্যান করিয়া "ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। যে অত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে।" মন্ত্রে বিশ্বদেবের উপস্থিতি কল্পনা করত কুশোদ্ঘাটন, ব্রাহ্মণ-হস্তে পবিত্রদান, জলান্তর ও পুষ্পান্তরদানান্তে পুষ্পান্তর দ্বারা "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া 'ওঁ স্বাহা অর্ঘ্যাঃ' মন্ত্রে একবার নিবেদন পূর্ব্বক জলান্তর দিয়া বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণ করত 'ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বোঽর্ঘ্যো স্বাহা" মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সম্বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তান আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ ভবন্তু।" মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের অনুমন্ত্রণ করিবে।

দৈবে গন্ধাদিদান।—অনন্তর বামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্রযুগ্ম ধরিয়া 'বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বাহা' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া 'ওঁ এষ বো গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ প্রতিবাক্য) ওঁ এতদ্বঃ পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্) ওঁ এষ বো ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ বো দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতদ্ব আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)' উক্তমন্ত্রে অন্য ব্রাহ্মণেও গন্ধাদি নিবেদন করিবে। 'ওঁ বিশ্বদেবার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্?' প্রশ্ন করিয়া (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রতিবাক্য) অন্নদান কর্ত্তব্য *। যথা—

---

* প্রচলিত কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে বিশ্বদেবের অন্নদান পিতামহাদির উদ্দেশে গন্ধাদিদানানন্তর বিহিত, কিন্তু তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, যেহেতু, আশ্বলায়নগৃহ্যে কথিত আছে, অত্র দৈবং তোজয়েৎ প্রাগেব দৈবে অর্ঘ্যমন্নান্তক দত্ত্বা গন্ধমাল্যৈঃ পাত্রমর্চ্চয়িত্বা হস্তশেষং পিতৃভ্যঃ পাত্রেষু দদ্যাৎ। অর্থাৎ বহ্বৃচগণের পক্ষে পূর্ব্বেই বিশ্বদেবের অর্ঘ্য ও অন্নদান কর্ত্তব্য। পিতৃপাত্রে দৈবপাত্র স্পর্শন করিবে না।

গোময়লিপ্ত ভূমিতে দর্ভ পাতিয়া তদুপরি বিহিত বা অনিবিদ্ধ পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক যথাসম্ভব দুই হস্তে ধৃত পাত্রে অন্নাদি পরিবেশন করিয়া অমুত্তান হস্ত-দ্বয়ে ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জুহোম্যক্ষিতমসি মাষে-ক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিল্লোঁকে" মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে' মন্ত্রে অন্নে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া "ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" মন্ত্রে অন্নে জলাভ্যুক্ষণ করিবে। পরে অন্নপাত্রে অমন্ত্রক যব বিকিরণ করিয়া উত্তরমুখে অমুত্তান বামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ পূর্ব্বক 'ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং ঘৃতাদ্যুপকরণ সমেতং সযবোদকং স্বাহা' এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ত্রিপত্রসহ যবোদক দিবে। পরে দৈবে জলগণ্ডূষ দিয়া অন্নে মধু-ঘৃত দানান্তে একবার গায়ত্রীজপ ও মধু বাতা মন্ত্র জপ করিয়া অন্নহীনম্ ইত্যাদি জপ কর্ত্তব্য। এইরূপে দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রেতপক্ষে ও পিতামহাদিপক্ষে আসনদানাদি কর্ত্তব্য।

আসনদান।—প্রেতপক্ষে—দক্ষিণমুখে বাম জানু পাতিয়া উত্তান বাম হস্তে মোটক ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ ইদং দর্ভাসনং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে নিবেদন করিয়া দিবে। পিতামহাদিপক্ষে—জলস্পর্শ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণে জল দিয়া বামহস্তে মোটক ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেব-শর্ম্মন্ ইদন্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ" মন্ত্রে তিলোদক সহ ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দিবে।

অর্ঘ্যদান।—প্রেতপক্ষে ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমি জলসিক্ত করিয়া তাহাতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি একটি পাত্র (ডোঙ্গা), পিতামহাদি ব্রাহ্মণ-ত্রয়সম্মুখস্থ সিক্তভূমিতে পাতিতদক্ষিণাগ্র কুশোপরি তিনটি পাত্র (ডোঙ্গা) পাতিয়া, প্রেতপক্ষে 'ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী' মন্ত্রে একটি পবিত্র নখ ব্যতিরিক্ত অস্ত্রে ছেদন করিয়া 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি' মন্ত্রে জল-প্রোক্ষিত করত প্রেতপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে পিতামহাদি-পাত্রে 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে দ্বিদল পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে ছেদন করিয়া 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে জলপ্রোক্ষিত করত এক একটি অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক প্রেতাদিক্রমে অর্ঘপাত্রে অমন্ত্রক জলদান করিয়া

"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়" ইত্যাদি মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে প্রেতপক্ষে অমন্ত্রক তিলবিকিরণান্তে পিতামহাদি প্রতি অর্ঘ্যপাত্রে "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৄনিমাঁল্লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বধা নমঃ" মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিয়া চারিটি অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্ব্বা, তণ্ডুল দিয়া কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করত 'ওঁ প্রেতপাত্রং সম্পন্নং' প্রশ্ন করিয়া (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) 'ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নং' মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইবে (ওঁ সম্পন্নং প্রতিবাক্য)। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিলহস্তে পিতৃপুরুষের আবাহন করিবে, যথা—"ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যামি" পরিশিষ্টমতে—"পিতৄন্ পিতামহান্ প্রপিতামহানা-বাহয়িষ্যামি।" (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) ('ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত" এই মন্ত্রে আবাহন পরিশিষ্টসম্মত নহে)। "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।" মন্ত্রে তিলবিকিরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে, যথা— "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্। ওঁ শুক্লাম্বরাঃ শুক্লগন্ধাঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতিনঃ। আত্মনোঽভিমুখাসীনা জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধাঃ।" এইরূপে পিতামহাদি তিন পুরুষকে যথাক্রমে বসু, রুদ্র ও আদিত্যরূপী ভাবিয়া প্রেতপক্ষে কুশোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অমন্ত্রক পবিত্রদান, জলান্তর ও পুষ্পান্তরদানান্তে পুষ্পান্তর দ্বারা "ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বাগাত্রেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া অমন্ত্রক, মতান্তরে 'অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নিদমর্ঘ্যং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্' প্রেতার্ঘ্য দান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্যজল চতুর্ভাগ করত অমন্ত্রক এক ভাগ জল প্রেতব্রাহ্মণহস্তে দিয়া অপর তিন ভাগ জল একৈকশঃ পিতামহাদি পাত্রে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মিশ্রিত করিবে, যথা—"ওঁ সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥" (মতান্তরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা গৃহ্যকারসম্মত নহে। যথা—'ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্। ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতাম্ অস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ॥') অতঃপর প্রেতপাত্র 'ওঁ প্রেতায় স্থানমসি' মন্ত্রে ন্যুব্জ করিবে। পিতামহাদিগকে উদ্ঘাটন, পবিত্রদান, জলান্তর, পুষ্পান্তরদান ও

পুষ্পান্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতির অর্চনান্তে "ওঁ স্বধা অর্ঘ্যা" মন্ত্রে সকৃৎ নিবেদন পূর্ব্বক অন্ত জল ব্রাহ্মণ-হস্তে দিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইদন্তে অর্ঘ্যং স্বধা নমঃ" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সম্বভূবু" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমন্ত্রিত করিবে। ঐরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিয়া জপাভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সংস্রবজল পিতামহপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত বামপার্শ্বে পাতিত সমূল কুশোপরি 'ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' মন্ত্রে ন্যুব্জ করিবে

গন্ধাদিদান।—প্রেতপক্ষে উত্তানবামহস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র ধরিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি ত্বামুপতিষ্ঠন্তাম্। ওঁ এষ তে গন্ধঃ (সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পং, (ওঁ সুপুষ্পম্) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্" (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে নিবেদন করিয়া "ওঁ প্রেতার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ?" প্রশ্ন করিবে (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) পিতামহাদিপক্ষে গন্ধাদি লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ" মন্ত্রে অর্পণ করিবে। 'ওঁ এষ তে গন্ধ' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে গন্ধাদি নিবেদন করিয়া 'ওঁ পিত্রর্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতং' প্রশ্ন করিলে 'ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্' পুরোহিত বলিবেন।

অন্নদান।—প্রেতপক্ষে ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া "ওঁ অমুকগোত্রায় প্রেতায় অমুকদেবশর্ম্মণে স্বাহা" মন্ত্রে জলে কিঞ্চিৎ অন্ন আহুতি দিয়া পিতামহাদিপক্ষে "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে করবৈ করবাণি বা" (ওঁ কুরুষ ক্রিয়তাং কুরু বা প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া বিপ্রপাণি বা জলে "ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ" মন্ত্রে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে। প্রেতব্রাহ্মণ-সম্মুখে নৈর্ঋতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাগ্র গোলাকৃতি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি প্রেতপাত্র স্থাপন এবং পিতামহাদিপক্ষে পূর্ব্ববৎ গোলাকৃতি মণ্ডলত্রয় আঁকিয়া গোময়লেপন পূর্ব্বক তদুপরি পাতিতসতিলদর্ভে পাত্রত্রয় ও জলপাত্র রাখিয়া প্রেতপক্ষক্রমে অন্নাদি পরিবেশন করিবে। উপকরণ পাত্রান্তরে স্থাপনীয়। হুতশেষ প্রত্যেক অন্নপাত্রে কিঞ্চিৎ দিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে। প্রেতপক্ষে উত্তান হস্তদ্বয়ে পাত্র ধরিয়া "ওঁ

পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জুহোমাক্ষিতমসি মামেক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে” এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে পিতামহাদিগকে উক্ত মন্ত্রে পাত্রালম্ভনান্তে “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রেতাদিক্রমে অন্নোপরি অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া “ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করত “ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে অন্নোপরি প্রেতাদিক্রমে তিল বিকিরণ করিবে। পরে প্রেতপাত্র বামহস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ ইদং সামিষান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং ত্বামুপতিষ্ঠতাম্।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া অন্নে ঘৃত-মধু সেকান্তে উপবীতী হইয়া গায়ত্রীজপান্তে প্রাচীনাবীতিভাবে মধু বাতা ঋকৃত্রয় জপ পূর্ব্বক অন্নহীনম্ ইত্যাদি পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া “ওঁ ইদং সামিষান্নং ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিরেতান্যুপকরণানি (ভবান্ প্রাশয়তু) যথাসুখং জুষস্ব।” অতঃপর ব্রাহ্মণভোজনকালে নিম্নোক্ত শ্রাব্যমন্ত্র সকল পাঠ করিয়া ‘ওঁ তৃপ্তোঽসি’ প্রশ্ন করিবে, (ওঁ তৃপ্তোঽস্মি প্রত্যুত্তর) পরে মধু বাতা মন্ত্র ও অক্ষন্নমী মদন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ‘ওঁ সম্পন্নং’ প্রশ্ন করিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) পিতামহাদিগকে অন্নপাত্র ধরিয়া “অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইদং তেঽন্নং সোপকরণং সতিলোদকং স্বধা নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে জলগণ্ডূষ দিয়া উপবীতী অবস্থায় গায়ত্রীজপান্তে প্রাচীনাবীতী হইয়া মধু বাতা ঋকৃত্রয় ও মধু মধু মধু মন্ত্র জপ করিয়া “ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু” (ওঁ অস্তু প্রতিবচন) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করত জলগণ্ডূষ দিয়া “ওঁ ইদমন্নম্ ইমাঃ সতিলা আপ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি (ওঁ ভবন্তঃ প্রাশয়ন্তু) যথাসুখং জুষধ্বম্” মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রত্যাদেশ করিবে। পরে ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে নিম্নোক্ত শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। যথা—সপ্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী, “ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্রতে হরী। ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। “ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু। ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু

সন্তো রক্ষাংস্যশেষাস্তস্মরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রিবিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ -কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ-গোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ।" ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি। "ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো-ঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশা-র্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তে-ঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যো-ঽবসীদত। ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ। ওঁ ঈশান-বিষ্ণু-কমলাসন-কার্ত্তিকেয়-ত্রয়ার্করজনীশধনেশ্বরাণাম্। ক্রৌঞ্চামরেন্দ্র-কলসোদ্ভব-কাশ্যপানাং সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্।" অতঃপর প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া 'ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ' প্রশ্ন করিবেন। (ওঁ তৃপ্তাঃ স্ম প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ মধু বাতা ঋক্‌ত্রয়, মধুমন্ত্রত্রয় ও অক্ষন্নমী মদন্ত ইত্যাদি পাঠান্তে 'ওঁ সম্পন্নং' প্রশ্ন কবিবে (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যু-ত্তর)। পরে হুতশেষসহ সর্ব্ববিধ অন্ন পিণ্ডার্থ অধিক রাখিয়া বিকিরদানার্থ অল্পপরিমাণে পৃথক্ রাখিবে। 'ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি' মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলে তাঁহারা 'ওঁ ইষ্টৈঃ সহ ভুজ্যতাম্' প্রত্যুত্তর দিবেন। পরে যজমান 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' মন্ত্রে অনুমতি চাহিলে 'ওঁ কুরুষ' বলিয়া পুরোহিত অনুমতি দিবেন। অতঃপর যজমান উপবীতী হইয়া একবার প্রণবব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী ও তিনবার দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। পরে প্রাচীনাবীতী ও পাতিতবামজানু হইয়া পিণ্ডস্থান পরিষ্কার পূর্ব্বক প্রেতব্রাহ্মণসম্মুখে কুশমূল দ্বারা 'ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্রকুশ আস্তরণ পূর্ব্বক 'ওঁ শুন্ধস্তাং প্রেতাঃ' মন্ত্রে সতিলজল-পুষ্প তথায় নিক্ষেপ করত প্রেতপিণ্ড গ্রহণান্তে 'ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত' ইত্যাদি ও 'মধু বাতা' ইত্যাদি পড়িয়া প্রেতোদ্দেশে আস্তীর্ণ কুশোপরি (গৃহ্যপরিশিষ্টমতে অমন্ত্রক) পিণ্ডদান করিবে। মতান্তরে 'ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এব পিণ্ডঃ ত্বামুপতিষ্ঠতাম্' মন্ত্রে পিণ্ডদান বিহিত আছে। অমন্ত্রক লেপদান ও পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ দান করিয়া পিতামহাদিগকে পিণ্ড দান করিবে।

পিণ্ডদান।—'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া (ওঁ কুরুষ

প্রত্যুত্তর) পূর্ব্ববৎ উপবীতী হইয়া গায়ত্রী ও দেবতাভ্য বারত্রয় জপান্তে ব্রাহ্মণ-সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া কুশমূল দ্বারা 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে চতুষ্কোণ রেখাত্রয় উল্লিখন করত তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক সতিলজল পুষ্প 'ওঁ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ' মন্ত্রে পিতামহ-রেখায়, 'ওঁ শুন্ধন্তাং প্রপিতামহাঃ' মন্ত্রে প্রপিতামহরেখায়, 'ওঁ শুন্ধন্তাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাঃ' মন্ত্রে বৃদ্ধপ্রপিতামহরেখায় যথাক্রমে কুশ মূল, মধ্য ও অগ্রভাগে দিবে। অতঃপর পিণ্ড লইয়া 'ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত' ইত্যাদি, মধু বাতা ইত্যাদি পড়িয়া 'ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ সতিলোদকঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু তেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ' মন্ত্রে দর্ভমূলে তিলজলসিক্ত রেখায় অর্পণ করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ উদ্দেশে পিণ্ডদ্বয় যথাযথ অক্ষন্নমী মদন্ত ও মধু বাতা মন্ত্র পাঠান্তে নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক প্রদান করিয়া 'ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং' মন্ত্রে হস্তলেপ দিবে। পরে হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া প্রেতপক্ষে—কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব' পাঠ করিয়া বামাবর্ত্তে উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্ব্বক, মতান্তরে 'ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং' ইত্যাদি পাঠান্তে পরাবৃত্ত হইয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—'ওঁ অমী মদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট।' পিতামহাদিপক্ষে—কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্' মন্ত্র জপান্তে বামাবর্ত্তে উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ করত, মতান্তরে "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং" ইত্যাদি পড়িয়া পুনঃ পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্বাস ত্যাগ করিবে ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—"ওঁ অমী মদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।" অতঃপর উপবীতী হইয়া পিণ্ডশেষ আঘ্রাণ, হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতিভাবে 'ওঁ শুন্ধন্তাং প্রেতাঃ' মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি সতিল পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালন-জল দিবে। ঐরূপ পিতামহাদি পিণ্ডোপরি সতিল জল 'ওঁ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ ওঁ শুন্ধন্তাং প্রপিতামহাঃ ওঁ শুন্ধন্তাং বৃদ্ধপ্রপিতামহাঃ' মন্ত্রে যথাযথ পিতামহাদি পিণ্ডত্রয়ে অর্পণ করিবে। পরে নীবীমোচন পূর্ব্বক আচমনান্তে ঘৃত বা তিলতৈল লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ অভ্যঙ্‌ক্ষ্ব" মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি দিয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহামুকদেব-শর্ম্মন্ অভ্যঙ্‌ক্ষ্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতামহাদি পিণ্ডেও দিবে। অঞ্জন লইয়া 'ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ অঙ্‌ক্ষ্ব' মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডে দিয়া পিতামহাদি

পক্ষেও নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক পিণ্ডোপরি অঞ্জন দিবে। অনন্তর শুক্ল-বস্ত্রদশাসম্ভূত সূত্র বাম হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাবাসো মানো তোহংস্তৎ প্রেতা যুঙ্‌গ্ধ্বম্' মন্ত্রে প্রেতপিণ্ডোপরি দিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। পিতামহাদি পক্ষে উক্ত সূত্র "ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসো মা নোতোহংস্তৎ পিতরো যুঙ্‌গ্ধ্বম্" মন্ত্র প্রতিবার পড়িয়া প্রত্যেক পিণ্ডে প্রদান পূর্ব্বক 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ স্বধা নমঃ' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডেও উক্ত মন্ত্রে সূত্র দাতব্য। পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা প্রেতপিণ্ড পূজা কবিয়া পিতামহাদি পিণ্ডও পূজা করিবে। অতঃপর প্রেতপক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ নমস্তে প্রেত ইষে ওঁ নমস্তে প্রেত উর্জ্জে ওঁ নমস্তে প্রেত শুষ্মায়, ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় ওঁ নমস্তে প্রে জীবায় ওঁ নমস্তে প্রেত রসায় ওঁ স্বধা তে প্রেত নমস্তে প্রেত নম এতা প্রেত ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম। ওঁ মনোন্বা হুবা নারাশংসেন সোমেন প্রেতানাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ প্রেতো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ জীবং ব্রাতং সচেমহি॥" ঋকৃত্রয় পড়িয়া পিতামহাদিপক্ষে—"ওঁ নমো বঃ পিতর ইষে, নমো বঃ পিতর উর্জ্জে, নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়, নমো বঃ পিতরো ঘোরায়, নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরো রসায়, স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ পিতরো নমঃ। এতা যুষ্মাকং পিতর ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম। ওঁ মনোন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন পিতৃণাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ জীবং ব্রাতং সচেমহি।" ঋকৃত্রয় পাঠান্তে প্রেতপিণ্ডোপরি "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে প্রেতম্" মন্ত্রে অঞ্জলি দ্বারা জলধারা দিয়া পিতামহাদিপক্ষেও পিণ্ডোপরি 'উর্জ্জং' ইত্যাদি "পিতৄন্" ইত্যন্ত মন্ত্রে জলধারা দিবে। অমন্ত্রক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া প্রেতপিণ্ড স্বর্ণ, রজত বা কুশ দ্বারা নিম্নোক্ত মিশ্রণমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ত্রিখণ্ড করিবে, পরে প্রথম ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক পিতামহ পিণ্ডাভ্যন্তরে নিম্নোক্ত মধু বাতা ইত্যাদি ঋকৃত্রয় ও সঙ্গচ্ছধ্বম্ ইত্যাদি দুইটি ঋক্ পাঠ করত প্রবেশ করাইয়া মুদ্রিত করিবে। ঐরূপ প্রপিতামহপিণ্ডে ২য় খণ্ড ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডে ৩য় খণ্ড প্রবেশ করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—'ওঁ মধু বাতা'

ইত্যাদি। "ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্। দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে। ওঁ সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।" * মিশ্রণান্তে সুবর্ত্তুলাকারে পূর্ব্ববৎ পিণ্ডস্থানে স্থাপন করিয়া তদুপরি সূত্র, গন্ধ, পুষ্পাদি দিবে। "ওঁ পরেত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।" মন্ত্রে অগ্নিকোণাভিমুখে কিঞ্চিৎ চালনা করিয়া গো, অজ বা বিপ্র দ্বারা ভোজন করাইবে অথবা অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে অম্ভসে নম যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়ায় তৃপ্তয়ে ইমানি পিণ্ডানি অম্ভসি সমর্পয়ামি' মন্ত্রে জলে সমর্পণ করিতে হয়।

বিকিরদান।—ব্রাহ্মণগণকে আচমনার্থ জল দিয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ প্রোক্ষিত ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কতিপয় কুশ পাতিয়া তদুপরি তিল-জল দিবে। পরে পূর্ব্ব-স্থাপিত অন্ন জলপ্লাবিত করত "ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যেঽনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে তেভিঃ স্বরাডসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব। ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা যেঽপ্যদগ্ধাঃ (নাগ্নিদগ্ধাঃ পাঠান্তর) কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।" মতান্তরে "যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" মন্ত্রে তিলসহ পূর্ব্বপাতিত কুশোপরি ছড়াইয়া দিবে। হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণান্তে, মতান্তরে—প্রেতব্রাহ্মণাগ্র-ভূমিতে "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু" মন্ত্রে জলসেক করিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণগণের অগ্রবর্ত্তী ভূমিতেও উক্ত মন্ত্রে জলসেক করিবে (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য)। দেবপক্ষক্রমে ব্রাহ্মণে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" (ওঁ সন্তু প্রতিবচন) মন্ত্রে জলগণ্ডূষ, "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পুষ্প, "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে যব বা তণ্ডুল দাতব্য। পরে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া প্রেতপক্ষে "ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু (ওঁ অস্তু

* প্রচলিত মুদ্রিত পদ্ধতিতে "যে সমানাঃ সমনস" ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডসমন্বয় লিখিত আছে; কিন্তু তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। কারণ, গৃহ্যপরিশিষ্টে কথিত আছে যে, 'প্রেতপিণ্ডং ত্রিধা বিভজ্য পিতৃপিণ্ডেষু ত্রিধা দধাতি মধু বাতা ইতি তিসৃভিঃ সংগচ্ছধ্বমিতি দ্বাভ্যামনুমন্ত্র্য' ইতি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, মধু বাতা মন্ত্র ও সংগচ্ছধ্বম্ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে সমন্বয় করিবে।

প্রত্যুত্তর) ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাম্) বলিয়া পিতামহাদিগকে—[“ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু] (ওঁ সন্তু প্রতিবাক্য), “ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্” (ওঁ বর্দ্ধতাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্র পাঠান্তে প্রেতপক্ষে, ‘অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ স্বস্তীতি ব্রূহি’ (ওঁ স্বস্তি), পিতামহাদিপক্ষে—‘অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ স্বস্তীতি ব্রূহি।’ ঐরূপ প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও স্বস্তিবাচন করিয়া (ওঁ স্বস্তি প্রতিবাক্য) তিল-ঘৃত-মধুযুক্ত জল লইয়া দৈবে—‘অদ্যেত্যাদি বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং দত্তমিদমক্ষয্যমস্তু’ প্রেতপক্ষে—‘ওঁ অদ্যেত্যা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদং শ্রাদ্ধমক্ষয্যমস্তু।’ (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) ব্রাহ্মণে দিয়া পিতামহাদিপক্ষে—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদং শ্রাদ্ধমক্ষয্যমস্তু” (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) ব্রাহ্মণে অক্ষয্যোদক দিবে। ঐরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষয্যোদকদান কর্ত্তব্য। প্রেতপক্ষীয় ন্যুব্জ উত্থাপন পূর্ব্বক পিতামহপক্ষ ন্যুব্জ উত্তোলন করিবে। অনন্তর উপবীতী হইয়া প্রেতাদিক্রমে দক্ষিণাদান করিবে। যথা—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈত সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং বা রজতমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” পিতামহাদিপক্ষে—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” দৈবপক্ষে—উত্তরমুখে “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং প্রপিতামহস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কৃতে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” এইরূপে দক্ষিণা দিয়া ‘শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতং?’ প্রশ্ন করিবে, (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর)। তৎপরে সপবিত্র কুশ পিণ্ডস্থানে আস্তরণ করিয়া ‘ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে’ প্রার্থনা করিয়া (ওঁ বাচ্যতাম্ প্রত্যুত্তর) ‘ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্’ বলিবে (ওঁ অস্তু স্বধা প্রত্যুত্তর)। ঐরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের উদ্দেশে স্বধাবাচন করিয়া দৈবে

উপবীতী হইয়া "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" বলিয়া প্রার্থনা করিবে (ওঁ প্রীয়ন্তাম্ প্রত্যুত্তর) "ওঁ অভিরম্যতাং" মন্ত্রে প্রেতব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মতান্তরে পিতামহাদিপক্ষে—"ওঁ বাজে বাজে বত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভি-র্দেবযানৈঃ" মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণকেও বিসর্জ্জন করিয়া পরে "ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যা দেবে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গন্তাং পিতরা মাতরা চামা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।" মন্ত্রে জলধারা দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে বেষ্টন করিবে। "পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃপুরুষকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দক্ষিণদিক্ অবলোকন করত "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু।" এই মন্ত্রে পিতৃপুরুষকে প্রার্থনা করিবে। পরে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র ত্রিধা জপান্তে দীপাচ্ছাদন, হস্ত-প্রক্ষালন, কুশ-ত্যাগ, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অতঃপর "অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎশ্রাদ্ধবৈগুণ্য-প্রশমনকামো বিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে" বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য। পরে সর্ব্ববেদিসাধারণ বামদেব্যগানান্তে শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে।

ইতি ঋগ্‌বেদীয়-সপিণ্ডীকরণ।

ঋগ্বেদি-সাম্বৎসরিক-একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

পূর্ব্বদিন একভক্ত, নিরামিষাশী ও সংযমী হইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে। পরদিন দন্তধাবন ও তৈলমর্দ্দন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃস্নান-তর্পণাদি নিত্য-ক্রিয়া সমাপনান্তে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পদ প্রক্ষালন করত সোত্তরীয় ও তিলকী হইয়া শিখাবন্ধন পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে কুশহস্তে দুইবার আচমন, বিষ্ণু-স্মরণ (শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং ইত্যাদিমন্ত্রে), গন্ধপুষ্পযোগে গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া তিলতৈলে বা ঘৃতে দক্ষিণ-দিগভিমুখে দীপ জ্বালিয়া 'কুরুক্ষেত্র' ইত্যাদি পাঠে তীর্থাবাহন করিবে। অতঃপর পাঁচটি বা একটি ভোজ্য প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাদিপূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে। যথা—"ওঁ এতেভ্যঃ (একটি ভোজ্যে ওঁ এতস্মৈ সম্প্রতোপকরণামান্নভোজ্যায় বলিবে) সম্প্রতোপকরণামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ, মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ও পূজা, "এতে গন্ধপুষ্পে

এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যো ওঁ ব্রাহ্মণাদিভ্যো নমঃ।" (একটি ভোজ্যস্থলে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় ওঁ নমঃ বলিবে)। বাম হস্তে ভোজ্য ধরিয়া কোশার জলে হাত দিয়া বাক্য পড়িবে। যথা—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ (অথবা ভ্রাতুঃ পত্ন্যাঃ পিতামহস্য ইত্যাদি, স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধে অমুকগোত্রায়া মাতুঃ ইত্যাদি অমুকীদেব্যাঃ) অমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্ট বিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গ ইদং সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে 'ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং' মন্ত্রে প্রত্যুৎসর্গ করিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক দেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎসঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ তার্থম্" ইত্যাদি। অচ্ছিদ্রাবধারণ যথা—কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "ওঁ কৃতৈতৎ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য)। অতঃপর 'ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ' মন্ত্রে বাস্তুপুরুষকে পূজা করিয়া ভোজ্য ও করিবে এবং তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণান্তে "ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে যজ্ঞেশ্বরের পূজা, 'এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে অগ্রভাগ দান পূর্ব্বক গঙ্গাপূজা ও পরকীয় ভূমিতে (স্বীয় ভূমি বা অস্বামিক গঙ্গাদিতীর্থে ভূস্বামীকে ভোজ্য দিতে হয় না) এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যম্ ওঁ এতদ্ভূস্বামি-পিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ" মন্ত্রে পিতৃতীর্থে প্রাচীনাবীতী হইয়া তিল তুলসী মোটক দিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে। পরে পুনশ্চ উপবীতী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে ব্রাহ্মণ-স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।" 'ওঁ এষ গন্ধঃ 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতিভাবে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে ওঁ কুরুক্ষেত্র, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠান্তে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিক-সাম্বৎ-সরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) উপবীতী হইয়া গায়ত্রী সকৃৎ পাঠান্তে "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য

এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ” মন্ত্র তিনবার পাঠ করত পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ ও মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ পূর্ব্বক একদেশে রক্ষার্থ জল নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করিবে। যথা—“ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্য্যটতে মহীম্। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। ময়াঽত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকমসি।” [অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরুধ্ব প্রতিবাক্য]। মতান্তরে অতঃপর প্রাচীনাবীতিভাবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিবে। যথা—“ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমনু। অন্যত্রেতো গচ্ছন্তু যত্রৈতেষাং গতং মনঃ।” “ওঁ পিতৃন্ নমস্যং করিষ্যে” বলিয়া অনুজ্ঞা লইবে (ওঁ কুরুষ অনুমতি)।

আসনদান।—উত্তান বাম হস্তে মোটক ধরিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ * বশর্ম্মন্নিদং দর্ভাসনং স্বামুপতিষ্ঠতাম্” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণবাম-পার্শ্বে স্থাপন করত পুনশ্চ জল দিবে। (মতান্তরে দানবাক্যে ‘দর্ভাসনং নমঃ’ ইত্যাদি সর্ব্বত্র স্বধা শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা গৃহ্যানুমোদিত নহে)

অর্ঘ্যদান।—অভ্যুক্ষিত ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি অর্ঘ্যপাত্র (ডোঙ্গা) স্থাপন পূর্ব্বক একটি সাগ্রকুশ প্রাদেশপরিমাণে ‘ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী’ মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে ছেদন করিয়া বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তগৃহীত জল দ্বারা ‘ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি’ মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত পাত্রে রাখিয়া ‘ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।’ মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে সিক্ত জল অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে তিল লইয়া “ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৄন্নিমাঁল্লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বধা নমঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে দিয়া অমন্ত্রক অর্ঘ্য (গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্ব্বা, তণ্ডুল) স্থাপন করিবে, পরে কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করত জিজ্ঞাসা করিবে, ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্, (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) উদ্ঘাটন, অমন্ত্রক পবিত্রদান, জলান্তর ও পুষ্পান্তরদানান্তে ‘ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ’ মন্ত্রে শিরঃ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া (গৃহ্যপরিশিষ্টমতে উপবীতী মতান্তরে প্রাচীনাবীতী হইয়া) “ওঁ স্বধা অর্ঘ্যাঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘ্য লইয়া

---

* সম্বোধনে পিতঃ মাতঃ ভর্ত্তঃ বা ভ্রাতঃ পদের পরে রকারাদি ‘রাম’ ‘রোহিণী’ ইত্যাদি নাম থাকিলে ‘পিতা’ ‘মাতা’ ‘ভর্ত্তা’ বা ‘ভ্রাতা’ বলিয়া উল্লেখ করিবে।

"বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নিদমর্ঘ্যং স্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে বাম হস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া দক্ষিণ হস্ততল দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সম্বভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ ভবন্তু।" মন্ত্রে জল অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ পিত্রে স্থানমসি।" মন্ত্রে পাত্রটি ন্যুব্জ করিবে।

গন্ধাদিদান।—বাম হস্তে গন্ধ,পুষ্প,ধূপ,দীপ ও বস্ত্র তুলসীসহ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জলের ছিটা দিয়া নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নিমানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বামুপতিষ্ঠন্তাম্। ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্) এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্ প্রতিবাক্য)।" যজ্ঞোপবীত লইয়া নিম্নোক্ত বাক্যে নিবেদন করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতদ্যজ্ঞোপবীতার্থসূত্রং স্বামুপতিষ্ঠতাম্।" (ওঁ উপতিষ্ঠতাম্ প্রত্যুত্তর) কৃতাঞ্জলিঃ জিজ্ঞাসা করিবে। যথা—ওঁ পিত্রর্চ্চনং সম্পূর্ণম্? (ওঁ সম্পূর্ণম্ প্রত্যুত্তর)।

অন্নদান।—ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তে গোলাকৃতি মণ্ডল জল দ্বারা অঙ্কিত তদুপরি ভোজনপাত্র পাতিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া 'ওঁ অমুকগোত্রায় পিত্রে (ঐরূপ অমুকগোত্রায়ৈ মাত্রে পিতামহে বা ভ্রাত্রে ভর্ত্রে ইত্যাদি) স্বাহা' মন্ত্রে জলে ফেলিবে। পরে পূর্ব্বস্থাপিত পাত্রে কিঞ্চিৎ দানান্তে অন্নাদি পরিবেষণ করিয়া উপকরণ ও সতিল জল পাত্রান্তরে রাখিয়া উত্তানীকৃত উভয় হস্ত দ্বারা পাত্র ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণাপানযোর্জুহোম্যক্ষিতমসি মাসেক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে।" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে' বলিয়া অন্নে অনখ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে। পরে 'ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব' মন্ত্রে অন্নে জলের ছিটা দিয়া 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে তিল বিকিরণ পূর্ব্বক (মতান্তরে গায়ত্রী, মধু বাতা ও মধু মন্ত্র পাঠান্তে) অন্নদান করিবে। মন্ত্র যথা—বাম হস্তে অন্নপাত্র ধারণ পূর্ব্বক জল দিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নিদমন্নং কৃতাদ্যুপকরণসমেতং সতিলোদকং স্বামুপতিষ্ঠতাম্।" (ওঁ উপতিষ্ঠতাম্ প্রতিবাক্য) মন্ত্রে নিবেদন করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া মধু-ঘৃত

সেক পূর্ব্বক উপবীতী হইয়া গায়ত্রী পাঠান্তে প্রাচীনাবীতিভাবে মধু বাতা ইত্যাদি ও মধুমন্ত্র বারত্রয় পড়িয়া 'ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) জপ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি-পুটে "ওঁ ইদমন্নম্ ইমাঃ সতিলা আপঃ ইদং হবিরেতান্যুপকরণানি" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া "ওঁ ভবান্ প্রাশয়তু" বলিয়া জলদানান্তে 'ওঁ যথাসুখং জুষস্ব' পাঠ করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণের ভোজনকালে শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। যথা,—সপ্রণব ব্যাহৃতিপূর্ব্বক গায়ত্রী, "ওঁ অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যবপ্রিয়া মধুষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী। ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্ত-মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু মধু মধু। ওঁ ঈশ্বরো হব্য-সমস্তকব্য-ভোক্তাহব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদ-পযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥ ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ।" ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি। "ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃত-রাষ্ট্রোঽমনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীম-সেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত। (ওঁ রুচিঃ রুচিঃ রুচিঃ) ওঁ ঈশান-বিষ্ণু-কমলাসন-কার্ত্তিকেয়-বহ্নিত্রয়ার্ক-রজনীশ-ধনেশ্বরাণাম্। ক্রৌঞ্চামরেন্দ্র-কলসোদ্ভব-কাশ্যপানাং পাদান্নমামি সততং পিতৃমুক্তিহেতুন্।" পরে "ওঁ তৃপ্তোঽসি?' প্রশ্ন করিয়া (ওঁ তৃপ্তোঽস্মি প্রত্যুত্তর) পুনশ্চ মধুবাতাদি ঋক্ত্রয়, মধু মধু মধু ও অক্ষন্নমী ইত্যাদি পাঠান্তে প্রশ্ন করিবে—"ওঁ সম্পন্নম্?" (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর)। হুতাবশিষ্টের সহিত সর্ব্ববিধ অন্ন কিয়ৎপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করত পিণ্ডার্থ প্রভৃততর ও বিকিরদানার্থ অন্ন স্থাপন করিবে। 'ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ম্?' জিজ্ঞাসা করিয়া ('ওঁ

ইষ্টৈন সহ ভুজ্যতাম্ অনুমতিবাক্য) ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদান।—প্রথমতঃ 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' বলিয়া অনুমতি লইয়া (ওঁ কুরুষ প্রতিবাক্য) উপবীতিভাবে গায়ত্রী সকৃৎপাঠান্তে দেবতাভ্য ইত্যাদি ত্রিধা পাঠ করত প্রাচীনাবীতী হইয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থিত স্থান পরিষ্কার করিয়া কুশমূল দ্বারা 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে, মতান্তরে অমন্ত্রক রেখাঙ্কন পূর্ব্বক জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিবে। পরে সতিল জল পুষ্প লইয়া 'ওঁ শুন্ধন্তাং পিতরঃ' দর্ভো পরি বিকিরণ করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অন্ন দ্বারা বিল্বপ্রমাণ মতান্তরে কুক্কুট প্রমাণ পিণ্ড নির্ম্মাণ করত 'ওঁ অক্ষন্নমী' ইত্যাদি ও 'মধু বাতা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে (সূত্রকারমতে উক্ত মন্ত্রদ্বয়পাঠ বিহিত নহে) তিল, জল, তু ও মোটক সহ দক্ষিণ হস্তে লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক শর্ম্মন্নেতৎ পিণ্ডঃ সতিল-গঙ্গোদকং স্বামুপতিষ্ঠতাম্।" দানান্তে অমন্ত্রক পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া হস্তলেপ দান করত কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগ-মাবৃষায়স্ব" পাঠ করিয়া, মতান্তরে—বামাবর্ত্তে উত্তরমুখ হইয়া নিশ্বাস রোধ করত জপ করিবে—'ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্য শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মা সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।" দক্ষিণমুখ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্বাস ত্যাগ করিবে,—'ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃ ষায়িষ্ট।' পরে পিণ্ডশেষ আঘ্রাণ করিয়া উপবীতিভাবে আচমনান্তে পিণ্ড-পাত্র-ধৌত সতিল জল লইয়া 'ওঁ শুন্ধন্তাং পিতরঃ' মন্ত্রে পিণ্ডোপরি দিবে। নীবীমোক্ষণ ও আচমনান্তে 'ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্‌ক্ষ্' মন্ত্রে পিণ্ডোপরি ঘৃত, 'ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নঙ্‌ক্ষ্' মন্ত্রে পিণ্ডোপরি অঞ্জন, 'ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মা নোঽতোঽন্যৎ পিতরো যুঙ্‌গ্‌ধ্বম্' মন্ত্রে শুক্লবস্ত্র-দশানির্গত সূত্র দিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেব-শর্ম্মন্নিদং বাসস্ত্বামুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—"ওঁ নমস্তে পিতরিষে, ওঁ নমস্তে পিতরূর্জ্জে, ওঁ নমস্তে পিতঃ শুষ্মায়, ওঁ নমস্তে পিতর্ঘোরায়, ওঁ নমস্তে পিতর্জীবায়, ওঁ নমস্তে পিতা রসায়, ওঁ স্বধাস্তে পিতর্নমস্তে পিতর্নম এতাস্তব পিতরিমা অস্মাকং জীবাস্তে জীবন্ত ইহ সন্তস্তাম। ওঁ মনোন্বা হুবামহে

মায়াশংসেন সোমেন পিতৄণাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ পিতা মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি।" মতান্তরে 'আত এতু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য নহে। পরে মতান্তরে 'ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতরম্" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জলধারা দিয়া 'ওঁ পরে হি পিতঃ সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ দত্তায়াস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ" মন্ত্রে দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ চালনা করিবে। 'যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়াম্নং অপ্সু সমর্প্যতে' মন্ত্রে জলে পাত্রীয়ান্ন নিক্ষেপ করিয়া 'পিণ্ডমপি সমর্প্যতে' বলিয়া পিণ্ডও জলে নিক্ষেপ করিবে।

বিকিরদান।—অভ্যুক্ষিত ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি তিল ও জল দান করত জলপ্লাবিত সতিল অন্ন লইয়া 'ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যে অগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে। তেভিঃ স্বরাড় সুনীতিমেতাং যথা বশং তন্বং কল্পয়স্ব' মন্ত্রে কুশোপরি ছড়াইয়া পুনশ্চ তদুপরি নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিল-জল দিবে। যথা—"ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা যেঽপাদগ্ধাঃ (নাগ্নিদগ্ধাঃ) কুলে ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।" মতান্তরে 'ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রযাতু লোকায় সুখায় তদ্বৎ।' অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে 'ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু' (ওঁ অস্তু) বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেক করিয়া 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু) ব্রাহ্মণে জল, 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' (ওঁ অস্তু) ব্রাহ্মণে পুষ্প, 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' (ওঁ অস্তু) ব্রাহ্মণে যব বা তণ্ডুল দাতব্য। পরে পরিশিষ্টমতে 'ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ স্বস্তীতি ব্রূহি' (ওঁ স্বস্তি প্রতিবাক্য) তিল, ঘৃত, মধুযুক্ত জল লইয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূহি" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে। মতান্তরে 'ওঁ অঘোরঃ পিতাঽস্তু' (ওঁ অস্তু) পাঠানন্তর ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া 'ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্' (ওঁ বর্দ্ধতাম্) প্রার্থনা করত ন্যুব্জোত্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণা দান করিবে। দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া বাক্য পাঠ করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদেকোদ্দিষ্ট-বিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদেবতাকমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" 'ওঁ শ্রাদ্ধমিদং

সম্পূর্ণং জাতং?' জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ সম্পূর্ণং জাতং প্রত্যুত্তর) "ওঁ অভি-রম্যতাং' বলিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে, (ওঁ অভিরতোঽস্মি প্রত্যুত্তর) মতান্তরে "ওঁ আমাবাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আমা গন্তাং পিতরা মাতরা চামা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ" মন্ত্রে জলধারা দিবে পরিশিষ্টমতে পিণ্ডদানস্থানে যব দিয়া 'ওঁ শান্তিরস্তু' মন্ত্রে জলধারা সেক করিবে, পরে "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" মন্ত্রে পিতৃপ্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবে, যথা—"ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু।" উপবীতী হইয়া একবার গায়ত্রী পাঠ ও বারত্রয় দেবতাভ্য মন্ত্র পাঠান্তে দীপাচ্ছাদন, হস্তপ্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক 'কৃতৈতৎ-একোদ্দিষ্টবিধিক-সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রম' (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া "অদ্যেত্যা কৃতৈতৎশ্রাদ্ধবৈগুণ্যপ্রশমনকামো বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" সঙ্কল্প করত তদ্বিষ্ণো ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পরে সর্ব্ববেদিসাধারণ বামদেব্য করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। বামদেব্যগান যথা—"কয়ানশ্চিত্রে-ত্যাদি ঋক্‌ত্রয়স্য মহাবামদেবঋষির্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তি জপে বিনিয়োগঃ। 'ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয় বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং শতং ভবা স্যূতিভিঃ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।"

ইতি ঋগ্‌বেদি-সাম্বৎসরিক একোদ্দিষ্ট।

ঋগ্‌বেদি-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধবিধি (গৃহ্যপরিশিষ্টোক্ত)

অথ হবিরর্হান্ ব্রাহ্মণান্ দৈবে দ্বৌ ত্রীন্ পিত্র্য একৈকং বোভয়ত্র শক্তাবেক-স্যানেকান্ বা কালে নিমন্ত্রিতান্ স্বাগতেনাভিপূজ্য প্রাচ্যাং শুচৌ গৃহাজিরে গোময়াম্ভসা চতুরস্রমুত্তরং বর্ত্তুলং দক্ষিণে মণ্ডলদ্বয়মুল্লিখ্য প্রাগগ্রান্ দর্ভান্ সযবান্ উত্তরেণাস্য দক্ষিণাগ্রান্ সতিলানিতরস্মিন্নোভে অভ্যর্চ্চ্য ব্রাহ্মণা যথো-দেশং যথাবয়ঃ পিত্র্যে জ্যায়াংসো দৈবে কনীয়াংস উভয়ত্র দক্ষিণেন

বিনিযুজ্যাথ প্রত্যঙ্‌মুখ উত্তরে মণ্ডলে দৈবনিযুক্তয়োর্যবাম্ভসা পাদ্যং দত্ত্বা শন্নো দেব্যা পাদান্ প্রক্ষাল্য দক্ষিণে চেতরেষাং প্রাচীনাবীতী তিলাম্ভসা পাদ্যং দত্ত্বা তথৈব প্রক্ষালয়েৎ। অথ তানুদগ্‌ দ্বিরাচান্তান্ উদ্দিষ্টরূপান্ ধ্যায়ন্ পরিশ্রিতে দক্ষিণপ্রবণ উপলিপ্তে গৃহে দৈবে প্রাঙ্মুখাবুদগপবর্গং দক্ষিণতঃ পিত্র্যে উদঙ্‌মুখান্ প্রাগপবর্গানুপবেশ্যাচান্তো যজ্ঞোপবীতী প্রাণানায়ম্য কর্ম্ম সঙ্কল্প্য দৈবে সর্ব্বমুপচারমুদঙ্‌মুখো যজ্ঞোপবীতী প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ পিত্র্যে প্রাগ্‌দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী প্রসব্যমথ তিলহস্তঃ অপহতেতি সর্ব্বতস্তি-লযবকীর্য্যোদীবতামবর উৎপরাস ইতি জপিত্বা দর্ভাম্ভসাঽম্রাঙ্গভ্যুক্ষ্য গয়ায়াং জনার্দ্দনং বস্বাদিরূপান্ পিতৄংশ্চ ধ্যাত্বাঽথ প্রথমং দৈবে ব্রাহ্মণহস্তয়োরপো দত্ত্বা যুগ্মান্ ঋজূন্ প্রাগগ্রান্ দর্ভান্ বিশ্বেষাং দেবানামিদমাসনমিতি একৈক-স্থানে দক্ষিণতঃ প্রদায়াপোদদ্যাৎ। এবং সর্ব্বোপচারেষ্বাভন্তয়োরপো দদ্যাৎ। অভ্যুক্ষিতায়াং ভুবি প্রাগগ্রান্ দর্ভানাস্তীর্য্য তেষু স্রগ্‌বিলং পাত্রমাসা-দ্যোত্তানয়িত্বা তস্মিন্ প্রাগগ্রদর্ভযুগ্মান্তর্হিতে অপ আসিচ্য শন্নো দেব্যা অনু-যবোঽসি ধান্যরাজো বেতি যবানোপ্য গন্ধাদীনি চ ক্ষিপ্ত্বা দেবপাত্রং সম্পন্নমিত্যভিমৃশ্য যবহস্তো বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যামীত্যুক্ত্বা তাভ্যামাবাহয়ে-ত্যুক্তে বিশ্বেদেবাস আগতেতি পাদাদিমূর্দ্ধান্তং সব্যসংস্থিতয়োর্যবানবকীর্য্য আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ ইতি উপস্থাপ্য স্বাহার্ঘ্যা ইত্যর্ঘ্যামুভয়োঃ সকৃন্নিবেদ্যাথ প্রত্যেকং প্রথমমন্যা অপো দত্ত্বার্ঘ্যাদর্ঘ্যমাদায়েদং বো অর্ঘ্যমিতি দত্ত্বা যা দিব্যা আপঃ পয়সা (পৃথিবী) ইত্যাদি অনুমন্ত্র্য এবং দ্বিতীয়স্যাপি শেষং দত্ত্বা অনুমন্ত্র্য গন্ধ-পুষ্প-ধূপ দীপান্ উভয়োর্দ্দিব্বস্ত্রাচ্ছাদনং দদ্যাৎ। অথার্চ্চনবিধেঃ সম্পূর্ণতাং বাচয়িত্বা পিত্রর্চ্চনায়ামনুজ্ঞাতঃ প্রাচীনাবীতী প্রাগ্‌দক্ষিণাভিমুখঃ পিত্রর্চ্চনং কুর্য্যাৎ। পিতা পিতামহঃ প্রপিতামহ ইতি ত্রয়স্তেষাং প্রত্যেকমেকং দ্বৌ বহুবদ্বা নির্দ্দেশং কুর্য্যাৎ। অপো দত্ত্বা দর্ভান্ দ্বিগুণভুগ্নান্ অযুগ্মান্ দক্ষিণা-গ্রান্ এবং গোত্রনামরূপাণাং পিতৄণামিদমাসনমিত্যেবমাসনেষু সব্যতো দদ্যাৎ উক্তমপোদানম্। অথ ভুবমভ্যুক্ষ্য দক্ষিণাগ্রান্ দর্ভানাস্তীর্য্য ত্রীণি তৈজসাশ্ম-ময়মৃন্ময়ানি পাত্রাণ্যভাবে একদ্রব্যাণি বা স্রগ্‌বিলানি প্রাগ্‌দক্ষিণাপবর্গং নিধায় উত্তানানি কৃত্বা তেষু তেষ্বযুগ্মদর্ভান্তর্হিতেষপ আসিচ্য ত্রীণ্যপি সকৃৎ শন্নো দেবীরিত্যনুমন্ত্র্য তিলোঽসীতি পৃথক্ তেষু তিলানোপ্য গন্ধাদীনি ক্ষিপ্ত্বা পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্ ইত্যেবং তানি যথালিঙ্গমভিমৃশ্য তিলহস্তো যথালিঙ্গং পিতৄন্ পিতামহান্ প্রপিতামহানাবাহয়িষ্যামীত্যুক্ত্বা তৈরাবাহয়েত্যুক্তে মূর্দ্ধাদিপাদান্তং

দক্ষিণাগ্রসংস্থমেকৈকস্মিন্ উপস্থা নিধীমহীতি তিলানবকীর্য্য 'আয়ান্ত নঃ পিতর' ইত্যুপস্থায়োপবীতী স্বধা অর্ঘ্যা ইতি পূর্ব্বমর্ঘ্যং নিঃবত্যায়া অপো দত্ত্বা সগ্রেষমর্ঘ্যমাদায় দক্ষিণেন পাণিনা সব্যোপগৃহীতেন 'পিতরিদং তে অর্ঘ্যং' ইত্যাদি পিতৃতীর্থেন দত্ত্বা প্রত্যেকং 'যা দিব্যা আপ' ইত্যনুমন্ত্রয়েত। উভয়ত্রৈকৈকব্রাহ্মণপক্ষে দৈবে সর্ব্বমর্ঘ্যমেকস্মৈ দদ্যাৎ পিত্র্যে ত্রীণ্যপি পাত্রাণ্যেকস্মৈ নিবেদ্য পুনরন্যাবদানপূর্ব্বং ত্রীণ্যপি তস্মা এব দদ্যাৎ। অথৈকস্যৈকস্যানেকপক্ষে যাবন্ত একৈকস্য তেভ্যস্তেভ্য একৈকং তৎপাত্রং সকৃন্নিবেদ্যার্ঘ্যমেকৈকং তাবধা বিগৃহ্য দদ্যাৎ ন তু প্রত্যেকং পাত্রাণি কুর্য্যাৎ। অথেতবার্ঘ্যশেষানাদ্য-পাত্রার্ঘ্যশেষে চ নিনীয় তাভিবদ্ভিঃ পুত্রকামো মুখমনক্তি তৎপাত্রং শুচৌ দেশে 'পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' ইতি নিধায়, পিতামহার্ঘ্যপাত্রো নিদধ্যাৎ ন্যুব্জং বা এব কুর্য্যাৎ। অথ প্রাচীনাবীতী গন্ধাদ্যাচ্ছাদনান্তং দত্ত্বার্চনবিধেঃ সম্পূর্ণতাং বাচয়েৎ দেবমেতৎ পার্ব্বণস্য কৃত্বা পুনরনন্তরং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞং কুর্য্যাৎ।

অগ্নৌকরণাদিকর্ম্ম।—অথ স্থালীপাকাদন্নমুদ্ধৃত্য ঘৃতেনাক্ত্বা অগ্নৌ করিষ্যামীতি পৃষ্ট্বা ক্রিয়তামিত্যুক্তেঽভিপ্রণীতেঽগ্নাবিধ্মমুপসমাধায় মেক্ষণেনাদায়াব-দানসম্পদা জুহুয়াৎ —সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমোঽগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা ইতি স্বাহাকারেণ বা পূর্ব্বমগ্নিং যজ্ঞোপবীতী মেক্ষণমনুপ্রহরেৎ ইতোঽতঃ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞস্য। অথ পুনঃ পার্ব্বণস্য ভোজনাশয়েষু দৈবে চতুরস্রে মণ্ডলে পিত্র্যে বৃত্তানি গোময়েনোপলিপ্য সযবান্ সতিলাংশ্চ দর্ভান্ প্রাস্য তেষু দৈবে সৌবর্ণং পিত্র্যে রাজতানি অভাবে তদবস্থানি তৈজসানি বা পাত্রাণি নিধা-য়াজ্যেনোপস্তীর্য্যান্নানি পরিবিষ্য পিতৃপাত্রান্নেষু হুতশেষং দত্ত্বা দর্ভৈঃ পাত্রাণ্যু-পর্য্যধশ্চাভিগৃহ্যাথ দৈবেঽন্নং সাবিত্র্যাভ্যুক্ষ্য তূষ্ণীং পরিষিচ্য পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণা-পানয়োর্জুহোম্যক্ষিতমসি মামেক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে ইত্যভিমন্ত্র্য ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রম ইতি ব্রাহ্মণপাণ্যঙ্গুষ্ঠং বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্বেতি নিবেশ্য যবোদকমা-দায় বিশ্বেদেবা দেবতা ইদমন্নং···ইত্যুক্ত্বা বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইদমন্নম্···স্বাহা ইত্যুৎসৃজ্য এবং দ্বিতীয়েঽপি দত্ত্বা যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থা ইত্যুপস্থায়াথ পিত্র্যে প্রাচীনাবীতী রাজতে স্বধাশব্দবিশেষণেন যথালিঙ্গমুদ্দিশ্য 'যে চেহ পিতর' ইত্যুপস্থায়াথোপবীতান্নেষু মধুসর্পির্বাসিচ্য সপ্রণব-ব্যাহৃতিং সাবিত্রীং মধুমতীং চ জপ্‌ত্বা মধ্বিতি চ ত্রিরুক্ত্বা পিতৃনমুস্মৃত্যাপোশনং প্রদায় ব্রাহ্মণান্ যথাসুখং জুষধ্বমিতি ভোজনায়াভিসৃজেৎ। ভুঞ্জানান্ বৈশ্বদেব-রক্ষোঘ্ন-

পিত্র্যাদীনি চ শ্রাবয়েৎ। অথ তৃপ্তান জ্ঞাত্বা মধুমতীরক্ষমমীমদন্তেতি চ শ্রাবয়িত্বা সম্পন্নং পৃষ্ট্বা সুসম্পন্নমিত্যুক্তে ভুক্তশেষাৎ সার্বর্ণিকমন্নং পিণ্ডার্থং বিকিরার্থঞ্চ পৃথগুদ্ধৃত্য শেষং নিবেদ্যানুমতে গণ্ডূষং দত্ত্বা তেষাচান্তেষনাচান্তেষু বা তদন্নশেষেণ পিণ্ডান্নিপৃণীয়াৎ। যত্তনাচান্তেষু নিপৃণীয়াদাচান্তানন্নং প্রকিরেৎ। যথাচান্তেষু নিপরণমনুপ্রকিরেন্ন তু পূর্ব্বং নিপরণাৎ প্রকিরেৎ। পিণ্ডদানাদি-শ্রাদ্ধশেষসমাপনম্। অথ পিণ্ডার্থমুদ্ধৃতমন্নং স্থালীপাকেন সংমিশ্রং প্রাচীনাবীতী সকৃদচ্ছিন্নাস্তৃতায়াং লেখায়াং ত্রিষু পিণ্ডদেশেষু প্রাগ্‌দক্ষিণাপবর্গং 'শুন্ধন্তাং পিতরঃ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ শুন্ধন্তাং প্রপিতামহাঃ' ইতি পিতৃতীর্থেন তিলাম্বু নিনীয় তেষু পিণ্ডান্ পিত্রাদিভ্যঃ এতত্তে অমুক যে চ ত্বামত্রানু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা নম ইতি যথালিঙ্গং দত্ত্বা তান্ .অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বমিতি সকৃদনুমন্ত্র্য সব্যাবৃদাবৃত্যোদঙ্মুখো যথাশক্ত্যায়তপ্রাণঃ প্রত্যাবৃত্য অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষতেতি পুনরভিমন্ত্র্য চ তন্মধ্যমাত্রায় পূর্ব্ববৎ পুনস্তিলাম্বুপিণ্ডঃ তেষু নিনীয় অসাবভ্যঙ্‌ক্ষ্বাসাবঙ্ক্ষ্বেতি যথালিঙ্গং পিণ্ডেষু অভ্যঞ্জনাঞ্জনে দত্ত্বা বাসো দদ্যাদ্দশামূর্ণাস্তুকাং বা বয়স্যুত্তরে স্বহৃল্লোম এতদ্বঃ পিতরো বাসো মা নো তোঽন্যৎ পিতরো যুঙ্গ্ধ্বমিতি। অথৈতান্ গন্ধাদিভিরর্চ্চয়িত্বা প্রাঞ্জলির্নমো বঃ পিতর ইষে নমো বঃ পিতর উর্জ্জে, নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়, নমো বঃ পিতরো ঘোরায়, নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরো রসায়, স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ পিতরো নম এতা যুষ্মাকং পিতর ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্যামেতি মনোঽন্বা হুবামহে ইতি তিসৃভিরুপস্থায়াথ পিণ্ডস্থান্ পিতৄন্ প্রবাহয়েৎ পরেত নঃ পিতরঃ ইতি। গবে বা ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। অথ প্রকির-বিকিরাদি।—ব্রাহ্মণানাচমষ্য যৎ সার্ব্ববর্ণিকং পৃথগুদ্ধৃতং তৎ প্রকিবান্নমম্ভসা পরিপ্লাব্যোচ্ছিষ্টান্তে দর্ভান্ দক্ষিণাগ্রান্ প্রকীর্য্য তেষু 'যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধাঃ' ইতি তদন্নং প্রকীর্য্য যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিমিতি। তিলাম্বু চ নিনীয়াচামেৎ। অথ ব্রাহ্মণহস্তেষপো দর্ভাংশ্চ দদ্যাৎ। যবাংস্তিলাংশ্চাবধায় পুনরপো দত্তাদেবা হস্তশুদ্ধিঃ। অথ ব্রাহ্মণানভিবাদ্য উপবীয়াদ্ অস্মদ্গোত্রং বর্দ্ধতামিতি গোত্রবৃদ্ধিং বাচয়িত্বা পাত্রাণি চালয়িত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চ যথালিঙ্গমামন্ত্র্য স্বস্তীতি ব্রুবতেতি অপো দদ্যাৎ। অথ দৈবে দত্তং শ্রাদ্ধং দেবানামক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূতেতি পৃথগ্‌যবাম্বু দত্ত্বা পিত্র্যে প্রাচীনাবীতী দত্তং শ্রাদ্ধং পিতৄণামক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূতেতি

যথালিঙ্গং তিলান্ দত্ত্বা ন্যুব্জং পাত্রং বিবৃত্য উপবীতী ব্রাহ্মণেভ্যো মুখবাস-তাম্বূলাদি দক্ষিণাঞ্চ দত্ত্বা তাস্তাদাবভ্যঙ্গাদিভিঃ প্রিয়োক্তিভিশ্চ পরিতোষ্য কর্ম্ম-সম্পূর্ণতাং বাচয়িত্বা ওঁ স্বধোচ্যতামিতি চাস্তু স্বধেতি চোক্ত্বা পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জ্জয়েৎ। ওঁ স্বধেতি বাস্তু স্বধেতি বা ব্রুবন্ত উত্তিষ্ঠেয়ুঃ, বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তামিতি দেবব্রাহ্মণৌ বিসৃজেৎ। প্রীয়ন্তাং বিশ্বেদেবা ইতি তাভ্যা-মুক্তে পিণ্ডনিপরণদেশং সংমৃজ্য অক্ষতান্ প্রাশ্য তত্র শান্তিরস্ত্বিত্যুদক-ধারামাসিচ্য দক্ষিণামুখঃ প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠন্ "দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্ত" ইত্যনেন বরান্ যাচেত।

ইতি পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধি।

ঋণাপবেদি-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বদিনে নিরামিষ একভোজী ও স্নাত হইয়া শ্রাদ্ধানশ্চয় কা[...] ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। পরদিনে যথাবিধি স্নান, নিত্যক্রিয়া, তর্পণ[...] পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাদপ্রক্ষালন, কুশাঙ্গুরীয় পরিধান, তিল[...] ধারণ, শিখাবন্ধন, তিলতৈল দ্বারা দীপ প্রজ্বালন করত দক্ষিণনিম্ন পবিত্র বিহি[...] স্থানে শুদ্ধমনা হইয়া পূর্ব্বাস্যে দুইবার আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, কুরুক্ষেত্রেত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া ভোজ্যদান করিবে। যথা—ভোজ্যগুলি যথাবিধি প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া বাক্য পড়িবে—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণঃ, এবং পিতামহস্য, প্রপিতামহস্য, মাতামহস্য, প্রমাতামহস্য, বৃদ্ধপ্রমাতা-মহস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিকশ্রাদ্ধবাসরে (অষ্টকাদিশ্রাদ্ধে কেবলমাত্র পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধবাসরে উল্লেখ হইবে) অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতা-মহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেব-শর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—"ওঁ ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্।" দক্ষিণাদান—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ (ষট্ পুরুষের নাম উল্লেখ্য) অমুকনিমিত্তক (নবান্নাগমননিমিত্তক-তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক ইত্যাদি) পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ ইত্যাদি অক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং

দক্ষিণান্তং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাদি।" কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—"ওঁ কৃতৈতৎ সঘৃতোপ-করণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) 'ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ' মন্ত্রে বাস্তুপুরুষপূজা ও ভোজ্য দান করিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণান্তে 'ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা ও শ্রাদ্ধীয়াগ্র দান করত গঙ্গাপূজান্তে পরকীয় ভূমিতে জীবিত ভূস্বামীকে মূল্য, মৃতভূস্বামীকে পিতৃরীতিক্রমে (প্রাচীনাবীতী, দক্ষিণমুখ, পাতিতদক্ষিণজানু, তিল-তুলসী-মোটক সহ জলদান) 'এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্র-ভাগ-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যং এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ' বলিয়া ভোজ্যদান করিবে। পরে উপবীতী হইয়া তিনটি ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাগ্র রাখিয়া 'ওঁ সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া 'ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বূল দ্বারা পূজা করত পশ্চিমাসনে পশ্চিমাগ্র করিয়া একটি, (প্রাচীনাবীতিভাবে) দক্ষিণ কুশাসনদ্বয়ে দক্ষিণাগ্র দুইটি, (পশ্চিম-ভাগে পিতৃব্রাহ্মণ, তৎপূর্ব্বভাগে মাতামহব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া দৈবে উপবীতী হইয়া উত্তরমুখে ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ জল দিয়া কুরুক্ষেত্র ও তদ্বিষ্ণো ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ (ষট্ পুরুষের নাম উল্লেখ্য) অমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রতিবচন)। সকল দেবকৃত্য উপবীতী হইয়া ও দক্ষিণ জানু পাতিয়া উত্তরমুখে ত্রিপত্র ও যব দ্বারা অনু-ত্তানহস্তে করিবে। সকল পিতৃকৃত্য প্রাচীনাবীতিভাবে বাম জানু পাতিয়া অগ্নিকোণাভিমুখে সতিলোদক-মোটকযোগে উত্তানহস্তে কর্ত্তব্য। পিতৃপক্ষে অনুজ্ঞা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তর) ঐরূপ মাতামহপক্ষে জলগণ্ডূষ দিয়া পিতৃপক্ষবৎ যথাযথ নাম, গোত্র ও সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া অনুজ্ঞা লইবে। পরে প্রত্যেকপক্ষে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী (একবার) জপ ও দেবতাভ্য মন্ত্র (তিনবার) পাঠ করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ, মৃজ্জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত নিম্নোক্ত মন্ত্রে, রক্ষোঘ্ন জল ব্রাহ্মণশিরোদেশে রাখিবে; মন্ত্র যথা—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্য্যটতে মহীম্। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। মন্ত্র

শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকমসি" (অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু প্রতিবাক্য)। পরে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে তিলবিকিরণ করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমনু। অন্যত্রেতো গচ্ছন্তু যত্রৈতেষাং গতং মনঃ॥

আসনদান।—দৈবে জলগণ্ডূষ দিয়া ত্রিপত্র ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং স্বাহা।" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া জল দিবে।

অর্ঘ্যদান।—অনন্তর দৈবব্রাহ্মণসম্মুখস্থ অভ্যুক্ষিত ভূমিতে পূর্ব্বাগ্র কুশা পাতিয়া তদুপরি উত্তানভাবে অর্ঘ্যপাত্র (ডোঙ্গা) স্থাপন পূর্ব্বক দ্বিদল-কুশ-নির্ম্মিত পবিত্র প্রাদেশপরিমাণে 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে ছেদন ও 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত দুই পাত্রে রাখিয়া অমন্ত্রক জল-সেকান্তে 'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ' মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিয়া 'ওঁ যবোঽসি ধান্যরাজো বা বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্' মন্ত্রে যবদান ও অমন্ত্রক (গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন-দূর্ব্বা দ্বারা রচিত) অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া 'ওঁ দেবপাত্রং সম্পন্নম্?' প্রশ্ন করিয়া ('ওঁ সম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) যবহস্তে 'ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যামি' বলিয়া আবাহন করিবে ('ওঁ আবাহয়' প্রত্যুত্তর)। "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষকন্যায়াং জাতা ধর্ম্মান্মহাত্মনঃ। বিশ্বেদেবা ইতি খ্যাতা দেববর্য্যা মহাবলাঃ। শক্রেণ সহ যোদ্ধৄণাং বিজেতারশ্চ রক্ষসাম্। যন্নাম-স্মরণাদেব প্রদ্রবন্ত্যসুরাঃ ক্ষণাৎ। বাণ-বাণাসনধরা দ্বিভুজাঃ শ্বেতবাসসঃ। কেয়ূরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীট-কটকান্বিতাঃ। শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্য-স্রগনুলেপনাঃ। ইন্দ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে গোপ্তারস্ত্রিদিবস্য তে।" এইরূপে বিশ্ব-দেবের ধ্যান করিয়া যব বিকিরণ পূর্ব্বক 'ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বে-দেবা মহাবলাঃ। যে অত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে।' মন্ত্রে উপস্থিতি কল্পনা করিয়া মতান্তরে অমন্ত্রক পবিত্র দান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দানান্তে শিরঃ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। 'ওঁ স্বাহার্ঘ্যাঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্যজল নিবেদন করিয়া জল দিয়া অর্ঘ্য লইয়া 'ওঁ পুরূ-রবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইদং বোঽর্ঘ্যং স্বাহা' মন্ত্রে নিবেদন করত নিম্নোক্তমন্ত্রে অর্ঘ্যজল অভিমন্ত্রিত করিবে। যথা—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ

পৃথিবী * . সম্ভূবুর্বা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্যোনা ভবন্তু।"

গন্ধাদিদান।—দেবপক্ষে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন-বস্ত্র লইয়া বামহস্তে ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বাহা।" উৎসর্গ করিয়া 'ওঁ এষ বো গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতদ্বঃ পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্) ওঁ এষ বো ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ বো দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) এতদ্ব আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)' মন্ত্রে নিবেদন করিয়া ওঁ দেবার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ? প্রশ্ন করিবে (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রতিবচন)।

আসনদান।—পিতৃপক্ষে 'ওঁ পিত্রর্চ্চনমহং করিষ্যে' বাক্যে অনুমতি লইয়া (ওঁ কুরুষ অনুমোদন) প্রাচীনাবীতী ও অগ্নিকোণাভিমুখ হইয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণে জল দিয়া মোটক লইয়া "অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ পিতামহ অমুক প্রপিতামহ অমুক ইদন্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ" মন্ত্রে তিলোদক-সহ পিতৃ-ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দিবে। ঐরূপ মাতামহপক্ষে আসন-দান কর্ত্তব্য।

অর্ঘ্যদান।—অভ্যুক্ষিত পিতৃব্রাহ্মণসমীপস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি উত্তানভাবে পাত্রত্রয় (ডোঙ্গা) ও তাহার বামভাগে মাতামহ-ব্রাহ্মণসমীপে কুশোপরি পাত্রত্রয় পাতিয়া দ্বিদল-কুশ-নির্ম্মিত পবিত্র একৈকশঃ 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে ছেদন, 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত প্রত্যেক পাত্রে দক্ষিণাগ্রভাবে রাখিয়া ছয়টি পাত্রে অমন্ত্রকভাবে জলসেক করিয়া তিনটি পাত্রস্থ জলকে সকৃৎ 'ওঁ শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করত, মাতামহপক্ষেও ঐরূপ অনুমন্ত্রণান্তে "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ স্বধয়া পিতৄনিমাল্লোঁকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বধা নমঃ" মন্ত্রে প্রত্যেক পাত্রে তিল বিকিরণ পূর্ব্বক অমন্ত্রক ষট্ পাত্রে ছয়টি অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখিবে ও কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্ ?' 'পিতামহ-পাত্রং সম্পন্নম্ ?' ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক পাত্রের সম্পূর্ণতা জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ সম্পন্নং প্রত্যুত্তর) তিলহস্তে আবাহন করিবে, যথা—"ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যামি", পরিশিষ্টমতে—"ওঁ পিতৄন্ পিতামহান্ প্রপিতামহান্ মাতামহান্ প্রমাতামহান্ বৃদ্ধপ্রমাতামহান্ আবাহয়িষ্যামি"

* 'পৃথিবী' স্থানে 'পয়সা' পরিশিষ্টমত।

(ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।" মন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বয়ে তিল বিকিরণ করিয়া "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্তস্মান্" মন্ত্রে পিতৃপুরুষের আবাহন করত "ওঁ শুক্লাম্বরাঃ শুক্লগন্ধাঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতিনঃ। আত্মনোঽভিমুখাসীনা জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধাঃ।" মন্ত্রে পিতৃপুরুষের ধ্যান করিবে। পরে পিতৃ-ব্রাহ্মণে অমন্ত্রক পবিত্রত্রয়দান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দান পূর্ব্বক পুষ্পান্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতির অর্চ্চনান্তে মাতামহপক্ষেও পবিত্রদানাদির অন্তে উপবীতী হইয়া 'ওঁ স্বধা অর্ঘ্যাঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্য একবার নিবেদন করিবে। পরে অন্য জলও ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া বামহস্তান্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। যথা—"ওঁ অমুকগোত্র পিতরিদন্তে অর্ঘ্যং স্বধা নমঃ।" অবশিষ্ট জল "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিবে। ঐরূপ পিতামহাদির উদ্দেশে 'স্বধা অর্ঘ্যাঃ' মন্ত্রে জল নিবেদন হইতে জলানুমন্ত্রণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য পিতৃপাত্রবৎ কর্ত্তব্য। ঐরূপ মাতামহপক্ষেও করিতে হয়। অনন্তর পিতৃপাত্রে সর্ব্বপাত্রের জল আনিয়া প্রপিতামহার্ঘ্যপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত (পরিশিষ্টমতে পিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন বিহিত) বাম পার্শ্বে 'ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' বলিয়া ন্যুব্জ করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদিদান।—প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষে বামান্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বস্ত্র লইয়া 'ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহ প্রপিতামহ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া 'ওঁ এষ তে গন্ধঃ (ওঁ সুগন্ধঃ) ওঁ এতত্তে পুষ্পম্ (ওঁ সুপুষ্পম্) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্ (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্)" মন্ত্রে ব্রাহ্মণে নিবেদন করিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে,—'ওঁ পিত্রর্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্?' (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর।)

অন্নদান।—ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া 'ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি?' প্রশ্ন করিয়া (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তর) 'ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ" মন্ত্রে অগ্নিতে, বিপ্রহস্তে বা জলে কিয়ৎপরিমাণ অন্ন আহুতি দিয়া দৈবে ঈশানাবধি পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডলোপরি সযব দর্ভ পাতিয়া তথায় একটি পাত্র রাখিয়া পাত্রোপরি হুতশেষ দ্বারয় দিয়া সমস্ত অন্ন পরিবেশন করিবে।

পিতৃপক্ষে নৈর্ঋতকোণ হইতে বামাবর্ত্তে গোলাকৃতি মণ্ডল আঁকিয়া গোময়োপলেপন পূর্ব্বক তদুপরি সতিল কুশ পাতিয়া তথায় রজতপাত্রত্রয় অথবা অনিষিদ্ধ পাত্রত্রয় রাখিয়া মাতামহপক্ষেও উক্ত ক্রমে পাত্রত্রয় পাতিয়া অন্নোপরি ঘৃতশেষ দিয়া অন্ন পরিবেশন করত দর্ভ দ্বারা রক্ষা করিবে। পরে দৈবে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক অন্ন অভ্যুক্ষণ ও তূষ্ণীম্ভাবে ঘৃতসেকান্তে অনুত্তান হস্তদ্বয় দ্বারা ধরিয়া 'ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যা-বতাং প্রাণাপানয়োর্জুহোম্যক্ষিতমসি মা মেক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাক্রমে উক্ত মন্ত্রে ধারণ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবে। দৈবে উপবীতী হইয়া 'ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুলে' মন্ত্রে দৈব অন্নে ব্রাহ্মণ-হস্তাঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া "ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। অমন্ত্রক যবদান করিয়া সযবোদক ত্রিপত্র লইয়া "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইদং বো অন্নং সযবোদকং সোপকরণং স্বাহা' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। অনন্তর পিতৃ-পক্ষে প্রাচীনাবীতী হইয়া 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নে পিতৃব্রাহ্মণাঙ্গুষ্ঠ নিবেশ, 'ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, 'ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে তিল বিকিরণ করিয়া বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া 'ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহ প্রপিতামহ ইদমন্নং সতিলোদকং সোপকরণং স্বধা নমঃ' মন্ত্রে উৎসর্গ পূর্ব্বক দৈবাদিক্রমে মাতামহপক্ষেও পিতৃপক্ষবৎ করিয়া 'ইদমন্নমিমা আপঃ ইদং হবিরেতান্যুপকরণানি' মন্ত্রে উদ্দেশ করত উপবীতী হইয়া অন্নে মধু ও ঘৃত সেক করিবে ও গায়ত্রী, মধু বাতা মন্ত্র ও মধু মধু মধু মন্ত্র জপ করিয়া মতান্তরে 'অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া 'ওঁ ভবন্তঃ প্রাশয়ন্তু,' বলিয়া 'যথাসুখং জুষধ্বং' পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণের ভোজনকালে গায়ত্রী, অক্ষন্নমী ইত্যাদি, মধু বাতা ইত্যাদি, মধু মধু মধু, ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি, ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যমিত্যাদি, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি, ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময় ইত্যাদি, ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময় ইত্যাদি, ওঁ সপ্তব্যাধা ইত্যাদি, ওঁ ঈশানবিষ্ণু কমলাসনেত্যাদি শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করত 'ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ ?' প্রশ্ন করিবে (ওঁ তৃপ্তাঃ স্মঃ প্রত্যুত্তর)। পুনঃ মধু বাতা ইত্যাদি, অক্ষন্নমী ইত্যাদি পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিবে—ওঁ সম্পন্নম্? (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর)। ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন হুতশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিণ্ডার্থ অধিক ও বিকিরার্থ অন্ন পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে স্থাপিত করিবে। ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ম্? (ওঁ ইষ্টৈঃ সহ ভুজ্যতাম্ প্রত্যুত্তর) ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে? প্রশ্নের 'ওঁ কুরুষ' অনুমতি পাইয়া পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদান।—উপবীতী হইয়া গায়ত্রী ও 'দেবতাভ্যঃ' ত্রিধা পাঠান্তে পুনশ্চ প্রাচীনাবীতিভাবে পিতৃ ও মাতামহ-ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দর্ভমূল দ্বারা, মতান্তরে ওঁ অপহতেতি মন্ত্রে, পরিশিষ্টমতে অমন্ত্রক পিতৃপক্ষে চতুষ্কোণ রেখাত্রয়, পিতৃপক্ষের বামভাগে মাতামহপক্ষেও রেখাত্রয় অঙ্কন করিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া কুশের মূল্য, মধ্য ও অগ্রভাগে সতিল পুষ্পজল 'ওঁ শুন্ধন্তাং পিতরঃ, ওঁ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ, ওঁ শুন্ধন্তাং প্রপিতামহাঃ', মাতামহপক্ষে 'ওঁ শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ' ইত্যাদিরূপে অবনেজন দিয়া, মতান্তরে ওঁ অক্ষন্নমী ইত্যাদি, মধু বাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, পরিশিষ্টমতে অমন্ত্রক পিণ্ড নির্ম্মাণ করত এক একটি লইয়া যথারীতি ষট্ রেখোপরি নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকং যে চ ত্বামত্রানু তেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ" ইত্যাদি। মতান্তরে 'ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' মন্ত্রে করঘর্ষণ পূর্ব্বক হস্তলেপ দান কর্ত্তব্য। পরিশিষ্টমতে বিহিত নহে। আচমন ও হরিস্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্" মন্ত্রপাঠান্তে বামাবর্ত্তে উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্ব্বক, মতান্তরে বসন্তায় নমস্তভ্যমিত্যাদি পাঠ করিবে—পরিশিষ্টমতে পাঠ্য নহে। পরে 'ওঁ অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগ মাবৃষায়িষত' মন্ত্রপাঠান্তে শ্বাসত্যাগ করিবে। উপবীতী হইয়া পিণ্ডশেষ আঘ্রাণ, হস্তপ্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক পিণ্ডোপরি যথারীতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে পিণ্ডপাত্রের ধৌত সতিল-জল দিবে, যথা,—"শুন্ধন্তাং পিতরঃ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ" ইত্যাদি। নীবীমোক্ষণ পূর্ব্বক ঘৃত বা তিলতৈল লইয়া 'ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্‌ক্ষ্ব' মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডোপরি দিয়া যথাযথ নাম-সম্বন্ধ-গোত্রাদি পরিবর্ত্তন করত অবশিষ্ট পাঁচটি পিণ্ডে দাতব্য। অঞ্জন লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্নঙ্‌ক্ষ্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডে দিবে। শুক্লবস্ত্রদশাসম্ভূত সূত্র লইয়া বামাঘারব্ধ দক্ষিণহস্তে পিণ্ডোপরি মন্ত্রাবৃত্তি পূর্ব্বক দিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসো মা নোঽতোঽন্যৎ পিতরো যুঙ্‌গ্ধ্বম্।" পরে সূত্র উত্তান

বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে বাসঃ স্বধা নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক পিণ্ডস্থ সূত্র উৎসর্গ করিবে। পিণ্ডোপরি গন্ধ-পুষ্প, ধূপ-দীপ, তাম্বূল দিয়া পিতৃপুরুষগণকে ভাস্করমূর্ত্তিশালী চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—"ওঁ নমো বঃ পিতর ইষে, ওঁ নমো বঃ পিতর উর্জ্জে, ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো জীবায়, ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়, ওঁ স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ পিতরো নম এতা যুষ্মাকং পিতর ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্যাম। ওঁ মনোন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন পিতৄণাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ জীবং ব্রাতং সচেমহি।" অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে পিণ্ডকে দক্ষিণদিকে চালনা করিবে। যথা—"ওঁ পরেত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্ত্বায়াস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।" পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অম্ভসে নমঃ" বলিয়া জলপূজা করিয়া পাত্রস্থ অন্ন লইয়া "যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রীয়ান্নম্ অম্ভসি সমর্পয়ামি।" জলে দিয়া পিণ্ডও "ওঁ পিণ্ডান্যপি জলে সমর্পয়ামি" নিক্ষেপ করিবে।

বিকিরদান।—ব্রাহ্মণগণকে আচমনজল দিয়া উচ্ছিষ্টসমীপস্থ ভূমিতে দক্ষিণাগ্র-কুশাস্তরণ ও তদুপরি সতিল জলদান করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অন্ন জল-প্লাবিত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তথায় বিকীর্ণ করিবে। যথা—"ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে। তেভিঃ স্বরাড়সুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব।" পরে "ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্।" (মতান্তরে "ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ।" মন্ত্রটিও পাঠ্য। পরিশিষ্টমতে নহে।) মন্ত্রে বিকীর্ণ অন্নোপরি তিল-জল দিয়া হস্তপ্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক 'ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু'(ওঁ অস্তু) মন্ত্রে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে জলসেক, 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু) ব্রাহ্মণে জলদান, 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' (ওঁ অস্তু) ব্রাহ্মণে পুষ্পদান, 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' (ওঁ অস্তু) যবদান করত ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া,মতান্তরে "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু" প্রার্থনা করিয়া (পরিশিষ্টমতে নহে) "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাম্ প্রত্যুত্তর) গোত্রবৃদ্ধি প্রার্থনা করিবে। পরে পরিশিষ্টমতে

পাত্রচালনা করিয়া "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ স্বস্তীতি ব্রূত" বলিয়া দেবব্রাহ্মণে জল দিবে, (ওঁ স্বস্তি প্রতিবাক্য)। পিতৃপক্ষে প্রত্যেকের স্বস্তিবাচন করিবে। যথা—"ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ স্বস্তীতি ব্রূহি," ঐরূপ "পিতামহ স্বস্তীতি ব্রূহি" ইত্যাদি বাচন করিবে। পরে দৈবে উপবীতী হইয়া যবোদক "ওঁ দত্তমিদং শ্রাদ্ধং পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানামক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূত" (ওঁ অস্তু) মন্ত্রে দিয়া অক্ষয্য বাচন করিবে। পিতৃপক্ষে তিলোদক দ্বারা "ওঁ দত্তমিদং শ্রাদ্ধং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূহি" (ওঁ অস্তু) ঐরূপ পিতামহাদি পাঁচ পুরুষেরও অক্ষয্যবাচন কর্ত্তব্য। ন্যুজো-খান করিয়া উপবীতিভাবে ব্রাহ্মণগণকে তাম্বূলাদি দিয়া পিতৃপক্ষক্রমে দক্ষিণা-দান করিবে। যথা—দক্ষিণাদ্রব্য যথাবিধি প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনাদি করত "অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য কৃতৈতদমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং বা রজতমূল্যমিত্যাদি" মাতামহপক্ষে পিতৃপক্ষবৎ। দৈবে উত্তরমুখে দক্ষিণা দিবে, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতা-মহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকনিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধে কৃতে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ-পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাদি।" প্রিয়বাক্যে ব্রাহ্মণ-গণকে পরিতুষ্ট করিয়া 'ওঁ শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতম্?' জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) পবিত্র সহিত কুশ পিণ্ডস্থানে আস্তীর্ণ করিয়া স্বধা-বাচন করিবে। যথা—'ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে' প্রার্থনা করিবে। (ওঁ বাচ্যতাং প্রত্যুত্তর)'ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং' (ওঁ অস্তু স্বধা প্রত্যুত্তর) ঐরূপ 'পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্' ইত্যাদি। পরে 'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাম্' (ওঁ প্রীয়ন্তাং বিশ্বেদেবাঃ প্রতিবাক্য) দৈবে প্রার্থনা করিয়া পরিশিষ্টমতে পিণ্ডনির্ব্বপণস্থান মার্জ্জন করিয়া সেই স্থানে অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া 'ওঁ শান্তিরস্তু' বলিয়া তদুপরি জলধারা সেক করিবে। মতান্তরে "ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ।" পিতৃব্রাহ্মণাদি ক্রমে বিসর্জ্জন ও "ওঁ আমা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আমা গন্তাং পিতরা মাতরা যুবমামা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ" মন্ত্রে জলধারা-সহ অনুগমন বিহিত আছে। ইহা পরিশিষ্টধৃত নহে। পরে কৃতাঞ্জলি-পুটে দক্ষিণমুখে প্রার্থনা করিবে—"ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ

সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নো অস্ত। স্মার্ত্তমতে অতঃপর গায়ত্রী ও দেবতাভ্য মন্ত্র জপ করিয়া পিতৃপ্রণামান্তে দীপাচ্ছাদন, কুশত্যাগ, হস্তপ্রক্ষালন, আচমন, সূর্য্যপ্রণাম পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করত বৈগুণ্যশান্তি কর্ত্তব্য। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (শ্রাদ্ধকর্ত্তার নাম উল্লেখ্য) কৃতৈতৎশ্রাদ্ধবৈগুণ্যপ্রশমনকামো বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। অতঃপর সর্ব্ব-বেদিসাধারণ বামদেব্যগান (কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি শান্তিসূক্ত ত্রিধা পাঠ) করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিতে হয়।

ইতি ঋগ্‌বেদি-পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ।

ঋগ্বেদি-নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ।

সুতসংস্কারকর্ম্মে বা গৃহপ্রবেশাদি কর্ম্মে শ্রাদ্ধাধিকারী প্রাতঃকালে পর্য্যু-দস্তসময় পরিত্যাগ করিয়া প্রাঙ্মুখে তিলতৈল দ্বারা দীপ প্রজ্বালন পূর্ব্বক নিত্য-ক্রিয়ান্তে অধিবাসার্থ স্বস্তিবাচন করিবে। সংস্কার ভিন্ন কার্য্যে অধিবাস নাই। যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য (স্বীয় কর্ম্মে ইহা উল্লেখ্য নহে) অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাঙ্গীভূত-ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বক-শুভ-গন্ধাদ্যধিবাসনকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" বারত্রয় পাঠ করিবে। 'ওঁ পুণ্যাহং' ব্রাহ্মণগণ তিনবার বলিবেন। ঐরূপ 'স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু' বলিয়া স্বস্তি-ঋদ্ধিবাচনান্তে "ওঁ স্বস্তি নো মিমীতা" ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক সান্নিধ্য কল্পনা করত তৎসৎ উচ্চারণান্তে উত্তরমুখে সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে (সংস্কার ভিন্ন কর্ম্মে সৌরমাস ও রাশি উল্লেখ্য নহে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাঙ্গীভূত-ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বক-শুভ-গন্ধাদ্যধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য। যথা—"ওঁ যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী মহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।" পরে যথাবিধি সামান্যার্ঘ্য,আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি,গুরুপ্রণাম,ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি, প্রাণায়াম প্রভৃতি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, গুরুগণ ও সর্ব্বদেবদেবীর পূজান্তে (বিষ্ণুর

পূজা করিয়া) বটশাখার মূলে যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া বাং মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করত ষষ্ঠীর ধ্যান, মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পুনর্ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক 'এতৎ রজতাসনং ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।' ঐরূপ মার্কণ্ডেয়মুনির ধ্যান, পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া অধিবাস কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদি-অধিবাসবিধি।

আচারানুসারে প্রথমতঃ তৈল-হরিদ্রা লইয়া 'ওঁ কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্য রাজন্। অনয়া তৈলহরিদ্রয়া অস্ত বা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত। ভূমি ও ঘট স্পর্শ করাইয়া সংস্কার্য্যের শিরস্পর্শ করাইবে।

ভূমি। ওঁ মহিত্রীণামবরোঽস্ত দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্নঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য। অনয়া মহ্যা।

গন্ধ। ওঁ অলর্ষি রাতিং বসুদামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনোদানায় চোদয়ন্। অনেন গন্ধেন।

শিলা। ওঁ ইন্দ্রাপর্ব্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আবহতং সুবীরাঃ। অনয়া শিলয়া।

ধান্য। ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। অনেন ধান্যেন।

দূর্ব্বা। ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায়, তৎ পৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্। অনয়া দূর্ব্বয়া।

পুষ্প। ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্। অনেন পুষ্পেণ।

ফল। ওঁ ইন্দ্রং নরোনেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো-নৃষাতা শ্রবসশ্চকান আগোমতী ব্রজে ভজাত্বয়ঃ। অনেন ফলেন।

দধি। ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ। অনেন দধ্না।

ঘৃত। ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।

দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা। অনেন ঘৃতেন।

স্বস্তিক। ওঁ অস্তি সোমো অয়ং সুতঃ। পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উতস্বরাজো অশ্বিনা। অনেন স্বস্তিকেন।

সিন্দূর। ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে। অনেন সিন্দূরেণ।

শঙ্খ। ওঁ স সুম্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাং সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্। অনেন শঙ্খেন।

কজ্জল। ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। অনেন অঞ্জনেন।

গোরোচনা। ওঁ অধদ্যো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়া-বর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা, মমা জাতা সুক্রতো পৃণ। অনয়া রোচনয়া।

সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ)। ওঁ এষো উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবস্তবে বামশ্বিনা বৃহৎ। অনেন সিদ্ধার্থেন।

কাঞ্চন। ওঁ তংগূর্দ্দয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে। অনেন কাঞ্চনেন।

রৌপ্য। ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজা মসি। অনেন রৌপ্যেণ।

তাম্র। ওঁ বণ্মহাঁ অসি সূর্য্য বডাদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম। মহ্না দেব মহাঁ অসি। অনেন তাম্রেণ।

চামর। ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ। অনেন চামরেণ।

দর্পণ। ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি। অনেন দর্পণেন।

দীপ। ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ। অনেন দীপেন।

প্রশস্ত পাত্র। ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অনুপদসি অনুপদে ত্বা সম্পদসি সম্পদে ত্বা তেজোঽসি তেজসে ত্বা। অনেন প্রশস্তপাত্রেণ।

শ্রী ও মঙ্গলা হাঁড়ি (আইভাঁড়) দ্বারা গায়ত্রী পাঠান্তে 'অনয়া শ্রিয়া,' 'অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ' ইত্যাদি বাক্যে অধিবাস করিবে। রক্ষাসূত্র (সাতটি দূর্ব্বা

ও সাতটি হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র) গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক পুরুষের দক্ষিণ করে, স্ত্রীলোকের বাম করে বন্ধন করিয়া দিবে।

অতঃপর গৌর্য্যাদি মাতৃকাপূজা ও শ্রাদ্ধাদির নিমিত্ত স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে।

স্বস্তিবাচনাদি যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণঃ (স্বার্থ স্থলে উহা উল্লেখ্য নহে) শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত-জপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ-কর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য, 'ওঁ পুণ্যাহং' তিনবার প্রতিবাক্য) ঐরূপ 'স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।' (ওঁ স্বস্তিত ওঁ ঋধ্যতাম্ ও প্রতিবাক্য) 'ওঁ স্বস্তি নোমিমীতামশ্বিনা ভগ' ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত পাঠাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (বহুকর্ম্মনিমিত্তক নান্দীমুখ হইলে "অমুকামুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' ও সেই সকল কর্ম্ম সমুদায়ের নাম উল্লেখ্য) সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত-জপাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।" সূক্তমন্ত্র যথা—'ওঁ যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালী' ইত্যাদি। সপ্তদশ যবপুঞ্জে, ঘটে বা শালগ্রামশিলায় 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ' ইত্যাদিরূপে আবাহন পূর্ব্বক (শালগ্রামশিলায় আবাহন নাই) 'ওঁ গণপতয়ে নমঃ' মন্ত্রে গণপতিপূজা করিয়া 'ওঁ গৌরি মাতরিহাগচ্ছ' ইত্যাদিরূপে ষোড়শ মাতৃকার আবাহন ও পূজা করিবে। ষোড়শ মাতৃকা যথা।—গৌরী। পদ্মা। শচী। মেধা। সাবিত্রী। বিজয়া। জয়া। দেবসেনা। স্বধা। স্বাহা। শান্তি। পুষ্টি। ধৃতি। তুষ্টি। আত্মদেবতা। কুলদেবতা।

পূর্ব্ব ও উত্তর গোময়োপলিপ্ত ভিত্তিতে গুড় বা ঘৃত দ্বারা নিম্নোক্ত সাতটি মন্ত্রে সপ্তধারা পাতিত কবিবে। "ওঁ অসশ্চন্তী ভূরিধারে পয়স্বতী ঘৃতং দুহাতে সুকৃতে শুচিব্রতে। রাজন্তী অস্য ভুবনস্য রোদসী অস্মে রেতঃ সিঞ্চতং যন্মনু-র্হিতম্। ১। ওঁ কন্যা ইব বহতু মে তবা উ অঞ্জ্যঞ্জানা অভিচাকশীমি। যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো ঘৃতস্য ধারা অভি তৎপবন্তে। ২। ওঁ ঘৃতবতী ভুব-নানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্ক-ভিতে অজরে ভূরিরেতসা। ৩। ওঁ শতধারমুৎসমক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং পিতরং বক্তানাম্। মেড়িং মদন্তং পিত্রোরুপস্থে তং রোদসী পিপৃতং

সত্যবাচম্। ৪। ওঁ শতধারং বায়ুমর্কং স্বর্বিদং নৃচক্ষসস্তে অভিচক্ষতে হবিঃ। যে পৃণন্তি প্র চ যচ্ছন্তি সঙ্গমেতে দক্ষিণাং দুহতে সপ্ত মাতরম্। ৫। ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্। দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ। ৬। ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নাঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।" পরে 'ওঁ চেদিরাজবসো! ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি দ্বারা আবাহন পূর্ব্বক 'ওঁ চেদিরাজ বসবে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া আয়ুষ্যসূক্ত জপ করিবে। যথা—"ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়া বিশতাদুমাম্। ওঁ উচ্চৈর্বাজি পৃতনাষাট্ সহাসাহং ধনঞ্জয়ম্। সর্ব্বাঃ সমগ্রা ঋদ্ধয়ো হিরণ্যেঽস্মিন্ সনাহিতাঃ। ওঁ শুনমহং হিরণ্যস্য পিতুর্নামেব জগ্রভ। তেন মাং সূর্য্যত্বচমকরং পুরুষু প্রিয়ম্। ওঁ সম্রাজঞ্চবিরাজঞ্চাভিষ্টির্যা চ মে ধ্রুবা। লক্ষ্মী রাষ্ট্রস্য যা মুখে তয়া মামিন্দ্র সংসৃজ। অগ্নেঃ প্রজাতং পরিযদ্ধিরণ্যমমৃতং যজ্ঞে অধিমর্ত্ত্যেষু। য এনবেদ স ইদেনদর্হতি জরামৃত্যুর্ভবতি যো বিভর্ত্তি। যদ্বেদ রাজা বরুণো যদু দেবী সরস্বতী। ইন্দ্রো যদ্বৃত্রহা বেদ তন্মে বর্চ্চস আয়ুষে। ন তদ্রক্ষাংসি ন পিশাচাশ্চরন্তি দেবানামোজঃ প্রথমজং হ্যেতদ্ যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ স মনুষ্যেসু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ। যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ। তন্ন আবধ্নামি শতশারদায়ায়ুষ্মান্ জরদষ্টি-র্যথাসৎ। ঘৃতাদুল্লুপ্তং মধুমৎ সুবর্ণং ধনঞ্জয়ং ধরুণং ধারয়িষ্ণু। ঋণক্ সপত্না-দধরাংশ্চ কৃণ্বদা রোহ মাং মহতে সৌভগায়। প্রিয়ং মা কুরু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কুরু। প্রিয়ং বিশ্বেষু গোপ্ত্রেষু ময়ি ধেহি রুচারুচম্। অগ্নির্যেন বিরাজতি সূর্য্যো যেন বিরাজতি। বিরাড্ যেন বিরাজতি তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতে বিরাজ সমিধং কুরু। ইতি আয়ুষ্যসূক্ত জপ।

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ।—প্রথমতঃ ভোজ্যোৎসর্গ কর্ত্তব্য। যথা—প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকস্য অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেব শর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য

অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা ইত্যাদি (পূর্ব্বোক্ত ৯ পুরুষের নাম উল্লেখ্য) অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সম্বতোপকরণামান্ন-ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতমিত্যাদি।" 'ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং' বলিয়া উদ্দেশ করত দক্ষিণাদান করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত অমুক-দেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহস্তামুকদেবশর্ম্মণ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যা ইত্যাদি অক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সম্বতোপ-করণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাদি।" 'কৃতৈতদাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত' বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বাস্তুপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর ও গঙ্গার পূজা করিয়া উপবীতিভাবে পরকীয়ভূমিতে ভূস্বামীকে 'এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্বতোপকরণামান্নভোজ্যম্ এতদ্ভূস্বামি-নান্দীমুখপিতৃভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে অগ্রভাগ নিবেদন করিবে। সকল কার্য্যই উত্তরমুখে দৈবতীর্থে উপবীতী হইয়া দক্ষিণজানু পাতিয়া করিবে। বামপার্শ্বে দক্ষিণভাগ হইতে উত্তরাংশ পর্য্যন্ত ৮খানি কুশাসনযুক্ত পাত্র পাতিবে, প্রথমে দুইটি দেবপাত্র, তদুত্তরে ২খানি মাতৃপক্ষের, তদুত্তরে ২খানি পিতৃপক্ষের, তদুত্তরে ২খানি মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণাসন হইবে। প্রথমতঃ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে ৮টি ব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া 'ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করত দৈবাদিক্রমে দর্ভযুক্ত আসনে পশ্চিমাগ্র করিয়া ব্রাহ্মণগুলি স্থাপন করিবে। কুরুক্ষেত্রেত্যাদি তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি দ্বারা তীর্থাবাহন ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক পরে দেবপক্ষে জলগণ্ডুষ দিয়া অনুজ্ঞা লইবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকস্য অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা অমুকীদেব্যা ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুকদেবশর্ম্মণ আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানামাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে" (ওঁ কুরুষ প্রত্যুত্তর)। মাতৃপক্ষে জলগণ্ডূষ দিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্ অমুকগোত্রায়া নান্দী-মুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ এবং পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" পরার্থে করিষ্যামি। ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা-যোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।" মন্ত্র তিনবার

পাঠ করত, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ পূর্ব্বক মন্ত্রজল দ্বারা শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণান্তে রক্ষার্থ জল "ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষ ইমাং পর্য্যটতে মহীম্। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। ওঁ অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোঘ্নমুদকমসি" (ওঁ অস্মিন্ শ্রাদ্ধে রক্ষাং কুরু প্রতিবাক্যে) মন্ত্রপাঠান্তে একদেশে স্থাপন করিবে। যব লইয়া 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যে.ক্ষয়ন্তি পৃথিবীমনু। অন্যত্রেতো গচ্ছন্ত যত্রৈষাং গতং মনঃ' মন্ত্রে ছড়াইয়া দিবে।

আসনদান।—সর্ব্বত্র উপচারদানের আদ্যন্তে জল দিতে হয়। বামহস্তে কুশত্রিপত্র দুইটি ধরিয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতে বো দর্ভাসনে স্বাহা" মন্ত্রে যবোদক সহ নিবেদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে স্থাপন করিবে।

অর্ঘ্যদান।—দেবপক্ষে সম্মুখস্থ অভ্যুক্ষিত ভূমিতে পূর্ব্বাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি দুইখানি পূর্ব্বাভিমুখ পাত্র (ডোঙ্গা) পাতিয়া, "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে সাগ্র কুশদ্বয়নির্ম্মিত পবিত্রদ্বয় ছেদন করিয়া,"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক জলসেক করিয়া,'ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত,"ওঁ যবোঽসি ধান্যরাজো বা বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্" মন্ত্রে যববিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘ্য, গন্ধপুষ্প গর্ভ-হীন দূর্ব্বা তণ্ডুল দিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক বলিবে, "ওঁ দেবপাত্রং সম্পন্নম্?।" (ওঁ সম্পন্নং প্রত্যুত্তর)। পরে যবহস্তে আবাহন করিবে—'ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যামি' (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর)"ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে অন্তরিক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্। ওঁ ওষধয়ঃ সম্বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি।" পরে বিশ্বদেবের ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষকন্যায়াং জাতা ধর্ম্মান্মহাত্মনঃ। বিশ্বেদেবা ইতি খ্যাতা দেববর্য্যা মহাবলাঃ। শক্রেণ সহ যোদ্ধৄণাং বিজেতারশ্চ রক্ষসাম্। যন্নামস্মরণাদেব প্রদ্রবন্ত্যসুরাঃ ক্ষণাৎ। বাণ-বাণাসনধরা দ্বিভুজাঃ শ্বেতবাসসঃ। কেয়ূরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীট-কটকান্বিতাঃ। শৌর্য্য-সৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্য-স্রগন্ধলেপনাঃ। ইন্দ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে গোপ্তারস্ত্রিদিবস্য তে॥" অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিশ্বদেবের উপস্থিতি কল্পনা করিয়া অর্ঘ্য দান করিবে। যথা—"ওঁ আগচ্ছন্ত মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। যে অত্র বিহিতাঃ

শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে।" 'ওঁ স্বাহা অর্ঘ্যা' মন্ত্রে সকৃৎ নিবেদন করিয়া অমন্ত্রক ব্রাহ্মণ-হস্তে পবিত্র, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দান করত (পুষ্পান্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতির অর্চ্চনান্তে) বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অর্ঘ্য লইয়া 'ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা ইদং বো অর্ঘ্যং স্বাহা' মন্ত্রে ব্রাহ্মণে একটি অর্ঘ্য দিয়া জল অনুমন্ত্রণ করিবে। যথা—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সংবভূবুর্যা অন্তরিক্ষ্যা উত পার্থিবীর্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যাজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্তোনা ভবন্তু।" পরে অপর ব্রাহ্মণগণে অর্ঘ্যদান ও জলানুমন্ত্রণ উক্ত রীতিতে কর্ত্তব্য।

গন্ধাদিদান।—দ্বিধাকৃত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদনবস্ত্র দুই পাত্রে রাখিয়া বামহস্তে ধরিবে ও দক্ষিণ হস্তে গৃহীত ত্রিপত্রজল দ্বারা উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি দ্বির্ভূতানি স্বাহা। ওঁ এতৌ বো গন্ধৌ, (সুগন্ধৌ প্রত্যুত্তর ওঁ এতে বঃ পুষ্পে, এতৌ বো ধূপৌ, এতে বো দীপৌ, এতে ব আচ্ছাদনে" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—'ওঁ বিশ্বদেবার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্?" (ওঁ সম্পূর্ণং জাতং প্রত্যুত্তর) "ওঁ নান্দীমুখ-পিত্রর্চ্চনমহং করিষ্যে"প্রশ্নান্তে (ওঁ কুরুষ) অনুমতি লইয়া মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে জলগণ্ডুষ দিয়া "ওঁ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকীদেবি, অমুকগোত্রে পিতামহি অমুকি এবং প্রপিতামহি এতে তে দর্ভাসনে স্বাহা" মন্ত্রে উভয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে যবোদকসহ ত্রিপত্রদ্বয় দান করিয়া পুনশ্চ জলদান করিবে। পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে উক্তরূপ আসনদান কর্ত্তব্য।

অর্ঘ্যদান।—ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার ও অভ্যুক্ষণ করিয়া তদুপরি পূর্ব্বাগ্র কুশ পাতিয়া তিনখানি অর্ঘ্যপাত্র পাতিবে। ঐরূপ পিতৃ-পক্ষের ও মাতামহপক্ষের সম্মুখে তিনখানি অর্ঘ্যপাত্র পাতিবে। মাতৃপক্ষ-ক্রমে 'ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ' মন্ত্রে প্রাদেশপরিমাণে তিনটি পবিত্র একৈকশঃ ছেদন ও 'ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ' মন্ত্রে এক একটি পবিত্র মার্জ্জন করত পূর্ব্বাগ্রভাবে অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবে। অর্ঘ্যপাত্রে জল দিয়া "ওঁ শন্নো দেবী" ইত্যাদি দ্বারা জল অনুমন্ত্রণ করত 'ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোসবে দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নবদ্ভিঃ প্রত্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৄনিমাঁল্লোকান্ প্রীণয়াহি নঃ স্বাহা' মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পাত্রে যব দিয়া অমন্ত্রক প্রত্যেক পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, গর্ভহীন দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দ্বারা নির্ম্মিত অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। পরে

কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্' ? প্রশ্ন করিয়া (ওঁ সুসম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) যবহস্তে আবাহন করিবে। যথা—"ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄনাবাহয়িষ্যামি" (ওঁ আবাহয় প্রত্যুত্তর) (মতান্তরে'ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।") 'ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্।' 'ওঁ শুক্লাম্বরাঃ শুক্লগন্ধাঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতিনঃ। আত্মনোঽভিমুখাসীনা জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধাঃ।' এইরূপ ধ্যানান্তে 'ওঁ স্বাহা অর্ঘ্যা' মন্ত্রে নিবেদন পূর্ব্বক (পরিশিষ্ট-মতে 'ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' মন্ত্রে নিবেদন) অমন্ত্রক পবিত্র,জলান্তর ও পুষ্পান্তর দান করিয়া পুষ্পান্তর দ্বারা শিরঃ প্রভৃতির অর্চ্চনান্তে অর্ঘ্য লইয়া 'বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি এতত্তে অর্ঘ্যং স্বাহা' মন্ত্রে উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণে দিয়া 'ওঁ যা দিব্যা' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের অভিমন্ত্রণ করিবে। এইরূপ পিতামহী ও প্রপিতামহীর উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিয়া মাতৃ-পক্ষবৎ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে 'স্বাহা অর্ঘ্যা' মন্ত্রে অর্ঘ্য নিবেদন প্রভৃতি জলাভিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া প্রত্যেক পাত্রের সংস্রবজল প্রথমপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" মন্ত্রে বামপার্শ্বে কুশোপরি ন্যুব্জ করিয়া রাখিবে।

গন্ধাদিদান।—বাম হস্তে দুই পাত্রে স্থাপিত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদনবস্ত্র ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এতানি তে গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি দ্বিভূর্তানি স্বাহা" মন্ত্রে উৎসর্গ করত "ওঁ এষ তে গন্ধঃ, (ওঁ সুগন্ধঃ) এতৎ তে পুষ্পং (ওঁ সুপুষ্পং) ওঁ এষ তে ধূপঃ (ওঁ সুধূপঃ) ওঁ এষ তে দীপঃ (ওঁ সুদীপঃ) ওঁ এতত্ত আচ্ছাদনম্" (ওঁ স্বাচ্ছাদনম্) মন্ত্রে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে দিবে। ঐরূপ পিতৃ ও মাতামহপক্ষেও গন্ধাদিদান কর্ত্তব্য। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে 'ওঁ পিত্রর্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতম্ ?' প্রশ্ন করিয়া (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) অন্নদান করিবে।

অন্নদান।—প্রক্ষালিত তণ্ডুল ঘৃতাক্ত করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নৌ করি-ষ্যামি (ওঁ কুরুষ প্রতি বচন) ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃ-মতে স্বাহা" মন্ত্রে জলে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া গোময়োপলিপ্ত ঈশানকোণাবধি অঙ্কিত

চতুষ্কোণ মণ্ডলোপরি সযব দর্ভ পাতিয়া তথায় দুইখানি ভোজনপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি আমান্ন, যব, দ্রাক্ষা, আমলক ও আর্দ্রকাদি মূল পরিবেশন করিয়া মাতৃপক্ষাদিতেও দুই দুই পাত্রে বারদ্বয় হুতশেষ দিয়া আমান্নাদি পরিবেশন করিবে। পরে দৈবে অনুত্তান হস্তদ্বয়ে অন্নপাত্র ধরিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং ত্বা বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জুহোম্যক্ষিতমসি মামেক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিঁল্লোকে" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত মাতৃপক্ষাদিতেও উক্ত মন্ত্রে পাত্রালম্ভন কর্ত্তব্য। অন্নে মধু দিয়া 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ অন্নোপরি স্থাপিত করিয়া দৈবে 'ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করত অমন্ত্রক যব বিকিরণ করিবে। মাতৃপক্ষাদিতে অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ ও 'ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া মতান্তরে 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে অন্নোপরি যব বিকিরণান্তে দৈবে সযব কুশপত্রত্রয় লইয়া অন্নপাত্র ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্ব আমান্নং সোপকরণং সযবোদকং স্বাহা" মন্ত্রে, মাতৃপক্ষে "ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এতত্ত আমান্নং সযবোদকং সোপকরণং স্বাহা" মন্ত্রে নিবেদন করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে উক্তরূপে অন্নদান করিয়া শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—একবার গায়ত্রী জপ ও মধু মধু মধু মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চ মধুমতী ঋক্ পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভিদেবাঁ ইয়ক্ষতে॥ ওঁ যে ত্বাহি হত্যে মঘবন্নবর্দ্ধন্ যে শাম্বরে হরি বো যে গবিষ্টৌ। যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্রসোমং সগণো মরুদ্ভিঃ॥ ওঁ জনিষ্ঠা উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্দ্র ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ। অবর্দ্ধন্নিন্দ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা॥ ওঁ আতূ ন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্দ্ধমাগহি। মহান্ মহীভিরূতিভিঃ॥ ওঁ ত্বমিন্দ্র প্রতূর্ত্তিষভিবিশ্বা অসিস্পৃধঃ। অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বং তূর্য্য তুরিষ্যতঃ॥" ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত ইত্যাদি। ওঁ অন্নহীনং ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণোদ্দেশে 'ইদমামান্নং ইমাঃ সযবা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি' বলিয়া অন্নাদি নিবেদন করিয়া "ওঁ ভবন্তঃ প্রাশয়ন্ত" মন্ত্রে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ জলগণ্ডূষ দিয়া 'যথাসুখং জুষধ্বম্' বলিবে। ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে পুনশ্চ শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করা উচিত। যথা—ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি। ওঁ যোগীশ্বরম্

ইত্যাদি। ওঁ মন্বত্রি ইত্যাদি। ওঁ তবিষ্ণোঃ ইত্যাদি। ওঁ দুর্য্যোধন ইত্যাদি। ওঁ যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া 'ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ ?' মন্ত্রে তৃপ্তিপ্রশ্ন করিবে। (ওঁ তৃপ্তাঃ স্মঃ প্রত্যুত্তর)। পুনশ্চ গায়ত্রী পাঠান্তে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মধুমতী মন্ত্র ও অক্ষন্নমী ইত্যাদি ও মধু মধু মধু মন্ত্র জপ করিয়া 'ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি' বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে জানাইবে, (ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্ প্রত্যুত্তর) 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে' (ওঁ কুরুষ অনুমতিবাক্য) বলিয়া অনুমতি লইয়া গায়ত্রী ও 'দেবতাভ্য' মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া ব্রাহ্মণসম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার পূর্ব্বক (পরিশিষ্টমতে পূর্ব্বমুখে উপবেশন নিবন্ধন পূর্ব্বাভিমুখ নয়টি অমন্ত্রক রেখা অঙ্কিত হইবে) ঈশানকোণাবধি চতুষ্কোণ উত্তরাগ্র নয়টি রেখা 'ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' মন্ত্রে অঙ্কন করিয়া জল দ্বারা রেখাভ্যুক্ষণ করত রেখোপরি সমূল কুশগুচ্ছ পাতিয়া প্রত্যেক রেখায় সযব জল-পুষ্প 'ওঁ শুন্ধস্তাং নান্দীমুখ্যো মাতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে মাতৃ প্রভৃতি নয় ব্যক্তির উদ্দেশে অবনেজন দিয়া হুতশেষমিশ্রিত পিণ্ডদ্বয় লইয়া, 'ওঁ অক্ষন্নমী' ইত্যাদি, 'ওঁ মধু বাতা' ইত্যাদি পড়িয়া,"ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকী-দেবি এতৌ তে পিণ্ডৌ সযবোদকৌ যে চ ত্বামত্রানু তেভ্যশ্চ স্বাহা" মন্ত্রে পিণ্ডদ্বয় মাতৃরেখোপরি দৈবতীর্থে নিক্ষেপ করিবে। ঐরূপ পিতামহী প্রভৃতির নামগোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক প্রত্যেকের উদ্দেশে অক্ষন্নমী ইত্যাদি ও মধু বাতা ইত্যাদি পাঠান্তে ঘৃত-মধুযুক্ত দুই দুইটি পিণ্ড দিবে। (পিণ্ডোপরি পিণ্ডশেষ বিকিরণ করিয়া) 'ওঁ লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' মন্ত্রে পিতৃপক্ষীয় পিণ্ডাস্তরণ কুশ দ্বারা হস্তের লেপ লইয়া দিবে। অতঃপর আচমন ও হরিস্মরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বম্ যথাভাগ-মাবৃষায়ধ্বম্"মন্ত্রে শ্বাস ধারণ করিয়া'মতান্তরে 'ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যমিত্যাদি'মন্ত্রে ঋতুনমস্কার করত "ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত" মন্ত্রে শ্বাসত্যাগ করিবে। পরে "ওঁ শুন্ধস্তাং নান্দীমুখ্যো মাতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ মাতৃ প্রভৃতির পিণ্ডোপরি পিণ্ডপাত্রধৌত সযব জল দিয়া 'ওঁ অমুকগোত্রে নান্দী-মুখি মাতরমুকীদেবি অভ্যঙ্‌ক্ষ্ব' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ নয়টি পিণ্ডে ঘৃত বা তিল-তৈল দিবে। অঞ্জন লইয়া "ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি অঙ্‌ক্ষ্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ নামগোত্রাদি উল্লেখ করিয়া যথাযথ নয়টি পিণ্ডো-পরি দিবে। শুক্লবস্ত্রদশাসম্ভূত সূত্র বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া প্রত্যেক পিণ্ডে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা—"ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ

পিতরো বাসো যা নো তোহস্তন্নান্দীমুখাঃ পিতরো বৃণ্‌গ্‌ধ্বম্।" উৎসর্গমন্ত্র যথা—"ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এতত্তে বাসঃ স্বাহা" ইত্যাদি। অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বূল দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর ইষে, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর উর্জ্জে, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুষ্মায়, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায়, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো জীবায়, ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়, পুষ্টয়ো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নম এতা যুষ্মাকং নান্দীমুখাঃ পিতর ইমা অস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তস্যাম। ওঁ মনোহন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন পিতৄণাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আত এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নো নান্দীমুখাঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ জীবং ব্রাতং সচেমহি।" মতান্তরে "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং পুষ্টয়স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৄন্" মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জলধারা দিয়া "ওঁ পরেত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্ত্বায়াস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত" মন্ত্রে পিণ্ড চালনা করিয়া পিতৃপুরুষকে বিদায় দিবে। ব্রাহ্মণগণের আচমনার্থ জল দিয়া বিকিরদান কর্ত্তব্য।

বিকিরদান।—ব্রাহ্মণাগ্রে প্রোক্ষিত ভূমিতে উত্তরাগ্র কুশাস্তরণ করিয়া তদুপরি যব বিকিরণান্তে যবোদক সহ পিণ্ড লইয়া "ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ পুষ্ট্যা মাদয়ন্তে। তেভিঃ স্বরাড়সুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব। যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥" মন্ত্রে যব সহ জলপ্লাবিত পিণ্ড ছড়াইবে, মতান্তরে 'ওঁ যেষাং ন মাতা' ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ্য। পরিশিষ্টমতে নহে। অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া 'ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু' (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) মন্ত্রে পিণ্ডসম্মুখস্থ ভূমিতে জলসেক ও দৈবাদিক্রমে, 'ওঁ শিবা আপঃ সন্তু' (ওঁ সন্তু) ব্রাহ্মণে জলদান, 'ওঁ সৌমনস্যমস্তু' (ওঁ অস্তু) পুষ্পদান, 'ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু' (ওঁ অস্তু) ব্রাহ্মণে যবদান কর্ত্তব্য। পরিশিষ্টমতে ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিয়া 'ওঁ অস্মদ্‌গোত্রং বর্দ্ধতাম্' (ওঁ বর্দ্ধতাম্ প্রতিবচন) পাত্র চালনা পূর্ব্বক দেবপক্ষে 'ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাঃ স্বস্তীতি ব্রুত' (ওঁ স্বস্তি প্রত্যুত্তর) ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকীদেবি স্বস্তীতি ব্রূহি' (ওঁ স্বস্তি

প্রত্যুত্তর) এইরূপে অপরাপর পিতৃগণের স্বস্তিবাচন করিয়া প্রত্যেককে জল দিবে। দৈবে 'ওঁ বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং দত্তমিদং শ্রাদ্ধমক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূত' (ওঁ অক্ষয্যম্ অস্তু প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে যবোদক দিয়া 'অমুকগোত্রায়া নান্দী-মুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা দত্তমিদং শ্রাদ্ধমক্ষয্যমস্তু ইতি ব্রূহি' (ওঁ অস্তু প্রতি-বাক্য) এইরূপে অপরপিতৃপুরুষগণের অক্ষয্যোদক দান কর্ত্তব্য। ন্যুব্জোত্থান করিয়া মাতৃপক্ষাদিক্রমে দক্ষিণাদান করিবে। যথা—ব্রাহ্মণগণকে মুখবাস ও তাম্বূলাদি দিয়া, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভা-মুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যাঃ এবং পিতা-মহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলক-মূল-যব-মূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমিত্যাদি।" ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতা-মহপক্ষে যথাসম্ভব নাম-গোত্র-সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দক্ষিণাদান করিবে। দেবপক্ষে—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকীদেব্যা"ইত্যাদি (আট পুরুষের নাম উল্লেখ্য) "আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে ওঁ বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্য-মিত্যাদি ওঁ শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতম্?" (ওঁ সম্পূর্ণং জাতম্ প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে সম্পূর্ণতা জিজ্ঞাসা করিয়া পুষ্টিবাচন করিবে। 'ওঁ পুষ্টিং বাচয়িষ্যে' (ওঁ বাচ্যতাম্ অনুজ্ঞা) 'ওঁ মাতৃভ্যঃ পুষ্টিরুচ্যতাম্' ইত্যাদি মন্ত্রে নয়টি পিণ্ডোপরি পবিত্র সহিত কুশান্তর দিবে। 'ওঁ উপপন্নম্'? পরিশিষ্টমতে 'সম্পন্নম্'? জিজ্ঞাসা করিয়া (ওঁ সম্পন্নম্ প্রত্যুত্তর) মাতৃপক্ষক্রমে ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিবে। দৈবে—'ওঁ বিশ্বে-দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্' (ওঁ প্রীয়ন্তাম্ বিশ্বেদেবাঃ) মন্ত্রে ব্রাহ্মণ উত্থাপন, মতান্তরে 'ওঁ বাজে বাজে' ইত্যাদি মন্ত্রে মাতৃপক্ষাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন ও 'ওঁ আমাবাজস্য সপ্রব' ইত্যাদি মন্ত্রে জলধারা সহ অনুগমন বিহিত। পরিশিষ্টমতে নহে। কৃতা-ঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে—"ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নো অস্তু।" পরে গায়ত্রী ও 'দেবতাভ্য' মন্ত্র বারত্রয় জপান্তে পিতৃপ্রণাম পূর্ব্বক জলপূজা করিয়া জলে পিণ্ড ও পাত্রার্ঘ 'যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষামক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে ইদং পাত্রার্ঘমম্ভসি সমর্পিতম্ পিণ্ডা অপি' মন্ত্রে সমর্পণ করত "ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছি-দ্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর) মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন, সূর্য্যপ্রণাম ও বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য। যথা—"অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ-বৈগুণ্য-প্রশমন-

কামো বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ ও কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্ববেদিসাধারণ বামদেব্য গান করিবে। তদ্দিনে কর্ম্মান্তর থাকিলে শ্রাদ্ধশেষ আঘ্রাণ করিয়া আচমন করিবে।

ইতি ঋগ্‌বেদি-আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ।

ঘটোৎসর্গ

পূর্ব্বমুখে আচমন পূর্ব্বক কুশাঙ্গুরীয় ও তিলক ধারণ, উত্তরীয় গ্রহণ ও প্রদীপ প্রজ্বালন করত "ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।" ইত্যাদিরূপে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া গন্ধপুষ্প-যোগে গণেশাদি দেবতার পূজান্তে 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি মন্ত্রে সান্নিধ্যকল্পনা ও 'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নাবারণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ। ওঁ তৎসৎ।" উচ্চারণ করিবে। পরে বামকরে ঘটধারণ পূর্ব্বক "ওঁ এতস্মৈ সযবোপকরণ-জলপুরিত- (গঙ্গাজল হইলে—'গঙ্গাজলপুরিত', বস্ত্র থাকিলে 'সবস্ত্র' বলিবে) ঘটায় (অথবা কুম্ভায়) নমঃ" এই মন্ত্রে বারত্রয় জলপ্রোক্ষণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি সচন্দন পুষ্প প্রদান করিবে, যথা—'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সযবোপকরণ-জলপুরিত-ঘটায় নমঃ।'

তৎপরে কোশাস্থ সতিল জলে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে (মহাবিষুব সংক্রান্তিতে হইলে সৌর মাস ও মহাবিষুবসংক্রান্তির উল্লেখ করিবে। রাশ্যু-ল্লেখ নহে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ (ইষ্টদেবতার উদ্দেশে হইলে মনে মনে তন্নাম স্মরণ পূর্ব্বক 'প্রীতি কামঃ' বলিবে) ইমং সযবোপকরণজলপুরিতঘটমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে" (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দেয় হইলে—'বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে')।

পিত্রাদির উদ্দেশে ঘটোৎসর্গ করিতে হইলে—"অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি

অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক-দেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বশেষে 'দদানি' বলিবে। এইরূপ পিতামহাদির উদ্দেশে ঘটোৎসর্গ করিতে হইলে—'অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ' এবং 'প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য' এইরূপ, 'মাতুরমুকীদেব্যাঃ পিতামহ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ,' ইত্যাদি; স্বামীর উদ্দেশে 'ভর্ত্তুঃ', জ্যেষ্ঠতাতের 'জ্যেষ্ঠতাতস্য' বা 'জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্যস্য', খুল্লতাতের 'পিতৃব্যস্য', গুরুর 'গুরোঃ', পিসীর 'পিতৃস্বসুঃ' মাসীর 'মাতৃস্বসুঃ' ইত্যাদি।

একটি কুম্ভ মাতাপিতাকে একযোগে প্রদান করিতে হইলে "পিত্রো রাখালদাসদেবশর্ম্ম-সারদাসুন্দরীদেব্যোরক্ষয়স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিরূপ; শ্বশুর-শাশুড়ীকে একত্র দিতে হইলে "শ্বশুরয়োরমুকদেবশর্ম্ম-অমুকীদেব্যোরক্ষয়-স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিরূপ; স্ত্রী পুরুষ উভয়কে দাতব্য হইলে "অমুকদেবশর্ম্ম-অমুকীদেব্যোরক্ষয়স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিরূপ; একটি কুম্ভ অনেকের উদ্দেশে দেয় হইলে "অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকদেবশর্ম্ম-অমুকদেবশর্ম্ম-অমুকদেবশর্ম্মণাম্" ইত্যাদিরূপ, এবং একটি কুম্ভ বহু পুরুষ ও বহু স্ত্রীকে দিতে হইলে পুরুষগণের নামান্তে দেবশর্ম্ম বলিয়া পরে অমুকীদেবীনাং উচ্চারণ করিবে। ব্যজন, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতিও এই নিয়মে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে হয়।

উক্তরূপ বাক্যে ঘটোৎসর্গ করিয়া ঘটধারণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥"

তৎপরে ঘটে চন্দন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পরে ঘটে কিঞ্চিৎ জল দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

"পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ॥"

তৎপরে যথাবিধি দক্ষিণাপ্রদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যশান্তি পূর্ব্বক পিতৃস্তুতি ও প্রণাম করিবে, যথা—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
ওঁ পিতৃন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥"

ভোজ্যোৎসর্গও এই নিয়মে করিবে, কেবল "সঘৃত-সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ" পাঠ করিবে, এইমাত্র প্রভেদ।

শ্রাদ্ধানুকল্প-ভোজ্যদান।

অসামর্থ্য নিবন্ধন সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে পিণ্ডহীন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে, তাহাতেও অক্ষম হইলে কেবলমাত্র ভোজ্য দানের ব্যবহার আছে। পূর্ব্বাভিমুখে সঘৃত (সবস্ত্র) সোপকরণ ভোজ্য বাম হস্তে ধরিয়া প্রোক্ষণ করিবে। যথা—'ওঁ এতস্মৈ (সবস্ত্র) সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ' মন্ত্রে তিনবার চিৎ হাতে জলের ছিটা দিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ' 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ এতস্মৈ' ইত্যাদি মন্ত্রে যথাযথ পূজা করিয়া বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশায় রাখিয়া বাক্য পাঠান্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে। 'বিষ্ণু-রোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা) অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকশ্রাদ্ধানুকল্প-(নবান্ন স্থলে নবান্নাগমনিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধানুকল্প) ভোজ্যদানবাসরে অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ ইত্যাদি অক্ষয় স্বর্গকাম ইদং অমুকশ্রাদ্ধানুকল্প-সঘৃতো-পকরণামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।' কৃতা-ঞ্জলি হইয়া বলিবে, 'ওঁ ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতম্।' পরে দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য, যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতামহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতদমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিক-(বা আভ্যুদয়িক) শ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিত্যাদি।" পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণুস্মরণ কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত আছে—'দদ্যৈবং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ হুত্বা বা বৈশ্ব-দেবিকম্। অন্তো নবান্নমন্নীয়াদিতি বৌধায়নোঽব্রবীৎ॥' অর্থাৎ শ্রাদ্ধে

অসমর্থ ব্যক্তি ভোজ্যদান ও দেবতাকে নূতন তণ্ডুল নিবেদন করিয়া নবান্ন ভোজন করিবে। এই বচনে নবান্ন স্থলে শ্রাদ্ধাসামর্থ্যে ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান যেরূপ বিহিত হইল, ঐরূপ তীর্থপ্রাপ্তিস্থলে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তেও কেবল ভোজ্যদানের ব্যবহার আছে।

সংক্ষিপ্ত শ্রাদ্ধ

সম্পূর্ণ পিণ্ডদানাদি-সমন্বিত শ্রাদ্ধে অসামর্থ্যে বা জাতকর্ম্মাদিকার্য্যে (দীর্ঘকাল অপেক্ষায় শিশুর প্রাণহানি সম্ভাবনায়) শাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। এই শ্রাদ্ধে ভোজ্যদান, বাস্তপুরুষাদিপূজা, ব্রাহ্মণস্থাপন,অনুজ্ঞাগ্রহণ ও গন্ধাদিদানপূর্ব্বক অন্ন দান করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। অর্ঘ্যদান, আবাহন, অগ্নৌকরণ, পিণ্ডদান ও পিণ্ডদানাঙ্গ ক্রিয়াগুলি করিতে হয় না। কিন্তু প্রেত-শ্রাদ্ধে উক্ত নিমিত্তসত্ত্বেও অনুকল্প-বিধি নাই। কেন না, ষোড়শশ্রাদ্ধ অঙ্গ-সমন্বিত হইয়াই প্রেতত্ব মোচনে সমর্থ, তাবৎ অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে প্রেতত্ববিমুক্তির অন্তরায় হয় বলিয়াই ইহাতে অনুকল্প থাকিতে পারে না। তদ্ভিন্ন সকল শ্রাদ্ধেই কেবলমাত্র উক্তক্রমে অন্নদান করিলেই শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়।

চতুর্থাহকৃত্য

দত্তা কন্যা পিতা-মাতার মরণে বা দৌহিত্রাদি মাতামহাদি মরণে ত্রিরাত্রাদি অশৌচান্তদ্বিতীয় দিনে ক্ষৌরপূর্ব্বক অবগাহন স্নানানন্তর ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া শান্তি গ্রহণ করিবে, পরে নিত্যক্রিয়ান্তে প্রেতোদ্দেশে যথাশক্তি দান করিবে। সামর্থ্যপক্ষে কন্যা-দৌহিত্রও অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে বৃষোৎসর্গ করিতে পারে। যেহেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে, "অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ। প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।" এই বচনে প্রেতের প্রেতত্ব-মোচনাভিপ্রায়ে সাধারণতঃ যে কোনও অশৌচভাগী ব্যক্তির পক্ষে বৃষোৎসর্গানুষ্ঠানের ব্যবস্থা অবগত হওয়া যায়। কেন না,শাস্ত্রে ষোড়শ দ্রব্যের উল্লেখের পর 'দানমেতৎ ষোড়শকং প্রেতমুদ্দিশ্য দীয়তে' এই বচনেও প্রেতোদ্দেশে ষোড়শদানের উল্লেখ পাওয়া যায়; সুতরাং অশৌচান্তদিনে বা যে কোনও অন্য শুদ্ধকালে প্রেতোদ্দেশ্যে দান অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জন্য

অশৌচান্তপরদিনে (চতুর্থদিনে) প্রতিবন্ধকনিবন্ধন দানকার্য্যের বাধা পড়িলে অন্য দিনেও দানকার্য্যের ব্যবহার আছে।

দাতা যথাবিধি নিত্যক্রিয়ান্তে কুশহস্তে পূর্ব্বাস্যে আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক ওঁ (স্ত্রী-শূদ্র 'নমঃ') কুরুক্ষেত্র-গয়াগঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্ত্বিহ" মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া 'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করিয়া উত্তানহস্তে দানপাত্র ধরিয়া প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনা করিবে, যথা—'ওঁ এতস্মৈ তৈজসাধার-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ', মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ', 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ তৈজসাধার-সঘৃতোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ' মন্ত্রে যথাযথ পূজা করিয়া দানবাক্য পড়িবে—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (স্ত্রী-শূদ্রের বিষ্ণুর্নমোঽদ্য পাঠ্য) অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণো (বা দাসস্য বা অমুকগোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকীদেব্যা বা অমুকীদাস্যাঃ) অশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি (অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে এই কার্য্য না হইলে 'অশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি' পাঠ্য নহে) অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকাম ইদং তৈজসাধার-(সবস্ত্র) সঘৃতোপকবণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।' মন্ত্রে দানদ্রব্যের উপর ত্রিপত্র দ্বারা জলেব ছিটা দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে, 'তৈজসাধার'-(সবস্ত্র) সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্।'

দক্ষিণাদান।—দক্ষিণাদ্রব্য বামহস্তে ধরিয়া 'ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' মন্ত্রে তিনবাব প্রোক্ষণ, 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,' 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ,' এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ,' 'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-তৈজসাধার-সঘৃত-(সবস্ত্র) সোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—'কৃতৈতৎ তৈজসাধার-(সবস্ত্র) সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।' (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর) এইরূপে

তৈজসাধার জল ও বস্ত্র দান করিয়া বৈগুণ্যসমাধানার্থ সঙ্কল্প পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (দাতার নাম) কৃতেঽস্মিন্ দানকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি (স্ত্রী শূদ্র শ্রীবিষ্ণুঃ পাঠ করিবেন) 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' বলিয়া কর্ম্মফল সমর্পণ করিবে। পরে 'অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ' ইত্যাদি 'প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য।

স্ত্রী ও শূদ্র-বিহিত শ্রাদ্ধ

'পণ্ডিতা জানিনো মূর্খা স্ত্রিয়োঽথ ব্রহ্মচারিণঃ। মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডালেষভিজায়তে।' এই বচনে স্ত্রীলোকের পক্ষেও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে নিত্যাধিকার অবগত হওয়া যাইতেছে। প্রতিবন্ধক বশতঃ পতিত একোদ্দিষ্টের কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যায় কর্ত্তব্যতাবিধান থাকায় ভর্ত্তার উদ্দেশ্যে পতিত একোদ্দিষ্ট স্ত্রীলোকের উক্ত তিথিদ্বয়ে অবশ্য করণীয়, কিন্তু 'অপুত্রা তু যদা ভার্য্যা সংপ্রাপ্তে ভর্ত্তুরাহ্নিকে। রজস্বলা ভবেৎ সা তু কুর্য্যাৎ তৎ পঞ্চমে দিনে॥' এই বচনে যেহেতু অপুত্রা স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর মৃত তিথিতে কর্ত্তব্য-একোদ্দিষ্টে অশৌচ বাধা পড়িলে অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্যতা প্রতীত হইতেছে, এ কারণ স্বামীর একোদ্দিষ্টই পতিত হইলে কৃষ্ণৈকাদশীতে অনুষ্ঠানের বিষয়ীভূত হইবে বুঝিবে, পিতা বা মাতার উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য একোদ্দিষ্টে বাধা পড়িলে কালান্তরে করণীয়তা সম্বন্ধে যখন কোন বচনই পাওয়া যায় না অথচ মৃতাহে পিতামাতার একোদ্দিষ্ট না করিলে "মৃতাহনি পিতুর্যস্তু ন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধমাদরাৎ। মাতুশ্চৈব বরারোহে বৎসরান্তে মৃতাহনি। নাহং তস্য মহাদেবি পূজাং গৃহ্ণামি নো হরিঃ॥" এই বচনে বিশেষ দোষ শ্রুতি থাকায় অবশ্যকর্ত্তব্যতা অবগত হওয়া যায়, তখন সুতরাং পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ পতিত হইলে অন্য তিথিতে কন্যার কর্ত্তব্যতার বিষয়ীভূত নহে বুঝিতে হইবে।

স্ত্রী ও শূদ্র শ্রাদ্ধক্রিয়ায় একবারমাত্র আচমন করিয়া ব্রাহ্মণবৎ চক্ষুঃ-কর্ণাদি স্পর্শ করিবে। ওঙ্কার, গায়ত্রী, বেদমন্ত্র এবং পৌরাণিকমন্ত্রমাত্র পাঠ বর্জ্জন করিবে, কিন্তু শ্রাদ্ধে পাঠ্য বৈদিক বা পৌরাণিক মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ

করাইবে, তৎকালে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং 'নমঃ নমঃ' পাঠ করিবে। কেবল-মাত্র দানাদি বাক্যই ইঁহাদিগের পাঠ্য। যথা—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি" ইত্যাদি বাক্যে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া বাস্তপুরুষ, যজ্ঞেশ্বর, (বিষ্ণুস্মরণে তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি পাঠ্য নহে) গদাপূজা করিয়া ভূস্বামীর উদ্দেশে ভোজ্যদান 'এতচ্ছ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যম্ এতদ্ভূস্বামি-পিতৃভ্যো নমঃ' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। এইরূপ সর্ব্বত্র দানবাক্যে 'স্বধা'শব্দ স্থানে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগ করিবে। ব্রাহ্মণস্নানে 'সহস্রশীর্ষা' মন্ত্র পাঠ্য নহে, 'নমঃ' শব্দে ব্রাহ্মণস্নান করাইয়া পূজান্তে যথাবিধি ব্রাহ্মণস্থাপনান্তে কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি পাঠ পূর্ব্বক 'স্বাগতং ভবতা', 'সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাম্', পাঠ, পুণ্ডরীকাক্ষস্মরণ ও মৃজ্জল প্রোক্ষণান্তে (গায়ত্রী দেবতাভ্য মন্ত্র বর্জ্জনীয়) অনুজ্ঞাবাক্য পড়িয়া রক্ষোঘ্ন জল স্থাপন করিবে। আসনদানে—'অপহতা' 'যজ্ঞেশ্বরো হব্য' মন্ত্র পাঠ্য নহে, পার্ব্বণে—আবাহনে 'বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে' পাঠ্য,'বিশ্বেদেবাস আগত' 'ওষধয়ঃ সোমমদন্ত' 'উশন্তস্ত্বা' 'আয়ান্তু নঃ' 'অপহতা' পাঠ্য নহে। অর্ঘ্যদানে—'পবিত্রে স্থো' 'বিষ্ণোর্মনসা' 'শন্নো দেবী' 'যবোঽসি যবয়া' 'তিলোঽসি সোম' মন্ত্র পাঠ্য নহে। উৎসর্গ-বাক্য পাঠ্য। গন্ধাদিদানে উৎসর্গবাক্য পাঠ্য। অগ্নৌকরণে 'অগ্নৌ করিষ্যামি' পাঠ্য, 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা' 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' পাঠ্য নহে। অন্নদানে —'পৃথিবী তে' পাঠ্য নহে,'বিষ্ণো হব্যং বা কব্যং রক্ষস্ব' পাঠ্য, 'ইদং বিষ্ণু' 'অপহতা অসুরা' গায়ত্রী, 'মধু বাতা' পাঠ্য নহে। 'মধু মধু মধু', উৎসর্গবাক্য, নিবেদনবাক্য (ইদমন্নম্ ইত্যাদি) গণ্ডূষজলদানবাক্য পাঠ্য। 'অন্নহীনম্' পাঠ্য, শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ্য নহে। বিকিরদানে 'অগ্নিদগ্ধা' মন্ত্র পাঠ্য নহে। পিণ্ডদানে অবনেজনদান, পিণ্ডদান, প্রত্যবনেজনদান, বাসোদান মন্ত্র মাত্র পাঠ্য। 'বসন্তায় নমস্তুভ্যং' মতান্তরে পাঠ্য। 'সুসু-প্রোক্ষিতমস্ত' ইত্যাদি পাঠ্য। স্বধাবাচনে 'স্বধাং বাচয়িষ্যে, স্বধোচ্যতাম্', মতান্তরে পাঠ্য নহে,'অঘোরঃ পিতাস্তু,গোত্রং নো বর্দ্ধতাং' পাঠ্য,'আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্' মাত্র পাঠ্য, আশীর্মন্ত্র, 'উর্জ্জং বহন্তীঃ' 'বাজে বাজে', 'আমাবাজস্য' 'দেবতাভ্য', ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ্য নহে। শূদ্র আমান্ন দ্বারা সকল শ্রাদ্ধ করিবে, স্ত্রীলোক ভর্ত্তৃশ্রাদ্ধ ও প্রেতশ্রাদ্ধ পকান্ন দ্বারা করিবে, মতান্তরে প্রেতশ্রাদ্ধ ভিন্ন সকল শ্রাদ্ধ আমান্ন দ্বারা করিবে।

অনুপনীত শ্রাদ্ধ

অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমার পিতৃশ্রাদ্ধে কেবলমাত্র গায়ত্রী পাঠ করিবে না, তদ্ব্যতীত তাহার সমস্ত বৈদিকমন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ্য। প্রমাণ আছে, 'নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে। শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥'

শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অন্যান্য বিধি ব্যবস্থাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। তীর্থশ্রাদ্ধ—তীর্থকৃত্য-প্রকরণে সাধারণতীর্থকৃত্যে দ্রষ্টব্য।

ইতি শ্রাদ্ধপ্রকরণ সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রবাহ

তীর্থকৃত্য-প্রকরণ

তীর্থযাত্রাবিধি

তীর্থে গমনোদ্যত মৃতপিতৃক পুরুষ প্রথমদিন একাহারী থাকিয়া পরদিনও মুণ্ডিত হইয়া উপবাসী, তৎপরদিন পবিত্রচিত্ত ও সমাহিতমনা হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক গণেশাদিদেবতা, নবগ্রহ, ইষ্টদেবতার পূজা ও প্রণাম করত নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধবিধিতে পিতৃ ও দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া যথাশক্তি অর্থদানে বিপন্ন ও সাধুপুরুষকে, ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবে। পরে শুভলগ্নে যাত্রা কর্ত্তব্য। তীর্থপ্রাপ্তি হইলে পার্ব্বণবিধিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাদিবাক্যে 'তীর্থযাত্রাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' ইহা উল্লেখ্য। তীর্থযাত্রা পদ-ব্রজেই কর্ত্তব্য। পথিমধ্যে কাহারও নিকট কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিতে নাই, কিম্বা আত্মশ্লাঘা কর্ত্তব্য নহে। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ করিবে। অনুজ্ঞাদি বাক্যে 'তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তর-স্বগৃহ-প্রবেশ-কর্ম্মাভ্যুদয়াদয়ার্থং' উল্লেখ্য। মতান্তরে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বিহিত আছে; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, স্মার্ত্ত কর্ম্মমাত্রের অঙ্গশ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক বিধানে কর্ত্তব্য, ইহা স্মার্ত্তবচনে প্রতিপাদিত আছে।

সাধারণ তীর্থকৃত্য

তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র তীর্থদর্শন ও তীর্থভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। পরে তীর্থস্থ নদীতে নিম্নোক্ত নিয়মে স্নান করিয়া উপবাসী থাকিয়া পিতৃতর্পণ,পিতৃশ্রাদ্ধ,অসামর্থ্যে পিণ্ডদানমাত্র করিয়া তীর্থদেবতা দর্শন করিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, 'অকালেঽপ্যথবা কালে তীর্থশ্রাদ্ধং তথা নরৈঃ। প্রাপ্তৈ-রেব সদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং পিতৃতর্পণম্। পিণ্ডদানন্ত তচ্ছস্তং পিতৃণাঞ্চাতি-দুর্লভম্। বিলম্বো নৈব কর্ত্তব্যো নৈব বিঘ্নং সমাচরেৎ।' অর্থাৎ অকালে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের মুখ্যকাল অপরাহ্ণ ব্যতিরিক্ত সময়ে (কিন্তু রাত্রি বা প্রভাতে

সূর্য্যোদয়ানন্তর তিন দণ্ড পর্য্যন্ত অথবা সায়াহ্ন তিন মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ) বা মুখ্যকালে তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতৃ-তর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। যেহেতু, ধূলাপায়ে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি জন্মে ; সুতরাং সহস্র বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়াও উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যদি পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধের নিষিদ্ধকালে উপস্থিত হয়, তবে নিষিদ্ধ রাক্ষসী বেলাদি পরিত্যাগ করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে তিন দণ্ড পরে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে মুখ্যকাল অপরাহ্ণের অপেক্ষা আবশ্যক নহে।

শ্রাদ্ধবিধি।—যথা—যথাযথ ভোজ্য অর্চ্চনা করিয়া দানবাক্য পড়িবে, "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ পিতামহস্য প্রপিতামহস্য মাতামহস্য প্রমাতা-মহস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক-পার্ব্বণ বিধিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃতোপকরণা-মান্নভোজ্যং" ইত্যাদি। অনুজ্ঞাবাক্যে—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্য তীর্থপ্রাপ্তি-নিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিক-শ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" অন্ন ও পিণ্ডদানে আমান্ন ব্যবহার কর্ত্তব্য। অগ্নিকোণা-ভিমুখে বসিয়া উক্ত শ্রাদ্ধ করিবে, পিণ্ডদানানন্তর ঐ পিণ্ড তীর্থেই নিক্ষেপ করিবে, জলে বা গোমুখে দাতব্য নহে। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্যদান ও আবাহন কর্ত্তব্য নহে। গৃধ্র, কুক্কুর, শূদ্র প্রভৃতিদৃষ্ট অন্ন পরিত্যাজ্য নহে। অন্যান্য অনুষ্ঠান শ্রাদ্ধপ্রকরণে স্ব স্ব বেদীয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধবিধিতে দ্রষ্টব্য। পার্ব্বণবিধিতে শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে পিণ্ডদান করিবে। যথা—স্ব স্ব বেদোক্ত পিণ্ডদাননিয়মে রেখাকরণ, রেখাভ্যুক্ষণ, দর্ভাস্তরণ, অবনেজনদান ও পিণ্ডদানান্তে "ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী। মাতামহস্তৎপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ। তেষাং পিণ্ডো. ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্" মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অতঃপর পিণ্ডশেষদান, লেপদান ও প্রত্যবনেজন দান পূর্ব্বক 'ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বম্' ইত্যাদি স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ ও ষডঞ্জলি মন্ত্র পাঠান্তে বাসসূত্র দান করিবে।. কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, 'ওঁ কৃতৈতৎ সাঙ্গং পিণ্ডদানমিদং পরিপূর্ণমস্তু।' (ওঁ অস্তু প্রত্যুত্তর।)

স্নানবিধি।—তৈল মর্দ্দন না করিয়া অভুক্ত অবস্থায় বিবস্ত্র হইয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যান্তে কুশহস্তে আচমন পূর্ব্বক 'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু' মন্ত্রে তীর্থাবাহন করত সঙ্কল্প

করিবে,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (বা অমুকদাস ইত্যাদি) অমুকতীর্থস্নানফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা পাপক্ষয়কামঃ (তীর্থপ্রাপ্ত্যর্থং) অমুকনদ্যাং স্নানমহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে স্ববেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া জলে হস্তপ্রমাণ চতুরস্র স্থান মাপিয়া "ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা। পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি। নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা। বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী। ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী। এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ। ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।" মন্ত্রে ঐ জলে গঙ্গাদেবীকে আবাহন করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র সপ্তবার পাঠ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রণ করত জলাঞ্জলি লইয়া তিনবার মস্তকে দিবে। পরে মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া মস্তকাদি সকল গাত্রে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়। নমস্তে সর্ব্বভূতানাং (পুণ্ডরীকাক্ষ) প্রভবারিণি সুব্রতে।" পরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাচ্ছিদ্র অঙ্গুলী দ্বারা রুদ্ধ করিয়া তিনবার ডুব দিবে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে স্নানমন্ত্র পাঠ নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়। যে কোনও তীর্থে স্নানকালে প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে বিশেষ মন্ত্র পাঠানন্তর স্নান কর্ত্তব্য। তীর্থে তিলতর্পণে বারদোষ গ্রাহ্য নহে। স্নানান্তে স্ব স্ব বেদোক্ত তর্পণবিধির নিয়মে তর্পণ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। তীর্থদেবতার পূজা তৎপূজামন্ত্রে অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূজাপ্রণালী পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। তীর্থপ্রাপ্তি হইলে মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়। কিন্তু গয়া, গঙ্গা, বিরজা, বিশালায় মুণ্ডন ও উপবাস নিষিদ্ধ। অন্যান্য তীর্থকার্য্য সেই সেই তীর্থপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। কোন এক বৎসরে একবার তীর্থে যাইয়া সেই বৎসর পূর্ণ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে যদি কেহ তীর্থে পুনরাগমন করে, তবে তাহার মুণ্ডন ও উপবাসাদি সমস্তই পুনঃ কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গমনকারীর মুণ্ডন ও উপবাস আর করিতে হয় না, শ্রাদ্ধ করিতে কোন বাধা নাই।

গয়াপদ্ধতি—গয়াক্ষেত্রের উৎপত্তি

পুরাকালে গয় নামক এক পরম বৈষ্ণব অসুর উৎকট তপস্যায় রত থাকিলে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হন, ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া গয়াসুরকে স্তোভবাক্যে সন্তুষ্ট করত তাহাকে ত্রিভুবনমধ্যে সকল দেব, দেবী, যাগ, যজ্ঞ, যোগী, ব্রাহ্মণ, তীর্থ প্রভৃতি সকল পবিত্র বস্তু হইতে পবিত্র-দেহ হইবার বর দান করিলেন। পরে গয়াসুর ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সমস্ত পাপী উদ্ধার করিতে লাগিল, প্রেতপুরী শূন্য হইল। পুনশ্চ দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর আদেশে গয়াসুরের নিকট যজ্ঞার্থ দেহ প্রার্থনা করিয়া তাহাকে মোহিত করত পৃথিবীতে পাতিত করিলেন ও তাহার নিশ্চলভাবে অবস্থানার্থ মস্তকে প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত করিলেন। তথাপি গয়াসুর প্রস্তরখণ্ড সহ চলিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মা ও দেবগণ তদুপরি আরোহণ করিলেন; কিন্তু গয়াসুর গমন হইতে বিরত হইল না। অগত্যা ব্রহ্মা নারায়ণের শরণাগত হইলে ভগবান্ গদাহস্তে গয়াসুরের মস্তকে পদস্থাপন করিলেন, তদবধি গয়াসুর নিশ্চল রহিল ও সেই স্থান গয়াসুরের দেহে অতি পবিত্র হইল। পরে গয়াসুরের শরীরোপরি ব্রহ্মর্ষিগণ আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বাসার্থ গৃহাদি দান করিয়াছিলেন, এই জন্য গয়াব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে তীর্থযাত্রীর পূজ্য। গয়াসুরের শরীর আড়াই ক্রোশব্যাপী, তাহাই গয়া নামে প্রসিদ্ধ, গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ ও গয়াশির একক্রোশব্যাপী।

গয়াশ্রাদ্ধের অধিকারি-নিরূপণ ও তৎপ্রয়োজনকথন

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইহারাই গয়াশ্রাদ্ধে প্রধান অধিকারী, তদ্ব্যতীত সকলেই গৌণাধিকারী। ঋণদাতা স্বজাতি না হইলেও ঋণগ্রহীতা তাহার উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। গয়াতীর্থে সকলেই সকলের শ্রাদ্ধ করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। কেবল জীবৎপিতৃক ব্যক্তির গয়াশ্রাদ্ধে অধিকার নাই। যে ব্যক্তি মাতৃহীন, কিন্তু জীবৎপিতৃক, সে যদি অন্য কোন কার্য্যব্যপদেশে গয়ায় গমন করে, তাহা হইলে অষ্টকা শ্রাদ্ধের তুল্য মাতৃপার্ব্বণমাত্র করিতে পারে। মাতা জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন,

জীবৎপিতৃক ব্যক্তি মৃত-পিতামহাদির উদ্দেশে পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিতে পারে। গয়াশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসিগণের অধিকার নাই, কারণ, তাহারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, কিন্তু তাহারা প্রণবোপাসনাবৎ বিষ্ণুপদাদি শ্রাদ্ধস্থলে দণ্ডমাত্র স্পর্শ করাইবে, পরন্তু শ্রাদ্ধ বা তর্পণাদি করিবে না। পুত্রবতী স্ত্রী গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। কোন কোন মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অনুপনীত ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। সকল কালেই গয়াশ্রাদ্ধের বিধি আছে, ইহাতে মলমাস বা সিংহস্থ বৃহস্পতি, জন্মদিন বা গুরু-শুক্রের উদয়াস্তনিবন্ধন অকালদোষ হয় না। যদি কোনও ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া দৈববশতঃ ক্ষতাশৌচী হয়েন, তথাপি তিনি গয়াশ্রাদ্ধ হইতে বিরত হইবেন না। রক্তপাত হইলেও তিনি পবিত্র ও কর্ম্মাধিকারী।

সৌর চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ ও ফাল্গুন মাসে গয়াশ্রাদ্ধ অতি প্রশস্ত। তীর্থমাত্রেই উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাহে উপবাস ও মুণ্ডন বিহিত। কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিরজা, বিশালা ও গয়া ক্ষেত্রে বিহিত নহে। সংক্রান্তি প্রভৃতিতে, অপরপক্ষের চতুর্থী অবধি অমাবস্যা যাবৎ দ্বাদশ তিথিতে, সৌর মাঘে এবং গ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অশেষফলভাগী হইয়া থাকে। গয়ায় বৃষোৎসর্গকারী ব্যক্তি একবিংশতি কুল উদ্ধার করে।

সংক্রান্তিদিবসে শ্রাদ্ধ করিলে অনুজ্ঞাবাক্যে সৌরমাস ও তত্তৎসংক্রান্তির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; অপরপক্ষে গৌণচান্দ্রমাস এবং মকরস্থ রবিতে সৌরমাস ও রবিরাশিস্থিতি উল্লেখ করিতে হয়। সূর্য্যগ্রহণকালে মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করিয়া 'রাহু-গ্রস্তে দিবাকরে' এবং চন্দ্রগ্রহণসময়ে 'রাহুগ্রস্তে নিশাকরে' উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন হয় নাই, তাহার প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে নাই এবং যে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহারও প্রথম বৎসরে গয়াশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি অন্য কোন কার্য্যব্যপদেশে গয়ায় গমন হয় এবং পুনরায় গমনের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ভক্তিমান্ পুত্র হইলে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে পারে। বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিলে দেবতাসংস্কারক একটি পার্ব্বণ করিয়া তৎপরে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। এই পার্ব্বণই ভক্তিশ্রাদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। ফল কথা, যেমন বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে মাসিকসমূহের অপকর্ষ হয়, তদ্রূপ বর্ষমধ্যে প্রেতের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিলেও অপকর্ষ করিতে হইবে। কোনরূপ দুর্নিমিত্ত বশতঃ যাহাদের মৃত্যু ঘটে, যাহারা মহাপাতকী এবং যাহারা আত্মঘাতী,

সংবৎসরান্তে নারায়ণবলি প্রদান করিয়া তাহাদের উদ্দেশে গয়াশ্রাদ্ধ করিবে। স্মার্ত্তমতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সামবেদিগণ গয়াতীর্থে ষড়্দৈবত পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ এবং যজুর্ব্বেদিগণ নবদৈবত পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। দেশ-কুলাচারানুসারে উভয়বেদীয়ের পক্ষে দ্বাদশদৈবত * শ্রাদ্ধেরও প্রথা চলিত আছে। মতান্তরে গয়াতীর্থে সামগেতর ব্রাহ্মণগণ মাতৃশ্রাদ্ধ পিতৃশ্রাদ্ধান্তে পৃথক্‌ভাবে করিবেন। পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতির প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম, তিনি সকলের উদ্দেশেই কেবলমাত্র পিণ্ড প্রদান করিতে পারেন। মুষ্টিপরিমাণ অথবা শমীপত্রপরিমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমযাত্রাতে যাহাদিগের প্রেতত্ব-দূরীকরণার্থ প্রেতশিলাতে পিণ্ডপ্রদান ও নূতন ভাণ্ড ভঞ্জন করিবে, পুনর্যাত্রাতে আর তাহাদের জন্য সেরূপ করিতে হয় না; কিন্তু প্রথমযাত্রার পর যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের জন্য ঐ বিধি অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য সকল তীর্থযাত্রাতেই একরূপ।

গয়ামাহাত্ম্য

"গয়ায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সদসি ব্রহ্মণস্তথা। গয়াশীর্ষেঽক্ষয়বটে পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্। ধর্ম্মারণ্যং ধর্ম্মপৃষ্ঠং ধেনুকারণ্যমেব চ। দৃষ্ট্বৈতানি পিতৄংশ্চার্চ্চ্য বংশান্ বিংশতিমুদ্ধরেৎ॥ গয়ায়াং ন হি তৎ ক্ষেত্রং যত্র তীর্থং ন বিদ্যতে। সান্নিধ্যং সর্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততো বরম্॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধ্যং গোগৃহে মরণেন কিম্। বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রো গয়াং ব্রজেৎ। গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডান্ যেষাং নাম্না তু নির্ব্বপেৎ। নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ॥ এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ॥"

গয়ায় সকল স্থানই তীর্থ। একত্র সর্ব্বতীর্থ মিলিত হইলেও গয়াতীর্থকে অতিক্রম করিতে পারে না। জীব যাবজ্জীবন ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া কি আর

* ষড়্দৈবত—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, উঁহাদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ, তাহাই ষড়্দৈবত। নবদৈবত—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, ইহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের নাম নবদৈবত। দ্বাদশদৈবত—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, ইহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকে দ্বাদশদৈবত কহে।

করিতে পারিয়াছে। গোগ্রহে মরণ হইলেই বা কি? কুরুক্ষেত্রবাসে কি ফললাভ হইতে পারে? যদি পুত্র গয়ায় যাইয়া পিণ্ডদান করে, সে ফল সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি যাহার যাহার নামোল্লেখ করিয়া গয়াসুরের মস্তকে পিণ্ডদান করিবে, সে সকল ব্যক্তি নরকস্থ হইলেও স্বর্গে গমন করে ও স্বর্গস্থ থাকিলে মুক্তি লাভ করে। মনুষ্য বহু পুত্র কামনা করিবে, কেন না, যদি তন্মধ্যে একটিও গয়ায় যায়। এ বিষয়ে একটি কাহিনী আছে যে, পুরাকালে কোনও বণিক্ গয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ প্রেতনামের সহিত যমরাজের নাম উল্লেখ করিয়া গয়াসুরের মস্তকে পিণ্ডদান করে, পশ্চাৎ নিজ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান পূর্ব্বক নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। গয়াশ্রাদ্ধের ফলে যমরাজ সকল নারকী প্রেতের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

নারায়ণবলি

যে কোন মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথিতে সামান্যপূজাপদ্ধতির প্রণালীতে বিষ্ণু, যম ও বৈবস্বতের অর্চ্চনা করিয়া হৃদয়ে বিষ্ণুস্মরণ ও তাঁহাকে আনয়ন করত মৃত মহাপাপী, আত্মঘাতী প্রভৃতির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া দক্ষিণাস্যে উপবেশন করিবে, তৎপরে কুশোপরি ঘৃত-মধু-তিল-সমন্বিত দশটি পিণ্ড সমর্পণ কবিতে হয়। তদনন্তর ধূপ-দীপ ও ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া নদীজলে পিণ্ডগুলি ফেলিয়া দিবে। ঐ দিবসে সৎকুলোদ্ভব, বিদ্বান্, তপঃসমন্বিত নবসংখ্য, সপ্তসংখ্য অথবা পঞ্চসংখ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে এবং স্বয়ং উপবাসী থাকিবে। তৎপরদিন মধ্যাহ্নকালে পূর্ব্বদিনের ন্যায় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করত পিতৃরূপ ভাবনা করিয়া সতিল হবিষ্য ব্যঞ্জন দ্বারা পঞ্চপিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে এবং ক্রমান্বয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও যমের উদ্দেশে চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে মনে মনে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া মৃতব্যক্তিকে স্মরণ পূর্ব্বক বিষ্ণুনামগ্রহণান্তে পূর্ব্ববৎ পঞ্চম পিণ্ড সমর্পণ করিতে হয়। পরে আচমনান্তে দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত সেই মৃতজনকে হৃদয়মধ্যে স্মরণ করিয়া একটি বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হিরণ্য, গো, বসন ও [illegible]ান করত তাঁহার সন্তোষবিধান করিবে। বিপ্রগণও হস্তে কুশ গ্রহণ [illegible]ক মৃতব্যক্তির নামগোত্র স্মরণ করত ঐ মৃতের উদ্দেশে তিল[illegible]িত জল, ঘৃত ও গন্ধ প্রদান করিবেন। তদনন্তর মৌনভাবে মিত্র-ভৃত্যাদির সহিত আহার করিতে হয়।

পিণ্ডদান-দ্রব্য

পায়স চরু, শক্ত্ু (ছাতু), পিষ্টক, তণ্ডুল, ফল, মূল, তিলকল্ক (খইল), ঘৃতান্বিত খণ্ড (খাঁড় গুড়), দধি, অন্ন, মধু ইহাদের যে কোনও একটি দ্বারা পিণ্ড দিবে।

গয়ায় কর্ত্তব্য

প্রথম দিনে (গয়ায় প্রবেশ করিয়া) ফল্গুতীর্থে স্নান, পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধ। ১। প্রেতশিলায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, শ্রাদ্ধ, ষোড়শ পিণ্ডদান, প্রেতপর্ব্বতে তিলমিশ্রিত করিয়া শক্ত্ু নিক্ষেপ। ২। পঞ্চতীর্থমধ্যে উত্তর-মানসে স্নান, পিণ্ডদানসমন্বিত শ্রাদ্ধ, সূর্য্যপূজা। ৩। দক্ষিণ-মানসে উত্তরদিকে উদীচীতীর্থে স্নান। ৪। তন্মধ্যে কনখলতীর্থে স্নান। ৫। তদ্দক্ষিণে দক্ষিণ-মানসে তীর্থ-ত্রয়ে স্নান, শ্রাদ্ধ, সূর্য্যপূজা। ৬। ফল্গুতীর্থে স্নান, তর্পণ, সপিণ্ডশ্রাদ্ধ, গদাধর-দর্শন ও পূজা। ৭। দ্বিতীয় দিনে ধর্ম্মারণ্যে গমন, ধর্ম্মেশ্বর-প্রণাম, অশ্বত্থতরু-প্রণাম। ৮। মতঙ্গবাপীতে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, মতঙ্গেশ্বর-প্রণাম, যূপ ও কূপ-মধ্যস্থলে শ্রাদ্ধ। ৯। তৃতীয় দিনে ব্রহ্মসরোবরে স্নান, সপিণ্ড শ্রাদ্ধ, যূপপ্রদক্ষিণ, ব্রহ্মের প্রণাম। ১০। গোপ্রচার-সমীপে আম্রবৃক্ষে জলসেক, যম, কুক্কুর, কাকের উদ্দেশে বলি (পূজোপহার) দান, পুনঃ স্নান। ১২। চতুর্থ দিনে ফল্গুতীর্থে স্নানাদি, গয়াশিরে বিষ্ণুপদদর্শন, স্পর্শন, পূজা, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ।১৩। রুদ্র, ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য-অগ্নি, আহবনীয়াগ্নি, সভ্য-অগ্নি, আবসথ্য-অগ্নি, শক্র, অগস্ত্য, ক্রৌঞ্চ, মতঙ্গ, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, কশ্যপ ইঁহা-দিগের পদে শ্রাদ্ধ।২৭। গজকর্ণিকায় তর্পণ। ২৮। কনকেশ, কেদার, নরসিংহ, বামন ও রথমার্গের পূজা। ২৯। পঞ্চম দিনে গদালোলে স্নান, পিণ্ডদানসহ শ্রাদ্ধ। ৩৩। অক্ষয় বটে শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মানির্দ্দিষ্ট গয়াবাসী ব্রাহ্মণগণের পূজা, পুরো-হিতকে ষোড়শ দান। ৩৪। গায়ত্রীর অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা আচরণ, পিণ্ডদানসহ শ্রাদ্ধ। ৩৫। সমুদ্রতীর্থে স্নান, সাবিত্রীর অগ্রে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও পিণ্ডদান। ৩৬। প্রাচী সরস্বতী নদীতে স্নানপূর্ব্বক সায়াহ্ন-সন্ধ্যাচরণ। ৩৭। [illegible]লা, লেলি-হান, ভরতাশ্রম নামক রামতীর্থ, পদাঙ্কিত, মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ গদাধরসমীপ, আকাশ-গঙ্গা, গিরিকর্ণমুখ এই সকল স্থানে স্নান ও পিণ্ডদান। বৈতরণীতে স্নান, পিণ্ড-দানসহ শ্রাদ্ধ, গোদান। ৪৬। ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, দেবিকা নদী, শিলাসঙ্গম

ও মধুস্রবা নদীতে স্নান, পিণ্ডদান সহিত শ্রাদ্ধ বা কেবল পিণ্ডদান। ৫০। দশাশ্বমেধিক, হংসতীর্থ, অমরকণ্টক, কোটিতীর্থ ও রুক্মিণীকুণ্ডে পিণ্ডদান, মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বরের দর্শন এবং প্রণাম। দেবপুষ্করিণীতে পিতৃ উদ্দেশে ভোজ্যাদি দান, পঞ্চজবনে পাণ্ডুশিলায় শ্রাদ্ধ, মুখ্যতীর্থে স্নান, তর্পণ, পিণ্ডদান। ৬০। গয়াকূপে পিণ্ডদান, ভস্মকূটে ভস্ম দ্বারা স্নান, সঙ্গমতীর্থে স্নান, ধেনুকারণ্যে পিণ্ডদান. কামধেনুপদে স্নানানন্তর প্রণাম। ৬৪। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ফল্গুনদী, আদিগয়া, বুদ্ধগয়া, বিষ্ণুপদী, গয়াকোষ্ঠ, গদাধরপাদপদ্ম, ষোড়শী বেদী, অক্ষয় বট, প্রেতশিলা, অচ্ছোদা নদী, পিতৃ-আশ্রম, দেবাশ্রম, দানবাশ্রম, যক্ষ, রক্ষঃ, সর্প, কিন্নরগণের আশ্রম এই সকল স্থানে স্নান, দান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে উক্ত তীর্থফল পাওয়া যায়।*

প্রথমদিনকৃত্য

প্রথমতঃ ফল্গুতীর্থে উপস্থিত হইয়া সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মানুসারে তত্তৎ যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। উহাতে বৈদিক স্নানে নিম্ন-লিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি সমস্তপিতৄণাং বিষ্ণুলোকাবাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তয়ে ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িবে, যথা—

চতুর্দ্দিকে হস্তপরিমাণ জল চতুরস্রভাবে মাপিয়া তথায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে। যথা—"ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা। পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ। তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি। নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা। বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী। ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তি-প্রদায়িনী। এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ। ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥" অতঃপর নিম্নোক্তমন্ত্রে গাত্রে মৃত্তিকালেপন করিবে।

* বর্ত্তমানকালে উক্ত প্রাচীনতীর্থ সমুদয় বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এ কারণ বর্ত্তমান তীর্থানুসারে তীর্থকৃত্য লিখিত হইল। মনুসংহিতায় যেরূপ গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, ইদানীন্তন কালে তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই জন্য প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্যে কুশময় ব্রাহ্মণই করিবে।

যথা—"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা। ওঁ নমস্তে সর্ব্ব-ভূতানাং (পুণ্ডরীকাক্ষ) প্রভবারিণি সুব্রতে। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।" স্নানমাত্রে এই সকল সাধারণ মন্ত্র পাঠান্তে করযোড়ে বলিবে—

"ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে।
রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ।
সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা গরীয়সী।
সন্নিধানী ভবত্বত্র তীর্থপাপপ্রণাশিনী।
ওঁ সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জনার্দ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কল্পান্তদহনোপম।
ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥"

উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া স্নান করিবে, যথা—

"ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ।
পিতৄণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তি-মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥"

তর্পণ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশীয়গণ "ওঁ অমুকগোত্রাঃ অস্মৎপিতরঃ অমুক-দেবশর্ম্মাণঃ এতৎসতিলোদকং তৃপ্যধ্বং 'স্বধা' নমঃ" বলিয়া তৎপরে "পিতৄন্ প্রীণয়ামি" উচ্চারণ করেন। তীর্থতত্ত্বে লিখিত আছে, পিতৃতর্পণে 'স্বধা' বলিবার পর 'পিতরং প্রীণয়ামি' এবং পিতামহতর্পণান্তে 'স্বধা' উচ্চারণের পর 'পিতা-মহং প্রীণয়ামি' বলিবে, এইরূপ প্রপিতামহাদির তর্পণেও ঐরূপ উচ্চারণ করিতে হয়। তদনন্তর নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে তীর্থ-দেবতা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে "অমুকতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকং" এবং 'ফল্গুতীর্থে গয়াখ্যমহাতীর্থ-প্রাপ্তিনিমিত্তকং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে' বলিতে হয়। স্মার্ত্তমতানু-সারে সামবেদিগণ পিত্রাদি ষড়্দৈবত এবং ঋগ্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদিগণ নবদৈবত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে, পরন্তু দেশকুলাচারানুসারে উত্তরবেদীরাই দ্বাদশদৈবত-শ্রাদ্ধ

করিতে পারে। আশ্বলায়নগৃহ্যে উক্ত আছে, অন্নদানে 'ওঁ বিশ্বেদেবা দেবতা ইদমন্নং হবিরয়ং ব্রাহ্মণ আহবনীয়ার্থে ইয়ং ভূমির্গয়া অয়ং ভোক্তা গদাধর ইদমন্নং ব্রহ্মণে দত্তং সৌবর্ণপাত্রস্থং (পাত্রান্তরসত্ত্বে তন্নাম উল্লেখ্য) অক্ষয্যবটচ্ছায়া ইয়ং' ইহা পাঠ করিয়া 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। ঐরূপ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যথাযথবাক্য পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠ করিবে। শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম হইলে কেবলমাত্র ঐ সকল পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। শ্রাদ্ধে অথবা পিণ্ডদানমাত্রে "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি পিতৃপ্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে।
মাতামহস্তৎপিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপ্যতু।
দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাৎ পিণ্ডদানাচ্চ মে সদা।
গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা।
গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্।
গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ।
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ।
শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়াশিরে।
উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলস্যৈকোত্তরং শতম্॥"

এই মন্ত্রপাঠান্তে নিম্নলিখিত বাক্যে প্রশ্ন করিতে হয়, যথা -

"ওঁ ইদং সাঙ্গং কর্ম্ম বিধিবদ্ গয়াশ্রাদ্ধরূপমস্তু ?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া পুরোহিত "ওঁ অস্তু গয়াশ্রাদ্ধরূপং" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাহীনং দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রাদ্ধং সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাদ্ ভবতাং মম॥"

এই প্রার্থনার পর পুরোহিত "ওঁ সম্পূর্ণমস্তু" এই প্রতিবাক্য উচ্চারণ করিবেন। অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে হয়। এইরূপে শ্রাদ্ধাদি-সমাধান্তে পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্যপত্ন্যাদির সম্বন্ধপদ উল্লেখ করত সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধবিধানে প্রত্যেকের উদ্দেশে একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধ করিতে

হয়। শ্রাদ্ধে অক্ষম হইলে সম্বন্ধপদ উল্লেখ করত সঙ্কল্পান্তে সামান্যতীর্থপদ্ধতির লিখিত পিণ্ডদাননিয়মানুসারে সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধবিহিত পিণ্ডদানবিধি দ্বারা কেবল পিণ্ডদান করিবে। তৎপরে ষোড়শপিণ্ডদানান্তে মাতৃষোড়শীও কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য সকলই সামান্যতীর্থপদ্ধতির তুল্য। *

দ্বিতীয়দিনকৃত্য—প্রেতপর্ব্বতকৃত্য।

দ্বিতীয় দিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে গয়ার বায়ুকোণস্থিত প্রেতপর্ব্বতে গিয়া পর্ব্বতের মূলদেশে ঈশানকোণসংস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে দেশকাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃগণের সম্ভাবিত প্রেতত্বনাশ পূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্ম লোকপ্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিবে। তদনন্তর স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানার্থ জলগ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বতারোহণ করিবে এবং স্বর্ণরেখাঙ্কিত শিলার নিকট গিয়া পূর্ব্বকামনাতে সঙ্কল্পকরণান্তে যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিবে। অগ্রে স্ববেদোক্ত পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধস্থল অভ্যুক্ষণ করিবে। তদনন্তর তথায় পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণাস্যে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন, প্রাণায়াম এবং পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ ও তদীয় অর্চ্চনা করিয়া কুশবারি দ্বারা শ্রাদ্ধীয় সামগ্রী সমুদয় অভ্যুক্ষণ করিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে করযোড়ে পিতৃগণের আবাহন করিবে, যথা—

"ওঁ কব্যবালোঽনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ।
মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাম্।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীম্॥"

এইরূপে আবাহন করিয়া "ওঁ পিত্রাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করত প্রথমদিবসে যাঁহাদের শ্রাদ্ধ উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত শ্রাদ্ধযোগ্য পিত্রাদির প্রথমদিনসদৃশ স্ব স্ব পার্ব্বণবিধান দ্বারা পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে।

* অতঃপর যে সকল দিনে যে সব কৃত্য লিখিত হইবে, তাহা বর্ত্তমান কালে তীর্থের ব্যবস্থা বা অবস্থানুসারে জানিবে। কিন্তু যে দিনে যাহা প্রকৃত কর্ত্তব্য, তাহা 'গয়ার কর্ত্তব্য'মধ্যে দ্রষ্টব্য।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অক্ষম হইলেও শ্রাদ্ধে যেরূপ কামনা উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ কামনাতে সঙ্কল্পান্তে পঞ্চগব্য দ্বারা শ্রাদ্ধস্থল অভ্যুক্ষণ হইতে পিতৃ-অর্চ্চনা যাবৎ নিখিল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ সম্পাদন করিবে। পরে স্ব স্ব পার্ব্বণোক্ত পিণ্ডদান-বিধানে 'যে চাত্র ত্বেতি' মন্ত্র পরিহার পূর্ব্বক স্বধা উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধোচিত পূর্ব্বকথিত তাবৎ পুরুষের পিণ্ডদান মাত্র করিবে। তদনন্তর "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা পিতৃপ্রণামান্তে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাব-ধারণ করিতে হয়। তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় পঞ্চগব্য দ্বারা তীর্থস্থল-শোধনাদি পিতৃ-অর্চ্চনান্ত কার্য্য সম্পাদনান্তে কুশাস্তরণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐ আস্তৃত কুশোপরি জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ-মাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥"

এই মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি দিয়া তিল-দধি-মধু-জলসমন্বিত শক্তু-(ছাতু) নির্ম্মিত মুষ্টিপ্রমাণ একটি পিণ্ড মিলিত পিত্রাদি দ্বাদশ পুরুষকে অর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী।
মাতামহস্তৎপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ।
তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥"

এই প্রকারে দ্বাদশপুরুষকে পিণ্ড দিয়া পূর্ব্বদিনবৎ পিতৃব্যাদির ও পিতৃব্য-পত্ন্যাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা পিণ্ডদান করত দক্ষিণাস্যে উপবেশন পূর্ব্বক ষোড়শপিণ্ড দান করিবে এবং তদ্দক্ষিণে বসিয়া মাতৃষোড়শী করিতে হয়। পুত্রার্থী ব্যক্তি নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া চারিটি পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ম্।
তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ।
প্রেতস্যোদ্ধারবিষয়ে তস্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১॥
ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ম্।
তস্য প্রেতস্য দত্তোঽত্র পিণ্ডোঽয়মুপতিষ্ঠতু॥ ২॥

ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ম্।
বিষ্ণুরূপঃ স লভতাং তাং বা পিণ্ডার্পণাহুতিঃ।
তস্য কাশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ।
অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম ॥ ৩ ॥
ওঁ ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতম্।
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম ॥ ৪ ॥"

উপরিলিখিত মন্ত্রে পিণ্ডচতুষ্টয় প্রদান পূর্ব্বক পিতৃপ্রণামকরণান্তে "ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। এই প্রকারে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পাদন পূর্ব্বক আচমনান্তে পূর্ব্বাভিমুখে করপুটে ব্রহ্মাদিকে মনে মনে আবাহন করত নিম্নলিখিত মন্ত্র শ্রবণ করাইবে, যথা—

"ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥
আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্নণোঽহমৃণত্রয়াৎ ॥"

এই প্রেতপর্ব্বতশ্রাদ্ধবিধি গয়ার প্রত্যেক তীর্থে অনুষ্ঠিত হইবে। তদনন্তর মাস, পক্ষ ও তিথির উল্লেখ করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পিত্রাদিগত-প্রেতত্ববিমুক্তি-স্বগত-প্রেতত্বাভাবকামঃ প্রেত-পর্ব্বতে তিলমিশ্রিতশক্তুনিক্ষেপং সতিলজলাঞ্জলিদানঞ্চ অহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্পান্তে দক্ষিণাস্য হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলমিশ্রিত শক্ত নিক্ষেপ করিবে, যথা—

"ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ ॥"

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ ॥"

এই মন্ত্রে সতিল জলাঞ্জলি দিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গয়ার উত্তর-ভাগে মহানদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রেতশিলাতে গমন করিবে।

প্রেতশিলাকৃত্য।

প্রথমে পাদশৌচাদি করিয়া দেশকালকীর্ত্তন করত সঙ্কল্প করিবে। প্রেত-পর্ব্বত শ্রাদ্ধে যেরূপ সঙ্কল্প লিখিত আছে, সেই নিয়মে সঙ্কল্প করিতে হয়। তদনন্তর প্রেতপর্ব্বতে যে নিয়মে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সেই প্রণালীতে শ্রাদ্ধ করিয়া আচারানুসারে নূতন ভাণ্ড ভঞ্জন করিবে। তৎপরে প্রেতশিলার অধোভাগস্থ প্রভাসাদ্রিসংলগ্ন মহানদীতে যে রামতীর্থাখ্য প্রথিত প্রভাসহ্রদ আছে, তথায় গমনপূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প কবিবে, যথা—

"ওমদ্যেত্যাদি জন্মান্তরকৃত-দুষ্কৃতবিনাশকামো রামতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে 'ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠান্তে করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে, যথা—

"ওঁ জন্মান্তরশতং সাগ্রং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥"

এই মন্ত্রপাঠান্তে স্নান ও তর্পণ করিবে। তৎপবে দেশকাল কীর্ত্তন পূর্ব্বক "বিষ্ণুলোকগমনকাম" ইত্যাদিরূপ সঙ্কল্প কবত প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বগতপাপনাশকামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামনমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমাম্যত্র দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥"

তদনন্তর প্রেতলোকেশ্বর ও প্রভাসেশ্বর এই উভয়কে নমস্কার করত মানস, বাচিক, কায়িক বা কর্ম্মজ পাতকনাশ কামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রভাসেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ আপস্ত্বমসি দেবেশ জ্যোতিষাম্পতিরেব চ।
পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্-কায়-কর্ম্মজম্॥"

তৎপরে পিতৃমুক্তিকামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"ওঁ যমরাজ-ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং হি সংস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি পিতৄণাং মুক্তিহেতবে॥"

এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া পাতিতদক্ষিণজানু, উত্তরাস্য ও প্রকৃতোত্তরীয় হইয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে যমধর্ম্মরাজবলি প্রদান করিবে, যথা—

"এষ কুশতিলজলমিশ্রিতো বলিঃ ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজাভ্যাং নমঃ।"

তৎপরে প্রভাসাদ্রির দক্ষিণদিগ্‌ভাগস্থ প্রেতশিলার অভ্যাদেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুকুরবলি প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বথা॥
এষ বলিঃ ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজানুচরাভ্যাং শ্বভ্যাং নমঃ॥"

যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় লিখিত হইল, ইহার মধ্যে কুকুরাদি বলি প্রদান না করিলে গয়াশ্রাদ্ধ বিফল হইয়া যায়।

তৃতীয়দিনকৃত্য।

তৎপরদিন ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক উত্তরমানসে গমন করিবে। তথায় মস্তকে তীর্থজল নিক্ষেপ করত নিম্নলিখিত প্রণালীতে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মশুদ্ধি-সূর্য্যলোকাদিপ্রাপ্তি-পিতৃমুক্তিকাম উত্তরমানসে স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করত মজ্জনের পূর্ব্বে সাধারণ তীর্থকৃত্যে লিখিত মন্ত্রপাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান-তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যলোকাদি-সংসিদ্ধি-সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥"

তদনন্তর দেশকালকীর্ত্তন ও পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তিকামনাতে সঙ্কল্প, প্রেতপর্ব্বতোক্তশ্রাদ্ধলিখিত নিয়মে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এই সকল সম্পাদন পূর্ব্বক পিত্রাদির সূর্য্যলোকপ্রাপ্তিকামনাতে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে উত্তরার্কের নমস্কার ও পূজা করিবে, যথা—

"ওঁ নমো ভগবতে ভর্ত্রে সোম-ভৌম জ্ঞ-রূপিণে।
জীব-ভার্গব-সৌরেয়-রাহু কেতুস্বরূপিণে॥"

অনন্তর তথা হইতে দক্ষিণমানসান্তর্গত উত্তরদিক্‌স্থিত উদীচীতীর্থে গিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মশুদ্ধি-সূর্য্যলোকাদিপ্রাপ্তি-ব্রহ্মহত্যাদি-পাপসমূহনাশকামঃ পিতৃমুক্তিকামো বা উদীচীতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে মজ্জনের পূর্ব্বে সাধারণ স্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া করপুটে নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিবে, যথা—

"ওঁ ব্রহ্মহত্যাদিপাপৌঘ-ঘাতনায় বিমুক্তয়ে।
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণমানসে ॥"

তৎপরে দেশকালকীর্ত্তন ও পিতৃমুক্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রেতপর্ব্ব-তোক্তশ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। এইরূপ দক্ষিণমান-সান্তর্ভূত কনখলতীর্থে ও তদন্তর্ভুক্ত দক্ষিণমানসে উদীচীতীর্থবৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। তদনন্তর পিতৃগতৃপ্তি-তরণ স্বগত-পুত্র-পৌত্র-ধনৈশ্বর্য্য-আয়ুরা-রোগ্যবৃদ্ধি-কামনাতে মৌনভাবে দক্ষিণার্কের প্রণাম ও অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে ॥"

মৌনভাবে অর্চনা করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম মৌনার্ক। তৎপরে দক্ষিণমানসে দ্বিতীয়দিনকৃত্যোক্ত 'ওঁ কব্যবাল' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত গদাধরের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। তথায় নিম্ন-লিখিতরূপে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পিতৃণাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তি-মুক্তিসিদ্ধয়ে ফল্গু-তীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে ডুব দিবার অগ্রে প্রকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত "ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। অনন্তর দেশকালকীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃগণেব মোক্ষ-প্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। ইহারই নাম পঞ্চতীর্থকৃত্য। তদনন্তর মধুস্রবার দক্ষিণ-কূলবর্ত্তী পিতা মহেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশানপুরুষায় চ।
অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে ॥"

তৎপরে পুনর্ব্বার ফল্গুতীর্থে গদাধরপূজাঙ্গ স্নান ও তর্পণ সম্পাদন পূর্ব্বক পিতৃগণ সহ স্বীয় বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিকামনায় গদাধরকে দর্শন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিবে, যথা—

"ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥"

অনন্তর পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনায় পুনরায় পঞ্চতীর্থে স্নান-তর্পণ করত গদাধরসমীপে গমন করিবে এবং অষ্টোত্তরশত-পলপরিমাণ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা দ্বারা গদাধরকে স্নান করাইয়া পুষ্প ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। এই সকল কর্ম্মের মধ্যে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করান অত্যাবশ্যক, তাহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটে অর্থাৎ গয়াশ্রাদ্ধ বিফল হয়। অন্যান্য ক্রিয়া যথাশক্তি করিতে পারে।

চতুর্থদিনকৃত্য।

চতুর্থদিবসে ফল্গুতীর্থে যথাবিধি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। তথায় সর্ব্বপাপবিশুদ্ধিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া তত্রত্য মতঙ্গবাপীতে স্নান-তর্পণ সমাধা করত দেশকাল-কীর্ত্তন ও পিতৃ-উদ্ধারকামনায় প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধ অনুসারে শ্রাদ্ধাদিব অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে মতঙ্গবাপীর উদরদিকৃস্থ মতঙ্গেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥"

তদনন্তর ব্রহ্মতীর্থাখ্য ব্রহ্মকূপে গমন পূর্ব্বক দেশকালকীর্ত্তন ও পিতৃ-উদ্ধার-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া যথাবিধি স্নান-তর্পণ এবং প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। তৎপরে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে প্রণাম করত মহা অশ্বত্থতরুর অধোভাগে স্বীয় স্বর্গকামনায় প্রেতপর্ব্বতশ্রাদ্ধলিখিত বিধানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষকে নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে।
বোধি-সত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ ॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

"ওঁ অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।
অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্ন-বিনাশনোঽপি ॥"

পূর্ব্বে মতঙ্গবাপীর অগ্নিকোণে ব্রহ্মকূপ বিদ্যমান ছিল, অধুনা তথায় বটবৃক্ষমাত্র নিদর্শন দৃষ্ট হয়, অগত্যা তথায় স্নানাদি অসম্ভব।

পঞ্চমদিনকৃত্য।

পঞ্চমদিবসে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ঋণত্রয়-বিমুক্তিকাম আত্মশুদ্ধিকামো বা ব্রহ্মসরসি স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে ডুব দিবার অগ্রে প্রকৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিবে, যথা—

"ওঁ স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে।
শ্রাদ্ধায় পিণ্ডদানায় তর্পণায়াত্মশুদ্ধয়ে॥"

তৎপরে দেশকালকীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃলোকের ব্রহ্মধামপ্রাপ্তি-কামনায় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মসরোবরে ব্রহ্মযূপসমীপে অথবা পিতৃতারণকামনাতে ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপের মধ্যভাগে প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পিতৃমোক্ষকামো ব্রহ্মকল্পিতাম্রসেচনমহং করিষ্যে।"

পরে কুশযুক্ত ব্রহ্মসরোবরজল দ্বারা গোপ্রচারসমীপস্থ আম্রবৃক্ষসমূহকে সেচন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুম্।
বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৄণাঞ্চ বিমুক্তয়ে॥"

তদনন্তর বাজপেয়-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামনাতে ব্রহ্মযূপ প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃলোকের ব্রহ্মধামপ্রাপ্তিকামনাতে ব্রহ্মসরোবরের বায়ুকোণস্থ ব্রহ্মাকে প্রণাম ও পূজা করিবে। প্রণামমন্ত্র যথা—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ তারণায় নমো নমঃ॥"

তৎপরে ফল্গুতীর্থে গমন পূর্ব্বক পিতৃমুক্তিকামনায় প্রেতশিলাকৃত্যলিখিত "যমরাজধর্ম্মরাজৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে যমবলি এবং "দ্বৌ শ্বানৌ" ইত্যাদি

মন্ত্রে কুক্কুরবলি প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কাকবলি প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্যা যাম্যা বৈ নৈর্ঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়োজ্‌ঝিতম্‌॥"

তৎপরে কাকবলিদানজন্য অপবিত্রতাবিদূরণার্থ ফল্গুতীর্থে অমন্ত্রক স্নান কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠদিনকৃত্য।

তৎপরদিন কৃত নিত্যক্রিয় হইয়া ফল্গুতীর্থে দশলক্ষ অশ্বমেধযজ্ঞ-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে প্রথমদিন-কৃত্যোক্ত 'ওঁ ফল্গু-তীর্থে বিষ্ণুজলে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত যথাবিধি স্নান-তর্পণ করিবে। তৎপরে পদসমূদয়ে প্রেতপর্ব্বতশ্রাদ্ধবিধানে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধাদির আরম্ভ ও সমাপ্তি ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ অথবা কশ্যপপদের যে কোন পদে করিতে পারে, মধ্যে কোন নিয়ম নাই, তথাপি বায়ুপুরাণের লিখিত বিধানানুসারে সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুপদসমীপে গমন পূর্ব্বক আত্মপাপনাশকামনায় বিষ্ণুপদ দর্শন করত করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিবে, যথা—

"ওঁ অত্র বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্‌।
স্পর্শনাৎ পূজনাচ্চৈব পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥"

তদনন্তর পিতৃমুক্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া গয়া-প্রথমদিন-কৃত্যোক্ত "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদিরূপে ধ্যান করত পুরুষসূক্ত দ্বারা অথবা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" বা "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে সামান্য-পূজাপদ্ধতি অনুসারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। ইহাতে ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বিসর্জ্জন নাই। তৎপরে পিতা মাতা প্রভৃতি সম্বন্ধবিশেষের আদর না করিয়া সঙ্কল্প করত বিষ্ণুপদে প্রেতপর্ব্বতশ্রাদ্ধোক্ত বিধানে শ্রাদ্ধাদি ও মাতৃষোড়শীসম্পাদনান্তে (মহালয়াশ্রাদ্ধে দ্রষ্টব্য) পিণ্ডোত্থান করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মীয়কুলসহস্র-সমুদ্ধারপূর্ব্বক-বিষ্ণুলোকগমনকামো বিষ্ণু-পদে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে।"

পিণ্ডপ্রদানকালে বিষ্ণুপদে পিণ্ড পতিত হইল কি না, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পিণ্ডোপরি পিণ্ড প্রদান করিতে নাই। রুদ্রাদিপদসমূহেও রুদ্রাদি দেবগণের অর্চ্চনা ও পরে লিখিত ফলপ্রাপ্তি-কামনায় প্রেতপর্ব্বতোক্ত

শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবে। রুদ্রপদে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে আত্মসহ শত কুল শিবপুরে গমন করে, ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিলে শতকুল উদ্ধার পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে গমন করা যায়, দক্ষিণাগ্নি-পদে শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয়ফললাভ হয়, গার্হপত্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধফল পাওয়া যায়, আহবনীয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা রাজসূয়ফল লাভ করে, সত্যাগ্নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ ঘটে, আবসথ্যাগ্নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে সোমলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সূর্য্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পঞ্চশত কুল সূর্য্যলোকে গমন করে, কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের শিবপুরলাভ হয়, ইন্দ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ইন্দ্রপদে গমন করেন, অগস্ত্যপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোকলাভ হয় এবং চন্দ্র, গণেশ, মাতঙ্গ ও কশ্যপপদে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন। এই সপ্তদশ পদে যে যে ফলের উল্লেখ হইল, সেই সেই ফলকামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুপদ, রুদ্রপদ, কশ্যপপদ ও ব্রহ্মপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা মুক্তিলাভ করে। তৎপরে পদশিলার উত্তরদিক্‌স্থিত গজকর্ণিকাতীর্থে পিতৃস্বর্গকামনায় শুদ্ধোদক দ্বারা তর্পণ এবং পিতৃলোকের তারণার্থ সঙ্কল্প করিয়া যথাশক্তি পদশিলার উত্তরভাগে মার্গসন্নিহিত কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নারসিংহ, বামন প্রভৃতির পূজা করিবে।

সপ্তমদিনকৃত্য।

সপ্তমদিনে ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে গদালোলে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মনঃ শুদ্ধয়ে অক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে চ গদালোলে স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে ডুব দিবার অগ্রে সাধারণ তীর্থকৃত্যোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, যথা—

"ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাদ্ধরেঃ।
স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ অক্ষয়ং পদমাপ্নুয়াম্॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে। পরে তর্পণ করিয়া দেশকাল-কীর্ত্তন পূর্ব্বক পিতৃগণের তৃপ্তি ও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করত

প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধবিধানে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হইবে। তদনন্তর অক্ষয়-বটসমীপে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনায় অক্ষয়বটের ছায়াতলে প্রেত-পর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন পূর্ব্বক পিতৃগণের ব্রহ্মলোকলাভকামনায় অক্ষয়-বটমূলে ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজনজন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামনা করিয়া একটিমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তদনন্তর পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমনকামনায় অক্ষয়-বটেশ্বরকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া।
বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে॥"

তৎপরে পিতৃগণের অক্ষয়ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিকামনায় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ সংসারবৃক্ষ-শস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয়বটায় তে॥"

তদনন্তর পিতৃগণের রুদ্রলোকগমনকামনায় প্রপিতামহরূপী গদাধরের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ কলৌ মহেশ্বরা লোকা যেন তস্মাৎ গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপোঽভবত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্।"

অনিয়তদিনকৃত্য।

পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিবস প্রভাতে গয়াস্থ গায়ত্রীর সম্মুখবর্ত্তী গায়ত্রীতীর্থে গমন পূর্ব্বক তত্তীরে ব্রাহ্মণ্যের অবিচ্ছেদকামনায় সঙ্কল্প করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দন ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে হয়। অন্যদিবসে উদ্যন্তাখ্য পর্ব্বতে সাবিত্রীসমীপস্থ সমুদ্রতীর্থে গমন পূর্ব্বক শতকুলের স্বর্গলাভকামনায় মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপরে সন্ধ্যাকালে সরস্বতীর অগ্র ও পশ্চাৎস্থিত সরস্বতীতীর্থে গমন পূর্ব্বক সহস্রপুরুষের মোক্ষকামনায় স্নান ও সন্ধ্যাদি করিতে হয়। তদনন্তর শিলা, লেলিহান, ভরতাশ্রম, মুণ্ডপৃষ্ঠ, আকাশ-গঙ্গা এই সমস্ত তীর্থে, গঙ্গাধরসন্নিধানে ও গিরিকর্ণমুখে শতপুরুষের ব্রহ্মধাম-প্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও পিণ্ডনির্ব্বপণ করত বৈতরণীতীর্থে একবিংশতি কুলোদ্ধারকামনায় স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিবে। তৎপরে ঐ

স্থানেই বৈতরণীবিধি অনুসারে গোদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বৈতরণীজলে সন্তরণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
সা মে তীর্ণা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ॥"

তদনন্তর পিতৃগণের স্বর্গকামনায় দেবনদী, গোপ্রচার, ঘৃতকুল্যা, কোটি-তীর্থ ও রুক্মিণীকুণ্ডেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা পিণ্ডনির্ব্বপণ করিবে। পরে পিতৃগণের উদ্ধারকামনায় মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পিতামহসন্নিহিত পারিজাতকাননস্থিত পাণ্ডুশিলাতে পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি-কামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডনির্ব্বপণ করিতে হয়। তৎপরে মধুস্রবাতে অশ্বমেধ-ফলকামনায় স্নান ও তর্পণ করিয়া সহস্রকুলের নরকোদ্ধারান্তে বিষ্ণুপুর-গমনকামনায় শ্রাদ্ধ করিবে। পরে দশাশ্বমেধে, হংস-তীর্থে, মহানদীতে ও মখকুণ্ডে মুক্তিকামনায় স্নান করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তিকামনায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। সঙ্গমে তারকেশ্বরকে প্রণাম করিলে পিতৃগণের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর অশ্বমেধ-ফলকামনায় গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিবে। এই কূপেই নিখিল দুর্নিমিত্তকৃত অর্থাৎ আত্মঘাতী প্রভৃতিগণের উদ্দেশে সংবৎসরান্তে গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। পরে পিতৃগণের উদ্ধারকামনায় ভস্মকূপে ভস্ম দ্বারা স্নান করিয়া গয়া-গ্রামমধ্যবর্ত্তী সুষুম্নাতীর্থে মহাকালী-সন্নিধানে একবিংশতিকুলের স্বর্গলাভকামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করত গৃধ্রবটের উত্তরভাগস্থ বশিষ্ঠতীর্থে স্নান করিবে। অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিকামনায় তথায় বশিষ্ঠেশ্বরনামক মহাদেবকে প্রণাম করিতে হয়। তদনন্তর ধেনুকারণ্যের জলাশয়ে অবগাহন, কামধেনুকে প্রণাম ও পিতৃগণের ব্রহ্মপুরপ্রাপ্তি-কামনায় কামধেনুপদে যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পূর্ব্বক পিতৃগণের স্বর্গনয়ন-কামনায় কর্দ্দমালে, গয়নাভিতে ও মুণ্ডপৃষ্ঠসন্নিধানে স্নান ও শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে। পরে চণ্ডিকা, ফল্গু, চণ্ডীশ্বর ও মঙ্গলাদি গ্রহগণকে প্রণাম করিয়া মুক্তিকামনায় গয়াগজে, গয়াদিত্যে, গায়ত্রীতীর্থে, গদাধর-সন্নিধানে, গয়াতে ও গয়াশিরে পিতৃলোকের অর্চ্চনা ও শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যে কোন সময়েই হউক, গয়াতীর্থের যে কোন স্থলে একবিংশতি পুরুষের স্বর্গলাভকামনায় বৃষোৎসর্গ এবং গয়াতে আদিগদাধরের ধ্যানান্তে পিত্রাদি শতপুরুষের নরকোদ্ধারান্তে ব্রহ্মধামপ্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা পিণ্ডনির্ব্বপণ করিতে হয়। ভস্মকূটস্থিত জনার্দ্দনকে নমস্কার পূর্ব্বক

তৎসন্নিধানে পাতিতবামজানু হইয়া স্বীয় বিষ্ণুলোকগমনকামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে এবং দধি ও তণ্ডুলের নৈবেদ্য দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামনায় উক্ত নৈবেদ্যের অবশিষ্ট দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিবে; পিণ্ডে তিলমিশ্রণ নিষিদ্ধ। নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐ পিণ্ডের একটি জনার্দ্দনের বাম হস্তে প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
গয়াশীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহ্যং পিণ্ডো মৃতে ময়ি॥"

অগ্নিপুরাণে তিনটি পিণ্ডদানের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং তদনুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
পরলোকগতে মহ্যমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥"

এই প্রকার অপরাপর জীবিত ব্যক্তিগণকে উপরিলিখিত নৈবেদ্যাবশিষ্ট দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিণ্ড দান করিবে, যথা—

"ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন।
দেহি দেব গয়াশীর্ষে তস্মৈ তস্মিন্ মৃতে তু তম্॥"

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে জনার্দ্দনকে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃরূপিণে।
পিতৃপর্ণ্ণ নমস্তুভ্যং নমস্তে মুক্তিহেতবে॥"

পরে ঋণত্রয়-বিমুক্তিকামনায় পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন ও স্বর্গকামনায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেঽস্তু নমস্তে পিতৃমোক্ষদ।
ত্বং ধ্যাত্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥"

প্রণামান্তে মহানদীর পরপারস্থিত ভরতাশ্রমসমীপে মহানদীতে স্নান ও রামেশ্বরকে পূজা করিয়া প্রেতশিলাকৃত্যলিখিত "ওঁ রাম রাম মহাবাহো" ইত্যাদি মন্ত্রে সীতাসমন্বিত রামচন্দ্রকে প্রণাম করত শত পিতৃকুল সহ আপনার বিষ্ণুপুরগমনকামনায় রামপদে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা পিণ্ডদানমাত্র করিবে। তৎপরে ধর্ম্মশিলার দক্ষিণস্থ কুণ্ডপর্ব্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মপুরগমনকামনায় এবং তত্রত্য মতঙ্গপদে পিতৃলোকের স্বর্গকামনায় শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পরে ধর্ম্মশিলার বামহস্তস্থাপিত উদ্যন্তপর্ব্বতে পিতৃগণের ব্রহ্মলোককামনায় শ্রাদ্ধ করিয়া উদ্যন্তকুণ্ডে মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নস্নান ও সন্ধ্যোপাসনা এবং

নিজের কোটিজন্মাবধি ধনাঢ্যত্ব, বেদবেদাঙ্গপারদর্শিত্ব ও বিপ্রত্বকামনায় তত্রত্য সাবিত্রীর অর্চ্চনা ক'রিবে। অনন্তর অগস্ত্যপদে স্নান পূর্ব্বক পিত্রাদি সহ সুরপূজ্য ব্রহ্মধাম-লাভকামনায় শ্রাদ্ধ করিয়া জন্মনিবারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাব-লাভকামনাতে ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণালাভার্থ গয়াকূপে নমস্কার, পিতৃলোকের চন্দ্রধামলাভ-কামনাতে সোমকূপে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে হয়। তদনন্তর সপ্তজন্মকৃত-পাপক্ষয়কামনায় কাকশিলাতে কাকবলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যমোঽসি যমদূতোঽসি বায়সোঽসি মহাবল।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভুক্তা বিনাশয়॥"

তদনন্তর স্বর্গদ্বারে যাইয়া ব্রহ্মপুরগমনকামনাতে শিবকে নমস্কার, পিতৃগণের কলুষক্ষয়কামনায় ব্যোমগঙ্গাতে শ্রাদ্ধ, স্বর্গলাভকামনায় ভস্মকূট-গিরিতে ভস্মস্নান, অক্ষয়বটসন্নিহিত বটেশ্বর, প্রপিতামহ, তৎপুরোবর্ত্তী রুক্মিণীকুণ্ড, তন্নিকটস্থিতা কপিলা নদী ও তত্তীরবর্ত্তী কপিলেশ্বর শিবের পূজা করিবে। যদি অমাবস্যাযুক্ত সোমবার হয়, তাহা হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় কপিলাতীর্থে স্নান ও যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। তৎপরে স্বর্গকামনায় মাহেশ্বরীকুণ্ডে ও রুক্মিণীকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। নারীগণ সৌভাগ্যকামনায় মাহেশ্বরীকুণ্ডের নিকটবর্ত্তিনী মঙ্গলা ও গৌরী-দেবীর অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর মৃতপিতৃক ব্যক্তি পিতৃগণের মুক্তিকামনায় প্রেতকূটগিরিতে এবং তাঁহাদিগের প্রেতত্বক্ষয়কামনায় প্রেতকুণ্ডে শ্রাদ্ধ করিবে। পরে ব্রহ্মপুরগমনকামনায় বৈকুণ্ঠস্থ হেমকূট গিরিতে * শ্রাদ্ধ, শিবপুরগমনকামনায় গৃধ্রকূট গিরিতে গৃধ্রেশ্বর শিবদর্শন, স্বর্গলাভকামনায় তাঁহাকে নমস্কার, পিতৃলোকপ্রাপ্তিকামনায় গৃধ্রগুহাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপ্তিকামনায় তত্রত্য মাহেশ্বরীধারাতে শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মলাভকামনায় মূলক্ষেত্রস্থ সরোবরে স্নান, স্বীয় শিবত্বলাভকামনায় ঋণমোক্ষেশ্বর ও পাপ-মোক্ষেশ্বর নামক শিবদ্বয় দর্শন, বিঘ্নবিনাশ ও শিবপুরপ্রাপ্তিকামনায় গজরূপী গণপতি দর্শন, স্বর্গলাভকামনায় তথায় স্নান, সাবিত্রী ও গয়াদিত্য দর্শন, পাপক্ষয়কামনায় মুণ্ডপৃষ্ঠে ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ দর্শন এবং পিতৃগণের

* এই পর্ব্বত এখন লোহদণ্ড নামে প্রথিত।

ব্রহ্মপুরনয়নকামনায় গয়ানাভিতে ও স্বর্গলাভকামনায় ক্রৌঞ্চপদগিরিস্থ জলাশয়ে পিতৃকুল, মাতামহকুল ও শ্বশুর-কুলের উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। অগ্নিপুরাণে এই সকল উল্লেখ আছে, এতদ্ব্যতীত স্বর্গদ্বার, সোমকুণ্ড, বায়ুতীর্থ, আকাশগঙ্গা, কপিলা, কাদম্বিনী, গয়া, কোটিতীর্থ, অগ্নিধারা, মধুস্রবা-পুষ্করিণী, কপিলেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ দেবী, ক্ষেত্রপাল, বলভদ্র, সুভদ্রা, পুরুষোত্তম, মাধব, মহালক্ষ্মী, দ্বাদশাদিত্য, কপর্দ্দী, বিনায়ক, কার্ত্তিকেয় ও সোমনাথাদি লিঙ্গাষ্টক প্রভৃতি তীর্থসমূহেরও ফলবিশেষ বিদিত হইয়া তত্তৎস্থানে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দেবদর্শন ও অর্চ্চনাদি করিতে হয়। তৎপরে গয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বিত্তানুসারে গদাধরের অর্চ্চনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ গদাধরং কলিগতকল্মষাপহং,
গয়াগতং বিদিতগুণং গুণাতিগম্।
গুহাগতং গিরিবর-গেহগোপিতং,
সুরার্চ্চিতং বরদমহং নমামি তম্॥"

প্রণামান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গদাধরকে সাক্ষী করিয়া প্রার্থনা করত কর্ম্ম শেষ করিবে, যথা—

"ওঁ আগতাহস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥"

মাতৃগয়া-পদ্ধতি

মাতৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক প্রথমে সৌভাগ্যকুণ্ডের পূর্ব্বোত্তরকোণাস্য হইয়া উপবেশন করত নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মাতৃণাং স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত পার্ব্বণবিধি অনুসারে মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই ছয় জনের উদ্দেশে দেবপক্ষ সহ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত পিণ্ডদানবিধানে কেবলমাত্র পিণ্ডদান করিতে হয়। তদনন্তর স্ব স্ব পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া

তদ্দ্বারা কার্য্যস্থল শোধন করিবে। পরে তথায় কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া আচমনান্তে দক্ষিণাস্য, বিপরীতোত্তরীয় ও পাতিতবামজানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক সপ্তগোত্রের মৃত স্ত্রীগণকে একটি অক্ষয্য পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সপ্তগোত্রমৃতা যা মে ধাত্র্যো বা যা মৃতা মম।
তাসামুদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেতদ্দদাম্যহম্॥"*

"যথাগোত্রনামধেয়া অস্মাকং সপ্তগোত্রা ধাত্র্যশ্চ ইদমক্ষয্যং পিণ্ডং † যুষ্মভ্যং নমঃ।"

তৎপরে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়। তদনন্তর পিণ্ডোপরি মাতৃভাবনা করত করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা মাতরো মে সদৈবতাঃ।
কাঙ্ক্ষিণ্যো যাশ্চ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগত্য স্থিতয়ঃ (সংস্থিতা)॥"

এই মন্ত্রপাঠান্তে জগন্মাতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মাতৃণাং নরকোদ্ধারপূর্ব্বকাক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে জগন্মাতৃ-দর্শন-নমস্কার-পূজনান্যহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে জগন্মাতাকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। তৎপরে জগন্মাতৃসমীপে পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে; অক্ষম হইলে পূর্ব্ববৎ পিণ্ডদানমাত্র করিবে। পরে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্থান শোধন পূর্ব্বক আচমনান্তে পূর্ব্ববৎ কুশাস্তরণ করিয়া পাতিতবামজানু, বিপরীতোত্তরীয় ও দক্ষিণাস্য হইয়া উপবেশনান্তে নিম্নলিখিত ষোলটি মন্ত্র দ্বারা মাতা, বিমাতা, ধাত্রী প্রত্যেককে ঐ আস্তৃত কুশোপরি এক একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ দশমাসোদরে গর্ভো ধৃতো মাত্রা সুদুঃখিতম্।
তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১॥
ওঁ মহতা বেদনা দুঃখং জননে চাপি পুষ্কলম্।
তস্যেত্যাদি॥ ২॥

* যজুর্ব্বেদিগণ 'পিণ্ডমেতং' বলিবেন।

† সামবেদিগণ 'এষোঽক্ষয্যঃ পিণ্ডো যুষ্মভ্যং নমঃ' বলিবেন।

ওঁ সংপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নম্।
তস্মৈত্যাদি ॥ ৩ ॥
ওঁ শিথিলে গাত্রবন্ধে তু মাতুঃ স্যাৎ পরিবেদনম্.
তস্মৈত্যাদি ॥ ৪ ॥
ওঁ গাত্রভঙ্গেন যন্মাতুর্ম্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্।
তস্মৈত্যাদি ॥ ৫ ॥
ওঁ বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ।
তস্মৈত্যাদি ॥ ৬ ॥
ওঁ মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা।
তস্মৈত্যাদি ॥ ৭ ॥
ওঁ যৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যাণি ক্বাথানি বিবিধানি চ।
তস্মৈত্যাদি ॥ ৮ ॥
ওঁ অনেকযাতনা মাতুঃ প্রাণান্ত-দুঃখ-সম্ভবঃ।
তস্মৈত্যাদি ॥ ৯ ॥
ওঁ জাতস্য নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ গতেঽন্ততঃ।
তস্মৈত্যাদি ॥ ১০
ওঁ নীচোচ্চক্রমণে দুঃখং গর্ভে দুরাচ্ছ সংস্থিতে।
তস্মৈত্যাদি ॥ ১১ ॥
ওঁ তৃষার্ত্তায়াস্তু যদ্দুঃখং শুষ্কে কণ্ঠে চ তালুনি।
তস্মৈত্যাদি ॥ ১২ ॥
ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নম্।
তস্মৈত্যাদি ॥ ১৩ ॥
ওঁ দুর্লভানি তু ভক্ষ্যাণি রুদত্যাত্মভয়ে সতি।
তস্মৈত্যাদি ॥ ১৪ ॥
ওঁ ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্দুঃখং মাতুশ্চ বাধিতে।
তস্মৈত্যাদি ॥ ১৫ ॥
ওঁ এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈর্যন্মাতা দুঃখিতা সদা
তস্মৈত্যাদি ॥ ১৬ ॥

এই ষোড়শমন্ত্রে যথাক্রমে মাতা, বিমাতা, ধাত্রী প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ ষোড়শপিণ্ড প্রদান করিবে। পরে তদ্দক্ষিণে কুশপত্রত্রয় বিস্তৃত করিয়া

তদুপরি নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটি অক্ষয্য পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ পিতৃ-মাত্রাদিকে সপ্ত-কুলে যাশ্চ যথাযথম্।
মৃতাস্তাসাঞ্চ স্বর্গায়াক্ষয়ং পিণ্ডং সমুৎসৃজে॥"

পরে পিণ্ডোপরি শেষবিকিরণ ও প্রত্যবনেজন-দানাদি দক্ষিণান্ত যাবতীয় ক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্ব্বক মাতার বিমল অক্ষয়-স্বর্গলাভকামনায় ব্রাহ্মণকে বিবিধসামগ্রীপূরিত একটি ডালা প্রদান করিবে এবং অন্যান্য যাহাদের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, অন্য ডালা তাহাদিগেরই উদ্দেশে প্রদান করিতে হয়। অনন্তর "ওঁ মাতৃগয়াকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি সম্পাদন পূর্ব্বক জগন্মাতাকে ক্রোড়দান, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। পরে করযোড় করিয়া ব্রহ্ম-প্রমুখ দেবগণকে সাক্ষী করত প্রার্থনা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ময়া গয়াং সমাগত্য মাতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥"

গয়াক্ষেত্রে পুত্র-বান্ধব-হীন জীবিত ব্যক্তি নিজের উদ্ধারকামনায় পিণ্ডদান করিতে পারে। তৎপ্রণালী যথা—ভস্মকূটে বামহস্তে তিল ব্যতিরেকে দধিমিশ্রিত পিণ্ড লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—"যস্তু পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন। গমুদ্দিশ্য ত্বয়া দেয়স্ত মন্ পিণ্ডো মৃতে প্রভো। এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন। অন্তক লে গতে মহ্যং ত্বয়া দেয়ো গয়াশিরে॥"

বৈদ্যনাথ-পদ্ধতি

বৈদ্যনাথধামে সতীদেবীর বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের হৃদয়পীঠ পতিত হয়। তথায় বৈদ্যনাথ নামক ভৈরব ও অরো া দেবী অবস্থিত। জয়দুর্গা দেবী বৈদ্যনাথধামের অধীশ্বরী। যে স্থানে বৈদ্যনাথলিঙ্গ বর্ত্তমান, সে স্থলে স্বর্ণবৃক্ষ নামক অক্ষয় বিল্ববৃক্ষ ছিল, শাস্ত্রে কথিত আছে।

"হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নেপালে গুহ্যনী মম।
হরিদ্রানগরে যত্র বৈদ্যনাথো মহেশ্বরঃ।
তত্রাক্ষয়ো বিল্ববৃক্ষঃ স্বর্ণবৃক্ষ উদাহৃতঃ॥"

তথা—"ঝারখণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈব চ। বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥"

বৈদ্যনাথ দেবের (অপ্রতিষ্ঠিতত্ব) অনাদিলিঙ্গতা সম্বন্ধে উক্তপ্রকার বহু প্রমাণ অবগত হওয়া যায়। সুতরাং অশুদ্ধকালে অনাবৃত্ত দেবতাদর্শন নিষিদ্ধ থাকায় বৈদ্যনাথদেবদর্শনও পরিত্যাজ্য। মতান্তরে "বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতি।" এই বচনানুসারে বৈদ্যনাথধামে সর্ব্বকালেই যাত্রা বিহিত, কিন্তু উক্তবচনের তাৎপর্য্য উক্তপ্রকার না হওয়ায় প্রাচীনমতই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য।

বৈদ্যনাথধামে কৃত্য

বৈদ্যনাথে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ শিবগঙ্গাতে স্নান করিবে। তৎপরে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক বৈদ্যনাথসমীপে গিয়া সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞজন্যফল-সম-ফলপ্রাপ্তিকামনায় বৈদ্যনাথদেবকে দর্শন করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

"ওঁ ত্বদালোকনমাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
প্রসন্নো ভব শ্রীমন্ সদ্গতিঃ প্রতিপদ্যতাম্॥"

অনন্তর পঞ্চাক্ষর 'নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপান্তে নিখিলপাতক বিদূরণার্থ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত বৈদ্যনাথপ্রীত্যর্থ সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যানানন্তর পূজা করিবে, ধ্যান যথা—

"ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবর্ণং সুবেশং,
কুচধরকরধীশং পদ্মপত্রায়তাক্ষম্।
সুরচিতমণিসর্ব্বং পঞ্চচূড়ং কুমারং,
কুমতিদহনদক্ষং বৈদ্যনাথং ভজামি॥"

অথবা "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং" ইত্যাদি ধ্যানান্তে সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মে পূজা করিবে, ইহাতে আবাহনাদি নাই। তৎপরে শক্ত্যনুসারে তত্রত্য ভগবতীহৃদয়পীঠস্থ জয়দুর্গা দেবীর (কালাভ্রাভাম্ কটাক্ষৈঃ ইত্যাদি ধ্যানে) ও অরোগা দেবী প্রভৃতির অর্চনা এবং দর্শনাদি করিবে।

কাশী-মাহাত্ম্য

ব্রহ্মপুরাণে—ঈশ্বর উবাচ। বরণা বাপ্যসিশ্চৈব দ্বে নদ্যৌ সুরবল্লভে। অন্তরালে তয়োঃ ক্ষেত্রং ভূমাবপি বিশেষ তৎ॥ দ্বিযোজনস্তু তৎক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমতঃ স্থিতম্। অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্থিতম্॥

যোগিনীতন্ত্রে—

পঞ্চক্রোশাত্মিকা কাশী ব্রহ্মতেজোময়ী শ্রিতা। অর্দ্ধচন্দ্রাত্মিকা দেবি দৃশ্যতে সর্ব্বজাতিভিঃ॥ যত্র ভস্ম কৃতং দেবি জগদেচ্চরাচরম্। মহাশ্মশানং তদ্বিদ্ধি সর্ব্বেষাং লয়কারণম্। মুখমাত্রং সমাদৃষ্টং মহাকাল্যাস্তু তেজসি। অতো গৌরীমুখং নাম মুনিভিঃ পরিগীয়তে॥ দৃষ্ট্বা তু পরমেশানি আনন্দো মম জায়তে। আনন্দকাননং তস্মাৎ গীয়তে বেদবাদিভিঃ॥

মৎস্যপুরাণে—

বিমুক্তং ন ময়া যস্মাৎ মোক্ষ্যতে ন কদাচন। মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদ্ অবিমুক্তমিতি স্মৃতম্॥ জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা। যৎ-কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানসবুদ্ধিনা। অবিমুক্তং প্রবিষ্টস্য তৎক্ষণাৎ ভস্মসাদ্-ভবেৎ॥ প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদিদমেব মহত্তরম্। অল্পায়াসেন চৈবাত্র মোক্ষপ্রাপ্তিঃ প্রজায়তে॥

স্কান্দে—

ব্রহ্মঘ্ন-গোঘ্ন-গুরুতল্পগ-ভিন্নবৃত্ত-ন্যাসাপহারি-কুহক[illegible]দিনিষিদ্ধবৃত্তিঃ। সংসার-ভূতদৃঢ়পাশবিমুক্তদেহো, বারাণসীং মম পুরীং মুপৈতি লোকঃ॥ ক্ষেত্রং মমেদং সুরসিদ্ধজুষ্টং, সংপ্রাপ্য মর্ত্ত্যঃ সুকৃতপ্রভাবাৎ। খ্যাতো ভবেৎ সর্ব্বসুরা-সুরাণাং, মৃতশ্চ যায়াৎ পরমং পদং সঃ॥ ক্ষেত্রেঽস্মিন্নিবসন্তি যে সুকৃতিনো ভক্তাঃ সদা মানবাঃ, পঞ্চত্ব্যঘহমাদবেণ শুচয়ঃ স[illegible] সদা মৎপরাঃ। তে মর্ত্ত্যা ভবদুঃখপাশরহিতাঃ সংশুদ্ধকর্ম্মাশয়াঃ, ভিত্ত্বা [illegible]ষণমোহজালগহনং বিন্দন্তি মোক্ষং পরম্॥

লিঙ্গপুরাণে—

ব্রহ্মহা যোঽভিগচ্ছেত্তু অবিমুক্তং কদাচন। [illegible]স্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ব্রহ্ম-হত্যা নিবর্ত্ততে॥ সদা যজতি যজ্ঞেন সদা দানং প্রযচ্ছতি। সদা তপস্বী ভবতি হ্যবিমুক্তে স্থিতো নরঃ॥ ন সা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে। যা গতির্বিহিতা পুংসামবিমুক্তনিবাসিনাম্॥ সর্ব্বমেতত্তপঃ সত্যং প্রাণিনাং

নাত্র সংশয়ঃ। অবিমুক্তে বসেদ্যস্তু মম তুল্যো ভবেন্নরঃ॥ অবিমুক্তে স্থিতা নিত্যং পাংশুভির্ভস্মনেরিতৈঃ। স্পৃষ্টা দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যান্তি পরমাং গতিম্॥ স্বর্গাপবর্গয়োর্হেতুরেবং তীর্থবরো ভুবি। যস্তত্র পঞ্চতাং যাতি মোক্ষং যাতি ন সংশয়ঃ॥ জন্মান্তরসহস্রেণ মুঞ্চন্ যোগী যদাপ্নুয়াৎ। তমিহৈব পরে মোক্ষং মরণাদধিগচ্ছতি॥ স্বল্পমপ্যত্র যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণে বেদপারগে। শুভাং গতিমবাপ্নোতি অগ্নিবচ্চৈব দীপ্যতে॥ দশসৌবর্ণকং পুষ্পং যোঽবিমুক্তে প্রযচ্ছতি। অগ্নিহোত্রফলং ধূপগন্ধদানে শৃণু প্রিয়ে। ভূমিদানেন তুল্যঞ্চ গোপ্রদানফলং স্মৃতম্॥ কিমর্থং বহুনোক্তেন যদ্দানং ক্রিয়তে নরৈঃ। ধর্ম্মকামার্থমুদ্দিশ্য তদনন্তফলং ভবেৎ॥ উপবাসস্তু যঃ কৃত্বা বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ। স সৌত্রামণিযজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

ব্রাহ্মে—

একাহমুপবাসন্তু যঃ করোতি যশস্বিনি। ফলং বর্ষশতস্যেহ লভতে তৎপরায়ণঃ॥ অবিমুক্তে মহাদেবমর্চ্চয়ন্তি স্মরন্তি যে। সর্ব্বপাপবিমুক্তাস্তে লিঙ্গমর্চ্চয়তে নরৈঃ॥

স্কন্দপুরাণে—

কল্পকোটিশতৈশ্চাপি নাস্তি তেষাং পুনর্ভবঃ॥

যোগিনীতন্ত্রে—

স্নাত্বাঽত্র সন্তর্প্য পিতৄন্ শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। নরো ন নরকং পশ্যেদপি দুষ্কৃতকর্ম্মকৃৎ॥

দেব্যুবাচ।—ভো দেব! পরমানন্দ মদানন্দঃ কৃতস্ত্বয়া। অতঃ কাশ্যাং মৃতানাং ত্বমানন্দং দেহি সর্ব্বথা॥

ঈশ্বর উবাচ।—ইতি তে বচনং শ্রুত্বা মগ্নোঽহমমৃতার্ণবে। দদামি পরমং ব্রহ্ম মুমূর্ষোঃ কর্ণগোচরে॥ বারাণস্যাং সদা দেবি স্থিত্বা ধ্যায়ন্ পরং শিবম্। জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বারাণস্যাং মৃতাস্তু যে। দদামি পরমং ব্রহ্ম তেষাং হি কর্ণগোচরে॥ হিত্বা হি সকলং কর্ম্ম সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ যৎ। প্রয়ান্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণং মমোপদেশতঃ ক্ষণাৎ॥ তৎ সর্ব্বং সুকৃতং কর্ম্ম দুষ্কৃতং বা মহেশ্বরি। ভবেদ্ভস্ম মহাকাল্যাঃ প্রসাদাদ্ জ্ঞানযোগতঃ॥ কাশীলয়ং হি যৎ কিঞ্চিৎ কাশী ভবতি তৎক্ষণাৎ। কাশীস্পর্শনমাত্রেণ কাশ্যান্তু মৃত্যুমেতি সঃ॥ তজ্জন্মনি মহাদেবি অথবা পরজন্মনি। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুরেশ্বরি॥

বহ্নিতেজো দহেত্তূলং স্পর্শমাত্রাৎ ক্ষণাদ্ যথা। শূলী কর্ম্ম দহেৎ কাশীতেজ-স্পর্শাৎ ক্ষণাত্তথা॥ তূলরাশিং দহেদ্বহ্নিঃ কিঞ্চিৎকালাৎ যথা শিবে। তথা দহেৎ কর্ম্মরাশিং কাশীজন্মৈকতো নৃণাম্॥ কাশীস্থানপুণ্যচয়ং কিং বাঽহং কথয়ামি তে। অপি চেত্ত্বৎসমা নারী মৎসমঃ পুরুষোঽস্তি চেৎ॥ অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ। তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি কাশ্যাঞ্চেদ্ভাগ্যতো মৃতাঃ॥ ইয়ং বারাণসী দেবি মহাতেজোময়ী শুভা। যুগভেদাজ্জনৈরেব দৃশ্যতে হি চতুর্ব্বিধা॥ কৃতে রত্নময়ী কাশী ত্রেতায়াং স্বর্ণজা স্মৃতা। দ্বাপরে সা শিলারূপা কলৌ ভূমিময়ী শুভা॥ নাতঃ পরতরং ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। সত্যং সত্যং মহাদেবি শপথেন বদামি তে॥ স এব পরমো মূর্খঃ স এব কুলনাশকঃ। বৃথৈব মর্ত্ত্যলোকে-ঽস্মিন্ কাশীং প্রাপ্য সমুজ্ঝিতঃ॥ বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কাশীং লভেৎ পুনঃ। তদা নৈব ত্যজেৎ কাশীং প্রাণান্তেঽপি কদাচন॥ অনায়াসেন সংসারসাগরং যস্তিতীর্ষতি। স গচ্ছতু মহাদেবি মম বারাণসীং পুরীম্॥ অন্নং দদ্যাদন্নপূর্ণা জ্ঞানং দদ্যাৎ সরস্বতী। প্রাণান্তে মুক্তিদাতাঽহং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

কাশীখণ্ডে—

শ্রদ্ধয়া প্রত্যহং যাত্রাঃ কর্ত্তব্যাঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ। পর্ব্বস্বপি বিশেষেণ কার্য্যা যাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদ্বিনা যাত্রাং কচিৎ কৃতী। যাত্রাদ্বয়ং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যং প্রতিবাসরম্॥ আদৌ স্বর্গতরঙ্গিণ্যাস্ততো বিশ্বেশিতুর্ধ্রুবম্। যস্য বন্ধ্যং দিনং যাতং কাশ্যাং নিবসতঃ সতঃ। নিরাশাঃ পিতরস্তস্য তস্মিন্নেব দিনে গতাঃ॥ স দষ্টঃ কালসর্পেণ স দষ্টো মৃত্যুনা স্ফুটম্। মণিকর্ণ্যাস্তু ন স্নাতো যো বিশ্বেশং ন বীক্ষিতঃ॥ অন্যত্র যৎ কৃতং পাপং কাশ্যাং তৎ পরিণশ্যতি। বারাণস্যাং কৃতং পাপং পৈশাচ-নরকাবহম্॥ পিশাচনরকপ্রাপ্তির্গচ্ছত্যেব বহির্যদি। ন কল্পকোটিভিঃ কাশ্যাং কৃতং কর্ম্ম প্রভুজ্যতে॥ কিন্তু রুদ্রপিশাচত্বং জায়তেঽব্দাযুতত্রয়ম্॥ বারাণস্যাং স্থিতো যো বৈ পাতকেষু রতঃ সদা। যোনিং প্রাপ্যাপি পৈশাচীং বর্ষাণামযুতত্রয়ম্॥ পুনরত্রৈব নিবসন্ জ্ঞানং প্রাপস্যত্যনুত্তমম্। তেন জ্ঞানেন সংপ্রাপ্তো মোক্ষমাপস্যত্যনুত্তমম্॥

কাশীমাহাত্ম্যের মর্ম্মার্থ

ব্রহ্মপুরাণে উক্ত আছে—উত্তরে বরণা ও দক্ষিণে অসিনদীর মধ্যস্থলে পৃথিবীর বহির্ভাগে শূলোপরি কাশীক্ষেত্র বর্ত্তমান। বরণা ও অসির মধ্যবর্ত্তিতা নিবন্ধন ঐ ক্ষেত্রের বারাণসী নাম প্রথিত হইয়াছে। ক্ষেত্রপরিমাণ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দ্বিযোজন দীর্ঘ, দক্ষিণ-উত্তরে অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ।

যোগিনীতন্ত্রে হরগৌরী-সংবাদে উল্লেখ আছে— কাশী পঞ্চক্রোশব্যাপী, ব্রহ্মতেজোময়ী, বিস্তারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লক্ষিত হয়। এই তীর্থদর্শনে সকল ব্যক্তিরই অধিকার আছে। প্রলয়কালে যে স্থানে স্থাবরজঙ্গম বিশ্ব ভস্মীভূত হইয়াছিল, সে স্থান সর্ব্বজীবের লয় নিবন্ধন মহাশ্মশান নামে অভিহিত আছে। এ স্থানে প্রদীপ্ত তেজের মধ্যে মহাকালীর কেবলমাত্র মুখখানি দৃষ্টি-গোচর হয় বলিয়া এই স্থানকে মুনিগণ গৌরীমুখ বলিয়া থাকেন। হর বলিলেন, হে মহাদেবি! এই কাশীক্ষেত্র দেখিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়, সেই জন্য বেদবিদ্‌গণ কাশীর আনন্দ-কানন নাম দিয়াছেন। যেহেতু, আমি কখনই এই ক্ষেত্র ত্যাগ করি না, সে জন্য এই ক্ষেত্রের অপর নাম অবিমুক্তক্ষেত্র। স্ত্রী বা পুরুষ জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ যে কিছু অকার্য্য করে, তাহারা অন্ততঃ মনে মনেও অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাহাদের সে পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হয়। প্রয়াগ সর্ব্বতীর্থের প্রধান; কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্র তাহা হইতেও মহত্তর। কেন না, এ স্থানে অল্লায়াসেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মঘাতী, গোহন্তা, গুরু-তল্পগামী, স্বধর্ম্মত্যাগী, গচ্ছিত ধনের অপহারী, মায়া প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিগর্হিত-বৃত্তিজীবী ব্যক্তিও যদি আমার বারাণসীপুরীতে উপস্থিত হয়, তবে সংসার-রূপ দৃঢ় পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে। দেব-সিদ্ধপুরুষ-সেবিত আমার বারাণসীক্ষেত্রে মানব সুকৃতিবশে উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তি সকল সুরাসুরবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া অন্তকালে পরমপদ লাভ করিতে পারে। এই কাশীক্ষেত্রে যে সকল পুণ্যবান্ মদ্ভক্ত মানব সর্ব্বদা বাস করে এবং প্রতিদিন অনুরাগ-সহকারে পবিত্রদেহ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমাকে (বিশ্বনাথকে) দর্শন করে, সে সকল মানব শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে ভবযন্ত্রণাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ভীষণ জটিল মোহজাল ভেদ করত পরমমুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্রহ্মঘাতী কদাচিৎ অবিমুক্তক্ষেত্রে গমন করে, এই ক্ষেত্রপ্রভাবে তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপ দূরীভূত হয়। কাশীক্ষেত্রবাসী নর সদাযজ্ঞের, সদাদানের ও সদাতপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রে, হরিদ্বারে ও পুষ্করে বাস করিলে তাদৃশ সদ্গতি হয় না—যাহা কাশীক্ষেত্রবাসিগণের নির্দ্দিষ্ট আছে। কাশীবাসীর সর্ব্ববিধ তপস্যাই সিদ্ধ হয়। কাশীবাসী নর আমার তুল্য জানিবে। কাশীক্ষেত্রস্থিত দুষ্কর্ম্মকারীদিগের অঙ্গে ভস্মসাহায্যে ধূলিস্পর্শ হইলেও তাহারা পরমগতি লাভ করে। পৃথিবীমধ্যে এই একমাত্র তীর্থই স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ, এ স্থানে মৃত ব্যক্তি নিঃসংশয়ে মুক্তিলাভ করে। যোগী ব্যক্তি সহস্রজন্মব্যাপী সাধনার ফলে যাহা প্রাপ্ত হয়, এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি মরণের পর সেই মুক্তি পাইয়া থাকে। এ স্থানে বেদপারগামী ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে দাতা সদ্গতি পায় ও অগ্নির মত তেজস্বী হয়। কাশীক্ষেত্রে একটি পুষ্প দান দশসুবর্ণদানের সমকক্ষ, ধূপ ও দীপদান অগ্নিহোত্রযাগের ফলজনক। গোপ্রদান ভূমিদানতুল্য,বেশী কথা কি, এ স্থানে অধিবাসী মানব ধর্ম্ম, কাম, ও অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশে যাহা কিছু দান করে, তাহা অনন্ত ফলদানে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কাশীক্ষেত্রে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করায়, সে সৌত্রামণি যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হয়। অবিমুক্তক্ষেত্রে যাহারা শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা ও স্মরণ করে, তাহারা সকলপাপমুক্ত হয় ও লোকপূজ্য হয়, শত কোটি যুগেও তাহাদের আর জন্ম হয় না। স্কন্দপুরাণে কথিত আছে, এই স্থানে যে [illegible]র স্নানপূর্ব্বক তর্পণ ও বিধিমত শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃপুরুষকে তৃপ্ত করে, সে ব্যক্তি অতি দুষ্কৃতকার্য্যকারী হইয়াও নরক দর্শন করে না।

যোগিনীতন্ত্রে শিবদুর্গার সংবাদে উল্লিখিত আছে, পার্ব্বতী দেবী মহাদেবের নিকট কাশীক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আনন্দের কথা বর্ণনা করিলে মহাদেব বলিলেন, দেবি! আমি সতত জীবের মঙ্গল চিন্তা করত মুমূর্ষু ক্ষেত্রবাসীর কর্ণে তারকব্রহ্ম-নাম শুনাইয়া থাকি। যাহারা বারাণসীতে জলে, স্থলে, কিম্বা অন্তরীক্ষে দেহত্যাগ করে, আমি মৃত্যুকালে তাহাদের কর্ণে পরমব্রহ্ম মন্ত্র দিই। তাহারা আমার মন্ত্রোপদেশের ফলে সর্ব্বকর্ম্মমুক্ত হইয়া অচিরেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে। জীব মহাকালীপ্রসাদে [illegible]নোদয়বলে সুকৃত বা দুষ্কৃত সর্ব্বকর্ম্মের বন্ধন হইতে অব্যাহতি পায়। কাশীস্পর্শমাত্রে সকল বস্তুই তৎক্ষণাৎ কাশীস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে কাশীপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাশীতেই মুক্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন অগ্নিস্পর্শমাত্রে তুলা [illegible]শিকে ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করে, সেইরূপ মহাদেব জীবের কাশীপ্রাপ্তি-তেজঃস্পর্শমাত্রে সকল কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া

থাকেন। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ সকল প্রাণীই শুভাদৃষ্ট বশতঃ কাশীতে মরিলে মুক্তিলাভ করে। এই বারাণসী অনন্তশক্তিসম্পন্না। বিভিন্ন যুগে ইহার বিভিন্ন আকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে কাশী রত্নময়ী, ত্রেতায় স্বর্ণময়ী, দ্বাপরে শিলারূপা, কলিতে ভূমিময়ী হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবশতঃ একবার কাশী প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার তুল্য মূর্খ ও কুলাধম নাই। জীবের বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে কাশীলাভ ঘটে, সুতরাং একবার কাশী যাইলে আর প্রাণান্তেও কাশী ত্যাগ করিবে না। যদি কেহ অক্লেশে সংসারসাগর পার হইতে চাহে, তবে আমার পুরী বারাণসীতে গমন করুক্। সে স্থানে অন্নপূর্ণার দয়ায় অন্নের অভাব নাই, সরস্বতী বিদ্যাদান করিতেছেন, এবং আমি স্বয়ং মৃত্যুর পর মুক্তি দিয়া থাকি, এ বিষয়ে কোন মিথ্যা আশঙ্কা করিও না।

তীর্থবাসীর কর্ত্তব্য

ক্ষেত্রবাসিগণ প্রতিদিনই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক লিঙ্গদর্শনরূপ তীর্থযাত্রা করিবে, বিশেষতঃ পর্ব্বদিনে সর্ব্বতোভাবে যাত্রা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন দুই স্থানে যাত্রা করিবার চেষ্টা করিবে,—প্রথমতঃ গঙ্গাস্নান দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরদর্শন। কাশীবাসকালে যিনি বৃথা কাজে দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ সেই দিনই নিরাশ হইয়া পড়েন। কাশীতে থাকিয়া যিনি মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহার কালসর্পের দংশনে বা কালের দংশনে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিয়াছে। অপর স্থানে কৃত পাপ কাশীতে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বারাণসীধামে কৃত পাপের জন্য পিশাচত্ব লাভ হইয়া থাকে। কাশীকৃত পাপকর্ম্মের ভোগ কোটিকল্পেও সমাপ্ত হয় না। কিন্তু ঐ পাপভোগার্থ তিন অযুত বর্ষব্যাপী পিশাচযোনি লাভ হয়, এবং পিশাচাবস্থায় পুনঃ কাশীবাস করিয়া জ্ঞান লাভ করত মুক্তিলাভ করে।

কাশী-পদ্ধতি

কাশীপদ্ধতিতে সকল কার্য্যেই সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত দেশকালাদি কীর্ত্তন প্রভৃতি নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হয়। প্রথম দিবসে বারাণসীর সমীপবর্ত্তিনী বরণাতে সমুপস্থিত হইয়া নিখিলপাতক-ক্ষয়কামনায় স্নান ও তর্পণ

করিবে। পরে নিজ পাতকক্ষয় পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধিলাভকামনাতে অসি ও বরণার মধ্যবর্ত্তিনী বারাণসীতে প্রবেশ করত চক্রপুষ্করিণী ও মণিকর্ণিকাতে দশলক্ষসংখ্যক অশ্বমেধজনিত-ফলতুল্যফলপ্রাপ্তি-কামনাতে সচেল স্নান ও তদঙ্গ তর্পণ করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণবৃন্দকে প্রীত করিয়া নিম্নলিখিতরূপে মণিকর্ণিকায় স্নানের পূর্ব্বে ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ চতুর্ভুজা বিশালাক্ষী স্ফুরদ্ভানুবিলোচনা।
পশ্চিমাভিমুখী নিত্যং প্রবদ্ধকরসংপুটা॥
ইন্দীবরবতীং মালাং দধতী দক্ষিণে করে।
বরোত্থতকরে সব্যে মাতুলিঙ্গফলং শুভম্॥
কুমারীরূপিণী নিত্যং নিত্যং দ্বাদশবার্ষিকী।
শুদ্ধস্ফটিককান্তিশ্চ সুনীলস্নিগ্ধমূর্দ্ধজা॥
জিতপ্রবালমাণিক্য-রমণীয়-রদচ্ছদা।
প্রত্যগ্রকেতকীপুষ্প-লসদ্ধম্মিল্লমস্তকা॥
সর্ব্বাঙ্গমুক্তাভরণা চন্দ্রকান্ত্যংশুকাবৃতা।
পুণ্ডরীকময়ীং মালাং সশ্রীকাং বিভ্রতী হৃদি॥
ধ্যাতব্যানেন রূপেণ মুমুক্ষুভিরহর্নিশম্।
নির্ব্বাণলক্ষ্মীভবনং শ্রীমতী মণিকর্ণিকা॥"

এইরূপে ধ্যানান্তে "ওঁ মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথোপচারে শক্ত্যনুসারে মণিকর্ণিকার অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে অনেকজন্মজনিতমহাপাপক্ষয়কামনাতে গয়াপদ্ধতি-প্রণালীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান-তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক গঙ্গার অর্চ্চনা করিয়া আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি মহেশ্বর ইঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হয়। পরে ঢুণ্ডিরাজ বিনায়কসমীপে গমন পূর্ব্বক সামান্যপূজাপদ্ধতির প্রণালীলিখিত গণেশার্চ্চনাবিধানে পূজা করিবে। এই পূজায় আবাহনাদি নাই। অনন্তর ঘৃত ও সিন্দূর দ্বারা ঢুণ্ডিরাজকে লেপন পূর্ব্বক মোদকপঞ্চ নিবেদন করত তারকজ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানবাপীর জল স্পর্শ করিবে। পরে নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর ও মহাকালেশ্বর দর্শন ও অর্চ্চনাদি সমাপনান্তে পুনরায় দণ্ডপাণিসমীপে গিয়া শক্ত্যনুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। ইহাকেই পঞ্চতীর্থিকা কহে। ইহা প্রত্যহ কর্ত্তব্য। তৎপরে পূর্ব্বদিক্‌সংস্থিত মিত্রাবরুণনামক শিবলিঙ্গদ্বয় দর্শন ও তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্তিকামনায় বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিবে। অনন্তর তথায়

উপস্থিত হইয়া প্রথমে পাপক্ষয় কামনা পূর্ব্বক সংসারবন্ধন-মুক্তিকামনাতে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিবে এবং তৎপ্রীতিকামনায় সঙ্কল্প করত নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

এইরূপ ধ্যানান্তে "ওঁ বিশ্বেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে অথবা "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" শিবমন্ত্র দ্বারা সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে। এই পূজায় আবাহনাদি নাই। তৎপরে করপুটে নিম্নলিখিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ সমূহকে বিশ্বেশ্বরাত্মক চিন্তা করিবে, যথা—

"ওঁ সর্ব্বেষামেব লিঙ্গানাং মৌলিত্বং কৃত্তিবাসসঃ।
ওঙ্কারেশঃ শিখা জ্ঞেয়া লোচনানি ত্রিলোচনঃ॥
গোকর্ণভারভূতশৌ তৎকর্ণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।
ধর্ম্মেশমণিকর্ণীশৌ দ্বৌ করৌ দক্ষিণেতরৌ।
কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতিনির্ম্মলৌ।
জ্যেষ্ঠেশ্বরো নিতম্বশ্চ নাভির্বৈ মধ্যমেশ্বরঃ।
কপর্দ্দীশ-মহাদেবঃ শিরো ভূষা শ্রুতীশ্বরঃ।
চন্দ্রেশো হৃদয়ং তস্য আত্মা বীরেশ্বরঃ পরঃ।
লিঙ্গং তস্য তু কেদারঃ শুক্রং শুক্রেশ্বরং বিদুঃ।
অন্যানি যানি লিঙ্গানি পরঃ কোটিশতানি চ।
জ্ঞেয়ানি নখ লামানি বপুষো ভূষণান্যপি।
দ্বাবেতৌ দণ্ডিনৌ হস্তৌ নিত্যনির্ব্বাণদৌ হি তৌ।
জন্তুনামভয়ং দত্ত্বা পততাং মোহসঙ্গরে॥"

তদনন্তর গর্ভশূন্য দূর্ব্বা, শিবভক্তিলাভকামনায় সহস্র বা শত বিল্বপত্র, অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিকামনাতে মূলমন্ত্রশোধিত সংবিদা (সিদ্ধি) এবং অভীষ্টলাভ-কামনাতে স্বর্ণময় বিল্বপত্র দান করিতে হয়। পূজাবসানে নৃত্য, গীত, বাদ্য, গালবাদ্য, স্তব-কবচপাঠ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে হয়। পরে বিশ্রামবেদীতে বিশ্রাম করিবে। এই প্রকার অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরে গমন পূর্ব্বক অন্নপূর্ণাকে

প্রত্যক্ষ করিয়া প্রণামান্তে অন্নদুঃখনিবারণ-কামনায় ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥"

ধ্যানান্তে "হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ" ইত্যাদিরূপে প্রথমে বীজমন্ত্র উচ্চারণ, পরে দ্রব্যোল্লেখ, অতঃপর নিবেদন-মন্ত্র পাঠান্তে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে। তদনন্তর পূজাপ্রকরণোক্ত কুমারীপূজা, সামান্যতীর্থপদ্ধত্যুক্ত দান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত অবশিষ্ট কর্ম্ম তত্তল্লিখিত রীত্যনুসারে যথাক্রমে সম্পাদন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে কাশীবাসার্থ সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিপূর্ব্বক-শিবলোক-প্রাপ্তিকামো বারাণস্যাম্ ইয়ৎ-কালং বসতিমহং করিষ্যে।"

এইরূপে বাসসঙ্কল্প করিয়া তদ্দিনে উপবাসী থাকিবে। পরদিন প্রভাতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে সৌত্রামণি-যজ্ঞজন্যপুণ্যসম-পুণ্য-প্রাপ্তিকামনায় ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া দ্বিতীয়াদিদিনে কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অথবা প্রতি চতুর্দ্দশীতে তত্তৎতীর্থে স্নান, তত্তৎলিঙ্গের পূজা এবং মৌনভাবে যথাক্রমে চতুর্দ্দশ আয়তনে যাত্রা করিবে।

কাশীতে যাত্রা-বিধি

তীর্থবাসী ব্যক্তির নিকট সমস্ত স্থান পরিজ্ঞাত হইয়া প্রভাতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে সর্ব্বাগ্রে আদিত্য, দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, ঢুণ্ঢিরাজ, জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ইঁহাদিগকে দর্শন, প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় দণ্ডপাণি, বিশ্বেশ্বর এবং অন্নপূর্ণাদর্শনাদি করিবে। ইহার নাম নিত্যযাত্রা। ইহাকে পঞ্চতীর্থিকাও কহে। পরে সর্ব্বপাতকক্ষয়পূর্ব্বক-পুণ্যলাভকামনাতে প্রতিদিন অন্তর্গৃহযাত্রা করিতে হয়।

যাত্রার অগ্রে সিদ্ধিবিনায়কাদি বিনায়কপঞ্চ ও বিশ্বেশ্বরদর্শনাদি করিবে

এবং মূকভাবে নির্ব্বাণমণ্ডপে গিয়া নিয়মাবলম্বন করত মণিকর্ণিকাতে স্নান-তর্পণ করিবে ও মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শনাদি করিবে,"ওঁ কম্বলাশ্বতরাভ্যাং নমঃ" মন্ত্রে কম্বল ও অশ্বতরের অর্চ্চনা ও প্রণতি করিবে,অনন্তর বাসুকীশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব,ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর, সোমেশ্বর, মদালসেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, বরাহেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, কশ্যপেশ্বর, হরিকেশব, বৈদ্যনাথ, ধ্রুবেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষেপতড়াগ, কীকশেশ্বর,ভারভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর, ঘণ্টাদুর্গা, পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রকূপ, বীরেশ্বর, সঙ্কটাদেবী, বিদ্বেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, চিন্তামণিবিনায়ক, সেনাবিনায়ক, সীমাবিনায়ক, করুণেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী, ধর্ম্মেশ্বর, বিশ্ববাহক, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, সাক্ষীবিনায়কেশ্বর, ঈশানেশ্বর, চণ্ডী, চণ্ডীশ্বর, ভবানী, শঙ্কর, শুক্রকূপ, ঢুণ্ঢিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, হনূমৎ, পরাশরেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, অপ্সরেশ্বর, গঙ্গেশ্বর, জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, প্রমোদ, সুমুখ, দুর্মুখ, গণনাথ, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা, ইঁহাদিগকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে যে যে স্থানে স্নান করা সম্ভব, তত্তৎস্থানে স্নান ও তর্পণ করিবে।

অনন্তর মৌনভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবৎ যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভো॥"

পরে ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। কাশীখণ্ডে পাঠান্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে, প্রতিবর্ষেই এই যাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

তদনন্তর মাসে মাসে শুক্লপক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিতে বিশ্বব্রদ্ধিকা নবগৌরীযাত্রা, কুজবার-সমন্বিত চতুর্থী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কেবল চতুর্থীতে নিখিলবিঘ্নবিদূরণার্থ ষট্পঞ্চাশৎবিনায়কযাত্রা, ঋষিপঞ্চমী বা কেবল পঞ্চমী তিথিতে ও বিশেষযোগে নিখিলধর্ম্মপুণ্য-প্রাপ্ত্যর্থ সপ্তর্ষিযাত্রা, ভানুবারসমন্বিতা শুক্লা সপ্তমী বা কেবল রবিবাসরে সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ার্থ দ্বাদশাদিত্যযাত্রা;

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, কুজবার ও ভানুবাসরে ক্ষেত্রকৃতপাতকনাশার্থ অষ্টমহাভৈরব-যাত্রা ; অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, কুজবার ও নবরাত্রে বিঘ্নক্ষয় ও সুমতিলাভার্থ নবদুর্গাযাত্রা, দুর্গাকুণ্ডে স্নান এবং বলিদানাদি উপচার দ্বারা দুর্গাদেবীর অর্চনা করিবে। এতদ্ব্যতীত বসন্তাদি ঋতুতে সর্ব্বযাত্রাফলপ্রাপ্তিকামনায় সপ্তপুরী-যাত্রা, প্রত্যেক মাসে ক্ষেত্রোচ্চাটনভয়পরিহারার্থ একাদশ মহারুদ্রযাত্রা, চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবলোকলাভার্থ প্রণবেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, মুক্তি-কামনায় অমৃতেশ্বরাদি মহালিঙ্গযাত্রা,মৎস্যোদরীতীর্থে যথাবিধি স্নান ও তর্পণ, কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে শৈলেশ্বরাদি চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গযাত্রা, সহস্র অপরাধ-মার্জ্জনকামনায় চতুর্থী তিথিতে অষ্টমহালিঙ্গযাত্রা, কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে চতুঃষষ্টি যোগিনীযাত্রা ও পঞ্চতীর্থযাত্রা, ক্ষেত্রকৃতপাতকনাশ ও বারাণসীবাস-ফললাভকামনায় উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে কাশীপ্রদক্ষিণরূপা পঞ্চদশীযাত্রার অনুষ্ঠান কবিবে।

অতঃপর কাশীধামের মাসিক যাত্রাদি নিরূপিত হইতেছে।—চৈত্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথিতে বর্ষব্যাপিসুখকামনায় চতুঃষষ্টিযোগিনী-যাত্রা, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ও সোমবারে সপ্তজন্মকৃতপাপনাশার্থ কেদারযাত্রা, শুক্লা প্রতিপদে নবজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ নবদুর্গাযাত্রা, দুর্গাকুণ্ডে স্নান, শুক্লা দ্বিতীয়ায় চিত্রঘণ্টাদেবীযাত্রা, শুক্লা তৃতীয়ায় সৌভাগ্যলাভার্থ মঙ্গলা-গৌরীযাত্রা, সকলমনোরথসিদ্ধ্যর্থ বিশ্ববাহুক ও আশাবিনায়কযাত্রা, শুক্লা অষ্টমীতে বর্ষব্যাপিসুখকামনায় অন্নপূর্ণাযাত্রা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণজনিত ফলকামনায় অন্নপূর্ণাপ্রদক্ষিণ, একবিংশতিকুলোদ্ধারকামনায় মধ্যমেশ্বর-যাত্রা ও মন্দাকিনীযাত্রা, শুক্লা নবমীতে ধর্ম্মলাভার্থ রামতীর্থযাত্রা, শুক্লা ত্রয়োদশীতে সর্ব্বকামদাত্রী কামেশ্বরযাত্রা, শুক্লা চতুর্দ্দশীতে পশুযোনি-বারণকামনায় পশুপতীশ্বরযাত্রা, পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থ চন্দ্রকূপ ও চন্দ্রে-শ্বরযাত্রা, যাতনানাশার্থ কেদারযাত্রা ও কাশী:সফলদাত্রী হংসতীর্থযাত্রা এবং কৃত্তিবাসেশ্বরযাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

বৈশাখমাসে—শুক্লা তৃতীয়াতে প্রমাদকৃত-পাতকপরিহারার্থ ত্রিলোকেশ্বর-যাত্রা, আয়ু ও আরোগ্যলাভার্থ পরশুরামতীর্থযাত্রা, শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সর্ব্বতীর্থ-ফলদাত্রী মৎস্যোদরীতীর্থযাত্রা, ভুক্তিমুক্তিদায়িনী প্রণবেশ্বরযাত্রা, সংসারভয়-নিবারণার্থ নৃসিংহযাত্রা এবং পূর্ণিমাতে সুসন্তানলাভকামনায় বীরতীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য।

জ্যৈষ্ঠমাসে—শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্য্যন্ত সর্ব্বযজ্ঞফললাভার্থ দশাশ্বমেধযাত্রা, দ্বিতীয়াতে জন্মভয়নিবারণার্থ রুদ্রসরোবরযাত্রা, চতুর্থী ও চতুর্দ্দশীতে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ জ্যেষ্ঠবিনায়কযাত্রা, অষ্টমীতে সৌভাগ্যলাভার্থ জ্যেষ্ঠবাপীযাত্রা ও জ্যেষ্ঠগৌরীযাত্রা, দশমীতে দশজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনায় দশাশ্বমেধতীর্থ ও দশাশ্বমেধেশ্বর যাত্রা, সহস্রজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ গঙ্গেশ্বরযাত্রা ও মুক্তিলাভার্থ গঙ্গাপূজা, চতুর্দ্দশীতে শতজন্মকৃতপাপবিনাশার্থ জ্যেষ্ঠেশ্বরযাত্রা, পূর্ণিমাতে সর্ব্বতীর্থদানফললাভার্থ গঙ্গাসাগরযাত্রা এবং অসিসঙ্গমে ত্রিবিক্রম, অসিমাধব ও অমরেশ্বরের পূজা করিবে।

আষাঢ়মাসে—পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বপাপনিবৃত্ত্যর্থ আষাঢ়ীশ্বরযাত্রা, সপ্তকুলোদ্ধারকামনায় ঘণ্টাকর্ণতীর্থযাত্রা ও ব্যাসকুণ্ডযাত্রা করা কর্ত্তব্য।

শ্রাবণমাসে—শুক্লা পঞ্চমীতে নাগভয়নিবারণার্থ বাসুকীশ্বরযাত্রা এবং বাসুকীশ্বর ও কর্কোটকের পূজা, চতুর্দ্দশীতে অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ আদিমহাদেবযাত্রা, রবিবারে বৃদ্ধকালযাত্রা, সোমবারে কেদারেশ্বরযাত্রা, কুজবারে কামাখ্যাযাত্রা, কর্কটসংক্রমে শঙ্খোদ্ধারতীর্থযাত্রা ও দ্বারবতীতীর্থযাত্রা করিবে।

ভাদ্রমাসে—শুক্লা ষষ্ঠীতে কল্পকৃতপুণ্যলাভকামনায় লোলার্কযাত্রা, তথায় স্নান ও সূর্য্যপূজা, পূর্ণিমাতে ভৈরবীযাতনানিবৃত্ত্যর্থ কুলস্তম্ভযাত্রা ও তথায় অন্নদান, কৃষ্ণা তৃতীয়াতে কাশীবাসফললাভার্থ বিশালাক্ষীতীর্থযাত্রা, দ্বাদশীতে বিষ্ণুপাদোদকতীর্থযাত্রা ও বামনাদি কেশবার্চ্চন কর্ত্তব্য।

আশ্বিনমাসে—শুক্লপক্ষে নবরাত্রে নবজন্মকৃতপাপক্ষয়ার্থ দুর্গাকুণ্ডযাত্রা, দুর্গাবিনায়কযাত্রা, সকলমনোরথসিদ্ধার্থ বিশ্ববাহুকযাত্রা, বর্ষব্যাপী বিঘ্নহরণার্থ চতুঃষষ্টিযোগিনীযাত্রা, কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে সৌভাগ্যলাভার্থ ললিতাযাত্রা, বিবিধভোগপ্রাপ্ত্যর্থ ললিতার্চ্চন এবং তথায় ধনধান্যলাভার্থ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে ভোজন করাইয়া পৃথিবীপ্রদক্ষিণজনিত-ফলপ্রাপ্তিকামনায় ললিতাদেবীকে প্রদক্ষিণ করত সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থ নলকূবর দর্শন করিবে।

কার্ত্তিকমাসে—শুক্লা অষ্টমীতে সর্ব্বধর্ম্মকৃতপুণ্যলাভার্থ ধর্ম্মেশ্বরযাত্রা ও ধর্ম্মকূপযাত্রা, শতবর্ষ-তপঃকৃত-পুণ্যলাভার্থ পঞ্চগঙ্গাযাত্রা, বিন্দুমাধবপূজন, হোম, দান এবং চতুর্দ্দশীতে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধ্যর্থ বিশ্বেশ্বরযাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

মার্গশীর্ষমাসে—শুক্লা একাদশীতে কলিভয় ও কালভয়বারণার্থ কালমাধবযাত্রা, চতুর্দ্দশীতে তীর্থপ্রতিগ্রহদোষনিবৃত্ত্যর্থ পিশাচমোচনতীর্থযাত্রা, পৌর্ণমাসীতে সংসাররোগমুক্ত্যর্থ ভৃগুকেশবযাত্রা ও নগরপ্রদক্ষিণযাত্রা, কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে

ও সপ্তমীতে বর্ষাবধিকৃতপাপনাশার্থ লোলার্কযাত্রা, অষ্টমীতে কালভয়বিনাশার্থ কালকূপযাত্রা ও কালভৈরবযাত্রার অনুষ্ঠান করিবে।

পৌষমাসে—কাশীবাসফললাভার্থ রবিবারে উত্তরার্কযাত্রা ও নরনারায়ণ-যাত্রা, নরনারায়ণতীর্থে স্নান ও বদরিকাশ্রমতীর্থযাত্রার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

মাঘমাসে—শুক্লা চতুর্থীতে সংবৎসরসুখলাভার্থ ও কাশীবাসফললাভকামনায় ঢুণ্ঢিবিনায়কযাত্রা করিয়া ঐ ঢুণ্ঢিরাজকে তিলমোদক নিবেদন করত নিজেও মোদক ভক্ষণ করিবে। সপ্তমীতে সপ্তজন্মকৃতদুরিতক্ষয়ার্থ কেশবাদিত্যযাত্রা, মাঘমাসনিমিত্তক-প্রয়াগস্নানজন্যফলপ্রাপ্ত্যর্থ প্রয়াগতীর্থযাত্রা, প্রয়াগমাধবযাত্রা ও প্রয়াগেশ্বরযাত্রা, কৃষ্ণা চতুর্থীতে বর্ষব্যাপিসুখপ্রাপ্তিকামনায় নবকুণ্ডযাত্রা, মোদকদান এবং চতুর্দ্দশীতে কাশীবাসফললাভার্থ অবিমুক্তেশ্বরযাত্রা করিবে।

ফাল্গুনমাসে—কৃষ্ণপক্ষীয়া দ্বাদশীতে কাশীবাসফললাভার্থ কাশীদেবীযাত্রা, চতুর্দ্দশীতে স্ত্রীরত্নাদিপ্রাপ্তিকামনায় রত্নেশ্বরযাত্রা, সর্ব্বধর্ম্মলাভার্থ হংসতীর্থযাত্রা ও কৃত্তিবাসেশ্বরযাত্রা, প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সিদ্ধ্যর্থ যথাক্রমে চতুর্দ্দশমহালিঙ্গযাত্রা, অমাবস্যাতে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধ্যর্থ চন্দ্রকূপ-যাত্রা এবং পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বধর্ম্মলাভার্থ নৈমিষারণ্যতীর্থযাত্রা কর্ত্তব্য।

কাশীর যোগযাত্রাদি

কৃষ্ণপক্ষীয়া অষ্টমীতিথিতে বৃহস্পতিবার, পুষ্যানক্ষত্র ও ব্যতীপাতযোগ হইলে জ্ঞানবাপীযাত্রা করিবে, উহা দ্বারা কোটিগয়াশ্রাদ্ধজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত চতুর্দ্দশীতে কোটিলিঙ্গার্চ্চনফল-প্রাপ্তিকামনায় রুদ্রাবাসযাত্রা, কুজবারযুক্ত অমাবস্যাতে এক শত এক পুরুষের উদ্ধারার্থ কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ, চতুর্দ্দশী ও ভরণীনক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারে গয়াশ্রাদ্ধ-জনিতফলসমফলকামনায় যমতীর্থে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, মঙ্গলবারযুক্ত অষ্টমীতে কালিভয় ও কালভয়নিবৃত্ত্যর্থ ভৈরবীতীর্থে স্নান ও ভৈরবার্চ্চন, অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে গয়াশ্রাদ্ধফলসমফললাভার্থ কপিলধারাতে বা ঋণত্রয়মোচনার্থ চন্দ্রকূপে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, সিংহস্থ গুরুতে ত্র্যম্বকেশ্বরযাত্রা, প্রতি নবমীতে সেতুবন্ধযাত্রা ও রামেশ্বরযাত্রা, রবিবারে সর্ব্বরোগ-নিবৃত্ত্যর্থ লোলার্কযাত্রা ও আরোগ্যার্থ অর্কবিনায়কযাত্রা, সোমবারে কাশীবাসফললাভার্থ করুণেশ্বরযাত্রা, চতুর্থীযুক্ত মঙ্গলবারে গৃহবাধানিবৃত্ত্যর্থ

অঙ্গারকেশ্বরযাত্রা, বুধবারে ও বুধাষ্টমীতে সুবুদ্ধিলাভার্থ বুধেশ্বরযাত্রা, পুষ্যাযুক্ত গুরুবারে মহাপাপক্ষয়ার্থ বৃহস্পতীশ্বরযাত্রা, শুক্রবারে সুসন্তান-কামনায় শুক্রেশ্বরযাত্রা, শুক্লপক্ষের শুক্রবারে সঙ্কটাযাত্রা, শনিবারে শনিবাধাবিনাশার্থ শনৈশ্চরেশ্বরযাত্রা, শনিবার প্রদোষকালে ইচ্ছাকৃত-পাপক্ষয়ার্থ কামেশ্বরযাত্রা, অনেকজন্মসঞ্চিত-পাপনিবৃত্ত্যর্থ কাশীতে উত্তর-দিক্‌যাত্রা ও সাযুজ্যমুক্তিলাভার্থ দক্ষিণদিক্‌যাত্রা করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লিঙ্গ যথাসম্ভব দর্শন, তত্রত্য যাবতীয় কূপ, বাপী ও হ্রদে স্নান-তর্পণ এবং প্রয়াগেশ্বর-সন্নিধানে স্নান, তথায় প্রয়াগমুণ্ডনফলপ্রাপ্ত্যর্থ মস্তকমুণ্ডন ও প্রয়াগেশ্বরদর্শনাদি করিবে। তৎপরে কাশীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কাশীকৃত্য শেষ করিতে হয়।

চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম

গজাননা সিংহমুখী গৃধ্রাস্যা কাকতুণ্ডিকা। উষ্ট্রগ্রীবা হয়গ্রীবা বারাহী শরভাননা। উলূকিকা শিবারাবা ময়ূরী বিকটাননা। অষ্টবক্রা কোটরাক্ষী কুব্জা বিকটলোচনা। শুষ্কোদরী ললজ্জিহ্বা শ্বদংষ্ট্রা বানরাননা। ঋক্ষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহত্তুণ্ডা সুরাপ্রিয়া। কপালহস্তা রক্তাক্ষী শুকী শ্যেনী কপোতিকা। পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা। শিশুঘ্নী পাপহন্ত্রী চ কালী রুধিরপায়িনী। বসাধয়া গর্ভভক্ষা শবহস্তান্ত্রমালিনী। স্থূলকেশী বৃহৎকুক্ষিঃ সর্পাস্যা প্রেতবাহকা। দন্দশূককরা ক্রৌঞ্চী মৃগশীর্ষা বৃষাননা। ব্যাত্তাস্যা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণোর্দ্ধদৃক্। তাপনী শোষণী দৃষ্টিঃ কোটরী স্থূলনাসিকা। বিদ্যুৎপ্রভা বলাকাস্যা মার্জ্জারী কটপূতনা। অট্টাট্টহাসা কামাক্ষী মৃগাক্ষী মৃগলোচনা। নামানীমানি যো মর্ত্ত্যশ্চতুঃষষ্টিং দিনে দিনে। জপেৎ ত্রিসন্ধ্যং তস্যেহ দুষ্টবাধা প্রশাম্যতি।

সংক্ষিপ্ত কতিপয় লিঙ্গস্থান ও মাহাত্ম্য

কাশীধামে শিবলিঙ্গ সকলই তীর্থ বলিয়া খ্যাত। ঐ লিঙ্গরূপ তীর্থ সম্পর্কে জলাশয়ের নামও তীর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক, শিব ও গণেশাদি যাবতীয় দেবমূর্ত্তিই শিবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত এবং যে যে স্থানে

ঐ শিবলিঙ্গ অবস্থিত, তাহাও তীর্থ। বারাণসীতে মহাদেবই (বিশ্বনাথ) মহাতীর্থ। বিশ্বনাথের উত্তরে কাশীক্ষেত্রের পূর্ব্বোত্তরভাগে এক কূপ আছে, ঐ কূপদর্শনে পশুপাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তৎপশ্চাতে বারাণসী তীর্থ। বিশ্বনাথের পূর্ব্বদিকে গোপ্রেক্ষ-লিঙ্গ, তদ্দর্শনে গোদানফল হয়। গোপ্রেক্ষলিঙ্গের দক্ষিণে দধীচীশ্বরলিঙ্গ বর্ত্তমান, তদ্দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল পাওয়া যায়। তাঁহার দক্ষিণে অত্রীশ্বরলিঙ্গ, তদ্দর্শনে বিষ্ণুপদ লাভ হয়। গোপ্রেক্ষের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে বিজ্বরেশ্বরলিঙ্গ, ইঁহাকে পূজা কবিলে জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বদিকে বেদেশ্বর, তদ্দর্শনে চতুর্ব্বেদপাঠের ফল হইয়া থাকে। বেদেশ্বরের উত্তরে আদিকেশব আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে আর ত্রিভুবনের কোনও তীর্থ দর্শন কবিতে হয় না। তাঁহার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সঙ্গমেশ্বর দর্শন করিয়া মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে চতুর্ম্মুখ প্রয়াগ-লিঙ্গ শিব আছেন, সেই স্থানে গৌরীমূর্ত্তি বিরাজমানা, তাঁহার সহিত প্রয়াগ-শিবকে অর্চ্চনা করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। কাশীর উত্তরে বরণা নদীর পূর্ব্বতটে কুন্তীশ্বর লিঙ্গ, তাঁহার পূজাকারী ব্যক্তির বংশোজ্জ্বল পুত্র জন্মে। কুন্তীশ্বরের উত্তরে কাপিল হ্রদ তীর্থ, উহাতে স্নান ও বৃষভধ্বজের পূজায় রাজসূয়যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পূর্ব্বপুরুষগণ রৌরবাদি নরকোত্তীর্ণ হইয়া পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত গোপ্রেক্ষ তীর্থের উত্তরে আনন্দয়েশ্বর লিঙ্গ, তাঁহাকে দর্শন করিলে রমণীগণ পাতিব্রত্যফল লাভ করে। উক্ত লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে সিদ্ধিবিনায়ক, তিনি দর্শনকারীর সিদ্ধিদাতা। তৎপশ্চিমে হিরণ্যকশিপু লিঙ্গ ও হিরণ্যকূপ বর্ত্তমান। তদ্দর্শনে হিরণ্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে মুণ্ডাসুরেশ্বর লিঙ্গ, তিনি সিদ্ধিদায়ক। গোপ্রেক্ষের নৈর্ঋতে বৃষভেশ্বর। মহাদেবের (বিশ্বনাথের) পশ্চিমে স্কন্দেশ্বর লিঙ্গ, ইঁহার পূজায় শিবসালোক্যপ্রাপ্তি হয়। তৎপার্শ্বে শাখেশ, বিশাখেশ, নৈগমেয়েশ্বর ও নন্দীশ্বর প্রভৃতি প্রমথগণ অবস্থিত। তদ্দর্শনে গণসালোক্যলাভ হয়। নন্দীশ্বরের পশ্চিমে শিলাদেশ্বর, তিনি জীবের কুবুদ্ধিহারক। তথায় দর্শনকারীর বলপ্রদ হিরণ্যাক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ বিরাজমান। তদ্দক্ষিণে অট্টহাস্য লিঙ্গ, তদুত্তরে প্রসন্নবদনেশ লিঙ্গ, ভক্ত তদ্দর্শনে প্রসন্নবদন হয়। প্রসন্নবদনের উত্তরে প্রসন্নোদ নামক কুণ্ড আছে। উহা স্নানকারীর চিত্তনৈর্ম্মল্য দান করিয়া

থাকে। অট্টহাসলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্র ও বরুণ নামক লিঙ্গদ্বয়—যাঁহারা মহা-পাতকনাশক ও মিত্রাবরুণলোকদানকারী। অট্টহাসের নৈর্ঋতে বৃদ্ধবাসিষ্ঠ লিঙ্গ, তিনি পূজাকারীর জ্ঞানদাতা। তৎসমীপে বিষ্ণুলোকদাতা কৃষ্ণেশ্বর লিঙ্গ। তদ্দক্ষিণে যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর, তিনি ব্রহ্মতেজোবৃদ্ধিকারী। তৎপশ্চিমে প্রহ্লা-দেশ্বর, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহমানসে স্বয়ং শিব সে স্থানে লীন হইয়াছেন, এ কারণ স্বলীন-নামধারী লিঙ্গ তৎপূর্ব্বে অবস্থিত। তৎপূর্ব্বে বৈরোচনেশ্বর। তদুত্তরে বলীশ ও বাণেশলিঙ্গ বিরাজমান। তাঁহাকে পূজা করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে বিদ্যেশ্বর লিঙ্গ, যাঁহার অর্চ্চনায় সর্ব্ববিদ্যালাভ হয়। চন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে বীরে-শ্বর, যিনি সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ক। বীরেশ্বরের উত্তরে বিকটা দেবী ও পঞ্চমুদ্র নামে মহাপীঠ। ঐ মহাপীঠে জপ করিলে মন্ত্র অচিরেই সিদ্ধি লাভ করে। সেই পীঠের বায়ুকোণে সগরেশ্বর, তৎপূজায় অশ্বমেধফল। তাহার ঈশানকোণে কালীশ্বর লিঙ্গ, যিনি তির্য্যগ্‌যোনিনিবারক। তদুত্তরে সুগ্রীবেশ। সেই স্থানেই ব্রহ্মচর্য্যফলপ্রদ হনুমদীশ্বরলিঙ্গ। তথায় মহাবুদ্ধিপ্রদ জাম্ববদীশ্বর ও গঙ্গার পশ্চিমতটে আশ্বিনেয়েশ্বর এই শিবলিঙ্গদ্বয় বিরাজ করিতেছেন। আশ্বিনেয়েশ্বরের উত্তরাংশে ভদ্রহ্রদ, ইহা গোদুগ্ধে পরিপূর্ণ, সহস্র কপিলা-ধেনুদানে যে ফল হয়, ভদ্রহ্রদে স্নান করিলে তাহা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথিতে স্নান করিলে অশ্বমেধক্রিয়ার ফল হয়। উক্ত হ্রদের পশ্চিমতীরে ভদ্রেশ্বর, তদ্দর্শনে গোলোকপ্রাপ্তি হয়। ভদ্রেশ্বরের নৈর্ঋতকোণে উপশান্ত শিব, ইঁহার স্পর্শে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদুত্তরে চক্রেশ্বর, যিনি শতযোনি-প্রাপ্তির নিবারক। চক্রেশ্বরের উত্তরে চক্রহ্রদ, ইহাতে স্নান করিয়া ও চক্রেশ্বরকে পূজা করিয়া জীব শিব-লোকে গমন করে। চক্রহ্রদের নৈর্ঋতে শূলেশ্বর। পূর্ব্বে ভগবান্ মহাদেব স্নান করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে শূল প্রাথিত করেন, সে কারণ সে স্থানে একটি হ্রদ সঞ্জাত হইয়াছে, ঐ হ্রদে স্নান করিয়া শূলেশ্বর দর্শন করিলে মনুষ্য সংসার-গহ্বর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। তৎপূর্ব্বে নারদ কর্ত্তৃক স্থাপিত নারদেশ্বর আছেন, পূর্ব্বে নারদ ঐ স্থানে সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া একটি কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন, ঐ কুণ্ডে স্নান ও নারদেশ্বরকে দর্শন করিলে সংসার-সাগর পার হইতে পারা যায়। নারদেশ্বরের পূর্ব্বভাগে বভ্রাতকেশ্বরলিঙ্গ, তৎসম্মুখে তাম্রকুণ্ড অবস্থিত, তাহাতে স্নান করিলে আর গর্ভযন্ত্রণাভোগ

করিতে হয় না। তাহার বায়ুকোণে বিঘ্নহর্ত্তা নামক গণেশ ও বিঘ্নহর কুণ্ড আছে। ইহার উত্তরে অনারকেশ্বর লিঙ্গ ও অনারকেশ্বর কুণ্ড অবস্থিত। ঐ কুণ্ডের উত্তরে বরণার তটে বরণেশ্বর লিঙ্গ। ঐ স্থানে অক্ষপাদ শৈব সশরীরে সিদ্ধি লাভ করেন। পশ্চিমে শৈলেশ্বর নামক মুক্তিপ্রদ লিঙ্গ, তদ্দক্ষিণে নিত্য-সিদ্ধিদাতা কোটীশ্বর নামক লিঙ্গ ও কোটিতীর্থ হ্রদ, এই হ্রদে স্নান ও কোটীশ্বরের পূজাকারী ব্যক্তি কোটি গোপ্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। কোটীশ্বরের অগ্নিকোণে মহাশ্মশান স্তম্ভ, সেই স্তম্ভে উমাদেবীসহ ভগবান্ মহারুদ্র বিরাজমান। ঐ স্তম্ভ অলঙ্কৃত করিলে রুদ্রপদলাভ হয়। এই স্থানে কপালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তৎসমীপে কপালমোচন নামক তীর্থ, ইহাতে স্নানকারী অশ্বমেধফলভাগী হন। কাশীস্থ অন্যান্য লিঙ্গস্থান ও মাহাত্ম্য তীর্থ-মাহাত্ম্য পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য

ষষ্টি সহস্র ধনুর্দ্ধর যক্ষ নিত্যই গঙ্গাকে পাপিস্পর্শ হইতে রক্ষা করেন, সূর্য্যদেব স্বয়ং যমুনাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং রক্ষার্থ সদা উপস্থিত আছেন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রয়াগমণ্ডলে সততই প্রহরিরূপে বিরাজমান। প্রয়াগতীর্থ স্মরণ করিলে অল্পমাত্রায় পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দর্শনে, স্পর্শনে ও মৃত্তিকালেপনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যদি ব্যাধিগ্রস্ত কিম্বা হীন জাতি অথবা ক্রুদ্ধাবস্থায় কোন ব্যক্তি প্রয়াগে দেহ ত্যাগ করে, তবে সে বহুকাল স্বর্গে পরমানন্দে বাস করে।

প্রয়াগ-পদ্ধতি

প্রয়াগে নিত্য সপ্ততি কোটি তীর্থের সান্নিধ্য বর্ত্তমান, ত্রিভুবনে সকল তীর্থে স্নান ও বেদবিদ্যালাভে যে পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, প্রয়াগে স্নান করিলে তৎসমস্তই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বদিন পূর্ব্বদিক্‌স্থিত গৌতমাশ্রমের পূর্ব্বভাগে বসতি করত প্রয়াগ-গমনদিবসে প্রভাতে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাধান্তে প্রয়াগসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রয়াগমণ্ডলভূম্যধিকরণকমৎকর্ত্তব্য-পদচার-সমসংখ্যকাশ্বমেধ-জন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ প্রয়াগপুরপ্রবেশপূর্ব্বক-তদ্‌ভূম্যধিকরণক-গমনমহং করিষ্যে।"

এইরূপে প্রবেশসঙ্কল্প করিয়া প্রয়াগে প্রবেশ পূর্ব্বক পবিত্রভাবে প্রথমতঃ বেণীতে গমন করিবে। তথায় সামান্যতীর্থপদ্ধতিপ্রোক্ত বিধানে যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। তন্মধ্যে বেণীতে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করত স্নান করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা রাজসূয়াশ্বমেধজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামো বিষ্ণুপুরগমনকামো বা পাপক্ষয়কামো বা গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।"

মাঘমাসে প্রয়াগক্ষেত্রে ষাট্‌হাজার ষাট্‌শত তীর্থের সমাবেশ হয়, এ কারণ মাঘে প্রয়াগস্নান বিশেষ ফলপ্রদ। তৎকালে নিম্নলিখিত বাক্যে স্নান করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কুরুক্ষেত্রাধিকরণক-সূর্য্যগ্রহণকালীন-ব্রাহ্মণসম্প্রদানক-সুবর্ণভারসহস্র-দানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।"

শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাস্নানে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অপুনরাবৃত্তিকামো নিবৃত্তিস্নানমহং করিষ্যে"

এইরূপ কিল্বিষবিমুক্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তিকামনায় গঙ্গাযমুনার মধ্যেও স্নান করিতে হয়। অনন্তর সামান্যতীর্থপদ্ধতিপ্রোক্ত বিধানে সমুদায় কার্য্য শেষ করিবে। পরে বেণীমাধবাদি তীর্থদেবতার অর্চ্চনাদি করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করত গঙ্গাতীরে বসিয়া মস্তকমুণ্ডন করিবে। এই ভাবে বসিয়া মুণ্ডন করিবে যেন ছিন্নকেশ আপনা হইতেই গঙ্গাজলে পতিত হয়। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা গঙ্গায়াং পতিষ্যৎ-যাবচ্ছেদনীয়লোম-সমসংখ্যবহুবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামো গঙ্গায়াং কেশবাপনমহং করিষ্যে।"

প্রয়াগতীর্থে পুরুষগণ সর্ব্বকেশ-লোমমুণ্ডন করিবে। সধবাগণ কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুলী পরিমাণ কেশ ছেদন করিবে না, সর্ব্বজাতির সমস্ত মস্তক মুণ্ডনই কর্ত্তব্য, এ কারণ সধবা স্ত্রীলোকের প্রয়াগে গমন না করাই উচিত। যে ব্যক্তি প্রয়াগে যাইয়া মুণ্ডন না করে, সে কোটি কল্প রৌরব নরকে বাস করে। সমর্থ হইলে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে সবৎসা গোদান করিবে, তৎসঙ্কল্প যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্‌গোবৎসোভয়ো রোমসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-মহিতত্ব-নরকাদর্শনপূর্ব্বক-সকল-পুত্র-দার-ভৃত্য-পরিত্রাণ-বহুবিধঘোর-মহাপাতক-সংক্রমত্রাণকাম ইমাং সাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং সবৎসাং গাং রুদ্রদেবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

প্রয়াগতীর্থে স্বর্গলাভ বা ব্রহ্মলোকলাভকামনায় তীর্থোপবাস কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী হইয়া একমাস বাস ও পিতৃতর্পণ করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। অন্যান্য সমুদয় কার্য্য সামান্যতীর্থপদ্ধতির বিধানে করিবে।

দ্বিতীয়াদিদিনকৃত্য

পরদিন প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কম্বলাশ্বতরের পূর্ব্বদিকে যমুনার উত্তরতীরে ঋণমোচনাখ্য তীর্থে গমন করিবে। তথায় অখিলঋণবিমুক্তি-কামনায় স্নান ও তর্পণ সমাধা করিবে। পূর্ব্ব দশপুরুষ ও পরবর্ত্তী দশপুরুষের উদ্ধারকামনায় যমুনার উত্তরতীরে কম্বলাশ্বতরসন্নিধানে যমুনাকূলরূপ মহাদেব-সমীপে উপস্থিত হইবে। ঐ স্থানে সর্ব্বপাতকমোচনকামনায় মহাদেবসন্নিধানে যমুনাতে স্নান-তর্পণ ও যমুনার সলিল পান করিয়া কম্বল ও অশ্বতর, মহাদেব ও যমুনা, ইঁহাদের পূজা ও নমস্কারাদি করিবে। তৎপরে অপরাপর দিবসে চতুর্ব্বেদাধ্যয়নজন্য, সত্যবাদিতাজন্য ও অহিংসাজনিত ফলের তুল্যফল কামনা করিয়া বাসুকিসমীপে দশাশ্বমেধিকস্থলে যাইবে। তথায় অশ্বমেধ-যজ্ঞজনিতফলের সমানফল, ধনাঢ্যত্ব, রূপ, দক্ষতা, দাতৃত্ব ও ধার্ম্মিকত্ব কামনা করিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে। ঐ স্থানেই অশ্বমেধসমফলপ্রাপ্তিকামনায় প্রজাপতিবেদী ভোগবতীতে স্নান-তর্পণ করিতে হয়। তদনন্তর ব্রহ্মচর্য্যরত ও জিতক্রোধ হইয়া গঙ্গার পূর্ব্বকূলে প্রতিষ্ঠাননগরস্থ সমুদ্রকূপে গমন করিবে। ঐ স্থানে সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞজন্য-পুণ্যপ্রাপ্তির কামনায় ত্রিরাত্র

বাস করিয়া সেই নগরের উত্তরে গঙ্গার পূর্ব্বে হংসপ্রপতননামক কুণ্ডসমীপে গমন করিবে। তথায় অশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি এবং যত দিন চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকে, তাবৎ স্বর্গবাসকামনায় স্নান-তর্পণ করিবে। তদনন্তর অক্ষয়-বটসমীপে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্ত্র দ্বারা অক্ষয়বটের নিকট প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয়বটায় তে॥
ওঁ নমোঽব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ॥
ওঁ অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥"

প্রার্থনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া পূজা ও প্রণাম করিবে। পরে সপ্তকুল-পবিত্রীকরণকামনায় প্রয়াগমণ্ডলাবচ্ছিন্নযমুনায় স্নান ও যমুনার সলিল পান করিতে হয়। যমুনাতে পূর্ণ একমাস স্নান করিতে হইলে সঙ্কল্পে সর্ব্বপাপ-মোচন পূর্ব্বক পরমপদলাভ কামনা, মাঘমাস ব্যাপিয়া স্নান করিলে তত্তল্লোকা-ধিকরণকচক্রিলীনত্ব কামনা কবিবে। মাঘমাসে কেবলমাত্র প্রয়াগাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাস্নানে স্বর্গভূম্যন্তরীক্ষাধিকবণক-কোটিতীর্থ-স্নান-জন্য-ফল-সমফল, সৌরমাসে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানে—গজপতি-মহারাজত্বলাভ, ত্র্যহস্নানে সম্যক্ প্রদত্ত গোলক্ষদানফল এবং পৌর্ণমাসীর সন্নিহিত তিন দিন স্নান করিলে সত্তীর্থকৃত-বহুসম্ভারযুক্ত যোড়শ অশ্বমেধ, ব্রাহ্মণসম্প্রদানক পর্ব্বতোপমধান্যরাশিদান, দেবতাভক্তি, গোদান ও স্বর্ণদানসমফলপ্রাপ্তি; মাঘশুক্লসপ্তমীতে স্নানে সহস্র-সূর্য্যগ্রহণকালীনস্নানজনিতফলসমফললাভ হয়। তদনন্তর যে কোন দিনে গয়ায় পিণ্ডদান, কাশীমরণ ও কুরুক্ষেত্রে দানজনিত-ফলসমফল কামনা করিয়া প্রয়াগ-নগরস্থিত ব্রহ্মযূপসমীপবর্ত্তী পবিত্র স্থলে ও কারিতগঙ্গায় মুণ্ডন করিবে। * সৌর মাঘমাসব্যাপী প্রয়াগে কল্পবাসে মুক্তিকামনায় সঙ্কল্প করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, প্রতিদিন হবিষ্যান্ন ভোজন, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও গঙ্গাস্নান কর্ত্তব্য।

ইতি প্রয়াগপদ্ধতি।

---

* মতান্তরে মুণ্ডন নিষিদ্ধ।

হরিদ্বার-পদ্ধতি

হরিদ্বারে গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া সামান্য তীর্থপদ্ধতির নিয়মানুসারে কোটিতীর্থকরণজনিতফল, পুণ্ডরীকলাভ ও কুল-উদ্ধার-কামনায় স্নান-তর্পণ করত সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত নিয়মে অবশিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। তদনন্তর তত্রত্য বেণীমাধব ও গঙ্গাধরাদি দেবতাদর্শন, নমস্কার এবং যথাশক্তি তাঁহাদিগের পূজা করিতে হইবে।

পাদ্মে—

"ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিরিম্।
স্বর্গদ্বারেণ তত্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ॥"

পদ্মপুরাণে হরিদ্বারের মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! তদনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে। এই গঙ্গাদ্বার স্বর্গদ্বারের তুল্য সন্দেহ নাই।

"তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ।
লভতে পুণ্ডরীকন্তু কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ॥"

ঐ গঙ্গাদ্বারে সমাহিত হইয়া স্নান করিলে পুণ্ডরীককে লাভ করা যায় এবং বংশ উদ্ধার হইয়া থাকে। ঐ স্থান কোটিতীর্থসদৃশ অর্থাৎ তথায় স্নান করিলে কোটিতীর্থের ফললাভ হয়।

"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥"

গঙ্গা সর্ব্বত্রই সুলভা, কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম এই তিন স্থানে দুর্লভ।

"বাসবাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে গঙ্গাদ্বারং মনোহরম্।
সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকং মুনে॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও এই মনোহর গঙ্গাদ্বারে আগমন পূর্ব্বক স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন।

"দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
মনুষ্য-পক্ষি-কীটাদ্যাস্তে লভন্তে পরং পদম্॥"

দৈবযোগে মনুষ্য, পক্ষী, কীট প্রভৃতি যে কোন জীব হরিদ্বারে কলেবর বিসর্জ্জন করে, তাহারই পরমপদলাভ হয়।

"তত্রৈকরাত্রিবাসেন গোসহস্রফলং লভেৎ ॥"

হরিদ্বারে একরাত্রি বাস করিলেও সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতি হরিদ্বার-পদ্ধতি।

দ্বারকাতীর্থ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"অতীব দ্বারকাং রম্যাং শতযোজনবিস্তৃতাম্।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ নগরং বিজিত্য চ বিরাজিতাম্।
তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যরশ্মীনাঞ্চ পরিষ্কৃতাম্॥"

বাসুদেব উবাচ—

"পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরম্।
সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা ॥
যস্যাঃ প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনম্।
দানঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্।
চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ ॥"

দ্বারকাপুরী শতযোজনবিস্তৃত; ব্রহ্মাদিদেবগণের ধামকে জয় করিয়া এই ধাম বিরাজমান। এই স্থান সর্ব্বদা সূর্য্যকিরণে আচ্ছাদিত, সুপবিত্র ও পরিষ্কৃত। এই দ্বারকাপুরী গয়াতীর্থ তুল্য পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক। দ্বারকা হইতে উত্তম তীর্থ আর নাই। ইহা বহুবিধ পুণ্যের আয়তন, সে স্থানে প্রবেশমাত্রে মানবের পুনরুৎপত্তিখণ্ডন হয়। দ্বারকা নগরীতে দান, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা, যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই গঙ্গাদি তীর্থে কৃত দানাদি হইতে চতুর্গুণ ফলদায়ক হইয়া থাকে। এই স্থানে আগমন করিয়া দ্বারকানাথ-দর্শন, কৃষ্ণপূজাবিধানে পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও বিত্তানুসারে দান অবশ্য কর্ত্তব্য।

বদরিকাশ্রম তীর্থ

মহাভারতে—

"উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহা পুরা।
সুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমনু।

ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ।
প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি নারায়ণমজং বিভুম্।
যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
তত্র কৃৎস্নং জগৎ পার্থ তীর্থান্যায়তনানি চ।
তৎপুণ্যং তৎপরং ব্রহ্ম তত্তীর্থং তত্তপোবনম্॥
তৎপরং পরমং দৈবং ভূতানাং পরমীশ্বরম্।"

বিশাল বদরীসমীপে যে স্থানে এক দিকে শীতলপ্রবাহিণী, অন্যত্র উষ্ণ-তোয়া গঙ্গা সুবর্ণসিকতামালায় বিরাজমানা, যে স্থানে যোগী, ঋষি ও দেবগণ আসিয়া সর্ব্বদা ভগবান্ নারায়ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করেন, যেখানে পরমাত্মা স্বয়ং নরনারায়ণ-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত, সে তীর্থে গমন করিলে পৃথিবীতে আর অন্য তীর্থে গমন করিতে হয় না, তপোবনে যাইয়া তপস্যা করিবার আবশ্যক থাকে না, তত্রত্য নরনারায়ণমূর্ত্তিকে পূজা করিলে আর অন্য দেবতার আরাধনা করিবার প্রয়োজন থাকে না। এই আশ্রমই জীবের পরম দেবতা পরমাত্মরূপে বিদ্যমান। এই স্থানে আসিলে জীব আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না, এখানে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থের সমাবেশ, এই তীর্থে দান, ধ্যান, শ্রাদ্ধ, তপস্যা ও পূজাকারী সমস্ত পুণ্যতীর্থে কৃত দানাদির ফল পাইতে পারে; সুতরাং এখানে দান-ধ্যানাদি অত্যাবশ্যক। দ্বারকায় গোমতী ও সাগরসঙ্গমস্থলে স্নান গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীতে স্নান অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানকারী ব্যক্তি যে পুণ্য অর্জ্জন করে, গোমতীসাগর-সঙ্গমক্ষেত্রে স্নান করিলে তাহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে এই তীর্থ মুক্তিদ্বার বলিয়া কথিত আছে। প্রথমতঃ সাগর ও গোমতীনদীকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কুশহস্তে তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ সহ নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। যথা—

"ভক্ত্যা চার্ঘ্যং প্রদাস্যামি দেবায় পরমাত্মনে।
ত্রাহি মাং পাপিনং ঘোরং নমস্তে স্বরূপিণে॥
তীর্থরাজ নমস্তভ্যং রত্নাকর মহার্ণব।
গোমত্যা সহ গোবিন্দ গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে॥"

অর্ঘ্যদানান্তে শিখা বন্ধন করিয়া প্রলয়ে পয়োধি-জলশায়ী মুকুন্দকে স্মরণ করত পূর্ব্বাভিমুখে স্নানান্তে পশ্চিমাভিমুখে পুনঃ স্নানপূর্ব্বক পিতৃতর্পণ, বিশ্বদেবাদি পূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। 'ওঁ বিষ্ণুর্মে প্রীয়তাম্'

বলিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হয়। এই তীর্থে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, তীর্থবাসী স্ত্রীপুরুষকে বস্ত্রদ্বয়, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ 'ওঁ লক্ষ্যা সহ জগন্নাথো বিষ্ণুর্মে প্রীয়তাম্' মন্ত্রে দান করিবে। এই স্থানে মহাদান করিলে সপ্তদ্বীপেশ্বর হইয়া অন্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে। গোমতীসাগর-সঙ্গমতীর্থে অমাবস্যায় যে প্রকার শ্রাদ্ধই হউক, পিতৃগণের অনন্ত প্রীতিদায়ক হয়। অতঃপর চক্রতীর্থে যাইয়া স্নান, তর্পণাদি আচরণ করিতে হয়, এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে রত্নদান করিলে ত্রিকুলসহ মুক্তিলাভ করে, শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়।

দ্বারকাধামে বহুতীর্থ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তীর্থে স্নান, দান, তর্পণাদি অবশ্য কর্তব্য। যথা—ব্রহ্মকুণ্ড, চন্দ্র-সরোবর, গোপ্রচার, সাবিত্রী দেবী, ইন্দ্রপদ, ইন্দ্রেশ্বরলিঙ্গ, গৌরসর, বরুণপদ, পঞ্চনদী (গোমতী, লক্ষণা, চন্দ্রভাগা, কুশাবতী, গদাতীর্থ, মার্গতীর্থ) ইত্যাদি অন্যান্য তীর্থের নাম, মাহাত্ম্য ও কৃত্য তীর্থমাহাত্ম্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করতোয়া-পদ্ধতি

ত্রিকোটিকুলোদ্ধারকামনাতে স্কন্দ ও গোবিন্দ এই উভয়ের মধ্যবর্তী শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন করতোয়াতীর্থে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ করতোয়ায় শিলাদেবীর ঘাটে সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত বিধানে পাপক্ষয়কামনায় সঙ্কল্প করিবে। তদনন্তর ডুব দিবার অগ্রে সাধারণ তীর্থকৃত্য-লিখিত প্রকৃত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ করতোয়ে সদা নীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥"

তৎপরে তর্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ক্রিয়া সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে সম্পাদন করিবে। অনন্তর যথাশক্তি করতোয়াকূলে ভগবতীর বামকর্ণাত্মক পীঠে অপর্ণাদেবী, বামেশভৈরব, শিলাদেবী, স্কন্দ, গোবিন্দ ইত্যাদি দেবতার দর্শন, প্রণাম ও অর্চ্চনা করিতে হয়। অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে অরুণোদয়-সময়ে করতোয়াতে শতসূর্য্যগ্রহণকালীনফলপ্রাপ্তিকামনাতে এবং নারায়ণী-যোগে ত্রিকোটিকুলোদ্ধারকামনাতে স্নান করা কর্তব্য। তিথিতত্ত্বে নিরূপিত আছে, অমাবস্যাযুক্ত সোমবারে করতোয়াতে স্নান করিলে শতসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-স্নানজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরশুরামপদ্ধতিতে এইরূপ

লিখিত আছে যে, যখন ভানু ধনুরাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই সময় সোমবারে অমাবস্যা ও মূলানক্ষত্র হইলে তাহারই নাম নারায়ণীযোগ। ঐ সময়ে করতোয়াতে স্নান করিলে এবং স্কন্দগোবিন্দের মধ্যগত শিলাদ্বীপাবচ্ছিন্ন করতোয়ায় গমন করিলে ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে। করতোয়া চারিদিকে পঞ্চক্রোশ, কিন্তু উহার মধ্যে একক্রোশপ্রমাণ স্থানই প্রার্থিত ফলপ্রদ।

মথুরা-পদ্ধতি

মথুরায় গমন পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে যমুনায় বিশ্রান্তি নামক তীর্থে উপস্থিত হইবে। তথায় সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে বিষ্ণুলোকমহিতত্বকামনায় স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। তৎপরে ব্রাহ্মণাবস্থিতি পর্য্যন্ত পিতৃগণের প্রীতি কামনা করিয়া শ্রাদ্ধকরণান্তে সামান্যতীর্থপদ্ধত্যুক্ত অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তদনন্তর সর্ব্বতীর্থফললাভ কামনা করিয়া গতশ্রমনামক দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবে, পরে ধ্রুবলোকলাভকামনায় ধ্রুবতীর্থে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। তথায় পিতৃগণের উদ্ধারকামনায় শ্রাদ্ধকরণান্তে মথুরানাথসমীপে গমন করিবে। মথুরানাথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

"ওঁ প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানাৎ কুণ্ঠিতাত্মনে।
তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোরূপিণীং ভক্তিমুত্তমাম্॥"

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে মথুরানাথের ও তদ্বামভাগে রাধিকার ধ্যান করিবে, যথা—

(মথুরানাথের ধ্যান)

ওঁ কলায়কুসুমাভাসং মথুরামণ্ডলস্থিতম্।
গোপগোপীগবাবীতং পীতবস্ত্রযুগাবৃতম্।
নানালঙ্কারসুভগং কৌস্তুভোদ্ভাসিবক্ষসম্।
সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্তুতং পরয়া মুদা॥

(শ্রীরাধিকার ধ্যান)

ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং চিন্তয়ামি হরিপ্রিয়াম্॥

ধ্যানান্তে সচন্দন তুলসী ও কুসুমাদি উপহার দ্বারা শক্ত্যনুসারে উভয়ের অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ শ্রীমথুরানাথায় নমঃ" ও "ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিতে হয়; পূজায় আবাহনাদি নাই। তৎপরে কেশব, ভূতেশ্বর, কংসনাথ, মহাবিদ্যা প্রভৃতি দেবতাদর্শনাদি করিবে। অনন্তর যথাশক্তি ফলবিশেষলাভার্থ প্রয়াগাদি তীর্থসমূহে স্নানতর্পণাদি করিবে। যে তীর্থে যে ফল হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল, যথা—

প্রয়াগতীর্থে স্নান-তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞফল, কনখলে স্বর্গপ্রাপ্তিপূর্ব্বক নানা আমোদলাভ, তিন্দুকে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, সূর্য্যতীর্থে সর্ব্বপাপনাশ, তীর্থ-রাজে বিষ্ণুলোকমহিতত্ব, ঋষিতীর্থে ঋষিলোকপ্রাপ্তি, মোক্ষতীর্থে মোক্ষলাভ, কোটিতীর্থে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও তথায় দানে বিষ্ণুলোকমহিতত্ব এবং বায়ুতীর্থে স্নানতর্পণাদি ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকলাভ হইয়া থাকে। ঐ স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসে পিণ্ডদান করিলে গয়াশ্রাদ্ধের তুল্য ফললাভ হয়। যমুনাদি দ্বাদশ তীর্থে যথাশক্তি এই লিখিত কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। তৎপরে কংসরাজভবন, দেবকী ও বসুদেবের কারাগৃহ এবং কৃষ্ণের জন্মস্থান যথাসম্ভব দর্শন করিয়া মথুরাবাসিগণের নিকট পোতরাকুণ্ডাদি অন্যান্য স্থান পরিজ্ঞাত হইয়া যথাশক্তি তৎসমস্ত দর্শনাদি করা কর্ত্তব্য। তৎপরে মথুরা-মাহাত্ম্য পাঠ বা উহা চিন্তা করিবে, যথা—

মথুরা-মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুপরাণে—

"যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যৈষ্ঠামূলাংমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ।
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্॥"

জ্যেষ্ঠা বা মূলানক্ষত্রসমন্বিত শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যমুনাসলিলে স্নান পূর্ব্বক উপবাসী থাকিয়া অচ্যুতদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের অবিকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"যো জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥"

জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে যমুনায় স্নান পূর্ব্বক হরিদর্শন করিলে পরম গতিলাভ হইয়া থাকে।

বারাহে—

বরাহ উবাচ।

"ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
মোক্ষদং মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে॥"

বরাহরূপী ভগবান্ পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বসুন্ধরে! পাতালে, অন্তরীক্ষে (স্বর্গে) ও মানুষলোকে মথুরাসদৃশ মোক্ষদ মদীয় প্রিয়স্থান আর নাই।

"তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রণম্য শিরসা তদা।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পৃথ্বী বচনমব্রবীৎ॥"

ভগবানের এই কথা শুনিয়া বসুমতী অবনতমস্তকে প্রণতি পুরঃসর পবিত্র হইতেও পবিত্রতর বাক্যে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পৃথ্ব্যুবাচ।

"পুষ্করং নৈমিষঞ্চৈব পুরী বারাণসী তথা।
এতা হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি॥"

পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, বারাণসী পুরী এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মথুরার প্রশংসা করিতেছেন কেন? ইহার কারণ কি?

বরাহ উবাচ।

"শৃণু কাৎর্স্ন্যেন বসুধে কথ্যমানংময়ানঘে।
মথুরেতি চ বিখ্যাতং নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম॥"

বরাহ উত্তর করিলেন, হে নিষ্কলুষে বসুন্ধরে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর। মথুরার ন্যায় আমার পরম ক্ষেত্র আর নাই।

"সা রম্যা চ সুশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম।
শৃণু দেবি যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীম্।
তন্নিবাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

হে দেবি! মথুরা রমণীয়া ও সুপ্রশস্তা, উহা মদীয় জন্মভূমি; সুতরাং আমার প্রিয়বস্তু,আমি যে কারণে ঐ পাপহারিণী মথুরার স্তব করি, তাহা শ্রবণ কর। এই স্থানে যে ব্যক্তি বাস করে, তাহার মোক্ষলাভ হয় সন্দেহ নাই।

"মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে॥"

হে দেবি! মাঘমাসে প্রয়াগে বাস করিলে যে ফল হয়, মথুরায় দিনে দিনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎ পুণ্যং পুষ্করে চ বসুন্ধরে।
তৎ পুণ্যং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে॥"

হে বসুন্ধরে! কার্ত্তিকমাসে পুষ্করে বাস করিলে যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, হে দেবি! মথুরাতে প্রত্যেক দিনে সেই পুণ্য লাভ করা যায়।

"পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু বারাণস্যান্তু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং ক্ষণেন হি॥"

হে দেবি! পূর্ণ সহস্রবর্ষ বারাণসীবাসে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মথুরাতে ক্ষণকালমধ্যে সেই ফল সঞ্চিত হয়

"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মায়য়া মম॥"

যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে অনুরাগ প্রকাশ করে, সেই মূঢ় সংসারে মদীয় মায়ায় বিমোহিত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে।

"যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্।
অন্যেনোচ্চারিতং শংসন্ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

হে বরারোহে! অন্য কর্ত্তৃক উচ্চারিত মদীয় মথুরামণ্ডলের নাম শ্রবণ ও প্রকাশ করিলেও লোক পাতকপুঞ্জ হইতে পরিমুক্ত হয়।

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে॥"

পৃথিবীতে যে সকল সমুদ্র, সরোবর প্রভৃতি তীর্থ বিদ্যমান আছে, হরি-শয়নকালে তৎসমস্তই মথুরায় আবির্ভূত হয়।

"মথুরাং সমনুপ্রাপ্য শ্রাদ্ধং কৃত্বা যথাবিধি।
তৃপ্তিং যান্তীহ পিতরো যাবৎ স্থিত্যগ্রজন্মনঃ॥"

মথুরাতে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণাবস্থিতিকাল যাবৎ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন।

"যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ॥"

হে মহাভাগে! যদি ইতরজাতিও মথুরাপুরে বসতি করে, তাহা হইলে আমার প্রসাদে তাহারাও পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"বৈবস্বতস্বসা রম্যা যমুনা লোকপূজিতা।
তত্র স্নানপরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥"

হে দেবি! বৈবস্বতের ভগিনী রমণীয়া যমুনা সর্ব্বলোকে পূজিতা; ঐ যমুনার জলে স্নান করিলে মানব মদীয় লোকে পূজনীয় হইতে পারে।

"অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুর্ভুজঃ॥"

মৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া যে ব্যক্তি এই স্থানে দেহ ত্যাগ করে, তাহাকে আর মর্ত্ত্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, সে চতুর্ভুজ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই।

"বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥"

হে দেবি! অত্রত্য বিশ্রান্তি নামক তীর্থ ত্রিভুবনে বিশ্রুত; ঐ স্থানে স্নান করিলে মানব মদীয় লোকে পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বতীর্থেষু যৎ স্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্টা দেবং গতশ্রমম্॥"

হে দেবি! সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, সর্ব্বতীর্থে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যে ফল হইয়া থাকে, এই মথুরাতে গতশ্রমদেবকে দর্শন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্ন চ সংযমৈঃ।
তৎফলং লভতে দেবি স্নাতো বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে॥"

হে দেবি! বিশ্রান্তিতীর্থে স্নান করিলে যে ফল প্রাপ্ত যাওয়া যায়, যজ্ঞ, তপস্যা বা ধ্যান দ্বারা অথবা সংযম দ্বারাও সে ফলের প্রত্যাশা নাই।

"কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

হে বসুন্ধরে! প্রত্যহ ত্রিকালে গতশ্রম-দেবকে দর্শন ও দুইবার প্রদক্ষিণ করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

"সন্তি দ্বাদশতীর্থানি বসুধে দুর্লভানীহ।
স্নানং দানং জপো হোমঃ সহস্রগুণিতং ভবেৎ॥"

হে বসুধে! এই মথুরাক্ষেত্রে দ্বাদশটি দুর্লভ তীর্থ বিদ্যমান আছে। এই স্থানে স্নান, দান, জপ ও হোম করিলে তাহা সহস্রগুণ ফলপ্রদ হয়।

"তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
শ্রুত্বা তীর্থস্য মাহাত্ম্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥"

ঐ দ্বাদশ তীর্থের স্মরণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে যাবতীয় অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃন্দাবন-পদ্ধতি

বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে যমুনায় কেশিতীর্থে (কেশিঘাটে) শত-কোটি-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামনাতে সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে স্নান ও তদঙ্গ তর্পণ করিবে। পরে দান, অর্চ্চন, শ্রাদ্ধ, উপবাস, মুণ্ডন প্রভৃতি সামান্যতীর্থপদ্ধত্যুক্ত সমস্ত কর্ম্মসম্পাদনান্তে গোবিন্দ, ভ্রমব, চিড় প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশসংখ্য তীর্থে (ঘাটে) যথাসাধ্য স্নান ও তর্পণ করিবে। অনন্তর কমল-স্বরূপ বৃন্দাবনের কর্ণিকারূপ গোবিন্দপদে গিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবিন্দকে ও শ্রীরাধাকে নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(গোবিন্দ-নমস্কার মন্ত্র)

"ওঁ বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী।
প্রসন্না ভব মে দেবি শ্রীরাধে ত্বাং নমাম্যহম্॥"
(শ্রীরাধিকা-নমস্কার মন্ত্র)

অনন্তর "ওঁ ফুল্লেন্দীবর" ইত্যাদি এবং "ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী" ইত্যাদি ধ্যান পাঠ পূর্ব্বক মথুরাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে যথাশক্তি গোবিন্দের ও শ্রীরাধিকার পূজা করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার করিবে, যথা—

গোবিন্দের প্রণাম।—"ওঁ নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন।
অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দুঃখহন্ পুরুষোত্তম॥"

রাধিকার প্রণাম।—"ওঁ বৃষভানুসুতাং বন্দে জীবানন্দপ্রদায়িনীম্।
কৃষ্ণপ্রিয়তমাং দেবীং বৃন্দাবনবিলাসিনীম্॥"

তদনন্তর রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেয়সীকে প্রণাম করিবে। এই প্রকার গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন, রাধাদামোদর ও শ্যামসুন্দরকে দর্শন, প্রণাম ও অর্চ্চনাদি করিতে হয়। পরে কেশবাখ্য মহাদেব, গোকর্ণেশ্বর শিব, বৃন্দাদেবী প্রভৃতির দর্শন-পূজাদি করিবে। অন্যান্য দিবসে গোবর্দ্ধনগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গোবর্দ্ধনের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

"ওঁ গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুলত্রাণকারক।
বহুবাহুকৃতোচ্ছায় গবাং কোটিপ্রদো ভব॥"

তৎপরে তত্রত্য মানসগঙ্গা, কৃষ্ণসরোবর, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডাদি চতুর-শীতিসংখ্য কুণ্ডে শক্ত্যনুসারে স্নান-তর্পণ সমাধা করিয়া হরদেবদর্শনাদি করিবে। তদনন্তর বৃন্দাবনস্থিত ব্রহ্মকুণ্ড, দাবানলকুণ্ড ও গোবিন্দকুণ্ড প্রভৃতি-তেও স্নান-তর্পণ করিতে হয়। পরে যমুনার পরপারে গোকুলে গমন পূর্ব্বক যমুনাতে স্নান-তর্পণসমাধান্তে গোপেশ্বর নন্দ, উপানন্দ, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণ, বলরাম, রাধিকা ও শ্রীদাম প্রভৃতিকে দর্শনাদি করিতে হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া বিল্ববনস্থ মহালক্ষ্মীদর্শনাদি করিবে। প্রার্থনামন্ত্র যথা—

"ওঁ বিল্বাত্মিকা বিল্বগর্ব্বা বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী।
বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণা মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদ মে॥"

অনন্তর কমলাত্মক বৃন্দাবনের কর্ণিকারূপ গোবিন্দপদ হইতে দিগ্বিদিক্ নানা-স্থলরূপ দলসকলে বক্ষ্যমাণনিয়মে শক্ত্যনুসারে ভ্রমণ ও দর্শনাদি করিবে, যথা—

দক্ষিণে প্রথম দলে গোকুল, অগ্নিকোণে দ্বিতীয় দলে নিকুঞ্জকুটীর ও চীর-কুটীর, পূর্ব্বে তৃতীয় দলে স্পর্শমাত্রে গঙ্গাদি নিখিলতীর্থের শতগুণফলপ্রদ শ্রেষ্ঠস্থান, ঈশানে চতুর্থ দলে গোপীগণের বসন-ভূষণহরণ [illegible] তাহাদের কৃষ্ণকে পতিলাভ, উত্তরে পঞ্চম দলে দ্বাদশাদিত্য, বায়ুকোণে ষষ্ঠ দলে কালিয়-হ্রদ, তত্তটে কদম্বতরু; পশ্চিমে সপ্তম দলে অঘাসুরমোক্ষণ ও কৃষ্ণ কর্তৃক ব্রহ্মার মোহ উৎপাদন, নৈর্ঋতে অষ্টম [illegible] শঙ্খচূড়নিপাত, কৃষ্ণের কেলিরসস্থল ও ব্যোমাসুরঘাতন। উহার বহির্ভাগে,—তাহার প্রথম দলে কৃষ্ণের জন্মস্থান,

মধুবনস্থ ও চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর অবস্থান, দ্বিতীয় দলে খদিরবনদর্শনাদি, ষোড়শ-দলস্থ মহাবন, দামোদর দর্শন প্রভৃতি এবং বৃষভানুনিরীক্ষণাদি যথাশক্তি যথাবিধি করিয়া পুরুষোত্তমপদ্ধতির আনন্দপুরীকৃত্যোক্ত বলদেবপূজাবিধানে বলরামের অর্চ্চনাদি করিবে। তৎপরে ব্রজবাসিগণের নিকট বিদিত হইয়া গরুড়-গোবিন্দাদি অপরাপর স্থান সকল যথাশক্তি দর্শন করিতে হয়। বনভ্রমণ ভাদ্রমাসেই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনন্তর বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যাদি পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

বৃন্দাবন-মাহাত্ম্য।

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

"শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো॥"

পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপ্রভো! বৃন্দাবনের পরমাদ্ভুত মাহাত্ম্যরহস্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব উহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

"ঈশ্বর উবাচ।

কথিতং তে প্রিয়তমে গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমোত্তমম্।
রহস্যানাং রহস্যং যৎ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভম্।
ত্রৈলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরসুপূজিতম্।
ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিতং স্থানং সুরসিদ্ধাদিসেবিতম্।
যোগীন্দ্রাদিমুনীন্দ্রাদি সদা তদ্ধ্যানতৎপরম্।
অপ্‌সরোভিশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যগীতনিরন্তরম্।
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ম্॥"

মহাদেব [illegible]ন, হে প্রিয়তমে! তোমার নিকট গুহ্য হইতেও অতি গুহ্য, রহস্য হইতেও পরম রহস্য এবং দুর্লভ হইতেও অতি দুর্লভ বৃন্দাবনের বিষয় বলিতেছি। হে দেবি! ঐ স্থান ত্রিভুবনের মধ্যে গোপনীয়, দেবেশ্বর কর্ত্তৃক পূজিত, ব্রহ্মাদিরও অভিলাষিত ও সুরসিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেবিত। যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্রাদি সকলে সর্ব্বদা উহার ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন। ঐ স্থানে অপ্‌সরাকুল

নিরন্তর নৃত্য ও গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত গীতে সমাসক্ত আছেন। রমণীয় বৃন্দাবনধাম পূর্ণানন্দরসের একমাত্র আধার।

"ভূমিশ্চিন্তামণিস্তোয়মমৃতং রসপূরিতম্।
বৃক্ষাঃ সুরদ্রুমাস্তত্র সুরভিবৃন্দসেবিতাঃ।
স্ত্রী লক্ষ্মীঃ পুরুষো বিষ্ণুস্তদংশাংশসমুদ্ভবঃ॥"

বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণির তুল্য, জল অমৃতরসময় এবং তরুরাজি সুরভিগণসেবিত সুরদ্রুমসমান। তত্রত্য স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পুরুষগণ বিষ্ণু এবং তাঁহাদিগের অংশাংশজাত সকলেই শ্রীহরির স্বরূপ।

"তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।
গতির্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরম্॥"

তথায় সকলেই কিশোরবয়স্ক, সকলেই নিত্যানন্দময়বিগ্রহধারী। তত্রত্য সকলের গতিই নৃত্য, কথাই গান এবং সকলেরই বদন নিরন্তর মৃদুহাস্তে বিরাজিত।

"শুদ্ধসত্ত্বৈঃ প্রেমপূর্ণৈর্বৈষ্ণবৈস্তদ্বনাশ্রয়ম্।
পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্নং স্ফুরত্তন্মূর্ত্তিতন্ময়ম্॥

শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমপূর্ণ বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা বৃন্দাবনবন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, সকলেই পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন এবং সকলেই তন্ময়ভাবে তন্মূর্ত্তিস্বরূপে অবস্থিত।

"প্রমত্তকোটিভৃঙ্গাদ্যৈঃ কূজৎকলমনোহরম্।
কপোতকসুসঙ্গীতমুন্মত্তালিসহস্রকম্।
নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈস্তদ্রেণুপরিপূরিতম্।
সুস্নিগ্ধসৌরভভ্রান্তমুগ্ধীকৃতজগত্রয়ম্॥"

প্রমত্ত কোটি কোটি ভ্রমর বৃন্দাবনে সর্ব্বদা মনোহর কূজন করিতেছে; কপোতের সুসঙ্গীতে ও উন্মত্ত অলিসহস্রের ধ্বনিতে ঐ স্থান শব্দায়মান; নানাবর্ণবিশিষ্ট কুসুম ও তৎপরাগে সর্ব্বস্থান পরিপূরিত। উহার সুস্নিগ্ধ সুরভিগন্ধে ত্রিজগৎ মুগ্ধ হইতেছে।

"মন্দমারুতসংসিক্ত-বসন্তঋতুসেবিতম্।
পূর্ণেন্দুনিত্যাভ্যুদয়ং সূর্য্যমন্দাংশুসেবিতম্।
অদুঃখসুখবিচ্ছেদজরামরণবর্জ্জিতম্।
অক্রোধগতমাৎসর্য্যমভিন্নমনহঙ্কৃতম্॥"

বৃন্দাবন নিরন্তর মন্দমারুতসংসিক্ত বসন্তঋতুসমাগমে পূর্ণচন্দ্রের নিত্য উদয়ে

ও সূর্য্যদেবের মৃদুকিরণে পরিসেবিত হইয়া থাকে। তথায় দুঃখ, সুখবিচ্ছেদ, জরা, মরণ, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার কিছুই নাই।

"যত্র বৃক্ষাদিপুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রুবর্ষিতম্।
কিং পুনশ্চেতনাযুক্তৈর্বিষ্ণুভক্তৈঃ কিমুচ্যতে॥"

যত্রত্য বৃক্ষাদির পুলকে প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিত হয়, সে স্থলে চেতনাবান বিষ্ণুভক্তগণের কথা আর কি বলিব?

"গোবিন্দাঙ্ঘ্রিরজস্পর্শান্নিত্যং বৃন্দাবনং শুচি।
যস্য স্পর্শনমাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যা জগত্রয়ে॥"

গোবিন্দের পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে বৃন্দাবন নিবন্তর পবিত্র হইয়া রহিয়াছে, যে বৃন্দাবনের স্পর্শমাত্রে আজ পৃথিবী ত্রিজগতে ধন্যা।

"গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রয়ম্।
মুক্তিস্তত্র যতঃ স্পর্শাত্তন্মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদ্বনম্॥"

পূর্ণ ব্রহ্মানন্দের আধার এই বৃন্দাবন গোবিন্দের দেহ হইতে ভিন্ন নহে, বৃন্দাবনের স্পর্শে যখন মুক্তিলাভ হয়, তখন ইহার মাহাত্ম্য কি বর্ণন করা যাইতে পারে? অতএব হে দেবি! সর্ব্বান্তঃকরণে বৃন্দাবনকে হৃদয়ে ধারণ কর।

"গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎ কিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈকুণ্ঠাদিবৈভবং যদ্ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ।
যদ্ব্রহ্মপরমৈশ্বর্য্যং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ম্।
তস্মাত্ত্রৈলোক্যমধ্যে তু পৃথ্বী ধন্যেতি বিশ্রুতা॥"

ভগবান্ গোলোকের ঐশ্বর্য্য গোকুলে এবং বৈকুণ্ঠাদির বৈভব দ্বারকায় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু যিনি পরমৈশ্বর্য্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি স্বয়ং নিরন্তর বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন; এই জন্য পৃথিবী ত্রিভুবনতলে ধন্যা বলিয়া প্রথিত।

"দ্বাদশারণ্যমত্রৈব প্রধানং কথিতং ক্রমাৎ।
ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীবমহাতালখদীরকাঃ।
...র্ণং কুমুদং কাম্যং মধুবৃন্দাবনং তথা।
দ্বাদশৈতা বনে সংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তমন্তচ্চোপবনং ততঃ॥
কদম্বখণ্ডীকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং তথা।
নন্দনানন্দখণ্ডক পালাশাশোককেতকম্।

সুগন্ধিমাদনং কৈলমমৃতং ভোজনস্থলম্।
সুখপ্রসাধনং বৎসহরণং শেষশায়নম্।
শ্যামপূচ্ছদধিগ্রামং চক্রভানুপুরং তথা।
শঙ্কিতং বিপদঞ্চৈব বালক্রীড়ঞ্চ ধূসরম্।
কেমুদ্রুমং খরো বীবমুৎসুকঞ্চাপি নন্দনম্॥"

এই বৃন্দাবনে দ্বাদশটি বন প্রধান; ঐ সমস্ত বন ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবণ, বহুলবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন নামে কীর্ত্তিত। ইহার মধ্যে ভদ্রাদি পঞ্চবন কালিন্দীর পূর্ব্বে ও অবশিষ্ট সাতটি পশ্চিমে অবস্থিত। এই দ্বাদশটি ব্যতীত উপরিলিখিত কদম্বখণ্ডীকাদি আরও ত্রিংশৎসংখ্য উপবন ব্রজে বিরাজমান আছে।

"বৃন্দাবনবিহারেষু কৃষ্ণং কৈশোরবিগ্রহম্।
অন্যারণ্যেষু স্থানেষু বালপোগণ্ডযৌবনম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনবিহারে কিশোররূপ এবং অপরাপর বনবিহারে বাল্য, পোগণ্ড ও যৌবনরূপ পবিগ্রহ করিতেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে—

"তথান্যঞ্চেতিহাসঞ্চ বক্ষ্যামি শৃণু পুণ্যদম্।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে।
রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্।
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা।
ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে,—অতঃপর অন্য পুণ্যপ্রদ ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপে ভারতে পুণ্যভূমি বৃন্দাবন নাম প্রথিত হয়, তাহা বর্ণন করি। শ্রুতিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, রাধার ষোড়শনামের মধ্যে বৃন্দা একটি নাম, সেই রাধিকার রমণীয় ক্রীড়াবনই বৃন্দাবন নামে অভিহিত। পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রীতিবিধানার্থ গোলোকে ঐ বন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তৎপরে ক্রীড়ার্থ ভূতলে ঐ বৃন্দাবন নামক বন প্রথিত হইয়াছে।

ইতি বৃন্দাবন-পদ্ধতি।

গঙ্গাসাগর-পদ্ধতি

ফলাতিশয় নিবন্ধন উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে কিংবা অপরদিনে গঙ্গাসাগরে গমন পূর্ব্বক যথাযথ কামনায় সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে যথাক্রমে সামান্ত-তীর্থপদ্ধতির লিখিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। সর্ব্বাগ্রে তথায় উপস্থিত হইয়া, পদধূলি ধৌত না করিয়াই সঙ্কেতমাধবের নিকট গমন করিবে এবং সপ্তকুলোদ্ধারপূর্ব্বক মুক্তিকামনায় সঙ্কেতমাধবকে দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ সঙ্কেতমাধবং দেবং নমামি পুরুষোত্তমম্।
শ্বেতদ্বীপপতে শ্রীমন্ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো ॥"

পরে অন্যত্র উদ্ধৃত জল দ্বারা পদ ধৌত করিয়া নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে বরুণকুণ্ডে উপস্থিত হইবে। তথায় পঞ্চমহাপাতকাদি সর্ব্বপাপনাশকামনায় সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ প্রপদ্যে বরুণং দেবমম্ভসাং পতিমূর্জ্জিতম্।
যাচিতং দেহি মে তীর্থং সর্ব্বপাপোপশান্তয়ে ॥১॥
ওঁ বরুণ ত্বং প্রজাপাল লোকনাথ সুরেশ্বর।
ত্বৎসকাশমহং প্রাপ্তস্তেন ত্বঞ্চ পুনীহি মাম্ ॥২॥"

তৎপরে স্নান ও তর্পণ করিয়া তারগঙ্গায় গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ উত্তরায়ণ-সংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শতজন্মার্জ্জিতপাপক্ষয়কামস্তার-গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্পান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান-তর্পণ করিবে, যথা—

"ওঁ তারগঙ্গে নমস্তুভ্যং সংসারার্ণবতারিণি।
ত্বয়ি স্নাত্বা বিমুঞ্চামি পাপং শতজন্মার্জ্জিতম্।
ওঁ তারগঙ্গে মহাভাগে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ত্বয়ি স্নানং করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তু তে ॥
ওঁ তারগঙ্গে নমস্তুভ্যং সংসারার্ণবতারিণি।
সাগরেণ সমাযুক্তা মুঞ্চ মাং পাপসাগরাৎ ॥"

এই তিনটি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। সংক্রান্তিদিবসে সূর্য্যের রাশিসঞ্চার অনুসারে সংক্রমণের পূর্ব্বে পূর্ব্বমাস ও পরে পরমাস এবং

অপর স্থলে যথাযোগ্য সমস্ত উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। রাঢ়দেশীয়েরা নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বার্হস্পত্য-ব্যবস্থায়াং ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে শ্বেতবারাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে কলিযুগস্য প্রথমসন্ধ্যায়াম্ অর্কবরুণবায়ুক্ষেত্রে শ্রীমদমরগুরোঃ পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয়স্য পশ্চিমে কপিলস্য দক্ষিণে উদধেশ্চোত্তরে গঙ্গাসাগরমহাতীর্থান্তর্গতসিদ্ধক্ষেত্রস্থ-শ্বেতদ্বীপাধিপতি-শ্রীমৎসঙ্কেতমাধবচরণসন্নিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শতজন্মার্জ্জিতপাপক্ষয়কামস্তারগঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

রাঢ়দেশীয়েরা এইরূপ বাক্যে সঙ্কল্প করত স্নানতর্পণাদি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুস্তরভবসাগর-তরণকামনায় কপিলমুনিকে বিলোকন করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ হরে ত্রাহি জগন্নাথ দুস্তরাদ্ভবসাগরাৎ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং মুঞ্চামি তব দর্শনাৎ॥"

দর্শনান্তে কপিলমুনিকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যোগমূর্ত্তেস্তমূর্ব্বিষ্ণোস্তং দেব জগতাং পতে।
কপিলায় নমস্তভ্যং বিশুদ্ধায় পরায় চ॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া সংসারবিমোচনকামনায় পূজা করিবে। প্রার্থনামন্ত্র যথা—

"ওঁ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্ত্তারং বিশ্বরূপিণমব্যয়ম্।
কপিলং পূজয়িষ্যামি সংসারান্মাং বিমোচয়॥"

অনন্তর তারগঙ্গার বায়ুকোণস্থিত ভগীরথের অর্চ্চনা করিয়া দশ পূর্ব্বপুরুষ ও দশ পরবর্ত্তী পুরুষের উদ্ধারকামনায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবে। পরে ত্রিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিবে। তথায় কোটিজন্মার্জ্জিত-জায়মান-জনিষ্যমাণসর্ব্বপাপক্ষয়কামনায় সঙ্কল্প করিতে হয়। তদনন্তর ডুব দিবার অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র করযোড়ে পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥ ১॥

ওঁ সগরাৎ সাগরঃ কীর্ত্তির্গঙ্গা কীর্ত্তির্ভগীরথাৎ।
উভয়োরস্তসি স্নাত্বা ভবিষ্যাম্যনঘো হ্যহম্॥ ২॥"

স্নানান্তে তর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভৈরবকে নমস্কার করিতে হয়, যথা—

"ওঁ অতিভীম মহাকায় কল্পান্তদহনোপম।
ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥"

প্রণামান্তে অনুজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করত নিখিলপাতক-নাশকামনায় সঙ্কল্প করিবে এবং পুরুষোত্তমপদ্ধতির মহোদধিকৃত্যলিখিত স্নানাদি যাবতীয় সাগরকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক সামান্যতীর্থপদ্ধত্যুক্ত সকল কর্ম্ম শেষ করিবে। পরে ক্ষীরবর্ণ হরিকে বিলোকন ও অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ পুরাণ পুরুষোত্তম।
শঙ্খচক্রধর শ্রীমন্ ক্ষীরবর্ণায় তে নমঃ॥"

তদনন্তর মাধবকে দর্শন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ নমো দেবাদিদেবায় নীলজীমূতবর্চ্চসে।
মাধবায় নমস্তুভ্যং মহাকায় প্রসীদ মে॥"

তৎপরে পাপক্ষয় পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রাধিকরণককালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত শিবকুণ্ডে স্নান করিবে, যথা—

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥"

স্নানান্তে তর্পণ করিয়া পুনর্জ্জন্মনিবারণকামনায় অমরেশ্বরকে দর্শন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় রুদ্রায় পরমাত্মনে।
মহাদেবায় ভীমায় ঈশানায় নমো নমঃ॥"

অনন্তর অমরেশ্বরের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ডম্বুরের প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

"ওঁ ডম্বুরস্ত্বং হরেঃ সাক্ষী রুদ্রস্য পরমপ্রিয়ঃ।
ক্ষেত্রী ত্বং শিবরূপেণ দেহি যাত্রাফলং মম॥"

অনন্তর বৃষকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ধর্ম্মস্ত্বং বৃষরূপেণ জগন্নিস্তারকারকঃ।
অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠানং মাং ত্বং পাহি সনাতন॥"

তৎপরে কোটিজন্মার্জ্জিত-পাতকনাশকামনায় সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে, কিন্তু স্নানের অগ্রে নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পড়িতে হয়, যথা—

"ওঁ কোটিতীর্থমিতি খ্যাতং হরেণ নির্ম্মিতং পুরা।
ত্বয়ি স্নাত্বা বিমুঞ্চামি অঘকোটিসমুদ্ভবম্॥ ১॥
ওঁ কোটিপুণ্যপ্রদে দেবি কোটিকোট্যঘনাশিনি।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং হর ত্বং মে নমোঽস্তু তে॥ ২॥"

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিয়া তর্পণসমাপনান্তে কার্ত্তিকেয়কে দর্শন ও পূজা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ অগ্নিগর্ভসমুদ্ভূত কৃত্তিকাকীর্ত্তিনন্দন।
উমাপশুপতেঃ পুত্র কার্ত্তিকেয়ায় তে নমঃ॥"

তদনন্তর গরুড়কে দর্শন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ নমস্তুভ্যং খগেন্দ্রায় নমো মারুতসংজ্ঞিনে।
কামরূপায় দিব্যায় কাশ্যপেয়ায় তে নমঃ॥"

তৎপরে সাগরাদিত্যকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ মহাদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং সাগরাদিত্য বৈ নমঃ॥"

তৎপরে শ্বেতেশ্বরলিঙ্গকে দর্শন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে। নমস্কারমন্ত্র, যথা—

"ওঁ শ্বেতদ্বীপে পুরা লিঙ্গং স্থাপিতং দেবনির্ম্মিতম্।
ত্বং দেব দেহি নির্ব্বাণম্ শ্বেতেশ্বর নমোঽস্তু তে॥"

তৎপরে ষষ্ঠী দেবীকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ ত্বং দেবি সর্ব্বতীর্থানাং বনে রক্ষসি সর্ব্বদা।
দেহি মে পরমং শ্রেয়ো মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে॥"

এই প্রকারে ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম করিয়া ভাস্করকুণ্ডে স্নানাদি করিবে। ভবিষ্যপুরাণে গঙ্গাসাগরস্নানে যে ফলবিশেষ কথিত আছে, তাহা এইখানে লিখিত হইল, যথা—

ভবিষ্যে—

"গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
স্নাত্বৈব ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ শিবস্য চ পুরং ব্রজেৎ ॥"

গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে ব্রহ্ম লোকে, বিষ্ণুলোকে ও শিবপুরে গমন করা যায়।

অপিচ—

"প্রয়াগে মাঘমাসে তু যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
সাগরস্নানমাত্রেণ দিনেনৈকেন লভ্যতে ॥"

সম্পূর্ণ মাঘমাস প্রয়াগে স্নান করিলে মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, একদিন-মাত্র সাগরে স্নান করিলে সেই ফল লাভ করা যায়।

"যা গতির্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।
সা গতিঃ স্নানমাত্রেণ সাগরে হরিবাসরে ॥"

যোগযুক্ত ব্যক্তি বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার যে গতিলাভ হয়, হরিবাসরে সাগরে স্নান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"অন্তরীক্ষে ক্ষিতৌ তোয়ে পাপীয়ানপি যো মৃতঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং পদমক্ষয্যমশ্নুতে ॥"

গঙ্গাসাগরসঙ্গমে—কি অন্তরীক্ষে, কি স্থলে, কি জলে মরিলে পাপী ব্যক্তিও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সহ অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়।

"গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥"

গঙ্গায় জলমধ্যে, বারাণসীতে জলে বা স্থলে এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে অন্তরীক্ষে, জলে বা স্থলে যেখানেই মৃত্যু হউক, মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে।

সঙ্গমচিহ্ন যথা—

"যাবত্তু জাহ্নবীতোয়ং সাগরান্তঃপরিপ্লুতম্।
সাগরং গচ্ছ কৌন্তেয় তাবদ্ভবতি সঙ্গমঃ ॥"

যে স্থানে জাহ্নবীজল সমুদ্রসলিলে মিশিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত স্থানই সঙ্গম নামে অভিহিত।

কামাখ্যা-পদ্ধতি

কামাখ্যায় গমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়া-সমাধান্তে নীলাচলের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্জ্জন্মশান্তিকামনায় গৌরীশিখরে আরোহণ করিবে এবং দেবীর পূর্ব্বদ্বারস্থ সৌভাগ্যকুণ্ডে যাইয়া তথায় সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে যাবতীয় কার্য্য শেষ করিতে হইবে। ঐ স্থানে স্নানের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পাপতো দশ-পূর্ব্ব-দশপরবংশোদ্ধরণপূর্ব্বক-পৃথিব্যধিকরণক-সর্ব্বতীর্থক্ষেত্রফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক-নীল-শৈলস্থশ্রীমৎ-কামাখ্যাচরণসন্নিধৌ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে মজ্জনের পূর্ব্বে সাধারণস্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে,—

"ওঁ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাৎ পুনীহি মাং কুণ্ড দেবদানবপূজিত॥
ওঁ সর্ব্বতীর্থময়স্ত্বং হি সর্ব্বক্ষেত্রময়ো হ্যসৌ।
দশপূর্ব্বান্ দশপরান্ বংশানুদ্ধর পাপতঃ॥"

এই মন্ত্রদ্বয়পাঠান্তে স্নান-তর্পণ করিয়া সিদ্ধগণেশ ও কমলাক্ষ বিষ্ণুকে দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, কামকুণ্ড, ঋণাদিমোচনকুণ্ড, বরাহকুণ্ড, গুপ্তকুণ্ড, অপুনর্ভবকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, এই সকল স্থানে যথাশক্তি স্নান ও তর্পণ করিবে। পরে মনোভবগুহাতে কুব্জিকাপীঠস্থিত সতীর যোনিমণ্ডলস্থ কামাখ্যাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐহিক ও জন্মান্তরীণ বহুপাপ-নাশার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্রে কামাখ্যাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিবে, যথা—

"ওঁ যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে॥"

তৎপরে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবীকে দর্শন করিতে হয়, যথা—

"ওঁ কামদে কামরূপস্থে সুভগে সুরসেবিতে।
করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে॥"

দেবীকে দর্শনান্তে অভীষ্টপ্রাপ্তিকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপর্ব্বতবাসিনি।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তু তে॥
ওঁ কামাখ্যা কামদা নিত্যং ভবমঙ্গলদায়িনী।
মনসোঽভীষ্টসংদাত্রী ভূয়ো দেবি নমোঽস্তু তে॥"

তদনন্তর পুনর্জ্জন্মনিবারণকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত কামাখ্যা দেবীরূপ যোনিমণ্ডল স্পর্শ করিবে, যথা—

"ওঁ মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

তৎপরে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশাং নীলস্নিগ্ধশিরোরুহাম্।
ষড্‌বক্ত্রাং দ্বাদশভুজাং অষ্টাদশবিলোচনাম্।
প্রত্যেকং ষট্‌সু শীর্ষেষু চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
মণিমুক্তাদিমাণিক্যকৃতাং মালামুরঃস্থলে।
কণ্ঠে চ বিভ্রতীং নিত্যং সর্ব্বালঙ্কারমণ্ডিতাম্।
পুস্তকং সিদ্ধসূত্রঞ্চ পঞ্চবাণবরং তথা।
খড্গং শক্তিঞ্চ শূলঞ্চ বিভ্রতীং বামপাণিভিঃ।
শুক্লং রক্তঞ্চ পীতঞ্চ হরিতং কৃষ্ণমেব চ।
বিচিত্রং ক্রমতঃ শীর্ষমৈশান্যাং পূর্ব্বমেব চ।
দক্ষিণং পশ্চিমঞ্চৈব তথৈবোত্তরশীর্ষকম্।
মধ্যঞ্চেতি মহাভাগ ক্রমাৎ শীর্ষাণি বর্ণতঃ।
শুক্লং মাহেশ্বরীবক্ত্রং কামাখ্যা রক্তমুচ্যতে।
ত্রিপুরা পীতসঙ্কাশং সারদা হরিতং তথা।
কৃষ্ণং কামেশ্বরীবক্ত্রং চণ্ডায়াশ্চিত্রমিষ্যতে॥
ধম্মিল্লসংযতকচং প্রতিশীর্ষং প্রকীর্ত্তিতম্।
সিংহোপরি স্থিতপ্রেতং তস্মিন্ লোহিতপঙ্কজম্।
কামেশ্বরী স্থিতা তত্র ঈষৎ প্রহসিতাননা।
বিচিত্রাংশুকসংপ্রীতা ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা তথা।
এবং কামেশ্বরীং ধ্যায়েৎ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥"

(প্রকারান্তর ধ্যান)

"ওঁ রবিশশিযুতবর্ণা কুঙ্কুমাপীতবর্ণা,
মণিকনকবিচিত্রা লোলজিহ্বা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রা প্রশস্তা,
সুরগুরুনরসেব্যা সিদ্ধিকামেশ্বরী সা॥"

এই প্রকার ধ্যানান্তে "ওঁ হ্রীং কামাখ্যায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি কামাখ্যাদেবীর পূজা করিয়া সিন্দূর-কুঙ্কুম দ্বারা যোনিপীঠ লেপন পূর্ব্বক বহির্ভাগে কালী, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বগলামুখী ও যোনিপীঠ পুনর্ব্বার দর্শন ও প্রণাম করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে পূর্ব্বদিকে কামেশ্বর, ঈশানকোণে ঈশান-সন্নিধানে তৎপুরুষ, বায়ুকোণে অঘোর, ত্রিকোণের অধোভাগে সদ্যোজাত ও বামদেব, মধ্যে সদাশিব, উপরিভাগে ষষ্টিসংখ্য শক্তি এবং কামিন্যাদি পঞ্চশক্তি ও গুপ্তকামাদি অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। পূজান্তে যথাশক্তি মূলমন্ত্র ও ইষ্টদেবমন্ত্র জপ করিতে হয়। এই স্থানে যোনিপীঠে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক দশধা জপ করিলে যাবতীয় মন্ত্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলকামী ব্যক্তি পুরশ্চরণ ও কুমারীপূজা করিবে। এইমাত্রই বিশেষ, অন্যান্য সমস্ত কার্য্য সামান্যতীর্থপদ্ধতির তুল্য। এতদ্ব্যতীত কোটরেশ্বরী, দীর্ঘেশ্বরী, প্রচণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিদ্ধকামেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী, ললিতা, কামধেনু, মাধব, পাণ্ডুনাথ, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বরাদি দ্বাদশলিঙ্গ, ব্রহ্মা, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, পাদদুর্গা, স্কন্দমাতা, বিন্ধ্যবাসিনী, বনবাসিনী, চণ্ডঘণ্টা ইঁহাদিগকে দর্শনাদি করিবে এবং ধর্ম্মদ্বারে প্রবেশ ও নির্গম, স্বর্গদ্বারদর্শন, ভৈরবগুহাতে ও সিদ্ধগঙ্গাতে স্নানাদি অন্তে কল্পদ্রুম তুল্য আম্রাতক ও তিন্তিড়ীবৃক্ষ, কল্পলতিকা তুল্য অপরাজিতা, নীলপর্ব্বতের নৈর্ঋতে পাষাণরূপী নন্দী, পশ্চিমদ্বারে হনুমান্, এই সমস্ত যথাসাধ্য দর্শনাদি করিবে। অম্বুবাচীসময়েই কামাখ্যাদর্শন প্রশস্ত।

ব্র

ব্রহ্মপুত্রতীর্থে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে মৌনাবলম্বন করত ব্রহ্মপুত্রতটে গমন করিবে এবং ভবঘোরদুঃখ-হরণ পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্মনিবারণের

কামনাতে ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ত্বং ব্রহ্মপুত্র ভুবনত্রয়তারকাঙ্গ
গম্ভীরনীরপরিপূরিতসর্ব্বদেহ।
তদ্দর্শনাদ্ধরতু মে ভবঘোরদুঃখং,
সংযোগতঃ কলিযুগে ভগবন্নমস্তে॥"

তৎপরে জন্মত্রয়জ-পাপহরণকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ নমস্তে ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ শান্তনুসূনবে।
ত্রিজন্মজঞ্চ যৎ পাপং তৎ সর্ব্বং হর মে প্রভো॥"

নমস্কারান্তে মুক্তিকামনায় স্পর্শ করিয়া তীর্থরাজ শব্দ কীর্ত্তন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষয়কামনায় মস্তকে ব্রহ্মপুত্রোদক দ্বারা বারত্রয় অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে স্নানাদি সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। তন্মধ্যে স্নানে পূর্ব্বাপর সপ্তপুরুষোদ্ধার পূর্ব্বক মোক্ষলাভকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রহ্মপুত্রের আবাহন করিবে, যথা—

"ওঁ ব্রহ্মপুত্র নদশ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিত।
পরশুদত্তমার্গেণ আগচ্ছ বরদো ভব॥"

পরে ডুব দিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকাস্নানের পর করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়, যথা—

"ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥"

অনন্তর যথাবিধি স্নানতর্পণ-সমাপনান্তে ভববন্ধনবিমোচনকামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ কিরীটী নীলবাসাশ্চ রত্নমালাবিভূষিতঃ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥"

চৈত্রমাস ব্যাপিয়া স্নান করিতে হইলে কৈবল্যলাভকামনা, চৈত্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতিথিতে পৃথিব্যধিকরণক-সর্ব্বতীর্থস্নানজন্যফল-সমফললাভ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকলাভকামনা এবং বুধবার ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রান্বিত চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী অষ্টমীতে বাজপেয়যজ্ঞজন্যফলসমফললাভকামনা করিবে। পরে স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ লৌহিত্যং রক্তগৌরাঙ্গং নীলবস্ত্রবিভূষিতম্।
রক্তমালাসমাযুক্তং চতুর্ব্বাহুসমন্বিতম্।
পুস্তকং শ্বেতপদ্মঞ্চ বিধৃতং দক্ষিণে করে।
বামে শক্তিধরঞ্চৈব শিশুমারশিরঃস্থিতম্॥"

ধ্যানান্তে "হ্রীং স্বাহা" অথবা "ওঁ ব্রহ্মপুত্রায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। তৎপরে সর্ব্বপাপবিমোচনপূর্ব্বকব্রহ্মলোকমহিতত্বকামনায় ব্রহ্মপুত্রসমীপে করপুটে নিম্নলিখিতরূপে স্তব করিবে, যথা—

"ওঁ নমো বিধ্যঙ্গভূতায় ব্রহ্মপুত্রায় তে নমঃ।
নমঃ সাগরপুত্রায় গঙ্গাপুত্রায় বৈ নমঃ।
নমস্তে পাপসংহত্রে রুদ্ররূপায় বৈ নমঃ।
নমঃ শান্তনুপুত্রায় অমোঘানন্দনায় চ।
নমস্তে তীর্থরাজায় সর্ব্বতীর্থাত্মনে নমঃ।
সদা জনাঘনাশায় নদীনাং পতয়ে নমঃ।
সদা চঞ্চলরূপায় ঘোরাবর্ত্তায় বৈ নমঃ।
নমঃ সাগরপুত্রায় ব্রহ্মপুত্রায় তে নমঃ॥"

তৎপরে ব্রহ্মপুত্রমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মপুরাণে—

"লৌহিত্যে মৌষলং স্নাত্বাপ্যশ্বমেধফলং লভেৎ।
সকৃৎ স্নাত্বা নরো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
মুক্তিং ব্রজন্তি মনুজাঃ সদৈব স্নানতৎপরাঃ॥"

ব্রহ্মপুত্রে মৌষলস্নান করিলেও অশ্বমেধের সমফল প্রাপ্ত হওয়া যা[illegible] এবং যথাবিধি একবারমাত্র উহার জলে স্নান করিলে অনাময় ব্রহ্মধামপ্রা[illegible] থাকে। যাহারা সর্ব্বদা উহার জলে স্নান করে, তাহাদের মুক্তিলাভ

"গঙ্গা তু পশ্চিমে ভাগে সদা তিষ্ঠতি মুক্তিদা।
আত্রেয়ী মধ্যভাগে চ তথা জাম্ববতী নদী॥
সরস্বত্যাদয়ো নদ্যো নদাঃ শোণাদয়স্তথা।
বহন্তি পূর্ব্বে তে সর্ব্বে পাপানাং ক্ষয়হেতবে॥"

এই ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশে মুক্তিদায়িনী গঙ্গা সতত অবস্থিত, [illegible]ভাগে

আত্রেয়ী ও জাম্ববতী নদী বিরাজমানা, এবং পূর্ব্বে সরস্বতীপ্রমুখ নদী ও শোণাদি নদ স্নানকারীর পাপক্ষয়ার্থ সতত প্রবাহিত হইতেছে।

"চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নায়াৎ লৌহিত্যতোয়েষু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্॥"

চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মপুত্রজলে স্নান করে, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

"পুনর্ব্বসৌ বুধে লগ্নে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
লৌহিত্যস্য জলে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ও বুধলগ্নযুক্ত চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্যজলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"পুনর্ব্বসু-বুধোপেতাং চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
স্রোতঃসু বিধিবৎ স্নাত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ॥"

চৈত্রমাসের সিতাষ্টমীতে পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ও বুধবার যোগ হইলে সেই দিন যদি ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোজলে বিধিবৎ স্নান করা যায়, তাহা হইলে বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে হ্যশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি॥"

মীনরাশিস্থ চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের অশোকাষ্টমী তিথিতে আটটি অশোক-কলিকা পান ও ব্রহ্মপুত্রজলে স্নান করিবে।

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্॥"

পৃথিবীতে যত তীর্থ, নদী ও সাগরাদি বিদ্যমান আছে, চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে তৎসমস্ত ব্রহ্মপুত্রে আগমন করে।

"চৈত্রস্তু সকলং মাসং যো নরো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নায়াল্লৌহিত্যতোয়েষু স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ॥"

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সম্পূর্ণ চৈত্রমাস ব্যাপিয়া ব্রহ্মপুত্রজলে স্নান করে, তাহার কৈবল্যলাভ হয়।

"স্নানং দানং তথা জপ্যং যজ্ঞঞ্চ সুরপূজনম্।
লৌহিত্যে হি কৃতং সর্ব্বং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ।"

ব্রহ্মপুত্রে স্নান, দান, জপ, যজ্ঞ, দেবপূজা যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই কোটি কোটি গুণ ফলপ্রদ হয়।

"শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়ামপি পূজয়েৎ।
ততোঽধিকফলং পুত্র কামপুত্রে লভেন্নরঃ॥"

হে বৎস! গঙ্গায় কোটি শিবলিঙ্গের পূজা করিলে যে ফল হয়, ব্রহ্মপুত্রে পূজা করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"কাশীবাসেন যৎ পুণ্যং লভতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদেব সমবাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে বসেত্তু যঃ॥"

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কাশীবাসে যে ফললাভ করে, ব্রহ্মপুত্রে বাস করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সাগরাশ্চোত্তরাদয়ঃ।
প্রয়াগঃ পুষ্করশ্চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।
এতেষাং ফলমাপ্নোতি ব্রহ্মপুত্রে চ বাসকে॥"

প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং পৃথিবীস্থ উত্তরসাগরাদি অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে, ব্রহ্মপুত্রে বাস করিলে তৎসমস্তস্থানবাসজনিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"যা গতির্যোগযুক্তানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রেষু সপ্তসু॥"

ঊর্দ্ধরেতা যোগযুক্ত মুনিগণের যে গতি হয়, ব্রহ্মপুত্রাদি পূর্ব্বোক্ত সপ্ত-তীর্থে প্রাণত্যাগ করিলে সেই গতি লাভ হইয়া থাকে।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী যত স্থান জলে প্লাবিত হয়, তাহাই গর্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত এবং তাহার ঊর্দ্ধ তীর ও তীর হইতে দুই ক্রোশমিত স্থান ক্ষেত্র শব্দে গণনীয় হয়। সার্দ্ধত্রিকোটি দেবতা ঐ স্থানমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যাহারা ঐ স্থানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদেব স্বর্গলাভ হয়, তাহাদিগের আব পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে না।

"লৌহিত্যস্য জলে যো হি মৃত্যুমাপ্নোতি মানবঃ।
ন পুনর্জ্জায়তে সোঽপি গর্ভবাসে সুদুস্তরে॥"

যে ব্যক্তি ব্রহ্মপুত্রজলে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, এবং দুস্তর গর্ভবাসে সে আর কষ্ট পায় না।

হৃষীকেশ তীর্থ

অর্ব্বুদাচলে হৃষীকেশ হরি বিরাজমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে বিষ্ণু-সালোক্য লাভ হয়। ঐ স্থানে একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া হৃষীকেশ-সমীপে রাত্রিজাগরণ করিলে কার্ত্তিকে পুষ্করতীর্থে কপিলাধেনুদানে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্য লাভ হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কবিয়া হৃষীকেশ অর্চ্চনা করিলে আর মর্ত্ত্যধামে আসিতে হয় না। এক দিকে সমস্ত তীর্থপর্য্যটন, অন্যত্র হৃষীকেশদর্শন তুল্যকক্ষ হইয়া থাকে। সর্ব্বস্ব দান, সহস্র কন্যাদান, সূর্য্য-গ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে গোদান, তুলাপুরুষদান প্রভৃতি, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, হিমালয়ে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান, সহস্র চান্দ্রায়ণ আচরণ, পিতৃপক্ষে প্রতিদিন গয়াশ্রাদ্ধ, সহস্র বৎসরব্যাপী তপশ্চর্য্যা, চতুর্ব্বেদ পাঠ এ সমুদয় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাবলম্বীর হৃষীকেশ-দর্শনের তুলনায় কিছুই নয়। কার্ত্তিক শুক্লৈকাদশীতে হৃষীকেশাগ্রে দীপদান কবিলে জন্মার্জ্জিত পাপের উল্লেখমাত্রে ক্ষয় হইয়া যায়। হৃষীকেশ দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বিশেষভাবে পূজা করিতে হয়।

বিন্ধ্যাচল তীর্থ

দেবীভাগবতে—

"চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী।"

দেবীপুরাণে—

[illegible]ংবতীর্য্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।

[illegible]প তত্র সা বামা তেন সা বিন্ধ্যবাসিনী॥"

বিন্ধ্যাচল দেবীর একটি পীঠস্থান। দুর্গাদেবী দেবগণকে দৈত্যভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য এই বিন্ধ্যপর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্দ্দান্ত শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে হত্যা করেন, সেই অবধি সেই স্থানে বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ স্থানে আসিয়া তীর্থযাত্রী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীকে দর্শন ও বলিদানোপহারে পূজা করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করে।

কেদার তীর্থ

কেদারতীর্থে মন্দাকিনী গঙ্গা সরস্বতী সহ মিলিত হইয়াছেন। সেই সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। শিবরাত্রিদিনে কেদারনাথ শিবদর্শনে ও উপবাসী থাকিয়া রাত্রিজাগরণে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। এ স্থানে কেদারকুণ্ডের জল পান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার লাভ করে।

প্রভাস তীর্থ

স্কান্দে—ঈশ্বর উবাচ। "সধনা নির্ধনা বাপি সমন্ত্রা মন্ত্রবর্জ্জিতাঃ। প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে যান্তি শিবালয়ম্॥"

প্রভাস তীর্থে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী যে কেহ কোন দানধ্যানাদি ক্রিয়া করুক বা না করুক, এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিলে সকল মানবই শিবলোকে গমন করে। তীর্থে গমন করিলে দান অবশ্যই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ স্বুবর্ণদান ও গোদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ। তীর্থে প্রতি তিথিতে সাধ্যানুসারে এক একটি বস্তু দান করিবে। যথা—প্রতিপদে কাঞ্চন, দ্বিতীয়ায় বস্ত্র, তৃতীয়ায় ভূমি, চতুর্থীতে ধান্য, পঞ্চমীতে ধেনু, তে অশ্ব, সপ্তমীতে মহিষী, অষ্টমীতে নীল বৃষ, নবমীতে গৃহ, শঙ্খ, চক্র, গদা, দশমীতে সর্ব্ববিধ গন্ধ, একাদশীতে মুক্তা, দ্বাদশীতে অন্ন, প্রবাল, ত্রয়োদশীতে পিতৃপুরুষ উদ্দেশে অন্ন, চতুর্দ্দশীতে জ্ঞান, অমাবস্যায় সর্ব্ববিধ দেয় বস্তুই দান করিবে। এইরূপ করিলে দশগুণ তীর্থফল লাভ হয়। স্নানকালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিবে, যথা—

"ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে। রুদ্রায় বাণহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ। সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা বিভাবরী। সন্নিধানং কুরুষাত্র তীর্থে পাপপ্রণাশিনি॥"

স্নানকালে এই মন্ত্র পাঠ ও পূর্ব্বোক্ত তিথিবিশেষে বিশেষ দান সকল তীর্থেই কর্ত্তব্য।

প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া সমুদ্রে স্নান করিবে, সাগরস্নানে মন্ত্র দ্বারা সান্নিধ্য কল্পনা করিয়া স্নানান্তে সমুদ্রগর্ভে তর্পণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"ওঁ নমো বিষ্ণুগুপ্তায় বিষ্ণুরূপায় সান্নিধ্যে ভব দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি। অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া

রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্ত নাভিঃ।" পরে 'ওঁ নমো রত্নগর্ভায়' মন্ত্রে কঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে। স্নানান্তে তর্পণ ও বড়বানলস্পর্শ অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে পিতৃতর্পণান্তে দেব কপর্দ্দী গণেশের নিকট গমন করিয়া "ওঁ গণাণাং ত্বাং গণপতিং হবামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা পূর্ব্বক অর্ঘ দিয়া সোমেশ্বর দর্শন করিবে। সোমেশ্বর শিবকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও ইক্ষুরসে স্নান করাইয়া কুঙ্কুম, কর্পূর, উশীর, মৃগনাভিসমন্বিত সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গরাগ করিয়া ধূপ, দীপ, বস্ত্র, নৈবেদ্য দ্বারা পূজান্তে আরাত্রিক করিবে। অবশেষে অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া নৃত্যগীতাদি করত সোমেশ্বরের আরাধনা কর্ত্তব্য। এই প্রভাসক্ষেত্রে বহুতীর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে বডবানল, সোমেশ্বর ও প্রাচী সরস্বতী এই তিনটিই প্রধান। কুরুক্ষেত্রে ও পুষ্করে প্রাচী সরস্বতী অপেক্ষা প্রভাসে প্রাচী সরস্বতী মহাতীর্থ। এই নদীতে স্নান না করিলে তীর্থফল ব্যর্থ হয়। ত্রিরাত্র উপবাসান্তে এই নদীতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপনাশ হয়। সরস্বতীর উত্তর তীরে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয়। এই স্থানে শ্রাদ্ধে একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়। এই স্থানের অন্যান্য তীর্থ তীর্থমাহাত্ম্যপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

কুরুক্ষেত্র তীর্থ

অগ্নিপুরাণে—

"কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্। এবং সততং ব্রুয়াদ্যঃ সোঽমল[illegible] প্রাপ্নুয়াদ্দিবম্। তত্র বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাস্তত্র বাসাদ্ধরিং ব্রজেৎ। সরস্বত[illegible]. সন্নিহিতঃ স্নানকৃদ্ব্রহ্মলোকভাক্। পাংসবোঽপি কুরুক্ষেত্রে নয়ন্তি [illegible]রমাং গতিম্॥"

[illegible] ব্যক্তি "আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব", এই কথা নিরন্ত[illegible] উচ্চারণ করে, সে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র[illegible] বিষ্ণু প্র[illegible]তি দেবতা সর্ব্বদা সন্নিহিত, সে স্থানে বাস করিলে জীব হরিতে[illegible]ই লীন [illegible]হয়। তত্রত্য সরস্বতী নদীতে স্নানকারী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। [illegible] বে[illegible] কথা কি, কুরুক্ষেত্রস্থিত ধূলিপুঞ্জও যাত্রীকে পরম গতি [illegible]া দেয়। দৃষদ্বতী নদীর উত্তরে সরস্বতী নদীর দক্ষিণে ব্রহ্মর্ষিসেবিত পবিত্র ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত। কুরুক্ষেত্রসমীপে

ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ পরশুরাম কর্ত্তৃক পিতৃতর্পণার্থ নিহত ক্ষত্রিয়-শোণিত-প্রবাহে নির্ম্মিত সমন্তপঞ্চক নামে পঞ্চ হ্রদ বর্ত্তমান। কুরুক্ষেত্রমধ্যে অনেকগুলি যোগিবাঞ্ছিত পবিত্র তীর্থ আছে; তন্মধ্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি তীর্থের নাম ও কার্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—অগ্নিতীর্থ, এ স্থানে স্নান করিলে অগ্নিলোকলাভ হয়। অমরহ্রদ বা অমৃতকূপ, এ স্থানে স্নান ও ইন্দ্রপূজা কর্ত্তব্য। অরুণাতীর্থ, এখানে স্নান করিলে তীর্থযাত্রী ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে উদ্ধার পায়। আদিতীর্থ, এখানে স্নান ও সূর্য্যপূজা আবশ্যক। মানুষতীর্থ, আপগাতীর্থ, রুদ্রকোটী, রুদ্রকূপ, রুদ্রহ্রদ, ইলাস্পদতীর্থ এই সকল তীর্থে স্নান করিয়া দেবপিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য বাজপেয়ফলপ্রাপ্তি ও দুর্গতি হইতে অব্যাহতি পায়। এই স্থানে কাম্যকবন, যাহা পাণ্ডবগণের বনবাসের অধিভূমি ও মুনিগণের সতত সেবিত পবিত্র তীর্থ। দধীচি তীর্থ, সোমতীর্থ, দশাশ্বমেধ তীর্থ, দৃষদ্বতী নদী, পরশু-রামকৃত পঞ্চনদতীর্থ, পুষ্কর তীর্থ ও বৈতরণীতে স্নানে মহাপুণ্য ও পিতৃতর্পণে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি হয়। অত্রত্য অন্যান্য তীর্থবিবরণ তীর্থমাহাত্ম্য গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অধিক কি, কুরুক্ষেত্র তীর্থ অতি প্রাচীন যজ্ঞসিদ্ধিভূমি, পূর্ব্বে দেবগণ এ স্থানে যজ্ঞ করিতেন। উপনিষদে উক্ত আছে, "অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।" আবার বেদে উল্লিখিত আছে, "কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে।" উপর্য্যুক্ত সমস্ত তীর্থ ও কৃত্য মহাভারতের বনপর্ব্বোক্ত। অন্যান্য বিবরণ মহাভারতে অনুসন্ধেয়।

সেতুবন্ধ (রামেশ্বর) তীর্থ

স্কন্দপুরাণে—

> "অস্তি রামেশ্বরং নাম রামসেতৌ পবিত্রিতম্।
> ক্ষেত্রাণামপি সর্ব্বেষাং তীর্থানামপি চোত্তমম্॥
> দৃষ্টমাত্রে রামসেতৌ মুক্তিঃ সংসারসাগরাৎ।
> সেতুং রামেশ্বরং লিঙ্গং গন্ধমাদনপর্ব্বতম্॥
> চিন্তয়ন্ মনুজঃ সত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
> সমস্তদেবতারূপঃ সেতুবন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রনির্ম্মিত সেতুবন্ধে স্থাপিত রামেশ্বর-শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। এই তীর্থ সকল তীর্থ ও সর্ব্ববিধ ক্ষেত্র হইতে উত্তম। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চবিধ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে কথিত আছে, "অত্তাপীন্দ্রেশ্বরং দৃষ্ট্বা তথা রামেশ্বরং প্রভুম্। মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ"। ইন্দ্রেশ্বর-দর্শন ও সেতুবন্ধে রামেশ্বরলিঙ্গদর্শন মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। সেতুমাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছে, "কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানাম্ অগম্যাগমকোটয়ঃ। অঙ্গলগ্নৈর্বিনশ্যন্তি গন্ধমাদনমারুতৈঃ॥" কোটি ব্রহ্মহত্যা ও অগম্যাগমনজ পাপরাশি অঙ্গে গন্ধমাদন পর্ব্বতের বায়ুস্পর্শে বিনষ্ট হয়। সেতুবন্ধে আসিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাগরে স্নান পূর্ব্বক গন্ধমাদনে পিণ্ড দান কবিলে পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। স্নানসঙ্কল্প যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ঐহিকব্রহ্মহত্যাদি-মহাপাতক-পঞ্চপাপক্ষয়কামঃ সেতুবন্ধে সাগরে স্নানমহং করিষ্যে।"

পরে সাধারণতীর্থকৃত্যোক্ত স্নানমন্ত্র পাঠান্তে স্নান করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতকে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ক্ষমাধর মহাপুণ্য সর্ব্বদেবনমস্কৃত। বিষ্ণ্বাদয়োঽপি যং দেবাঃ সেবন্তে শ্রদ্ধয়া সহ। তং ভবন্তমহং পদ্ভ্যামাক্রমামি নগোত্তম। ক্ষমস্ব পাদঘাতং মে দয়য়া পাপচেতসঃ। ত্বন্মূর্দ্ধনি কৃতাবাসং শঙ্করং দর্শয়স্ব মে॥"

অতঃপর ধীরপদে গন্ধমাদনপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সর্ষপপরিমাণ বা শমীপত্রপরিমাণ পিণ্ড দান করিবে, তাহাতেই তৎপূর্ব্বপুরুষ নরকস্থ থাকিলে স্বর্গগমন করিবেন ও স্বর্গবাসী হইলে মুক্তিলাভ করিবেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি পাপবিনাশন নামক মহাতীর্থ আছে, তাহাতে অতি অবশ্য স্নান কর্ত্তব্য। ঐ স্নানফলে মানব পুনশ্চ মাতৃগর্ভে বাসযন্ত্রণা ভোগ করে না। অতঃপর সীতাসরোবরে নিয়মপূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করিবে। সীতাসরোবরে গঙ্গাদি সকল তীর্থই বর্ত্তমান। এখানে স্নানকারী ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত তীর্থ সমুদয়ে স্নানাদি-বিধি ও ফল নিরূপিত হইতেছে। [illegible] তীর্থ-স্নান, একান্তরামনাথতীর্থে-জানকীলক্ষ্মণ সহিত শ্রীরাম-মূর্ত্তি দর্শন, [illegible]ৃতবাপীতে স্নান, তর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ, গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি— ব্রহ্মকুণ্ডদর্শনে সর্ব্বপাপনাশ, স্নানে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি;—ব্রহ্মকুণ্ডভস্ম-তিলকধারণে

নরকত্রাণ। ব্রহ্মকুণ্ডভস্ম অতি পবিত্র, সেতুবন্ধে যাইয়া ব্রহ্মকুণ্ড-ভস্মে তিলকরচনা না করিলে মানব সকল তীর্থফল হারাইয়া নরকস্থ হয়। হনুমৎ-কুণ্ডস্নানে শিবলোকপ্রাপ্তি, অগস্ত্য তীর্থে স্নান সুখ-মোক্ষপ্রদ। রামকুণ্ডে স্নানানন্তর অন্নমাত্রায়ও যজ্ঞ, মুষ্টিমাত্র ভিক্ষাদানও মহাফলপ্রদ। লক্ষ্মণতীর্থে স্নানে দারিদ্র্যনাশ, দীর্ঘায়ু গুণবান্ পুত্রলাভ, তত্রত্য লক্ষ্মণস্থাপিত লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গদর্শনে দারিদ্র্য ও রোগ হইতে পরিত্রাণ। জটাতীর্থ স্নানে সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-নাশ ও চিত্তশুদ্ধি। এই তীর্থে ভগবান্ রামচন্দ্র জটাক্ষালন করিয়াছিলেন,সে জন্য জটাতীর্থ নাম হইয়াছে। লক্ষ্মীতীর্থে স্নানকারীর সর্ব্বকামনাসিদ্ধি, দারিদ্র্য-মুক্তি, সম্পদ্‌লাভ, সর্ব্বদুঃখপ্রশমন ফল হইয়া থাকে। অগ্নিতীর্থে স্নানে অভীষ্ট-সিদ্ধি ও পাপক্ষয়। চক্রতীর্থে স্নান অত্যাবশ্যক, ইহাতে সর্ব্বকামনাসিদ্ধি হইয়া থাকে। শিবতীর্থে স্নানে কোটিসংখ্যক সর্ব্বজাতিসংসর্গজ পাপক্ষয়। শঙ্খতীর্থ স্নানমাত্রে অতিকৃতঘ্নতাপাপক্ষয়। মিলিত গয়া-গঙ্গা-যমুনাতীর্থে স্নানে মহাপাতকনাশ, সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমন, সকল-অজ্ঞাননিবৃত্তি ও সর্ব্বরোগবিনাশ ঘটে। কোটিতীর্থস্নানে সর্ব্বপাপনাশ, দুঃস্বপ্নবৈফল্য, মহাবিঘ্নদমন, ও মহাশান্তি ফল হয়। ইহা রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরলিঙ্গস্নপনার্থ ধনু-কোটি দ্বারা খাত ধরণীবক্ষ হইতে নির্গত বারিপ্রবাহ। পূর্ব্বে যে সকল তীর্থের কৃত্য ও ফল কথিত হইয়াছে, ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে ক্ষীণপ্রায় অবশিষ্ট পাপনাশের জন্য কোটিতীর্থস্নান কর্ত্তব্য। কোটিস্নানে শতকোটি-জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। এই তীর্থস্নানানন্তর অন্য তীর্থে স্নান অনাবশ্যক হয়; সুতরাং সর্ব্বশেষে এই তীর্থে স্নান করা উচিত। ইহার পর সাধ্যমত সর্ব্বতীর্থস্নানান্তে প্রসিদ্ধ ধনুষ্কোটি তীর্থে গমন করিবে—যে স্থানে অদ্যাপি রামচন্দ্রের ধনুর অগ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন সেতুবন্ধ পরিলক্ষিত হয়। এই তীর্থস্নানে অষ্টাবিংশতি প্রকার নরক হইতে জীব পরিত্রাণ পায়। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে যথা—

"যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামুত্তমো রঘুনন্দনঃ। তথৈব চ ধনুষ্কোটিঃ সর্ব্ব-তীর্থোত্তমা স্মৃতা॥"

মাঘমাসে প্রতিদিন সংযমী, একাহারী ও জিতেন্দ্রিয় অবস্থায় ধনুষ্কোটিতে স্নান করত উপবাসী থাকিয়া শিবরাত্রিদিনে রাত্রিজাগরণ পূর্ব্বক প্রতি প্রহরে বিধিমত রামেশ্বর শিব পূজা করিয়া পরদিন সূর্যোদয়কালে ধনুষ্কোটিতে স্নান ও অন্যান্য তীর্থে স্নান, পরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন,

বিত্তানুসারে ভূমি, গো, ধান্য দান, অবশেষে ব্রাহ্মণানুমতিতে পারণ করিলে মানব নিশ্চিতই সর্ব্বপাপপরিমুক্ত হইয়া মুক্তাত্মা হইতে পারে। অর্দ্ধোদয় ও মহোদয় যোগে ধনুষ্কোটিতে স্নান ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক মোক্ষের কারণ। এই স্থানে কন্যাতীর্থ, ক্ষীরকুণ্ড, কপিতীর্থ, গায়ত্রী ও সরস্বতী তীর্থ প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থও বর্ত্তমান।

নৈমিষারণ্য তীর্থ

কূর্ম্মপুরাণে—

"ততো মুমোচ তচ্চক্রং তে চ তৎ সমনুব্রজন্।
তস্য বৈ ব্রজতঃ ক্ষিপ্রং যত্র নেমিবশীর্য্যত।
নৈমিষং তৎ স্মৃতং নাম্না পুণ্যং সর্ব্বত্র পূজিতম্॥"

কোন সময়ে ব্রহ্মা তপস্যার উত্তম সিদ্ধিক্ষেত্রের অনুসন্ধিৎসু হইয়া একটি মনোময় চক্র সৃষ্টি করত প্রেরণ করিলেন, পরে যে স্থানে ইহার নেমি শীর্ণ হইয়াছিল, সেই স্থান তপস্যার উত্তম ক্ষেত্র নৈমিষ নামে অভিহিত হইল। প্রবাদ আছে, এই স্থান অদ্যাপি কলির অধিকারভুক্ত নহে। এ স্থানে তপস্যা করিলে অচিরেই সিদ্ধি হয়। এই স্থানেই মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণসমূহ সূতমুখে বর্ণিত হইয়াছিল। ইহা মুনিজনসংসেবিত অতি পবিত্র ক্ষেত্র। এ স্থানে তপস্যা, জপ ও হোম কর্ত্তব্য। ইহার সমীপবর্ত্তিনী গোমতী নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। নৈমিষারণ্যে বিপ্রমুখে পুরাণকথা শ্রবণ করিলে বিষ্ণুপ্রীতি জন্মিয়া থাকে।

পুষ্কর তীর্থ

পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে—

'জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা। পুষ্করে গতমাত্রস্য সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি। যথা সুরাণাং সর্ব্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ। তথৈব পুষ্করং রাজং-স্তীর্থানামাদিরুচ্যতে। দুষ্করং পুষ্করে গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ। দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুং চৈব সুদুষ্করম্॥"

পুষ্করে গমন করিলে স্ত্রীলোক বা পুরুষ যাবজ্জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে

পরিত্রাণ পায়। যেমন সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণু প্রধান, সেইরূপ পুষ্করতীর্থ সকল তীর্থের আদিভূত। পুষ্করে গমন, তপস্যা, দান ও বাস সকলই অতি দুষ্কর। মনুষ্য পরম সুকৃতিবলেই পুষ্করতীর্থে গমনাদি করিতে পারে। যে ব্যক্তি পুষ্করক্ষেত্রে দ্বাদশবর্ষ সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে বাস করে, সে সকল যজ্ঞফল ভোগ করিয়া অন্তে ব্রহ্মলোকে গমন করে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পুষ্করক্ষেত্রে দশসহস্র কোটি তীর্থ ত্রিসন্ধ্যায় সন্নিহিত। এই স্থানে আদিত্য, বসু, রুদ্র, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা দিব্যযোগ লাভ করিয়াছেন। যদি কেহ মনে মনেও পুষ্করে যাইতে অভিলাষ করে, তবে সেই মনীষী সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করত পূজিত হইয়া থাকেন। সায়ং প্রাতঃ পুষ্করতীর্থ নাম স্মরণ করিলে সর্ব্বতীর্থে স্নানের ফল জন্মে, এ কারণ সকল কার্য্যের আরম্ভে কুরুক্ষেত্রাদিব মত পুষ্করতীর্থের স্মরণ করা হইয়া থাকে। এই তীর্থে কার্ত্তিক মাসে বাস অতি প্রশস্ত। এই স্থানে সাবিত্রীদেবী আছেন, তাঁহার মস্তকে সিন্দূর দান করিলে রমণীগণ বৈধব্যদশা ভোগ করেন না।

নর্ম্মদাতীর্থ—

পদ্মপুরাণে—

> "পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
> গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা।
> ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
> সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্॥"

কনখলের গঙ্গা, কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী কেবল সেই স্থানেই অতি পুণ্যপ্রদা, কিন্তু নর্মদা গ্রামে বা অরণ্যে প্রবাহিতা হইলেও পবিত্রতাবিধায়িনী। সরস্বতী তিন দিনে, যমুনা সপ্তাহে, গঙ্গা সদ্যঃ স্নানকারীকে পবিত্র করেন, কিন্তু নর্মদাদর্শনমাত্রে মানব পাপমুক্ত ও পবিত্রদেহ হয়। এই স্থানে নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক রাত্রি বাস করিলে শতকুল উদ্ধার হয়। এই স্থানে জলেশ্বর নামক এক মহা তীর্থ আছে, তথায় স্নান ও পিতৃ উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন।

নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি রুদ্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। তথায় স্নান করিয়া গন্ধমাল্যাদি দ্বারা শিবপূজা করিলে কোটি রুদ্র তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। পর্ব্বতের পশ্চিমাংশে মহাদেবসমীপে পিতৃ-তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। নর্ম্মদা ও কাবেরীসঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধফল পাওয়া যায়। কাবেরী-নর্ম্মদা-সঙ্গমস্থান প্রয়াগধাম তুল্য, ইহা জীবের পক্ষে অতি দুর্ল্ভ ক্ষেত্র।

নর্ম্মদার উত্তরকূলে পত্রেশ্বর তীর্থ, তথায় স্নানানন্তর ইন্দ্রজিৎ তীর্থে গমন করত স্নান করিবে। পরে যথাক্রমে মেঘরাবতীর্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, অঙ্গারেশ্বর, কপিলাতীর্থ, কাঞ্চীতীর্থ, কুণ্ডলেশ্বর, পিপ্পলেশ্বর ও বিমলেশ্বরে যথোক্তফলকামনায় স্নান করিয়া দেবশিখা পুষ্করিণী তীর্থে স্নান করিবে, এ স্থানে স্নাম করিলে মানব ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করে। ইহা মুনিগণ-সংসেবিত পরম রমণীয় তীর্থ। এই স্থানে অপরাপর বহু পবিত্র তীর্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে মাসবিশেষে যে তীর্থে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই লিখিত হইতেছে। মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যমতীর্থে স্নানানন্তর দিবাভোজন ত্যাগ পূর্ব্বক অহল্যাতীর্থে গমন করিয়া স্নান করিবে এবং চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে অহল্যামূর্ত্তির পূজা করিবে। পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় অমোহকতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। অমোহকতীর্থের জল-মধ্যে [illegible] শিলা বর্ত্তমান, বৈশাখমাসে তদুপরি পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ পৃথিবীর অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত থাকেন।

নর্ম্মদাস্নানে নিম্নলিখিত স্তবপাঠ কর্ত্তব্য। যথা—

"ওঁ নমঃ পুণ্যজলে আদ্যে নমঃ সাগরগামিনি।
নমোঽস্তু তে ঋষিগণৈঃ শঙ্করদেহনিঃসৃতে॥
নমোঽস্তু তে ধর্ম্মভৃতে বরাননে
নমোঽস্তু তে দেবগণৈকবন্দিতে।
নমোঽস্তু তে সর্ব্বপবিত্রপাবনে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বজগৎসুপূজিতে॥"

পুরুষোত্তম-পদ্ধতি

তীর্থমাত্রেই সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে দেশ-কালকীর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ নিজ কামনাতে সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব বিধি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। সর্ব্বাগ্রে পথিমধ্যে বিরজাতীর্থে উপস্থিত হইয়া তত্র বিহিত কার্য্য সমাপনান্তে অবস্থান করত পরদিন প্রভাতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে পুরুষোত্তমদর্শনার্থ গমন করিবে। পথে বৈতরণীতে সর্ব্বপাপনাশকামনায় সঙ্কল্প করিয়া ডুব দিবার অগ্রে স্নানকথিত প্রকৃত মন্ত্রসমূহপাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ আয়াতভাগং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াক্রুদ্রস্ত শাশ্বতীম্॥
ইমাং গাথাং সমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি।
দেবায়নং তস্ত পন্থাঃ শক্রস্তৈব বিরাজতে॥"

এই মন্ত্রপাঠান্তে স্নান, তর্পণ ও বৈতরণীদানবিধানে করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত বৈতরণীসলিলে স্নান করিবে, যথা:

"ওঁ যা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা।
সা মে তীর্থং মহাভাগা পিতৃণাং তারণায় বৈ॥"

মন্ত্রপাঠান্তে বৈতরণীসলিলে সন্তরণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক কামনায় বরাহরূপী স্বয়ম্ভূ হরিকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিয়া বৈতরণীতে ও নাভি-গয়াতে শ্রাদ্ধ কবিবে। বিন্ধ্যপাদবিনিঃসৃত মহানদী চিত্রোৎপ তে সর্ব্ব-পাপনাশকামনায় স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া ভুবনেশ্বর ও গোপাল-দর্শন, নমস্কার ও পূজা করত সহসা সর্ব্বপাপবিমুক্ত্যর্থ দূর হইতে জগন্নাথের মন্দিরের উপরিস্থ চক্র দর্শন করিবে এবং মার্কণ্ডেয়হ্রদে যাইয়া সর্ব্বপাপনাশ-কামনায় স্নানের সঙ্কল্প করত ডুব দিবার পূর্ব্বে প্রকৃত মন্ত্রসকল পাঠ ও তিনবার অঘমর্ষণসূক্ত পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্॥ ১॥"
"ওঁ সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনম্।
পাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে॥ ২॥"

এই মন্ত্রদ্বয়পাঠান্তে উত্তরমুখ হইয়া তিনটি ডুব দিবে, তদনন্তর তর্পণ

করিতে হয়। তৎপরে তত্রত্য শিবমন্দির বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত বৃষ স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবে। যথা—"ওঁ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্-যজ্ঞস্ত্বং স্বর্ণশৃঙ্গস্ত্রয়ীবপুঃ। গোপতে বাহরূপী ত্বং শূলিনং ত্বাং নমাম্যহম্।" অতঃপর মহাদেবসমীপে উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—"ওঁ ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ। ত্রাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে॥" পরে "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে মার্কণ্ডে-য়েশ্বর শিবকে পূজা করিবে ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ॥"

পূজাশেষে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ।
ত্রাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে॥"

মার্কণ্ডেয়-হ্রদে স্নান-তর্পণ করিয়া শিবদর্শন করিলে দশাশ্বমেধফললাভ, সর্ব্বপাপনাশ, শিবলোকপ্রাপ্তি, আপ্রলয় অতুলসুখসম্ভোগ ও পরকালে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তর সেই মার্কণ্ডেয়-হ্রদেই সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম করিবে, তথায় মস্তকমুণ্ডনও করিতে হয়। তৎপরে অক্ষয়বটসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক রাজসূয়াশ্বমেধিকফলপ্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বর্গাদ্ধারণানন্তর বিষ্ণুলোকগমনকামনায় অক্ষয়বটকে দর্শন ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ অমরস্ত্বং সদা কল্পে বিষ্ণোরায়তনং মহৎ।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তু তে॥
ওঁ নমোঽব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণ তে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ॥"

এই প্রকারে যথাবিধি পূজা করত সর্ব্বপাপবিমুক্তিপূর্ব্বক-বিষ্ণুপুর-গমন-কামনায় কৃষ্ণসম্মুখস্থ গরুড়কে দর্শনানন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দপুরীতে প্রবেশ করিবে। যথা—"ওঁ ছন্দোময় জগদ্ধাম যানরূপ ত্রিবৃৎবপুঃ। যজ্ঞরূপ গত্যাপিন্ প্রীয়মাণায় তে নমঃ॥"

(আনন্দপুরীকৃত্য)

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে বিষ্ণুর আয়তনটি বারত্রয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করত পরমগতিলাভকামনায় বলরামকে দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তে হলধৃগ্ রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল॥"

তৎপরে বলরামপ্রীতিকামনায় পূজা-সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বলরামের ধ্যান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্।
নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমস্তকম্।
মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈকবিভূষণম্।
রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা ধ্যায়েন্মুষলধারিণম্॥

ধ্যানান্তে "ওঁ বলরামায় নমঃ" মন্ত্রে বলরামকে যথাশক্তি উপহারে আবাহনাদি ত্যাগ করিয়া সামান্যপূজাপদ্ধতি অনুসারে অর্চনা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম কবিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু পাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ॥"

বলরামের স্তুতি

নভঃ শিরস্তে দেবেশ আপস্তে বিগ্রহঃ প্রভো।
পাদৌ ক্ষিতির্মুখং বহ্নিঃ শ্বসিতানি সমীরণঃ॥
মনস্তে হ্যোষধীনাথশ্চক্ষুষী তে দিবাকরঃ।
বাহবঃ ককুভো নাথ নমস্তে জ্ঞানদর্পণ॥
চতুর্দ্দশানাং লোকানাং মূলস্তম্ভায় সীরিণে।
পাদাম্ভোজপ্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘদারিণে॥
অনন্তবক্ত্র-নয়ন-শ্রোত্র-পাদাক্ষি-বাহবে।
নমোঽনাদি-মহামূল-তমস্তোমৈক-ভানবে॥

ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষনাশায় ত্র্যবতারিণে।
ফণামণি-কণাকার-ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে॥
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ।
ভোগতল্পফণাচ্ছত্রমধ্যসুপ্তায় তে নমঃ॥
মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে।
ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত॥
ফণামণিগণব্যাজসন্ধৃতাখিলভৌতিকে।
ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো॥
অত্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাত্মাস্ত্বন্নিমিত্তকাঃ।
এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে॥
ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি।
শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্চ ছাদকো ভবান্॥
যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ।
যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময়॥

তদনন্তর সহস্র অশ্বমেধফলপ্রাপ্তি ও সর্ব্বতীর্থস্নান-দানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া জগন্নাথকে দর্শন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে [illegible]ক নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥"

তৎপরে মোক্ষপ্রাপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করত "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে বলরামবৎ জগন্নাথের পূজা করিবে, ধ্যান যথা—

"ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদা দারু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত স্তুতিপাঠ করিতে হয়, যথা—

"ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক।
ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাদয়োর্নতম্॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন।
জয় চাণূরকেশিঘ্ন জয় কংসনিসূদন।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর।
জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ।
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন।
জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ।
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে।
ক্রোধগ্রহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে।
নানারোগোর্ম্মিকলিলে মোহাবর্ত্তসুদুস্তরে।
নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥"

ইন্দ্রদ্যুম্ন-কৃত-জগন্নাথ-স্তুতি

"ওঁ ত্বদঙ্ঘ্রিপাথোজযুগং মুরারে, নোপাসিতং জন্মসু পূর্ব্বকেষু।
তৎকর্ম্মণো দারুণপাকভীতং, দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্॥
ক নির্ম্মলং ত্বচ্চরণাব্জযুগ্মং, বিরিঞ্চিরুদ্রেন্দ্রকিরীটমগ্নম্।
কাহং কুদীনঃ শকৃদস্রমাংসমূত্রাস্থিসঙ্ঘৈঃ পিহিতত্বচা বৈ॥
অসারসংসারপরিভ্রমেণ, শ্রমাতুরস্ত্বাং কথমীশ জানে।
জানন্তি তে ত্বাং খলু দেবদেব, যেষাং ভবে দুঃখভবপ্রকাশঃ॥
প্রভো ময়া দুঃখমনেকজন্ম, পাপার্জ্জিতং ভুক্তমনেকভাবম্।
শুভার্জ্জিতো যঃ সুখলেশভাবো, ন দর্শনং বন্মধুযুক্তিতক্তে॥
যদেব সৌখ্যানুভবায় দেব, কর্ম্মার্জ্জিতো মে বিষয়োপভোগঃ।
স এব দুঃখং পরিণামতো মে, ন মদ্বিধো দুঃখিজনোঽস্তি চান্যঃ॥
বিভো যদি ত্বাং মনসাঽপি পূর্ব্বমুপাস্তমস্তদ্বিষয়ৈকণোঽহম্।
কথং তদা লপ্স্যমনেকজন্ম, পুনঃ পুনর্ভোগ্যমশেষদুঃখম্॥
বিভুত্ব-দাসত্ব-পিতৃত্ব-পুত্র-প্রিয়ত্ব-মাতৃত্ব-ধনিত্ব-ভাবৈঃ।
বন্ধ্যাত্ব-হিংস্রত্ব-পতিত্ব-জায়াভাবৈশ্চ তির্য্যক্ত্ব-সুরাদিভাবৈঃ॥

নীচোর্দ্ধভাবং বহুশঃ সকৃত্বা, ভবাম্বনেঽস্মিন্ লুঠতাম্বভূতম্।
ন বা মুরারে তব পাদপদ্মদূবীভবস্তেষ্টফলং হি চৈতৎ॥"

তৎপরে প্রদক্ষিণান্তে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বতীর্থপ্রবর্ত্তক।
সর্ব্বতীর্থময়শ্চাসি সর্ব্বদেবময় প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া তীর্থরাজে স্নানং কৃতং হি যৎ।
তদস্তু সফলং দেব যথোক্তফলদো ভব।
সিন্ধুরাজ ত্বঞ্চ বিভো দ্রবরূপোঽস্তসংশয়ঃ।
পাপালয়ে নিমগ্নং মাং পবিত্র হি নমোঽস্তু তে॥"

তৎপরে পরমগতি প্রাপ্তিকামনায় সুভদ্রাকে দর্শন ও নমস্কার করত কামগ-বিমানে বিষ্ণুর গমনকামনায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিতরূপে সুভদ্রার ধ্যান করত "ওঁ সুভদ্রায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংচ্ছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম্॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্।
পীনোন্নতকুচাং রম্যামাদ্যপ্রকৃতিরূপিণীম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্॥"

পূজান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সুভদ্রাকে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে।
পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥"

সুভদ্রা-স্তুতি

"ওঁ জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
কার্য্য-কারণ-কর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বস্য হৃদি সন্বিষ্টে জ্ঞানমোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্॥
দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণি॥

ত্বমেব লক্ষ্মীর্গৌরী চ সতী কাত্যায়নী তথা।
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্য শক্তিমান্॥
জয় ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনি।
ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥
ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ।
স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুংরূপো জগদীশ্বরঃ
যুবয়োর্ন হি ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্তৎ পরমেব
যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা ত্বমেব চ॥
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী।
ত্রাহি পাদাব্জলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গবিলোকনৈঃ॥

তদনন্তর পুরুষোত্তমনিকটে সুভদ্রার দক্ষিণে অনন্তফলকামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজনানন্তর আপনাকে কৃতকৃত্য ভাবনা করত কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মন্দিরপ্রদক্ষিণান্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। পরে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বপাপবিমুক্তিকামনায় কপালেশ্বরদর্শন, প্রণাম ও পূজান্তে সর্ব্বপাপবিমুক্তিপূর্ব্বক-পরমপদ-প্রাপ্তিকামনাতে অনন্ত-নামক বাসুদেব দর্শন, নমস্কার ও অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে শ্বেতগঙ্গাতে গমন পূর্ব্বক স্বর্গলাভকামনায় কুশ দ্বারা শ্বেতগঙ্গার জল স্পর্শ করিয়া তাহাতে স্নান-তর্পণ-সমাপনান্তে সর্ব্বলোকবিমুক্তিপূর্ব্বক-বিষ্ণুলোকগমনকামনায় শ্বেত মাধবদর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। তৎপরে সর্ব্বদুঃখবিমুক্তিকামনায় শ্বেত-মাধব-সন্নিহিত মৎস্যমাধবকে দর্শন, নমস্কার ও পূজা করিয়া পুনরায় অক্ষয়বট-সমীপে গমন করিবে। তথায় "ওঁ নমোঽব্যক্তরূপায়" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত দুইটি মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিতে হয়।

অনন্তর বটকে পূজা করিয়া তিন শত ধনু (১২০০ হাত) দূরে যাইয়া উগ্রসেনকে দর্শনাদি করত সাগরে গমন করিবে।

স্কন্দপুরাণে—'ধ্যানং দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্।
সিন্ধুতীরকৃতং সর্ব্বং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥"

সাগরতীরে ধ্যান, দান, জপ, শ্রাদ্ধ যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই কোটি কোটিগুণ ফলদায়ক হয়।

(মহোদধিকৃত্য)

প্রথমতঃ পবিত্র হইয়া সাগরজল দ্বারা আচমন পূর্ব্বক নারায়ণচিন্তা করত অষ্টাক্ষর মন্ত্র * দ্বারা ন্যাস করিবে, যথা—"ওঁ নমো নারায়ণায়" এইটি দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, করদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, শিখাতে ও শিরে ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিয়া "ওঁ" এইটি দুই অঙ্গুষ্ঠে, 'ন' তর্জ্জনীদ্বয়ে ন্যাস করিবে। পরে 'মো" মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ে, "না" অনামিকাদ্বয়ে, "রা" কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়ে, "য়" দুই করতলে, কুক্ষিতে 'ণা', পৃষ্ঠে 'য়' ন্যাস করত " দয়োর্জ্জ্বয়োরূর্ব্বোঃ স্ফিচোশ্চ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ। নাভৌ পৃষ্ঠে বাহুযুগ্মে হৃদি কণ্ঠে চ কক্ষয়োঃ। ওষ্ঠয়োঃ কর্ণয়োরক্ষ্ণোর্গণ্ডয়োর্নাসয়োস্তথা। ভ্রুবোর্ললাটে শিরসি মন্ত্রবর্ণান্ যথাক্রমম্।" এই মূললিখিত স্থানে পুনরায় ন্যাস করিয়া নারায়ণকে ধ্যান করত নিম্নলিখিত কবচ পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ পূর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দো বারিরাজস্তু দক্ষিণে।
প্রদ্যুম্নঃ পশ্চিমে পাতু হৃষীকেশস্তদুত্তরে।
আগ্নেয্যাং নরসিংহস্তু নৈঋর্ত্যাং মধুসূদনঃ।
বায়ব্যাং শ্রীধরঃ পাতু ঐশান্যাঞ্চ গদাধরঃ।
ঊর্দ্ধং ত্রিবিক্রমো পাতু অধো বরাহরূপধৃক্।
সর্ব্বত্র পাতু মাং দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
নারায়ণো মনঃ পাতু চৈতন্যং গরুড়ধ্বজঃ।
পাতু মে বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ ত্রিগুণাত্মা জনার্দ্দনঃ।
ইন্দ্রিয়াণি সদা পাতু দৈত্যবর্গ-নিকৃন্তনঃ॥"

তৎপরে আপনাকে হরিরূপ চিন্তা করিয়া স্নান করিবে। তাহাতে প্রথমে সর্ব্বপাপনাশকামনায় সঙ্কল্প করত ডুব দিবার পূর্ব্বে প্রকৃতমন্ত্রসকল পাঠ করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ বিশ্বযোনে বিশাম্পতে।
সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাম্ভসি।
নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমো বিষ্ণো অপাং পতে।
নমো জলধিরূপায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥

---

* ওঁ নমো নারায়ণায়।

নমস্তে জগদাধার শঙ্খচক্রগদাধর।
দেব দেহি মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে।
ত্রিতত্ত্বাত্মকমীশানং নমো বিষ্ণুমুমাপতিম্।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥"

এইরূপে মন্ত্রোক্ত দেবতাগণের আবাহন ও নমস্কার করত নিম্নকথিত মন্ত্র-পাঠান্তে স্নান করিবে, যথা—

"ওঁ ত্বমগ্নির্দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কামদীপনঃ
প্রধানঃ সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ।
অমৃতস্যারণিস্ত্বং হি দেবযোনিরপাং পতিঃ।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং তীর্থরাজ নমোঽস্তু তে।

তৎপরে যথাবিধি তর্পণ করিয়া পিপ্পলাদ, বিকৃত, কৃতান্ত, জীবিতেশ্বর, বশিষ্ঠ, বামদেব, পরাশর, উমাপতি, বাল্মীকি, নারদ, বালখিল্য, নল, নীল, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, হনূমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, ঋষভ, শরভ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা প্রত্যেককে তর্পণ করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাগরকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ সর্ব্বরত্নো ভবান্ শ্রীমান্ সর্ব্বরত্নাকরো যতঃ
সর্ব্বরত্নপ্রধানস্ত্বং গৃহাণার্ঘ্যং মহোদধে ॥"

তৎপরে মহোদধিতীরে হস্তপরিমিত, সুশোভন, চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বারসংযুক্ত পুর অঙ্কন করিয়া তন্মধ্যে সকর্ণিকাষ্টপত্রযুক্ত পদ্ম অঙ্কন করত তাহাতে অষ্টাক্ষরমন্ত্রে পুরুষোত্তমের পূজা করিবে। তদনন্তর সাগরের পূজা করিয়া সাগরের মধ্যস্থ রাক্ষসীর আহারার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাষাণ প্রক্ষেপ করিবে, যথা—

"ওঁ পিপ্পলাদসমুদ্ভূতে কৃত্যে লোকভয়ঙ্করি।
পাষাণস্তে ময়া দত্তমাহারং পরিকল্পয় ॥"

পরে নিম্নকথিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়, যথা—

"ওঁ প্রাণাস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে।
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয় ॥"

অনন্তর পিতৃলোকের অক্ষয়তৃপ্তিকামনায় সঙ্কল্প করিয়া তথায় শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

(অপরাহ্নকৃত্য)

তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নসরসীতে গমন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া আচমনান্তে

মনোমধ্যে হরিকে ধ্যান করত সর্ব্বপাপনাশকামনায় সঙ্কল্প করিবে। পরে ডুব দিবার অগ্রে প্রকৃত-মন্ত্র সকল পাঠান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া স্নান ও তর্পণ করিবে, যথা—

"ও অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন।
জন্মকোটিকৃতং পাপং ত্বয়ি স্নানাদ্‌বিনশ্যতু ॥"

পরে দশাশ্বমেধফলপ্রাপ্তিকামনায় পুরুষোত্তমপূজা, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বা কেবলমাত্র পিণ্ডদান করিতে হয়। উৎকলদেশস্থ কোটিলিঙ্গাবৃত বৃত্তি-ব্যাসেশ্বর শিব দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। পরে অষ্টতীর্থযুক্ত একাম্রকাননে ও বিন্দুসরোবরে গমন করিয়া অশ্বমেধফল-কামনায় স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। তৎপরে অক্ষয়তৃপ্তিকামনায় বিন্দুসরোবরের তীরে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড দিয়া শম্ভুগৃহে গমন পূর্ব্বক শম্ভুদর্শন ও নমস্কার করত নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপবিমুক্তিরূপযৌবনপ্রাপ্ত্যেকবিংশতিকুলোদ্ধারপূর্ব্বক-শিবলোকগমনকামঃ শম্ভুপূজনমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে শম্ভুর পূজা করিয়া শিবলোকপ্রাপ্ত্যর্থ বিরূপাক্ষ, সারদা, শিবা, গণচন্দ্র, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, বৃষভ, কল্পদ্রুম ও সাবিত্রীকে দর্শন, প্রণাম ও পূজা করিবে। পরে সূর্য্যমন্দিরে যাইয়া দশাশ্বমেধফললাভার্থ সূর্য্যের পূজা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর সর্ব্বকামলাভার্থ সূর্য্যকে অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়। তদনন্তর পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য।

বরাহপুরাণে—

"যস্তিষ্ঠেদেকপাদেন কুরুক্ষেত্রে নরাধিপ।
বর্ষাণামযুতং সপ্ত বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
পুরুষোত্তমমাসাদ্য ততোঽধিকফলং লভেৎ ॥"

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রে সপ্ততিসহস্র বৎসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান থাকিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পুরুষোত্তম-দর্শনাদি করিলে তদপেক্ষাও অধিক ফললাভ হয়।

"নানা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমে।
জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যাদি প্রত্যক্ষং যান্তি সর্ব্বদা।
স্নানদানাদিকং তস্মাৎ দেবতাপ্রেক্ষণাদিকং
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তাত তস্মিন্ কালেঽক্ষয়ং ভবেৎ।

নানা নদী ও সমুদ্র জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশম্যাদি সপ্তাহ যাবৎ পুরুষোত্তমে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সময়ে স্নান, দান ও দেবতাদর্শনাদিকার্য্যে অক্ষয় ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই।

"এবং কৃত্বা পঞ্চতীর্থমেকাদশ্যামুপোষিতঃ।
জ্যৈষ্ঠে শুক্লদশম্যাস্তু পশ্যেৎ শ্রীপুরুষোত্তমম্।।
স পূর্ব্বোক্তং ফলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা চাচ্যুতালয়ে
প্রয়াতি পরমং স্থানং যস্মান্ন বিনিবর্ত্ততে॥"

এইরূপে নিম্নোক্ত পঞ্চতীর্থে স্নানদানাদি করিয়া একাদশীতে উপবাস এবং জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমীতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে পূর্ব্বকথিত ফল প্রাপ্ত হইয়া হরিপুরে ক্রীড়া পূর্ব্বক যে স্থান হইতে পতন নাই, সেই পরমধামে গমন করে।

ব্রহ্মপুরাণে—

"মার্কণ্ডেয়াবটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থীবিধিঃ স্মৃতঃ॥"

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, মার্কণ্ডেয়াবট (মার্কণ্ডেয় হ্রদ), কৃষ্ণ (অক্ষয়বট), বলভদ্র, মহোদধি এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ইহাদিগের নাম পঞ্চতীর্থ।

অগ্নিপুরাণে—

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্।
জ্যৈষ্ঠ্যামহঞ্চাবতীর্ণস্তৎপুণ্যং জন্মবাসরম্।
তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নানবিধানতঃ॥"

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াকে অক্ষয়তৃতীয়া কহে। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন, ঐ অক্ষয়তৃতীয়াতে গন্ধ দ্বারা আমাকে মনোহররূপে লেপন করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমাতে আমি অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সুতরাং সেই দিন অতি পবিত্র; ঐ দিনে মহাস্নানবিধানে আমাকে স্নান করাইতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাম্।
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ।

জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে, বলরামকে ও সুভদ্রাকে স্নান করাইলে সে ব্যক্তি মদীয় ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্ত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্।
ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম॥"

আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রোৎসব এবং বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের সন্তোষসাধন করিবে। নক্ষত্রের অভাব হইলেও ঐ দিনে আমার প্রীত্যর্থ রথযাত্রা করিতে হয়।

স্কন্দপুরাণে—

"ফাল্গুন্যাং ক্রীড়নং কুর্য্যাৎ দোলায়াং মম ভূমিপ।
দোলাগতং নরো দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্।
প্রণম্য সংযতো ভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ॥"

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরুষোত্তমকে দোলায় আরোহণ করাইয়া ক্রীড়া করিবে। ঐ দিন সংযত হইয়া দোলাগত পুরুষোত্তম গোবিন্দকে দর্শন ও প্রণাম করিলে দেহাবসানে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারা যায়।

ব্রহ্মপুরাণে—

"উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্ত্বয়নে পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ॥"

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিদিনে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে রাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

"বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থীবিধানতঃ।
কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তত্রাথ ভো দ্বিজাঃ।
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"

বিষুবসংক্রান্তিতে যথাবিধানে পঞ্চতীর্থ করিয়া মঞ্চোপরি কৃষ্ণকে দর্শন করিলে নিখিল পাতক হইতে পরিমুক্ত হইয়া সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত করা যায় এবং দেহান্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিতে পারে।

"যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনভূষিতম্।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরম্।

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে চন্দনবিভূষিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলে বিষ্ণুধামে গমন করিতে পারা যায়।

"মাসি জ্যৈষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তথা স্নানং সর্ব্বকালং হরের্দ্বিজাঃ
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরু
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পদমব্যয়ম্।

জ্যৈষ্ঠমাসের জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতিথিতে সর্ব্বদাই হরির স্নান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৎকালে পুরুষোত্তম, বলদেব ও সুভদ্রা দর্শন করে, তাহার অব্যয় পদলাভ হইয়া থাকে।

"স্নাতং পশ্যতি যঃ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথস্থিতম্।
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ॥"

যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে স্নাত ও দক্ষিণমুখে রথারোহণে গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন করিতে দর্শন করে এবং যাহারা কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথারূঢ় অবস্থায় দর্শন করে, তাহারা অন্তে হরিধামে প্রস্থিত হয়।

"যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্।
হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে॥"

যাহারা গুণ্ডিচামণ্ডপস্থিত হরিকে, বলরামকে ও সুভদ্রাকে সপ্তাহ যাবৎ দর্শন করে, তাহারা দেহান্তে পরম পবিত্র বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

"সংবৎসরমুপোষিত্বা মাসত্রয়মথাপি বা।
তেন যষ্টং হুতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ॥"

যে ব্যক্তি সংবৎসর বা মাসত্রয় যথাবিধানে উপবাসী থাকিয়া পুরুষোত্তম দর্শন করে, তাহার সর্ব্বযজ্ঞফল, সর্ব্ববিধ হোমফল ও সর্ব্ববিধ কঠোর

তপস্তাফল লাভ করে এবং যে স্থানে যোগেশ্বর হরি বিরাজ করেন, সে ব্যক্তি অন্তে সেই পরমধাম গমন করিয়া থাকে।

"... রামং মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং কৃষ্ণং সহ সুভদ্রয়া।
... লোকং নরো যাতি সমুদ্ধৃত্য শতং কুলম্॥"

...তে সুভদ্রাসমন্বিত কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিলে মানব শত-কুল উদ্ধার পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করে।

"...র্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে।
...শীবাসযুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন লভ্যতে॥"

যথাবিধানে ...ৎসবের চারিমাসমাত্র পুরুষোত্তমে অবস্থান করিলে এক এক দিনে অষ্টযুগ...ব্যাপী কাশীবাসের ফললাভ হইয়া থাকে।

মৎস্যপুরাণে—

"কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ।
কৃত্বা সূর্য্যগ্রহে স্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ।
...বাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরান্তঃ সকৃন্মৃতঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাং সকৃজ্জপ্ত্বা গর্ভবাসো ন বিদ্যতে॥"

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পুরুষোত্তমসমীপে সূর্য্যগ্রহণকালে মহোদধি-সলিলে স্নান করিলে কোটিজন্মকৃত পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে পুরুষোত্তম-দর্শন, সমুদ্রে সকৃৎ দেহবিসর্জ্জন ও ব্রহ্মবিদ্যাজপ একবারমাত্র করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

ব্রহ্মপুরাণে—

"পথি শ্মশানে গৃহমণ্ডপে বা,
রথ্যাপ্রদেশেঽপি চ যত্র তত্র।
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্নপি যত্র তত্র,
সংত্যজ্য দেহং লভতে চ মোক্ষম্॥"

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের পথে, শ্মশানে, গৃহমণ্ডপে, রথ্যাপ্রদেশে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেখানেই দেহত্যাগ হউক না কেন, মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে।

"দেহং ত্যজন্তি পুরুষা যে তত্র পুরুষোত্তমে।
কল্পবৃক্ষং সমাসাদ্য মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কল্পবৃক্ষসমীপে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই।

"বটসাগরয়োর্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
তে দুর্লভং পরং মোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥"

যাহারা পুরুষোত্তমে বট ও সাগর এই উভয়ের মধ্যে কলেবর বিসর্জন করে, তাহারা পরম দুর্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পদ্মপুরাণে—

"লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকম্।
ক্ষেত্রং তৎ দুর্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্।
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ।
প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বে স্যুর্বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥"

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, লবণসাগরের তীরে ইতস্ততঃ দশ যোজন-বিস্তৃত পুরুষোত্তমাখ্য দুর্লভ ক্ষেত্র বিরাজিত; তত্রত্য অধিবাসী দেহীমাত্রকেই দেবগণ চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া থাকেন, তথায় প্রবেশমাত্র সকলেই বিষ্ণুমূর্ত্তি হয়; সুতরাং বিচক্ষণগণ তথায় আচারবিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিবেন না।

"চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চাণ্ডালোঽপি দ্বিজোঽপি চ।
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্ল্লভম্॥"

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্টান্নও দ্বিজাতির গ্রাহ্য, তত্রত্য চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ উভয়ই প্রত্যক্ষ বিষ্ণুস্বরূপ, পাককর্ত্রী লক্ষ্মী এবং স্বয়ং জনার্দ্দন ভোক্তা; সুতরাং তত্রত্য অন্ন পরম দুর্ল্লভ।

"হবিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভম্।
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্ন দুর্লভা।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তদন্নমতিদুর্লভম্।
ভুঞ্জন্তে আগতা নিত্যং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥"

হরিভোজনাবশিষ্ট পবিত্রান্ন পৃথিবীতে দুর্লভ, যে ব্যক্তি উহা ভোজন করে, তাহার মুক্তিলাভ হয়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণও প্রত্যহ আসিয়া সেই অন্ন ভোজন করেন।

ন যস্য রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্লভে।
মেব বিষ্ণুহন্তারং প্রাহুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥"

সেই সুদুর্লভ অন্নে যাহার চিত্তরঞ্জন না হয়, মহর্ষিবৃন্দ তাহাকে বিষ্ণুহন্তা বলিয়া অভিহিত করেন।

"পবিত্রং ভূমি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ।
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্ ॥"

যেমন পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই গঙ্গোদক পবিত্র, তদ্রূপ পাপবিনাশক সেই অন্ন সর্ব্বত্রই পবিত্র, সন্দেহ নাই।

তত্র বেত্রপ্রহারেণ শরীরং যস্য লোহিতম্।
তং বন্দন্তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেবাঃ শক্রাদয়োঽখিলাঃ ॥"

ঐ ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতে যাহার দেহ লোহিতবর্ণ হয়, তাহাকে দেবেন্দ্রপ্রমুখ অখিল অমরবৃন্দ বন্দনা করিয়া থাকেন।

"সিংহদ্বারান্তরীক্ষে চ শক্রাদ্যা অমরা দ্বিজ।
বিমানচারিণোঽন্যোন্যং বদন্ত্যত্যতিহর্ষিতাঃ।
কদা দাস্যতি মানুষ্যমস্মভ্যং কমলাপতিঃ।
নরা ইব কদা দ্রষ্টুং যামঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্।
কদা বেত্রপ্রহারেণ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
ভবিষ্যত্যস্মদীয়ানি লোহিতানি বপূংষি চ ॥"

পুরুষোত্তমের সিংহদ্বারোপরি অন্তরীক্ষে বিমানযানে অবস্থান পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবৃন্দ অত্যানন্দে পরস্পর বলিয়া থাকেন, কবে কমলাপতি আমাদিগকে মনুষ্যরূপে ধরাতলে প্রেরণ করিবেন? কবে আমরা মনুষ্যের মত পুরুষোত্তম দর্শন করিব? কবে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বেত্রপ্রহারে আমাদিগের দেহ লোহিতবর্ণ হইবে?

"বাসবাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরপ্রদে।
সদা বেত্রপ্রহারাংশ্চ বাঞ্ছন্তি দ্বিজসত্তম ॥"

বরপ্রদ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাসবাদি দেবগণ সর্ব্বদাই বেত্রাঘাতপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

"গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তমাষাঢ়ে কমলাপতিম্।
বলভদ্রঞ্চ যঃ পশ্যেৎ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥"

যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আষাঢ়মাসে কৃষ্ণ-বলরামদেবকে গুণ্ডিচামণ্ডপে গমনকালে দর্শন করে, সে মুক্তিলাভ করে, সন্দেহ নাই।

"যে পশ্যন্তি জগন্নাথং রথস্থং কমলেক্ষণম্।
তেষাং নাস্তি পুনর্জ্জন্ম সংসারে সর্ব্বদুঃখদে॥"

যাহারা কমললোচন জগন্নাথকে রথারূঢ় দর্শন করে, তাহাদিগকে আর সর্ব্বদুঃখপ্রদ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"রথারূঢ়ং জগন্নাথং ভক্ত্যা পশ্যতি যো নরঃ।
ছিনত্তি ভগবাংস্তস্য নিশ্চিতং ভববন্ধনম্॥"

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে রথারূঢ় জগন্নাথকে দর্শন করে, ভগবান্ নিশ্চয়ই তাহার ভববন্ধন ছেদন করেন।

স্কন্দপুরাণে—

"শ্রবণাদিচতুষ্কং হি যথা মোক্ষস্য সাধনম্।
তথা চতুষ্কমধ্যেঽস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রাণবিমোচনম্॥"

যেমন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ, সেইরূপ তীর্থচতুষ্টয়মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

তথা—"মহামাঘ্যাং মহাযোগে শ্রাদ্ধং পিতৃবিমুক্তিদম্।
অর্দ্ধোদয়াদয়ো যোগা যে পূর্ব্বে প্রতিপাদিতাঃ।
শতাংশমপি তে নার্হা মাঘীযোগস্য শৌনক॥"

মহামাঘীযোগে শ্রীক্ষেত্রে অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগাপেক্ষা পিতৃশ্রাদ্ধ শত-গুণ ফলপ্রদ। যাহারা শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করে না, সে পাপিষ্ঠদিগের কোনক্রমে মুক্তি হয় না।

"অপুত্রা চ মৃতাপত্যা কাকবন্ধ্যা চ দুর্ভগা।
ভদ্রাং বিলোক্য সহসা সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ॥"

পুত্রহীনা, মৃতাপত্যা, কাকবন্ধ্যা ও দুর্ভগা নারী সুভদ্রাকে রথারূঢ় দর্শন করিলে সুভগা ও পুত্রবতী হয়।

ইতি পুরুষোত্তম-পদ্ধতি।

চন্দ্রনাথ-পদ্ধতি

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে ব্যাসকুণ্ডে গমন করিয়া অযুতাশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামনায় স্নান, পিতৃলোকের অক্ষয়স্বর্গকামনায় তর্পণ ও ব্যাসদেবের অর্চনা করিবে। তৎপরে গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফললাভকামনায় শিবতীর্থে স্নান-তর্পণ করিয়া সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত নিখিল কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। তদনন্তর চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতের পশ্চিমপাদে দ্বারদেশে বটুক, মতিদক্ষ ও নন্দিকেশ্বরের অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একটি লোষ্ট্র প্রদান করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ বটুকো মতিদক্ষশ্চ নন্দীশঃ ক্ষেত্রপালকঃ।
নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব পঞ্চলোষ্ট্রপ্রিয়ঃ সদা॥"

তৎপরে পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তিকামনায় চন্দ্রশেখরপর্ব্বতে আরোহণাগ্রে পাতাল-গঙ্গাতে গমন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে সর্ব্বপাপমোচনার্থ পাতালগঙ্গার জল স্পর্শ করিবে, যথা—

"ওঁ পাতালাদুত্থিতা দেবী সর্ব্বপাপভয়াপহা।
তত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

তৎপরে গঙ্গাস্নানজন্য-পুণ্যপ্রাপ্ত্যর্থ পাতালগঙ্গার জলে স্নান-তর্পণ করিয়া অক্ষয়ফলকামনায় উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান, তর্পণ, দান ও শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর অক্ষয়পুণ্যলাভকামনায় ধর্ম্মাগ্নি দর্শন ও গন্ধবস্ত্রাদি দ্বারা ধর্ম্মেশ্বরের অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মদীয়দ্রব্যস্য শতগুণীভবন-পূর্ব্বক-শিবমুখাধিকরণক-প্রবেশ-কামো বহুরসান্বিতদ্রব্যেণ ইয়ৎসংখ্যকহোমমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বহুরসযুক্ত দ্রব্য ও ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র দ্বারা শক্ত্যনু-সারে অষ্টোত্তরশত, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টসংখ্য হোম করিবে, হোমমন্ত্র যথা—

"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥"

তৎপরে যথাশক্তি কাঞ্চনদক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। অনন্তর ধর্ম্মাগ্নির দক্ষিণদিক্স্থিত মন্মথনদে গমন পূর্ব্বক মহাফললাভকামনায় তথায় দেহমার্জ্জন ও শতজন্মার্জ্জিতপাপক্ষয়কামনায় সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিবে। পরন্তু ভুব

দিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান ও তর্পণ করিতে হয়, মন্ত্র যথা—

"ওঁ হরপুত্র নদশ্রেষ্ঠ গৌরীহৃদয়নন্দন।
মজ্জতো মে কৃতং পাপং হর জন্মার্জ্জিতং শর্ম্ম ॥"

এই স্থানে ছেদনীয়-কেশসমসংখ্য-বর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসকামনায় মস্তকমুণ্ডন করিবে। তদনন্তর মন্মথনদেব উত্তরদিগ্বর্ত্তী সুভগাসঙ্গমে গমন পূর্ব্বক সর্ব্ব-পাপবিমোচনার্থ তাহার সলিলস্পর্শ, প্রয়াগস্নানজন্যফলসমফললাভকামনায় সঙ্কল্প করত ডুব দিবার অগ্রে পূর্ব্বকথিত 'হরপুত্র' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান-তর্পণ এবং অক্ষয়ফলপ্রাপ্ত্যর্থ মধ্যাহ্নে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এই স্থলে কপর্দ্দকদানে তাম্রদানফল, তাম্রে রজতদানফল, রজতে বস্ত্রদানফল এবং বস্ত্রদানে রত্নদানসমফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে অক্ষয়ফলপ্রাপ্তিকামনায় সাগরদর্শন, অযুতযোগফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-সর্ব্বপাপবিমোচনকামনায় সমুদ্রে স্নান ও তর্পণ এবং অমাবস্যাতে বিভূতি ও গয়াশ্রাদ্ধজন্যফললাভার্থ স্নান ও সমুদ্রতীরে ষোড়শপিণ্ডদান করিতে হয়, তদনন্তর রুদ্রলোকমহিতত্ব-কামনায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে বৃষ স্পর্শ করিবে, যথা—

"ওঁ বৃষোঽসি ত্বং যথা নাথ পৃষ্ঠতস্তে শিবঃ স্বয়ম্।
ত্বজ্জলস্পর্শমাত্রেণ রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥"

অনন্তর পরমফললাভার্থ গঙ্গা যমুনার বারি স্পর্শ করিয়া ভীতিনাশ-কামনায় নাভিকুণ্ডে স্নান করিবে। সঙ্কল্প করত ডুব দিবার অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"ওঁ নাভিপদ্মসমুদ্ভূতমমৃতাধারপ্রীতিদম্।
ভয়নাশকরো দেবো রুদ্ররূপী শিবঃ স্বয়ম্ ॥"

এই মন্ত্রপাঠান্তে স্নান-তর্পণ ও ছেদনীয়কেশসমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসার্থ মুণ্ডন করত যমদ্বারপ্রবেশ নিবারণজন্য সরস্বতীশিলাতে স্বীয় নাম লিখিয়া রুদ্রলোকমহিতত্বকামনায় মহর্ষিগন্ধর্ব্বসেবিত মহেশধনুরাকার গুপ্তবারাণসী নামক পুরী স্পর্শ করিবে। পরে দশাশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ভববন্ধমোচন-কামনায় শম্ভুনাথদর্শন ও স্পর্শ করত 'ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং' ইত্যাদি ধ্যানে সামান্য-পূজাপদ্ধতি অনুসারে মূলমন্ত্রে শম্ভুনাথের পূজা করিবে। এই পূজায় আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বিসর্জ্জন নাই। তদনন্তর লিঙ্গের উত্তরদিক্ স্থিত ছত্রাকৃতি শিলাতে একাম্রকোটি লিঙ্গ দর্শন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ও তাঁহাদিগের

পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মে শিবার্চ্চনা করিয়া না থাকিলে লিঙ্গদর্শনের সম্ভাবনা নাই। অনন্তর বিংশতি কুল সহ মোক্ষলাভ ও পুনর্জ্জন্মনিবারণ-কামনায় লবণো[illegible] ও বাড়বানলদর্শন, শিবসন্নিধানে বাসকামনায় অর্চ্চনা এই সকল করিয়া অগ্নিকুণ্ডে যথাসাধ্য হোম করিবে। তৎপরে চন্দ্রনাথ দর্শন, প্রণাম, স্পর্শ ও অর্চ্চনা করিয়া পর্ব্বতের পশ্চিমে, সিদ্ধিলাভকামনায় বিরূ-পাক্ষাদি দর্শন করিতে হয়। পরে সর্ব্বপাপনাশার্থ বিরূপাক্ষের পাদোদক স্পর্শ ও বিমুক্তিপূর্ব্বক-পুনর্জ্জন্মনিবারণকামনায় উহা পান করিবে। তৎপরে অযুতাযুত অশ্বমেধফললাভকামনায় শক্তিসমন্বিত মহাদেবদর্শনাদি, মহাপাতক-নিবারণার্থ পর্ব্বতের উত্তরদিকস্থ সহস্রধারাতে স্নান-তর্পণ, তদুত্তরভাগে পুনরুৎপত্তিনিবারণার্থ সহস্রবদন-কেশব-শালগ্রামশিলা-দর্শনাদি করত রুদ্র-লোকমহিতত্বকামনায় শ্রীপাদোদকস্পর্শ, বাড়বকুণ্ডে স্নান-তর্পণ এবং মহাফললাভার্থ ত্রিপুরাসুন্দরী ও জগদ্ধাত্রীদর্শনাদি করিয়া প্রয়াগমুণ্ডনজন্য-ফল-সমফল-লাভকামনায় অশোকধাবাতীর্থে মুণ্ডন করিবে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, চন্দ্রশেখরে পদগয়া নামে একটি তীর্থ আছে, কিন্তু কোন পুস্তকে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু তীর্থ-পুরোহিতের নিকট সেই বিষয় বিদিত হইয়া তথায় পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে। সমর্থ হইলে সিন্ধুতীরে গমন পূর্ব্বক শিবপ্রীতিকামনায় আদিনাথদর্শনাদি করিতে হয়। এই প্রকারে সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্তব পাঠ করিবে, যথা—

স্তোত্র।

নমো হরায় দেবায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে।
তাপসায় মহেশায় তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনে॥
নমোঽস্বজায় শুভ্রায় নমঃ কারুণ্যমূর্ত্তয়ে।
নমো দেবাদিদেবায় নমো বেদান্তবাদিনে॥
নমঃ পরায় রুদ্রায় সুপরায় নমো নমঃ।
বিশ্বমূর্ত্তি-মহেশায় বিশ্বাধারায় তে নমঃ॥
নমো ভক্ত-ভবচ্ছেদকরুণায়ামলাত্মনে।
কালায় কালকালায় কালাতীতায় তে নমঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ায় নিত্যায় জিতক্রোধায় তে নমঃ;
নমঃ পাষণ্ডভঙ্গায় নমঃ পাপহরায় তে॥

নমঃ পর্ব্বতরাজেন্দ্র-কন্যকাপতয়ে নমঃ।
মূলাধার-প্রবিষ্টায় মূলদীপায় তে নমঃ॥
নাভিকন্দে প্রবিষ্টায় নমো হৃদ্দেশবর্ত্তিনে।
সচ্চিদানন্দপূর্ণায় নমঃ সাক্ষাৎ পরাত্মনে॥
নমঃ শিবায়াদ্ভুততেজসে নমঃ,
নমঃ শিবায়াদ্ভুতবিক্রমায় তে।
নমঃ শিবায়াখিলনাথকায় তে,
নমঃ শিবায়ামৃতহেতবে নমঃ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং ভক্ত্যা সুসংযতঃ।
তস্য মুক্তিঃ করস্থা স্যাচ্ছঙ্করপ্রিয়কারণাৎ॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং বিবাহার্থী গৃহী ভবেৎ।
বৈরাগ্যকামো লভতে বৈরাগ্যং ভবতারকম্॥
তস্মাদ্দিনে দিনে যুয়মিদং স্তোত্রং সমাহিতঃ।
পঠধ্বং ভবনাশার্থমিদং হি ভবনাশনম্॥"
ইতি শ্রীসূতসংহিতায়াং জ্ঞানযোগখণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে
পরমশিবস্তোত্রম্।

অযোধ্যা-পদ্ধতি।

অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক প্রথমে সরযূতীর্থে সামান্যতীর্থপদ্ধতিলিখিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তদনন্তর গ্রামাভ্যন্তরে হনুমানের সমীপে গমন করিয়া নিম্নলিখিতরূপে হনুমানের ধ্যান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্।
লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্।
জ্বলদগ্নিসমং নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া 'ওঁ হনুমতে নমঃ" এই মন্ত্রে যথানিয়মে হনুমানের পূজা করিবে। তৎপরে শ্রীরামসকাশে গমন পূর্ব্বক করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামসমীপে প্রার্থনা করিবে, যথা—

রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতে।
ত্বং কৃপানাথ ত্বমেব শরণং গতিঃ॥"

তদনন্তর "ওঁ নীলাম্ভোধরকান্তি" ইত্যাদিরূপে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া "ওঁ রামায় নমঃ" মন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে "ওঁ রামায় রামভদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে রামজননী কৌশল্যার নিকট প্রার্থনা ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে, যথা—

রামস্ত জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ।
ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে॥"

তৎপরে দশরথের পূজা করিবে। পরে সীতা, হনুমান্, সুগ্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, শত্রুঘ্ন, জাম্ববান্, ধূম্র, জয়ন্ত, বিজয়, সুবাহু, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধূম্রপাল, সুমন্ত্র ও লোকপালগণকে দর্শন ও তাঁহাদিগের পূজা করিতে হয়। অনন্তর পুত্রেষ্টি ও অশ্বমেধযজ্ঞের স্থানাদি দর্শন করিবে। তদনন্তর কৃত্তিবাস শিব দর্শন ও তদীয় পূজা করিয়া পুনর্জ্জন্মনিবারণকামনায় জনক-মহর্ষির কূপে যথাশক্তি স্নান, তর্পণ ও তজ্জল পান করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত তীর্থ সামান্যতীর্থপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। অযোধ্যায় বাস এবং তথায় দেহত্যাগ করিলে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীরামনবমীতে রামের উদ্দেশে পূজা-উপবাসাদি কর্ম্ম করিলে কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন ফলের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। ঐ দিনে উপবাস, জাগরণ ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। শ্রীরামনবমীতে যদি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ তিথি সর্ব্বকামফল প্রদান করে এবং ঐ নবমী তিথি মধ্যাহ্নব্যাপিনী হইলে মহাপুণ্যপ্রদাত্রী হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে কথিত আছে—

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহজম্।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং পুরীম্॥"

ষাট হাজার বৎসর গঙ্গাস্নানে যে ফল হয়, অর্দ্ধনিমেষে রামপুরী অযোধ্যাদর্শনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অযোধ্যায় নিম্নোক্ত কতিপয় তীর্থে ফলবিশেষকামনায় যথাযথ স্নান ও শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য। (১) ব্রহ্মকুণ্ড—এই স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, একারণ এই স্থানে দান ও হোমে তুলাপুরুষদান ও অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্তি হয়। এই

তীর্থে স্নান করিলে মহাপাতকও নষ্ট হয়। কার্ত্তিকমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে শ্রীরামযাত্রা হইয়া থাকে। তৎকালে স্নান-দানে অনন্ত সুরতৃপ্তি জন্মে। (২) ঋণমোচন তীর্থ—সরযূনদীতীরে ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বোত্তরকোণে বর্ত্তমান। এই তীর্থে স্নান করিলে ঋণমোচন হয়। (৩) পাপমোচন তীর্থ—মাঘী কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই তীর্থে স্নান ও দান করিলে বিশেষরূপে পাপক্ষয় হয়। (৪) সহস্রধারা তীর্থ—এই স্থানে লক্ষ্মণ শ্রীরামপরিত্যক্ত হইয়া সরযূজলে দেহত্যাগ করিলে অনন্তদেব ভূমি ভেদ করত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া লক্ষ্মণকে লইয়াছিলেন। এই স্থানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধে মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে। স্নানান্তে অনন্তদেব-পূজা ও তীর্থপূজা আবশ্যক। শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই স্থানে নাগোৎসব হয়, তদ্দিনে নাগপূজা কর্ত্তব্য। বৈশাখমাসে এই তীর্থে স্নান করিলে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যেহেতু, ঐ মাসে পৃথিবীস্থ সকল তীর্থ সরযূজলে আবির্ভূত হয়। এ কারণ সর্ব্বতীর্থাবগাহনের ফল ঐ তীর্থস্নানে জন্মিয়া থাকে। (৫) স্বর্গদ্বার—এই স্থানে প্রাণত্যাগ, মধ্যাহ্নে স্নান,অন্নদান, গোদান ও বস্ত্রদান করিলে স্বর্গলাভ হয়। অযোধ্যায় সীতাকুণ্ড প্রধান তীর্থ। এখানে স্নান, দান, হোম, জপ, তপ সকলই অক্ষয় ফল দান করে। এ স্থলে শ্রীরাম-সীতাপূজা ও অগ্রহায়ণমাসে স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য। রুক্মিণীকুণ্ড, বসিষ্ঠকুণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থবিবরণ তীর্থমাহাত্ম্যপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

গঙ্গা-পদ্ধতি।

"দৃষ্টা তু হরতে পাপং স্পৃষ্টা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা হ্যবগাহিতা॥"

গঙ্গা দর্শনমাত্রে পাপক্ষয়, স্পর্শনে স্বর্গে গমন, প্রসঙ্গক্রমেও গঙ্গাস্নান মুক্তি-দায়ক হইয়া থাকে।

"গঙ্গায়াং মৌষলং স্নানং মহাপাতকনাশনম্।"

গঙ্গায় মুষলবৎ সর্ব্বাঙ্গাবগাহনে মহাপাতক নষ্ট হয়। গঙ্গাতে যাত্রা করিবার সময় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"ওঁ গঙ্গে গন্তুং প্রতীরন্তে যাত্রেয়ং বিহিতা ময়া।
নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাৎ সরিদ্বরে॥"

গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া সামান্যতীর্থপদ্ধতির নিয়মে যথাক্রমে সমস্ত

কার্য্য সম্পাদন করিবে, তন্মধ্যে যাহা যাহা বিশেষ আছে, এ স্থলে তাহাই কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ গঙ্গাদর্শনমাত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ দেবি ত্বদ্দর্শনাদেব মহাপাতকিনো মম
বিনষ্টমভবৎ পাপং জন্মকোটিসমুদ্ভবম্॥ ১ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপাং ত্বামপশ্যং নিজচক্ষুষা॥ ২ ॥"

তদনন্তর সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ নমো গঙ্গে নমো গঙ্গে গঙ্গে রাজীবলোচনে।
দেহোঽয়ং সার্থকো মেঽস্তু সর্ব্বাঙ্গৈঃ প্রণমাম্যহম্॥ ১ ॥
ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহর্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥ ২ ॥"

তৎপরে স্নানকালীন গঙ্গায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি॥ ১ ॥
ওঁ স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২ ॥"

তৎপরে ডুব দিবার অগ্রে "ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি" ইত্যাদি প্রকৃতমন্ত্রপাঠান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥ ১ ॥
ওঁ শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥ ২ ॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গাত্রে মৃত্তিকালেপন করিবে, যথা—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥”

তৎপরে পুনরায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে গঙ্গার কর্দ্দম গাত্রে লেপন করিতে হয়, যথা—

“ওঁ ত্বৎকর্দ্দমৈরতিস্নিগ্ধৈঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনৈঃ।
ময়া সংলিপ্যতে গাত্রং মাতর্মে পাতকং হর॥”

এই প্রকারে গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া ‘ওঁ নমো নারায়ণায়’ মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া জলাভিমন্ত্রণ করত সেই স্থানে ডুব দিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত গঙ্গামাহাত্ম্য ও স্তব পাঠ করা কর্ত্তব্য।

গঙ্গা-মাহাত্ম্য

যজ্ঞকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্।
সর্ব্বং দহতি গঙ্গাম্ভস্তূলরাশিমিবানলঃ॥
ক্ষেত্রস্থমুদ্ধৃতং বাপি শীতমুষ্ণমথাপি বা।
গাঙ্গেয়ং হরতে তোয়ং পাপমামরণান্তিকম্॥
কপটেনাপি গঙ্গায়াং স্নানদানাদিকর্ম্ম যৎ।
যো লাভ-খ্যাতি-পূজার্থং কুর্য্যাৎ সোঽপি দিবং ব্রজেৎ।
ওঁ গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ধ্যায়ন্ জাগ্রদ্ ভুঞ্জন্ শ্বসন্ বদন্।
যঃ স্মরেৎ সততং গঙ্গাং স চ মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আরোগ্যং বিত্তসম্পত্তির্গঙ্গাস্মরণজং ফলম্॥
যৈঃ পুণ্যবাহিনী গঙ্গা সকৃদ্ভক্ত্যাবগাহিতা।
তেষাং কুলানাং লক্ষন্তু ভবাত্তারয়তে শিবা॥
অন্ধাঃ ক্লীবা জড়া ব্যঙ্গাঃ পতিতা রোগিণোঽন্ত্যজাঃ।
গঙ্গাং সংসেব্য পুরুষা দেবৈর্গচ্ছন্তি তুল্যতাম্॥
স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকম্।
দুরাধর্ষং কথং যাতি চিন্তয়েদ্বো বদেদপি।

স্তাহং প্রদদে পাপং কোটিব্রহ্মবধোদ্ভবম্ ।
ভিবাদমিমং মত্বা কুম্ভীপাকে মহীয়তে ॥
কল্পং নরকং ভুক্ত্বা ততো জায়েত গর্দ্দভঃ ।
গচ্ছন্তি স্বতো গঙ্গাং পরাংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে ॥
তে সর্ব্বভোগানামন্তে জ্ঞানস্য ভাজনম্ ।
তীর্থযাত্রাদিকং কৃৎস্নমকুর্ব্বাণোঽপি মানবঃ ।
গঙ্গাতোয়স্য মাহাত্ম্যাৎ সোঽপ্যত্র ফলভাগ্ ভবেৎ ।
গঙ্গাস্নানসমাযুক্তো বিধিনা স্বগৃহাত্ততঃ ।
নির্গত্য মধ্যে চ নরঃ কুদেশে ম্রিয়তে যদি ।
গঙ্গাস্নানফলং সোঽপি নিয়তাত্মা লভেৎ সদা ॥

গঙ্গাস্নানে পাঠ্য স্তব (বাল্মীকিকৃত)

ওঁ মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশস্তন্মে শরীরব্যয়ঃ ॥
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরম্,
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুরঘটা-সংঘট্টঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্ত-সমস্ত-বৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্,
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্ ।
দিব্যস্ত্রীকরচারু-চামরমরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা,
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥
অভিনববিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা ।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ,
ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥

বতত্তালতমালসালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্বামরসিদ্ধ-কিন্নর-বধূত্তুঙ্গ-স্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥

ইতি বাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রম্ সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ॥

পরে গাং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া,—

"ওঁ সিতমকরনিষণ্ণাং শুভ্রবর্ণাং ত্রিনেত্রাং,
করধৃতকমলোদ্যৎসূৎপলাভীষ্টদাত্রীম্।
বিধিহরিহররূপাং সিন্ধুকোটীরচূড়াং,
কলিতসিতদুকূলাং জাহ্নবীং তাং নমামি॥"

ধ্যানান্তে "ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ" এই মন্ত্রে গঙ্গার পূজা করিবে। পূজাবশেষে শিব, যমুনা, সরস্বতী, কৈলাস, হিমালয় ও ভগীরথের পূজা করিয়া "ওঁ গঙ্গায়ৈ নারায়ণ্যৈ শিবায়ৈ চ নমো নমঃ" এই মন্ত্র যথাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করত নমস্কার করিবে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কার্য্য সামান্যতীর্থপদ্ধতিবৎ। গঙ্গাস্নানে পর্য্যুষিতকাল ও রজোদোষ নাই। রজোদোষ কেবল শ্রাবণমাসের প্রথম তিন

দিনেই হইবে। তাহাতে গঙ্গায় দীপদান মাত্র নিষিদ্ধ। গঙ্গাক্ষেত্রে তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক মুণ্ডন নিষিদ্ধ। তিলতর্পণে বারদোষ নাই। ক্ষেত্রবাসীরা কৃতাশৌচেও গঙ্গাস্নান করিতে পারে।

"সর্ব্বত্র পাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দূষিতা।
ম্লেচ্ছস্পর্শে সুরাভাণ্ডে কূপোদকবিমিশ্রণে॥"

গঙ্গাজল সকল জাতির স্পর্শে বা পর্য্যুষিতাদি হইলেও দূষিত হয় না, কেবলমাত্র ম্লেচ্ছাদি অস্পৃশ্যস্পর্শে, মদ্যভাণ্ডে ও কূপোদকসংযোগে পরিত্যজ্য।

বারুণী-স্নান

সঙ্কল্পবাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিষানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যাস্তিথৌ বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।" ইত্যাদি যথাযথ উল্লেখ কর্ত্তব্য।

শনিবার বারুণীযোগে "অদ্যেত্যাদি---শনিবারাধিকরণক-শতভিষা-নক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।" শুভযোগপ্রাপ্তি ঘটিলে "অদ্যেত্যাদি—শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষা-নক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদশ্যাস্তিথৌ মহা-মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ত্রিকোটীকুলোদ্ধারণকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

দশহরা-স্নান

সঙ্কল্পবাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ (হস্তানক্ষত্রযোগে 'হস্তনক্ষত্রযুক্তদশম্যাস্তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপক্ষয়কামঃ' মঙ্গলবার-যোগে 'কুজবারাধিকরণক-হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শতগুণবাজিমেধাযুতজন্য-পুণ্য-সমপুণ্য-প্রাপ্তি-

কামঃ' ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখ্য) গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে "বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি"ইত্যাদি সাধারণ মন্ত্র ও "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে" ইত্যাদি গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া মৃত্তিকালেপনান্তে দশহরোক্ত বিশেষ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে, যথা—

"ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্।
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥"

গোবিন্দদ্বাদশীস্নান

"ফাল্গুনে শুক্লপক্ষস্য পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী॥"

ফাল্গুনমাসের শুক্লদ্বাদশীতে পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হইলে গোবিন্দদ্বাদশী হয়, ইহাতে গঙ্গাস্নান করিলে মহাপাতক নষ্ট হয়।

গঙ্গাস্নানে সাধারণ মন্ত্র ও বিশেষ মন্ত্র পাঠান্তে মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য, যথা—

"ওঁ মহাপাতকসংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥"

তীর্থে কর্ত্তব্য

"যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব চ॥"

লোভী, খল, ক্রূরস্বভাবসম্পন্ন, পরলোকে অবিশ্বাসী ও বিষয়াকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি সকল তীর্থে স্নান করিলেও তাহার পাপমালিন্য দূর হয় না।

"পিণ্ডদানং তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতস্তথা
সর্ব্বাণ্যেতান্যতীর্থানি যদি ভাবো ন বিদ্যতে ॥"

যদি প্রেম না থাকে, তীর্থে পিণ্ডদান, তপ, শৌচ, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রশ্রবণ সকলই ব্যর্থ হয়।

"প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥"

যে ব্যক্তি তীর্থে দানগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া যথালাভোপপন্ন বস্তুতে সন্তুষ্ট ও আত্মশ্লাঘারহিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল প্রাপ্ত হয়।

"যস্য পাদৌ চ হস্তৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥"

অসৎপ্রতিগ্রহ ও অগম্যস্থানগমন যাহার হস্ত-পাদ সংযত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, যাহার তীর্থশাস্ত্রজ্ঞান ও আমিষভক্ষণনিবৃত্তি প্রভৃতি তপস্যা আছে, যিনি কীর্ত্তিমান্ পুরুষ, সেই ব্যক্তি তীর্থফলে অধিকারী।

"নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে ভবেৎ পাপস্য সংক্ষয়ঃ।
যথোক্তফলদং তীর্থং ভবেচ্ছুদ্ধাত্মনাং নৃণাম্ ॥"

যে সকল মানব তীর্থে যাইয়া পাপকার্য্য করে না, তাহাদেরই তীর্থে পূর্ব্বকৃত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তীর্থ তীর্থোক্ত ফলদায়ক।

"ষোড়শাংশং স লভতে যঃ পরার্থেন গচ্ছতি।
অর্দ্ধং তীর্থফলং তস্য যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি ॥"

যে ব্যক্তি বেতন গ্রহণ করিয়া তীর্থে গমন করে, সে ষোলভাগের একভাগ ফল পায়, আর যে ব্যক্তি অন্যদেশগমনাদি প্রসঙ্গে তীর্থে যাইয়া পড়ে, তাহার অর্দ্ধেক তীর্থফল হইয়া থাকে।

তীর্থপরিশিষ্ট

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বকৃত্য।

তীর্থযাত্রার অগ্রে জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ বা গঙ্গা বিদ্যমানে গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে পূর্ব্বদিন দিবাভাগে একবার নিরামিষভোজন করিয়া পরদিন সশিখ মুণ্ডন ও উপবাস করিবে।

পরে সন্ধ্যাকালে নক্ষত্রদর্শনের পূর্ব্বে অর্দ্ধাঞ্জলিপ্রমিত ঘৃত সেবন করিবে। ঘৃতভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীজাতির মধ্যে কেবল বিধবার পক্ষেই মুণ্ডন ব্যবস্থা। সধবার সমগ্র কেশরাশি ধরিয়া দুই অঙ্গুলিপরিমাণ অগ্রভাগ ছেদন করিবে। তৎপরদিন নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রাঙ্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক সামান্য-পূজাপদ্ধতি অনুসারে গুরুপূজা পর্য্যন্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে দানের সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কাহন কড়ি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দানবিধির নিয়মে অর্চ্চনাদি করত তিল-কুশ-জলগ্রহণ পূর্ব্বক মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখে নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা এতচ্চান্দ্রায়ণ-ব্রতনাশ্যৈহিক-জন্মান্তরীণ-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্ব্ব-পাপক্ষয়কাম এতান্ সবস্ত্রসার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণকপর্দ্দকান্ (সার্দ্ধদ্বাবিংশতি-কার্ষাপণীলভ্য-রজতখণ্ডানি বা) শ্রীবিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সংপ্রদদে।"

এই প্রকারে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণার্থ কাঞ্চনাদির অর্চ্চনা করত নিম্নোক্তবাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতচ্চান্দ্রায়ণব্রতনাশ্যৈহিক-জন্মান্তরীণ-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-সর্ব্বাপাপ-ক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ-সার্দ্ধসপ্তপর্ব্বিধেমমূল্য-সবস্ত্র-সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতিকার্ষাপণীকপর্দ্দকদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।"

তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়। কড়ির অভাবে কাঞ্চনাদি উৎসর্গ করিবে এবং বাক্যের মধ্যে তত্তদ্দ্রব্যের নামোল্লেখ করিতে হইবে। অনন্তর গো-সমীপে গমন পূর্ব্বক গোর পদ ধৌত করিয়া শৃঙ্গে ও ললাটে সিন্দূর দিবে। তৎপরে "ওঁ গবে নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকে পরিস্কৃত ঘাস লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ সহকারে গোপ্রদক্ষিণান্তে ঘাস দিবে, যথা—

"ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥ ১॥
ওঁ গাবো মে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষাঃ পিতরো মম।
ঘাসগ্রাসং ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্নন্তু মাতরঃ॥ ২॥"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

যদি গো ঘাস ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধ্যর্থ পার্ব্বণবিধানে মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। তীর্থে জীবৎপিতৃক ও স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ স্থলে তীর্থযাত্রাকালে জীবৎপিতৃকেরা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, পরন্তু পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে করিবে না। শ্রাদ্ধান্তে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রতিপদমশ্বমেধযজ্ঞজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি-কামোঽমুকতীর্থগমনায় যাত্রামহং করিষ্যে।"

অনন্তর কাষায় বসন ও দণ্ডধাবণরূপ কার্পটীবেশ ধরিয়া গমিষ্যমাণতীর্থ ও ইষ্টদেবতা স্মরণ ও প্রণাম পূর্ব্বক শ্রাদ্ধশেষাদি লইয়া শুভলগ্নে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। তৎপরে গ্রাম বা বসত্যবচ্ছিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ক্রোশান্তরে গ্রামান্তরে গিয়া শ্রাদ্ধশেষ দ্বারা পারণ করত সেই দিন তথায় অতিবাহিত করিবে। গমনসময়েই কার্পটীবেশ ধরিবে, কিন্তু ভোজনশয়নাদিকালে নহে। তীর্থে কার্পটীবেশে থাকিবে, কেবল শ্রাদ্ধকরণসময়ে নহে। অনন্তর দ্বিতীয়দিনে নিত্য-ক্রিয়াসমাপনান্তে সেই গ্রাম বা বাসস্থান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকাল যাবৎ তীর্থা-ভিমুখে গমন করিবে। পরে স্নানাদি করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক একবারমাত্র নিরামিষ ভোজন করত সেই দিন তথায় অতিবাহিত করিবে। যত দিন তীর্থে উপস্থিত হওয়া না যায়, তত্ত দিন এই নিয়মে গমন করিবে।

যদি অন্য কোন ব্যক্তির গৃহ হইতে তীর্থযাত্রা করা হয়, তাহা হইলেও ফলাধিক্য নিবন্ধন যথাবিধি যাত্রা করিবে। যাত্রাতে অবকাশ না থাকিলেও যাত্রা না করিয়াও তীর্থে যাইবে। একযাত্রায় বহুতীর্থে গমন করিলে সঙ্কল্প-বাক্যে যথাক্রমে সেই সকল তীর্থের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। যানারোহণ ও ছত্র-পাদুকা ধারণ করিয়া অথবা অন্য কোন কার্য্যের জন্য তীর্থে গমন করিলে অর্দ্ধফল হয়, বেতনগ্রহণ বা পরান্নভোজন করিয়া গমন করিলে ষোড়শভাগের একভাগ ফল এবং ঐশ্বর্য্যলাভমাহাত্ম্য হেতু যানে গমন করিলে সমস্তই নিষ্ফল হয়। তীর্থযাত্রাবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতিগ্রহ, পরপীড়ন, আমিষভোজন,

দুইবার আহার, পরান্নভোজন, হিংসা, পরনিন্দা, কুকথালাপ, কুচিন্তা, মৈথুন, মিথ্যা কথা, লোভ, খলতা, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, চাপল্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

তীর্থে বর্জ্জনীয়

শৌচ, মুখশোধন, পাদপ্রক্ষালন, নির্ম্মাল্যত্যাগ, মলঘর্ষণ, তৈলাভ্যঙ্গ, সন্তরণ, বস্ত্রনিষ্পীড়ন, উলঙ্গ হওন, ক্রীড়া, বৃথা চতুর্দ্দিক দর্শন, স্পর্শদোষবিচার, অভক্তি, একতীর্থে থাকিয়া অন্যতীর্থের প্রশংসা ও অভিলাষ, তীর্থপুরোহিতের নিন্দা বা পরীক্ষা, অন্যকে আশীর্ব্বাদ, প্রতিগ্রহ এই সমস্ত পরিত্যজ্য।

তীর্থশ্রাদ্ধে নিষিদ্ধাদি

স্মার্ত্তমতে তীর্থশ্রাদ্ধে ভূস্বামীকে মূল্য বা অন্ন দান ও পূজা করিবে না এবং ঐ শ্রাদ্ধে আবাহন, অর্ঘ্যদান, অগ্নৌকরণ, বিসর্জ্জন, কাক-কুক্কুরাদির দৃষ্টিদোষ-বিচারও করিতে নাই। মতান্তরে "পৃথিবী তে পাত্রং" মন্ত্র জপ, অন্নে অঙ্গুষ্ঠদান, পিণ্ডশেষবিকিরণ, তৃপ্তিপ্রশ্ন, ব্রাহ্মণগণের ভোজনের পর "দেবতাভ্য" ইত্যাদি মন্ত্রজপ, দিগ্বন্ধন, এই সমস্তও পরিত্যজ্য। পাশ্চাত্য-দেশীয়গণ গয়াশ্রাদ্ধে "এতত্তে পিণ্ডং স্বধা নমঃ" এবং অন্যত্র "অন্নং স্বধা নমঃ" বলেন। তীর্থশ্রাদ্ধের বিশ্বেদেবগণ "পুরূরবোমাদ্রবস্"-সংজ্ঞক, ত্রিস্থলী সেতু ইহা বলেন।

সামান্যতীর্থপদ্ধতি

যানারোহণ বা ছত্র-পাদুকাদি ধারণ করিয়া তীর্থে গমন করিতে হইলে, তীর্থপ্রাপ্তিদিনে যত দূর হইতে পদব্রজে যাইতে সমর্থ হওয়া যায়, তত দূর হইতে যান, ছত্র ও পাদুকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিবে। তীর্থ নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র গাত্রে ধূলি সংলগ্ন হয়, এই ভাবে ভূতলে পতিত হইয়া তীর্থকে প্রণাম করত "ওমদ্যেত্যাদি যথোক্তফলপ্রাপ্তিকামোঽহমমুকতীর্থে প্রবেশমহং করিষ্যে" বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া তীর্থে প্রবেশ করিবে। তীর্থে উপস্থিত হইয়া উদ্ধৃতোদক দ্বারা পাদ ধৌত করত নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে দেশ (তত্তৎস্থান) ও কাল (মাসপক্ষতিথ্যাদি) উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। পরে স্ব স্ব বিধানে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। প্রথমে বান্ধবার্থ স্নান, তৎপরে ক্রমান্বয়ে বৈদিক স্নান,

তান্ত্রিক স্নান, তর্পণপ্রণালীতে স্ব স্ব তর্পণবিধানে অলস্থ হইয়া তর্পণ, দান ও ঘটোৎসর্গ করিয়া স্ব স্ব তীর্থপদ্ধত্যুক্ত তীর্থদেবগণকে দর্শন, প্রণাম ও স্পর্শ করত সামান্য-পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। এই পূজায় ঘটস্থাপন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। তৎপরে কুমারীকে পূজা করিয়া ভোজন করাইতে হয়।

অনন্তর অবিহিত কাল ত্যাগ করিয়া বিহিত কালে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ করত পূর্ব্বকথিত তীর্থশ্রাদ্ধে নিষিদ্ধাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব পার্ব্বণবিধানে পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধাদি করিবে, শ্রাদ্ধে অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা-পিতামহাদিব উল্লেখ করিয়া "অমুকতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং" বলিতে হয়। শ্রাদ্ধে অক্ষম হইলে কেবলমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। তাহাতে প্রথমে স্ব স্ব পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন কবিয়া তদ্দ্বারা স্থান-শোধন করিতে হয়। পরে দক্ষিণাস্য, পাতিতবামজানু ও বিপবীতোত্তরীয় হইয়া আচমন করত প্রাণায়াম, কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র পাঠ, পুণ্ডবীকাক্ষস্মবণ ও পূজা কবিয়া কুশোদক দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্যে অনুজ্ঞাগ্রহণ করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুবমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুক-গোত্রস্য মাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকপিণ্ডদান-মহং করিষ্যে।"

অনন্তর পিতা-পিতামহাদির অর্চ্চনা করিয়া স্ব স্ব পার্ব্বণোক্তপিণ্ডদানবিধানে ষট্পুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দিবে। ইহাতে "যে চাত্র ত্বেতি" মন্ত্রপাঠ নাই, স্বধা মাত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ড দিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ বাক্যরচনা করত দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর "পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃপ্রণাম করত অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া ষোড়শ পিণ্ড দান করিবে। তীর্থে তিল-ঘৃতযুক্ত তণ্ডুল, গোধূম, তিলকল্ক (খৈল) বা গুড় দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান তীর্থের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে এবং চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মুহূর্ত্তে করাই প্রশস্ত। শ্রাদ্ধান্তে পিণ্ড তীর্থে ফেলিয়া দিবে। জীবৎপিতৃক বা স্ত্রীলোকের পক্ষে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ। তৎপরে ব্রাহ্মণ, দণ্ডী, সাধু ও সধবা ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি-দান দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয়।

দণ্ডিভোজনের অগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রে দণ্ডীর দক্ষিণহস্তে জলগণ্ডূষ প্রদান করিবে, যথা—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥"

গয়া, গঙ্গা, বিরজা ও বিশালা ভিন্ন অন্যান্য তীর্থে তীর্থপ্রাপ্তিদিবসে মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়। তীর্থবিশেষে যাহা যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্ত-তীর্থপদ্ধতিমধ্যেই বিবৃত আছে। সমর্থ হইলে ঘটোৎসর্গ, কুমারীপূজা, কুমারী-ভোজন, সাধুভোজন, দণ্ডিভোজনও করাইতে হয়। সমর্থ হইলে দণ্ডীকে ছত্র, কমণ্ডলু, বস্ত্র ও আসন এবং সধবা ও কুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিবে। যদি অবিহিতকালে তীর্থপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তৎপরদিনে সমস্ত কার্য্য করিবে। গঙ্গাতে পর্য্যুদস্তকালেও স্নান-তর্পণ করিতে পারে। এক তীর্থের মধ্যে বহু তীর্থ থাকিলে যে স্থানে যেমন বিধি পাইবে, তদ্রূপ করিবে, সর্ব্বত্রই যে সামান্যতীর্থপদ্ধতিমতে কর্ম্ম করিবে, তাহা নহে। তীর্থবিশেষে কর্ত্তব্য কার্য্য যাবৎকাল সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ তীর্থে বাস করিবে। তিন দিন বাস করিলেই তীর্থবাসের ফললাভ হয়। যে কোন কর্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ফলবান্ হইবে, সেই কর্ম্মটি কামনা করত করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিষ্কামভাবে করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। তীর্থকার্য্যসমাপনান্তে স্বদেশে গিয়া তীর্থপ্রত্যাগমনকর্ত্তব্যাদি করিবে।

তীর্থপ্রত্যাগমনকর্ত্তব্যাদি।

তীর্থ হইতে নিজগ্রামের নিকট গ্রামান্তরে উপস্থিত হইয়া নিত্যক্রিয়া-সমাপনান্তে সৌরমাস ও রবি-রাশিস্থিতি উল্লেখ করিয়া যাত্রাপদ্ধত্যুক্ত দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞাবাক্যে পিতা-পিতামহাদির উল্লেখান্তে "তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তরস্বগৃহপ্রবেশনিমিত্তকং" বলিতে হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া শ্রাদ্ধশেষ গ্রহণ করত স্বীয় গ্রাম বা বসতিস্থানে উপস্থিত হইবে, তৎপরে গ্রাম বা বসতিস্থান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। তদনন্তর কার্পটীবেশ ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত শ্রাদ্ধশেষাদি দ্বারা পারণ করিবে। বহুতীর্থ হইতে আগমন করিলেও একবারমাত্র প্রত্যা-গমনকর্ত্তব্যাদি করিবে।

চতুর্থ প্রবাহ

প্রতিষ্ঠা-প্রকরণ

ব্রতপ্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থা।

ব্রতকালবিবেকে—

"সর্ব্বেষু ক্তেষু কর্ত্তব্যা প্রতিষ্ঠা বিধিনা বুধৈঃ।
ফলার্থিভিস্ত্বপ্রতিষ্ঠং যস্মান্নিষ্ফলমুচ্যতে॥"

উক্ত বচন দ্বারা ব্রতান্তে প্রতিষ্ঠার অবশ্যকরণীয়ত্ব প্রতিপাদিত হই-তেছে। বিবেককারমতে ঐ ব্রতপ্রতিষ্ঠা অশুদ্ধ কালেও কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি ব্রতসমাপ্তি-দিবসে অশৌচাদি বাধায় পতিত হয়, তবে শুদ্ধ কালের অপেক্ষা করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—

"সমাপ্তে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠা তদনন্তরম্।
ন কালনিয়মস্তত্র তত্র বিঘ্নে পরাহ্নিকে॥"

অর্থাৎ ব্রত সমাপ্ত হইলেই তৎপরে প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সময়শুদ্ধি অপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু ব্রতপূর্ণ-দিবসে অশৌচাদি বাধা ঘটিলে পরবৎসরে "অতিপাতে তু কুর্ব্বীত প্রশস্তে মাসি পুণ্যদে" ব্রতদিনেই শুদ্ধকাল থাকিলে প্রতিষ্ঠা আচরণ করিবে। ইহা দ্বারা ব্রতকালবিবেককারমতে ব্রতপূর্ণ দিবসে অশৌচ-সম্ভাবনা হইলে এবং গুরু-শুক্রের উদয়াস্তাদি নিবন্ধন অকালে প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখিয়া কালান্তরে করণীয় প্রতিপাদিত হইল, এবং অনেক স্থলে ঐ মতাবলম্বনই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যে হেতু, প্রতিষ্ঠা ব্রত হইতে স্বতন্ত্র কর্ম্ম নহে, উহা ব্রতেরই দক্ষিণাদানাদিবৎ স্বরূপ-নির্ব্বাহক উদীচ্য অঙ্গ মাত্র। আরব্ধব্রতে অশৌচপ্রাপ্ত হইলেও যেমন অনুষ্ঠানে বাধা জন্মে না, সেইরূপ ব্রতপ্রতিষ্ঠাকার্য্যেও অশৌচ প্রতিবন্ধক নহে। বরাহপুরাণে কথিত আছে, "তস্মাৎ প্রমাদাদ্ দুঃখে বা সূতকে মৃতকেঽপি বা। স্বাস্থ্য

য়াম ব্রতং কুর্য্যাৎ দানার্চ্চনবিবর্জ্জিতম্।" প্রমাদ, দুরবস্থা, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ যে কোনও অবস্থায় স্নান করিয়া দান ও পূজা পরিত্যাগ করত কেবলমাত্র ব্রত করিবে। এই জন্যই গর্ভিণী, অচিরপ্রসূতা, কুমারী ও রজস্বলার পক্ষে ব্রাহ্মণদ্বারা পূজাদির অনুষ্ঠানব্যবস্থা আছে; কিন্তু উপবাসাদি বিষয়ে ব্রতকর্ত্রীর স্বয়ং অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যথা—

"গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদাঽশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥"
তথা—"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥" ইত্যাদি।
যদিও—'অস্তং গতে গুরৌ শুক্রে বালে বৃদ্ধে মলিম্লুচে।
উপায়নমুপারম্ভং ব্রতানাং নৈব কারয়েৎ॥'

ইত্যাদি বচনে গুরু-শুক্রের উদয়াস্তাদি নিবন্ধন অকালে ব্রতপ্রতিষ্ঠার নিষেধ অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেও উহা প্রধান কালে দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ বা অক্ষমতা বশতঃ অকৃত প্রতিষ্ঠার পক্ষে অশুদ্ধ কালে অনুষ্ঠানের নিষেধক বচন বুঝিতে হইবে।

"পূর্ব্বং ব্রতং গৃহীত্বা যো নাচরেজ্জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে॥"

ব্রত গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ব্রতপ্রতিষ্ঠা না করে, সে জীবদ্দশায় চণ্ডাল তুল্য ও জীবনান্তে কুক্কুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এ জন্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ব্রতভঙ্গ হইলে ব্রতী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্রতাবলম্বন করিবে, ইহা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আছে। পরন্তু সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক ঘটনায়, ব্যাধি, প্রমাদ বা গুরুনিদেশে একবারমাত্র ব্রতভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করণীয় নহে এবং পুনশ্চ ব্রতারম্ভ করিতে হয় না। ব্রতারম্ভ করিয়া কোন ব্যক্তি অসমাপ্ত ব্রতাবস্থায় মৃত হইলে তজ্জন্য ব্রতপ্রতিষ্ঠা অপরের কর্ত্তব্য নহে এবং ব্রতীর ব্রতফল অসম্পূর্ণ থাকে না। শাস্ত্রীয় সকল ব্রতপ্রতিষ্ঠায়ই পূর্ব্বদিন উপবাস ব্যবহার আছে, কিন্তু অক্ষমতা প্রযুক্ত জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ, ঔষধ ব্যবহার করিলে অথবা ব্রাহ্মণানুমতিতে কিম্বা গুরুর আদেশে অন্ন ভক্ষ্য ভোজন করিলেও ব্রতভঙ্গ হয় না। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ যথা—

"সর্ব্বভূতভয়ং ব্যাধিঃ প্রমাদো গুরুশাসনম্।
অব্রতঘ্নানি কথ্যন্তে সকৃদেতানি শাস্ত্রতঃ॥
অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্॥"

ব্রতপ্রতিষ্ঠায় ব্রতের মত সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। যথা—ব্রহ্মচর্য্য, সত্যপরতা, শৌচাচার, আমিষত্যাগ এই চারিটি অবশ্য প্রতিপাল্য। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বপূর্ব্বদিন একবারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন ও স্নান, স্থণ্ডিলশয়নাদি করিয়া পরদিন উপবাসী ও উক্ত নিয়মাবলম্বী থাকিয়া প্রতিষ্ঠাদিনে প্রভাতে দন্তধাবন ত্যাগ ও প্রাতঃস্নানে তৈলবর্জ্জন করিবে।

প্রতিনিধি-ব্যবস্থা

'কাম্যে প্রতিনিধির্নাস্তি নিত্যনৈমিত্তিকে হি সঃ।
কাম্যেষূপক্রমাদূর্দ্ধমন্যে প্রতিনিধিং বিদুঃ॥'

কাম্য কার্য্যে প্রতিনিধি নাই, নিত্য বা নৈমিত্তিক কার্য্যে প্রতিনিধি বিহিত আছে। মতান্তরে কাম্য কার্য্যের আরম্ভান্তে প্রতিনিধীকরণ বিহিত। কিন্তু ঐ কাম্যে প্রতিনিধি নিষেধ বৈদিক কাম্য কর্ম্মে বুঝিতে হইবে, কেন না, বচনান্তরে অবগত হওয়া যায় যে, "শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদ্ অন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ" অর্থাৎ শ্রৌত কাম্য কর্ম্ম উপক্রমের পর অপরে করিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তার অসামর্থ্য নিবন্ধন স্মার্ত্ত কর্ম্মে উপক্রমের পূর্ব্বেও অপর ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করা যায়। মতান্তরে অশৌচাদিসত্ত্বে পুরোহিত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবেন।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, সদাচারী বিনয়ী পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী ইহারা অগ্রে প্রতিনিধি, ইহাদের অভাবে অপর ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি হইবেন। শাস্ত্রান্তরে পাওয়া যায়, ঋত্বিক্, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় ও জামাতা যথাক্রমে প্রতিনিধি হইবেন। গরুড়পুরাণে আছে, ভার্য্যা স্বামীর ব্রতে প্রতিনিধি, এবং স্বামী ভার্য্যার ব্রতে প্রতিনিধি। পরন্তু উক্ত প্রতিনিধিব্যবস্থা ব্রতাঙ্গ উপবাসাদি কার্য্যেই বুঝিতে হইবে। পূজাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর ব্যক্তি প্রতিনিধি হইবেন না। এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণও আছে, যথা—

বরাহপুরাণে—

"পিতৃ-মাতৃ-পতি-ভ্রাতৃ-স্বসৃ-গুর্ব্বাদিভূভুজাম্।
অদৃষ্টার্থমুপোষিত্বা স্বয়ঞ্চ ফলভাগ্ ভবেৎ ॥"

পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা, ভগিনী, গুরুজন, এমন কি, রাজারও পুণ্যের জন্য প্রতিনিধিরূপে উপবাস করিলে নিজে কিছুমাত্রায় ফলভাগী হয়।

অধিকারি-নিরূপণ

শ্রদ্ধাবান্, অনসূয়ী, অমায়ী, আত্মশ্লাঘারহিত, অবিকলাঙ্গ ব্যক্তির ব্রতাদি বৈধ কর্ম্মে অধিকার। স্ত্রী-শূদ্রাদিরও ব্রতে অধিকার আছে, পরন্তু সধবা স্ত্রীলোকের স্বামি-সহযোগ ব্যতিরেকে ব্রতোপবাসাদি বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। সধবা স্ত্রীলোক স্বতন্ত্রভাবে কোন ব্রত করিলে স্বামীর আয়ুর্নাশ ও নিজের নরকবাস হয়। যদিও সাবিত্রী, দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতাদিতে স্বতন্ত্রভাবে সধবাদিগের অধিকার দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্বামীর অনুমতি বশতই প্রত্যবায়জনক নহে, এবং তদ্দ্বারা স্বামীর আয়ুর্বৃদ্ধি জন্মিয়া থাকে বলিয়া বিহিত। অনুপনীত বা অবিবাহিত ও অদীক্ষিত স্ত্রীলোকের পৌরাণিক ব্রতাদিতে অধিকার নাই।

পুরুষ ব্রতকর্ত্তা হইলে ব্রতপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা-পূজা, বসুধারা, আয়ুষ্যসূক্ত জপ করত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধবিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিবেন। শূদ্রের পক্ষেও ব্রতপ্রতিষ্ঠাঙ্গ ব্রাহ্মণ দ্বারা হোমানুষ্ঠান বিহিত আছে।

সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা

যথাবিধি ব্রতসমাপনান্তে কথাশ্রবণ ও ভোজ্যোৎসর্গ করত ব্রতী গণেশাদিদেবতাদিগকে গন্ধ-পুষ্প দিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে, যথা—

"নমঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥"

পরে পুণ্যাহাদি বাচন, যথা—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়ৎবর্ষনিষ্পাদিত-অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি নমঃ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। (তিনবার পাঠ্য)

ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্। এবং স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (তিনবার) ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি এবং ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু (তিনবার) ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্ ওঁ ঋধ্যতাম্। 'সোমং রাজানং' ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত, (ব্রাহ্মণদ্বারা পড়াইবে) 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি পাঠ করিয়া বারিপূর্ণ ফল-পুষ্প-কুশসমন্বিত তাম্রপাত্র লইয়া উত্তরাস্তে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী শ্রীঅমুকীদাসী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা অমুকব্রতপূর্ণফলপ্রাপ্তি-কামা বা (অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বা অমুকদাসঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ) ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিত-অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য এবং সদস্যকে বরণ করিতে হয়। অক্ষম হইলে এক ব্যক্তিকেই হোতৃত্বে ও ব্রহ্মত্বে বরণ করা যায়, ঐরূপ আচার্য্যত্বে ও সদস্যত্বে এক ব্যক্তি বৃত হইতে পারেন।

বরণবিধি যথা—স্বয়ং পূর্ব্বমুখে বসিয়া ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখে বসাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে, "নমঃ সাধু ভবানাস্তাং" (ব্রাহ্মণ ওঁ সাধ্বহমাসে বলিবেন) ব্রতী গন্ধ পুষ্প দিয়া বলিবে, "নমঃ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্" (ওঁ অর্চ্চয় প্রত্যুত্তর) পরে গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্রযুগ্ম, অঙ্গুরীয়, যজ্ঞোপবীতাদি দিয়া বলিবে, "এতানি গন্ধ-পুষ্প-বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক-যজ্ঞোপবীতার্থসূত্রাণি ব্রাহ্মণায় নমঃ।" ব্রাহ্মণ ওঁ 'স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ব্রতী তণ্ডুল লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জানু ধরিয়া বলিবে, "বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকীদেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুক-পুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি হৌত্রকর্ম্মকরণায় বা হোতৃ-ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় বা ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় বা আচার্য্যকর্ম্মকরণায় বা সদস্যকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং অমুকদেবশর্ম্মাণমভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" (ব্রাহ্মণ ওঁ বৃতোঽস্মি বলিবেন) ব্রতী —"যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম বা হৌত্রকর্ম্ম বা আচার্য্যকর্ম্ম কুরু।" ব্রাহ্মণ "ওঁ যথা-জ্ঞানং করবাণি" বলিবেন। আচার্য্যের প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রতী বলিবে, "নমঃ ত্বমস্য গুরুরস্মাকং বাসুদেবসমঃ প্রভুঃ। কুরু প্রতিষ্ঠামেতাং ত্বং কারয়-স্বাগমোদিতাম্। ত্বৎপ্রসাদাদ্‌গুরো ধর্ম্মং প্রাপ্নোমি মনসেপ্সিতম্। স্থিরা মেধা ভবেৎ কীর্ত্তির্যাবল্লোকাশ্চরাচরাঃ॥"

মতান্তরে নিম্নোক্ত প্রার্থনাবাক্য পাঠ্য, যথা—

"ওঁ বাসুদেবস্বরূপস্ত্বং সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি যন্ময়োত্তমম্।
ত্রাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসারসাগরাৎ।
দেবতাস্থাপনেনাস্তু মম শান্তিং কুরু প্রভো।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকানুগ্রহকারক।
চিরং মে শাশ্বতী কীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যেঽপি ভবিষ্যতি।
তস্মাৎ কুরু প্রতিষ্ঠাং মে গুরো শাস্ত্রপ্রচোদিতাম্।
যথাঽহং মুক্তিমাপন্নে ত্বৎপ্রসাদাৎ সুপুষ্কলাম্॥"

আচার্য্য বলিবেন—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রন্তে মৎপ্রসাদাত্ত্বয়াঽনঘ।
প্রাপ্তব্যং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং দুষ্প্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ॥"

পরে হোতা নিম্নোক্ত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে পঞ্চগব্য পৃথক্ পৃথক্‌রূপে শোধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বেদী শোধন করিবেন। যথা—গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।"—গোময়। "ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে।"—গোদুগ্ধ। "ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।"—দধি। "ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।"—ঘৃত।" "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।"—কুশোদকশোধনমন্ত্র। পরে শোধিত পঞ্চগব্য গায়ত্রীপাঠে একত্র করিয়া কুশোদক সহ "ওঁ বেদ্যাঃ বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা।" মন্ত্রে বেদী অভ্যুক্ষণ করত বেদীর উপরিভাগে বিতান বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ ঊর্দ্ধ ঊষু ণ উত য়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।" পরে হোতা শ্বেতসর্ষপ লইয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ। বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্র-সমানকল্পৈর্ম্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু" মন্ত্রে চারিদিকে ছড়াইয়া বিঘ্নাপসারণ করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি

অন্তে মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে, যথা—'মহীত্রীণা' ইত্যাদি মহী। 'ধানাবন্তং করম্ভিণম্' ইত্যাদি ধান্য। 'আবিশন্ কলসং সুত' ইত্যাদি কুম্ভ। 'আনো মিত্রাবরুণা'ইত্যাদি জল। 'অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ' ইত্যাদি পল্লব। 'ইন্দ্রয়রো নেমধিতা হবন্তে' ইত্যাদি ফল। 'সিন্ধোরুচ্ছাসে' ইত্যাদি সিন্দূর। 'পবমান ব্যশ্নুহি'ইত্যাদি পুষ্প। 'স্থাবতঃ পুরূবস' ইত্যাদি স্থিরীকরণ। (১ম খণ্ড ২৩৮পৃঃ দেখ) বেদীতে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অথবা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি স্বর্ণ ও রজত-প্রতিমা রাখিয়া স্থাপিত পঞ্চ ঘটে—প্রথম ঘটে —গণেশ, সূর্য্য, দ্বিতীয়ে—শিব, দুর্গা; তৃতীয়ে—বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চতুর্থে—অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপাল, কার্ত্তিকেয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, পঞ্চমে—নবগ্রহ ও দিক্পালগণকে স্বস্বমন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে "ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে সুবর্ণপদ্ম রাখিয়া সুবর্ণ-শলাকা দ্বারা দলবিকাশ করত তাহাতে সুবর্ণ-লক্ষ্মীপ্রতিমা ও রজত-বিষ্ণুপ্রতিমা 'সুত্রামাণং' ইত্যাদি মন্ত্রে নিক্ষেপ করত পীঠোপরি রাখিয়া শিল্পদোষ-নিবারণার্থ গোময়ভস্ম দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘর্ষণ করিবে, যথা—"ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষ-জগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সংপূজয়ামীশে নারায়ণমনাময়ম্। (লক্ষ্মীস্থলে লক্ষ্মীদেবীমনাময়াম্ পাঠ্য) রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব॥" পরে 'তেজোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া চন্দন-আমলকী-তিলচূর্ণ দ্বারা "ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং (লক্ষ্মীস্থলে দেবি ত্বাম্) যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং ভক্তিমুত্তমাম্॥" মন্ত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া স্নান করাইবে। শালগ্রামশিলায়ও নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্নান করান বিহিত। প্রথমতঃ "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেব হিতং যদায়ুঃ"—মন্ত্রে পীঠোপরি স্থাপন, "ওঁ এতোন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না। শুদ্ধৈরুকথৈর্বা বৃধ্বাং সংশুদ্ধ আশীর্ব্বান্ মমত্তু। ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ। শুদ্ধোরয়িং নিধারয় শুদ্ধো মমর্দ্ধি সোম্য॥ ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে। শুদ্ধো বাজং সিষাসসি॥" মন্ত্রে স্নান করাইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগব্য মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ভাবে স্নান করাইবে। সর্ব্বৌষধি দ্বারা "ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ। তা মহ্যমস্মিন্নাসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত।"

ফলোদক দ্বারা "ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।" পঞ্চামৃত দ্বারা (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা) "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥" মতান্তরে নিম্নলিখিত বিধিতে স্নান করাইবে। যথা—"ভদ্রং কর্ণেভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পীঠোপরি স্থাপন, 'এতোম্বিন্দ্রং' ইত্যাদি ঋকত্রয়ে শুদ্ধোদকে স্নান, "ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা।" এই মন্ত্রে ঘৃতাভ্যঞ্জন, "ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ" এই মন্ত্রে মসূরচূর্ণ ম্রক্ষণ, "ওঁ সপ্ত তে অগ্নে সমিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত ধাম প্রিয়াণি। সপ্ত হোত্রাঃ সপ্তধা ত্বা যজন্তি। সপ্তযোনীরাপৃণস্ব ঘৃতেন" মন্ত্রে উষ্ণোদক দ্বারা প্রক্ষালন, "ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণে-বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।" মন্ত্রে চন্দনানুলেপন, "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতনঃ। মহে রণায় চক্ষষে" মন্ত্রে নদীজলে স্নান, "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্রে তীর্থমৃত্তিকাযুক্ত কলসে স্নান, গায়ত্রী দ্বারা গন্ধযুক্ত জলে স্নান, "ওঁ হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ। যা অগ্নিগর্ভন্দধিবে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু" মন্ত্রে অশ্বস্থানাদি পঞ্চমৃত্তিকা দ্বারা, "ওঁ ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া র্জিকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া" মন্ত্রে সৈকতজলে, 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং' ইত্যাদি মন্ত্রে বল্মীকমৃত্তিকা-যুক্ত জল দ্বারা, "ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীমনু। তা মহ্যমস্মিন্না-সনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত" মন্ত্রে সর্ব্বৌষধিজলে, "ওঁ যজ্ঞাযজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে। প্রপ্রবয়মমৃতঞ্জাতবেদসম্। প্রিয়ং মিত্রন্নশংসিষম্" মন্ত্রে পঞ্চকষায়জলে। স্বস্ব মন্ত্রে পঞ্চগব্যে। "ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যন্তরিক্ষে পয়োধাম্। পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্ সম্মা সৃজামি পয়সা ঘৃতেন সম্মা সৃজাম্যপহঃ।" মন্ত্রে মিশ্রিত পঞ্চগব্যে। "ওঁ তস্মাদ্-যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজুস্তস্মাদ-জায়ত" মন্ত্রে পঞ্চামৃতে, 'ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ' মন্ত্রে ফলোদক দ্বারা, "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদি মন্ত্রে সহস্রধারায়, "ওঁ এতোম্বিন্দ্রং" ইত্যাদি মন্ত্রে তুলসী-চন্দনযুক্ত জলে, "ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্

জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্। ওঁ ইষেত্বো-র্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" মন্ত্রে ও বক্ষ্যমাণ পুরুষসূক্তমন্ত্রে একাশীতি, অষ্টাবিংশতি বা অষ্ট ঘটে স্নান করাইবে। অতঃপর ধৌত বস্ত্রে মুছাইয়া ভদ্রপীঠোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বাং বা ওঁ মন্ত্রে প্রাণায়াম ও বাং বা আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্। কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তং চরাচরম্। লাবণ্যামৃততোয়েন সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ। সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্ত' গদাং শুভাম্। ভূষিতং মালয়া তদ্বদ্দীপিতং মণিলাঞ্ছনৈঃ। শ্রী-পুষ্টি-গরুড়াদ্যৈশ্চ সমন্তাত্তু পরিপ্লুতম্॥"

ধ্যানান্তে মস্তকে ধ্যান-পুষ্পদান, মানসোপচারে পূজা পূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে, যথা—নিজ বামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি ত্রিপাদিকা স্থাপন, ফট্ মন্ত্রে শঙ্খপ্রক্ষালন, ত্রিপদিকায় শঙ্খ স্থাপন, 'নমঃ' মন্ত্রে, গন্ধপুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ, দূর্ব্বারচিত অর্ঘ্য রাখিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা বিলোম মাতৃকাবর্ণ পাঠান্তে [ক্ষং নমঃ লং নমঃ (সর্ব্বত্র নমঃ) হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং] ও মূলমন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) বায়ত্রয় পাঠান্তে শঙ্খ-ত্রিভাগ পূর্ণ করিয়া 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে শঙ্খে, 'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া গঙ্গে চ ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন, ওঁ ভগবন্ বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে স্বহৃদয় হইতে জলে দেবতার আবাহন, বষট্ মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, বৌষট্ মন্ত্রে জল দর্শন, আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈর্ঋত ও অগ্রভাগে ষড়ঙ্গ-স্থাপন, গন্ধ-পুষ্প দ্বারা দেবতাকে পূজা, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন, মূলমন্ত্র

অষ্টধা জপ, বম্ মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, ফট্ মন্ত্রে রক্ষা পূর্ব্বক শঙ্খ হইতে প্রোক্ষণী-পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া সেই জলের দ্বারা নিজ মস্তকে ও পূজোপকরণ-দ্রব্যে ছিটা দিয়া মণ্ডলে পীঠপূজা করিবে। যথা—মণ্ডলমধ্যে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এবং 'প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, রত্নোজ্জ্বলিত-মহামণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, রত্ন-সিংহাসনায়।' অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে 'ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ' এবং 'জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়।' পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে 'ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ' এবং 'অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়।' মধ্যে 'অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।' মণ্ডলপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্ট কেশরে 'ওঁ বিমলায়ৈ, উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ।' মধ্যে 'অনুগ্রহায়ৈ, ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ' এইরূপে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বা পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। প্রতিমাসত্ত্বে—ধ্যান-পুষ্প প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্রে দিয়া "ওঁ ভগবন্ বিষ্ণো স্বগণসহিত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, স্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সম্মুখীকরণমুদ্রা যথাযথভাবে প্রদর্শন করত "ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ বিষ্ণো লোকানুগ্রহকারক। গৃহাণেমং যজ্ঞভাগং বাসুদেব নমোঽস্তু তে। ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব শঙ্খচক্রগদাধর। পূজয়ামি যথাশক্ত্যা অষ্টাভির্নায়কৈঃ সহ॥" মন্ত্রপাঠান্তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা— প্রতিমায় হস্ত দিয়া "আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।" এবং 'আং হ্রীং' ইত্যাদি 'জীব ইহ স্থিতঃ', 'আং হ্রীং' ইত্যাদি 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি', 'আং হ্রীং' ইত্যাদি "বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা, ওঁ মনোজূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা-মোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।" মূলমন্ত্র বারত্রয় জপ করিয়া মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিবে, শালগ্রামে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন নাই।

ষোড়শোপচারে পূজামন্ত্র যথা—অর্ঘোদকে—আসন 'বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ' মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ—'এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায়

নমঃ, এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধ-পুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ সর্ব্বান্তর্য্যামিনে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততম্। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্, ইদং রজতাসনং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। (কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব)। তস্য তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো।' 'ভগবন্ বিষ্ণো স্বাগতম্' মন্ত্রে স্বাগত-প্রশ্নান্তে "ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতস্ত মে। যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়। (অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ। যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব)। ওঁ সুস্বাগতম্।" এই মন্ত্র বলিবে।

পাদ্য।—"ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে। ইদং পাদ্যং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ"—এইরূপ উপচার উল্লেখান্তে মূলমন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিবে।

অর্ঘ্য।—ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্। তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে স্বাহা।

আচমনীয়।—ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঃ স্রুতিহেতবে। শুদ্ধায় শুদ্ধিহেতবে ইদমাচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে স্বধা।

মধুপর্ক।—ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে। এষ মধুপর্কঃ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে স্বধা।

পুনরাচমনীয়।—"ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে স্বধা।" অন্যান্য উপচার নমোঽস্তু মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

স্নানীয় জল।—"ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধি-নিমগ্ন-নিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে। ইদং স্নানীয়জলং" ইত্যাদি। আচমনীয়—পূর্ব্ববৎ।

বস্ত্র।—ওঁ মায়াচিত্র-পটাচ্ছন্ন-নিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্। ইদং বস্ত্রং ইত্যাদি।

উত্তরীয় বস্ত্র।—ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্। ইদমুত্তরীয়বস্ত্রমিত্যাদি। আচমনীয়—পূর্ব্ববৎ।

যজ্ঞোপবীত।—ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সংপ্রোতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে। ইদং যজ্ঞসূত্রম্।

আভরণ।—ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চ্চিত। ইদমাভরণম্।

গন্ধ।—ওঁ পরমানন্দ-সৌরভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তর। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর। এষ গন্ধ ইত্যাদি।

পুষ্প।—ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্। অমন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্। ইদং পুষ্পম্।

ধূপ।—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ ধূপ ইত্যাদি।

দীপ।—ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ দীপ ইত্যাদি।

নৈবেদ্য।—ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ। ইদং নৈবেদ্যং।

জল।—ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্। অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্। ইদং পানার্থজলম্। পুনরাচমনীয়—পূর্ব্ববৎ।

তাম্বূলাদি অন্যান্য দ্রব্য মূলমন্ত্রে দান করিবে। বন্দনা—"ওঁ ধ্যেয়ং সদা-পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কর্ত্তব্য।

পরে যথাযথ লক্ষ্মীর ধ্যান, অর্ঘ্যস্থাপন, পুনর্ধ্যান, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে 'ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ' মন্ত্রে ষোডশোপচারে পূজা করিবে। (প্রথম খণ্ডে লক্ষ্মীপূজা দেখ) ব্রতোক্ত প্রধান দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা কর্ত্তব্য।

পরে আবরণপূজা, যথা—বামভাগে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" এবং 'মাধবায়, শ্রীধবায়, জনার্দ্দনায়, অচ্যুতায়, কেশবায়, বিষ্ণবে, বৈকুণ্ঠায়, পুরুষোত্তমায়।' দক্ষিণে—'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ' এবং 'প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, নারায়ণায়, ব্রহ্মণে, নরসিংহায়, সুদর্শনায়, দামোদরায়', চতুর্দ্বারে—'ওঁ শঙ্খায় নমঃ' এবং 'চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়।' দক্ষিণে—'ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ', বামে—'ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ', হৃদয়ে—'ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ, ওঁ কৌস্তভায় নমঃ', (ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ)। অতঃপর সামান্য কুশণ্ডিকা (২য় খণ্ড ১ম প্রবাহ দেখ)। কথিত বিধানে বহ্নিস্থাপন ও ব্রহ্মস্থাপন ও অবজ্ঞির বাগ্‌বচন নিমিত্ত ব্রহ্মার 'ইদং বিষ্ণু' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে বেদীর ঈশানকোণে যজমানাভিষেকার্থ

নূতন, অক্ষত, অশ্যাম, দধ্যক্ষতালঙ্কৃত, পঞ্চরত্নান্বিত, জলপূর্ণ পঞ্চপল্লবা-(আম্র, অশ্বত্থ, বট, উড়ুম্বর, পাকুড়) চ্ছাদিতমুখ, কলবস্ত্রযুক্ত শান্তিকুম্ভ পঞ্চশস্যোপরি "ওঁ আবিশন্ কলসং সুতো বিশ্বা অর্যন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।" মন্ত্রে স্থাপন করিবে. "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদমমসি বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ" মন্ত্রে বরুণের স্থাপনা করত "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥" মন্ত্রে তীর্থাবাহন কর্ত্তব্য। পরে সপ্তমৃত্তিকা (অশ্বস্থান, গজস্থান, বল্মীক, নদী, নদীসঙ্গম, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ) ও সর্ব্বৌষধি কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। শান্তিকুম্ভে বরুণপূজা কর্ত্তব্য।

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে শূর্পস্থিত এক এক প্রসৃতি (কোষ) তণ্ডুল চরুস্থালীতে লইয়া উদূখলমধ্যে স্থাপন করিবে। যথা—"ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি ।১। এবং ওঁ অগ্নয়ে ত্বা। ২। বায়বে ত্বা।৩। সূর্য্যায় ত্বা। ৪। পুনশ্চ সূর্য্যায় ত্বা। ৫। বিষ্ণবে ত্বা।৬। পুনঃ বিষ্ণবে ত্বা। ৭। অগ্নয়ে ত্বা। ৮। বায়বে ত্বা।৯। পুনঃ অগ্নয়ে ত্বা। ১০। বরুণায় ত্বা। ১১। পুনঃ অগ্নয়ে ত্বা। ১২। সূর্য্যায় ত্বা। ১৩। প্রজাপতয়ে ত্বা। ১৪। অন্তরীক্ষায় ত্বা।১৫। ভবে ত্বা। ১৬। ব্রহ্মণে ত্বা। ১৭। পৃথিব্যৈ ত্বা। ১৮। মহারাজায় ত্বা। ১৯। সোমায় ত্বা। ২০। ইন্দ্রায় ত্বা। ২১। অগ্নয়ে ত্বা। ২২। যমায় ত্বা। ২৩। নৈর্ঋতায় ত্বা। ২৪। বরুণায় ত্বা। ২৫। বায়বে ত্বা। ২৬। কুবেরায় ত্বা। ২৭। ঈশানায় ত্বা। ২৮। ব্রহ্মণে ত্বা। ২৯। অনন্তায় ত্বা। ৩০। আদিত্যায় ত্বা। ৩১। সোমায় ত্বা। ৩২। মঙ্গলায় ত্বা। ৩৩। বুধায় ত্বা। ৩৪। বৃহস্পতয়ে ত্বা। ৩৫। শুক্রায় ত্বা। ৩৬। শনৈশ্চরায় ত্বা। ৩৭। রাহবে ত্বা। ৩৮। কেতুভ্যস্ত্বা। ৩৯। অমন্ত্রক বারদ্বয়, মিলিত একচত্বারিংশৎ মুষ্টিপরিমিত ব্রীহি মুষল দ্বারা বারত্রয় অবঘাত দ্বারা নিস্তুষ করত ধান্যাভাবে তণ্ডুলেও উক্ত সংস্কার করত শূর্প দ্বারা বারত্রয় প্রস্ফোটন করিবে। তণ্ডুলগুলি বারত্রয় প্রক্ষালন করিয়া স্থালীমধ্যে উত্তরাগ্র পবিত্র নিক্ষেপান্তে তদুপরি ঐ তণ্ডুল দিয়া সবৎসা গোর দুগ্ধ দ্বারা এরূপভাবে পাক করিবে—যাহাতে অদগ্ধ অথচ অকঠিন, অশিথিল, মণ্ডগালনরহিত, অভ্যন্তরে উষ্ণতাযুক্ত সুপক্ক চরু হয়। পক্কাবস্থায় জলৎকাষ্ঠ দ্বারা স্থালীমধ্য অবলোকন করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ'ইত্যাদি মন্ত্রে ও 'ওঁ' মন্ত্রে ঘৃতস্রুবে অভিঘারিত করিয়া দর্ব্বী দ্বারা

দক্ষিণার্দ্ধে মিশ্রিত করিবে। চরু সুসিদ্ধ হইলে অগ্নির উত্তরাংশে স্থালী নামাইয়া পুনশ্চ জলৎকাষ্ঠ দ্বারা স্থালীমধ্য দেখিয়া পুনশ্চ ঘৃতাভিঘারিত করিবে। অতঃপর ভূমিজপাদি প্রপদামন্ত্র জপ ও বিরূপাক্ষ জপান্তে প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। যথা—"অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত 'ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু' ইত্যাদিরূপে অগ্নির ধ্যান, আবাহন ও পূজা পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া (মহাব্যাহৃতিহোম সর্ব্বসম্মত নহে) এবং ঘৃতাক্ত প্রাদেশপরিমিত একটি সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া চরুহোম কর্ত্তব্য।

মতান্তরে—প্রথমে স্রুব দ্বারা মেক্ষণমধ্যে ও চরুমধ্যে ঘৃত দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরুগ্রহণ পূর্ব্বক ঐ চরুর উপরে পুনর্ব্বার ঘৃত দিয়া পুনর্ব্বার চরুপাত্রের চরুমধ্যে ঘৃত দিবে। এই প্রকার অবদান সর্ব্বত্র চরুহোমে কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা।" ১।

পূর্ব্ববৎ (অবদান ধর্ম্মে) ঘৃতধারা সহ চরু গ্রহণ পূর্ব্বক—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ২। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ৩। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ৪। ওঁ (ভূর্ভুবঃস্বঃ) তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা। ৫।"

"ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং স্বাহা। ৬। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা। ৭। ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্ স্বাহা। ৮। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে স্বাহা। ৯। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি স্বাহা। ১০। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা। ১১। ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা। ১২। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ১৩। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ১৪। ওঁ অন্তরিক্ষায় স্বাহা। ১৫। ওঁ দ্যৌঃ স্বাহা। ১৬। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ১৭। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ১৮। ওঁ মহারাজায় স্বাহা। ১৯। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা।" ২০।

তৎপরে দিক্‌পালহোম করিবে, যথা—

ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রমিদং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা। ২১। ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা। ২২। ওঁ নাকে সুপর্ণমুপয়ৎ

পঙ্ক্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুং স্বাহা।২৩। ওঁ বেধা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব স্বাহা। ২৪। ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা স্বাহা। ২৫। ওঁ বাত আবাতু ভেজজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ স্বাহা। ২৬। ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা। ২৭। ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমো দুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা। ২৮। ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা। ২৯। ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুকথ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভির্মর্ত্ত্যং জরমানং দিবে দিবে স্বাহা। ৩০।

তদনন্তর নবগ্রহহোম করিবে, যথা—

ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। ৩১। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা। ৩২। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ-পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ৩৩। ওঁ অগ্নে বিবস্ব-দুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা। ৩৪। ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহাঽমিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা। ৩৫। ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা। ৩৬। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা। ৩৭। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা। ৩৮। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা। ৩৯।

অতঃপর মোক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে একখানি কদলীপত্রে দশ অংশ চরু দিয়া প্রাচ্যাদি দশ দিক্‌কে নিবে-দন করিতে হয়, যথা—

এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ অবাচ্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ নৈঋত্যৈ

দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রতীচ্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ বায়ব্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ উদীচ্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঐশান্যৈ দিশে নমঃ। এষ পায়সবলিঃ ওঁ উর্দ্ধায়ৈ দিশে নমঃ। এষ পায়স-বলিঃ ওঁ অধোদিশে নমঃ।

অনন্তর অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতিসংখ্যক পলাশ বা যজ্ঞডুমুরের ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা এক একটি করিয়া হোম করিবে। সঙ্কল্পের বাক্য ও হোমমন্ত্র যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (হোতার গোত্র ও নাম উচ্চার্য্য) অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী-দেব্যাঃ ইয়ব্বর্ষনিষ্পাদিতামুক-পুরাণোক্তামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কাম "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহে"তি মন্ত্রেরাষ্টোত্তরশত-সংখ্যক- (অষ্টাবিংশতি বা) সাজ্যোডুম্বরসমিদ্ভি-র্হোমমহং করিষ্যামি।

সঙ্কল্প করিয়া সূক্তপাঠান্তে সমিধ্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' প্রভৃতি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্যোগে বরমুদ্রার উত্তান হস্তে হোম করত চরুহোমোক্ত (৫৭৭ পৃঃ ১০ পঙ্) 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' মন্ত্র হইতে নবগ্রহ-হোম যাবৎ ৩৯টি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত নয়টি পুরুষসূক্ত মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম কর্ত্তব্য, যথা—

"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা। ১। ওঁ প্রকস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূমহঃ প্র নো বচো বিদথা জাতবেদসে। বৈশ্বানরায় মতি-র্নব্যসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে স্বাহা। ২। ওঁ প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি। মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো অভ্যেতি রেভন্ স্বাহা। ৩। ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র-পাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ স্বাহা। ৪ ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। তথা বিষ্বঙ্ব্যক্রামদশনানশনে অভি স্বাহা।৫। ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি স্বাহা। ৬। ওঁ তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি স্বাহা। ৭। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ স্বাহা। ৮. ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।" ৯।

অনন্তর তিলযুক্ত ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূযবসিনী মনবে দশস্যা। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মানুবাস্তিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণ্বনুবাস্তিভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ঈশানানুবাস্তিভ্যঃ স্বাহা।"

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ-হোম ও দিক্‌পাল-হোম-কথিত মন্ত্রে (২য় খঃ—৫৭৭ পৃঃ) সতিল ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া "ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।" মন্ত্রে সতিল ঘৃত দ্বারা হোম করত প্রাদেশ-পরিমিত একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতিহোম করিতে হয়, যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।"

অনন্তর সামান্যকুশণ্ডিকোক্ত (২য় খণ্ড সংস্কার-প্রকরণ) শাট্যায়ন হোম ও প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া মৃড়নামক অগ্নিস্থাপন, আবাহন ও পূজা করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ বৌষট্' মন্ত্রে তিনবার পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্মদক্ষিণান্ত ও তিলকদানান্ত কার্য্য করত "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিদানান্তে দ্বাদশদানদ্রব্য উৎসর্গ করাইবে, যথা—যজমান "ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-সশস্ত-প্রিয়দত্ত-ভূমিমূল্যায় নমঃ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, অর্চ্চনা ও "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ", 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ' মন্ত্রে যথাযথ অর্চ্চনান্তে বাক্য বলিবে—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী মৎ-সঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিত-অমুক-পুরাণোক্ত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামা ইদং সবস্ত্র-সশস্ত-প্রিয়দত্তভূমিমূল্যং (অন্যান্য দ্রব্য স্থলে—'ইদম্ আসনং' 'ইদং জলং' ইদং বস্ত্রং' 'ইদং সোপকরণ-তৈজসাধারামান্নং, ইদং তাম্বূলং, ইদং ফলং, ইমং গন্ধং, ইদং ছত্রং, ইদং উপানৎযুগলং, ইমাং শয্যাং, ইমাং ধেনুং বা ইদং ধেনুমূল্যম্ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ্য)। শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।" পরে প্রত্যুদ্দেশ (অমুকদ্রব্যমিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্) করিয়া যথাযথভাবে দক্ষিণাবাক্য পাঠ করিবে। উক্তবাক্যে দ্বাদশ বা ষোড়শ ভোজ্য—'অন্নেত্যাদি এতানি সোপকরণ-সবস্ত্র-ভোজ্যানি

শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া তাহার দক্ষিণান্ত করিবে।

আলোক-অমাবস্যা-ব্রতপ্রতিষ্ঠায় লৌহবর্ত্তি, তাম্রাধার, রজতবর্ত্তিকা ও দ্বাদশ দীপ উৎসর্গ করিতে হয়।

অনন্তর বিষ্ণু, লক্ষ্মী, আচার্য্য ও স্বামীর উদ্দেশে ডালা উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী মৎসঙ্কল্পিত-ইয়ৰ্ষ-নিষ্পাদিত-অমুকপুরাণোক্ত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সোপকরণডল্লকমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

এই নিয়মে লক্ষ্মীসম্প্রদানক বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিয়া, সধবা স্ত্রী স্বামীর হস্তে স্বামীর ডালা প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা—

"নমো নাধিকাবোঽস্তি মে নাথ উপবাসব্রতাদিষু। ভবদাজ্ঞাবিহীনায়াস্তস্মাদাজ্ঞাপয় প্রভো॥ অকালে যদ্ব্রতং চীর্ণং যত্তু মন্ত্রবিবর্জ্জিতম্। ধূপ-গন্ধাদিভির্হীনং তৎসর্ব্বং পূর্ণতাং নয়॥"

বিধবা নারী স্বর্গস্থ স্বামীর তেজঃপূর্ণ প্রেমপূর্ণ দিব্যদেহ ধ্যান পূর্ব্বক তদীয় স্বর্গার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদানক বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিবে।

মতান্তরে—মোদক দ্বারা "ওঁ কেশবায় নমঃ।" এই প্রকারে আমলকীফল দ্বারা "ওঁ নারায়ণায় নমঃ।" ঘৃত দ্বারা "ওঁ মাধবায় নমঃ।" দধি ও শর্করা দ্বারা "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।" তাম্বূল দ্বারা "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মধু দ্বারা "ওঁ মধুসূদনায় নমঃ," চম্পকপুষ্প দ্বারা "ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ," বিল্বফল দ্বারা "ওঁ বামনায় নমঃ," পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা "ওঁ শ্রীধরায় নমঃ," গন্ধপুষ্প দ্বারা "ওঁ হৃষী-কেশায় নমঃ," নবনীত দ্বারা "ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ," রজ্জু দ্বারা "ওঁ দামোদরায় নমঃ," মন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে হয়।

অঞ্জনাধার ও সিন্দূরাদিসম্পন্ন ডালা লক্ষ্মীকে দান করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর নমস্কার করিবে, যথা—

"নমস্তে জলদাভায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥ নমো নমস্তে সুররাজরাজ, নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস। কুরুষ সম্পূর্ণফলং মমাত্ত, নমোঽস্তু তুভ্যং পুরুষোত্তমায়॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।" ইত্যাদি। লক্ষ্মীডালা ধরিয়া—

"নমো লক্ষ্মীত্বং সর্ব্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। স্থিরা ভব মহাদেবি মম জন্মনি জন্মনি॥"

তৎপরে দেবডালার উপর প্রতিমাযুগল রাখিয়া মস্তকে লইয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"নমো নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্। পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালা-বিভূষিতম্॥ শ্রীবৎসাঙ্কং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিম্। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েদ্ধরেঃ॥ ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারবন্ধনাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো॥ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে। দুর্গতেস্ত্রাহি মাং বিষ্ণো ত্বাং স্মরামি পুনঃ পুনঃ। সোঽহং দেবাতিদুর্বৃত্তস্ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥"

তৎপরে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"নমো যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞ-ক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥"

পরে হোত্রাদিকর্ম্মের দক্ষিণান্ত করিয়া প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণান্ত করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ-ইয়দ্দর্ষনিষ্পাদিত-অমুকপুরাণোক্ত-অমুকব্রত-প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

পরে ব্রতের দক্ষিণা-বাক্য পাঠ করিয়া "নম ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং প্রীত্যৈ তব প্রভো। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন।" মন্ত্রে প্রার্থনা পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করত "ক্ষমস্ব" বলিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আচার্য্যকে দিবে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণ করত পাঠ করিতে হয়, যথা—

"নমঃ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

অনন্তর ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ব্রতান্ত উপবাস বা যথাযথ আহার করিবে।

যজুর্ব্বেদীয়-ব্রতপ্রতিষ্ঠা

ব্রতের পূর্ব্বদিন উপবাস করিবার ব্যবহার আছে। ব্রতাহে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া প্রতিবর্ষীয় বা মাসীয় করণীয় ব্রতানুষ্ঠান করত ব্রাহ্মণকে ভোজ্যাদি

যথাশক্তি দিয়া কথা শ্রবণান্তে ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যাহাদিবাচন করাইবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়ৎবর্ষনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার শুনাইবে, ব্রাহ্মণগণ "ওঁ পুণ্যাহং" তিনবার বলিবেন। ঐরূপ ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন করিয়া "স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি" স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠে দেবতাদিগের সান্নিধ্য কল্পনা পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—"তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি ও "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া উত্তরমুখে কুশ-তিল-জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া নিম্নোক্ত বাক্য পড়িবে। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকব্রতোক্তসম্পূর্ণফলকামো বা ইয়ৎবর্ষনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।" পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য। যথা—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমম্। জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।" পুরুষপক্ষে অভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকপক্ষে "অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী বা দাসী অমুকব্রতফলপ্রাপ্তিকামা" ইত্যাদি উল্লেখ্য। অনন্তর ব্রহ্মাদির বরণ করিবে। বরণ-প্রণালী সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। অনন্তর হোতা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা বেদী অভ্যুক্ষণ করিবেন, যথা—গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। 'ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্' মন্ত্রে গোময়। 'ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে' মন্ত্রে দুগ্ধ। 'ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ' মন্ত্রে দধি। 'ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেব যজনমসি' মন্ত্রে ঘৃত। 'ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে' মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া গায়ত্রীপাঠ সহকারে সমস্ত একত্র করিয়া "ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা।" এই মন্ত্র পাঠ করত বেদী অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে ও "রক্ষোহণো বো বলগহনো প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী রক্ষোহণৌ বাং বলগহনাবুপদধামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ" মন্ত্রে

মতান্তরে কেবল "বেতালাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্বেতসর্ষপ দ্বারা ভূতাপসারণ করিবে।

তৎপরে "ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষং সবিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্।" মন্ত্রে বেদীর উপরে বিতানবন্ধন করিতে হয়। পরে বেদীর উপর সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন (প্রথম খণ্ড দেখ) করত তাহার পূর্ব্বদিকে পঞ্চঘট ও ঈশানকোণে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে।

ঘটস্থাপনমন্ত্র যথা—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্ত ভুবনস্ত ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ' মন্ত্রে ভূমি-শোধন, ধান্ত স্পর্শ করিয়া "ওঁ ধান্তমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিম্। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।" মন্ত্রে ধান্তশোধন, "ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ।" মন্ত্রে কলস শোধন, "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্ত স্কম্ভসর্জ্জনীস্থ বরুণস্ত ঋতসদন্যসি বরুণস্ত ঋতসদনমসি বরুণস্ত ঋতসদন-মাসীদ।" মন্ত্রে জলশোধন, "ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।" মন্ত্রে পল্লব শোধন, "ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।" মন্ত্রে ফল শোধন। "ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন।" মন্ত্রে স্থিরীকরণ। "ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শুঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।" মন্ত্রে সিন্দূর দান। "ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।" মন্ত্রে পুষ্পদান। উক্ত মন্ত্রে একৈকশঃ পঞ্চঘট স্থাপন করিয়া বেদীর ঈশানকোণস্থিত ভূমিতে পঞ্চশস্যোপরি অক্ষত নবতাম্রাদিনির্ম্মিত শান্তিকুম্ভ পঞ্চপল্লবাচ্ছাদিতমুখ ও বস্ত্রাবৃতকণ্ঠ করিয়া বহির্ভাগে দধি-অক্ষত লেপনান্তে ঘটমধ্যে পঞ্চরত্ন, ঘটমুখে সশীর্ষ ফল, পল্লবোপরি তণ্ডুলশরাব রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে, যথা —"ওঁ আজিঘ্র কলসং" ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষতোপরি স্থাপন, 'ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভন-মসি' ইত্যাদি মন্ত্রে জলে বরুণাবাহন ও "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য

দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥" মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক তন্মধ্যে পর্ব্বত, গজদন্ত, বল্মীক, নদীসঙ্গম, দেবদ্বার, নৃপদ্বার, গোষ্ঠ এই সপ্তস্থানের আহৃত মৃত্তিকা ও সর্ব্বৌষধি নিক্ষেপ করিবে।

তদনন্তর সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া প্রথম ঘটে গণেশ ও সূর্য্য, দ্বিতীয় ঘটে শিব ও দুর্গা, তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, সরস্বতী ও লক্ষ্মী, চতুর্থ ঘটে অগ্নি, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেয় ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, পঞ্চম ঘটে নবগ্রহ ও দিক্পালগণের আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে।

পরে প্রতিমা দুইখানি লইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তত্তন্মন্ত্রে স্নান করাইয়া, গঙ্গোদক দ্বারা "ওঁ এতোন্বিন্দ্রং" ইত্যাদি শুদ্ধবতীসূক্ত দ্বারা, ওঁ সহস্র-শীর্ষা" ইত্যাদি, "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি, "ওঁ যো বঃ শিবতমো" ইত্যাদি, "ওঁ তস্মা অবঙ্গমাম বো" ইত্যাদি, "ওঁ সমুদ্রোঽস্মি ভস্মনাদ্রদাম্নুঃ শম্ভু ময়োভূবভিমাবাহি স্বাহা" মন্ত্রে স্নান করাইবে। অনন্তর গন্ধজল দ্বারা —"ওঁ গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্রে, পুষ্পোদক দ্বারা—"ওঁ শ্রীশ্চ তে" ইত্যাদি মন্ত্রে, ফলোদক দ্বারা—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি চারিটি বৈদিক মন্ত্রে স্নান করাইয়া শ্রীসূক্ত, পুরুষসূক্ত এবং পাবমানীসূক্ত দ্বারা স্নান কবাইতে হয়। (শ্রীসুক্ত, পুরুষসূক্ত, শুদ্ধবতী-সূক্ত ও পাবমানীসূক্ত ব্রতপ্রতিষ্ঠাশেষে দ্রষ্টব্য)

তদনন্তর "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈ-রঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে ভদ্রাসনে প্রতিমা দুইখানি রাখিবে। তৎপরে "ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্ব-কর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ॥ ত্বয়ি সংপূজয়ামীশং নারা-য়ণমনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব॥" এই মন্ত্র পাঠ্য। লক্ষ্মী-প্রতিমায় "নারায়ণমনাময়ং" স্থলে "শ্রিয়ং দেবীমনাময়ীং" পাঠ্য।

পরে বিষ্ণুর 'শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশম্' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান পূর্ব্বক বিশেষার্ঘ-স্থাপন করত মণ্ডলমধ্যে পীঠন্যাসক্রমে পীঠশক্তির অর্চ্চনা করিবে। (সামবেদি-ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) তৎপরে পুনরায় ধ্যান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক পুরুষসূক্ত মন্ত্রে (ব্রতপ্রতিষ্ঠাশেষে দ্রষ্টব্য) ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়।

তৎপরে স্বগৃহোক্ত নিয়মে ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশণ্ডিকা করত (২য় খণ্ড সংস্কার-প্রকরণ দেখ) চরুপাক করিবে। চরুপাকে নিম্নোক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে মুষ্টি গ্রহণ, নির্ব্বপণ ও প্রক্ষালন কর্ত্তব্য, যথা—"ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি," মন্ত্রে স্থূর্প হইতে চরুস্থালীতে একমুষ্টি যব বা ব্রীহি বা তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া 'ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" মন্ত্রে উদূখলে স্থাপন,'ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি' মন্ত্রে প্রণীতা-জল দ্বারা প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য, এইরূপ অন্যান্য মুষ্টি-গ্রহণাদিতে করিবে,—এবং 'ওঁ অগ্নয়ে ত্বা, বায়বে ত্বা, সূর্য্যায় ত্বা, সূর্য্যায় ত্বা, বিষ্ণবে ত্বা, বিষ্ণবে ত্বা, অগ্নয়ে ত্বা, বায়বে ত্বা, অগ্নয়ে ত্বা, বরুণায় ত্বা, ভূরগ্নয়ে ত্বা, সূর্য্যায় ত্বা, প্রজাপতয়ে ত্বা, অন্তরিক্ষায় ত্বা, দ্যবে ত্বা, ব্রহ্মণে ত্বা, পৃথিব্যৈ ত্বা, মহারাজায় ত্বা, সোমায় ত্বা, ইন্দ্রায় ত্বা, অগ্নয়ে ত্বা, যমায় ত্বা, নৈর্ঋতায় ত্বা, বরুণায় ত্বা, বায়বে ত্বা, কুবেরায় ত্বা, ঈশানায় ত্বা, ব্রহ্মণে ত্বা, অনন্তায় ত্বা, আদিত্যায় ত্বা, সোমায় ত্বা, মঙ্গলায় ত্বা, বুধায় ত্বা, বৃহস্পতয়ে ত্বা, শুক্রায় ত্বা, শনৈশ্চরায় ত্বা, রাহবে ত্বা, কেতুভ্যস্ত্বা,' মন্ত্রে মুষ্টিগ্রহণাদি-অন্তে অমন্ত্রক দুইবার মুষ্টিগ্রহণ কর্ত্তব্য। পরে পাকবিধি অনুসারে পাক করিবে। পরে সামান্য কুশণ্ডিকোক্ত আঘার ও আজ্যভাগান্ত-হোম সমাপ্ত করিয়া 'ওঁ পিঙ্গভ্রূ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান পূর্ব্বক সাহসনামা বহ্নির স্থাপন ও আবাহন করত প্রাদেশপরিমিত একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে দিয়া মেক্ষণ দ্বারা অবদানধর্ম্মে চরু লইয়া ."ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবে এবং "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে, পরে ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যমিত্যাদি স্বাহা, ইদং সূর্য্যায় এইরূপ হোমান্তে সর্ব্বত্র প্রত্যাহুতি দিতে হয়। "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।" পরে "ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং স্বাহা ইদং বিষ্ণবে। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা, ইদং বিষ্ণবে।" "ওঁ অগ্নিমীলে" ইত্যাদি স্বাহা, ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ শন্নো দেবী ইত্যাদি স্বাহা, ইদং বরুণায়। ওঁ ভূর-গ্নয়ে স্বাহা, ইদং ভূরগ্নয়ে। ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়। ওঁ অন্তরিক্ষায় স্বাহা, ইদমন্তরিক্ষায়। ওঁ দ্যৌঃ স্বাহা, ইদং দ্যৌঃ। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ মহারাজায় স্বাহা, ইদং মহারাজায়। ওঁ

সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ স্বাহা, ইদং সোমায়।" পরে দিক্‌পাল-হোম ও নবগ্রহ-হোম কর্ত্তব্য, যথা—

দিক্‌পাল-হোম।—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রঙ্ঁ হবে হবে সুহবঙ্ঁ শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রঙ্ঁ স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়। ১। ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয় আ প্রায়তু পরাবতঃ। অগ্নিরুকথেন বাহসা। উপযাম গৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষ তে যোনির্বৈশ্বানরায় ত্বা স্বাহা ইদমগ্নয়ে।" মতান্তরে নিম্নোক্ত মন্ত্রেও অগ্নিহোম দেখা যায়, যথা—"ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে। দেবা আসাদয়াদিহ স্বাহা।২। ওঁ অসিযমো অস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা, ইদং যমায়।৩। ওঁ যস্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যম্। তস্তে বিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূত নমো ভূত্যৈ যেদঞ্চকার স্বাহা, ইদং নির্ঋতয়ে।৪। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা, ইদং বরুণায়।৫। ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জঙ্ঁস্তে অস্মিন্ জবমাদধুঃ স্বাহা.ইদং বায়বে।৬। ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্ যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিয়ূয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা, ইদং কুবেরায়।৭। ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিম্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা, ইদমীশানায়।৮। ওঁ আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাঙ্ঁ স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে।৯। ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা, ইদমনন্তায়॥ ১০॥

নবগ্রহ-হোম।—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি স্বাহা, ইদং আদিত্যায়।১। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি স্বাহা, ইদং সোমায়। মতান্তরে—ওঁ ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যাঃ পুত্রমস্যৈ বিশে স্বাহা, ইদং সোমায়।২। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলায়।৩। ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা, ইদং বুধায়॥ ৪॥ ওঁ বৃহস্পতে অতি অদর্য্যো অর্হাৎ দ্যুমদ্বিভাতি

ক্রতুমজ্জনেষু। যদীদয়চ্ছ্রবস ঋত প্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতয়ে। ৫। ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্। বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রায়। ৬। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যাদি স্বাহা, ইদং শনৈশ্চরায়। ৭। ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহবে। ৮। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা, ইদং কেতুভ্যঃ।" ৯।

এইরূপে চরুহোম সমাপ্ত হইলে মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে চরুশেষ দ্বারা দশদিকে বলি প্রদান করিবে, যথা—"এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ।" এই নিয়মে "আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ। যাম্যৈ, নৈঋ´ত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীচ্যৈ, ঐশান্যৈ, ঊর্দ্ধদিশে,অধোদিশে।"

পরে পলাশ বা উডুম্বর সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তরশতসংখ্য বিষ্ণু-হোম কর্ত্তব্য। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিত-সঙ্কল্পিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ সাজ্যোডুম্বর-সমিদ্ভিঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদিমন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতসংখ্যকহোমমহং করিষ্যামি।"

সঙ্কল্পান্তে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে সঘৃত সমিধ্যোগে হোম করিয়া প্রতিবারে "ইদং বিষ্ণবে" বাক্যে প্রত্যাহুতি দিবে। তৎপরে লক্ষ্মীর হোম করিয়া পূর্ব্বকথিত চরুহোম মন্ত্রে (৫৮৬ পৃঃ ১২ পঙ্‌ক্তিতে দেখ) তত্তদ্দেবতার আজ্যহোম করিবে। পরে পুরুষসূক্তোক্ত "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি "সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ" যাবৎ ষোড়শ মন্ত্রে আজ্যহোম করিয়া তিলমিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা "ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূযবসিনী মনবে দশস্যা। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা, ইদং বিষ্ণবে। ওঁ ব্রহ্মানুবাসিভ্যঃ স্বাহা, ইদং ব্রহ্মানুবাসিভ্যঃ। ওঁ বিষ্ণ্বনু-বাসিভ্যঃ স্বাহা, ইদং বিষ্ণ্বনুবাসিভ্যঃ। ওঁ ঈশানানুবাসিভ্যঃ স্বাহা, ইদমীশা-নানুবাসিভ্যঃ" মন্ত্রে হোমান্তে ও পূর্ব্বকথিত নবগ্রহ ও দিক্‌পাল মন্ত্রে (৫৮৬ পৃঃ ২৮পং) এক একবার আহুতি দিয়া "ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা, ইদং পর্ব্বতেভ্যঃ। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা, ইদং নদীভ্যঃ, ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা, ইদং সমুদ্রেভ্যঃ" বলিয়া সতিল আজ্য আহুতি দিবে। পরে মহাব্যাহৃতিহোম কর্ত্তব্য। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে, ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং

সূর্য্যায়, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা ইদমগ্নিবায়ুসূর্য্যেভ্যঃ। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (হোতার নাম ও গোত্র উচ্চার্য্য) কৃতেঽস্মিন্ ইয়ঘর্বনিষ্পাদিত-অমুক-পুরাণোক্ত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় 'ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে' ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা, ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্। ১। ওঁ সত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ব নো বরুণংররাণো বীহি মৃড়িকংং সুহবো ন এধি স্বাহা। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্॥ ২। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজংং স্বাহা ইদমগ্নয়ে॥ ৩॥ ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্ব্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা, ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ॥ ৪॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণ-পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমংং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে। মতান্তরে ওঁ ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে মন্ত্রে অগ্রে প্রত্যাহুতি দিয়া পরে ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা মন্ত্রে হোম করিবে। মতান্তরে আদিত্যাদি নবগ্রহ, দিক্‌পাল ও গ্রাম্যদেবতার হোম বিহিত।

তৎপরে "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং বৌষট্' মন্ত্রে পূর্ণাহুতিত্রয় দিবে ও 'ইদং বিষ্ণবে' প্রত্যাহুতি দাতব্য। কুশব্রাহ্মণস্থলে 'ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব' মন্ত্রে ব্রহ্মাকে বিসর্জ্জন করিয়া 'ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ' মন্ত্রে অগ্নিতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বাক্যে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া সামান্য কুশণ্ডিকোক্ত তিলক-দানান্ত কর্ম্ম করিতে হয়। অনন্তর আচার্য্য "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্ত্বেমহে। উপপ্রয়ন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবা সচা।" মন্ত্রে

শান্তিকুম্ভ উত্থাপিত করত "ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ॥" বলিয়া পূজিতদেবতাগণকে

বিসর্জ্জন করিবেন এবং শান্তিকুম্ভস্থ জল দ্বারা শান্তি করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন।

অনন্তর ডালা উৎসর্গ করিবে, যথা—ফলবস্ত্রাদিসমন্বিত ডালা সম্মুখে আনিয়া প্রোক্ষণত্রয়ান্তে "এতে গন্ধপুষ্পে নম এতস্মৈ সবস্ত্রোপকরণ-ডল্লকায় নমঃ" বলিয়া বারত্রয় ডালা অর্চ্চনা করত "এতদধিপতয়ে দেবায় নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" "এতৎসম্প্রদানায় নমো বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধ-পুষ্পে পূজা করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী কৃতৈতৎ-অমুকপুরাণোক্তামুক-ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সবস্ত্রোপকরণডল্লকং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ভগবতে শ্রীবিষ্ণবেঽহং সম্প্রদদে" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। তৎপরে অপর ডালা লক্ষ্মী, আচার্য্য ও মতান্তরে স্বামীকে এবং গুরুকে দান করত বিষ্ণু প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া "ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং প্রীত্যৈ তব প্রভো। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ "মৎকৃতামুকব্রতং শ্রীমতি ভগবতি বিষ্ণৌ ত্বয্যহং উপযেমে।" বলিয়া ডালা মস্তকে ধারণ করিবে। ব্রতপ্রতিষ্ঠায় ষোড়শ দান বা দ্বাদশ দান বিহিত।

পরে যথাসম্ভব দানাদি করিবে। অতঃপর আচার্য্য ডালা উৎসর্গ করিয়া আচার্য্যের হস্তে দান করিবে। অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া হোতৃ-আচার্য্যাদি-দক্ষিণা করিবে। বাক্য যথা—"কৃতৈতৎ ইয়দ্দর্ঘনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রত-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি কৃতৈতদ্ হোত্রকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে হোত্রে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

পরে তন্ত্রধার ও সদস্যদক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। অতঃপর প্রতিষ্ঠা-দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য। যথা—"অদ্যেত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসৎ-সঙ্কল্পিত-ইয়দ্দর্ঘনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি। পরে প্রতিষ্ঠার অচ্ছিদ্রাবধারণান্তে ব্রতদক্ষিণাদান করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক ব্রতী শান্তিকলসস্থ জল দ্বারা অবভৃথ স্নান করিয়া তদ্দিনে চরুশেষ ভোজন করিবেন, অসামর্থ্যে একবার হবিষ্যান্ন আহার করা ব্যবস্থা। ব্রতদিনে করণীয় ব্রতের অঙ্গ উপবাস থাকিলে চরুশেষ আঘ্রাণ করিয়া উপবাস কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদীয়-ব্রতপ্রতিষ্ঠা

নিত্যক্রিয়াদি ও প্রতিবর্ষীয় কর্ত্তব্য ব্রতাদি শেষ করিয়া ব্রাহ্মণকে সাধ্যানুসারে ভোজ্যাদি দান পূর্ব্বক পুণ্যাহাদি বাচন, স্বস্তিবাচন ও ঋদ্ধিবাচনান্তে 'ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগ' ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত পাঠ, সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি পাঠান্তে সঙ্কল্প প্রভৃতি করিয়া, যজুর্ব্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠাবৎ ব্রহ্মবরণাদি করিতে হয়।

অতঃপর হোতা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিবে। গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র। ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সাজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। গোময়। ওঁ আপো অস্মাঘচারিষং রসেন সমগন্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চ্চসা। দুগ্ধ। ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীলাঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতোবসে নিহ্বয়ে বঃ। দধি। ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতন্ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রোঘর্মো হবিরস্মি নাম। ঘৃত। ওঁ যোগে যোগে তরস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। (আয়ুষে প্রজায়ৈ) কুশোদক। ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি আনষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি জাগতেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি ভূর্ভুবঃস্বস্থৈব তে।' উক্ত মন্ত্রে এক একটি শোধন করিয়া শেষোক্ত মন্ত্রে মিশ্রণ পূর্ব্বক শোধিত পঞ্চগব্য ও কুশোদক দ্বারা 'ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে' ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীর অভ্যুক্ষণ কর্ত্তব্য। অতঃপর ভূতাপসারণ করিয়া বেদীর পূর্ব্ব ভাগে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে। ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবাপৃথিবী রক্ষতং নো অভ্বাৎ। ভূমি। ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। ধান্য। ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি॥ ঘট। ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ। জল। ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম। পল্লব। ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। ফল। ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন। কৃতাঞ্জলি হইয়া 'ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ'

বলিবে। অতঃপর ঈশানকোণে যজুর্ব্বেদি প্রতিষ্ঠা-বিহিত স্থাপন মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ স্থাপিত করিয়া বেদীর উপরিভাগে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিতান বন্ধন করিবে। যথা —'ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্। স বিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্।' পরে যথাবিধি পূজাপ্রকরণোক্ত বিধানে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি-অন্তে প্রথম ঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে দিক্‌পাল, তৃতীয় ঘটে নবগ্রহ, চতুর্থ ঘটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পঞ্চম ঘটে শিব, দুর্গা, গঙ্গা, বাস্তুপুরুষ, ক্ষেত্রপালকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন করত পূজা করিয়া শালগ্রামে বা বাসুদেব ও লক্ষ্মী-প্রতিমাদ্বয়ে যথাবিধি স্নান করাইবে। প্রতিমাসত্ত্বে 'ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষ-জগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে নারায়ণমনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব॥" মন্ত্রে প্রতিমা সংস্কার পূর্ব্বক প্রথমতঃ বেদাদি-চতুষ্টয়ে 'ওঁ ইষেত্বো র্জ্জেত্বা' ইত্যাদি দ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ অনন্তগুণরত্নায় বিশ্বরূপধরায় চ। নমো জগৎপ্রসূতায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।' মন্ত্র পাঠান্তে পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইতে হয়। অতঃপর শুদ্ধজল, পঞ্চামৃত, নারিকেলোদক, শিশিরোদক, সহস্রধারা দ্বারা যজুর্ব্বেদিব্রত-প্রতিষ্ঠোক্ত মন্ত্রে স্নান করাইয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবে। (মতান্তরে 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ' মন্ত্রে ক্ষেত্রপালকে মাষভক্ত বলি দিয়া) পরে 'বাং' বা 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম ও যথাযথ করাঙ্গ-ন্যাস-পীঠন্যাসাদি পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতাম্বরধরং হরিম্। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। প্রসন্নবদনং চারুস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্। শ্রীবৎসলক্ষণং ভ্রাজৎ-কৌস্তভোদ্ভাসি-কন্ধরম্। নানাভরণশালিন্যা লক্ষ্ম্যা বামার্দ্ধশোভিনম্। বীণাপুস্তক-ধারিণ্যা বাণ্যা মণ্ডিতদক্ষিণম্। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণম্ বনমালিনম্। সুরর্ষিভিঃ স্তূয়মানং সুপর্ণোপরি সংস্থিতম্। অণিমাদি-গুণোপেতমচ্যুতং সুরসত্তমম্॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা ও সামবেদি-প্রতিষ্ঠোক্ত বিশেষার্ঘ্য স্থাপনান্তে মণ্ডলপূজা কর্ত্তব্য। যথা—মণ্ডল-পূর্ব্বদ্বারে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ বিধাত্রে নমঃ। দক্ষিণদ্বারে ভদ্রায়ৈ। পশ্চিমদ্বারে চন্দ্রমণ্ডলায়, সূর্য্যমণ্ডলায়। উত্তরদ্বারে ভীমায়, ভীষণায়। পরে অঙ্গন্যাস করিবে, যথা—শিরোদেশে ওঁ কেশবায় নমঃ। শিখায় ওঁ নারায়ণায় নমঃ। বাহুদ্বয়ে ওঁ মাধবায় নমঃ। কর্ণদ্বয়ে ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে ওঁ মধুসূদনায় নমঃ। পাদদ্বয়ে ওঁ ত্রিবিক্রমায়

নমঃ। পরে পুনধ্যানান্তে আবাহন কর্ত্তব্য। যথা—"ওঁ এহেহি ভগবন্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিত। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥" অতঃপর প্রতিমা-দ্বয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রের পর 'ওঁ নমো ভগবতে বাসু-দেবায়' মূলমন্ত্র পাঠান্তে উপচার দান করিবে। যজুর্ব্বেদি-ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত প্রণালী অনুসারে নিখিল কর্ম্ম করিবে। কিন্তু পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূজায় নিম্ন-লিখিত ক্রমভেদ অবলম্বনীয়। যথা—"যৎপুরুষেণ হবিষা" ইত্যাদি দ্বারা স্নানীয় জল, "তং যজ্ঞং বর্হিষি" ইত্যাদি বস্ত্র, 'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সং ভৃতম্' ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত, 'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঋচঃ সামানি' ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন, 'তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্প, 'যৎপুরুষং ব্যদধুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ, 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদি দ্বারা দীপ, 'চন্দ্রমা মনসো জাত' ইত্যাদি মন্ত্রে নৈবেদ্য, 'নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষম্' ইত্যাদি মন্ত্রে তাম্বূল, 'সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়' ইত্যাদি মন্ত্রে নীরাজনা করিতে হয়। অপরাপর সমস্তই যজুর্ব্বেদোক্তবৎ। স্বপদ্ধতি উক্ত সামান্য কুশণ্ডিকা অনুসারে বহ্নিস্থাপনাদি স্রুবাদি সংস্কারান্ত কার্য্য করিয়া (২য় খণ্ড সংস্কার-প্রকরণ দেখ) চরু শ্রপণ করিবে। যথা—চরুস্থালীর গ্রীবা বাম হস্তে ধরিয়া নিম্নোক্ত এক একটি দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক চতুর্মুষ্টিপবিমিত ব্রীহি বা তণ্ডুল নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ মাত্র করিয়া পাক করিবে। যথা—'ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি' মন্ত্রে চরুস্থালীতে রাখিয়া উদূ-খলমধ্যে স্থাপন করিবে। 'ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি' মন্ত্রে চমসস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ কর্ত্তব্য। ঐরূপ "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা, বায়বে, সূর্য্যায়, বিষ্ণবে, বিষ্ণবে, অগ্নয়ে, অগ্নয়ে, বায়বে, অগ্নয়ে, বরুণায়, অগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, অন্ত-রিক্ষায়, ভবে, ব্রহ্মণে, পৃথিব্যৈ, মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈর্ঋতায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়, আদিত্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ।" পরে অমন্ত্রক দুইবার চতুর্মুষ্টি তণ্ডুলনির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ পূর্ব্বক বারত্রয় মুষলাবঘাত, বারত্রয় শূর্প দ্বারা প্রস্ফোটন, শোধনী দ্বারা বারত্রয় প্রক্ষালন করত উত্তরাগ্র পবিত্রসমন্বিত স্থালীতে দুগ্ধ দিয়া উক্ত সংস্কৃত তণ্ডুল-গুলি দাহকাঠিন্য মণ্ডগালনবিরহিতভাবে পাক করিবে। পাকান্তে জলৎকাষ্ঠ দ্বারা স্থালীমধ্য দেখিয়া 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাভিঘারণ করত অবতারণ করিবে। পরে অগ্নির অর্চ্চনা হইতে আঘারাজ্যভাগ হোমান্তে তপশ্চ তেজশ্চ ইত্যাদি প্রপদ মন্ত্র ও সামবেদোক্ত বিরূপাক্ষ জপ

করিয়া তদনন্তর 'ওঁ পিঙ্গভ্রূ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান, সাহসনামক বহ্নির আবাহন ও অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ বহ্নিতে আহুতি দিয়া যজুর্ব্বেদীয়ব্রতপ্রতিষ্ঠানুসারে সমস্ত কর্ম্ম (৫০৬পৃঃ ১২ পং) 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি 'স্বাহা, বিষ্ণবে ইদং নমম' ইত্যাদি শেষ করিয়া দিক্‌পাল-হোম ও নবগ্রহ-হোম করিতে হয়।

দিক্‌পাল-হোম যথা।—"ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন ঊতিভির্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি স্বাহা—ইদমিন্দ্রায় নমম॥ ১॥ ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা—ইদমগ্নয়ে নমম॥ ২॥ ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ। যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ স্বাহা—ইদং যমায় নমম॥ ৩॥ ওঁ মোষুণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণাবধীৎ পদিষ্ট তৃষ্ণয়া সহ স্বাহা—ইদং নির্ঋতয়ে নমম॥ ৪॥ ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা—ইদং বরুণায় নমম॥ ৪॥ ওঁ তববায় ঋতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত অবাংস্যা বৃণীমহে .স্বাহা—ইদং বরুণায় নমম॥ ৫॥ ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃ শ্রবণং যো দদাশদস্মৈ স্বাহা—ইদং কুবেরায় নমম॥ ৭॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথাবেদসাম সদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা—ইদমীশানায় নমম॥ ৮॥ ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে নমম॥ ৯॥ ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগ-সহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ॥ যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমি-বিনিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ স্বাহা—ইদমনন্তায় নমম॥ ১০।

তৎপরে নবগ্রহ-হোম করিবে, যথা—"ওঁ আকৃষ্ণেন ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সূর্য্যায় নমম॥ ১॥ ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সোমায় নমম॥ ২॥ ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি স্বাহা—ইদং মঙ্গলায় নমম॥ ৩॥ ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বুধায় নমম॥৪॥ ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বৃহস্পতয়ে নমম॥৫॥ ওঁ শুক্রঃ শুশুক্বাঁ উষো ন জারঃ পপ্রাসমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ। পরিপ্রজাতঃ ক্রত্বা বভূথ ভুবো দেবানাং পিতা পুত্রঃ সন্ স্বাহা।—ইদং

শুক্রায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছন্নস্তপতু সূর্য্যঃ। শং বাতোবাত্বরপা অপাস্রিধঃ স্বাহা—ইদং শনৈশ্চরায় নমঃ ॥ ৭ ॥ ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভূব দূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা—ইদং রাহবে নমঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ কেতুং কৃণ্বন্-কেতবে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং কেতুভ্যো নমঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর যজুর্ব্বেদীয়-ব্রতপ্রতিষ্ঠানিয়মে নিখিল কর্ম্ম শেষ করিয়া পুরুষ-সূক্তোক্ত অষ্টাদশ মন্ত্রে (ব্রতপ্রতিষ্ঠাশেষে দ্রষ্টব্য) আজ্যহোম করিবে। অনন্তর ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা "ওঁ ইরাবতী" প্রভৃতি মন্ত্রে যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা-নিয়মে হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম কর্ত্তব্য। তাহার সঙ্কল্প যথা—"অদ্যে-ত্যাদি অস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় 'ওঁ অয়াশ্চাগ্নে' ইত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে ঋগ্‌বেদিসামান্যকুশণ্ডিকোক্ত (২য় খণ্ড সংস্কারপ্রকরণ দেখ) প্রায়শ্চিত্তহোম কর্ত্তব্য। পরে উদীচ্যকর্ম্মান্তে স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত নিয়মে নিখিল কর্ম্ম শেষ করিবে।

তৎপরে দক্ষিণাদি প্রদান ও ডালা উৎসর্গ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়। অন্যান্য কর্ম্ম যজুর্ব্বেদিপ্রতিষ্ঠাবৎ কর্ত্তব্য।

ব্রত-উদ্‌যাপন।

ইহাতে স্বস্তিবাচনাদি হইতে বিষ্ণুপূজা যাবৎ শেষ করিয়া স্বগৃহোক্ত নিয়মে বহ্নি স্থাপন করত চরুহোম না করিয়া তিলমিশ্র হবির্দ্বারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করা কর্ত্তব্য এবং লক্ষ্মীদেবীর হোম করত উদীচ্যকর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্তহোমাদি বামদেব্যগানান্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া জলকাদি স্নান করিতে হয়।

পুরুষসূক্ত-মন্ত্র।

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ * ১ ॥ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যে-শানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ

* ঋগ্‌বেদিমতে নিম্নোক্ত ক্রমভেদ ও পাঠভেদ দেখা যায়, যথা—১ম সূক্তে সর্ব্বতঃ 'বিশ্বতো বৃত্বা', ৫ম সূক্তে ততো বিরাড়্ স্থলে 'তস্মাদ্ বিরাল', ৬ষ্ঠ সূক্তে.

পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ। স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥ তস্মাদ্-যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদ-জায়ত ॥ ৭ ॥ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরু পাদা উচ্যতে ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১ ॥ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ ইহার পর উত্তরনারায়ণোপনিষৎ—ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৮ ॥ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে। তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৯ ॥ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০ ॥ রুচং ব্রাহ্মং

ইত্যাদি ও 'বসন্তোঽস্যাসীৎ' স্থলে 'বসন্তো অস্যাসীৎ' ৭ম সূক্ত 'তং যজ্ঞম্' ইত্যাদি, ৮ম সূক্ত 'তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃত' ইত্যাদি ও নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ স্থলে 'আরণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ', ৯ সূক্ত তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঋচ' ইত্যাদি, ১০ম সূক্ত 'তস্মাদশ্বা' ইত্যাদি. ১১শ 'যৎপুরুষং' ইত্যাদি সূক্তে মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরু পাদা উচ্যেতে, ১২ শ ব্রাহ্মণোঽস্য ইত্যাদি, ১৩শ সূক্তে শ্রোত্রাদিত্যাদিস্থলে 'মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত' ১৪শ নাভ্যা আসীৎ ইত্যাদি।

জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা অসন্ বশে॥ ২১॥ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ॥ ২২॥ প্রথম ষোলটি মন্ত্র পুরুষসূক্ত, অবশিষ্ট ছয়টি সূর্য্যোপস্থানে পঠিত হইলেও সূর্য্যের ব্রহ্মপ্রসূতত্বনিবন্ধন ও ব্রহ্মের পুরুষরূপত্ব হেতু পুরুষসূক্তমধ্যে গণিত হইয়া থাকে। এ কারণ পুরুষসূক্তের অন্তর্গত করিয়া লিখিত হইল। পরন্তু বিষ্ণুর ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম প্রথমোক্ত ষোড়শ মন্ত্রেই কর্ত্তব্য। *

ইতি-পুরুষসূক্ত।

শ্রীসূক্ত।

ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥ ১॥ ওঁ তাম্ম আ বহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥ ২॥ ওঁ অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রমোদিনীম্। শ্রিয়ং দেবীমুপাহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্॥ ৩॥ ওঁ কাংস্মোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ৪॥ ওঁ চন্দ্রপ্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্। তাং পদ্মনেমিং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং তাং বৃণে॥ ৫॥ আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ। তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়ান্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥ ৬॥ ওঁ উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ। প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে॥ ৭॥ ওঁ ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্। অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাণি নুদ মে গৃহাৎ॥ ৮॥ ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ৯॥ ওঁ মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি। পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ॥ ১০॥ ওঁ কর্দ্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভবকর্দ্দমঃ। শ্রিয়ং বাসয় মে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥ ১১॥ ওঁ আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে। নিত্যাং দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে গৃহে॥ ১২॥

* সামবেদোক্ত পুরুষসূক্ত সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠায় গ্রাহ্য।

ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং হেমপদ্মমালিনীম্। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৩ ॥ ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্। সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৪ ॥ ওঁ তাম্ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্। যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্ ॥ ১৫ ॥ ওঁ যঃ শুচিঃ প্রয়তো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্। শ্রিয়ঃ পঞ্চদশর্চ্চঞ্চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ ॥ ১৬ ॥ ওঁ পদ্মাননে পদ্ম-ঊরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে। তন্মে ভজসি পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্ ॥১৭॥ ওঁ অশ্বদায়ী গোদায়ী ধনদায়ী মহাধনে। ধনং মে জুষতাং দেবী সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥১৮॥ ওঁ পুত্র-পৌত্র-ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বগজপৌরুষম্। প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মে ॥ ১৮ ॥ ওঁ চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিবর্ণাভাং মহালক্ষ্মীমুপাস্মহে ॥ ১৯ ॥ ওঁ ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্য্যো ধনং বসুঃ। ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরুণো ধনমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ ওঁ বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা। সোমং ধনস্য সোমিনো মহ্যং দদাতু সোমিনঃ ॥ ২১ ॥ ওঁ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীসূক্তং সততং জপেৎ ॥২২॥ শ্রীর্ব্বর্চস্বমায়ুষ্যমারোগ্যমাবিধ্যাৎ পবমানং মহীয়তে। ধান্যং ধনং পশুং বহুপুত্রলাভং শতবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীসূক্তং।

পাবমানীসূক্তং।

ওঁ যঃ পাবমানীরধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্। সর্ব্বং স পূতমশ্নাতি স্বদিতং মাতরিশ্বনা ।১। পাবমানীর্যো অধ্যেত্যৃষিভিঃ সংভৃতং রসম্। তস্মৈ সরস্বতীদুহে ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্। ২। পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চ্যুতঃ। ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষমৃতং হিতম্ ॥ ৩ ॥ পাবমানীর্দিশন্তু ন ইমং লোকমথো অমুং। কামান্ সমর্দ্ধয়ন্তু নো দেবীর্দ্দেবৈঃ সমাহিতাঃ ॥ ৪ ॥ যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা। তেন সহস্রধারেণ পাবমান্যঃ পুনন্তু মাম্ ॥ ৫ ॥ প্রাজাপত্যং পবিত্রং শতোদ্যামং হিরণ্ময়ম্। তেন ব্রহ্মবিদো বয়ং পূতং ব্রহ্ম পুনীমহে ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রঃ সুনীতী সহ মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যা বরুণঃ সমীচ্যা। যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুনাতু মা জাতবেদামূর্জ্জয়ন্ত্যা পুনাতু ॥ ৭ ॥ ঋষয়স্ত

তপস্তেপুঃ সর্ব্বে স্বর্গজিগীষবঃ। তপসস্তপসোঽগ্র্যন্ত পাবমানীর্ঋচোঽব্রবীৎ ॥৮॥ যন্মে গর্ভে বসতঃ পাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্ত চ কিঞ্চিদন্যৎ। জাতস্য চ যচ্চাপি চ বর্দ্ধতো মে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৯ ॥ মাতাপিত্রোর্যন্ন কৃতং বচো মে যৎ স্থাবরং জঙ্গমমাবভূব। বিশ্বস্য তৎ প্রহৃষিতং বচো মে তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১০ ॥ ওঁ গোঘ্নাত্তস্করত্বাৎ স্ত্রীবধাদ্যচ্চ কিল্বিষম্। পাপকর্ম্মচরণেভ্যস্তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ স্বর্ণস্তেয়াদ্বৃষলিগমন-মৈথুনসঙ্গমাৎ। গুরোর্দ্দারাভিগমনাচ্চ তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১২ ॥ বালঘ্নান্মাতৃপিতৃবধাদ্ভূমিতস্করাৎ সর্ব্ববর্ণগমনমৈথুনসঙ্গমাৎ। পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ সদ্যঃ প্রহরতি সর্ব্বদুষ্কৃতং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৩ ॥ ক্রয়বিক্রয়াদ্যোনিদোষাদ্ভক্ষ্যাদ্ভোজ্যাৎ প্রতিগ্রহাৎ। অসদ্ভোজনাচ্চাপি নৃশংসং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৪ ॥ দুর্যষ্টং দুরধীতং পাপং যচ্চাজ্ঞানতোঽকৃতম্। অযাজিতাশ্চাসংযাজ্যাস্তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৫ ॥ অমন্ত্রমন্নং যৎকিঞ্চিদ্ধূয়তে চ হুতাশনে। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৬ ॥ ঋতস্য যোনয়োঽমৃতস্য ধাম বিশ্বা দেবেভ্যঃ পুণ্যগন্ধাঃ। তা ন আপঃ প্রবহন্ত পাপং শুদ্ধা গচ্ছামি সুকৃতামুলোকং তৎ পাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১৭ ॥ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীর্যাভির্গচ্ছতি নান্দনম্। পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১৮॥ পাবমানীঃ পিতৄন্ দেবান্ ধ্যায়েদ্যশ্চ সরস্বতীম্। পিতৄংস্তস্যোপবর্ত্তে তৎ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ১৯ ॥ পাবমানং পরং ব্রহ্ম শুক্রং জ্যোতিঃ সনাতনম্। ঋষীংস্তস্যোপতিষ্ঠেতৎ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ২০ ॥

পাবমানং পরংব্রহ্ম যে পঠন্তি মনীষিণঃ। সপ্তজন্ম ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ ॥ দশোত্তরাণ্যৃচাংশ্চৈব পাবমানীঃ শতানি ষট্। এতজ্জুহ্বন্ জপেন্মন্ত্রং ঘোরমৃত্যুভয়ং হরেৎ ॥

ইতি পাবমানীসূক্ত।

শুক্র সূক্ত।

ওঁ এতোম্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না। শুদ্ধৈরুকথৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্বান্মমত্তু ॥ ১ ॥ ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ। শুদ্ধো

রয়িং নিধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্যঃ ॥ ২ ॥ ইন্দ্র শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি ॥ ৩ ॥

ইতি শুদ্ধবতীসূক্ত।

সাধারণতঃ দেবপ্রতিষ্ঠা ও পুনঃসংস্কার।

"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জ্জিতে। যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু। অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিত-স্পর্শদূষিতে। দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥" তথা—"দ্রব্যবৎ কৃতশৌচানাং দেবার্চ্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনম্। দেবার্চ্চানাম্ দেবপ্রতিমানামিত্যর্থঃ।"

বিগ্রহ—ভগ্ন, বিদীর্ণ, দগ্ধ, স্থানভ্রষ্ট, আশ্রয়হীন, পূজাহীন, অস্পৃশ্য কুক্কুরাদি-স্পৃষ্ট, অমেধ্যস্থানপতিত, অন্য মন্ত্রে পূজিত বা পতিত ম্লেচ্ছাদি অস্পৃশ্য-স্পৃষ্ট হইলে (অথবা ভাস্করাদি দ্বারা অঙ্গরাগাদি করা হইলে) বিগ্রহে দেবত্ব থাকে না, এই হেতু পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময়ী মূর্ত্তি জলে ধৌত করিলে, কাংস্যময়ী ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত হইলে, তাম্র ও পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অম্লযোগ ঘটিলে ও মৃন্ময়ী পুনঃ বহ্নিপাকে শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু সুবর্ণ, রূপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, রত্ন, কাংস্য, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে কোনরূপ অপবিত্র লেপ থাকিলে প্রথমতঃ কেবল জল দ্বারা লেপ ধৌত করিয়া পরে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার কর্ত্তব্য। সূতিকা স্ত্রী, শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও রজস্বলাস্পর্শে প্রতিমা জল দ্বারা প্রক্ষালনানন্তর যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অগ্নিযোগে দ্রবীভূত না হয়, তাবৎ অগ্নি-সন্তাপনানন্তর প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ (পূজার্হ) হইবে।

মতান্তরে—গো দ্বারা আঘ্রাত কাংস্যপাত্র দশদিনান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে। দারু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কিঞ্চিন্মাত্র উপরি অংশের তক্ষণ দ্বারা শুচি হয়। বিশেষতঃ মলমূত্রাদি শরীরমল, সুরা ও অন্যবিধ মদস্পৃষ্ট তৈজস মূর্ত্তি-মাত্রই অগ্নিতে সন্তাপনীয়। মণি, প্রস্তর ও শঙ্খময়ী মূর্ত্তি ভূমি খনন করিয়া তন্মধ্যে সপ্তরাত্র স্থাপন করিলে এবং দারুময় মূর্ত্তি তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়। মৃন্ময় মূর্ত্তি উক্ত মলস্পৃষ্ট হইলে পরিত্যাজ্য। এইরূপে মূর্ত্তিসংস্কার করিয়া পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্রে শোধিত প্রত্যেক পঞ্চগব্যে ওঁ গায়ত্রী দ্বারা মিশ্রিত

পঞ্চগব্যে বিগ্রহকে স্নান করাইতে হয়। পরে কুশোদকে প্রতিমা সংশোধন ও অর্ঘজলে অষ্টোত্তরশতবার সংপ্রোক্ষণ করিবে। পরে একটি কুম্ভে সাড়ে চারি সের জল লইয়া * "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে স্নান করাইবে।

তৎপরে আতপতণ্ডুল ও কুশা লইয়া দেবতার মস্তকে সমস্ত অঙ্গুলীযোগ করিয়া প্রথমে পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, পরে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতার মস্তক হইতে পীঠাসন যাবৎ সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করিবে, পরে লিপিন্যাস, তত্ত্বন্যাস ও মন্ত্রন্যাস পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করত 'ওঁ আং হ্রীং ক্রোং'—মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে বিশেষ অর্চ্চনা ও যথাখোক্ত নিয়মে বহ্নিস্থাপন করত হোম করিবে। প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির কদাচিৎ পূজার অভাব ঘটিলে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করিয়া সংপ্রোক্ষণাদি করিলে পুনঃ দেবত্ব জন্মিয়া থাকে।

কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত পূজাবাধা ঘটিলে সংপ্রেক্ষণাদি ও প্রতিষ্ঠা বিহিত, তদ্বিষয়ে নিয়ে প্রমাণ প্রদত্ত হইল। যথা—"একাহ-পূজাবিহতৌ কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্। ত্রিরাত্রে তু মহাপূজাং সংপ্রোক্ষণমতঃপরম্। মাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজা যদি বিহন্যতে। প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ।"

একদিন মাত্র পূজাব্যাঘাত ঘটিলে (অন্য মন্ত্রে পূজাদিবশতঃ) দ্বিগুণ পূজা কর্ত্তব্য। ত্রিরাত্র পূজা না হইলে মহাপূজা (ষোড়শোপচারে পূজা, মহাস্নান, বলিদান, হোম) করিবে। ত্রিরাত্র হইতে মাসাবধি পূজাবাধা ঘটিলে নিম্নোক্ত সংপ্রোক্ষণ করিতে হয়। মাসানন্তর অনেক দিন যাবৎ পূজা বিহত হইলে কোনমতে প্রতিষ্ঠা, অন্যমতে বিশেষ সংপ্রোক্ষণ করণীয়। স্ত্রীলোক, অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমার ও শূদ্রের শালগ্রামশিলা বা প্রতিষ্ঠিত শিবাদি মূর্ত্তির স্পর্শে অধিকার নাই, দৈবাৎ উঁহাদিগের স্পর্শ ঘটিলে পূর্ব্বোক্ত সংপ্রোক্ষণ কর্ত্তব্য। শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্ত্তিকে ব্রাহ্মণের প্রণাম করা নিষিদ্ধ। পরন্তু শালগ্রামশিলা যে কোন জাতিরই গৃহস্থিত হউক না কেন, ব্রাহ্মণের প্রণামে কোন বাধা নাই।

* সমর্থ স্থলে এক শত আট, চতুঃপঞ্চাশৎ বা ত্রিংশ কুম্ভ ব্যবস্থা।

দেবপ্রতিষ্ঠা-বিধি

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, হীরকাদি রত্ন, প্রস্তর, যজ্ঞীয় দারু, লৌহ, শঙ্খ, পিত্তল, তাম্র ও কাংস্যময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রশস্ত। বাস্তুভূমিমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব হইতে বিতস্তিপর্য্যন্ত ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তদধিক পরিমাণ মূর্ত্তি গৃহস্থের ভয়াবহ। কিন্তু প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি বিতস্তি অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইলে প্রতিষ্ঠা দোষাবহ নহে। গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত আছে, কাশ্মীরী মূর্ত্তি গৃহস্বামীর জ্ঞানদায়িনী হয়। এইরূপ স্বর্ণজা মুক্তি-দায়িনী, দারুময়ী তেজোবৃদ্ধিকারিণী, পিত্তলনির্ম্মিতা শত্রুনাশিনী, তাম্র-রূপা ধর্ম্মবৃদ্ধিকারিণী ও বহু সুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে, কিন্তু মৃন্ময়ী প্রতিমা শুভলক্ষণা হইলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়দায়িনী হয়। সর্ব্ববিধদেব-প্রতিষ্ঠা উত্তরায়ণে,শুক্লপক্ষে,শুভদিনে এবং কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথিতে, যুগাদ্যা, উত্তরায়ণ, বিষুবদ্বয়, সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ ও দেবপর্ব্বে বিহিত। বিশেষতঃ যে দেবতার যে তিথি পূজায় প্রশস্ত, সেই তিথিতেই তাহার প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। যথা—প্রতিপদে কুবের, দ্বিতীয়ায় লক্ষ্মী, তৃতীয়ায় ভবানী, চতুর্থীতে গণেশ, পঞ্চমীতে সোম ও সরস্বতী, ষষ্ঠীতে কার্ত্তিক, সপ্তমীতে সূর্য্য, অষ্টমীতে দুর্গা, নবমীতে দশমহাবিদ্যা, দশমীতে বাসুকি, একাদশীতে মুনিগণ, দ্বাদশীতে নারায়ণ, ত্রয়োদশীতে মদন, চতুর্দ্দশীতে শিব, পূর্ণিমায় ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। দক্ষিণায়নে নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ, বামন, শিব ও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাকাল জ্যোতিষতত্ত্বে অনুসন্ধেয়।

দেবপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দেবগৃহের (মঠের) প্রতিষ্ঠা ও দেবভূমির বাস্তু-যাগ কর্ত্তব্য। একদিনে দেবপ্রতিষ্ঠা ও মঠপ্রতিষ্ঠা উভয়ের তন্ত্রতায় একটি-মাত্র বাস্তুযাগ ও একবারমাত্র মঠপ্রতিষ্ঠা এবং বাস্তুযাগের পূর্ব্বে একটিমাত্র নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও মাতৃকাপূজা করিবে। কিন্তু এক দিনে বিভিন্ন দেবতাদ্বয়ের বিভিন্ন গৃহে প্রতিষ্ঠা হইলে মঠপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে এবং ভিন্ন বাস্তুভূমিতে বিভিন্ন বাস্তুযাগও কর্ত্তব্য। এক কর্ত্তার একদিনে একবারমাত্র নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করণীয়।

বাণলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা

বাণলিঙ্গের প্রতিষ্ঠায় সংস্কার এবং আবাহন নাই। পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া নিত্য পূজার বিধানে পূজা করিলেই হইবে।

শিবপ্রতিষ্ঠা

শিবপ্রতিষ্ঠা করিলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা নিত্যক্রিয়ান্তে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গণেশাদি দেবতাপূজা করিয়া পুণ্যাহাদি বাচন করিবে। যথা—তণ্ডুল লইয়া 'ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-(ধাতুময় হইলে তাহা উল্লেখ্য) শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, তিনবার বলিয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। ব্রাহ্মণগণ—'ওঁ পুণ্যাহং' তিনবার বলিবেন। ঐরূপ স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ, 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি দ্বারা সান্নিধ্য কল্পনা ও 'তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুস্মরণান্তে উত্তরাস্যে তিল কুশ-পুষ্পজল-পূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবলোকপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীশিব-প্রীতিকামো বা পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।" পরে স্বস্ববেদীয় সূক্ত পাঠান্তে পুরুষ অধিকারী হইলে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও মাতৃকাপূজাদির জন্য সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিতপাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (দেবপ্রতিষ্ঠার সহিত মঠপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তুযাগ করিতে হইলে—ইষ্টকাদিময়-শিববেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং বাস্তূপশমনকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থঞ্চ, উল্লেখ্য।) (শোধিত বাস্তুভূমিতে দেবপ্রতিষ্ঠাস্থলে বাস্তুযাগ আবশ্যক নহে, সুতরাং 'বাস্তূপশমন-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' ইহা উল্লেখ্য নহে, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত দেবগৃহে তদ্দেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় মঠপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য নহে,সে জন্য 'শিববেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' পাঠ্য নহে) সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্ত-জপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।" সূক্তপাঠান্তে পূজকাদিবরণ করিবে, যথা—স্বয়ং প্রাঙ্মুখ হইয়া উত্তরমুখে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাং' বলিবে, 'ওঁ সাধ্বহমাসে' প্রত্যুত্তর; 'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং' বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে, 'ওঁ অর্চ্চয়' প্রত্যুত্তর। গন্ধপুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা পূজান্তে বরণবাক্য পড়িবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত-পাষাণময়-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শিব-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি তৎকর্ম্মকরণায় (এবং শিবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি আচার্য্যকর্ম্মকরণায়, সদস্যকর্ম্মকরণায় ইত্যাদি যথাযথ

প্রযোজ্য) অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।”—(ওঁ বৃতোঽস্মি প্রত্যুত্তর) “ওঁ যথাবিহিতং বৃতকর্ম কুরু।” “ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি” প্রত্যুত্তর। অতঃপর পূজক বা আচার্য্য ধ্বজতোরণাদিযুক্ত মণ্ডপে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি সমাপনান্তে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক অথবা শালগ্রামে গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিবেন। অনন্তর স্থণ্ডিলে অথবা অষ্টদলপদ্মে বা শালগ্রামশিলায় শিবপূজা করত শিবপরিবারগণের পূজা করিবেন। যথা—“ওঁ ঈশানায় নমঃ, এবং তৎপুরুষায়, অঘোরায়, বামদেবায়, সদ্যোজাতায়, নিবৃত্ত্যৈ, প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, বিশ্বায়, শান্ত্যৈ, অনন্তায়, সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিনেত্রায়, শ্রীকণ্ঠায়, শিখিনে, উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায়।” পরে ভদ্রাসনস্থ শিবলিঙ্গে শিবের আবাহন পূর্ব্বক অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজা করিয়া স্নান করাইবে। ৩৬০ তোলা পরিমিত নিম্নোক্ত স্নানীয় দ্রব্য জলে মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে, এক একটি দ্রব্যে স্নান করাইয়া অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজান্তে অপর স্নান করাইতে হয়। যথা—প্রথমতঃ “ওঁ নমঃ শিবায়” মন্ত্রোচ্চারণানন্তর ‘শিবং বল্মীকমৃদা স্নাপয়ামি’ মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া ‘ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু নমঃ সদা শিবো মে’ অথবা “ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ” কিম্বা ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্রে বা গায়ত্রী দ্বারা স্নপন বিহিত। প্রত্যেক স্নানীয় দ্রব্যই ৩৬০ তোলা পরিমিত হওয়া আবশ্যক। অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজান্তে ‘ওঁ নমঃ শিবায় শিবং গোময়েন স্নাপয়ামি’ মন্ত্রে অনুজ্ঞা গ্রহণ—‘ওঁ ঈশানঃ সর্ব্বভূতানাম্’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নপন, পুনশ্চ অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা, এইরূপ প্রথমতঃ অনুজ্ঞা গ্রহণ, আদ্যন্তে অর্ঘ্যাদি উপচারে পূজা ও উক্ত মন্ত্রে স্নান। ক্ষালনও স্নানস্বরূপ,এ কারণ স্নানীয় দ্রব্যবৎ গোময়াদি ক্ষালনদ্রব্যও ৩৬০ তোলা পরিমিত হইবে। ঐরূপ ক্রমে অপর স্নপন কর্ত্তব্য। অতঃপর শুষ্ক গোময়ভস্ম দ্বারা ক্ষালন করিয়া “শিবং গন্ধজলেন স্নাপয়ামি” মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া পূজান্তে গন্ধজলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবে, যথা—“ওঁ এতোন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না শুদ্ধৈরুক্থৈর্বাবৃধ্বাংসং শুদ্ধ আশীর্ব্বান্ মমত্তু। ওঁ ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগাহি শুদ্ধঃ শুদ্ধাভিরূতিভিঃ। শুদ্ধো রয়িং নিধারয় শুদ্ধো মমদ্ধি সোম্যঃ। ওঁ ইন্দ্র

শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্নানি দাশুষে। শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো বাজং সিষাসসি।" অসামর্থ্য পক্ষে উক্ত স্নপনমাত্রই কর্ত্তব্য। সামর্থ্যপক্ষে নদ, নদী-সঙ্গম, হ্রদ, তীর্থরূপ পঞ্চজলে; দধি, দুগ্ধ, শর্করা, ঘৃত, মধু, পঞ্চামৃতে মূলমন্ত্র পাঠান্তে স্নান করাইবে। মৎস্যপুরাণমতে নিম্নোক্ত প্রকারে দেবতা-স্নপন বিহিত।

গজস্থান, অশ্বস্থান, চতুষ্পথ, বল্মীক, বরাহোৎখাত, অগ্নিগৃহস্থিত, তীর্থাহৃত ও গোষ্ঠানীত মৃত্তিকা—"ওঁ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।" মন্ত্রে কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ" "ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে' মন্ত্রদ্বয়ে স্নান করাইবে। পঞ্চগব্যস্নানে গায়ত্রীপাঠে গোমূত্র দ্বারা, "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্ব-ভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্' মন্ত্রে গোময় দ্বারা, ওঁ "আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে" মন্ত্রে গোদুগ্ধ দ্বারা, 'ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ' মন্ত্রে দধি দ্বারা, "ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্ট্যং দেবযজনমসি' মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা, "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা স্নান করাইয়া মিশ্রিত পঞ্চগব্যে গায়ত্রী দ্বারা স্নান করাইবে। পরে পুনশ্চ শুদ্ধ দধি দ্বারা 'দধিক্রাব্ণো' ইত্যাদি মন্ত্রে, রত্নযুক্ত জলে ও কুশোদকে 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে, 'অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি মন্ত্রে ফলোদকে, গায়ত্রীপাঠে গন্ধজলে স্নান করাইয়া সুবর্ণ, রজত, পিত্তল, কাংস্য-নির্ম্মিত অভাবে পার্থিব সহস্র ঘটে অসামর্থ্যে পঞ্চশত, সার্দ্ধদ্বিশত, সপাদ একশত, চতুঃষষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ, অষ্ট বা চতুষ্টয় ঘটোদকে মূলমন্ত্রে স্নান করাইবে। তৎপরে সর্ব্বৌষধি-মহৌষধিযুক্ত জলে; যব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্যামাক, শালিধান্য, প্রিয়ঙ্গু ও ব্রীহি এই কয়টি শস্যযুক্ত জলপূর্ণ ঘটে মূল-মন্ত্রে স্নান করাইবে। অতঃপর রাজমার্ত্তণ্ডমতে—তিলতৈল, ঘৃত, পঞ্চকষায়-যুক্ত জলে, পঞ্চপুষ্প (চম্পক, আম্র, শমী, পদ্ম ও করবীরপুষ্প) জলে, তুলসী, কুন্দ, শ্রীফল এই ত্রিপত্রযুক্ত জলে, শালিচূর্ণ, তিলকল্ক (তিলের খইল) বিল্ব-পত্র ও আমলকীপত্র ইহাদের যে কোন একটি চূর্ণ দ্বারা ম্রক্ষিত করিয়া তীর্থজলে স্নান করাইবে। হস্তিদন্ত, পর্ব্বত, অশ্বখুর, কুশমূল ও

বল্মীকসম্ভূত মৃত্তিকা দ্বারা মূলমন্ত্রে স্নান করাইবে। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত সপাদ-শত কলসে স্নান বিধেয়। স্নানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ্য। যথা—"ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে মহাদেবমনাময়ম্। রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্ব-ৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব।" অন্য দেবতাস্থলে 'মহাদেবম্' স্থলে সেই দেবতার দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত নাম উল্লেখ্য। অতঃপর ধৌত বস্ত্র দ্বারা দেবমূর্ত্তি মুছাইবে। মতান্তরে যবচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ দ্বারা দেবশরীর রক্ষিত করিয়া উষ্ণোদকে ধৌত করা বিহিত। স্নানান্তে সপুষ্প সকুশ দক্ষিণ হস্ত প্রতিমার মস্তকে রাখিয়া অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপান্তে পুনশ্চ পাঁচবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্রে দেবমস্তক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। পরে দেবশরীরে মাতৃকা-ষড়ঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস ও শিবমন্ত্রন্যাস আচরণীয়। (অন্য দেবতাস্থলে তত্তৎদেবতার বিভিন্ন মন্ত্রন্যাস কর্ত্তব্য, তত্ত্বন্যাসাদি কেবল বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠায় জানিবে।) মাতৃকা-ষড়ঙ্গন্যাসাদি যথা—'অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ' এইরূপে ঋষিদেবতাদি স্মরণ করিয়া "অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। ঐরূপ অং—আং হৃদয়ায় নমঃ, ইং—ঈং শিরসে স্বাহা, উং—ঊং শিখায়ৈ বষট্, এং—ঐং কবচায় হুং, ওং—ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অং—ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে হৃদয়াদিতে ন্যাস করত মাতৃকাস্থানে সমগ্র মাতৃকাবর্ণ যথাযথ ন্যাস করিবে (১ম খণ্ড ন্যাসপ্রকরণ দেখ) মন্ত্রন্যাস যথা—মস্তকে ওঁ নমঃ, গণ্ডে নং নমঃ, উদরে মং নমঃ, দক্ষিণস্কন্ধে শিং নমঃ, বামস্কন্ধে বাং নমঃ, হৃদয়ে যং নমঃ। পরে 'ধ্যায়েন্নিত্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা করিবে। যথা—"ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, মনোন্মথন্যৈ, মধ্যে ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মনে শক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নম।" পূজান্তে পুনর্ধ্যান করত নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিবে। যথা—"ওঁ আত্মসংস্থমজং শুদ্ধং ত্বামহং পরমেশ্বর। আরণ্যাদিকভূতাংশৈর্মূর্ত্তাবাবাহয়াম্যহম্। ভগবন্ শিব ইহাগচ্ছ

ইহাগচ্ছ” মন্ত্রে আবাহনীমুদ্রাপ্রদর্শন। “ওঁ ভবেরং মহিমামূর্ত্তিস্তত্র ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো। ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্। শিব ইহ তিষ্ঠ ইহ-তিষ্ঠ ওঁ অস্মিন্ বরাসনে দেব সুখাসীনোঽক্ষরাত্মনা। প্রতিষ্ঠিতো ভবেতি ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর। ভগবন্ শিব ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব। ওঁ অনন্যা তব দেবেশ মূর্ত্তিশক্তিরিয়ং প্রভো। সান্নিধ্যং কুরু তস্যাং ত্বং ভক্তানুগ্রহতৎপর॥ ভগবন্ শিব ইহ সন্নিধেহি। ওঁ আজ্ঞয়া তব দেবেশ কৃপাম্ভোধে গুণাম্বুধে। আত্মানন্দৈকতৃপ্তং ত্বাং বিরুণধ্মি জগদ্গুরো। ভগবন্ শিব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। ওঁ অজ্ঞানাৎ কর্ম্মবস্তূনাং বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ। যদাঽপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব। ভগবন্ শিব ইহাভিমুখো ভব। ওঁ দৃশা পীযূষবর্ষিণ্যা পূরয়ন্ যজ্ঞবিস্তরম্। মূর্ত্তাবাযজ্ঞসংপূর্ণাৎ স্থিরো ভব মহেশ্বর। ইহ স্থিরো ভব।” এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। যথা—প্রথমতঃ কজ্জল দ্বারা “ওঁ নমঃ ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে। হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিশ্বরূপায় তে নমঃ” মন্ত্রে চক্ষুর্দান করিয়া (প্রতিমাস্থলে চক্ষুর্দান কর্ত্তব্য) পরে প্রতিমার গণ্ডদ্বয় ধরিয়া বলিবে—‘অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃ-সামানি চ্ছন্দাংসি জগচ্চৈতন্যরূপা প্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। আং ক্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্য শ্রীশিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং—জীব ইহ স্থিতঃ, আং—সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আং—বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।’ পরে প্রতিমার হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া “ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা” পাঠান্তে ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া “ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্। ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু নমঃ সদাশিবো মে। ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচো-দয়াৎ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কালবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ মদনোন্মথনায় নমঃ ওঁ সদ্যো জাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে-ঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ। ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসদ্ নৃষদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোম সদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা

ঋতং বৃহৎ। ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যো-রুষু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ইত্যাদি। ওঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদি। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজা-পতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। (মতান্তরে ওঁ গর্ভন্ধেহি সিনীবালি গর্ভন্ধেহি সর-স্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ)॥" সপ্তধা্ক পাঠান্তে উক্ত- 'ওঁ মনোজূতি র্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ॥" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবশরীরে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রের ষড়ঙ্গন্যাস কর্ত্তব্য। যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং অস্ত্রায় ফট্। দেবাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া 'ওঁ সুভক্তবাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রত্বক্চামিতদ্যুতে। স্বতেজঃপঞ্জরেণাশু বেষ্টিতো ভব সর্ব্বতঃ।' মন্ত্র পাঠান্তে হুম্ 'মন্ত্রে' অব-গুণ্ঠন, 'বম্' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে, যথা—বম্ মন্ত্রে আসন প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনান্তে 'এতদ্রজতাসনং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' এইরূপ মূলমন্ত্রে অন্যান্য উপচার দাতব্য।

বস্ত্রদানে।—ওঁ দেবসূত্রসমাযুক্তে যজ্ঞদানসমন্বিতে। সর্ব্ববর্ণে শুভে দেব বাসসী তে বিনির্শ্মিতে॥

আভরণ—ওঁ মহাভূষায় তে নমঃ।

চন্দন—ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্।

ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

দীপ—ওঁ ত্বং সূর্য্য-চন্দ্র-জ্যোতীংষি বিদ্যুদগ্নিস্তথৈব চ।
ত্বমেব সর্ব্বজ্যোতীংষি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

অন্যান্য উপচার মূলমন্ত্রে দাতব্য। মতান্তরে—আসনাদি প্রত্যেক দ্রব্য-নিবেদনে 'সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হয় (সামবেদী ব্রত-প্রতিষ্ঠা দেখ)। শক্ত্যনুসারে দেবোদ্দেশে শয্যা, ছত্র, চামর, ব্যজন, পাদুকা প্রভৃতি নিবেদন করিবে। অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত বহ্নিস্থাপনের পর সামবেদী ও ঋগ্বেদী বিরূপাক্ষজপান্ত-কুশণ্ডিকান্তে যজুর্ব্বেদী আঘারাজ্যভাগান্তে প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে লোহিতনামক বহ্নিস্থাপন করত মহাব্যাহৃতিহোমপূর্ব্বক

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ' বা মূলমন্ত্রে "শ্রীশিবস্য জাতকর্ম্ম সম্পাদয়ামি" ভাবনা করত চারিবার আহুতি দিবে, এইরূপ 'নামকরণে চারিবার আহুতি দিয়া 'শ্রীঅমুকনামাসি' মন্ত্রে শিবের অভিমত নামকরণ করিবে। পরে যথাক্রমে নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গোদান ও বিবাহ প্রত্যেক সংস্কারে মূলমন্ত্রে চারিবার আহুতি দিয়া অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতি কিম্বা অষ্টসংখ্যক সমিধ্ দ্বারা অথবা কেবল ঘৃতাহুতি দ্বারা মূলমন্ত্রে হোম করিবে, হুতশেষ শিবলিঙ্গোপরি দাতব্য। অবশেষে পিষ্ট প্রদীপ, যব, ধান্য, সর্ষপ দ্বারা দেবতার নির্ম্মঞ্ছন কর্ত্তব্য। শিববাহন বৃষপূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা— "ওঁ ধর্ম্মত্বং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারক। অষ্টমূর্ত্তেরধিষ্ঠান মাং ত্বং পাহি সনাতন। বৃষভং ত্বাং নমস্যামি বিশ্বোর্বিগ্রহরূপিণম্। অমরেশ্বরপূজায়াং সাহায্যং ত্বং ভজস্ব মে॥" পরে তিলক-শান্তিদানাদি করিয়া দক্ষিণাদান পূর্ব্বক বৈগুণ্যশান্তি করিবে। অন্যান্য দেবপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠাবৎ কর্ত্তব্য, কেবল শিবমন্ত্র স্থলে সেই দেবতার মন্ত্র ও পূজায় সেই দেবতার বিহিত প্রণালী অবলম্বনীয়। তান্ত্রিক পূজায় তান্ত্রিক হোম ব্যবহৃত আছে।

দেবতার মহাপ্রতিষ্ঠা

মৎস্যপুরাণমতে বিশেষ প্রতিষ্ঠায় প্রতিমার অধিবাস করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। প্রাসাদের উত্তরাংশে বা পূর্ব্বভাগে ষোড়শ, দ্বাদশ বা দশহস্তপরিমিত মণ্ডপ রচনা করিবে। মণ্ডপের মধ্যস্থানে সপ্ত, পঞ্চ বা চারি-হস্তপরিমিত বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া মণ্ডপকে চতুর্ম্মুখ, চতুর্দ্দ্বার বা চারিটি তোরণসমন্বিত করিবে। উহার পূর্ব্বতোরণদ্বার প্লক্ষ (পাকুড়) বৃক্ষে, দক্ষিণ উড়ুম্বর, পশ্চিম অশ্বত্থ, উত্তর বটবৃক্ষে নির্ম্মিত হইবে। ঐ তোরণ-দ্বারকাষ্ঠ ঊর্দ্ধে চতুর্হস্তপরিমাণ এবং ভূতলে এক হস্ত প্রবিষ্ট হইবে। মণ্ডপভূমি উত্তমরূপে গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত ও বস্ত্রাদি-সুশোভিত এবং নানাবিধ বস্ত্র ও পুষ্প-পল্লব প্রভৃতিতে বিভূষিত করিবে। তোরণচতুষ্টয়ে অগ্রে অষ্টকলস স্থাপনীয়। কলসগুলির মধ্যে উজ্জ্বল সুবর্ণ, মুখে আম্রপল্লব, গ্রীবায় দুইখানি শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদন, অভ্যন্তরে সর্ব্বৌষধি ও মুখে সশীর্ষ

নারিকেলফল দাতব্য, এবং চন্দনোদকে ঘট পরিপূরিত করিতে হয়। কলস-গর্ভে গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মণ্ডপের সর্ব্বদিকে ধ্বজারোপণ করিবে। লোকপালগণের উদ্দেশে মণ্ডলের পূর্ব্বাদি দিকে দশবিধ পতাকা ও ধ্বজদণ্ড নিবেশনীয়। মণ্ডপোপরি মধ্যে মেঘাকৃতি পতাকা সজ্জিত করিবে। অনন্তর স্বস্ববেদোক্ত দিক্‌পালমন্ত্রে লোকপালগণের পূজা করিয়া (জলা-শয়োৎসর্গে গ্রহপূজাবিধি দ্রষ্টব্য) তাঁহাদের উদ্দেশে বলিপ্রদান পূর্ব্বক দেবতার অধিবাস সপ্তরাত্র যাবৎ প্রতিদিন কর্ত্তব্য, অসামর্থ্যে পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র বা একরাত্রও অধিবাস করণীয়। মণ্ডপের উত্তরাংশে স্নানমণ্ডপ, পূজামণ্ডপের অর্দ্ধ বা তৃতীয় ভাগ বা চতুর্থ ভাগ পরিমাণে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠাপ্য প্রতিমা রাখিয়া শিল্পিগণকে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন প্রভৃতি পরিতোষিক দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া 'ক্ষমধ্বং' বলিয়া বিদায় দিবে, শিল্পি-পরিচারকবর্গকেও সন্তুষ্ট করা উচিত। অতঃপর প্রতিমাকে তাঁহার নেত্র-জ্যোতিঃ প্রদান করিবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট আস্তরণে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে শুক্লপুষ্প দ্বারা শোভিত করিয়া শ্বেতসর্ষপ, ঘৃত ও পায়স দ্বারা ভূতাদির উদ্দেশে বলি প্রদান কর্ত্তব্য।

যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে শক্ত্যনুসারে পূজা করিয়া দক্ষিণা দিবে। প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা আচার্য্যকে গো, ভূমি, স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। অনন্তর স্থাপক 'ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং শিবায় পরমাত্মনে। হিরণ্যরেতসে বিষ্ণো বিশ্বরূপায় তে নমঃ' মন্ত্রে প্রতিমা অঙ্কন ও নেত্রজ্যোতিঃ প্রদান করিবে। সুবর্ণ-শলাকা দ্বারা অঙ্কন করিতে হয়। তৎকালে মঙ্গলবাদ্য, বেদগান ও অন্যান্য গীত আবশ্যক। মৎস্যপুরাণোক্ত রেখাঙ্কন সমাপনান্তে স্নান-মণ্ডপে গীতবাদ্য সহকারে আনয়ন করিয়া স্নান করাইবে। প্রথমতঃ পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চমৃত্তিকা, গোময়ভস্ম ও জল দ্বারা 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি বেদাদিমন্ত্রচতুষ্টয়ে শোধিত করিয়া পরে 'ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু॥ ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তী খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু॥ ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ

প্রবিষ্টত্বা আপো দেবীরিহ মামবস্তু।' 'ওঁ আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি। 'ওঁ যো বঃ শিবতম' ইত্যাদি। 'ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া গন্ধানুলেপনে অঙ্গরাগ করত পূজা পূর্ব্বক 'ওঁ অভিবস্ত্রা সুবসনান্যর্ষাভি-ধেনূঃ সুদুঘাঃ পূয়মানঃ। অভিচন্দ্রা ভর্ত্তবে নো হিরণ্যাভ্যশ্বান্ রথিনো দেব সোম' মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয়ে আচ্ছাদন করত 'ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজ্ঞন্তেমহে। উপপ্রবন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবাসচা,' মন্ত্রে উত্থাপন করিবে। পরে 'ওঁ অমুরোহো তান্নসাদি বিষ্ক্গির্মন্দ্রো বিদথেষু প্রচেতাঃ। ঊর্দ্ধং ভানুং সবিতেবাশ্রেন্মেতেব ধূমংস্তভায়দুপ ত্বাম্॥ ওঁ রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সুষারথিঃ। অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত-মনঃ পশ্চাদনুযচ্ছন্তি রশ্ময়ঃ।' মন্ত্রদ্বয়ে শিল্পিগণ দ্বারা রথে আরোহণ করাইয়া 'ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা' ইত্যাদি মন্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবে। শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করাইয়া পরে কুশ ও পুষ্প আস্তরণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বমুখ করিয়া মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়। শিরোভাগে বস্ত্র-কাঞ্চন সহিত নিদ্রাকলশ 'ওঁ আপো ন রূপয়ন্তি হোত্রিয়মবঃ পশুন্তি বিততং যথা রজঃ। প্রাচৈর্দেবাসঃ প্রণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে বরা ইব। ওঁ আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি' মন্ত্রদ্বয়ে শিরো-ভাগে স্থাপন করত দুকূলপট্টে নেত্রাচ্ছাদন কল্পনা করিয়া শিরোদেশে কৌশেয় বস্ত্র শয়নার্থ উপধানরূপে প্রদান করিবে। পরে মধু ও ঘৃতে প্রতিমা অভ্যক্ত করিয়া সিদ্ধার্থক দ্বারা পূজা করত 'ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে। ওঁ যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজা কর্ত্তব্য। 'বার্হস্পত্য' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবহস্তে দুকূল বা নানাবর্ণে রঞ্জিত কার্পাসসূত্র বন্ধন করিয়া দেবতাকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ছত্র, চামর, দর্পণ, পুষ্পসংযুত চন্দ্রাতপ দেবপার্শ্বে স্থাপন করিবে। 'ওঁ অভিত্বা শূর নোনুমো অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ' মন্ত্রে শক্ত্যনুসারে রত্ন, ওষধি, গৃহোপকরণ, বিচিত্র পাত্র, শয্যা ও আসনাদি স্থাপন করিবে। ক্ষীর, মধু, ঘৃত, উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্য, পায়স ও ষড়্বিধ রস প্রদান করিয়া পূজা কর্ত্তব্য। 'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিয়া পশ্চাৎ চতুর্দ্বারে চারিটি দ্বারপালস্বরূপ চতুর্বেদাভিজ্ঞ

চারিটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত, সোমসূক্ত, শান্তিসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত ও রক্ষোঘ্নসূক্ত জপ করিবেন। দক্ষিণদ্বারস্থিত যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ রুদ্রসূক্ত, পুরুষসূক্ত, শ্লোকাধ্যায়, শুক্রসূক্ত ও মণ্ডলাধ্যায় পাঠ করিবেন। পশ্চিমতোরণস্থ সামগ ব্রাহ্মণের বামদেবসূক্ত, বৃহৎসাম, জ্যেষ্ঠসাম, রথন্তরসাম, পুরুষসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, শান্তিসূক্ত ও ভারুণ্ড-সংহিতা জপ কর্ত্তব্য। উত্তরস্থ অথর্ব্ববেদী অথর্ব্বাঙ্গিরস, নীল, রৌদ্র, অপরাজিতা, সপ্তসূক্ত, রৌদ্রসূক্ত এবং শান্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন। প্রতিষ্ঠাপক ব্রাহ্মণ দেবতার শিরোভাগে শান্তিক ও পৌষ্টিক মন্ত্রসমূহে ব্যাহৃতি-হোম পূর্ব্বক পলাশ, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, অপামার্গ, শমী সমিধের প্রত্যেকটি সহস্রসংখ্যায় হোম করিয়া দেবতার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন। এক একটি সমিদ্ধোমান্তে দেবতার চরণ, নাভিমধ্য, বক্ষঃ ও মস্তক স্পর্শ কর্ত্তব্য। অতঃপব আচমন পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া বেদীভিত্তিবহির্ভাগে নির্ম্মিত নয়টি কুণ্ডে পূর্ব্ব অগ্নি ও দক্ষিণ-দিকে লোকপাল, প্রতিষ্ঠাপ্য দেবমূর্ত্তি সকল ও মূর্ত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম করিবেন। প্রতি কুণ্ড-ঈশানকোণে শান্তিকুম্ভ স্থাপনীয়। হোমান্তে হুতশেষ শান্তি-কুম্ভে স্থাপন কর্ত্তব্য। এই হুতশেষসংযুক্ত বারি দ্বারা দেবতার মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ সেচিত হইবে। প্রতি প্রহরে পুনঃ পুনঃ ধূপ, নৈবেদ্য, চন্দ-নাদি প্রদান, হোম ও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। সিতবস্ত্র, বিচিত্র সুবর্ণবলয়, সুবর্ণ-যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরীয়ক, বস্ত্র ও শয্যা দ্বারা প্রতি প্রহরে যথাশক্তি পূজা করিবেন। অধিবাসসমাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিতে হয়। অধিবাসান্তে দেবতাকে 'ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মাস্পতে' ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপন কবিয়া অভ্যন্তরগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক পীঠোপরি স্থাপন ও পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত দিক্‌পালগণের স্থাপনমন্ত্র ও বলিপ্রদানমন্ত্র কথিত হইতেছে।

ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।
বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—ইন্দ্রমন্ত্র

ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়ঃ শিখী।
ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—অগ্নিমন্ত্র

ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—যমমন্ত্র

ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—নির্ঋতিমন্ত্র
ওঁ বরুণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—বরুণমন্ত্র
ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণো বৈ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ।
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—বায়ুমন্ত্র
ওঁ গৌরো যশ্চ পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।—সোমমন্ত্র
ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥—ঈশানমন্ত্র
ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মূর্ত্তির্বেদবাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।—ব্রহ্মমন্ত্র
ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।—অনন্তমন্ত্র

দিক্‌পালগণের ধ্যান (ধ্যানপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)

একটি গর্ত্তে উক্ত মন্ত্রে দিক্‌পালগণের ন্যাস ও শুভ্রবস্ত্র দ্বারা পায়সাক্ত-লিপ্ত গর্ত্তটি আচ্ছাদন করিয়া প্রতিমা উত্থাপনান্তে উক্ত গর্ত্তমধ্যে "ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্। ধ্রুবন্তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবন্ত ইন্দ্র-শ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্॥ ধ্রুবং ধ্রুবেন হবিষাভিসোমং মৃশামসি। অথোত ইন্দ্রকেবলীর্বিশোবলিহৃতস্করৎ॥" মন্ত্রে স্থাপন করত দেবতামস্তকে হস্ত দান করিয়া পরম শুদ্ধভাবে দেবতাকে নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা ও মনে মনে দেবব্রতসূক্ত, সোমসূক্ত ও রুদ্রসূক্ত জপান্তে আত্মাকে নানা-ভরণভূষিত ঈশ্বর বলিয়া স্মরণ করিবে। অতঃপর প্রতিষ্ঠাপ্য দেবতার মূর্ত্তি-চিন্তাও কর্ত্তব্য। যথা—নারায়ণবিষয়ে—ওঁ অতসীপুষ্পসঙ্কাশং শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরম্। সংস্থাপয়ামি দেবেশং দেবো ভূত্বা জনার্দ্দনম্॥

মহাদেববিষয়ে—ওঁ ত্র্যক্ষক দশবাহুঞ্চ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্। গণেশং বৃষসংস্থঞ্চ স্থাপয়ামি ত্রিলোচনম্।

ব্রহ্মাবিষয়ে—ওঁ ঋষিভিঃ সংস্তুতং দেবং চতুর্ব্বক্ত্রং জটাধরম্। পিতামহং মহাবাহুং স্থাপয়াম্যম্বুজোদ্ভবম্॥

সূর্য্যবিষয়ে—ওঁ সহস্রকিরণং শান্তমণ্ডলরোগণ-সংযুতম্। পদ্মহস্তং মহাবাহুং স্থাপয়ামি দিবাকরম্॥

ঐরূপ অন্যান্য দেবপ্রতিষ্ঠায় সেই সকল দেবতার মন্ত্রজপ আবশ্যক। অতঃপর দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিধানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পরিবারগণের স্থাপন করিবে, যথা—

শিববিষয়ে—প্রমথগণ, নন্দী, মহাকাল, বৃষ, ভৃঙ্গিরীটি, কার্ত্তিকেয়, অম্বিকা, গণেশ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অষ্টদিকে লোকপালগণ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণের স্মরণ করিবে। ঐরূপ অন্য দেবতাপ্রতিষ্ঠায় সেই দেবতার পরিবারগণকে স্মরণ করিতে হয়।

শিববিষয়ে—

ওঁ যস্য সিংহা রথে যুক্তা ব্যাঘ্রভূতাস্তথোরগাঃ।
ঋষয়ো লোকপালাশ্চ দেবঃ স্কন্দস্তথা বৃষঃ॥
প্রিয়ো গণো মাতরশ্চ সোমো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
নাগা যক্ষাঃ সগন্ধর্ব্বা যে চ দিব্যা নভশ্চরাঃ॥
তমহম্ত্র্যক্ষমীশানং শিবং রুদ্রমুমাপতিম্।
আবাহয়ামি সগণং সপত্নীকং বৃষধ্বজম্॥
আগচ্ছ ভগবন্ রুদ্রানুগ্রহায় শিবো ভব।
শাশ্বতো ভব পূজাং মে গৃহাণ ত্বং নমো নমঃ॥

ওঁ নমঃ স্বাগতং ভগবতে। নমঃ ওঁ নমঃ সোমায় সগণায় সপরিবারায় প্রতিগৃহ্নাতু ভগবন্ মন্ত্রপূতমিদং সর্ব্বমর্ঘ্যপাদ্যমাচমনীয়মাসনং ব্রহ্মণাভিহিতং নমো নমঃ স্বাহা। অতঃপর মঙ্গলশব্দে ও বেদধ্বনি সহকারে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, পুষ্পোদক ও গন্ধোদকে স্নান করাইবে।

অনন্তর শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি—" ইত্যাদি, 'ততো বিরাড়জায়ত' ইত্যাদি, 'সহস্রশীর্ষা পুরুষ' ইত্যাদি, 'অভিত্বাশূরনোনুম' ইত্যাদি, 'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং' ইত্যাদি, 'ত্রিপাদূর্দ্ধ' ইত্যাদি—

"ওঁ যেনেদং ভূতং ভবনং ভবিষ্যৎপরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥
ওঁ নত্বা বাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যং তত্বা হবামহে।"

উক্ত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপান্তে চারিবার করিয়া জল দ্বারা দেবপ্রতিমার মূল, মধ্য ও অগ্র স্পর্শ করিবে। প্রতিষ্ঠানন্তর প্রথম দিনে দেবতাশরীরে মধু লেপন করিবে, ঐরূপ দ্বিতীয়াহে হরিদ্রাচূর্ণ ও পিষ্ট সিদ্ধার্থ দ্বারা, তৃতীয় দিবসে চন্দন ও পিষ্ট যব দ্বারা, চতুর্থ দিনে মনঃশিলা ও প্রিয়ঙ্গু দ্বারা, পঞ্চমাহে কৃষ্ণাঞ্জন ও পিষ্ট তিল দ্বারা, ষষ্ঠ দিনে ঘৃত, চন্দন ও পদ্মকেশর দ্বারা, সপ্তমাহে গোরোচনা, অগুরু ও পুষ্প দ্বারা অধিবাস করিবে। সদ্যঃ অধিবাসস্থলে উক্ত সমস্ত দ্রব্যই একদিনে নিবেদন করিবে। স্থাপিত-দেবতাকে চালিত করিবে না, দেবতাস্থাপনের পর যদি কোন স্থানে ছিদ্র থাকে, তাহা বালুকা দ্বারা নিশ্ছিদ্র করিতে হয়। স্থাপিত দেবতা যে দিকে থাকিবেন, সেই দিক্‌পালের শান্তি ও নিম্নোক্ত দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য। যথা—ইন্দ্রকে আভরণ অথবা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন, অগ্নিকে সুবর্ণ, যমকে মহিষ, নৈর্ঋতকে অজ ও কাঞ্চন, বরুণকে সশুক্তি মুক্তা, বায়ুকে বস্ত্রযুগলসহ রীতিক (পুষ্পাঞ্জন), সোমকে ধেনু, শিবকে বৃষ ও রজত দাতব্য। যে দিকে প্রতিমা চালিত হইবে, তাহার শান্তি অবশ্য করিবে, অন্যথা কুলবিনাশ হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাবিধি দেবপ্রতিষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেবপ্রতিমা-গঠন

রুদ্র-প্রতিমা

আপীনোরু-ভুজস্কন্ধস্তপ্তকাঞ্চনসপ্রভঃ।
শুক্লোঽর্করশ্মিসংঘাত-চন্দ্রাঙ্কিতজটো বিভুঃ॥
জটামুকুটধারী চ দ্বিরষ্টবৎসরাকৃতিঃ।
বাহুবারণহস্তাভো বৃত্তজঙ্ঘোরুমণ্ডলঃ॥
ঊর্দ্ধকেশস্তু কর্ত্তব্যো দীর্ঘায়তবিলোচনঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানঃ কটিসূত্রত্রয়ান্বিতঃ॥
হারকেয়ূরসম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণস্তথা।
বাহবশ্চাপি কর্ত্তব্যা নানাভরণভূষিতাঃ॥
পীনোরুগণ্ডফলকঃ কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতঃ।
আজানুলম্ববাহুশ্চ সৌম্যমূর্ত্তিঃ সুশোভনঃ॥

খেটকং বামহস্তে তু খড়্গঞ্চৈব তু দক্ষিণে।
শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ॥
কপালং বামপার্শ্বে তু নাগং খট্বাঙ্গমেব চ।
একশ্চ বরদো হস্তস্তথাক্ষবলয়োঽপরঃ॥
বৈশাখস্থানকং কৃত্বা নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ॥

রুদ্রমূর্ত্তিতে ভুজ ও স্কন্ধ স্থূল ও বিশাল, তিনি অগ্নিসন্তপ্ত স্বর্ণ সমান বর্ণ, তাঁহার জটাজূট শুক্লবর্ণ ও সূর্য্যরশ্মিসংযুক্ত চন্দ্রলেখাঙ্কিত মুকুটধারী, ষোড়শ-বর্ষীয়াকৃতি, হস্তিশুণ্ডাবৎ আজানুলম্বিত বাহু, ঊর্দ্ধকেশ, বৃত্তজঙ্ঘা, দীর্ঘ আয়ত ত্রিলোচন, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত কটি কটিসূত্রত্রয়ে বদ্ধ, হারকেয়ূরশোভিত সর্পালঙ্কৃত চতুর্ব্বাহু, পুষ্ট বৃহৎ গণ্ডস্থল কুণ্ডল-শোভিত, সৌম্য সুন্দরমূর্ত্তি, বামহস্তে খেটক, দক্ষিণে খড়্গ, দক্ষিণাংশে শক্তি, দণ্ড ও ত্রিশূল বর্ত্তমান, বামপার্শ্বে নরকপাল, সর্প ও খট্বাঙ্গ, এক হস্তে বর, অন্য হস্তে অক্ষমালা বিরাজমান। বৃষারূঢ় হইয়া নৃত্যাভিনয়ে ব্যাপৃত মূর্ত্তি কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দিকে নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূত, বেতালমূর্ত্তি স্থাপনীয়।

ভৈরব-মূর্ত্তি

তীক্ষ্ণনাসাগ্রদশনঃ করালবদনো মহান্।
ভৈরবঃ শস্যতে লোকে প্রত্যায়তনসংস্থিতঃ॥

ভৈরবমূর্ত্তির নাসিকা ও দন্তাগ্র তীক্ষ্ণ, করাল বদন, ভীষণাকৃতি প্রতি আয়তনেই স্থাপিত করিবে। মূলায়তনমধ্যে ভৈরবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ। এইরূপ নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি ভীষণ মূর্ত্তি মূলায়তনে স্থাপনীয় নহে। কোন মূর্ত্তিই অধিকাঙ্গা, হীনাঙ্গা, কৃশোদরী, অপরিপুষ্টা, নেত্রহীনা, অঙ্গ-হীনা বা করালমুখী করিবে না।

অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি

অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারীরূপং সুশোভনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাভারো বালেন্দুকলয়া যুতঃ॥
উমার্দ্ধে তু প্রদাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ।
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ॥

বালিকা চোপরিষ্টাত্তু কপালং দক্ষিণে করে।
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ॥
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা বিশেষতঃ।
বামবাহুশ্চ কর্ত্তব্যঃ কেয়ূরবলয়ান্বিতঃ॥
উপবীতঞ্চ কর্ত্তব্যং মণিমুক্তাময়ন্তথা।
স্তনভারমথার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েৎ॥
হারার্দ্ধমুজ্জ্বলং কুর্য্যাৎ শ্রোণ্যর্দ্ধস্ত তথৈব চ।
লিঙ্গার্দ্ধমূর্দ্ধং কর্ত্তব্যং ব্যাঘ্রাজিনকৃতাম্বরম্॥
বামে লম্বপরীধানং কটিসূত্রত্রয়ান্বিতম্।
নানারত্নসমাপেতং দক্ষিণং ভুজগান্বিতম্॥
দেবস্য দক্ষিণং পাদং পদ্মোপরি সমাস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধস্তথা বামং ভূষিতং নূপুরেণ চ॥
রত্নৈর্বিভূষিতান্ কুর্য্যাদঙ্গুলীরঙ্গুলীয়কান্।
সালক্তকং তথা পাদং পার্ব্বত্যা দর্শয়েৎ সদা॥

অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশে নারীরূপ ও অপরাংশে শিবাকৃতি। ঈশানাংশে শিরে জটাজূট, ললাটে নবচন্দ্রকলা, দক্ষিণকর্ণে বাসুকি নাগ, দক্ষিণহস্তে নরকপাল বা ত্রিশূল, গলে মণিমুক্তাময় উপবীত, অজিনোত্তরীয়, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর, সর্পবেষ্টনে বদ্ধ, দক্ষিণপাদ পদ্মোপরি স্থিত, বামাংশে দেবী ঈশ্বরীর কেশপাশে সীমন্ত, ললাটে চন্দন, সিন্দূর-তিলক, বামকর্ণে কুণ্ডল, উপরিভাগে কানবালা অলঙ্কার-শোভা। বামকরে দর্পণ ও পদ্ম, বামবাহু কেয়ূরবলয়ালঙ্কৃত, বামাংশে পীন পয়োধরে উজ্জ্বল হারার্দ্ধ, লম্বমান ক্ষৌমবস্ত্রে অর্দ্ধ-শ্রোণিবিম্ব সমাচ্ছাদিত, বামপদ নূপুরশিঞ্জিত, অঙ্গুলীয়কযুক্ত পঞ্চ অঙ্গুলী, পাদতল অলক্তকরঞ্জিত অঙ্কিত করিবে।

উমা-মহেশ্বর-মূর্ত্তি

চতুর্ভুজং দ্বিবাহুং বা জটাভারেন্দুভূষিতম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তমুমৈকস্কন্ধপাণিনম্॥
দক্ষিণেনোৎপলং শূলং বামং কুচতরে করম্।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং নানারত্নোপশোভিতম্॥

সুপ্রতিষ্ঠং সুবেশঞ্চ তথার্দ্ধেন্দুহুতাশনম্।
বামে তু সংস্থিতা দেবী তস্যোরৌ বাহুগূহিতা॥
শিরোভূষণসংযুক্তৈরলকৈর্ললিতাননা।
সবালিকা কর্ণবল্লী ললাটতিলকোজ্জ্বলা॥
মণিকুণ্ডলসংযুক্তা কর্ণিকাভরণা কচিৎ।
হারকেয়ূরবহুলা হরবক্ত্রাবলোকিনী।
বামাংশং দেবদেবস্য স্পৃশন্তী লীলয়া কচিৎ॥
বামে চ দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা সুশোভনম্।
কটিসূত্রত্রয়ঞ্চৈব নিতম্বে স্যাৎ প্রলম্বকম্॥
জয়া চ বিজয়া চৈব কার্ত্তিকেয়-বিনায়কৌ।
পার্শ্বয়োর্দর্শয়েত্তত্র তোরণে গণগুহ্যকান্॥

উমামিলিত হরগৌরী তুই মূর্ত্তি নিম্নলিখিত আকৃতিবিশিষ্ট করিবে। যথা —হরমূর্ত্তি চতুর্ব্বাহু বা দ্বিভুজ, জটাধারী, চন্দ্রশেখর, ত্রিলোচন হইবে। তাঁহার একটি হস্ত উমা-স্কন্ধে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্তে ভীষণ ত্রিশূল, বামহস্ত পার্ব্বতী-কুচোপরি স্থাপিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, নানালঙ্কার-ভূষিত, সুবেশ, ললাটে নেত্রানল জাজ্বল্যমান। তাঁহার বাম উরুদেশে গৌরীমূর্ত্তি, শিব-দক্ষিণ-হস্তে আলিঙ্গিতা, তিনি কানবালাসহ কুণ্ডলবতী, ললাটে উজ্জ্বল তিলক-ধারিণী, নানাভরণশোভিনী, হরমুখাবলোকিনী। তাঁহার এক পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া-মূর্ত্তি, অন্য পার্শ্বে কার্ত্তিকেয় ও গণেশ, দ্বারদেশে প্রমথ ও গুহ্যকগণ অবস্থিত অঙ্কিত হইবে।

বিষ্ণু-মূর্ত্তি

শঙ্খচক্রধরং শান্তং পদ্মহস্তং গদাধরম্।
ছত্রাকারং শিরস্তস্য কম্বুগ্রীবং শুভেক্ষণম্॥
তুঙ্গনাসং শুক্তিকর্ণং প্রশান্তোরুভুজক্রমম্।
কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপি বা।
দ্বিভুজং বাপি কর্ত্তব্যং ভবনেষু পুরোধসা॥

পুরোহিত যজমানগৃহে নিম্নোক্ত প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবেন। চতুর্ভুজ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ঊর্দ্ধে গদা, অধোভাগে পদ্ম; বামহস্তদ্বয়ে ঊর্দ্ধাধঃ

চক্র ও শঙ্খ, মস্তকোপরি ছত্রাকার কিরণচ্ছটা, শঙ্খাকার গ্রীবা, সৌম্য আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, উচ্চ নাসা, শুক্তিকর্ণ, দীর্ঘায়ুবৃত্ত হস্ত ও উরুদ্বয়, এই-রূপ মূর্ত্তিই সুলক্ষণ। বিষ্ণুর কুত্রাপি অষ্টভুজ দেখা যায়, অষ্টভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণাংশে চারিহস্তে খড়্গ, গদা, বাণ, পদ্ম, বামাংশে চারিহস্তে ধনু, খেটক, শঙ্খ, চক্র স্থাপনীয়। বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে গরুড়মূর্ত্তি, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে পুষ্টিমূর্ত্তি স্থাপনীয়।

হরিহর-মূর্ত্তি

বামার্দ্ধে মাধবং কুর্য্যাদ্ দক্ষিণে শূলপাণিনম্।
বাহুদ্বয়ঞ্চ কৃষ্ণস্য মণি-কেয়ূর-ভূষিতম্॥
শঙ্খচক্র-ধরং শান্তম্ আরক্তাঙ্গুলিবিভ্রমম্।
পীতবস্ত্র-পরীধানং চরণং মণি-ভূষিতম্॥
দক্ষিণার্দ্ধে জটাভাবমর্দ্ধেন্দুকৃতলক্ষণম্।
ভুজঙ্গহারবলয়ং বরদং দক্ষিণং করম্॥
দ্বিতীয়ঞ্চাপি কুর্ব্বীত ত্রিশূলবর-ধারিণম্।
ব্যালোপবীত-সংযুক্তং কট্যর্দ্ধং কৃত্তিবাসসম্।
মণিরত্নৈশ্চ সংযুক্ত-পাদং নাগবিভূষিতম্॥

হরিহর-মূর্ত্তি নিম্নোক্ত আকারে নির্ম্মাণ করিবে। যথা—শিববামার্দ্ধে হরিমূর্ত্তি, তাঁহার দুই বাহু শঙ্খচক্রধারী মণিকেয়ূর-শোভিত, পীতাম্বর, মণি নূপুর-ভূষিত একটি চরণ, দক্ষিণাংশে জটাভারে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা, সর্পহার, দক্ষিণ করে বর ও ত্রিশূল, সর্পযজ্ঞোপবীত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, মণিরত্নে শোভিত পদে নাগশোভা বর্ত্তমান।

মহাবরাহ-মূর্ত্তি

মহাবরাহং বক্ষ্যামি পদ্মহস্তং গদাধরম্।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্রঘোরাস্যং মেদিনীবামকূর্পরম্॥
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং দান্তাং ধরণীমুৎপলান্বিতাম্।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নামুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ॥

কূর্ম্মোপরি তথা পাদমেকং নাগেন্দ্রমূর্দ্ধনি।
সংস্তূয়মানং লোকেশৈঃ সমন্তাৎ পরিকল্পয়েৎ॥

মহাবরাহমূর্ত্তির এক হস্তে পদ্ম, অন্য হস্তে গদা, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাগ্র বিস্ফারিত, ঘোর বদন, বামহস্তের কূর্পর দ্বারা (কনুই) পদ্মসমন্বিত শান্ত আশ্চর্য্য-রসাপ্লুত পৃথিবী উদ্ধৃত হইতেছে। এক চরণ কূর্ম্মোপরি, অন্য পাদ অনন্তসর্প-শিরে, লোকপালগণ চতুর্দ্দিকে স্তোতৃরূপে দণ্ডায়মান।

নরসিংহ-মূর্ত্তি

নরসিংহশ্চ কর্ত্তব্যং ভুজাষ্টকসমন্বিতম্।
রৌদ্রসিংহাসনং তদ্বদ্ বিদারিতমুখেক্ষণম্॥
স্তব্ধপীনসটাকীর্ণং দারয়ন্তং দিতেঃ সুতম্।
বিনির্গতান্ত্রজালঞ্চ দানবং পরিকল্পয়েৎ॥
বমন্তং রুধিরোদ্গারং ভ্রূকুটীকুটিলেক্ষণম্।
যুধ্যমানঞ্চ কর্ত্তব্যং কচিৎ করণবন্ধনৈঃ॥
পরিশ্রান্তেন দৈত্যেন তর্জ্জ্যমানং মুহুর্ম্মুহুঃ।
দৈত্যং প্রদর্শয়েত্তত্র খড়্গ-খেটকধারিণম্।
স্তূয়মানং তথা বিষ্ণুং দর্শয়েদমরাধিপৈঃ॥

নরসিংহমূর্ত্তি অষ্টভুজ, ভীষণ সিংহাসনে উপবিষ্ট, বিস্ফারিত মুখ-নয়ন, নিশ্চল স্থূল ঊর্দ্ধসটা, মনুষ্যাকৃতি শরীর, হিরণ্যকশিপুবক্ষ নখাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছেন। হিরণ্যকশিপুর অন্ত্রজাল নির্গত হইয়াছে, সে রক্তবমন করি-তেছে, তাহার ভয়ঙ্কর চক্ষুর্দ্বয় ভীষণ ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ভীষণতর হইয়াছে। মূর্ত্ত্যন্তরে ইহাও দেখা যায় যে, হিরণ্যকশিপু নরসিংহদেবের সহিত খড়্গখেটক হস্তে যুধ্যমান, নৃসিংহদেব গাত্রবন্ধে বাঁধিয়াছেন, দৈত্য অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া তিরস্কার করিতেছে। এরূপ অবস্থায় দেবগণ প্রভুর স্তবে নিযুক্ত।

বামন-মূর্ত্তি

তথা ত্রিবিক্রমং বক্ষ্যে ব্রহ্মাণ্ডক্রমণোদ্বণম্।
পাদপার্শ্বে তথা বাহুমুপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ॥

অধস্তাদ্‌বামনং তদ্বৎ কল্পয়েৎ সকমণ্ডলুম্‌।
দক্ষিণে ছত্রিকাং দদ্যান্মুখং দীনং প্রকল্পয়েৎ॥
ভৃঙ্গারধারিণং তদ্বদ্বলিং তস্য চ পার্শ্বতঃ।
বন্ধনঞ্চাস্য কুর্ব্বন্তং গরুড়ং তস্য দর্শয়েৎ॥

বামন-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণার্থ চরণ উদ্ধৃত, পাদপার্শ্বে উপরিভাগে বাহু বিদ্যমান। অধোভাগে বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে ছত্র ধরিয়া দীনমুখে খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণবালকমূর্ত্তি। তৎপার্শ্বে ভৃঙ্গার হস্তে ত্রিপাদ ভূমিদানে উদ্যত দৈত্যরাজ বলি। সম্মুখে গরুড় তাহাকে বন্ধন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে অঙ্কিত করিবে।

কূর্ম্ম ও মৎস্য-মূর্ত্তি

মৎস্যাকৃতিং তথা মৎস্যং কৌর্ম্মং কূর্ম্মাকৃতিং নয়েৎ।
এবংরূপস্তু ভগবান্‌ কার্য্যো নারায়ণো হরিঃ॥

মৎস্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি মৎস্য ও কূর্ম্মাকৃতিসম্পন্ন করিবে, এবং তাহাতে ভগবান্‌ নারায়ণের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে।

ব্রহ্মা-মূর্ত্তি

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরঃ কর্ত্তব্যঃ স চতুর্ম্মুখঃ।
হংসারূঢ়ঃ ক্বচিৎ কার্য্যঃ ক্বচিচ্চ কমলাসনঃ।
বর্ণেন পদ্মগর্ভাভশ্চতুর্ব্বাহুঃ শুভেক্ষণঃ॥
কমণ্ডলুং বামকরে স্রুচং হস্তে চ দক্ষিণে।
বামে দণ্ডধরং তদ্বৎ স্রুবঞ্চাপি প্রদর্শয়েৎ॥
মুনিভির্দেবগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানং সমন্ততঃ।
কুর্ব্বাণমিব লোকাংস্ত্রীন্‌ শুক্লাম্বরধরং বিভুম্‌॥
মৃগচর্ম্মধরঞ্চাপি দিব্যযজ্ঞোপবীতিনম্‌।
আজ্যস্থালীং নয়েৎ পার্শ্বে বেদাংশ্চ চতুরঃ পুনঃ॥
বামপার্শ্বে তু সাবিত্রী দক্ষিণে চ সরস্বতী।
অগ্রে চ ঋষয়স্তদ্বৎ কার্য্যাঃ পৈতামহে পদে॥

ব্রহ্মার মূর্ত্তি চতুর্ম্মুখ, হংসবাহন বা পদ্মাসনোপবিষ্ট, রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু,

সৌম্যনয়ন, বামহস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড, দক্ষিণে স্রুক্-স্রুব, দেব-গন্ধর্ব্ব-মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান, তিনি ত্রিভুবনসৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত, শুক্লাম্বর বা মৃগচর্ম্মধারী, দিব্যযজ্ঞোপবীতী। দক্ষিণে সরস্বতীমূর্ত্তি, আজ্যস্থালী, চতুর্ব্বেদ; বামপার্শ্বে সাবিত্রী, সম্মুখে ঋষিগণ স্তবপরায়ণ হইয়া দণ্ডায়মান। এইরূপ নির্ম্মাণ করিবে।

কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তি

কার্ত্তিকেয়ং প্রবক্ষ্যামি তরুণাদিত্যসন্নিভম্।
কমলোদরবর্ণাভং সুকুমারং কুমারকম্॥
গেণ্ডুকৈশ্চীরকৈর্যুক্তং ময়ূরবরবাহনম্।
স্থানীয়খেটনগরে ভুজান্ দ্বাদশ কল্পয়েৎ॥
চতুর্ভুজঃ খর্ব্বটে স্যাদ্‌বনে গ্রামে দ্বিবাহুকঃ।
দ্বিভুজস্য করে শক্তির্বামে স্যাৎ কুক্কুটোঽপরে॥

কার্ত্তিকেয়াকৃতি নবোদিত সূর্য্যবর্ণ ও পদ্মগর্ভসমদ্যুতি সুকোমল কুমারমূর্ত্তি হইবে। তিনি ময়ূরোপরি উপবিষ্ট, ক্রীড়নকসমন্বিত ও চীরবাসা, বনে বা গ্রামে দ্বিহস্ত, এইরূপ নির্ম্মাণ করিবে। কিন্তু খেটনগরে দ্বাদশভুজ ও খর্ব্বটে (পার্ব্বত্য দেশ) চতুর্ভুজ দেখা যায়। দ্বিভুজ মূর্ত্তির দক্ষিণহস্তে শক্তি-অস্ত্র, বামহস্তে কুক্কুট।

গণেশ-মূর্ত্তি

বিনায়কং প্রবক্ষ্যামি গজবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
লম্বোদরং চতুর্ব্বাহুং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥
স্তব্ধকর্ণং বৃহচ্ছুণ্ডং একদংষ্ট্রং পৃথূদরম্।
স্বং দন্তং দক্ষিণকরে উৎপলঞ্চ তথাপরে॥
লড্ডুকং পরশুঞ্চৈব বামতঃ পরিকল্পয়েৎ।
বৃহৎ সংক্ষিপ্তগমনং পীনস্কন্ধাঙ্ঘ্রিপাণিনম্॥
যুক্তং বুদ্ধি-কুবুদ্ধিভ্যামধস্তান্মূষিকান্বিতম্॥

গণেশমূর্ত্তি হস্তিমুখ, ত্রিনয়ন, লম্বোদর, চতুর্ভুজ, সর্পযজ্ঞোপবীতী, শূর্পবৎ লম্বকর্ণ, বৃহৎশুণ্ড, একদন্ত ও স্থূলোদর হইবে। তাঁহার দক্ষিণ এক হস্তে ভগ্ন নিজ একটি দন্ত, অপর হস্তে পদ্ম, বাম দুই হস্তে লড্ডুক ও পরশু, তাঁহার

গমন বৃহৎ ও সংক্ষিপ্ত, স্কন্ধ, হস্ত ও পদ স্থূল, সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধিপরিচালিত এইরূপ অঙ্কিত করিবে।

কাত্যায়নী-মূর্ত্তি

দুর্গাধ্যানানুসারে দশভুজা, সিংহবাহিনী, ত্রিনয়না, মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে।

ইন্দ্র-মূর্ত্তি

সহস্রনয়নং দেবং মত্তবারণসংস্থিতম্।
পৃথূরুবক্ষোবদনং সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্॥
কিরীটকুণ্ডলধরং পীবরোরুভুজেক্ষণম্।
বজ্রোপলধরস্তদ্বন্নানাভরণভূষিতম্॥
পূজিতং দেবগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণসংস্তুতম্।
ছত্রচামরধারিণ্যৌ স্ত্রিয়ৌ পার্শ্বে তু কারয়েৎ।
সিংহাসনগতং বাপি গন্ধর্ব্বগণসংযুতম্।
ইন্দ্রাণীং বামতস্তস্য কুর্য্যাদুৎপলধারিণীম্॥

ইন্দ্রমূর্ত্তি সহস্রলোচন, মত্ত ঐরাবতারূঢ়, স্থূলবিশালবক্ষা, মহাবদন, সিংহস্কন্ধ, আজানুলম্বিতবাহু, কিরীটকুণ্ডলধারী, স্থূল দীর্ঘ বাহু, বিস্তৃত নয়ন, বজ্রহস্ত ও নানাভূষণভূষিতভাবে অঙ্কিত করিবে। দেব-গন্ধর্ব্ব-অপ্সরাগণ তাঁহার স্তুতি-গীতি করিতেছেন। পার্শ্বদ্বয়ে দুইটি ছত্র-চামরধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি। মূর্ত্ত্যন্তরে—সিংহাসনোপরে বামে পদ্মধারিণী ইন্দ্রাণী। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। এইরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য-মূর্ত্তি

রথস্থং কারয়েদ্দেবং পদ্মহস্তং সুলোচনম্।
সপ্তাশ্বঞ্চৈকচক্রঞ্চ রথস্তস্য প্রকল্পয়েৎ॥
মুকুটেন বিচিত্রেণ পদ্ম-গর্ভসম-প্রভম্।
নানাভরণভূষাঢ্যং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করম্।
অরুণঃ সারথিস্তস্য পদ্মিনীপত্রসন্নিভঃ॥

সূর্য্যমূর্ত্তি সপ্তাশ্বযুক্ত, একচক্র রথে আরূঢ়, পদ্মধারী, সুনয়ন, বিচিত্র-মুকুট-ভূষিত, পদ্মমধ্যবৎ অরুণবর্ণ, নানাভরণভূষিত ও দ্বিভুজ নির্ম্মাণ করিবে। সম্মুখে পদ্মিনীপত্র সদৃশ অরুণমূর্ত্তি স্থাপন করিবে।

দীপ্তং সুবর্ণবপুষং অর্দ্ধচন্দ্রাসনস্থিতম্।
বালার্কসদৃশস্তস্য বসনঞ্চাপি দর্শয়েৎ॥
যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকূর্চ্চধরস্তথা।
কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণে ত্বক্ষসূত্রকম্॥
জ্বালা-বিতানসংযুক্তম্ অজবাহনমুজ্জ্বলম্॥
কুণ্ডলঞ্চাপি কুর্ব্বীত মূর্দ্ধ্নি সপ্তশিখান্বিতম্॥

অগ্নিমূর্ত্তি সুবর্ণবৎ দীপ্তদেহ, অর্দ্ধচন্দ্রাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার নবোদিত সূর্য্যবৎ রক্তবসন, তিনি যজ্ঞোপবীতী ও রক্তশ্মশ্রুসমন্বিত, বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণে অক্ষমালা, তিনি সপ্তশিখামণ্ডলে ব্যাপ্ত, অজোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার কর্ণে উজ্জ্বলাকৃতি সপ্তশিখাবিশিষ্ট কুণ্ডল বিরাজমান।

যম-মূর্ত্তি

তথা যমং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাশধরং বিভুম্।
মহামহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম্॥
সিংহাসনগতঞ্চাপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্।
মহিষং চিত্রগুপ্তঞ্চ করালান্ কিঙ্করাংস্তথা॥

যমরূপ বর্ণিত হইতেছে। যমমূর্ত্তি দণ্ড ও মৃত্যুপাশধারী, মহামহিষে আরূঢ়, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নি সদৃশ জাজ্বল্যমান, সম্মুখে মহিষ, চিত্রগুপ্ত ও ভীষণ যমদূত সমূহ অঙ্কিত করিবে।

নৈঋর্ত-মূর্ত্তি

নরারূঢ়ং মহাকায়ং রক্ষোভির্বহুভির্বৃতম্।
খড়্গহস্তং মহানীলং কজ্জলাচলসন্নিভম্॥

নরযুক্তবিমানস্থং পীতাম্বর-বিভূষিতম্।

নৈর্ঋতের আকৃতি নরারূঢ়, মহাশরীর, রাক্ষসগণপরিবৃত, খড়্গধারী, দেখিতে কজ্জল-পর্ব্বতসদৃশ নীলবর্ণ, মনুষ্যযুক্ত বিমানে স্থিত, পীতাম্বরপরিধারী নির্ম্মিত করিবে।

বরুণ-মূর্ত্তি

বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্।
শঙ্খ-স্ফটিক-বর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্।
ঝষাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদ-ধারিণম্॥

অতঃপর বরুণ-মূর্ত্তি কথিত হইবে। তিনি মহাবলিষ্ঠকায়, হস্তে পাশ, শঙ্খ ও স্ফটিকবৎ শুভ্র আকৃতি, শুভ্র হার ও শুভ্রবস্ত্রে আবৃত, কিরীটাঙ্গদধারী, সৌম্যাকৃতি, মীনাসনে স্থিত নির্ম্মিত করা কর্ত্তব্য।

বায়ু মূর্ত্তি

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি ধূম্রঞ্চ মৃগবাহনম্।
চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চিতভ্রুবম্।
মৃগাধিরূঢ়ং বরদং পতাকাধ্বজ-শোভিনম্॥

বায়ুমূর্ত্তি ধূম্রবর্ণ, মৃগোপরি উপবিষ্ট, বিচিত্র-বস্ত্র-পরিধায়ী, শান্তমূর্ত্তি, যুবা, আকুঞ্চিত ভ্রূ, ধ্বজ-পতাকাশোভিত, বরদানোদ্যতভাবে অঙ্কিত করিবে।

কুবের-মূর্ত্তি

কুবেরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতম্।
হার-কেয়ূর-রচিতং সিতাম্বরধরং সদা॥
গদাধরঞ্চ কর্ত্তব্যং বরদং মুকুটান্বিতম্।
নরযুক্ত-বিমানস্থং মেষস্থং বাপি কারয়েৎ॥

বর্ণেন পীতবর্ণেন গুহ্যকৈঃ পরিবারিতম্।
মহোদরং মহাকায়ং ঋদ্ধ্যষ্টক-সমন্বিতম্।
গুহ্যকৈর্বহুভির্যুক্তং ধনব্যগ্রকরৈস্তথা॥

কুবেরমূর্ত্তি নিম্নোক্ত প্রকারে গঠন করিবে। তাঁহার দুই কর্ণে কুণ্ডল, গলে হার, বাহুদ্বয়ে কেয়ূর, পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, গদাধারী, বরদ হস্ত, শিরে মুকুট, তিনি মনুষ্যবাহন-রথে আরূঢ় অথবা মেঘবাহনারূঢ়, পীতবর্ণ, সতত যক্ষগণপরিবৃত, লম্বোদর, দীর্ঘাকার, অণিমাদি অষ্ট ঋদ্ধিসমন্বিত, সম্মুখে গুহ্যকগণ ধন গ্রহণার্থ ব্যগ্রভাবে তাঁহার দর্শনেচ্ছায় অপেক্ষা করিতেছে।

ঈশান-মূর্ত্তি

তথৈবেশং প্রবক্ষ্যামি ধবলং ধবলেক্ষণম্।
ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং বিভুম্॥

মহাদেবমূর্ত্তি শুভ্র, ধবলনয়ন, ত্রিশূলধারী, ত্রিলোচন ও বৃষারূঢ় হইবে

ব্রহ্মাণী-মূর্ত্তি

ব্রহ্মাণী ব্রহ্মসদৃশী চতুর্বক্ত্রা চতুর্ভুজা।
হংসাধিরূঢ়া কর্ত্তব্যা সাক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলুঃ॥

ব্রহ্মাণীমূর্ত্তি ব্রহ্মসদৃশী হইবে, চতুর্ভুজা, চতুরাননা, হংসারূঢ়া ও অক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক।

মাহেশ্বরী-মূর্ত্তি

মহেশ্বরস্য রূপেণ তথা মাহেশ্বরী মতা।
জটা-মুকুট-সংযুক্তা বৃষস্থা চন্দ্রশেখরা।
কপাল-শূল-খট্বাঙ্গ-বরদাঢ্য চতুর্ভুজা॥

মাহেশ্বরী প্রতিমা মহেশ্বরসদৃশী, জটা-মুকুটধারিণী, বৃষারূঢ়া, চন্দ্রকলা-বতংসা। চতুর্ভুজে নরকপাল, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ ও বরমুদ্রাধারিণী নির্ম্মাণ করিবে।

বৈষ্ণবী-মূর্ত্তি

বৈষ্ণবী বিষ্ণুসদৃশী গরুত্মতি সমাস্থিতা।
চতুর্ব্বাহুশ্চ বরদা শঙ্খ-চক্র-গদাধরা।
সিংহাসনগতা বাপি বালকেন সমন্বিতা॥

বৈষ্ণবীমূর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তিবৎ গরুড়ারূঢ়, চতুর্হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-বরমুদ্রা-ধারিণী, অলকশোভিতা বা সিংহাসনোপবিষ্টা কর্ত্তব্য।

বারাহী-মূর্ত্তি

বারাহীঞ্চ প্রবক্ষ্যামি মহিষোপরি সংস্থিতাম্।
বরাহসদৃশীং দেবীং ঘণ্টা-চামরধারিণীম্।
গদাচক্রধরাস্তদ্বৎ দানবেন্দ্রবিনাশিনীম্॥

বারাহীপ্রতিমা বরাহাকৃতি করিবে। তাঁহার হস্তে গদা ও চক্র, তিনি হিরণ্যাক্ষ অসুরবধে ব্যাপৃতা. এক হস্তে ঘণ্টা ও অন্য হস্তে চামরধারিণী, মহিষোপরি আরূঢা অঙ্কিত করিবে।

ন্দ্রাণী-মূর্ত্তি

ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্র-শূল-গদাধরাম্।
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃতাম্।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥

ইন্দ্রাণীমূর্ত্তি ইন্দ্রের মত নির্ম্মাণ করিবে। তাঁহার চারি হস্তে বজ্র, ত্রিশূল, গদা, পদ্ম। তিনি ঐরাবতারূঢা ও সহস্রলোচনা, তাঁহার বর্ণ অগ্নিসন্তপ্ত গলিত সুবর্ণবৎ; সর্ব্বাঙ্গে আভরণ শোভা পাইতেছে।

যোগেশ্বরী-মূর্ত্তি

তীক্ষ্ণখড়্গধরাস্তদ্বৎ বক্ষ্যে যোগেশ্বরীমিমাম্।
দীর্ঘজিহ্বামূর্দ্ধকেশীমস্থিখণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতাম্।
দংষ্ট্রা-করালবদনাং কুর্য্যাচ্চৈব কৃশোদরীম্॥

যোগমায়া-মূর্ত্তির হস্তে তীক্ষ্ণ খড়্গ থাকিবে। নির্গত দীর্ঘ জিহ্বা, কেশ

উর্দ্ধোথিত, গলে অস্থিখণ্ডমাল্য, দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা বদন অতি ভীষণ, উদর অতি কৃশ, এই ভাবে নির্ম্মাণ করিবে।

কপালিনী-মূর্ত্তি

কপালমালিনীং দেবীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
কপালং বামহস্তে তু মাংসশোণিতপূরিতম্।
সকেশস্ত শিরো হস্ত শস্ত্রিকা দক্ষিণে তথা॥
গৃধ্রস্থা বায়সস্থা বা নির্ম্মাংসা বিগতোদরী।
করালবদনা তদ্বৎ কর্ত্তব্যা সা ত্রিলোচনা॥

কপালিনী-প্রতিমার গলে মুণ্ডমালা, বামহস্তে মাংসরক্তপূর্ণ নরশিরঃকপাল, কেশান্বিত মস্তকখণ্ড, দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রী (কাটারী)। তিনি গৃধ্র বা বায়সোপরিস্থিতা, মাংসহীনা, ক্ষীণোদরী, বিকৃত-বিস্তৃতাননা ও ত্রিলোচনা কর্ত্তব্য।

চামুণ্ডা ও কালিকামূর্ত্তি

চামুণ্ডা বদ্ধঘণ্টা চ দ্বীপিচর্ম্ম-ধরা শিবা।
দিগ্‌বাসাঃ কালিকা তদ্বদ্‌ রাসভস্থা কপালিনী।
সুরক্তপুষ্পাভরণা বর্দ্ধনী-ধ্বজ-সংযুতা॥

চামুণ্ডাদেবী ঘণ্টাধারিণী ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা।

কালিকামূর্ত্তি দিগম্বরী, কৃষ্ণবর্ণা, গর্দ্দভারূঢ়া, হস্তে নরকপালধারিণী, রক্তপুষ্পমাল্যালঙ্কৃতা ও ধ্বজযুক্তা অঙ্কিত করিবে।

অন্যান্য মূর্ত্তি প্রথমখণ্ডোক্ত ধ্যানপ্রকরণে লিখিত ধ্যান দেখিয়া তদনুসারে অঙ্কিত করিবে। মূর্ত্তি গঠনের বিভাগ আছে, মস্তকাদি প্রত্যেক অবয়ব কত অঙ্গুলি-পরিমিত হইবে, তাহা মৎস্যপুরাণে দ্রষ্টব্য। সকল মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে গণেশমূর্ত্তি ও বীরেশ্বর মহাদেবমূর্ত্তি স্থাপনীয়।

মঠপ্রতিষ্ঠাবিধি।

মঠপ্রতিষ্ঠাদিনে দেবপ্রতিষ্ঠা হইলে একবারমাত্র ষোড়শমাতৃকা-পূজাদি ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠাস্থলে নিত্যক্রিয়ান্তে কুশহস্তে পূর্ব্বাস্ত বা উত্তরাস্তে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া নিম্নোক্ত বিধানে পুণ্যাহাদিবাচন করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ এতদিষ্টকাদিময়-(দেবতাবিশেষের নাম উল্লেখ্য) বিষ্ণুবেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু", (বারত্রয় উচ্চার্য্য) ওঁ পুণ্যাহম্ (বারত্রয় প্রত্যুত্তর) এবং "ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু", "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র" ইত্যাদি, ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি, স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে "ওঁ সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্রে সান্নিধ্য কল্পনা পূর্ব্বক "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" 'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যম্' ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুর্বোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্য চান্দ্র) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, তৃণাদিনির্ম্মিতগৃহে—এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্ম-পরমাণুসমসংখ্য-বর্ষ-সহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-মহিতত্বকামঃ, ইষ্টকাদিময় স্থলে—এতদিষ্টকাদিময়-বেশ্ম-পরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষ-সহস্র-দশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকেত্যাদি, পাষাণময়-গৃহস্থলে—এতৎ-পাষাণময়-বেশ্ম-পরমাণু-সম-সংখ্যক-বর্ষ-সহস্র-দশগুণ-কাল-দশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা এতদিষ্টকাদিময়-বিষ্ণুদেবতা-বেশ্মপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ পূর্ব্বক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত পুনঃসঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেবতা-বেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (দেবপ্রতিষ্ঠা ও গৃহপ্রতিষ্ঠা এক দিনে কর্ত্তব্য হইলে —"অমুকদেবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং এতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেব-বেশ্মপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থঞ্চ" ইহা উল্লেখ্য) সগণাধিপ-গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোর্দ্ধারা-সম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

পরে মাতৃকাদির অর্চ্চনা ও বসুধারা প্রভৃতি দিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করত ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবে, বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-এতদিষ্টকাদিময়-অমুকদেববেশ্ম-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গ-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়"—ইত্যাদি। স্ব স্ব বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানে গুরুবরণানন্তর গুরুর (হোতার) পাদদ্বয় ধরিয়া বলিবেন—"ওঁ

নারায়ণস্বরূপস্ত্বং সংসারাত্রাহি মাং প্রভো। ত্বৎপ্রসাদাদ্ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি যন্মনোদিতম্। ত্রাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসারসাগরাৎ। দেবতাস্থাপনে হস্ত মম শান্তিং কুরু প্রভো।" অতঃপর গুরু বলিবেন—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রস্তে মৎপ্রসাদাত্ত্বমানঘ।
প্রাপ্তব্যং ধর্ম্মকামার্থং দুষ্প্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ॥"

অতঃপর গুরু বা আচার্য্য নিম্নোক্ত সূক্তগুলি পাঠ করিবেন, যথা—"ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চ্যুতঃ। ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্ব-মৃতং হিতম্॥" পাবমানীসূক্ত। "ওঁ অসপত্নং পুরস্তান্নঃ শিবং দক্ষিণতঃ কৃধি। অভয়ং সততং পশ্চাদ্‌ভদ্রমুত্তরতো গৃহে॥" শাকুনসূক্ত॥ "ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণ-বান্, রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহণৌ বাং বলগহ-না উপদধামি বৈষ্ণবী, রক্ষোহণৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ।" রক্ষাসূক্ত। পরে "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈর্ম্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু" মন্ত্রে শ্বেতসর্ষপ বিকিরণ পূর্ব্বক বিঘ্নাপসারণ, ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত-বিধানে পঞ্চগব্য দ্বারা ভূমিশোধন, ঘটস্থাপন, বিতানবন্ধন, ঘটে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা, প্রতিমাস্নান, স্ব স্ব মন্ত্রে প্রতিমাপূজা, যজমানের স্বগৃহোক্ত বিধানে প্রতিষ্ঠাতত্ত্বোক্ত অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, যথানিয়মে শান্তিকুম্ভ স্থাপন, চরুশ্রপণ, ভূমিজপাদি, বিরূপাক্ষজপ, সাহসনামা অগ্নিস্থাপন, চরুহোমমন্ত্রে ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিহিতহোম, দিক্‌পালহোম ও নবগ্রহহোম, ঘৃতযোগে অন্যান্য হোম, প্রায়শ্চিত্তহোম প্রভৃতি শেষ করিয়া পূর্ণহোম করিবে। তৎপরে ব্রহ্মদক্ষিণাদি তিলকদানান্তে ব্রহ্মদক্ষিণা, হোতৃ প্রভৃতি দক্ষিণান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা শিল্পীকে প্রীত করিবে।

অতঃপর যজমান প্রাসাদ-নিকটে "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্ত্বেমহে। উপপ্রযন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবা সচা।" মন্ত্রে দেবতাকে আনয়ন পূর্ব্বক "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" এই মন্ত্র পাঠান্তে "ওঁ চক্রায় নমঃ" মন্ত্রে চক্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া গৃহের উপরে যথাযোগ্য স্থলে চক্রাদি বিন্যাস পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করিবে এবং দ্বারের অনুরূপ তোরণ নির্ম্মাণ এবং ঘণ্টা-চামর-কিঙ্কিণীজাল

ও ময়ূরপিচ্ছশোভিত সবস্ত্র যষ্টি সহিত মাল্য-ধ্বজা যথাসম্ভব গৃহের ঈশানকোণে বা বায়ুকোণে আরোপণ করিবে। দ্বার-সম্মুখে বিষ্ণুগৃহে গরুড়, শিবগৃহে বৃষ, দুর্গাগৃহে সিংহ, এই প্রকারে যে যে দেবতার যে যে বাহন, তাঁহার পুরোভাগে সেই সেই বাহন-মূর্ত্তি স্থাপন কর্ত্তব্য।

অনন্তর পঞ্চবিংশতি কুম্ভোদকে, নারিকেলজলে এবং পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও তীর্থোদকে দেবতাকে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত উপচার-দান মন্ত্রে দেবতার অর্চ্চনা, মূলমন্ত্র জপ ও জপসমর্পণ পূর্ব্বক ঘণ্টাদি-সমন্বিত বস্ত্রাবৃত মঠ অর্চ্চনা করত উৎসর্গ করিবে, বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, তৃণময়াদিস্থলে—এতত্তৃণ-কাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গ-লোকমহিতত্বকামঃ ইত্যাদি, ইষ্ট-কাদিস্থলে—এতদিষ্টকাদিময়বেশ্মপরমাণু-সমসংখ্যক-বর্ষসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ (বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইদং সাচ্ছাদনং ইষ্টকাদি-ময়বেশ্ম অমুকদৈবতমর্চ্চিতং অমুক-দেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

পরে দক্ষিণা।—দক্ষিণা অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ ইষ্টকাদি-ময়বেশ্মদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং অমুকদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দেবতাকে লইয়া বারত্রয় মঠ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা। স্থিরৈরঙ্গৈ-স্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।"

পরে দেবতাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বেদীর উপরি দেবতাকে "ওঁ দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরে "ওঁ স্থিরো ভব বীড়্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন।" মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া যথাশক্তি পুনর্ব্বার দেবতার অর্চ্চনা করত চামর, ঘণ্টা, বিতান, গো, হিরণ্যাদি-অলঙ্কার, বাদ্যভাণ্ড ও দেবত্রা সম্পত্তি প্রভৃতি যথাশক্তি নিবেদন করত পাঠ করিবে,—

"ওঁ যাবচ্চন্দ্রাধরো দেবো যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবদত্র জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব॥"

শিববিষয়ে "কেশব" স্থলে "শঙ্কর" এবং অন্যান্য দেবতা স্থলে তত্তন্নাম উচ্চার্য্য।

তৎপরে ধ্বজসকাশে গিয়া সংপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্বজা-রোপণ করিবে, যথা—

"ওঁ এহেহি ভগবন্নীশ্বর-বিনির্ম্মিত উপরিচর-বায়ুমার্গানুসারিন্ শ্রীকর শ্রীনিবাস রিপুধ্বংসকর সুজনাধিনিলয় সর্ব্বদেবতাসম্মত কুরু শান্তিং স্বস্ত্যয়নঞ্চ মে ভবতু সর্ব্ববিঘ্নান্ হর হর স্বাহা।"

পরে "ওঁ ধ্বজায় নমঃ" মন্ত্রে ধ্বজ অর্চ্চনা করত "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই প্রকারে বারত্রয় দেবতাকে গন্ধপুষ্প দিয়া বাম হস্তে ধ্বজ ধারণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি মহাপাতকাদিবহুপাপক্ষয়কামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং ধ্বজং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। তৎপরে ধ্বজারোপণের দক্ষিণান্ত করিতে হয়। দক্ষিণা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ আচার্য্যকে দিবে।

পরে বিষ্ণুবিষয়ে নিম্নোক্ত বিশেষ মন্ত্র পাঠ করত গরুড়স্তম্ভ রোপণ করিবে, যথা—

"ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তে শিরো গায়ত্র্যং চক্ষুর্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংষি নাম সাম তে তনুর্ব্বামদেব্যং যজ্ঞা যজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ দিবং গচ্ছ স্বঃপত।"

অনন্তর "ওঁ গরুড়ায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় পূজা করিয়া নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ পন্নগান্তকর প্রভো। ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো মোদয়েৎ দিবি দেববৎ॥ যথা ত্বং সংপুটকরঃ সততং নতকন্ধরঃ। তথৈব পুরতো বিষ্ণোস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ভবাম্যহম্ ॥"

দুর্গাগৃহপ্রতিষ্ঠায় --'ওঁ সিংহায় নমঃ' এই নিয়মে সিংহের অর্চ্চনা করিয়া বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ বিজয়ো জয়দো জেতা রিপুঘাতী প্রিয়ঙ্করঃ। দুঃখ-দারিদ্র্যহা শান্তঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ। ইত্যষ্টৌ তব নামানি যস্মাৎ সিংহপরাক্রম। তস্মাৎ সিংহাসনেতি ত্বং নাম্না দেবেষু গীয়সে॥ ত্বয়ি স্থিতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ত্বয়ি শক্রঃ সুরেশ্বরঃ। ত্বয়ি স্থিতো হরির্দ্দেবস্তদর্থং তপ্যতে তপঃ॥ নমস্তে সর্ব্বতো-ভদ্র দুর্গায়া বাহনঃ পরঃ। ত্রৈলোক্যজয় শক্রস্য সিংহাসন নমোঽস্তু তে॥"

অপরাপর দেবতাবাহনেরও পূজা ও প্রণাম বিধেয়।

অতঃপর পিষ্টক প্রদীপ, আম্র ও অশ্বত্থপল্লব, সর্ব্বৌষধি ও পঞ্চশস্যে,

শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি শব্দসহকারে দেবতার নীরাজনা করিয়া নিম্নোক্ত দানদ্রব্য সম্প্রদান করিবে। যথা—

"যানং শয্যাসনং ছত্রং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ।
বাহনং গাঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ ত্রিদশেভ্যো দদাতি যঃ।
একৈকস্মাদবাপ্নোতি বহ্নিষ্টোমফলং নরঃ॥"

দেবতার উদ্দেশে যান, শয্যা, আসন, ছত্র, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বাহন, গো ও ধর্ম্ম উৎসর্গ করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল হয়। ঐরূপ, শঙ্খ, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, কিঙ্কিণী, চতুর্দ্দোলা, জলকুম্ভ, কমণ্ডলু, রজত ও সুবর্ণপাত্র, তালবৃন্ত, গন্ধাধার, ধূপাধার, মাল্যাধার ও গন্ধতৈল দান করিলে ও পতিত-প্রায় দেবগৃহের পুনঃ সংস্কার করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠান্তে 'সুরাস্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানকে শান্তিকলসস্থ জলে স্নান করাইবে।

দেবতার দত্ত বস্তু যত দিনে নির্ম্মাল্য হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল, যথা—

"মণিমুক্তাসুবর্ণানাং দেবদত্তানি যানি চ।
ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ॥
পটী শাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃষরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন মহেশ্বরি।
পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসঞ্চ যজ্ঞসূত্রং দ্ব্যহঃ স্মৃতম্।
যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ।
বিসর্জ্জনীয়ং দেবে তু বিসর্জ্জনমতঃ পরম্॥"

দেবোদ্দেশে দত্ত মণি, মুক্তা, সুবর্ণ ও তাম্রপাত্র দ্বাদশবৎসরান্তে নির্ম্মাল্য হয়। ঐরূপ উত্তরীয় ও পরিধেয়শাটী ষণ্মাসান্তে, নৈবেদ্য দানমাত্রে, মোদক ও কৃষর (খিচুড়ি) যামার্দ্ধ পরে, পট্টবস্ত্র মাসত্রয় অতীত হইলে, যজ্ঞসূত্র এক-দিনান্তে নির্ম্মাল্য হয়। অন্ন ও পরমান্ন যাবৎকাল উষ্ণ থাকে, তাবৎকাল দেবভোগ্য থাকে, উক্ত নির্দ্ধারিত সময়ান্তে দেবশরীর হইতে নিবেদিত দ্রব্য অপসারণ করিবে।

গৃহারম্ভ-ব্যবস্থা

ন কোণেষু গৃহং কুর্য্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ।
কোণে চ ধনহানিঃ স্যাদন্তে রিপুভয়ং ভবেৎ।
মধ্যে চ সর্ব্বনাশঃ স্যাৎ তস্মাদেতদ্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

বাস্তুভূমির কোণে গৃহনির্ম্মাণ করিলে গৃহস্বামীর ধনক্ষয় হয়, ঐরূপ মধ্যে সর্ব্বনাশ, শেষভাগে শত্রুভয়, সুতরাং উক্ত স্থানত্রয় ত্যাগ করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ করিবে।

"প্রাগাদিস্থে সলিলে সুতহানিঃ শিখিভয়ং রিপুভয়ঞ্চ। স্ত্রীকলহঃ স্ত্রীদৌষ্ট্যং নৈস্বং বিত্তাত্মজবিবৃদ্ধী চ॥"

বাস্তুভূমির পূর্ব্বদিকে সলিল থাকিলে গৃহীর পুত্রহানি হয়, ঐরূপ অগ্নিকোণে অগ্নিভয়, দক্ষিণে শত্রুভয়, নৈর্ঋতে স্ত্রীর সহিত বিবাদ, পশ্চিমে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, বায়ুকোণে ধননাশ, উত্তরে ধনবৃদ্ধি, ঈশানে পুত্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া ভূমি ক্রয় করিবে।

"ভবনস্য বটঃ পূর্ব্বে জাতঃ স্যাৎ সার্ব্বকামিকঃ।
উডুম্বরস্তথা যাম্যে বারুণে পিপ্পলঃ শুভঃ।
প্লক্ষশ্চোত্তরতো ধন্যো বিপরীতো বিপর্য্যয়ে॥"

গৃহের পূর্ব্বদিকে বটবৃক্ষ জন্মিলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি করে, ঐরূপ দক্ষিণে যজ্ঞীয়োডুম্বর, পশ্চিমে অশ্বথ, উত্তরে পাকুড়বৃক্ষ শুভ। অন্যথা অশুভ জানিবে।

"জম্বীর পুগ-পনসাম্রক-কেতকীভির্জাতী-সরোজতগরৈর্নবমল্লিকাভিঃ। যন্না-রিকেল-কদলীদল-পাটলাভির্যুক্তং তদাশ্রমপদং শ্রিয়মাতনোতি॥ শোভনা-দাড়িমাশোক-পুন্নাগ-বিল্ব-কেশরাঃ। রক্তপুষ্পাদ্ভয়ং প্রাজ্ঞঃ ক্ষীরিণা চ পশো-র্ভয়ম্। কণ্টকারি ভয়ং কুর্য্যাৎ গৃহভেদঞ্চ শাল্মলী॥"

যে বাস্তুতে লেবু, সুপারি, কাঁঠাল, আম, কেতকী, জাতি, পদ্ম, তগর, নবমল্লিকা, নারিকেল ও কদলীবৃক্ষ বর্ত্তমান, সে বাস্তু-ভূস্বামীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাস্তুতে রক্ত পুষ্পবৃক্ষ থাকিলে ভয়, ক্ষীরি (মনসা) বৃক্ষে পশুভয়, কণ্টিকারি বৃক্ষে অন্যবিধ ভয় ও শাল্মলী বৃক্ষে গৃহবিচ্ছেদ জন্মিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল বৃক্ষ বাস্তু হইতে দূরীকরণীয়।

"বাস্তুপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ, বাসেন শেতে খলু নিত্যকালম্।
ত্রিভিস্তু মাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ, তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ॥"

সিদ্ধগণ বলেন, বাস্তনাগ বাস্তভূমিব্যাপী শরীরধারণ করিয়া নিত্যই বাস্তভূমিতে বামভাগে শয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিন তিন মাস পরিবর্ত্তন করেন। যথা—

"ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্‌শিরাঃ স্যাৎ মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূর্দ্ধা।
প্রত্যক্‌শিরাঃ স্যাৎ খলু ফাল্গুনাদৌ জ্যৈষ্ঠাদি কৌবেরশিরাঃ স নাগঃ॥"

বাস্তনাগ ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিকে পূর্ব্বশিরা, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘে দক্ষিণশিরা, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখে পশ্চিমশিরা ও জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণে উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করেন।

"মূর্দ্ধ্নি খাতে ভবেন্মৃত্যুঃ পৃষ্ঠে স্যাদ্‌ পুত্রভার্য্যয়োঃ।
জঘনেঽর্থক্ষয়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বসম্পত্তথোদরে॥"

এই কয় মাসের মধ্যে যে মাসে বাস্তর মস্তক যে দিকে থাকে,তাহার উপর খনন করিলে মৃত্যু হয়, পৃষ্ঠভাগে স্ত্রী-পুত্রের নাশ হয়, জঘনদেশে অর্থক্ষয়, উদরে সর্ব্বসম্পত্তি জন্মে। সুতরাং উক্ত অঙ্গ ত্যাগ করিয়া উদর বুঝিয়া তথায় খনন করিবে।

"চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং কারয়েন্নরঃ।
বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুস্তথৈব চ।
আষাঢ়ে ধনরত্নানি পশুবর্জ্জমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাবণে কাঞ্চনং পুত্রান্‌ হানিং ভাদ্রপদে তথা।
পত্নীনাশ ইষে মাসি কার্ত্তিকে ধনধান্যভাক্‌।
মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তস্করতো ভয়ম্‌।
মাঘে চাগ্নিভয়ং বিদ্যাৎ ফাল্গুনে কাঞ্চনং সুতান্‌।
শুক্লপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণে তস্করতো ভয়ম্‌॥"

চৈত্রমাসে গৃহারম্ভে ব্যাধি,বৈশাখে ধনরত্ন, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে পশুভিন্ন ধনরত্ন, শ্রাবণে কাঞ্চন ও পুত্র, ভাদ্রে হানি, আশ্বিনে পত্নীনাশ, কার্ত্তিকে ধনধান্য, অগ্রহায়ণে অন্ন, পৌষে চৌরভয়, মাঘে অগ্নিভয়, ফাল্গুনে কাঞ্চন ও পুত্রলাভ হয়। শুক্লপক্ষে সুখোৎপত্তি, কৃষ্ণপক্ষে ভয়, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য। এই সমস্ত বিচার করিয়া বাস্তস্বামীর চন্দ্রতারানুকূল জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত দিবসে গৃহারম্ভ করিবে।

গৃহারম্ভ কার্য্যে ঈশানকোণ হইতে সূত্রপাত করিয়া প্রদক্ষিণভাবে নবমাংশে দ্বার স্থাপন করিবে। অগ্নিকোণে স্তম্ভরোপণ কর্ত্তব্য। ভূস্বামীর

কৃত্তিকা হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত জন্মনক্ষত্র হইলে ভূমির পূর্ব্বাংশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। ঐরূপ মঘা হইতে বিশাখা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি দক্ষিণাংশে, অনুরাধা হইতে অভিজিৎসহ সপ্ত নক্ষত্রে জাত পশ্চিমদিকে, ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত নক্ষত্রে জাত উত্তরদিকে গৃহ করিলে শুভ হয়। অসম্ভবে পূর্ব্ব উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমের সাম্যবশতঃ পূর্ব্ব বা উত্তর, দক্ষিণ বা পশ্চিম এইরূপ দিক্ নির্ণয় করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত মাসবিশেষে নাগশয়ন স্থির করিয়া একটিমাত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে নাগক্রোড়ে কর্ত্তব্য, দুইটি গৃহ কর্ত্তব্য হইলে দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে, বহু গৃহ করিবার আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব বা উত্তরহীন কর্ত্তব্য। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে উত্তরমুখ, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাসে পূর্ব্বমুখ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাসে দক্ষিণমুখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে পশ্চিমমুখ গৃহ হইবে।

গৃহারম্ভ বিধি

নিত্যক্রিয়ান্তে ভূস্বামী পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন, যথা— "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্বাস্তুসর্ব্বদোষোপশমনকামো বাস্তুপূজনমহঙ্করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনান্তে বাস্তু-দক্ষিণাংশে চারি অঙ্গুলি গভীর, এক হস্ত দীর্ঘ, চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা বহুতর তৃণ ও গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া জলপূর্ণ করত তাহাতে অথবা শালগ্রামশিলায় নিম্নোক্ত দেবতার চতুর্থ্যন্ত "ওঁ' আদি 'নমো'ন্ত মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ওঁ গণেশায় নমঃ, এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালেভ্যঃ, সূর্য্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ। ক্ষেত্রপালেভ্যঃ, ক্রূরভূতেভ্যঃ, ব্রহ্মণে, বাস্তুপুরুষায়, শিখিনে, পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়, কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, ভৃশায়, আকাশায়, বায়বে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শোষায় (শেষায়), পাপায়, রোগায়, অহয়ে, মুখ্যায়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিত্যৈ, দিত্যৈ, আপায়, সাবিত্রায়, জয়ায়, রুদ্রায়, অর্য্যম্নে, সবিত্রে,

বিবস্বতে, বিবুধাধিপায়, মিত্রায়, রাজযক্ষণে, পৃথ্বীধরায়, আপবৎসায়, ব্রহ্মণে, চরক্যৈ, বিদার্য্যৈ, পূতনায়ৈ, পাপরাক্ষস্যৈ, স্কন্দায়, অর্য্যম্ণে, জম্ভকায়, পিলিপিঞ্জায়।" পরে 'ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' মন্ত্রে বাসুদেব-পূজান্তে লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ ও বাস্তপুরুষ পূজা করিয়া পৃথিবীর পূজা করিবে। (ধ্যানাদি বাস্তযাগে অনুসন্ধেয়) অতঃপর পৃথিবীকে অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বসুধে শেষস্যোপরি শায়িনি। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে।" পরে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত প্রার্থনা করিবে, যথা—"ওঁ শুভে চ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে। সুভগে পুত্রদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্। অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে। তুভ্যং কৃতা ময়া পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু॥ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেবি কার্য্যং মে সিধ্যতাং দ্রুতম্॥" অতঃপর অগ্নিসর্পাদির উদ্দেশ্যে মাষভক্ত বলি নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদান করিবে, যথা—"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্। ভূতাদির উদ্দেশেও বলিপ্রদান কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—"ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তং গৃহ্লাম্যহং পুনঃ।" জ্যোতিস্তত্ত্বে নিম্নোক্ত মাষভক্ত বলিদান দুইটি বিহিত আছে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্ত্যেষু যে দেবা বাস্তসম্ভবাঃ। গৃহ্নন্ত্বিমং বলিং হৃষ্টং তুষ্টা বাস্তু স্বমালয়ম্॥ তথা—ওঁ মাতরো ভূতবেতালো যে চান্যে বলি-কাঙ্ক্ষিণঃ। বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেঽপি গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥"

বলিপ্রদানান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করত প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ ভূতানি যানীহ বসন্তি তানি বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিতম্। অন্যত্র বাসং পরিকল্পয়ন্তু ক্ষমন্তু তানীহ নমোঽস্তু তেভ্যঃ॥" অনন্তর ভূমিতে জানু পাতিয়া পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তে দধি, দূর্ব্বা, অক্ষত, পুষ্প, ফল, আম্রপল্লবাচ্ছাদিত জলপূর্ণ ঘট দ্বারা বাস্তর অর্ঘ্য দিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ বাস্তোষ্পতে ত্বমুত্তিষ্ঠ সংসার-স্থিতিকারক। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং গৃহারম্ভং করোম্যহম্। মম সর্ব্বহিতার্থায় বিষ্ণুলোকায় বৈ নমঃ॥ ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ।" পরে "ওঁ শিল্পা-চার্য্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ" মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবে। পরে উক্ত অর্ঘ্যাবশিষ্ট জলে খাত পূরণ করিয়া 'ওঁ' উচ্চারণ করত গুরু পুষ্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরীক্ষা

করিবে, পুষ্প দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিলে শুভ ও বামাবর্ত্তে অশুভ জানিবে। খাতমধ্যে পঞ্চরত্ন, দধি, দূর্ব্বা, পঞ্চশস্য দিয়া শুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা খাত পূরণ করিতে হয়। অতঃপর কৃতাঞ্জলিপুটে "ওঁ বাস্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ। ওঁ ক্ষমধ্বং" মন্ত্রে আবাহিত দেবগণের বিসর্জ্জন করিবে। ঈশানাদি চারিকোণে চারিটি খাদির শঙ্কু প্রদক্ষিণক্রমে "ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। গৃহে হস্মিংশ্চ তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা" মন্ত্রে পুতিয়া দিবে। পরে ঈশানাদিক্রমে তিনবার সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। অগ্নিকোণস্থ গর্ত্তে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শোভিত একটি স্তম্ভ নিম্নোক্ত মন্ত্রে রোপণ করিবে, যথা—"ওঁ যথাচলো গিরির্মের্ব্বর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। শুভপ্রদ গৃহস্তম্ভ তথা ত্বমচলো ভব॥" অতঃপর বহু মৃত্তিকা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিবে ও কাকাদি দুর্লক্ষণ নিবারণার্থ ধনুঃ-শর টাঙ্গাইয়া রাখিবে।

বাস্তুযাগ।

বাস্তুসম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্রিয়াতেই বাস্তুযাগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত তড়াগ-পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দেবগৃহারম্ভাদিতেও বাস্তুযাগ কর্ত্তব্য। মনুষ্য-বাসার্থ গৃহপ্রতিষ্ঠায় একাশীতিপদ বাস্তুযাগ এবং অপরাপর বাস্তুস্থলে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগ কর্ত্তব্য।

চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযাগ।

বিহিতকালে কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করত সঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুগৃহপ্রবেশনিমিত্তক-এতদিষ্টকাদিময়বিষ্ণুবেশ্ম-বাস্তুসর্ব্ব-দোষোপশমনকামঃ শ্রীবিষ্ণুগৃহবাস্তূপশমনমহং করিষ্যে॥"

পরে "দেবো বো" ইত্যাদি সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য। অনন্তর দেবতার গৃহপ্রবেশ,

গৃহারম্ভ বা জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা স্থলে "শ্রীবিষ্ণুগৃহপ্রবেশের" স্থানে তত্তন্নাম উচ্চার্য্য। তৎপরে পঞ্চদেবতা ও নবগ্রহাদির অর্চ্চনা করিয়া আভ্যু-দয়িকার্থ পুনরায় নিম্নোক্তরূপ সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি—বাস্তূপশমনকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (মঠপ্রতিষ্ঠাদি স্থলে অমুকদেবতা-বেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থঞ্চ উল্লেখ্য) সগণাধিপ-গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্য-সূক্ত-জপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি করিয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সঙ্কল্পিত-বাস্তূপশমনকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং"—ইত্যাদি নিয়মে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া তৎপরে বিধানানুসারে ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্যবরণ করিবে। (ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) পরে হোতা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপে পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক গায়ত্রীপাঠ সহকারে সমস্ত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা 'ওঁ বেন্তা বেদিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীভূমি সেচন করিবে। অনন্তর শরৎপক্ক ধান্য বা হৈমন্তিক ধান্য, গোধূম, মুদ্গ, তিল, শ্বেতসর্ষপ ও যবমিশ্রিত উদকে পুনর্ব্বার বেদী সেচন করিতে হয়।

দ্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ চারিটি খদিরকাষ্ঠের শঙ্কু বেদীর পূর্ব্বভাগে নির্ম্মিত বাস্তু-মণ্ডলের চতুষ্কোণে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি করিয়া পুতিয়া দিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ বিশন্তু তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ।
অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা॥"

পরে কোণচতুষ্টয়মধ্যে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যেক স্থানে মাষভক্তবলি দিবে, যথা—

"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ।
তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্॥"

পূর্ব্বেই খোঁটা চারিটির মধ্যে সুবর্ণশলাকা দ্বারা মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হয়। (বাস্তুমণ্ডল বাস্তুযাগের শেষে দ্রষ্টব্য)। মণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে বস্ত্রমাল্যাদি-যুক্ত চারিটি কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তন্মধ্যে ঐরূপ একটি ব্রহ্মঘট স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাষভক্ত বলি দিবে, যথা—

"ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন।
তে গৃহ্ণন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুং গৃহ্ণাম্যহং পুনঃ॥"

নিম্নোক্ত বলিদানমন্ত্র জ্যোতিস্তত্ত্বে ধৃত বলিয়া লিখিত হইল।

"ওঁ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্তেষু যে দেবা বাস্তুসম্ভবাঃ।
গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং হৃষ্টং তুষ্টা যান্তু স্বমালয়ম্ ॥"

'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ স্বর্গপাতালমর্ত্তবাসিভ্যো বাস্তুদেবেভ্যো নমঃ।'

"ওঁ মাতরো ভূতবেতালো যে চান্যে বলিকাঙ্ক্ষিণঃ।
বিষ্ণোঃ পারিষদা যে চ তেঽপি গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্ ॥"

'এষ মাষভক্তবলিঃ মাতৃ-ভূত-বেতালাদিভ্যো নমঃ।' পরে ক্ষেত্রপাল ও পিতৃগণের উদ্দেশে বলি দিবে।

পরে সামান্যার্ঘ্যাদি ন্যাসাদি শেষ করিয়া মণ্ডলমধ্যে ঘটে নবগ্রহ-পূজা করিয়া নিম্নকথিত ঈশাদি পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতার এবং মণ্ডলপার্শ্বে স্কন্দাদি দেবাষ্টকের সংস্থাপন ভাবনা করিয়া আবাহনাদি ও অর্চ্চনা করিবে। মণ্ডলকরণে অক্ষম হইলে শালগ্রামে বা জলে পূজা করিবে; কিন্তু সে স্থলে আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই। মণ্ডল-করণে সমর্থ হইলেই আবাহন করিয়া অর্চ্চনা করিবে, আবাহন-মন্ত্রাদি যথা—

"ঈশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। এতৎ পাদ্যং ওঁ ঈশায় নমঃ ॥"

এই নিয়মে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া উপরিকথিত নিয়মে নিম্নোক্ত দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে হয়, যথা—

"পর্জ্জন্যায়। জয়ন্তায়। শক্রায়। ভাস্করায়। সত্যায়। ভৃশায়। ব্যোম্নে। অগ্নয়ে। পূষ্ণে। বিতথায়। গৃহক্ষতায়। বৈবস্বতায়। গন্ধর্ব্বায়। ভৃঙ্গায়। মৃগায়। পিতৃভ্যঃ। দৌবারিকায়। সুগ্রীবায়। পুষ্পদন্তায়। বরুণায়। অসুরায়। শোষায়। পাপায়। রোগায়। নাগায়। বিশ্বকর্ম্মণে। ভল্লাটায়। যজ্ঞেশ্বরায়। নাগরাজায়। শ্রিয়ৈ। দিত্যৈ। আপায়। আপবৎসায়। অর্য্যম্নে। সাবিত্রায়। সাবিত্র্যৈ। বিবস্বতে। ইন্দ্রায়। জয়ন্তায়। মিত্রায়। রুদ্রায়। রাজযক্ষ্মণে। ধরাধরায়। ব্রহ্মণে। স্কন্দায়। বিদার্য্যৈ। অর্য্যম্নে। পূতনায়ৈ। জম্ভকায়। পাপরাক্ষস্যৈ। পিলিপিঞ্জায়। চরক্যৈ।"

পরে মণ্ডলমধ্যস্থ ব্রহ্মঘটে নিম্নকথিত দেবগণের আবাহন ও ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে, যথা—

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।" এই মন্ত্রে বাসুদেবের, "ওঁ লক্ষ্ম্যৈ

নমঃ” মন্ত্রে লক্ষ্মীর এবং “ওঁ বাস্তুদেবগণেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে বাস্তুদেবগণের অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত ধ্যানে পৃথিবীর পূজা করিবে, যথা—

“ওঁ সর্ব্বলোকধরাং স্বরূপাং প্রমদারূপাম্।
দিব্যাভরণভূষিতাম্ ধরাং রজতনির্ম্মিতাম্॥”

“ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক “ওঁ শঙ্খচক্রধরং দেবং শ্যামলং পীতবাসসম্। শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্॥” এই ধ্যানে ও “ওঁ হরয়ে নমঃ” মন্ত্রে হরির এবং “ওঁ আকুঞ্চিতকরং বাস্তমুত্তানমসুরাকৃতিম্। স্মরেৎ পূজাসু কুড্যাদিনিবেশে ত্বধরাননম্।” এইরূপে বাস্তুর ধ্যান করত “ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ” মন্ত্রে বাস্তুপুরুষের ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে। পবে ব্রহ্মঘটে অক্ষত দিয়া কলসমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, শরৎপক্ক ধান্যাদির বীজ ও শুদ্ধোদক দিয়া কুম্ভের মুখদেশে প্রলম্বিত রক্তসূত্রসহ বর্দ্ধনী (বদ্না) স্থাপন পূর্ব্বক চতুর্ম্মুখ দেবতাকে আবাহন করিবে এবং “ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং শ্বেতহংসোপরিস্থিতম্। কমণ্ডলুধরং বক্তং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্। সুভুজং সুপ্রভং দেবং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। প্রসন্নং সৃষ্টিকর্ত্তারং মহাভাগং তপস্বিনম্।” এইরূপ ধ্যানান্তে ‘ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ’ মন্ত্রে ষোড়শোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে।

তৎপবে কুম্ভেব ঈশানকোণে দধ্যক্ষত-সমলঙ্কৃত শান্তিকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তাহার মুখে পঞ্চপল্লব ও তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন দিয়া তদুপবি অক্ষত ও ফলপুষ্পসমন্বিত নূতন শরাব বাখিবে এবং বস্ত্রাবৃত করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ সহকারে স্থাপন, বরুণন্যাস ও তীর্থবিন্যাস করিবে, যথা—

“ওঁ আজিঘ্রকলসং” ইত্যাদি। (স্থাপনমন্ত্র)
“ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি” ইত্যাদি। (বরুণাবাহনমন্ত্র।)
“ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥” (তীর্থাবাহনমন্ত্র।)

এই মন্ত্রে তীর্থাদি বিন্যাস করিয়া কুম্ভমধ্যে আহৃত সপ্তমৃত্তিকা * ও সর্ব্বৌষধি, তীর্থজল ও দূর্ব্বাদি দিবে। তৎপরে হোম করিবে।

* অশ্বস্থান, গজস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ· এই সপ্তস্থানের মৃত্তিকাকে সপ্তমৃত্তিকা কহে। প্রমাণ যথা—

“অশ্বস্থানং গজস্থানং বল্মীকং নদীসঙ্গমম্।
হ্রদ-গোকুল-রথ্যান্ত ইত্যেতাঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ॥”

হোম।—মণ্ডলের পশ্চিমে কুণ্ডে বা হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিলে হোম করিতে হয়। ইহাতে ঈশাদি দেবতাসমূহের প্রত্যেকের দশ দশগাছি, ব্রহ্মার এক শত ও অপরাপর দেবতার কিয়ৎসংখ্যক মোট সাত শত সমিধ্ প্রয়োজন।

সামবেদী সাধারণী কুশণ্ডিকার বিরূপাক্ষজপান্তা ক্রিয়া, যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্‌বেদী আঘারাজ্যভাগ হোম (২য় খণ্ড সংস্কারপ্রকরণ দেখ) শেষ করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে অগ্রে অগ্নির ধ্যান করিবে, যথা—

"পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥"

পরে "অগ্নে ত্বং প্রজাপতিনামাসি" বলিয়া নামকরণ ও আবাহন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে প্রাদেশ-পরিমিত সমিধ্ বহ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করিতে হয়, যথা—

"প্রজাপতিঋর্ষিগায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।"

প্রকৃতকর্ম্ম—"ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা"—এই মন্ত্রে সমিধ্‌যোগে এক শত আহুতি দিয়া পূর্ব্বে অর্চ্চিত ঈশাদি দেবতাসমূহের প্রত্যেককে দশ দশটি যজ্ঞডুমুরের সমিধ্ দ্বারা বা মধুমিশ্রিত সতিল সযব ঘৃত দ্বারা আহুতি দিতে হয়। যথা—"ওঁ ঈশায় স্বাহা।" (যজুর্ব্বেদী 'ইদমীশায়', ঋগ্বেদী 'ঈশায় ইদং নমম' মন্ত্রে হুতশেষ রাখিবেন) এই নিয়মে "পর্জ্জন্যায় স্বাহা" "জয়ন্তায় স্বাহা" ইত্যাদি "চরক্যৈ স্বাহা" পর্য্যন্ত দশ দশটি সমিধ্ দ্বারা হোম কর্ত্তব্য।

তৎপরে "বাস্তুদেবায় স্বাহা, লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, বাস্তুদেবগণায় স্বাহা, পৃথিব্যৈ স্বাহা, হরয়ে স্বাহা, বাস্তুপুরুষায় স্বাহা"—মন্ত্রে প্রত্যেকের আট আটটি সমিধ্ দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে।

তৎপরে নিম্নকথিত মন্ত্রে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক নিম্নকথিত পাঁচটি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত অষ্টসংখ্যক যবাহুতি ও কৃষ্ণতিলাহুতি দিয়া মধু ও ঘৃতাক্ত অষ্টসংখ্যক বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, শিরীষ, পাকুড়, অপামার্গ, পলাশ, খদির, কুশ ও দুর্ব্বা-সমিধ দ্বারা হোমান্তে পাঁচটি বিল্বফল দ্বারা এক একটি করিয়া হোম

করিবে। * বিল্বফল না পাইলে তণ্ডুল-পঞ্চকযোগেও আহুতি দিতে পারে। ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক হোম করিবে। ঋষ্যাদি যথা—

"বাস্তোষ্পতে ইতি ঋক্‌পঞ্চকস্য (মতান্তরে বসিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো) বিশ্বামিত্রঋষিরতিজগতীচ্ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দেবতা বাস্তুপ্রীতয়ে হোমে বিনিয়োগঃ।" মন্ত্র যথা—

"ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্‌ৎস্বাবেশো অনমীবো ভবানঃ। যত্ত্বেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা॥" ১॥

যজুর্ব্বেদী—'ইদং বাস্তোষ্পতয়ে', ঋগ্‌বেদী—'বাস্তোষ্পতয়ে ইদং নমম' প্রত্যাহুতি দিবেন। এইরূপ অপর হোমে জ্ঞাতব্য।

"ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্‌ প্রতিতন্নো (ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদী "প্রতি নো") জুষস্ব স্বাহা॥" ২॥

"ওঁ বাস্তোষ্পতে শগ্‌ময়া সংসদাতে সক্ষীম হিরণ্ময়া গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেম উত যোগে বরন্নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা॥" ৩॥

"ওঁ অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্‌। সখা সুশেব এধি নঃ স্বাহা॥" ৪॥

"ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবা স্থূণাং সত্রং সো ম্যানাং দ্রপ্‌সঃ পুরাং ভেত্তা শশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা॥ ৫॥" (যজুর্ব্বেদীর পাঠ্য নহে। গৃহোক্তশালা-হোম বিবিধপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা"—মন্ত্রে ঘৃত-হোম করত প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্‌ বহ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম যাবৎ প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত উদীচ্যকর্ম্মাদি সম্পাদন করত মৃড়নামা বহ্নি স্থাপন করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণান্তে তিলকদান করিবে। পরে যজুর্ব্বেদী "ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহসূক্তবাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা। মা হি ভূর্মা পৃদাকুঃ।" অন্য বেদী 'ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব' মন্ত্রে দধি

* মৎস্যপুরাণোক্ত প্রমাণানুসারে উক্ত হোম লিখিত হইল। প্রমাণ যথা—
"হোমস্ত্রিমেখলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমাণকে। যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তদ্বৎ সমিদ্ভিঃ ক্ষীরবৃক্ষজৈঃ। পালাশৈঃ খাদিরৈরপামার্গোড়ুম্বরসম্ভবৈঃ। কুশ-দূর্ব্বাময়ৈর্ব্বাপি মধুসর্পিঃসমন্বিতৈঃ। কার্য্যস্তু পঞ্চভির্বিল্বৈর্বিম্বৈর্বীজৈরথাপি বা।"

দ্বারা অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কদলীপত্রে ত্রিপঞ্চাশৎ অংশে পায়স বিভক্ত করত ঈশাদি দেবগণকে নিবেদন পূর্ব্বক বাস্তুদেবতাদিকে প্রধানপাত্রস্থ পায়স নিবেদন করিয়া দিতে হয়। অনন্তর পূর্ব্বাস্তে বহ্নির উত্তরদেশে উপবিষ্ট, পুত্র-কলত্রাদি-সহিত যজমানকে শান্তিকুম্ভস্থ সলিলে পঞ্চপল্লব দ্বারা স্ববেদ-কথিত বৈদিক শান্তিমন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া "ওঁ সুরাস্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রে অভিষেক করিবে।

পরে যজমান দ্বারা পুনশ্চ পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া আচার্য্য সূত্রযুক্ত বর্দ্ধনীর * নাল দ্বারা মণ্ডলের অগ্নিকোণে বা আচারানুসারে ঈশানকোণে জলের ধারা দিয়া, 'একহস্তপরিমিত স্থানে চারি অঙ্গুলি-পরিমিত মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক সেই খাত গোময়লিপ্ত ও চন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে এবং তন্মধ্যে শুক্লপুষ্প অক্ষতাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে বাস্তুমণ্ডল হইতে 'ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবায়ন্তস্ত্বেমহে উপপ্রয়ন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা' মন্ত্রে ব্রহ্মঘট তুলিয়া খাতের নিকট আনিবেন। তৎকালে সমারোহ সহকারে বাদ্যধ্বনি, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে হয়। আচার্য্য পূর্ব্বাস্তে বসিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সম্যক্ চিন্তা করত পরে গর্ত্তের নিকটে ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক পাতিতজানু হইয়া বসিয়া ঘটজলে বরুণের উদ্দেশে নিম্নকথিত মন্ত্রে অর্ঘ দিবে, যথা—

"ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পবিতোষায় তে নমঃ॥ ইদমর্ঘ্যং নমঃ ওঁ বরুণায় নমঃ।"

পরে ব্রহ্মঘটের জল এবং বর্দ্ধনীর জল দ্বারা খাত পূর্ণ করত "ওঁ" মন্ত্রে তজ্জলে একটি শুক্লপুষ্প ফেলিয়া দিবে। পুষ্প দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিলে শুভ এবং বামাবর্ত্তে অশুভ জানিবে। তৎপরে পরিষ্কৃত একখানি নব ইষ্টক লইয়া নিম্নকথিত মন্ত্রপাঠ সহকারে খাতমধ্যে স্থাপন করিবে, যথা—

"ওঁ অব্যঙ্গে চাক্ষতে পূর্ণে মুনেরঙ্গিরসঃসুতে। ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহম্। দেশ-স্বামি-পুরস্বামি-গৃহস্বামি-পরিগ্রহে। মনুষ্য-ধন-হস্ত্যশ্ব-পশুবৃদ্ধিকরী ভব। ওঁ যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। তথা ত্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্র শুভায় মে॥"

* বর্দ্ধনী—জলপাত্রবিশেষ, আকার বদনার ন্যায়।

পরে সেই খাতে পঞ্চরত্ন, দধিযুক্ত অক্ষত, শালিধান্য, ষষ্টিক ধান্য, মুগ, গোধূম, সিদ্ধার্থ, তিল ও যব ফেলিয়া শুদ্ধ এবং শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ঐ খাত পূর্ণ করিতে হয়। পরে আচার্য্য বাস্তুমণ্ডলে অর্চ্চিত দেবতাদিগকে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে বিসর্জ্জন করিবেন, যথা—

"ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ।
ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥ ওঁ বাস্তুদেবতাঃ ক্ষমধ্বম্॥"

পরে হোতৃদক্ষিণা অন্তে আচার্য্য ও সদস্যকেও দক্ষিণা দিয়া বাস্তুযাগের দক্ষিণান্ত করিবে। বাক্য যথা—

"ওমদ্যেত্যাদি—কৃতৈতদ্বাস্তুপশমনকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বৌষধিজলে যজমানকে স্নান করাইবে ও স্থপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনবার সূত্র দ্বারা গৃহবেষ্টন করত ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া নৃত্যগীতাদি সহকারে মঠপ্রতিষ্ঠা বা জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিবে।

একাশীতিপদ-বাস্তু

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তু-যাগের নিয়মেই ইহা করিবে। কেবল দেবতার ও মণ্ডলের পার্থক্য মাত্র। একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডল চারিটি শঙ্কুমধ্যে অঙ্কিত করিবে এবং চতুঃষষ্টিপদ-বাস্তুযাগকথিত ঈশাদি দেবতার স্থলে নিম্নকথিত দেবতাগণের অর্চ্চনা, হোম ও পায়সবলি দিবে। ব্রহ্মকুম্ভস্থানে পূর্ব্ববৎ বাসুদেবাদি দেবতার অর্চ্চনাও কর্ত্তব্য।

"শিখ্যাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত" ইত্যাদি নিয়মে কুশ, পুষ্প ও আতপ-তণ্ডুল দ্বারা আবাহন পূর্ব্বক প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্রূপে অর্চ্চনা করিবে।— "ওঁ শিখিনে নমঃ" এই প্রণালীতে 'পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়' (জয়ায়), কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, ভৃশায়, আকাশায়, বায়বে, পূষ্ণে, বিতথায়, গৃহক্ষতায়, যমায়, গন্ধর্ব্বায়, ভৃঙ্গরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যঃ, দৌবারিকায়, সুগ্রীবায়, পুষ্পদন্তায়, বরুণায়, অসুরায়, শোষায়, পাপায়, রোগায়, অহয়ে, মুখ্যায়, ভল্লাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিত্যৈ, দিত্যৈ, আপায় (যমায়), সাবিত্রায়, জয়ায়, রুদ্রায়, অর্য্যম্নে, সবিত্রে, বিবস্বতে, বিবুধাধিপায়, মিত্রায়, রাজযক্ষ্মণে, পৃথ্বীধরায়, আপবৎসায়, ব্রহ্মণে, চরক্যৈ, বিদার্য্যৈ, পূতনায়ৈ, পাপরাক্ষস্যৈ।"

ব্রহ্মঘটে "বাসুদেবায়, লক্ষ্যৈ, বাসুদেবগণেভ্যঃ, পৃথিব্যৈ, হরয়ে, বাস্তুপুরুষায়, চতুর্মুখায়।"

পূজান্তে চতুঃষষ্টিবাস্তুযাগানুসারে অন্যান্য সকল কার্য্য কর্ত্তব্য। উক্ত শিখী প্রভৃতি প্রত্যেকের উদ্দেশে দশটি করিয়া ব্রহ্মার এক শত উড়ুম্বরসমিধ্ ঘৃতাক্ত করিয়া আহুতি দিবে।

জলাশয়-উৎসর্গ

জলাশয় উৎসর্গ করিলে দেহান্তে যমালয়ে কষ্ট পাইতে হয় না। বাপী, কূপ বা পুষ্করিণীর উৎসর্গে উহাব পশ্চিমাংশে যাগমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। ন্যূনপক্ষে কূপপ্রতিষ্ঠায় দশহস্তপরিমাণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঐরূপ দীর্ঘিকাপ্রতিষ্ঠায় দ্বাদশ-হস্তপরিমাণ, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠায় চতুর্দ্দশহস্ত-পরিমাণ, তড়াগে ষোড়শহস্তপরিমাণ মণ্ডপ করিতে হয়। মণ্ডপের অর্দ্ধপরিমাণে মণ্ডপমধ্যে চতুরস্র, চতুর্হস্ত-পরিমাণ, চতুষ্কোণ তিনটি বেদিকা হইবে, তাহা উর্দ্ধে মণ্ডপের অষ্টম ভাগ-পরিমাণে গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি বাস্তুবেদী, দ্বিতীয়টি বরুণবেদী, তৃতীয়টি গ্রহবেদী জানিবে। বর্ত্তমান কালে চক্রাব্জ-মণ্ডলে অঙ্কিত পদ্মমধ্যেই সূর্য্যাদি অঙ্কিত হয় ও তথায় পূজা হইয়া থাকে। মৎস্যপুরাণমতে তড়াগপ্রতিষ্ঠায় চতুর্হস্ত দীর্ঘ বেদিকা হইবে। বেদীতে চারিটি দ্বার ও চারিটি কোণ হইবে, প্রত্যেক দ্বারে ও কোণে ধ্বজ ও পতাকা শোভিত কবিবে। পতাকাবস্ত্র বক্ষ্যমাণ লোকপালের তুল্যবর্ণ হইবে। মণ্ডপদ্বার চতুষ্টয় পূর্ব্বাদিক্রমে অশ্বত্থ, উড়ুম্বর, প্লক্ষ ও বট শাখা দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। যজমান পত্নীর সহিত সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিয়া পুত্র-পৌত্র সমভিব্যাহারে যাগমণ্ডপে মঙ্গলবাদ্যসহযোগে পশ্চিমদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া মণ্ডপমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। জলাশয়োৎসর্গ পূর্ত্তকার্য্য, ইহাতে স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার আছে, কিন্তু বাক্যপাঠ ব্যতীত মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই, ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহা পাঠ্য। এই কার্য্যে পূর্ব্বমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। অধিকন্তু ইহাতে ও বৃষোৎসর্গে সঙ্কল্পান্তে স্বস্তিবাচন কর্ত্তব্য।

যজমান নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে আচমনাদি করত পূর্ব্বাস্য হইয়া তিল, তুলসী, ত্রিপত্র, ফল, পুষ্প ও জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুরন্ত-চতুরর্ণোমহীদানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামো (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে।"

পরে সঙ্কল্পসূক্তাদিপাঠান্তে স্বস্তিবাচন কর্ত্তব্য, যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ মৎসঙ্কল্পিত-জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়োৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য)। "ওঁ পুণ্যাহং" "ওঁ পুণ্যাহং" "ওঁ পুণ্যাহমিত্যাদি।"

তৎপরে যথাযথ বাস্তুযাগের সঙ্কল্প করিবে। অতঃপর "অদ্যেত্যাদি—মৎসঙ্কল্পিত-জলাশয়োৎসর্গ-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"—এইরূপ বাক্যান্তে গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকার অর্চ্চনা, বসুধারাপাত, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত * চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুমণ্ডল, চক্রাব্জমণ্ডল ও গ্রহমণ্ডল অঙ্কন করিবে। (প্রতিষ্ঠাপ্রকরণশেষে দ্রষ্টব্য) অনন্তর বাস্তুবেদীর কলসষট্‌ক ও পুষ্করিণীমণ্ডলের কোণচতুষ্টয়ে চারিটি এবং বেদীর চারিকোণের নীচে চারিটি ও ঈশানকোণে একটি শান্তিকুম্ভ রাখিবে। তৎপরে গুরুবরণ এবং ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য বরণ করিবে। বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি—অস্মিন্ জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়োৎসর্গকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্ত-মহং বৃণে।" এইরূপ বাক্যে সকল বরণ সম্পাদনীয়। (বরণপ্রণালী ব্রত-প্রতিষ্ঠায় দেখ)

তৎপরে শ্বেতসর্ষপ বিকিরণ পূর্ব্বক বিঘ্নবিদূরণ করিতে হয়। তাহার মন্ত্র যথা—

"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ॥
বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা, যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।
সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈর্ম্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥"

* ইহাতে ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়ের পূজা নাই।

বাস্তুযাগান্তে হোতা তত্তন্মন্ত্রপাঠসহকারে পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী শোধন পূর্ব্বক বেদীর উপরিভাগে 'বেত্তা বেদিঃ সমাপ্যতে' ইত্যাদি মন্ত্রে বিতানবন্ধন করত বেদীর পূর্ব্বাংশে ধান্যমন্ত্রে পাতিত ধান্যোপরি ঘটস্থাপন মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে যথাক্রমে গণেশ, সূর্য্য, রুদ্র, কেশব ও দুর্গাকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া ষোড়শার-চক্রাব্জমণ্ডলের পশ্চিমে স্বগৃহোক্ত নিয়মে বহ্নিস্থাপন করিবেন। তৎপরে সাধারণী কুশণ্ডিকার নিয়মে ব্রহ্মস্থাপন হইতে "ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে"—মন্ত্রপাঠ যাবৎ সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া, বরুণমণ্ডলের উত্তরে গ্রহবেদীতে অঙ্কিত অষ্টদলপদ্মমধ্যে বর্ত্তুলাকারে লোহিত-বর্ণ গুড়িকাযোগে সূর্য্য অঙ্কিত করিবে। ফল কথা, এটি অগ্রেই অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে অগ্নিকোণে শুভ্রবর্ণে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চন্দ্র, দক্ষিণে ত্রিকোণাকৃতি লোহিতবর্ণে মঙ্গল, ঈশানকোণে ধনুরাকৃতি পীতবর্ণে বুধ, উত্তরে পদ্মাকৃতি পীতবর্ণে গুরু, পূর্ব্বদিকে চতুষ্কোণাকৃতি শুভ্রবর্ণে শুক্র, পশ্চিমে সর্পাকৃতি কৃষ্ণবর্ণে শনি, নৈর্ঋতকোণে মকরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণে রাহু, বায়ুকোণে তিনটি খড়্গাকৃতি ধূম্রবর্ণে কেতু অঙ্কন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত ধ্যান ও মন্ত্রপাঠসহকারে আবাহন করত সংস্থাপন করিতে হয়। সূর্য্যধ্যান—"ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্। শিবাধিদৈবতং ধ্যায়েদ্ বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্।" ধ্যানান্তে কুশ, পুষ্প ও শুক্লতণ্ডুল হাতে লইয়া আবাহন করিবে। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ।" ইত্যাদি প্রকারে নবগ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতাগণের আবাহন কর্ত্তব্য। কেবল "সূর্য্য ইহাগচ্ছ" স্থানে যে দেবতা, সূর্য্যস্থানে সেই দেবতার নাম উল্লেখ্য। সূর্য্যের অধিদেবতা শিব, প্রত্যধিদেবতা বহ্নি। 'আকৃষ্ণেন রজসা' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন।

অগ্নিকোণে—সোমধ্যান—"সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধি-দৈবতম্। জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্তমাহ্বয়েৎ সদা॥" (সামবেদী 'আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি, যজুর্ব্বেদী "ইমং দেবা অসপত্নং" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা উমা, প্রত্যধিদেবতা অপ্।)

দক্ষিণে—মঙ্গলধ্যান—"আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্ত-মাল্য-বসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্। দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়-গদাকরম্। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং

ক্ষিতিপ্রত্যধি-দৈবতম্।" "ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা স্কন্দ, প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী।

ঈশানে—বুধধ্যান—"মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্। বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম-গদা-বরদ-খড়্গিনম্। সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্।" পূর্ব্ববৎ যজুর্ব্বেদীয় "ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি," সামবেদীয় 'অগ্নেবিবস্বদু' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু।

উত্তরে—বৃহস্পতির ধ্যান—'ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্। দক্ষোর্দ্ধাধোঽক্ষ-বরদ-করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবতং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্।" (যজুর্ব্বেদীয় "ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্য্যঃ" ইত্যাদি, সামবেদীয় 'বৃহস্পতে পরিদীয়া' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্র।)

পূর্ব্বে—শুক্রধ্যান—"ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্। পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্। সদাক্ষ-বর-করকা-দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শক্রাধিদৈবতং ধ্যাত্বা শচীপ্রত্যধিদৈবতম্।" যজুর্ব্বেদীয় "ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসম্" ইত্যাদি, সামবেদীয় 'শুক্রন্তে অন্যদ্' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যধিদেবতা শচী।

পশ্চিমে—শনির ধ্যান—"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্। উগ্রবাণধরং শূল-ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতি-প্রত্যধিদৈবতম্।" 'ওঁ শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি।

নৈর্ঋতে—রাহুর ধ্যান,—"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং রৌদ্রং সিংহাসীনং সমাহ্বয়েৎ। চতুর্ব্বাহুং খড়্গাধরং শূলচর্ম্ম-করস্তথা। কালাধিদৈবতং সূর্য্যাস্যং সর্প-প্রত্যধিদৈবতম্।" "ওঁ কয়ান-শ্চিত্র আভুব" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা কাল, প্রত্যধিদেবতা সর্প।

বায়ুকোণে—কেতুর ধ্যান—"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্ বিকৃতাননম্। সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্ম-প্রত্যধিদৈবতম্।" 'ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন, অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত, প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা।

সকল অধিদেবতাই গ্রহের দক্ষিণে ও প্রত্যধিদেবতা বামে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে নবগ্রহের, অধিদেবতার ও প্রত্যধিদেবতার হোমমন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলের দক্ষিণদিকে বিনায়ক, পশ্চিমে দুর্গা, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে আকাশ ও পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বিনায়ক ইহাগচ্ছ' ইত্যাদিরূপে শুক্ল তণ্ডুল হস্তে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে সূর্য্যাদি উদ্দেশ্যে বলি দিতে হয়। যথা—

"এষ গুড়ৌদনবলিঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" এই নিয়মে যথাক্রমে নববিধ দ্রব্যের বলি নবগ্রহকে দান করা কর্ত্তব্য। যথা—

সূর্য্য—গুড়ৌদন; সোম—ঘৃতপায়স; মঙ্গল—যাবক (যাউ) অন্ন, বুধ—দুগ্ধৌদন; গুরু—দধ্যোদন; শনি—কৃষ্ণতিল, তণ্ডুল (খিচুড়ি) ও মাষকলায়-সিদ্ধ, শুক্র—ঘৃতৌদন, রাহু—ছাগমাংস, কেতু—চিত্রৌদন অর্থাৎ হরিদ্রা-রঞ্জিত অন্ন।

অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা ও বিনায়কাদি দেবতাদিগকে ঘৃত-পায়স দান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বলির অসম্ভাব ঘটিলে সকলকেই ঘৃত-পায়সদান ব্যবস্থা।

পরে অপরাপর উপচার ও তিল এবং নারিকেল-লড্ডুকাদি উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা—

"এতানি ভূরি-ভক্ষ্যাণি অধিদৈবত-প্রত্যধিদৈবত-বিনায়ক-পঞ্চসহিতেভ্য আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।"

অতঃপর চক্রাব্জমণ্ডলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে লোকপালগণের স্ব স্ব আশ্রিত দিকে অর্চ্চনা করিবে, যথা,—

"ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইন্দ্র ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহাভিমুখো ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।—এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।"—এই নিয়মে অর্চ্চনা করত ঐ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি ও ঘৃত-পায়স বলি দিয়া জপ ও নমস্কার করিবে।

তৎপরে অন্যান্য দিক্‌পালদিগের অর্চ্চনা করিতে হয়। তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ পূজামন্ত্র যথা—

"ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূম্রকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (অগ্নিমন্ত্র).

ওঁ যমশ্চোৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্ সদা।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (যমমন্ত্র)
ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (নির্ঋতিমন্ত্র)
ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (বরুণমন্ত্র)
ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ।
পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (বায়ুমন্ত্র)
ওঁ গৌরো যস্তু * পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (সোমমন্ত্র)
ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (ঈশানমন্ত্র)
ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তির্হেমবাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ (ব্রহ্মামন্ত্র)
ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" (অনন্তমন্ত্র)

তৎপরে চতুরঙ্গুলি-প্রমাণ রজতময়, দ্বিভুজ, হংসারূঢ়, দক্ষিণহস্তে অভয়দাতা, বামহস্তে সুন্দরাকৃতি নাগপাশ ও সলিলরাশি, নদ, নদী সমুদ্রে পরিবৃত, এইরূপ বরুণপ্রতিমা মণ্ডলমধ্যে তাম্রাধারে রাখিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, "ওঁ বোঁ" বীজে করন্যাস অঙ্গন্যাস পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ প্রশান্ত-বদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্। সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিতম্॥ কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমিব স্থিতম্। লাবণ্যামৃতধারাভি-র্বর্ষয়ন্তমিব প্রজাঃ॥ রাজহংসসমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভম্। পুষ্করাদ্যৈর্ঘনৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥ গৌর্য্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্। নাগৈ-র্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরম্। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং নারায়ণমিবাপরম্॥"

এই প্রকারে বরুণের ধ্যান করিয়া "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ"— "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বরুণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ" ইত্যাদি বলিয়া আবাহনী

* 'গৌরবর্ণঃ পুমান্' ইতি পাঠান্তর।

প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহনাদি করিবে এবং "আং হ্রীং ক্রোং"—ইত্যাদি নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত "এতৎ পাদ্যং ওঁ বৌ বরুণায় নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করত শয্যা, ছত্র, পাদুকা, দর্পণ ও ব্যজন উৎসর্গ করিতে হয়।

অনন্তর স্বর্ণময় কূর্ম্ম ও মকর, রজতময় মৎস্য ও ডুণ্ডুভ, তাম্রময় কর্কট ও ভেক, লৌহময় শুশুক এবং স্বর্ণময় অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনাগ 'বরুণস্যোত্তম্ভনমসি' ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের, নাগাষ্টকের ও কূর্ম্মাদির আবাহন করত পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিবে।

দেবগণ যথা,—ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, কমলা ও অম্বিকা।

নাগাষ্টক যথা,—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ।

কূর্ম্মাদি যথা—কূর্ম্ম, মকব, ডুণ্ডুভ, কর্কট, মণ্ডূক, শিশুমার।

অতঃপর পূর্ব্বরচিত মণ্ডপের কোণচতুষ্টয়ে দধ্যক্ষত-বস্ত্রাদি-সমলঙ্কৃত স্থাপিত চারিটি কুম্ভে সমুদ্রেব আবাহন করিবে। তাহার মন্ত্র যথা—

"ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।"—"ওঁ সমুদ্রেভ্যো নমঃ" এই নিয়মে প্রতি কুম্ভে পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বেদীর ঈশান-কোণস্থ, দধ্যক্ষত-সমলঙ্কৃত, পঞ্চপল্লব- (আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ, উডুম্বর) মুখ, বস্ত্রাবৃত, পঞ্চরত্ন-(সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, রাজপট্ট, প্রবাল) গর্ভ শান্তিকলস ধরিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা —

"ওঁ আজিঘ্র কলশ মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারাঃ পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥"

অনন্তর নদীজল-পূরিত কলস ধরিয়া এই মন্ত্র পড়িবে, যথা—"ওঁ বরুণস্যো-ত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।"

তৎপরে সপ্ত মৃত্তিকা (অশ্বস্থান, গজস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোকুল, রথ্যা) ও সর্ব্বৌষধি কলসমধ্যে দিয়া তীর্থাবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥"

অনন্তর হোম করিবে, যথা—পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে, "ওঁ পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তি-ধারকঃ॥" এই ধ্যানপাঠান্তে বরুণনামা অগ্নির অর্চ্চনা করত চরুপাক

করিবে। প্রথমতঃ চরুপাকার্থ মুষ্টি নির্ব্বপণাদি আবশ্যক। যথা—চমসস্থ জলযোগে প্রোক্ষিত তণ্ডুল "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" মন্ত্রে উদূখলে গ্রহণ পূর্ব্বক মুষলযোগে আঘাত করত বিনা মন্ত্রে আর দুই মুষ্টি তণ্ডুল উদূখলে দিয়া আঘাত করিবে। (যজুর্ব্বেদীরা "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি, ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।" এই মন্ত্রত্রয়ে ক্রমান্বয়ে তণ্ডুলমুষ্টি গ্রহণ, উদূখলে স্থাপন ও প্রক্ষালন করিবে। ঋগ্বেদীয়ের পক্ষে "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি" এই মন্ত্রদ্বয়ে উদূখলে তণ্ডুলদান ও প্রক্ষালন কর্ত্তব্য।) অতঃপর শূর্প দ্বারা বারত্রয় প্রস্ফোটন, শোধনী দ্বারা বারত্রয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাবিধি পবিত্রান্তর্হিত স্থালীমধ্যে বিশুদ্ধ ঘৃত দিয়া দুগ্ধ দ্বারা সাধারণী কুশণ্ডিকার নিয়মে চরুপাক করিবে। তৎপরে স্বগৃহোক্ত নিয়মে সামবেদী প্রপদা ও বিরূপাক্ষজপান্তা কুশণ্ডিকা, যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী আঘারাজ্য-ভাগ শেষ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। যথা—

প্রথমে প্রাদেশ-পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করত ঘৃতাহুতি দ্বারা বরুণ-হোম করিবে, যথা—

"ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানা যন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ১॥ (যজুর্ব্বেদী 'ইদং বরুণায়', ঋগ্বেদী 'বরুণায় ইদং নমম' বলিয়া হুতশেষ রাখিবেন। এইরূপ পরবর্ত্তী হোমেও কর্ত্তব্য) "ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ২॥ ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো, বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥" ৪॥

সামবেদীয়েরা দেবতোদ্দেশ করিবে না।

তৎপরে চরুহোম।—চরুমধ্যে ও মেক্ষণে ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক মেক্ষণযোগে স্থালীমধ্য হইতে চরু লইয়া স্রুকে রাখিয়া পুনর্ব্বার চরুমধ্যে অর্থাৎ স্থালীতে ও স্রুকে ঘৃত দিবে। যতবার চরু লইবে, ততবার এই প্রকার বিধি।

"ওঁ তত্ত্বাযামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।

অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংসমান আয়ুঃ প্রমোষীঃ স্বাহা ৫॥"— সামবেদী ব্যতীত অন্তবেদীরা হোমান্তে "ইদং বরুণায়" বা 'বরুণায় ইদং নমম' বলিয়া হুতশেষ রাখিবে। এই প্রকার সর্ব্বত্র উচ্চার্য্য।

"ওঁ তদিদং নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আবিচষ্টে। শুনঃশেপো-যমহ্বদ্‌গৃভীতঃ সো অস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্তু স্বাহা॥ ৬॥ ওঁ শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্‌গৃভীতস্ত্রিষাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ। অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্ স্বাহা॥ ৭॥ ওঁ অবতে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ। ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি স্বাহা॥ ৮॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা॥ ৯॥ ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবযাসিষীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশু-চানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা॥ ১০॥ ওঁ স ত্বন্নোঽগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃডীকং সুহবো ন এধি স্বাহা। ১১॥ ওঁ ইমং মে বরুণশ্রুধীহব্যমদ্যা চ মৃলয় ত্বামবস্যুরাচকে স্বাহা॥" ১২॥

চরুহোমান্তে স্থালীর ঈশানকোণ হইতে প্রচুর চরু মেক্ষণে লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নিতে ঈশানকোণে (যজুর্ব্বেদীর অগ্নির পশ্চিমে) আহুতি প্রদাতব্য। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যদস্য কর্ম্মণো অত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বি-দ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে॥ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়-শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা॥"

তৎপরে মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া "আকৃষ্ণেন রজসা" প্রভৃতি নয়টি মন্ত্রে নবগ্রহের অর্ক-পলাশাদি যে গ্রহের যে সমিধ্, সেই সমিধ্‌যোগে প্রত্যেকের আটটি করিয়া হোম করিতে হয়। তদনন্তর উদীচ্যকর্ম্ম করিবে। সামবেদীর "অদ্যেত্যাদি—পুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গাঙ্গীভূত-হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং করিষ্যে।" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া "বিধু" নামক বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোমান্তে ঘৃতাক্ত প্রাদেশ-পরিমিত সমিধ্ প্রক্ষেপ করিবে এবং পুনর্ম্মহাব্যাহৃতিহোম, প্রায়শ্চিত্তহোম, নবগ্রহহোম ও ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল-হোম করিবে। তৎপরে জলাঞ্জলিসেক ও দর্ভজুটিকা-হোম করিয়া, "মৃড" নামা বহ্নি স্থাপন ও অর্চ্চনা করত সাধারণী

কুশণ্ডিকা-নিয়মে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে পূর্ণপাত্রদান, অগ্নিবিসর্জন, তিলক-দানাদি যথানিয়মে সম্পাদন করিতে হয়। (যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী যথাশাখোক্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমুদয় করিবেন। ২য় খণ্ড সংস্কার প্রকরণে সামান্ত কুশণ্ডিকা দেখ) পরে পুনঃ স্বস্তিবাচনান্তে "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে উপপ্রযন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা" মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন করত "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিবে।

তৎপরে অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, বট, পলাশবৃক্ষ বা বিল্ব-বৃক্ষ-নির্ম্মিত ১২ অঙ্গুলি-প্রমাণ বা যজমানপ্রমাণ যূপকাষ্ঠ পুষ্করিণীর ঈশানকোণে লইয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পড়িবে। যথা—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।"

অতঃপর জলাশয়-খাতের পাঁচ হস্ত দূরে যূপ প্রোথিত করিবার জন্ম যূপ যে পরিমিত, তাহাব তৃতীয়াংশের একাংশ গর্ত্ত করিবে। পরে সেই গর্ত্তাভ্যন্তরে অঙ্গুলী দ্বারা একটু গর্ত্ত করত নিম্নকথিত মন্ত্রদ্বয়ে ঐ গর্ত্তে দুইবার ঘৃত দিবে, যথা,—

ওঁ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা॥ ১॥ (যজুর্ব্বেদী "ইদং অচ্যুতায় ভৌমায়", ঋগ্বেদী "অচ্যুতায় ভৌমায় ইদং নমম।" আহুতিমাত্রের শেষে হুতশেষ রাখিবেন) এবং "ওঁ অন্তরীক্ষায় ভৌমায় স্বাহা" ॥ ২॥

তৎপরে ঐ গর্ত্তমধ্যে পঞ্চরত্ন, লাজ, দুগ্ধ, দধি, শক্তু, গুড়, মধু ও পিষ্টকাদি দিয়া পরে যূপের অভিমন্ত্রণ কবিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীড়য়স্ব আস্থা গা তে জয়তু জেত্বানি।

পবে যূপসঞ্চালন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতেনু ত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥"

পরে যূপ জলাশয়-অভিমুখীন করিয়া গর্ত্তমধ্যে আরোপণ করিতে হয়। নিম্নকথিত প্রথম মন্ত্রে অভিমুখীন ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আরোপণ করিবে, যথা—

"ওঁ যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যেঽশ্বযূপায় তক্ষতি।"

"যে চার্ব্বতে চার্ব্বতে পচনং সম্ভবন্ত্যতো তেষামভি পূর্ত্তিং ন ইন্বতু॥ ১॥ ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহণঃ॥" ২॥

তৎপরে যূপ দর্শন করিবে। তাহার মন্ত্র যথা—

"ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি। ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি। জাগতেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি।"

অনন্তর "এতৎ পাদ্যং ওঁ যূপায় নমঃ"—ইত্যাদি নিয়মে অর্চ্চনা করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত যূপ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। পরে যজমান পুত্রকলত্রাদি বান্ধববর্গে বেষ্টিত হইয়া অলঙ্কৃতা, সর্ব্বাবয়বযুতা, সবলা ও সবৎসা ধেনুর পুচ্ছদেশ ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে জলাশয়ের পশ্চিমতীরে অবতরণ করিবে। তৎপরে গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ ইদং সলিলং পবিত্রং কুরুষ শুদ্ধঃ পূতোঽমৃতঃ সন্তু নিত্যম্।
তারয়ন্তী সর্ব্বতীর্থাভিষিক্তং লোকালোকং তরতে তীর্য্যতে চ॥"

কাংস্যক্রোড, স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতখুর, লৌহঘণ্টা, তাম্রপৃষ্ঠ ও চামর বস্ত্রে বান্ধিয়া ধেনুর গলায় বন্ধন করিয়া দিলে এবং মাল্য দিলেই অলঙ্কৃতা হয়। গোলাঙ্গুল ধরিয়া ভার্য্যাসহ যজমানের পূর্ব্বাভিমুখে জলাশয় তরণের বিধি আছে। পরে তীরে ঈশানকোণে ঐ গাভীর বৎস বাঁধিয়া রাখিবে। সুতরাং গাভী ঐ ঈশানকোণেই উপস্থিত হইবে।

অনন্তর পূর্ব্বকূলে উপনীতা গাভীর পুচ্ছগলিত সতিলোদক দ্বারা তর্পণাধিকারী ব্যক্তি স্বস্ববেদোক্ত নিয়মে ষট্‌পুরুষের তর্পণ করিবে। বাক্য যথা—সামবেদী "অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিল ধেনুপুচ্ছগলিতোদকং তস্মৈ স্বধা," যজুর্ব্বেদী "অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে ধেনুপুচ্ছগলিত-সতিলোদকং স্বধা" ও ঋগ্‌বেদীয়েরা "অমুকগোত্রং পিতরম্ অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়াম্যেতদ্‌ধেনুপুচ্ছগলিত-সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ" মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অনন্তর,—"ওঁ গতাশ্চাত্রাগমিষ্যন্তি যে কুলে মম বান্ধবাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তজলেন বৈ।" মন্ত্রে একবার তর্পণ কর্ত্তব্য। পরে গোমোচনার্থ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায়কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ। গ্রাহির্জগ্রাহ যদি বৈতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্রমুমুক্তমেনম্।"

গাভী তীরে উঠিলে আচার্য্য-অন্বারব্ধ (যজমান কর দ্বারা আচার্য্যের স্কন্ধ ধরিয়া) যজমান গোপুচ্ছ ধরিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে বৎসসকাশে ঈশানকোণে তীরে ধেনুকে উঠাইবেন। যথা—

"ওঁ আপোঽস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতষঃ পুনন্তু বিশ্বং হি রিপ্রং

প্রবহন্তি দেবীকদিদাভ্যঃ শুচিরাপূত এমি।" পরে ধেনুকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ সূয়বসাদ্ ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম। অদ্ধি তৃণমঘ্নে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী।"

বৎসের জন্ম ধেনু "হিং" শব্দে ডাকিলে যজমান করপুটে গাভী-সকাশে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ। দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায়।" মতান্তরে এই মন্ত্রটি দশাধিক-বার পাঠ্য।

পরে যূপ-সকাশে বসিয়া যজমান এই ধেনু উৎসর্গ পূর্ব্বক আচার্য্যকে দিবে। "ওঁ এতস্যৈ সবৎসায়ৈ সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ ধেনবে নমঃ"—এই নিয়মে অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যে উৎসর্গ করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি—জলপূর্ণ পুষ্করিণীজলাশয়োৎসর্গ কর্ম্মাঙ্গভূত-কৃতৈতৎ-সকল-গুরু-কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিমাং সবৎস-সবস্ত্রালঙ্কৃত-ধেনুমর্চ্চিতাং রুদ্রদেবতাকাং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

এখানে গুরু শব্দে আচার্য্য বোদ্ধব্য। পরে আচার্য্য "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গাভীটি লইবেন।

অনন্তর যজমান ও আচার্য্য পুষ্করিণীর পশ্চিমকূলে যাইবেন, আচার্য্য জলাশয়ে সুবর্ণাদি-নির্ম্মিত কূর্ম্ম-মকরাদি ফেলিয়া দিবেন। এই সময়ে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি করা বিধেয়। তদনন্তর পূর্ব্বাস্যে যজমান নাগযষ্টির অগ্রে আবদ্ধ বস্ত্র বামকরে ধরিয়া জলাশয় উৎসর্গ করিবে। নাগযষ্টি একবিংশ, বিংশ বা দ্বাদশহস্তপ্রমাণ ও বিল্বকাষ্ঠ, নাগকেশর, চম্পক, যজ্ঞোডুম্বর, বকুল বা পুন্নাগকাষ্ঠে নির্ম্মাণ করিতে হয়। "ওঁ এতস্মৈ জলপূর্ণ-পুষ্করিণীজলাশয়ায় নমঃ"—এই প্রকারে বারত্রয় জলের প্রক্ষেপ দিয়া অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ।" (কুশতিল-জলাদি-গ্রহণপূর্ব্বক)—"বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুরন্ত-চতুর্বর্ণোমহীদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) ইমং জলপূর্ণপুষ্করিণী-জলাশয়ং বরুণদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।" এই বাক্যে

উৎসর্গ করিবে তৎপরে জলাশয়ে নেত্রপাত পূর্ব্বক পাঠ করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ দেব-পিতৃ-মনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্। ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎকৃষ্টং ময়ৈতজ্জল-মুর্জ্জিতম্। রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥ সামান্যং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্। রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥ যাবদ্বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্চ শশি-ভাস্করৌ। তাবৎ স্থিরতরা কীর্ত্তির্দীয়েয়ং ভবিষ্যতি॥ মৎ-পূর্ব্বে সপ্তবংশ্যাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ। মাতুঃ পিতুশ্চ ভার্য্যাণাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ॥ ভৃত্যবর্গাশ্চ যে কেচিদ্ যে চান্যে স্বর্গতা জনাঃ। সর্ব্বে তে সুখিনঃ সন্তু ময়া দত্তজলেন বৈ॥ যেঽত্র কেচিৎ বিপদ্যন্তে স্বকর্ম্মফলভোজনাঃ। তেষাং দোষৈর্ন লিপ্যেঽহং স্বয়ং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্।" পুস্তকান্তরে লিখিত—"ওঁ কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তড়াগে নিবসন্তু মে।" ইহা পাঠ্য।

অনন্তর আচমনান্তে দধিদুগ্ধাদি দ্বারা গোপূজা করিয়া "এষা গৌ রুদ্রদেব-তাকা তুভ্যমাচার্য্যায় প্রদত্তা" মন্ত্রে আচার্য্য-হস্তে দিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—দক্ষিণা অর্চ্চনাদি করত "অদ্যেত্যাদি—জলপূর্ণপুষ্করিণীজলা-শয়োৎসর্গকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

"ওঁ আপো হি ষ্ঠা" হইতে "জনয়থা চ নঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্ব্বক পঞ্চ-গব্য ও তীর্থজল জলাশয়ে ফেলিয়া শান্তিকুম্ভের জলও নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ জলাশয়ের জল গোব্রাহ্মণকে পান করাইতে হয়। পরে গুরু বা পুরো-হিত আটটি আমপত্রে অনন্ত, বাসুকি ইত্যাদি অষ্টনাগের নাম পৃথক্ পৃথক্-রূপে লিখিয়া ঐ আটটি আম্রপত্র জলপূরিত কুম্ভমধ্যে দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ বা গায়ত্রীপাঠ সহকারে আলোড়ন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মথ্নামি, ওঁ জাগতেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি, ওঁ ত্রৈষ্ট-ভেন ত্বা ছন্দসা মথ্নামি।" *

তৎপরে উহা দৃষ্টি না করত উহা হইতে একটি আম্রপত্র লইয়া দেখিবে, ঐ

* প্রচলিত পুস্তকসমূহে আলোড়নে উক্ত মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু স্মার্ত্ত-ধৃত জলাশয়োৎ-সর্গতত্ত্বে "নাগানামষ্টনামানি লিখিতানি পৃথক্ পৃথক্। ততঃ কুম্ভে চ নিক্ষিপ্য গায়ত্র্যা চ বিলোড্য বৈ" এই বচনে গায়ত্রী দ্বারা আলোড়ন করিতে বিধি দেখা যায়। স্মার্ত্ত স্বয়ং ব্যাখ্যা-ন াসরে "গায়ত্র্যা গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা ইতি রঘুনাথ-ধৃত-মন্ত্রেণ বা আলোড্য" ইহা বলিয়াছেন।

পত্রে যে নাগের নাম লিখিত থাকে, সেই নাগের নাম করিয়া—পূর্ব্বে প্রোথিত ও পূজিত যষ্টিতে "অমুকনাগ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি নিয়মে আবাহন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিবে ও "অনেন নাগেনাস্য জলাশয়স্য রক্ষা কর্ত্তব্যা" এই কথা যজমান সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করিবে। পরে নিম্নলিখিতদ্রব্যাসংযুক্ত জল দ্বারা নিম্নকথিত মন্ত্রে নাগযষ্টি স্নান করাইবে, যথা—

"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" (গন্ধযুক্ত জলে স্নান করাইবে।)

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ" (তৈলহরিদ্রাযোগে দণ্ড অভ্যঙ্গণ কর্ত্তব্য।)

"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।"—(দূর্ব্বাসলিলে দণ্ড স্নান করাইতে হয়।)

'ওঁ দ্রুপদাদিব' ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তমৃত্তিকাযোগে দণ্ড স্নান করাইবে। মতান্তরে 'ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি' ইত্যাদি মন্ত্রে সহস্রধারাজলে স্নান করাইবে।

"ওঁ মধু বাতা"—(মন্ত্রে পঞ্চামৃতযোগে স্নান করাইতে হয়।)

"ওঁ যাঃ ফলিনী"—(মন্ত্রে ফলোদকে স্নান করাইতে হয়।)

তৎপরে ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, কিঙ্কিণী-যুক্ত পতাকা ঐ নাগদণ্ডের অগ্রদেশে আবদ্ধ করতঃ শক্তিভাবতম্যে লৌহ, তাম্র বা পিত্তলের চক্র ও ত্রিশূল ঐ নাগদণ্ডের মধ্যে বন্ধন করিবে।—বাপীতে দ্বাদশ অঙ্গুল, পুষ্করিণীতে ষোড়শাঙ্গুল, সরোবরে বিংশতি অঙ্গুল এবং সাগরে একহস্তপ্রমাণ চক্র হইবে। * নাগদণ্ড দ্বাদশ, পঞ্চদশ, বিংশতি বা একবিংশতি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি-পরিমিত ও বেণু, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, বিল্ব বা খদির কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক।

"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।" এই মন্ত্রে যষ্টিতে পতাকাবন্ধন করিবে।

পরে "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" মন্ত্রে সালঙ্কার নাগদণ্ডের অর্চ্চনা করিয়া পুরোহিত

---

* এক শত হস্ত খাতকে বাপী কহে, এরূপ দুই শত হস্ত খাত পুষ্করিণী, তিন শত হস্ত খাত সরোবর, তদূর্দ্ধপরিমাণ সাগর নামে অভিহিত।

শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনি সহকারে রৌপ্যময়ী বরুণপ্রতিমা উত্তোলন করিবেন। "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে উপ প্রয়ন্ত মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশূর্ভবা সচা।" এই মন্ত্রে উত্তোলন করিতে হয়।

পরে বারত্রয় প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করত "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র ও "বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে বরুণপ্রতিমা খাত-জলে বিসর্জ্জন করিবে। পরে দূর্ব্বা, গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীর জল ও পঞ্চরত্ন লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঐ খাতজলে ফেলিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যে বামী রোচনে দিবে যে বা সূর্য্যস্য রশ্মিষু। তেষামপ্সু সদস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥ ওঁ ধ্রুবং ধ্রুবেণ মনসা বাচা সোমবান্ যামি অথো ন ইন্দ্র ইদ্বিশো সপত্নাঃ সমনস্করৎ॥ ওঁ যূপব্রস্কা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি। যে চার্ব্বতে পচনং সংভরন্ত্যতো তেষামভি পূর্ত্তিং ন ইন্বতু।"

তৎপরে নাগদণ্ডকে জলাশয়মধ্যে প্রোথিত করিবে। পরে ঐ নাগদণ্ডের দশদিকে জলদেবীগণের অর্চ্চনা করিবে, যথা—পূর্ব্বদিকে—"ওঁ হ্রি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকার অগ্নিকোণে—শ্রিয়ৈ। দক্ষিণে—শচ্যৈ। নৈর্ঋতে—মেধায়ৈ। পশ্চিমে—শ্রদ্ধায়ৈ। বায়ুকোণে—বিদ্যায়ৈ। উত্তরে—লক্ষ্ম্যৈ। ঈশানে—সরস্বত্যৈ। অধঃ—বিদ্যায়ৈ। ঊর্দ্ধে—লক্ষ্ম্যৈ।

পরে তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সূর্য্যাদি অশ্বিনীকুমার যাবৎ দ্বাত্রিংশৎ-সংখ্য দেবতাদিগের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া, "ওঁ বরুণ ক্ষমস্ব" বাক্যে জল দ্বারা বরুণের ও অন্যান্য দেবতার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥" বরুণের প্রতি প্রার্থনা করিবে,—"বরুণ ত্বং হিরণ্য ত্বং প্রণতার্ত্তিবিনাশনঃ। ব্রজস্ব পূজামাদায় পুনরাগমনায় চ॥" অতঃপর শঙ্খ-ভেরী-শব্দে দুগ্ধধারা দ্বারা জলাশয়কে বেষ্টন করিবে।

তৎপরে বাস্তুযাগের বরণদক্ষিণা ও মূলদক্ষিণা করিবে।

অনন্তর উভয় কর্ম্মের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধানার্থ করযোড়ে এই বাক্য ও মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"কৃত এতে মৎসকল্পিতজলপূর্ণজলাশয়প্রতিষ্ঠা-বাস্তুপশমনকর্ম্মণী অচ্ছিদ্রে স্তাম্" "কৃতৈতৎমৎসকল্পিত-জলপূর্ণ-জলাশয়-প্রতিষ্ঠা-বাস্তুপশমনকর্ম্মণোর্যদ্বৈগুণ্যং

জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। পরে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি ও "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য। বাদ্যোদ্যম সহকারে যজমান ও আচার্য্যকে তিনবার জলাশয় প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তৎপরে শক্ত্যনুসারে সহস্র, অষ্টোত্তরশত বা পঞ্চাশৎ, ন্যূনকল্পে বিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

কূপোৎসর্গ

বিহিতকালে সর্ব্বৌষধিজলে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যজমান জলাশয়ের পশ্চিমে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া আচমন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্পাদিতে মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

"ওঁ অদ্যেত্যাদি—চতুরস্ত-চতুরর্ণে-মহীদান-জন্য-ফল সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা কূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে।"

পরে স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ ও স্বস্তিবাচন শেষ করিয়া বাস্তুযাগের সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচন করিবে। পরে আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতৎকূপজলাশয়-প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং বাস্তুপশমনকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থঞ্চ সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা-পূজাবসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্য-সূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

তৎপরে সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠান্তে যথানিয়মে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার অর্চ্চনা, বসুধারা দান, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নিষ্পাদন করিয়া বাস্তুযাগ ও কূপপ্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা ও হোত্রাদির বরণ কর্ত্তব্য।

অনন্তর বাস্তুযাগান্তে হোতা নিম্নোক্তমন্ত্র দ্বারা বিঘ্নাপসারণ করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি। শ্বেতসর্ষপ-বিকিরণ, জলাশয়োৎ-সর্গবিধানে পঞ্চগব্য-শোধন, পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী অভ্যুক্ষণ, পূর্ব্বভাগে ঘটস্থাপন মন্ত্রে পঞ্চ ঘটারোপণ, তাহাতে গণেশ, সূর্য্য, রুদ্র, কেশব, দুর্গা আবাহন পূর্ব্বক পূজা, চক্রাব্জমণ্ডল, গ্রহমণ্ডল ও বাস্তুমণ্ডল অঙ্কন, স্বগৃহোক্ত বিধিতে বহ্নিস্থাপন ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত করিয়া লিখিত অষ্টদলপদ্মমধ্যে সূর্য্যাদি নবগ্রহের স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন, পূজা ও অধিদেবতা-প্রত্যধিদেবতা পূজান্তে মণ্ডলের দক্ষিণাদি দিকে বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের

আবাহন ও পূজা করিবে ও পূজিত গ্রহগণের উদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যে বলিদান করিবে। (জলাশয়োৎসর্গে দ্রষ্টব্য) পরে মণ্ডলমধ্যে পূর্ব্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালের স্থাপন মন্ত্রে স্থাপন, আবাহন ও পূজা করিয়া বরুণের যথাবিধি পূজা করিতে হয়। বরুণপূজান্তে শয্যা, আসন, পাদুকা, ছত্র, দর্পণ, ব্যজন প্রভৃতি বরুণকে উৎসর্গ করিয়া সুবর্ণাদিনির্ম্মিত কূর্ম্মাদি ও অষ্ট নাগ বরুণসমীপে রাখিয়া ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, লক্ষ্মী ও অম্বিকার যথাশক্তি পূজা করিয়া মণ্ডলের অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে কলসচতুষ্টয় স্থাপন, সমুদ্রের আবাহন ও পূজা, শান্তিকুম্ভ স্থাপন ও বরুণোদ্দেশে চরু-পাকান্তে বিরূপাক্ষ জপান্তা কুশণ্ডিকা করিবে। তৎপরে "অগ্নে ত্বং বরুণনামাসি" এই নিয়মে বরুণ নামক বহ্নির অর্চ্চনা করিয়া পুষ্করিণী-উৎসর্গ-লিখিত হোমমন্ত্রে ঘৃত দ্বারা বরুণ-হোম, চরু দ্বারা বরুণ-হোম, স্বিষ্টকৃদ্ধোম, স্বশাখোক্ত প্রায়শ্চিত্ত-হোম ও পূর্ণ-হোম করত ব্রহ্মদক্ষিণান্তে তিলকদান, শান্তিকুম্ভ উত্থাপন ও তজ্জলে শান্তিবিধান কর্ত্তব্য।

পরে বাদ্যধ্বনি সহকারে কূপ-জলাশয়োৎসর্গ করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ জলপূর্ণ-কূপজলাশয়ায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় অর্চ্চনা করত কুশতিলজলাদি লইয়া এই বাক্য পাঠ্য, যথা—

"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুরস্ত্রচতুর্ব্বর্ণো-মহীদান-জন্য-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) * ইমং কূপজলাশয়ং বরুণ-দৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।"

অনন্তর কূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্। ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতজ্জলমূর্জ্জিতম্। রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥" ইত্যাদি

পরে দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎকূপজলাশয়োৎসর্গকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় গুরবেঽহং সম্প্রদদে।"

তৎপরে "আপো হি ষ্ঠা" প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রে জলাশয়ে পঞ্চগব্য, তীর্থজল ও শান্ত্যুদক দিয়া অবিরল দুগ্ধধারা দিবে। ঐ জল গো ও ব্রাহ্মণকে পান করাইবে। অনন্তর আচার্য্য ও যজমান "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে

* কূপখননে-প্রত্যেক জলবিন্দু-সমসংখ্যকশতবর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামপ্রাপ্তি ফল।

বরুণপ্রতিমা উত্থাপন ও "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া 'বরুণস্তোত্তস্তনমসি' ইত্যাদি মন্ত্রে জলাশয়মধ্যে ফেলিয়া দিবে, কূপমধ্যে 'ওঁ যে বামী' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তৃণ, গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীজল, পঞ্চরত্ন (অষ্টনাগ) নিক্ষেপ করিতে হয়। * পরে জলাশয়োৎসর্গে লিখিত জলমাতৃগণকে পূজা করিয়া দুগ্ধধারা দ্বারা জলাশয় বেষ্টন করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশান্তি প্রভৃতি সমাপনান্তে দক্ষিণাদানাদি ব্রাহ্মণভোজনান্ত শেষ করিবে।

সোপান-প্রতিষ্ঠা।

জলাশয়োৎসর্গবৎ সোপানপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। কেবল জলে গো অবতারণ, যূপরোপণ ও যষ্টিরোপণাদি নাই। মণ্ডলে গ্রহ ও দিক্‌পালের পূজা করিয়া আজ্য ও চরু দ্বারা বরুণহোম করিয়া উৎসর্গ করিবে। সঙ্কল্পাদি নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

সঙ্কল্পবাক্য যথা,—"অদ্যেত্যাদি প্রত্যেকেষ্টকা-পরমাণু-সম-সংখ্যক-শত-বর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণোঃ প্রীতিকামো বা) সোপানপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

দানবাক্য।—"অদ্যেত্যাদি প্রত্যেকেষ্টকা-পরমাণু-সমসংখ্যক-শতবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা এতৎসোপানং বরুণদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।"

দানের পর "ওঁ দেব-পিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্" মন্ত্র পাঠ্য। ওঁ ময়ৈতৎ সোপানমূর্জ্জিতম্" পাঠ করিয়া জলাশয়োৎসর্গবিহিত অন্যান্য কর্ম্মান্তে অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশান্তি প্রভৃতি করিবে।

অশ্বত্থাদিবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা

বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা অনন্ত ফললাভ হয়। প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষে যাবৎকাল পত্র, পুষ্প ও ফল থাকে, তাবদ্বর্ষ যাবৎ প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

---

* স্মার্ত্তমতে কূপপ্রতিষ্ঠায় নাগযষ্টিরোপণাদি কর্ত্তব্য নহে। মৎস্যপুরাণাদিতে ধেনুতারণ যূপরোপণ ব্যতীত জলাশয়োৎসর্গবিহিত সকল কার্য্যই কর্ত্তব্য। নাগযষ্টিরোপণ সম্বন্ধে নিষেধ বা বিধি কিছুই পাওয়া যায় না। পরন্তু জলাশয়োৎসর্গমাত্রে বিহিত নাগযষ্টি রোপণ কূপে কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

আজন্মকৃত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কামনা করিয়া বৃক্ষস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রমাণ যথা—

"তত্র যাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। তাবদ্বর্ষাবধি-স্থায়ী স্বর্গলোকে নরো ভবেৎ॥ জন্মপ্রভৃতিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তমভীপ্সতা। বিষ্ণুপ্রীতিকরো যস্মাৎ স্থাপনীয়ো মহীরুহঃ॥"

'অপুত্রস্য চ পুত্রত্বং পাদপা ইহ কুর্ব্বতে।
যত্নেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বথারোপণং কুরু॥'

এই বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, অশ্বথপ্রতিষ্ঠায় সন্তানলাভ হয়। প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষই সন্তানের কার্য্য করিয়া থাকে। বিশেষতঃ "ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ। তে লোকাঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ পাদপানাং প্ররোহণে। অশ্বথমেকং পিচুমর্দ্দমেকং ন্যগ্রোধমেকং দশ পুষ্পজাতীঃ। দ্বে দ্বে তথা দাড়িমমাতুলুঙ্গে পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি।"—ভূমিদানে ও গোদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বৃক্ষরোপণে সেই ফল পাইতে পারে। অশ্বথ, নিম্ব, বট, দশটি পুষ্পজাতীয় বৃক্ষ, দাড়িম, বীজপূরক এই পঞ্চাম্ররোপণকারী নরকে গমন করে না।—অশ্বথপ্রতিষ্ঠায় ঐ সকল বৃক্ষ সহ চারিটি কদলীবৃক্ষ পত্নীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে দেখা যায়। যে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় যে ফললাভ হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

"ধনী চাশ্বথবৃক্ষেণ অশোকঃ শোকনাশনঃ।
প্লক্ষো যজ্ঞপ্রদঃ প্রোক্তো নিম্বশ্চায়ুপ্রদঃ স্মৃতঃ॥
জম্বুকী নাকদা প্রোক্তা ভার্য্যাদা দাড়িমী তথা।
ডুম্বরো রোগনাশায় পলাশো ব্রহ্মদস্তথা।
অর্কপুষ্পারোপকাণাং নিত্যং তুষ্যেদ্দিবাকরঃ।
শ্রীবৃক্ষে শঙ্করো দেবঃ পাটলায়ান্তু পার্ব্বতী।
শিংশপায়ামপ্সরসঃ কুন্দে গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ।
বিভীতকে দাসবৃদ্ধির্বকুলো দাস্তদস্তথা।
অপত্যনাশকস্তালো বকুলঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
বহুভার্য্যা নারিকেলী দ্রাক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥
রতিপ্রদা তথা কোলী কেতকী সর্ব্বনাশিনী।
প্রতিষ্ঠাং তে গমিষ্যন্তি যে নরাঃ প্লক্ষরোপকাঃ॥"

অশ্বত্থে ধনলাভ, অশোকে শোকনাশ, পাকুড়ে যজ্ঞবৃদ্ধি, নিম্বে পরমায়ুর্বৃদ্ধি, জামে স্বর্গবাস, দাড়িমে উত্তম স্ত্রীলাভ, যজ্ঞীয়-উডুম্বরে রোগনাশ, পলাশে ব্রাহ্মণ্যলাভ, অর্কবৃক্ষরোপণে সূর্য্যতৃপ্তি, এইরূপ বিল্ববৃক্ষে মহাদেবের, পাটলাবৃক্ষে পার্ব্বতীদেবীর, শিংশপায় অপ্সরার ও কুন্দে গন্ধর্ব্বের তৃপ্তি ঘটে। বহেড়ায় দাসবৃদ্ধি হয়, বকুলে দাস্য ও তালে সন্তাননাশ হয়; সুতরাং ঐ দুটি রোপণীয় নহে। বকুলে কুলবৃদ্ধি, নারিকেলে বহুভার্য্যা, দ্রাক্ষায় সর্ব্বসৌভাগ্য, কুলবৃক্ষে রতি, প্লক্ষে প্রতিষ্ঠা হয়। কেতকীবৃক্ষ রোপণে সর্ব্বনাশ হয়, সুতরাং তাহা রোপণীয় নহে।

প্রতিষ্ঠাপ্রণালী।—কৃতনিত্যক্রিয় যজমান পবিত্রভাবে আসনে বসিয়া আচমন করিবে। পূর্ব্বদিন অধিবাস না হইলে এই সময়ে করিবে। পরে বৃক্ষসমীপে গমন করত ছায়ামণ্ডপে বসিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে; বাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বাল্য-প্রভৃতি-সঞ্চিত-দুরিত-ধ্বংস-পূর্ব্বক-এতদ্বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ (শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা) অশ্বত্থবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

অন্যবৃক্ষ হইলে অশ্বত্থবৃক্ষ স্থলে তন্নাম উচ্চার্য্য। পরে স্বশাখোক্ত সূক্ত-পাঠান্তে ঘটে বা শালগ্রামে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। পুরুষ কর্ত্তৃক বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য হইলে ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারাসম্পাতন, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করত ব্রাহ্মণদিগকে নিম্নোক্ত বাক্যে বরণ করিবে, যথা—

"অদ্যেত্যাদি—মৎসঙ্কল্পিতাশ্বত্থবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূত-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায়"—ইত্যাদি। এইরূপে হোতা, আচার্য্য প্রভৃতিকেও বরণ করিবে। সমর্থস্থলে সদস্যবরণও কর্ত্তব্য।

অনন্তর হোতা যজমানের বেদোক্ত ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধানে পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বেদী শোধন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিবেন। ঘটস্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি দেবগণকে গন্ধপুষ্পাদি দিয়া "ওঁ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ। (এই নিয়মে)—অষ্টবসুভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, সাধ্যগণেভ্যঃ, বিশ্বেভ্যো দেবগণেভ্যঃ, অশ্বিনীকুমারাভ্যাং, আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদি-লোকপালেভ্যঃ, ঋষি-গণেভ্যঃ" ইঁহাদিগকে পাদ্যাদিযোগে অর্চ্চনা করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধানে বিষ্ণুপ্রতিমা স্নান করাইয়া নিম্নকথিত ধ্যানে বিষ্ণুপূজা করিবে, যথা—

"ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণং বনমালিনম্। কিরীটকুণ্ডলধরং কনকাঙ্গদ-ভূষণম্॥ প্রসন্নং কৌস্তুভধরং হরিণং পীতবাসসম্। লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তং ভক্তি-গম্যং পরাৎপরম্॥ নারায়ণং জগদ্ধেতুং ব্রহ্মাদিভিরপারগম্। ধ্যানাতীতং গুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে॥"

ধ্যানান্তে নিজমস্তকে ফুল দিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে এবং অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা করিবে,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" (এই নিয়মে)—"প্রকৃত্যৈ। কূর্ম্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। শ্বেতদ্বীপায়। রত্নমণ্ডপায়। কল্পবৃক্ষায়। রত্নসিংহাসনায়।" (অগ্ন্যাদিকোণে)—"ধর্ম্মায়। জ্ঞানায়। বৈরাগ্যায়। ঐশ্বর্য্যায়।" (পূর্ব্বাদি-দিকে)—"ঐং অধর্ম্মায়। অজ্ঞানায়। অবৈরাগ্যায়। অনৈশ্বর্য্যায়।" (মধ্যে)—"শেষায়। পদ্মায়। অং অর্কমণ্ডলায়। উং সোমমণ্ডলায়। মং বহ্নিমণ্ডলায়। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।" (অষ্টদিকে)—"ওঁ বিমলায়ৈ। উৎকর্ষিণ্যৈ। জ্ঞানায়ৈ। ক্রিয়ায়ৈ। যোগায়ৈ। প্রহ্ব্যৈ। সত্যায়ৈ। ঈশানায়ৈ। অনুগ্রহায়ৈ।" "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।"

পরে পুনর্ধ্যান ও আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে জপসমর্পণ পূর্ব্বক লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবাহন ও পূজা করিবে।

পরে প্রতিষ্ঠাতত্ত্বোক্ত স্বশাখা-বিহিত নিয়মে অগ্নিস্থাপন, ব্রহ্মস্থাপন, চরু-শ্রপণ ও সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা করিয়া চরুহোম-মন্ত্রে বিষ্ণুপ্রভৃতির হোম, দিক্‌পাল-হোম, নবগ্রহ-হোম, পুনশ্চ ঘৃত দ্বারা প্রতিষ্ঠাতত্ত্বোক্ত নিয়মে বিষ্ণু-হোম প্রভৃতি অন্তে তিলহোম শেষ করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম প্রভৃতি সমাপনান্তে পূর্ণহোম করিবে। অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া তিলক-দানান্ত কর্ম্ম শেষ করিবে।

তৎপরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা তত্তন্মন্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষ স্নান করাইয়া, শুদ্ধোদকে "সহস্রশীর্ষাঃ"—মন্ত্রে স্নান করাইয়া ধৌত বসন দ্বারা বৃক্ষ আবরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষ আরোপণ করিয়া "অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করত ঘণ্টা-বিতান-মাল্যাদিতে বৃক্ষ শোভিত করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ বৃক্ষরূপিন্ জগন্নাথ সর্ব্বকামফলপ্রদ। নমস্তে কমলাকান্ত ঈপ্সিতার্থক

দেহি মে ॥ ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ বৃক্ষরূপী হরিঃ স্মৃতঃ। যমলোকভয়ং ত্রাত্বা ক্রিয়তে তব রোপণম্ ॥ আধারঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্দ্ধকঃ। ত্বমীশঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মরূপ নমোঽস্তু তে ॥ দর্শনান্নশ্যতে পাপং লক্ষ্মীর্ভবতি স্পর্শনাৎ। বর্দ্ধতে কীর্ত্তনাদায়ুঃ সদাশ্বত্থ নমোঽস্তু তে ॥"

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ" বলিয়া বারত্রয় সংপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্য ওঁ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ।" কুশ-তিল-জল লইয়া "অদ্যেত্যাদি—বাল্য-প্রভৃতি-সন্তৃতদুরিত-ধ্বংসপূর্ব্বক-এতদ্-বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসমসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকস্থিতিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামো বা) ইমমশ্বত্থবৃক্ষং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং বিষ্ণুদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহ-মুৎসৃজে।"

তরুমূলে জল দিয়া "ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ। বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্য-বৃক্ষ নমোঽস্তু তে। ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম বৃক্ষরূপ জনার্দ্দন। সংসারসাগরে-ভ্যশ্চ পুত্রবত্তারয়িষ্যসি। ওঁ প্রতিষ্ঠিতোঽসি বৃক্ষেশ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। পতাকাপুষ্পধূপাদ্যৈ রক্ষ মাং সর্ব্বতোঽনঘ ॥"

পরে দক্ষিণান্ত করিবে, বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ-সর্ব্বভূতো-দ্দেশ্যকাশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।"

অনন্তর বৃক্ষের ঈশান বা বায়ুকোণে বস্ত্রাচ্ছাদিত ধ্বজারোপণ পূর্ব্বক 'ওঁ ধ্বজায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া "অদ্যেত্যাদি—মহাপাতকাদি-বহুপাপক্ষয়-কামোঽস্মিন্ অশ্বত্থবৃক্ষে ইমং ধ্বজং বিষ্ণুদৈবতং বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চ্চিতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বাক্যে উৎসর্গ করত করপুটে বৃক্ষকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ এষ বিষ্ণুরবিন্দং বৈ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ। রুদ্রো মহেন্দ্রো বরুণ আকাশং পৃথিবী জলম্। বায়ুঃ শশাঙ্কঃ পর্জ্জন্যো ধনাধ্যক্ষো বিভাবসুঃ। ধ্বজস্য রোপণে নিত্যং প্রীয়ন্তাং সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

পরে আচারানুসারে পিষ্টপ্রদীপাদি দিয়া নমস্কার করিবে এবং অচ্ছিদ্রা-বধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া দেবতা বিসর্জ্জন করিবে, যথা—

"ওঁ যান্ত দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥"

পরে ঘটাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" মন্ত্রে শান্তিদান করিবে।

(মতান্তরে) অশ্বত্থাদিবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা।

অশ্বত্থবৃক্ষের বামভাগে কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া রজত-সোম-প্রতিমা, রজত-বনস্পতি, রজত-কদলীবৃক্ষ ও সুবর্ণময়ী রোহিণী-প্রতিমা মণ্ডপে স্থাপন করিবে। যজমান স্বস্তিবাচন করিয়া অধিবাস করিবে। সঙ্কল্প যথা— "অদ্যেত্যাদি—শ্বঃ-কর্ত্তব্যাশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাঙ্গভূতং গণপত্যাদিদেবতাপূর্ব্বকমশ্বত্থবৃক্ষস্য কদলীবৃক্ষস্য চ শুভগন্ধাদ্যধিবাসনমহং করিষ্যে।" পরে পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধিত করিয়া তদ্দ্বারা বেদী শোধন করিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাষভক্তবলি দাতব্য। যথা—উত্তরমণ্ডলে "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ডাকিনী-ভূচরী-খেচরী পাতালবাসিনী কুষ্মাণ্ড পঞ্চবিংশতি-ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ।" দক্ষিণমণ্ডলে 'এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতক্রূরাদিভ্যো নমঃ।' পরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া ঘটস্থাপন পূর্ব্বক গণেশাদি দেবতা, ব্রহ্মা, একাদশ রুদ্র, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবকে পূজা করিয়া পঞ্চগব্যে, সর্ব্বৌষধিজলে, পিষ্টাতকে বৃক্ষগুলি অভ্যুক্ষণ করিয়া বৃক্ষস্থিত রাজত সোম ও কদলীস্থিত সুবর্ণ-রোহিণী-প্রতিমাকে স্নান করাইবে। মৎস্যপুরাণমতে বৃক্ষগুলিকে মাল্য-বস্ত্র ও সুবর্ণ-সূচীবিদ্ধ-পত্রে সুবর্ণকুণ্ডল ও স্বর্ণশলাকাযোগে অঞ্জন প্রদান করত সুবর্ণ-নির্ম্মিত আটটি বা সাতটি ফল বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া অধিবাস করিতে হয়। পরে 'আপ্যায়স্ব' ইত্যাদি মন্ত্রে বৃক্ষাধিষ্ঠাতা সোমের ও কদলীবৃক্ষস্থ রোহিণীর পূজা পূর্ব্বক অধিবাস (অধিবাস-প্রণালীতে) করিবে। পরে সূত্র দ্বারা বৃক্ষ বেষ্টন করিয়া রাখিবে। পরদিন যজমান কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া স্বস্তিবাচনাদি অন্তে সঙ্কল্প করিবে। যথা— 'অদ্যেত্যাদি মন্বন্তরাধিকরণক-স্বর্গবাসকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।' সঙ্কল্প করিয়া বরণ প্রভৃতি অন্তে হোতা পঞ্চগব্যে বেদী-শোধন, ভূতাপসারণ, বিতান-বন্ধন, ঘটস্থাপন, শান্তিকুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করত ব্রহ্মোপবেশনান্ত কর্ম্ম করিবেন। পরে গণেশাদি দেবতা, দ্বাদশাদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল ও ঋষিগণকে আবাহন পূর্ব্বক ঘটে

পূজা করিবে। পরে অশ্বত্থবৃক্ষ, রক্তচন্দন-বনস্পতি, রক্ত-সোম, কদলীবৃক্ষ ও কাঞ্চন রোহিণীকে স্নান করাইবে। যথা—তৈলহরিদ্রা, সুগন্ধিজল, 'সর্বৌষধি' জল ও নানা তীর্থজলে 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়ে ও 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া, পঞ্চামৃতে, 'যাঃ ফলিনীঃ' ফলোদকে, গন্ধদ্বারাম্—গন্ধোদকে, শ্রীশ্চ তে—পুষ্পোদকে, যা ওষধীঃ—সর্বৌষধিজলে, ভদ্রং কর্ণেভিঃ—ইত্যাদি শুদ্ধবতীসূক্তে, পুরুষসূক্তে, সহস্রশীর্ষা—সহস্রধারায়, গঙ্গাদ্যাঃ—তীর্থজলে, সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ—ইত্যাদি, ওঁ আত্রেয়ী-ভারতী ইত্যাদি, গায়ত্রী—পঞ্চমৃত্তিকায়, "ওঁ অনন্তাদিমহানাগা দানবা রাক্ষসাশ্চ যে। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।" মন্ত্রে স্নানান্তে কদলীবৃক্ষে অলক্তক, সিন্দূর, রক্তসূত্র প্রভৃতি বাঁধিয়া অশ্বত্থবৃক্ষকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে। পরে ব্রহ্মোপবেশনের পরবর্ত্তী কার্য্যসমুদায় করিবে, তন্মধ্যে সামান্য কুশণ্ডিকানুসারে অন্যান্য কার্য্য কর্ত্তব্য। বিশেষ এই যে, চরুশ্রপণ করিতে হয়। চরুশ্রপণে নিম্নোক্তদেবতার মুষ্টিনির্ব্বপণাদি কর্ত্তব্য, যথা—"সোমায় জুষ্টং নির্ব্বপামি, এবং রোহিণ্যৈ, বনস্পতয়ে, নবগ্রহেভ্যঃ, দিক্‌পালেভ্যঃ, অগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, অন্তরীক্ষায়, দ্যৌঃ।"

অমন্ত্রক প্রস্তৃতিদ্বয় গ্রহণান্তে যথাবিধি চরুশ্রপণ করিবে। পরে বিরূপাক্ষজপান্তে প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে সাহসনামকরণ ও বহ্নিপূজাপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। পরে ঘৃতাহুতি দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষের দশসংস্কার করিবে। যথা—"ওঁ বলায় স্বাহা, এবং অতিবলায়, তোয়ায়, বুদ্বুদায়, কবচায়, প্রজাপতয়ে, আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য গর্ভাধানকর্ম্মাঽস্তু। ওঁ ঋষয়ে স্বাহা, প্রাচ্যায়, সূর্য্যতেজসে, কর্ষণে আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য পুংসবনকর্ম্মাঽস্তু। ওঁ গন্ধর্বেষ্টায় স্বাহা, ত্রৈবর্ষায়, পুলস্তিনে, জাতবেদসে, ওষধয়ে, ধর্ম্মায় আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য সীমন্তোন্নয়নকর্ম্মাঽস্তু। ওঁ সূর্য্যমণ্ডলায় স্বাহা, ব্রহ্মবর্চ্চসে, তেজস্বিনে, পদ্মাসনায়, ঋষিভ্যঃ, মাঠরায় আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্যজাতকর্ম্মাঽস্তু, ওঁ ধাত্রে স্বাহা, পিঙ্গলায়, সোমায়, ধূম্রায়, অধূম্রায়, দীর্ঘাঙ্গায় আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য নামকরণকর্ম্মাঽস্তু। ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায়, সমানায়, উদানায়, ব্যানায় আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য অন্নপ্রাশনকর্ম্মাঽস্তু। ওঁ অধিপতয়ে স্বাহা, নৃপতয়ে, চক্ষুষে, লোহিতায়, আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য চূড়াকরণমস্তু। ওঁ কালায় স্বাহা, ধাত্রে, কিন্নিরেভ্যঃ, ভবে, অদ্ভ্যঃ, যজ্ঞাধিপতয়ে আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্য উপনয়নকর্ম্মাঽস্তু।" 'ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি' মন্ত্রে বৃক্ষে

যজ্ঞোপবীতগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবে। "ওঁ শূদ্রায় স্বাহা, অতিশূদ্রায়, শর্ব্বণে, ব্রহ্মণে, প্রজাপতয়ে আভিরাহুতিভিরশ্বত্থস্ত বিবাহোঽস্তু।" পরে রোহিণীমূর্ত্তি মস্তকে লইয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত কদলীবৃক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক বৃক্ষস্থ রজতসোমের সহিত বিবাহ দিবে, বাক্য যথা—'অদ্যেত্যাদি যথানামগোত্রায় যথাপ্রবরায় অশ্বত্থরূপিণে সোমায় বরায় এনাং কন্যাং কদলীরূপিণীং রোহিণীমলঙ্কৃতামহং সম্প্রদদে।' পরে দক্ষিণান্ত করিয়া মণ্ডলমধ্যে সোম ও রোহিণীমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবে। যথা—প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। "ওঁ মুক্তাহার-মৃণালসূত্র-সদৃশং চন্দ্রপ্রভা-নির্ম্মলং, কালিন্দীসলিলোদ্ভবং সুরগণৈরভ্যর্চ্চ্যমানং সদা। পীযূষার্থমুপাসিতং সুরগণৈরাত্রেয়গোত্রং শুভম্, পূজার্থঞ্চ সদাহ্বয়ামি পরমং ধ্যানৈকনিষ্ঠং বিধুম্॥ দিব্যশঙ্খতুষারাভম্ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভো-র্মুকুটভূষণম্।" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপনান্তে আধারশক্ত্যাদিপীঠ-পূজা করিয়া পুনর্ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ সোমায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। ঐরূপ রোহিণীকে পূজা করিয়া চরুহোম করিবে। মন্ত্র যথা—'ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে' ইত্যাদি। 'ওঁ বনস্পতে বিড়্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ। সুবীরোগোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীড়য়স্ব আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।' মন্ত্রে বনস্পতি-হোম করিয়া "ওঁ রোহিণ্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে রোহিণীর যথাশক্তি হোম করিবে। চরু দ্বারা মহাব্যাহৃতি-হোম, অগ্নিমীলে ইত্যাদি বেদাদিমন্ত্র-চতুষ্টয়ে হোম, নবগ্রহ-হোম ও দিক্‌পাল-হোমান্তে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ওঁ দ্যৌঃ স্বাহা, ওঁ মহা-রাজায় স্বাহা, ওঁ সোমং রাজানং ইত্যাদি স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এইরূপে চরু হোম সমাপ্ত করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করত অবশিষ্ট চরু ইন্দ্রাদিকে বলি দিয়া, আজ্যহোম করিবে। যথা—সঙ্কল্প পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত পলাশসমিধ্ দ্বারা "ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে" ইত্যাদি মন্ত্রে সোমহোম করিয়া "ওঁ বনস্পতয়ে স্বাহা, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি স্বাহা, ওঁ বাসুদেবায় স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুঃ ইত্যাদি স্বাহা, ওঁ অশ্বত্থায় স্বাহা, ওঁ রোহিণ্যৈ স্বাহা।" পরে পুনশ্চ নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের আজ্যহোমান্তে তিলহোম কর্ত্তব্য, যথা—"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি স্বাহা, "ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পিল্য-বাসিনীং স্বাহা।" তিলহোমান্তে শাট্যায়ন-হোম, মহাব্যাহৃতিহোম ও

উদীচ্যকর্ম্ম করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। পরে তিলকদানান্তে বৃক্ষোৎসর্গ করিবে। যথা—

বামহস্তে বস্ত্রাচ্ছাদিত, সুবর্ণফল ও পত্রান্বিত বৃক্ষকে ধরিয়া অর্চ্চনা করিবে, "ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-রজতপত্র-সুবর্ণফলান্বিতাশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ, এতদধিপতয়ে দেবায় বনস্পতয়ে সোমায় নমঃ, এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ।' পরে উৎসর্গবাক্য পড়িবে,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎস্য-পুরাণাদ্যুক্ত-বৃক্ষারোপণ-জন্য-সম্যক্-ফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা গরুড়াদিনানাপক্ষিগণ-ব্রাহ্মণাদি-সর্ব্ববর্ণ-গোমহিষাদি-সর্ব্বজন্তূনাং নীড়াদিনিবেশ-সুশীতলচ্ছায়া-বিশ্রামাদি-সর্ব্বকামোপযুক্তমিমমশ্বত্থবৃক্ষং রজতপত্র-সুবর্ণফল-সহিতং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং সোমদৈবতমহমুৎসৃজে।" পরে দক্ষিণাবাক্য পাঠ কর্ত্তব্য। যথা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসর্ব্বসত্ত্ব-সম্প্রদানকাশ্বত্থবৃক্ষোৎসর্গকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।" পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পড়িবে—"ওঁ যে কে চ গুরবো লোকা যে চাকাশ-বিহারিণঃ। তে সর্ব্বে প্রতিমোদন্তু বৃক্ষেঽস্মিন্নতিহর্ষিতাঃ॥ দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ সরীসৃপাঃ। কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা রাক্ষসাঃ সিদ্ধচারিণঃ। গন্ধর্ব্বাঃ স্থানকামা যে যে চ লীলাবিহারিণঃ। তেষামেব হিতার্থায় স্থাপিতো-ঽয়ং ময়া তরুঃ॥ অত্র যদ্বিহিতং কর্ম্ম পরিপূর্ণং তদস্তু মে। যে কেচন বিপ-দ্যন্তে স্বকর্ম্মফলভোজনাঃ। তেষাং দোষৈর্ন লিপ্যেঽহং সুখং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্।" প্রার্থনান্তে ধ্বজদণ্ড উৎসর্গ করিবে, যথা—বস্ত্রাচ্ছাদিত ধ্বজ বামহস্তে ধরিয়া অর্চ্চনা কর্ত্তব্য—'ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-বংশধ্বজায় নমঃ' তিনবার অর্চ্চনা করিয়া 'এতৎসম্প্রদানায় ওঁ সোমায় নমঃ', 'এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।' উৎসর্গবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইমং সবস্ত্রধ্বজং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং বাসুদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" পরে দক্ষিণাবাক্য পাঠ্য, যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈ-তদ্বংশধ্বজদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা তন্মূল্যং বাসুদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" অতঃপর ধ্বজদণ্ডগলিত জলে ষট্‌পুরুষের তর্পণ করিবে, যথা—সামবেদী—"অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতদ্বৃক্ষলম্বিত-পতাকা-গলিতসতিলোদকং তস্মৈ স্বধা" মন্ত্রে, যজুর্ব্বেদী—"অমুকগোত্র পিতর-মুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে বৃক্ষলম্বিত-পতাকাগলিত-সতিলোদকং স্বধা।" ঋগ্-বেদী "অমুকগোত্রং পিতরমমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়াম্যেতদ্বৃক্ষলম্বিতপতাকা-গলিত-সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ।" এইরূপ বারত্রয় তর্পণ করিয়া

পিতামহাদিরও তর্পণ করিবে। পরে'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে'ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন করিয়া তজ্জলে 'সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের অভিষেক করিতে হয়। পরে বিষ্ণুপ্রীত্যুদ্দেশে নিম্নপ্রমাণোক্ত দ্বাদশ দান করিবে, যথা—"আসনং বস্ত্রমামায়ং তাম্বূলং দীপকাঞ্চনে। রজতং ছত্রকলসৌ গন্ধমাল্যে চ পাদুকে। দ্বাদশৈতানি দানানি সর্ব্বকর্ম্মসু কারয়েৎ।" পরে আচার্য্যাদিদক্ষিণা দান করিয়া দেবতা বিসর্জ্জন করিবে—"ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ।" অতঃপর অশ্বত্থবৃক্ষকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিবে, যথা—"ওঁ অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ। যদ্দর্শনাদ্ভবেদায়ুঃ স্পৃষ্ট্বা লক্ষ্মী-র্বিবর্দ্ধয়েৎ। চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্। শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানম-শ্বত্থ শময়াশু মে।" এই প্রতিষ্ঠায় বিষ্ণু ও লক্ষ্মীপূজার বিধি দেখা যায়।

রথ-প্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা নিত্যক্রিয়ান্তে নিম্নোক্ত প্রকারে পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠাদি অন্তে সঙ্কল্প করিবে।

পুণ্যাহাদিবাচন।—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু",এবং "ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি।

সঙ্কল্পবাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া-য়াস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতৎকাষ্ঠাদিময়-রথ-পরমাণু-সম-সংখ্যক-বর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন-স্বর্গলোক-মহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা কাষ্ঠাদি-ময় বিষ্ণুরথ-প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ করিবে। অতঃপর পুরুষকর্ত্তব্য স্থলে গৌর্য্যাদিমাতৃকা-পূজা ও শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসোর্ধারাসম্পাতনায়ুষ্য-সূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।"

পরে সঙ্কল্পিত গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজাদি অন্তে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাদি বরণ কর্ত্তব্য। বরণবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-কাষ্ঠাদিময়-বিষ্ণুরথ-প্রতিষ্ঠাজহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়, এবং বিষ্ণুরথপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মণি হৌত্রাদি কর্ম্মকরণায়, আচার্য্যকর্ম্মকরণায়, সদস্তকর্ম্মকরণায়" ইত্যাদি

যথাযথ প্রযোজ্য। অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধানে বিঘ্নাপসারণ, পঞ্চগব্য শোধন, বেদী শোধন, বিতান বন্ধন, ঘটস্থাপন, গণেশাদিপূজা, বিষ্ণু-প্রতিমা স্নান, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীপূজা করিয়া বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি চরুশ্রপণ, ভূমিজপাদি বিরূপাক্ষ জপান্ত চরুহোম, আজ্যহোম, সমিধ্-হোম ও তিলহোম করিবে। পরে 'ওঁ ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রীয়তাম্' বলিয়া রথসমীপে গমন করত মাল্য, ধ্বজ, পতাকাদি দ্বারা রথ সুসজ্জিত করত গরুড়ের বন্দনা করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ যো বিশ্বপ্রাণহেতুস্তনুরপি চ হরের্যানকেতুস্বরূপো যং সংস্মৃত্যৈব মোহাৎ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ত্তাঃ পতন্তি। চঞ্চচ্চণ্ডোরু-তুণ্ড-ত্রুটিত-ফণি-বসা-রক্ত-ধারাঙ্কিতাস্যং বন্দে ছন্দোময়ং তং খগপতিমমলং স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্॥" বন্দনান্তে শঙ্খ-তূর্য্যধ্বনিসহকারে রথের উপরিভাগে ধ্বজারোপণ করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে শান্তিকুম্ভজল রথে ছিটা দিবে। অনন্তর বিষ্ণুমূর্ত্তিকে রথসমীপে আনয়ন করিয়া রথের উপরিভাগে মাষভক্ত বলি দিবে। মন্ত্র যথা—

"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ দেবদৈত্য-ভূতাদিভ্যো নমঃ।"

প্রার্থনামন্ত্র যথা—

"ওঁ বলিং গৃহ্লন্তু যে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা।
মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগাস্তথা॥
অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থাশ্চৈব দেবতাঃ।
দিক্‌পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনাশকাঃ॥
জগতঃ স্বস্তি কুর্ব্বাণা দিব্যা মহর্ষয়স্তথা।
অবিঘ্নমাচরন্ত্বেতে মা সন্তু পরিপন্থিনঃ।
সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা ভূতগণাস্তথা॥"

পরে বলরামকে নিম্নোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ বলরামং বিসশ্বেতং দধতং মুষলং হলম্।
একাবতংসং ধ্যায়েচ্চ মদবিহ্বললোচনম্॥"

পরে জগন্নাথের ধ্যান করিবে, যথা—

"ওঁ ভগবন্তং জগন্নাথং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
বাঞ্ছাকল্পতরুং বন্দে ভক্তানুগ্রহকারকম্॥"

ধ্যান করিয়া 'ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ' মন্ত্রে জগন্নাথের পূজান্তে সুভদ্রার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ধ্যান-মন্ত্র যথা—

"ওঁ সুভদ্রাং ভদ্রবদনাং ভদ্রকর্মপ্রবর্ত্তিনীম্।
বন্দেহংভিন্নদ্যুতনয়াং ধনজনমনোহরাম্॥"

সুভদ্রাকে নীল বস্ত্র দেয়। অতঃপর সুদর্শন ও গরুড়কে পূজা করিয়া তৃপতিকে বস্ত্রাদিদানে সন্তুষ্ট করত ধ্বজপতাকা-বস্ত্র বাম হস্তে ধরিয়া রথ উৎসর্গ করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ কাষ্ঠাদিময়রথায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্য পাঠ করত রথে জলের ছিটা দিবে, যথা—

"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইমং কাষ্ঠাদিময়রথং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

পরে বিষ্ণুকে দক্ষিণা দিয়া প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ক্ষিতিপতির্যথা চাসীৎ পুরা বিভো।
বিজয়স্ব রথেনাশু গুণ্ডিকামণ্ডপং প্রতি॥
তবাপাঙ্গাবলোকেন প্রপূনন্তি দিশো দশ।
নিঃশ্রেয়সপদং হন্ত স্থাবরাণি চরাণি চ॥
অবতারকৃতো দেব লোকানুগ্রহকাম্যয়া॥"

দেবমূর্ত্তি সহ রথকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রতপ্রতিষ্ঠোক্ত উদীচ্য-কর্ম্মান্তে ব্রতিদক্ষিণা ও মূল দক্ষিণা দান পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য-শান্তি কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠানন্তর রথযাত্রাবিধানে (১ম খণ্ড যাত্রাপ্রকরণ দেখ) বিষ্ণুর রথযাত্রা কর্ত্তব্য।

আরাম-উৎসর্গ

সর্ব্বজনের উপভোগার্থ গ্রাম বা পুরমধ্যে বনস্পতিসমন্বিত উপবন নির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিলে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা নিত্যক্রিয়ান্তে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্নারামোৎসর্গকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত" ইত্যাদিরূপে পুণ্যাহাদি বাচন করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠাদি অন্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা সর্ব্বসত্ত্বোদ্দেশ্যকারামোৎসর্গমহং করিষ্যে।"

সূক্ত পাঠ পূর্ব্বক অভ্যুদয়ার্থ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারাদান, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

করিয়া জলাশয়োৎসর্গবৎ বেদী, কুণ্ড ও মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। পরে ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্যগণকে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাবিধানে বরণ করিয়া চক্রাক্ত মণ্ডল অঙ্কন করত মণ্ডপের বহিঃপ্রদেশে ব্রহ্মাদি লোকপালগণকে স্ব স্ব মন্ত্রে আবাহন ও পূজা করিবে। বস্ত্র-গন্ধাদি দ্বারা বসুগণের পূজা করিয়া বৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। বৃক্ষে স্বর্ণ-রূপ্য কঙ্কবন্ধন, স্বর্ণশলাকা দ্বারা অক্ষি নেত্রের অঞ্জনশোভা ও সুবর্ণসূচী দ্বারা কর্ণবেধ করিয়া দিবে। পরে সোমের ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত বহ্নিস্থাপন, চরুশ্রপণ ও সামান্য কুশণ্ডিকা অন্তে সোমের উদ্দেশে "ওঁ সোমো ধেনুং সোমো অর্ব্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ" এই মন্ত্রে চরু দ্বারা হোম করিয়া স্বিষ্টকৃৎহোম করিবে। পরে উক্ত মন্ত্রে তিলাজ্যমিশ্রিত অষ্টোত্তরশত বা তদর্দ্ধসংখ্যায় পলাশ-সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। অতঃপর উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া তিলকদানান্তে শান্তিকলস 'ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ইত্যাদি মন্ত্রে উত্থাপন করত শান্তিকুম্ভজলে 'ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। পরে আরামোৎসর্গ করিবে, যথা—অর্চ্চনান্তে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকাম ইমমারামং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যো-হহমুৎসৃজে। ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাদয়ঃ প্রীয়ন্তাম্।" পরে বস্ত্র-হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করত কর্ম্ম সমাপন করিবে। অশ্বত্থ-প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি অনুসারে কেহ কেহ আরামোৎসর্গ করিয়া থাকেন।

তুলাপুরুষদান-ব্যবস্থা

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ, ত্র্যহস্পর্শ, যুগাদ্যা, মন্বন্তরা, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, বৈধৃতিযোগ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, পর্ব্বদিন, দ্বাদশী, অষ্টকা তিথিতে, যজ্ঞ ও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে, দুঃস্বপ্ন বা অদ্ভুত উপদ্রব দর্শনে, ধনসম্পত্তি ও সদ্ব্রাহ্মণলাভে অথবা শ্রদ্ধা জন্মিলে তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম, গোষ্ঠ, কূপ, উপবন, নদী, মনোহর তড়াগ বা গৃহেও পবিত্র স্থানে জীবনকে অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর অসার বুঝিয়া তুলাপুরুষদান কর্ত্তব্য।

মণ্ডপ-নির্ম্মাণ।—দাতার ষোড়শ অরত্নি (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্র পর্য্যন্ত) বা দ্বাদশ বা দশ হস্ত-পরিমিত তন্ত্রাসন-চতুষ্টয়-সমন্বিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। মণ্ডপমধ্যে তৃতীয়াংশ-পরিমিত মধ্য-বেদী করিয়া মণ্ডপের চতুষ্কোণে চারিটি ক্ষুদ্র বেদী তন্ত্রাসনরূপে নির্ম্মিত করিবে। সপ্তহস্ত মধ্যবেদী ও অপর একটি ঈশানকোণে পূজার্থ পঞ্চহস্ত-পরিমিত বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়। বেদীর পার্শ্বে সারবান্ কাষ্ঠে তোরণ রচনা করিবে। তোরণের চারিদিকে চারিটি হস্তপ্রমাণ কুণ্ড প্রস্তুত করিবে ও কুণ্ডচতুষ্টয়ে মেখলা ও যোনিস্থান নির্ম্মাণ করিয়া সমীপে পূর্ণকুম্ভ, আসন, তাম্রপাত্রদ্বয়, বিষ্টর ও অন্যান্য যজ্ঞপাত্র স্থাপন করিবে। কুণ্ডের ঈশানকোণে হস্তপরিমিত বেদী হইবে, তাহাতে তিল, ঘৃত, ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজোপহার স্থাপনীয়। ঐ বেদীতে গ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা হইবে এবং উহাতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ফল, মাল্য, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়। বেদীমধ্যে কিঙ্কিণীযুক্ত ধ্বজদণ্ড ও দিকে দিকে লোকপালগণের বর্ণানুসারে পতাকা-বস্ত্র উড্ডীয়মান করিবে। মণ্ডপের চারিটি দ্বারে চারিটি তোরণ ক্ষীরি (অশ্বত্থ, বট, পাকুড়াদি) বৃক্ষের দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া প্রোথিত করিবে। প্রত্যেক দ্বারে মাল্য, গন্ধ, ধূপ, বস্ত্র ও রত্নযুক্ত দুইটি করিয়া কুম্ভ স্থাপন করিবে।

স্তম্ভ-নির্ম্মাণ।—শাল, ইঙ্গুদী, চন্দন, দেবদারু, শ্রীপর্ণী, বিল্ব ও প্রিয়কাঞ্চন এই সকল কাষ্ঠের দুইটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। স্তম্ভদ্বয় দুই হস্ত যাবৎ ভূমিতে প্রোথিত করিয়া দৃঢ় করিবে, এবং পঞ্চহস্ত যাবৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইবে। স্তম্ভদ্বয় প্রত্যেকটি চারি হস্ত ব্যবধানে প্রোথিত করিবে, অপর একখানি স্তম্ভজাতীয় দৃঢ় কাষ্ঠ স্তম্ভদ্বয়ের উপরে স্থাপন করিবে। স্তম্ভদ্বয়ের অগ্র হইতে দশ অঙ্গুলি বাদ দিয়া চারি অঙ্গুলিপরিমিত গর্ত্ত হইবে। তাহার উপরি দেয় কাষ্ঠের পরিমাণ পাঁচ হাত চারি অঙ্গুলি। প্রত্যেক স্তম্ভে তুলাধারণ-কাষ্ঠের অগ্রভাগ দশাঙ্গুল প্রবিষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুল বহির্গত হইবে।

তুলাদণ্ডমান।—তুলাদণ্ড চারি হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে, তাহার অগ্র হইতে চারি অঙ্গুলি-পরিমিত স্থান বাদ দিয়া লৌহশৃঙ্খলাদ্বয় যোজনা করিবে। তুলাদণ্ড-কাষ্ঠের পৃথুত্ব দশাঙ্গুলি হওয়া কর্ত্তব্য। তুলাদণ্ডের মধ্যস্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত বিষ্ণুপ্রতিমা বন্ধন করিয়া রাখিবে। তুলাদণ্ডের পাদক্ষেপস্থানও চতুর্হস্তমিত এবং তুলা-দণ্ড হইতে পাদক্ষেপস্থান আড়াই হাত ব্যবধানে ঝুলিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ এই।

"চতুর্হস্তা তুলা কার্য্যা পাদৌ কার্য্যৌ তথাবিধৌ।
অন্তরন্তু তয়োর্হস্তৌ ভবেদ্ধস্তার্দ্ধমেব চ ॥"

তুলামধ্যে স্বর্ণপত্রের শোভাবিধান করিবে এবং তাহাতে রত্নমাল্য, চন্দন, পুষ্পমাল্য স্থাপনীয়। বেদীমধ্যে ভূমিতে চক্রাকারমণ্ডল অঙ্কন করিবে। উপরিভাগে পঞ্চবর্ণে রঞ্জিত পুষ্পফল-শোভিত বিতান বন্ধন করিবে। বেদীর চতুর্দ্দিকে সুরূপ, সুশীল, সদ্বংশজাত, ক্রিয়াবিধিজ্ঞ, আর্য্যদেশসম্ভূত, চতুর্ব্বেদবিৎ ঋত্বিককে কার্য্যে ব্রতী করিবে। বৈদান্তিক, আর্য্যবংশপ্রসূত, সৎস্বভাবসম্পন্ন, পুরাণশাস্ত্ররত, কার্য্যদক্ষ, সুবেশ গুরু বৃত কবিবে। বেদীর পূর্ব্বভাগে দুইটি ঋগ্বেদবিদ্, দক্ষিণে দুইটি যজুর্ব্বেদজ্ঞ, পশ্চিমে দুই জন সামবেদী ব্রাহ্মণ ও উত্তরে অথর্ব্ববেদপাঠী ব্রাহ্মণযুগলকে উপবেশন করাইবে। তাঁহারা বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নবগ্রহ, দিক্পাল, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, মরুৎ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, (সূর্য্য) বনস্পতিগণের স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে চারিবার হোম করিবেন ও ইঁহাদের যথাসম্ভব বেদোক্ত সূক্ত (সংহিতায় দ্রষ্টব্য) জপ করিবেন।

মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে ও চতুকোণে পঞ্চহস্তপ্রমাণ দুই হস্ত বিস্তার পতাকা রাখিবে। ধ্বজদণ্ড সপ্তহস্ত বা দশহস্ত করিবে। ভূমিমধ্যে পঞ্চমাংশ প্রোথিত থাকিবে। পতাকাগুলি লোকপালের বর্ণে রঞ্জিত হইবে।

তুলাপুরুষদান-বিধি

পূর্ব্বদিনে কর্ম্মকর্ত্তা ক্ষৌর করাইয়া একবারমাত্র নিরামিষ ভোজনান্তে পরদিন উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে বিষ্ণুপ্রতিমা পূজাপূর্ব্বক অধিবাস করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। তৎপরদিন প্রাতঃ নিত্যক্রিয়ান্তে স্থাপিত ঘটে বা শালগ্রামশিলায় গণেশাদি পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ, দিক্পাল ও গুরুপূজা পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। প্রথমতঃ পুণ্যাহাদিবাচন যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ স্বশরীরপরিমাণপরিমিত-সুবর্ণাদি-তুলাপুরুষ-মহাদানরূপকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিলে ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহং' বারত্রয় বলিবেন। এইরূপ ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচনান্তে স্বস্তিসূক্ত পাঠ ও "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্রে সাবিত্র্যকল্পনান্তে 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং' ইত্যাদি ও 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং' ইত্যাদি পাঠে

বিষ্ণুস্মরণ করিয়া উত্তরান্তে তিল-পুষ্প-কুশ-জল-পূর্ণতাম্রপাত্রহস্তে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ্য) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রতিলোকাধিপস্থানাধিকরণকৈকমন্বন্তর-বাস-তচ্চতুর্বারার্কবর্ণ-কিঙ্কিণী-জাল-মালিবিমানাধিকরণকবহুবৎসরঃপূজ্যমানতাপূর্ব্বকবিষ্ণু-পুরগমন-কল্পকোটিশতাবচ্ছিন্নতল্লোকমহিতত্ব-তদুত্তরৈহলৌকিক-ভূপাল-মৌলি-মণিরঞ্জিতপাদপীঠত্ব-শ্রদ্ধান্বিত-বজ্জসহস্রবাজিত্ব-দীপ্ত-প্রতাপ-জিত-সর্ব্বমহী-পালত্ব-রাজরাজীভবনকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা স্বশরীর-পরিমাণ-পরিমিত-সুবর্ণাদি-তুলাপুরুষমহাদানমথমহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে স্ব স্ব শাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। পুরুষ কর্ত্তা হইলে সঙ্কল্পপূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি করিয়া গুরু, ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য বরণ করত চতুর্ব্বেদ পাঠ ও হোমার্থ চতুর্বিংশতি, ষোড়শ বা অষ্টসংখ্যক ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। পরে হোতা মণ্ডপমধ্যে পঞ্চহস্ত বেদীর মধ্যস্থানে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা পূজামণ্ডল নির্ম্মাণ করিবেন, যথা—চতুরঙ্গুলপরিমিত শ্বেতবর্ণ কেশর, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ কর্ত্তব্য। অষ্টাঙ্গুলপরিমিত পীতবর্ণ মণ্ডলাকার দলমণ্ডল। দশাঙ্গুলপরিমাণ রক্তবর্ণ দলাগ্রমণ্ডল। তদ্বহির্ভাগে বিংশতি অঙ্গুলি-পরিমাণ স্থান পঞ্চবর্ণপরাগে বহির্মণ্ডল অঙ্কিত করিবে, বহির্মণ্ডলের অধোভাগে অধোমুখ অর্দ্ধচন্দ্রাকার ষোড়শ অর্দ্ধচন্দ্র শ্বেত গুঁড়ি দ্বারা অঙ্কন করিবে। অবশিষ্টাংশ কৃষ্ণরজ দ্বারা পূর্ণ করিবে। মতান্তরে চক্রাব্জমণ্ডল অঙ্কনের বিধি আছে। মণ্ডপমধ্যে সর্ব্বাংশে তৃতীয় ভাগ দ্বারা মধ্যবেদী নির্ম্মাণ করিবে। মধ্যবেদীর ঈশানে হস্তমিতা পূজাবেদী করিবে। মধ্যবেদীচতুষ্কোণে চারিটি স্তম্ভ রোপণ করিতে হয়। চতুর্দ্বারপার্শ্বে দুইটি করিয়া ৮টি কলস স্থাপন করিবে, তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, বহির্ভাগে পুষ্পমালা, উপরিভাগে বস্ত্র দেয়। কলসগুলি পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা নির্ম্মিত-অষ্টদলপদ্মোপরি স্থাপিত হইবে।

অতঃপর যজমান বিঘ্নবিনাশার্থ গোবিন্দাদিপূজার সঙ্কল্পাদি করিবে। যথা—

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ তুলাপুরুষ-মহাদান-মখাঙ্গ-বিষ্ণ্বাদিপূজন-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (ওঁ পুণ্যাহং বারত্রয় প্রত্যুত্তর) এইরূপ যথাযথ স্বস্তি, ঋদ্ধিবাচন করিয়া স্বস্তিসূক্তপাঠ, সান্নিধ্য কল্পনা ও বিষ্ণুস্মরণান্তে নিম্নোক্ত প্রকারে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাসি) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (সংক্রান্তিদিনে কর্ত্তব্য হইলে 'অমুকসংক্রান্ত্যাং' ইহা উল্লেখ্য) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত-কর্ত্তব্য-তুলাপুরুষ-মহাদান-(মখ) কর্ম্মণো নির্ব্বিঘ্ন-সমাপ্তিকামো বিষ্ণ্বাদিপূজনমহং করিষ্যে।" অতঃপর হোতা সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি-অন্তে স্ব স্ব মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা "ওঁ বেত্তা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা' মন্ত্রে বেদী শোধন করত শ্বেতসর্ষপ ছড়াইয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ। বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈ-র্বজ্রসমানকল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু" মন্ত্রে বিঘ্নাপসারণ করিবেন। পরে ঈশানকোণে ধান্যোপরি শান্তিকলস 'ওঁ আজিঘ্র কলসং' ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন করিয়া তাহাতে 'ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি' ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের আবাহন করত 'ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন কর্ত্তব্য। অনন্তর দ্বারপূজাদি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, 'বাং' বা 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি অন্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে বা কেবল অষ্টদলপদ্মে বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চাশৎ দেবতার ধ্যান করত পূজা করিবে, যথা—কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প ও অক্ষত লইয়া 'ওঁ উদ্যৎকোটি-দিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং, চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্। কোটীরাঙ্গদ-হার-কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎস-চিহ্নং ভজে॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক অর্ঘ্যস্থাপন, পুনর্ধ্যান, আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১ম খণ্ড পূজাপ্রকরণ দেখ) করত ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (ব্রতপ্রতিষ্ঠায় উপচারদানমন্ত্র দ্রষ্টব্য) পরে 'ওঁ পতাকায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পতাকাপূজা করিয়া 'এষা পতাকা ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে নিবেদন করত প্রণাম করিবে। পরে ব্রহ্মার পূজা করিয়া রক্তপতাকাদান কর্ত্তব্য।

ধ্যান।—'ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং শ্বেতহংসোপরিস্থিতম্' ইত্যাদি। অথবা—

"ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ। অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্। বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥"

পূজামন্ত্র।—ওঁ পলাশকুসুমাকারো ব্রহ্মা চৈবাক্ষসূত্রধৃক্। সর্ব্বযজ্ঞ-পতিঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এতৎ আসনম্—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি, এষা রক্তপতাকা ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

প্রণামমন্ত্র।—ওঁ বেদাধারায় বেতায় জ্ঞানগম্যায় স্বরয়ে। কমণ্ডলুকমালা-অক্ষ-স্রুবহস্তায় তে নমঃ ॥

অতঃপর যথাযথ শিবের ধ্যান পূর্ব্বক পূজা ও শ্বেত পতাকা দান করত নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিনায়কাদির আবাহন ও পূজা কর্ত্তব্য। যথা—'ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব-র্গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি, 'ওঁ গাং গণেশায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা, রক্তপতাকাদানান্তে 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি-রূপে আবাহন করিয়া 'ওঁ অম্বে-অম্বিকে-অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন' ইত্যাদি মন্ত্রে দুর্গাপূজা করত রক্তপতাকাদান করিবে। অতঃপর 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্বায়ো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন ও 'ওঁ বায়বে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করত 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ আকাশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন ও 'ওঁ আকাশায় নমঃ' মন্ত্রে আকাশের পূজান্তে 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ অশ্বিনীকুমারৌ ইহাগচ্ছতম্ ইহাগচ্ছতম্ ইহ তিষ্ঠতম্ ইহ তিষ্ঠতম্ ইহ সন্নিধত্তাম্ ইহ সন্নি-রুধ্যেথাং অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্ মম পূজাং গৃহ্নীতম্' মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক 'ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিবে।

ধ্যান।—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুম্" ইত্যাদি।

পূজামন্ত্র।—ওঁ পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ। সপ্তাশ্বরথসংস্থশ্চ সপ্তরজ্জুযুতো রবিঃ॥ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সূর্য্যায় নমঃ বা ওঁ সূর্য্যায় নমঃ।

সূর্য্যকে রক্তপতাকা দাতব্য। জলাশয়োৎসর্গ-লিখিত ধ্যানানুসারে আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন ও পূজান্তে নিম্নোক্ত বর্ণে রঞ্জিত পতাকা নিবেদন করিবে।

ইন্দ্র—অরুণ পতাকা, অগ্নি—রক্তপতাকা, যম—কৃষ্ণপতাকা, নৈর্ঋত—নীলাঞ্জননিভ পতাকা, বরুণ—শুক্লপতাকা, বায়ু—রক্তপতাকা, কুবের—শ্বেত-পতাকা, ঈশান—নীলপতাকা, ব্রহ্মা—রক্তপতাকা, অনন্ত—নীলপতাকা।—

ইন্দ্র-আবাহনমন্ত্র।—

ওঁ এহ্যেহি সর্ব্বামরসিদ্ধসাধ্যৈরভিষ্টুতো বজ্রধরোঽমরেশঃ।
সংবীজ্যমানোঽপ্সরসাং গণেন রক্ষাধ্বরং নো ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র।—ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।

অগ্নি-আবাহনমন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি সর্ব্বামরহব্যবাহ মুনিপ্রবীরৈরভিতোঽভিজুষ্টঃ ।
তেজস্বিনা লোকগণেন সার্দ্ধং মমাধ্বরং রক্ষ কবে নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।

যম-আবাহনমন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি বৈবস্বত ধর্ম্মরাজ, সর্ব্বামরৈরর্চ্চিত দিব্যমূর্ত্তে ।
শুভাশুভানন্দ-শুচামধীশ, শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র । —ওঁ যমায় নমঃ ।

নির্ঋতি-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি রক্ষোগণ-নায়কস্ত্বং সর্ব্বৈস্তু বেতালপিশাচসঙ্ঘৈঃ ।
মমাধ্বরং পাহি শুভাদিনাথ, লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ ।

বরুণ-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি যাদোগণ-বারিধীনাং গণেন পর্জ্জন্য-মহাপ্সরোভিঃ ।
বিদ্যাধরেন্দ্রামরগীয়মান, পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ বরুণায় নমঃ ।

বায়ু-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞে মখরক্ষণায়, মৃগাধিরূঢ়ঃ সহ সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ ।
প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ সহায়ো, গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ বায়বে নমঃ ।

সোম-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞরক্ষাং, বিধৎস্ব নক্ষত্রগণেন সার্দ্ধম্ ।
সর্ব্বৌষধীভিঃ পিতৃভিঃ সহৈব, গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ সোমায় নমঃ ।

ঈশান-আবাহন-মন্ত্র ।—

ওঁ এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নস্ত্রিশূল-কপাল-খট্টাঙ্গধরেণ সার্দ্ধম্ ।
লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে ॥

পূজামন্ত্র ।—ওঁ ঈশানায় নমঃ ।

ব্রহ্মা-আবাহন-মন্ত্র।—

ওঁ এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র, লোকেন সার্দ্ধং পিতৃদেবতাভিঃ।
সর্ব্বস্য ধাতাঽস্যমিতপ্রভাব বিশাধ্বরং নো ভগবন্নমস্তে॥

পূজামন্ত্র।—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

অনন্ত-আবাহন-মন্ত্র।—

ওঁ এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাঙ্গনা-কিন্নর-গীয়মান।
যক্ষোরগেন্দ্রামরলোকসার্দ্ধমনন্ত রক্ষাধ্বরমস্মদীয়ম্॥

পূজামন্ত্র।—ওঁ অনন্তায় নমঃ।

পূজান্তে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে॥
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মনবো গাবো দেবমাতর এব চ।
সর্ব্বে মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্ব্বন্তু মুদান্বিতাঃ॥"

অতঃপর অষ্টবসুর পূজা করিবে, যথা—

"ওঁ ধরায় নমঃ এবং ধ্রুবায়, সোমায়, আপায়, অনিলায়, অনলায়, প্রত্যুষায়, প্রভাষায়।"

অতঃপর আদিত্যাদিগণের পূজা করিবে। যথা—

ওঁ ধাত্রে, নমঃ, এবং অর্য্যম্নে, মিত্রায়, বরুণায়, অংশায়, ভগায়, ইন্দ্রায়, বিবস্বতে, পূষ্ণে, পর্জ্জন্যায়, ত্বষ্ট্রে, বিষ্ণবে।

পরে মরুদ্‌গণের পূজা কর্ত্তব্য, যথা—

"ওঁ শ্বসনায় নমঃ এবং স্পর্শনায়, বায়বে, অনিলায়, মারুতায়, প্রাণায়, প্রাণেশ্বরায়, জীবায়।" পরে 'ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ' মন্ত্রে বনস্পতির পূজা করিবে।

হোমপ্রকরণ।—চতুর্দ্দিকে চারিকুণ্ডে স্ব স্ব বেদীয় সামান্যকুশণ্ডিকোক্ত (২য় খণ্ড সংস্কারপ্রকরণ দেখ) বিধানে বহ্নিস্থাপনান্তে সামবেদী বিরূপাক্ষজপ, যজুর্ব্বেদী আঘার ও আজ্যভাগ, ঋগ্‌বেদী অগ্নির পূজা ও আঘারাজ্যভাগান্তে প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে সমভাগক্রমে বহ্নির নামকরণান্ত কার্য্য করিয়া (সামবেদী অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্‌ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

মহাব্যাহৃতি-হোমপূর্ব্বক) সঙ্কল্পপূর্ব্বক পূজিত বিষ্ণু প্রভৃতি পঞ্চাশৎ দেবতার হোম করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-কর্ত্তব্য-তুলাপুরুষ-মহাদান-মখকর্ম্মণি অভ্যুদয়ার্থং 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' ইতি মন্ত্রেণা-ষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যকোড়ুম্বর-সমিৎকরণক-বিষ্ণুহোমকর্ম্মাহং করিষ্যে।" পরার্থে "করিষ্যামি।" সঙ্কল্পান্তে সমিধ অর্চ্চনা করিয়া চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ স্ব স্ব বেদানু-সারে পূজিত দেবতার হোমমন্ত্রে হোম করিবেন। এইরূপ অন্যান্য হোমে জানিবে, সকল হোমই চারিবেদানুসারে চারিপ্রকার হইবে। প্রথমতঃ সতিল ঘৃতযোগে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি স্বাহা (সামবেদী হোমান্তে প্রত্যুদ্দেশ করিবে না, যজুর্ব্বেদী ইদং বিষ্ণবে, ঋগ্‌বেদী বিষ্ণবে ইদং নমম মন্ত্রে প্রত্যুদ্দেশ করিবে। এইরূপ অন্যত্র জানিবে) 'ওঁ কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি স্বাহা,' 'ওঁ কস্ত্বা সত্য ইত্যাদি স্বাহা,' 'ওঁ অভীষুণঃ সখীনাম্ ইত্যাদি স্বাহা,' 'ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি স্বাহা।' পরে সমিধ্ দ্বারা বিষ্ণু-হোম করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিম্নোক্ত দেবতাগণের প্রত্যেকের উদ্দেশে নিম্নোক্ত মন্ত্রে যথাশক্তি সমিধ-হোম করিবে, বিনায়কাদিহোমমন্ত্র যথা—মৎস্যপুরাণে—

"বিনায়কস্য চানূনমিতি মন্ত্রো বুধৈঃ স্মৃতঃ।
জাতবেদসে সুনবামেতি দুর্গামন্ত্র উচ্যতে॥
আদিৎপ্রত্নস্য রেতস আকাশস্য উদাহৃতঃ।
প্রাণাঃ শিশুর্মহীনাঞ্চ বায়োর্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
এষো উষা অপূর্ব্বাইত্যশ্বিনোর্মন্ত্র উচ্যতে।
আকৃষ্ণেতি চ সূর্য্যায় হোমঃ কার্য্যো দ্বিজন্মনা॥
আপ্যায়স্বেতি সোমায় মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ পুনঃ।
অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবো মন্ত্র ইতি সোমসুতায় বৈ॥
বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেনেতি গুরোর্মতঃ।
শুক্রন্তে অন্যদিতি চ শুক্রস্যাপি নিগদ্যতে॥
শনৈশ্চরায়েতি পুনঃ শন্নো দেবীতি হোময়েৎ।
কয়ানশ্চিত্র আভুব ইতি রাহোরুদাহৃতঃ॥
কেতুং কৃণ্বন্নপি ব্রূয়াৎ কেতূনামপি শান্তয়ে।
আবোরাজেতি রুদ্রস্য বলিহোমং সমাচরেৎ॥

আপো হি ষ্ঠেত্যমায়াস্ত স্তোমেতি স্বামিনস্তথা।
বিষ্ণোরিদং বিষ্ণুরিতি তমীশেতি স্বয়ম্ভুবঃ॥”

অন্যান্য হোমমন্ত্র স্ব স্ব বেদানুসারে জ্ঞাতব্য। হোমদেবতা যথা—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, কেতু, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত, অষ্টবসু, আদিত্যগণ, মরুদ্‌গণ ও বনস্পতি। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার যাঁহার সূক্ত সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্‌বেদী ব্রাহ্মণ তাহা পাঠ করিবেন, এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব বেদীয় শান্তিকাধ্যায় পাঠ করিবেন। অতঃপর হোতৃগণ স্ব স্ব বেদোক্ত উদীচ্যকর্ম করিয়া হোমদক্ষিণা (ব্রহ্মদক্ষিণা), তিলকদান ও “সুরাস্বাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকুম্ভজলে যজমানকে অভিষিক্ত করিবেন। যজমান ঋত্বিক্‌গণকে পূজা ও হোমদক্ষিণাস্বরূপ সুবর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, শয্যাদি দিবেন। গুরুকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দেয়।

অতঃপর যজমান মঙ্গল শব্দে শান্তিকুম্ভজলে স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তুলার অভিমন্ত্রণ করিবে, যথা—

“ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং শক্তিস্ত্বং সত্যমাশ্রিতা।
সাক্ষীভূতা জগদ্ধাত্রী নির্ম্মিতা বিশ্বযোনিনা।
একতঃ সর্ব্বসত্যানি তথানৃতশতানি চ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতাং মধ্যে স্থাপিতাসি জগদ্ধিতে॥
ত্বং তুলে সর্ব্বভূতানাং প্রমাণমিহ কীর্ত্তিতা।
মাং তোলয়ন্তী সংসারাদুদ্ধরস্ব নমোঽস্তু তে॥
যোঽসৌ তত্ত্বাধিপো দেবঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
স একোঽধিষ্ঠিতো দেবি ত্বয়ি তস্মান্নমো নমঃ॥
নমো নমস্তে গোবিন্দ তুলাপুরুষসংজ্ঞক।
ত্বং হরে তারয়স্বাস্মান্ অস্মাৎ সংসারকর্দ্দমাৎ॥”

অতঃপর শুভ লগ্নে তুলার অধিবাস পূর্ব্বক পুনশ্চ তুলা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করত অলঙ্কারে বিভূষিত ও খড়্গ-চর্ম্ম-কবচধারী হইয়া দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণময় সূর্য্যপ্রতিমা ও বাম হস্তে সৌবর্ণ ধর্ম্মরাজপ্রতিমা লইয়া তুলার বাম ফলকে উপবেশন করিবে। দক্ষিণ ফলকে সুবর্ণাদি তৈজসদ্রব্য, নানাবিধ বস্ত্রাদি

নিক্ষেপ করিয়া তোলন করিবে। তোলনকালে যজমান বদ্ধমুষ্টিতে স্থিরনেত্রে তুলাদণ্ডস্থিত শ্রীহরিমূর্ত্তি দর্শন করত অবস্থান করিবে। ব্রাহ্মণগণ তুলার সাম্য অপেক্ষা আধিক্য করিয়া কাঞ্চনাদি দ্বারা তোলন করিবেন। পুষ্টিকামী ব্যক্তি ভূমিসংলগ্ন করিয়া নিজশরীর তোলন করিবে। ক্ষণকাল পরে পুনশ্চ যজমান তুলাফলকস্থিত হইয়াই নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ নমস্তে সর্ব্বভূতানাং সাক্ষিভূতে সনাতনি।
পিতামহেন দেবি ত্বং নির্ম্মিতা পরমেষ্ঠিনা॥
ত্বয়া ধৃতং জগৎ সর্ব্বং সহস্থাবরজঙ্গমম্।
সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতস্থে নমস্তে বিশ্বধারিণি॥"

অনন্তর অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ তোলিত দ্রব্য আধারবস্ত্রে রাখিয়া পূর্ব্বমুখে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক তোলিত দ্রব্যের অর্চ্চনা করিবে, যথা—"ওঁ এতস্মৈ স্বশরীর-পরিমাণ-পরিমিত-সুবর্ণাদি-তুলাপুরুষায় নমঃ বা ওঁ এতেভ্যঃ সাচ্ছাদন-স্বশরীর-পরিমাণ-পরিমিত-সুবর্ণাদি-দ্রব্যেভ্যো নমঃ" বারত্রয় প্রোক্ষণ ও সকৃৎ অর্চ্চনান্তে 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যো গুর্ব্বাদিব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।' দানবাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রতিলোকাধিপস্থানাধিককরণ ইত্যাদি (সঙ্কল্পবাক্য দেখ) কামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাচ্ছাদনং সবস্ত্র-পতাকাদিযুক্তং স্বদেহপরিমাণপরিমিত-কাঞ্চনাদি-তৈজসাদি-তুলাপুরুষং বা ইমানি সাচ্ছাদনানি সবস্ত্র-পতাকাদিযুক্তানি স্বদেহপরিমিতকাঞ্চনাদি-ধাতু-তৈজসদ্রব্যাদীনি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো গুর্ব্বাদিব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে।" বাক্যে তোলিত দ্রব্যে জলের ছিটা দিয়া প্রত্যুদ্দেশ করত দক্ষিণাদান করিয়া প্রার্থনা করিবে, যথা—"ওঁ হরে কেশব গোবিন্দ শঙ্খচক্র-গদাচ্যুত। দানেনানেন হে দেব ত্রাহি মাং মধুসূদন।"

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আদিত্যাদিকে সাক্ষী রাখিবে, যথা—

"ওঁ আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥"

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বৈগুণ্যশান্তি করিবে। তোলিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ গুরুকে দিবে ও অপরার্দ্ধ অন্যান্য ব্রাহ্মণকে দেয়। দত্তদ্রব্য অচিরাৎ

ব্রাহ্মণসাৎ কর্ত্তব্য, অন্যথা দত্তবস্তু দাতার শোক ও ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে।

তুলাপুরুষে যে যে দ্রব্যদানে যাহা যাহা ফল হয়, তৎসমুদায় বর্ণিত হইতেছে।

যে ব্যক্তি অষ্টধাতুর তুলা করেন, তিনি মন, বাক্য ও কায়সম্ভূত পাপ হইতে মুক্ত হন, এবং যত দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ধাতু পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ-শতকোটি বর্ষ তিনি স্বর্গলোকে বাস করেন। পরে পুণ্যক্ষয় হইলে উচ্চকুলে জন্ম হয় এবং ধন, ধান্য প্রভৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হন। যিনি কেবল সুবর্ণ দ্বারা তুলা করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ পিতৃগণকে উদ্ধার করেন এবং আপনিও স্বর্গগামী হন ও কখনই তাঁহার দারিদ্র্য হয় না। যিনি রৌপ্যের তুলা করেন, তিনি স্বর্গগামী হন এবং পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণচৌর, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত প্রভৃতি মহাপাতকগ্রস্ত লোকও তাম্রের তুলা করিয়া নিষ্পাপ হয় ও স্বর্গলোকে বাস করে। কাংস্যের তুলা করিলে ইন্দ্রের পদ, লোহার তুলা করিলে উত্তম স্থান-লাভ, পিত্তলের তুলায় স্বর্গ, সীসকের তুলা করিলে গন্ধর্ব্বলোকে বাস, রঙ্গের তুলা করিলে চন্দ্রের সহযোগলাভ, ঘৃতের তুলায় তেজস্বী এবং তৈলের তুলায় আরোগ্য ও সুখ হয়।

অথ মেরুদান-বিধি

মেরুদান দশ প্রকার। এক একটি দ্রব্যে অচল নির্ম্মাণ করিতে হয়, যথা—ধান্যাচল। ১। লবণাচল। ২। গুড়াচল। ৩। সুবর্ণাচল। ৪। তিলাচল। ৫। কার্পাসাচল। ৬। ঘৃতাচল। ৭। রত্নাচল। ৮। রজতাচল। ৯। শর্করাচল। ১০।

তুলাপুরুষদানবৎ অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ (রবিবারে অমাবস্যায় শ্রবণা, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র-যোগে ব্যতীপাতযোগ হয়) ত্র্যহস্পর্শদিনে, শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে, বিবাহাদি উৎসবদিনে, দ্বাদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে, পুণ্য নক্ষত্রে ধান্য-শৈলাদিদান বিহিত।

তীর্থে, আশ্রমে, গোষ্ঠে বা গৃহাঙ্গনে চতুরস্র উত্তরমুখ মণ্ডপ নির্ম্মাণ

করিবে। মণ্ডপের পূর্ব্বোত্তর দিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন হইবে। মণ্ডপ পূর্ব্বমুখও হইতে পারে। গোময়োপলিপ্ত ভূমিতে কুশ আস্তরণ পূর্ব্বক তন্মধ্যভাগে বিকম্ভ পর্ব্বত সহ উক্ত পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিতে হয়। সহস্র দ্রোণ (৩২ সেরে এক দ্রোণ হয়) পরিমিত ধান্যে উত্তম অচল হয়, ঐরূপ পঞ্চশত দ্রোণে মধ্যম, তিন শত দ্রোণে অধম, ইহা অপেক্ষা ন্যূনকল্পে ধান্যাচলদান বিহিত নহে। তিনটি সুবর্ণবৃক্ষসহ মধ্যস্থলে একটি ধান্যমেরু নির্ম্মাণ করিবে। উহার পূর্ব্বভাগ মুক্তা এবং হীরকনির্ম্মিত, দক্ষিণভাগ গোমেদ ও পুষ্পরাগমণি-রচিত, পশ্চিমভাগ মরকত ও নীলা দ্বারা কৃত, উত্তরাংশ বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগ-মণিময় হইবে। চন্দনখণ্ড ও প্রবাল দ্বারা লতা নির্ম্মিত হইবে, শুক্তি দ্বারা শিলাতল রচিত করিবে। এই মেরুর উপরিভাগে সুবর্ণনির্ম্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপনীয়। রজত দ্বারা চারিটি শৃঙ্গ এবং নিতম্বভাগ নির্ম্মাণ করিতে হয়।

ধান্যাচলের মধ্যে মধ্যে কন্দর করিয়া তাহা ইক্ষুদণ্ডে আবৃত করিবে, সর্ব্বস্থানে ঘৃতের প্রস্রবণ করা বিধেয়। নানা স্থানে শুক্ল বস্ত্র দ্বারা মেঘাবলী নির্ম্মিত হইবে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পীত, পশ্চিমে বিচিত্র এবং উত্তরে রক্তবর্ণ বসন দ্বারা মেঘরচনা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাদিদিকে যথাক্রমে রজতনির্ম্মিত অষ্ট দিক্‌পাল স্থাপন করিয়া স্থানে স্থানে নানাজাতীয় ফল, পুষ্প ও অনুলেপন স্থাপন করা আবশ্যক। ধান্যাচলের উপরিভাগে পঞ্চবর্ণরঞ্জিত, শুভ্রবর্ণ, অম্লান-পুষ্পভূষিত চন্দ্রাতপ বন্ধন করিয়া ধান্যমেরুর চতুর্দ্দিকে তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিকম্ভগিরি সন্নিবেশ করিবে। তাহাতে পুষ্প ও বিলেপন-শোভা করিতে হয়। যথা—পূর্ব্বদিকে মন্দরগিরি নির্ম্মাণ করিবে, তাহার চতুর্দ্দিকে বিবিধ ফল ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভদ্র কদম্বচিহ্নিত যব নিবেশনীয়, কাঞ্চনময় কামমূর্ত্তি পুষ্প-বস্ত্র অনুলেপনে বিভূষিত করিয়া তাহাতে স্থাপন করিবে, এক ধারে দুগ্ধসাগর ও অন্যত্র অরুণোদক সাগর, পর্ব্বতপার্শ্ব যথাশক্তি রজতনির্ম্মিত বনে বেষ্টিত হইবে। দক্ষিণে গোধূম বা সুবর্ণ দ্বারা গন্ধমাদন নির্ম্মাণ করিবে, তদুপরি সুবর্ণময় যক্ষপতিমূর্ত্তি ও ঘৃতনির্ম্মিত মানস-সরোবর স্থাপন করিয়া বস্ত্র ও রজতবনে বেষ্টিত করিবে।

পশ্চিমে তিলাচল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অনেক সুগন্ধি পুষ্প ও সুবর্ণ-পিপ্পল বৃক্ষ এবং হিরণ্ময় হংস স্থাপনীয়। উহা রজত-পুষ্পবনে, বস্ত্রনির্ম্মিত মেঘে ও অগ্রে দধিনির্ম্মিত শুভ্রোদক সরোবরে সজ্জিত করিবে।

উত্তরে মাষকলায় দ্বারা সুপার্শ্ব পর্ব্বত নির্ম্মাণ করত উত্তম বস্ত্রকৃত মেঘে ও পুষ্পে ভূষিত করিয়া শৃঙ্গে সুবর্ণনির্ম্মিত বটপাদপ এবং সুবর্ণময় কামধেনু স্থাপন করিবে। পার্শ্বে মধুনির্ম্মিত সরোবর ও ইতস্ততঃ রজতনির্ম্মিত বন ও বস্ত্র-মেঘ দ্বারা শোভিত হওয়া আবশ্যক।

অন্নমেরুদান-প্রয়োগ।

তুলাপুরুষদানবৎ পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য-প্রতিমার অধিবাস করিয়া রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক পরদিন প্রাতঃ নিত্যক্রিয়ান্তে গণেশাদি পঞ্চদেবতা,আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল ও গুরুপঙ্‌ক্তিপূজা করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে,যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (সংক্রান্তিকৃত্য হইলে সৌরমাস ও সংক্রান্তির উল্লেখ করিবে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মন্বন্তর-শতাধিক-কাল-স্বর্গ-লোকমহীয়মানত্ব-অপ্সরোগণাবৃত-বিরাজিতবিমানযান- করণক-স্বর্গলোক-গমন-পুণ্যক্ষয়ানন্তরৈহিক-রাজরাজত্বপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা বিষ্কম্ভ-পর্ব্বতাদি-সহিত-ধান্যাচল-মহাদান (মখ) মহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে সূক্তপাঠ করিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্তে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বরণ করিবে। তুলাপুরুষদানোক্ত বিধানে মণ্ডপ ও বেদী নির্ম্মাণ করিয়া অন্নমেরুদান-বিধি-কথিত নিয়মে ধান্যাচলাদি স্থাপনান্তে চক্রাব্জমণ্ডল অঙ্কন করিবে। পরে মহাদান-মখবিঘ্ন-বিদূরণার্থ গোবিন্দাদিপূজা করিবে, যথা—স্বস্তিবাচনান্তে সঙ্কল্পবাক্য পড়িবে—"ওঁ অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-কর্ত্তব্য-ধান্যাচল মহাদান-মখ-কর্ম্মণি নির্ব্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তিকামো বিষ্ণ্বাদি-পূজনমহং করিষ্যে।" সূক্ত-পাঠান্তে উক্ত দেবতাপূজার্থ ব্রতীকে কার্য্যভার দিবে। পূজক যথাবিধি সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া পঞ্চগব্য শোধন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মণ্ডপ শোধন করিবেন। পরে শ্বেতসর্ষপ দ্বারা "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিঘ্নাপসারণ করিয়া ঈশানে নির্ম্মিত অষ্টদলপদ্মোপরি ধান্যমন্ত্রে ধান্য পাতিয়া তদুপরি যথোক্তলক্ষণ শান্তিকুম্ভ 'আজিঘ্রকলসং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থাপন করত বিতানবন্ধন পূর্ব্বক তুলাপুরুষদানবৎ সমস্ত পূজাকার্য্য করিবেন। পরে বহ্নি-স্থাপনাদি যাবতীয় হোম তুলাপুরুষোক্তবিধানে সমাপ্ত করিয়া বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু,

আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নবগ্রহ, দশলোকপাল, অষ্টবসু, দ্বাদশাদিত্য, মরুদ্গণ, ব্রহ্মা, অচ্যুত, ঈশান ও বনস্পতি প্রত্যেকের উদ্দেশে অষ্টসংখ্যক সমিধ্ দ্বারা চতুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রে চারিপ্রকার হোম করিয়া উক্ত দেবতাগণের মধ্যে যাঁহাদের সূক্ত সংহিতায় অবগত হওয়া যায়, সেই সকল সূক্ত সেই সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাঠ করিবেন। অতঃপর মেরু প্রভৃতির নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে, যথা—

"ত্বং সর্ব্বদেবগণ-ধামনিধে বিরুদ্ধ-
মস্মদ্গৃহেষমরপর্ব্বত নাশয়াশু।
ক্ষেমং বিধৎস্ব কুরু শান্তিমনুত্তমাং নঃ
সম্পূজিতঃ পরমভক্তিমতা ময়া হি॥"

প্রার্থনামন্ত্র —"ত্বমেব ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দিবাকরঃ।
মূর্ত্তামূর্ত্তাৎ পরং বীজমতঃ পাহি সনাতন॥"
যস্মাত্ত্বং লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেশ্চ মন্দিরম্।
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
যস্মাদশূন্যমমরৈর্নারীভিশ্চ শিবেন চ।
তস্মান্মামুদ্ধরাশেষ-দুঃখ-সংসার-সাগরাৎ॥" (মেরুমন্ত্র।)

অতঃপর মন্দরাদি পর্ব্বতকে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ যস্মাচ্চৈত্ররথেন ত্বং ভদ্রাশ্বেন চ বর্ষতঃ।
শোভসে মন্দর ক্ষিপ্রমতস্তুষ্টিকরো ভব॥ (মন্দরমন্ত্র)
যস্মাচ্চূড়ামণির্জম্বুদ্বীপে ত্বং গন্ধমাদন।
গন্ধর্ব্ববনশোভাবানতঃ কীর্ত্তির্দৃঢ়াস্তু মে। (গন্ধমাদনমন্ত্র)
যস্মাত্ত্বং কেতুমালেন বৈভ্রাজেন বনেন চ।
হিরণ্ময়াশ্বত্থশিরাস্তস্মাৎ পুষ্টির্ধ্রুবাস্তু মে॥ (হিরণ্ময়মন্ত্র)
উত্তরৈঃ কুরুভির্যস্মাৎ সাবিত্রেণ বনেন চ।
সুপার্শ্ব রাজসে নিত্যমতঃ শ্রীরক্ষয়াস্তু মে॥" (সুপার্শ্বমন্ত্র)

উক্তমন্ত্রে পূজা ও প্রার্থনা করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে যথাশক্তি হোম

কর্ত্তব্য। অতঃপর উদীচ্যকর্ম্মান্তে পূর্ণ-হোম, ব্রহ্মদক্ষিণা, তিলকদানাদি অন্তে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে' ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন ও 'ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের শান্তিবিধান করত 'ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে॥ ওঁ দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। সর্ব্বে মমাধ্বরে রক্ষাং কুর্ব্বন্তু চ মুদান্বিতাঃ।" এই মন্ত্রে আবাহন ও পূজা পূর্ব্বক যজ্ঞরক্ষাবিধান করিয়া ধান্যাচল উৎসর্গ করিবে। "ওঁ এতস্মৈ সাচ্ছাদন-ধ্বজ পতাকাদিযুক্ত-বিকম্ভ-পর্ব্বতসহিত-ধান্যমেরবে নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা পূর্ব্বক 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মন্বন্তর-শতাধিক-কাল- স্বর্গলোক-মহীয়মানত্ব-অপ্সরোগণ- বিরাজিত-গন্ধর্ব্ব-যুক্ত-বিমানযান-করণকস্বর্গলোক-গমন-তদুত্তরধর্ম্মক্ষয়ানন্তর-মর্ত্ত্যলোকাধিকরণকরাজ-রাজত্ব-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাচ্ছাদন-ধ্বজ-পতাকাদি-শোভিত-বিকম্ভপর্ব্বত-সহিত-ধান্যমেরুং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং সম্প্রদদে" মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া গুরুকে মেরু দান করিয়া বর্ষপর্ব্বতচতুষ্টয় ঋত্বিক্‌গণকে দান করিবে। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ অন্নং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তমন্নে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি জগদন্নেন বর্ত্ততে।
অন্নমেব ততো লক্ষ্মীরন্নমেব জনার্দ্দনঃ।
ধান্যপর্ব্বতরূপেণ পাহি তস্মান্নগোত্তম॥"

পরে উক্ত মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ শক্তিতারতম্যে চতুর্বিংশতি, দশ, নব, অষ্ট, সপ্ত, পঞ্চ বা একটিও ধেনু দান করিবে। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-সাচ্ছাদন-ধ্বজপতাকাদি- শোভিত-বিকম্ভপর্ব্বত-সহিত- ধান্যমেরু-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিমাং ধেনুমর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় গুরবেঽহং সম্প্রদদে।" দানান্তে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ হরে কেশব গোবিন্দ শঙ্খচক্রগদাচ্যুত।
ধান্যমেরুপ্রদানেন হে দেব ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

পরে "ওঁ আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্তম্" এই বাক্যার্থ স্মরণ পূর্ব্বক আদিত্যাদিকে সাক্ষী রাখিবে। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কর্ত্তব্য।

অন্যান্য মেরুদান

অন্নমেরুবৎ লবণমেরু প্রভৃতির দানও মৎস্যপুরাণে বিহিত আছে। সকল মেরুদানেই অন্নমেরুবৎ বিধান ও বিকম্ভপর্ব্বতাদি স্থাপন জানিবে, কেবল দানফল ও দানবাক্য ভিন্ন ভিন্ন। যথা—লবণাচলদানে ফল উমালোকে বাস পূর্ব্বক পরমগতিলাভ। দানবাক্য যথা—

"ওঁ সৌভাগ্যরসসম্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ।
তদ্দানকর্তৃকত্বেন ত্বং মাং পাহি নগোত্তম॥
যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়শ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ॥"

গুড়াচলদান

গুড়াচলদানে অন্নমেরুদানবৎ সকল বিধি ও পর্ব্বতাদি নির্ম্মাণ হইবে। কেবল অন্নমেরু স্থলে গুড়মেরু উল্লেখ্য। দানবাক্য যথা—

"ওঁ যথা দেবেষু বিশ্বাত্মা প্রবরোঽয়ং জনার্দ্দনঃ।
সামবেদস্তু বেদানাং মহাদেবস্তু যোগিনাম্॥
প্রণবঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নারীণাং পার্ব্বতী যথা।
তথা রসানাং প্রবরঃ সদৈবেক্ষুরসো মতঃ॥
মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং গুড়পর্ব্বত দেহি মে।
যস্মাৎ সৌভাগ্যদায়িন্যা ভ্রাতা ত্বং গুড়পর্ব্বত।
নিবাসশ্চাপি পার্ব্বত্যাস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

গুড়নির্ম্মিত মেরুদান করিলে গন্ধর্ব্ব-পূজ্যমান হইয়া গৌরীলোকে মহীয়-মানত্ব, শতকল্পান্তে সপ্তদ্বীপাধিপত্য, শত্রু-অপরাজিতত্ব, আয়ু, আরোগ্য ও সম্পত্তি লাভ হয়।

কনকাচলদান

কনকাচলদানে অন্নমেরুবৎ সমস্তই অনুষ্ঠেয়। বিশেষ এই—অতি ন্যূন-কল্পে চারি ভরির ঊর্দ্ধ পরিমাণ সুবর্ণ দ্বারা মেরুনির্ম্মাণ করিতে হয়। দানবাক্য যথা—

"ওঁ নমস্তে ব্রহ্মবীজায় ব্রহ্মগর্ভায় তে নমঃ।
যস্মাদনন্তফলদস্তস্মাৎ পাহি শিলোচ্চয় ॥
যস্মাদগ্নেরপত্যং ত্বং যস্মাৎ পুণ্যং জগৎপতে।
হেমপর্ব্বতরূপেণ তস্মাৎ পাহি নগোত্তম ॥"

কনকাচলদান করিলে সদানন্দময় ব্রহ্মলোকে শতকল্প অবস্থান করিয়া অন্তে পরমগতিলাভ হয়।

তিলাচলদান

তিলাচলদানে বিধান অন্নমেরুবৎ জ্ঞাতব্য। বিশেষ এই যে, ন্যূনকল্পে তিন দ্রোণপরিমিত তিল দ্বারা মেরু নির্ম্মাণ করিতে হয়। দানবাক্য যথা—

"যস্মান্মধুবধে বিষ্ণোর্দেহস্বেদসমুদ্ভবাঃ।
তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ছান্ত্যৈ ভবত্বিহ ॥
হব্যে কব্যে চ যস্মাচ্চ তিলা এবাভিরক্ষণম্।
ভবাদুদ্ধর শৈলেন্দ্র তিলাচল নমোঽস্তু তে ॥"

তিলাচল দান করিলে বিষ্ণুধামে গমন হয় ও তথা হইতে পুনরাবৃত্তি ঘটে

না। ইহলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করত পুত্রপৌত্রপরিবৃত হইয়া আনন্দভোগ ও অন্তে পিতৃগণ ও দেব-গন্ধর্ব্বে পূজ্যমান হইয়া স্বর্গবাস হয়।

কার্পাসাচলদান

কার্পাসপর্ব্বত ন্যূনপক্ষে পঞ্চভার তুলার দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্ববৎ। দানবাক্য যথা—

"ত্বমেবাবরণং যস্মাল্লোকানামিহ সর্ব্বদা।
কার্পাসাদ্রে নমস্তুভ্যমঘৌঘধ্বংসনো ভব॥"

যে ব্যক্তি মহাদেবসমক্ষে কার্পাস-শৈল দান করে, সে ব্যক্তি এক কল্পকাল রুদ্রলোকে বাস করিয়া অন্তে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

ঘৃতাচলদান

ন্যূনকল্পে পঞ্চ ঘৃতকুম্ভে একটি ঘৃতমেরু হয়। ঘৃতকুম্ভোপরি শালিতণ্ডুল-পাত্র এরূপভাবে স্থাপন করিবে, যাহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া উচ্চচূড়ার আকৃতি ধারণ করে। চতুষ্পার্শ্বে শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি সাজাইয়া দিবে। অন্যান্য সকল বিধানই ধান্যপর্ব্বতবৎ জ্ঞাতব্য। দানবাক্য যথা—

"ওঁ সংযোগাদ্ ঘৃতমুৎপন্নং যস্মাদমৃততেজসোঃ।
তস্মাদ্ ঘৃতার্চ্চির্বিশ্বাত্মা প্রীয়তামত্র শঙ্করঃ॥
যস্মাৎ তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে তদ্ধি ব্যবস্থিতম্।
ঘৃতপর্ব্বতরূপেণ তস্মাৎ ত্বং পাহি নোঽনিশম্॥"

ঘৃতাচলদানে মহাপাতকীও মুক্ত হইয়া শঙ্করলোকে গমন করিয়া কিঙ্কিণী-জালমণ্ডিত হংসসারস-যুক্ত বিমানে অপ্সরা ও সিদ্ধ-বিদ্যাধরে পরিবৃত হইয়া পিতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রলয়কাল যাবৎ বিহার করে।

অন্যূন তিন শত মুক্তায় একটি রত্নমেরু হইবে। তাহার চতুর্থাংশে এক একটি বিষ্কম্ভপর্ব্বত নিম্নোক্ত রত্নবিশেষে নির্ম্মাণ করিবে। যথা—পূর্ব্বে হীরক ও গোমেদরত্ন দ্বারা মন্দর, দক্ষিণে ইন্দ্রনীলমণি ও পদ্মরাগ দ্বারা গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈদূর্য্য ও বিক্রমমিশ্রিত রত্নে বিমলাচল, উত্তরে সুবর্ণসহ পদ্মরাগমণি দ্বারা সুপার্শ্ব বর্ষপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। অনুষ্ঠান অন্নমেরুবৎ জ্ঞাতব্য। দানবাক্য যথা—

"ওঁ যদা দেবগণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরত্নেষ্ববস্থিতাঃ।
ত্বঞ্চ রত্নময়ো নিত্যং নমস্তেঽস্তু সদাচল।
যস্মাদ্রত্নপ্রদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে হরিঃ।
সদা রত্নপ্রদানেন তস্মান্নঃ পাহি পর্ব্বত॥"

রত্নাচলদাতা বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রপূজিত হন, বিষ্ণুলোকে শতকল্প বাস করিয়া পরে মর্ত্ত্যে রূপ, আরোগ্য ও বিবিধ গুণান্বিত হইয়া সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ করেন। অধিক কি, ঐহিক ও জন্মান্তরীণ মহা-পাতকাদি পাপও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রৌপ্যাচলদান

সার্দ্ধবিংশত পল রজতে (চারি ভরিতে ১ পল হয়) অধম রজতাচল হয়। অন্যান্য পর্ব্বতে যে সকল বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তি ও বন প্রভৃতি রজতনির্ম্মিত হইবার বিধি আছে, রজতাচলে সে সকল সুবর্ণময় হইবে। হোম-পূজাদি সমস্ত কার্য্যই অন্নমেরুবৎ কর্ত্তব্য। দানবাক্য যথা—

"ওঁ পিতৃণাং বল্লভো যস্মাদ্দরিন্দ্রাণাং শিবস্য চ।
পাহি রজত তস্মাত্ত্বং শোকসংসার-সাগরাৎ॥"

রজতাচলদানে অযুত গোদানের ফল জন্মে, দেহান্তে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণে পূজিত হইয়া সোমলোকে প্রলয়াবধি কাল বাস হয়।

শর্করাচলদান

ন্যূনকল্পে দুই ভার শর্করা দ্বারা মেরু নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার চতুর্থাংশে বিষ্কম্ভপর্ব্বতসমূহ রচনা করিবে। সকল অচলদানেই মেরুর উপরিভাগে সুবর্ণের মন্দার, পারিজাত ও কল্পবৃক্ষ স্থাপন করিতে হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিমাচলে হরিচন্দন ও সন্তানবৃক্ষ রচিত করা আবশ্যক। বিশেষতঃ শর্করাচলে উহা অবশ্যই নিবেশ্য। মন্দরে কামদেব পশ্চিমাভিমুখে, গন্ধমাদনশৃঙ্গে কুবের উত্তরমুখে, বিপুলাচলে পূর্ব্বমুখে বেদমূর্ত্তি হংস, সুপার্শ্বে সুবর্ণময়ী সুরভিমূর্ত্তি দক্ষিণামুখে স্থাপিত হইবে। অন্যান্যবিধান অন্নমেরুবৎ। দানবাক্য যথা—

"ওঁ সৌভাগ্যামৃতসারোঽয়ং পর্ব্বতঃ শর্করাযুতঃ।
তস্মাদানন্দকারী ত্বং ভব শৈলেন্দ্র সর্ব্বদা॥
অমৃতং পিবতাং যে তু নিপেতুর্ভুবি শীকরাঃ।
দেবানাং তৎসমুত্থস্ত্বং পাহি নঃ শর্করাচল॥
মনোভবধনুর্ম্মধ্যাদুদ্ভূতা শর্করা যতঃ।
তন্ময়োঽসি মহাশৈল পাহি সংসারসাগরাৎ॥"

শর্করাশৈলদাতার পাপবিমুক্তিপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন হয়, সে চন্দ্র, তারা ও সূর্য্যসঙ্কাশ রথে অনুজীবিগণসহ আরোহণ করিয়া বিষ্ণুর আদেশে যথেচ্ছ বিহার করে। অতঃপর শতকল্পান্তে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া তিন অর্ব্বুদ বৎসর সপ্তদ্বীপাধিপত্য, পুরুষপ্রাপ্য আয়ু ও আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকল অচলদানেই অক্ষার-লবণাশী হইতে হয়।

দত্তক-গ্রহণ-ব্যবস্থা

"অপুত্রেণ সুতঃ কার্য্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসঙ্কীর্ত্তনায় চ॥"

অপুত্রক বা মৃতপুত্র ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি ও নামরক্ষার জন্য ধনদানাদি যে প্রকারে হউক বিশেষ যত্ন সহকারে পুত্র গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ নিজ নিজ বর্ণে দত্তক গ্রহণ করিবে, সেই পিণ্ডদান ও ধনাধিকারী হইবে। প্রথমতঃ সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র, তদভাবে

ভিন্নগোত্র সমানবর্ণ শিশু ব্রাহ্মণের দত্তকপুত্র হইবার যোগ্য, অন্তবর্ণের পক্ষে বিজাতীয় গ্রহণও হইতে পারে। সকল বর্ণেই বিভিন্ন জাতির গৃহীত দত্তক পিণ্ডদানাধিকারী ও ধনাধিকারী হয় না। ভ্রাতুষ্পুত্রসম্বন্ধেও কেবল নামরক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত।

"দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রৈস্তু ক্রিয়তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সুতঃ ক্বচিৎ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাগিনেয়, মাসতুতভাই ও দৌহিত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে না, শূদ্রজাতি দৌহিত্র ও ভাগিনেয়কে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। উক্ত প্রমাণে অবগত হওয়া যায় যে, যাহার মাতার নিয়োগ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হইতে পারে, তাহারই পুত্র দত্তক হইবার যোগ্য।

"দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ।"

মাতা ও পিতা ধনগ্রহণ দ্বারা অথবা পরোপকারেচ্ছায় ও পুত্রের সুখকামনায় বিনামূল্যেও যে পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে দান করে, তাহাকে দত্তক বলে।

"ন ত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ॥"

এক বা দুইটি পুত্রস্থলে দত্তক দান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেহেতু,একটি পুত্রকে দত্তক দান করিলে বংশের পিণ্ডদানাদি ও নিজ নাম লুপ্ত হয়। এইরূপ দ্বিপুত্র স্থলেও দত্তকদান নিষিদ্ধ, কেন না, একটি পুত্রকে দত্তক করিলে দৈববশতঃ অপরটির জীবনহানি ঘটিলে পূর্ব্ববৎ বংশরক্ষাদি অসম্ভব হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত আছে, 'নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥"

দত্তক গ্রহণের পর ঔরসপুত্র জন্মিলে দত্তকের আর প্রেতকার্য্যের অধিকার থাকে না, পরন্তু ঔরসপুত্র কনিষ্ঠ হইলেও তাহার প্রেতশ্রাদ্ধে অধিকার জানিবে। বহুপত্নীস্থলে দত্তকগ্রহীতা যে পত্নীর সহিত দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, দত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বা পার্ব্বণশ্রাদ্ধে সেই স্ত্রীর পিতৃপক্ষকে মাতামহ-পক্ষরূপে গণনা করিবে।

বিধবা স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে দত্তক দানে বা গ্রহণে

অধিকারিণী নহে। মতান্তরে ‘পরমতমপ্রতিষিদ্ধমনুমতং ভবতি’ অর্থাৎ প্রতিষেধ না থাকিলে অন্যের মত অনুমোদিত বুঝিতে হইবে।

কেবল পিতা বা মাতা পুত্রদানে ও গ্রহণে স্বাধীন নহে, উভয়ের ইচ্ছায় দত্তকদান ও গ্রহণ শাস্ত্রবিহিত। সধবা স্ত্রী স্বয়ং প্রবৃত্তা হইয়া দত্তক গ্রহণ করিবে না।

যে বালকের চূড়াকরণ বা উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার জনকগোত্রে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিলেও সে দত্তক হইয়া গ্রহীতার পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানাদি কার্য্যে অধিকারী নহে, তাহাকে দাস বলা যায়। পঞ্চবর্ষাতীত, মতান্তরে অষ্টবর্ষাতীত বালককে দত্তক গ্রহণ করিবে না। পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বেই দত্তক গ্রহণ করা উচিত। পঞ্চমবর্ষীয় বালককে গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক পুত্রেষ্টি আচরণ কর্ত্তব্য। যে যে সংস্কার পিতৃগৃহে হয় নাই, দত্তকগ্রহীতা সেই সেই সংস্কার যথাযথোক্ত নিয়মে ও স্বীয় কুলাচারানুসারে সম্পন্ন করিবে। দত্তকগ্রহণবিধি অনুসারে যাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায়, সেই বালকই দত্তক নামে অভিহিত ও তাহারই গ্রহীতৃ-পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার। অন্যথা বন্ধুত্ববশতঃ কোন ব্যক্তি কোন বালককে দান করিলে সে দত্তক নামে অভিহিত নহে। স্ত্রী বা শূদ্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলে যথোক্তনিয়মে ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম সম্পাদন করিয়া দত্তক গ্রহণ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের বৈদিক মন্ত্রপাঠে অধিকার নাই, ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত মন্ত্র পাঠ্য। বন্ধু, বান্ধব ও রাজপুরুষের সন্নিধানে দত্তকগ্রহণ বিধেয়।

দত্তকাশৌচ অশৌচ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যবস্থা দত্তকচন্দ্রিকায় দ্রষ্টব্য।

দত্তকগ্রহণ-প্রয়োগ

গ্রহীতা পত্নীসহ দত্তকগ্রহণের পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়ান্তে বন্ধু, বান্ধব ও রাজপুরুষসমক্ষে কুশহস্তে আচমন, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ-গণকে পূজা করিয়া ‘ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক

স্বস্তিবাচনাদি করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" (বারত্রয় পাঠ্য) ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহং' তিনবার বলিবেন। ঐরূপে স্ব স্ব বেদানুসারে স্বস্তি, ঋদ্ধি বা ঋদ্ধি, স্বস্তিবাচন করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠান্তে 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ সদারঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অপ্রজস্ত্বপ্রযুক্ত-পৈতৃক-ঋণাপকরণ-পুন্নাম-নরকত্রাণদ্বারা (মৃতপুত্র ব্যক্তি পুন্নাম-নরকত্রাণ ইহা উল্লেখ করিবেন না) শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং নামসঙ্কীর্ত্তনার্থং বংশ-রক্ষার্থঞ্চ মনু-বশিষ্ঠ-শৌনক-বৃহস্পতি-পরাশরাদ্যৃষিবাক্যানুসারেণ যথাখোক্ত-বিধিনা পুত্রপ্রতিগ্রহমহং করিষ্যে।" স্ববেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া তদঙ্গ বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-পুত্র-প্রতিগ্রহ-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোর্দ্ধারা-সম্পাতনা-য়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।" পরে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধাদি অন্তে যজমান ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য বরণ করিবে। যথা—উত্তরাভিমুখে ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইয়া 'ওঁ সাধু ভবানাস্তাং' পাঠ করিবে, ব্রতী 'ওঁ সাধ্বহমাসে' বলিবেন, গন্ধপুষ্পাদি লইয়া যজমান বলিবে, 'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্', ব্রতী 'ওঁ অর্চ্চয়' বলিবেন। ব্রতীকে বস্ত্রাদি দিয়া তাঁহার দক্ষিণজানু ধারণ করত বরণবাক্য পাঠ কবিবে, যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-শৌনকা-দ্যুক্তবিধিক-পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায়,এবং হোতৃকর্ম্মকরণায়, আচার্য্যকর্ম্মকরণায়, সদস্যকর্ম্মকরণায়" ইত্যাদি। পরে হোতা পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মের সাঙ্গতার জন্য বিষ্ণু, গণপতি, প্রজাপতি, লক্ষ্মী, ধর্ম্ম ও পিতৃগণের পূজার্থ সঙ্কল্প করিবেন। মতান্তরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বিহিত নহে। হোতা স্বস্ববেদানু-সারে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক একত্র করত তদ্দ্বারা "ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা।" মন্ত্রে বেদী শোধন করত বেদীর উপরিভাগে নিম্নোক্ত মন্ত্রে চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবেন। যথা—সামবেদী 'ওঁ উর্দ্ধ উষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে" মন্ত্রে, যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী 'ওঁ বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্ স বিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্" মন্ত্রে বিতান বন্ধন করিয়া বেদীর পূর্ব্বভাগে স্ব স্ব বেদোক্তমন্ত্রে

পঞ্চরত্ন স্থাপন করিবে। পরে ঈশানকোণে ধান্যোপরি শান্তিকুম্ভ স্থাপনীয়। যথা—'ওঁ আজিঘ্রকলসং' ইত্যাদি মন্ত্রে আরোপণ, 'ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ' মন্ত্রে আবাহন, "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ।" মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক ঘটমধ্যে পঞ্চরত্ন, সর্ব্বৌষধি, ঘটবহির্ভাগে দধ্যক্ত, ঘটমুখে পঞ্চপল্লব, কণ্ঠে বস্ত্রদ্বয় বন্ধন কর্ত্তব্য। অতঃপর সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল নির্ম্মাণ (প্রথম খণ্ডে পূজাপ্রকরণ দেখ) করিয়া তন্মধ্যে পীঠোপরি শালগ্রামশিলা বা পূজনীয় দেবগণের স্বর্ণ-রৌপ্যময়ী প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। যথা—প্রথমতঃ সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া স্থাপিত ঘটে প্রথমে গণেশ, দ্বিতীয়ে সূর্য্য, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে শিব ও পঞ্চমে দুর্গাপূজা করিতে হইবে। উক্ত ঘটে আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালকে স্বস্বমন্ত্রে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে 'গাং' মন্ত্রে প্রাণায়াম, করাঙ্গন্যাস করিয়া গণেশের ধ্যান ও পূজা করিবে। ধ্যান যথা—'ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং' ইত্যাদি। বিশেষার্ঘ্যস্থাপনান্তে পুনর্ধ্যান ও প্রতিমা সন্থে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন। ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।" অতঃপর প্রজাপতির পূজা করিবে। ধ্যান যথা—"ওঁ চতুর্ভুজং মহাবাহুং হংসারূঢ়ং বরপ্রদম্। রক্তমাল্যাম্বরধরং রক্তগন্ধানুলেপনম্। রক্তপদ্মাসনাসীনং রক্তবর্ণং জগৎপ্রভুম্। অক্ষমালা-স্রুবৎকুণ্ড-কমণ্ডলুধরং বিভুম্। ধ্যায়েৎ প্রজাপতিং দেবং সর্ব্বকার্য্যার্থ-সিদ্ধয়ে॥" পূজামন্ত্র যথা—"ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্। ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।"

পরে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-
মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণম্
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥"

পূজামন্ত্র।—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

লক্ষ্মীকেও যথাশক্তি পূজা করিয়া ধর্ম্মের ধ্যান করত ষোড়শোপচারে পূজা কর্ত্তব্য। ধ্যান যথা—

"ওঁ চতুর্ভুজং চতুর্ব্বক্ত্রং মহামহিষবাহনম্।
শুক্লবস্ত্রপরীধানং শুক্লগন্ধানুলেপনম্॥
শুক্লমাল্যধরং সৌম্যং সুন্দরাঙ্গং সুশোভনম্।
কুন্দেন্দুধবলাঙ্গং তং ধ্যায়েদ্ ধর্ম্মং সনাতনম্॥"

'ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ বা ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে পিতৃগণ ও নিম্নোক্ত দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা—"ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ, এবং কুলদেবতাভ্যঃ, গুরুভ্যঃ, অগ্নয়ে, সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ, বায়বে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, সোমায়, দিবে, পৃথিব্যৈ, ভূর্নমঃ, ভুবর্নমঃ, স্বর্নমঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে নমঃ," এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া স্ব স্ব গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে সামান্ত কুশণ্ডিকা (সামবেদী আজ্যোৎপবনান্তা মতান্তরে বিরূপাক্ষজপান্তা, অন্তবেদী আঘারাজ্যভাগান্তা) সমাপ্ত করিয়া পুত্র গ্রহণ করিবে। যথা—গ্রহীতা আচার্য্য, বন্ধু, সদস্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সহিত দাতার নিকট যাইয়া পত্নী সহিত প্রার্থনা করিবে, 'ওঁ পুত্রং দেহি।' পরে দাতা আচমন ও বিষ্ণুস্মরণান্তে নারায়ণ, গুরু, গণেশ ও নবগ্রহগণকে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করত স্বস্তিবাচন করিবে। "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পুত্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীপরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং পুত্রদানমহং করিষ্যে।"

ঋবেদোক্ত সূক্ত পাঠান্তে সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতার্থ গণপতিকে পাদ্যাদিযোগে পূজা করিয়া পুত্রদান করিবে। প্রথমতঃ নিম্নোক্ত 'যে যজ্ঞ' ইত্যাদি পঞ্চঋক্ পাঠ করিতে হয়। যথা—

'ওঁ যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্তা ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্বমানশ। তেভ্যোভদ্রমঙ্গিরসো বো অস্তু প্রতিগৃভ্ণীত মানবং সুমেধসঃ॥ ১। য উদাজন্ পিতরো

গোমন্তং বহ্নতেনাভিদম্ পরিবৎসরে বলম্। দীর্ঘায়ুত্বমঙ্গিরসো বো অস্ত প্রতিগৃভ্নীত মানবং সুমেধসঃ॥২। য ঋতেন সূর্য্যমারোহয়ন্ দিব্যপ্রথয়ন্ পিতরং মাতরং বি। সুপ্রজাত্বমঙ্গিরসো বো অস্ত প্রতিগৃভ্নীত মানবং সুমেধসঃ॥৩। অয়ং নাভা বদতি বল্গু বো গৃহে দেবপুত্রা ঋষয়স্তচ্ছৃণোতন। সুব্রহ্মণ্যমঙ্গিরসো বো অস্ত প্রতিগৃভ্নীত মানবং সুমেধসঃ॥৪। বিরূপাস ইদৃষয়স্ত ইদ্গম্ভীরবেদসঃ। তে অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে॥৫।'

এই পঞ্চঋক্ পাঠান্তে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং ইমং মৎপুত্রং অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (প্রতিগ্রহীতার নাম) (তব) পৈতৃকঋণাপকরণ-পুন্নামনরকত্রাণ-বংশরক্ষাসিদ্ধ্যর্থমাত্মনশ্চ পরমেশ্বর-প্রীত্যর্থং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদে' মন্ত্রে প্রতিগ্রহীতার হস্তে অক্ষতসহ জল দিয়া পুত্র সমর্পণ করিবে ও বলিবে, 'মম পুত্রং প্রতিগৃহ্লাতু ভবান্।' পরে দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য। যথা—"ওঁ অদ্যে ত্যাদি শ্রীপরমেশ্বর-প্রীতিকামনয়া যাচমানায় কৃতৈতৎপুত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা তন্মূল্যং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে প্রতিগ্রহীত্রে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" গ্রহীতা 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্লামি অমুকদেবশর্ম্মন্" মন্ত্রে বালককে দুই হস্তে করিয়া নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া 'ওঁ অঙ্গা-দঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্' মন্ত্র জপপূর্ব্বক শিশুর মস্তকাঘ্রাণ করিবে। পরে 'ওঁ ধর্ম্মায় ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, ওঁ সন্তত্যৈ ত্বা প্রতিগৃহ্লামি' মন্ত্র পাঠান্তে 'ওঁ বস্ত্রাণি পরিধৎস্ব' মন্ত্রে বস্ত্র পরাইয়া উষ্ণীষপরিধান, তিলকদানাদি করত 'ওঁ হিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্' মন্ত্রে কুণ্ডল পরিধান করাইবে। পরে (বস্ত্রাচ্ছাদিত) বালককে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্যগীত-বাদ্যসহকারে ও নিম্নোক্ত সূক্তপাঠ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে লইয়া যাইবে। স্বস্তিসূক্ত যথা—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ। স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদি-ত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। স্বস্তি

:পন্থামনুচরেম-সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতা ঘ্নতা জানতা সংগমেমহি॥ স্বত্যায়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সংবাধেষভয়ং নো অস্তু॥"

'ওঁ তদস্ত মিত্রাবরুণা তদগ্নে শংযোরস্মভ্যমিদমস্তু শস্তম্। অশীমহি গাধমুত প্রতিষ্ঠাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায়॥ "ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎপ্রতিষ্ঠিততমং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদেত্য বিদূরে পূর্ব্বং লভতে গৃহাণে বৈ নানা ভিগমিষতি পশূনাং প্রতিষ্ঠা।'

পরে আচার্য্য যথাবিধি চরুপাক করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে শাহস নামক অগ্নি স্থাপন, আবাহন ও পূজনান্তে অমন্ত্রক বহ্নিতে ঘৃতাক্ত সমিৎ প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া চরু-হোম করিবে। সর্ব্বত্র চরু-হোমে অবদানবিধি অবলম্বনীয়। যথা—চরুতে ঘৃতদ্রব দিয়া স্রুকের দ্বারা জুহূতে চরু রাখিয়া তদুপরি ঘৃতদ্রব দিয়া চরুস্থালীতে ঘৃতদ্রব দিবে। চরু-হোমমন্ত্র যথা—"যস্মা ত্বং কৃণবৈ কীরিণেতি মন্ত্রয়োর্বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যস্মা ত্বং কৃণবৈ কীরিণা-মন্যমানো মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি প্রজাভি-রগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্ স্বাহা॥ ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে, বা ইদমগ্নয়ে নমম মন্ত্রে যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী হুতশেষ রাখিবেন)। তুভ্যমগ্নে ইত্যস্য মন্ত্রস্য সূর্য্যাসবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা-দ্বে অনুষ্টুভৌ তৃতীয়া জগতী চতুর্থী ত্রিষ্টুপ্ পঞ্চম্যনুষ্টুপ্ ছন্দাংসি পুত্রপ্রতিগ্রহাঙ্গহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো জায়াঞ্চ অগ্নে প্রজয়া সহ স্বাহা॥ (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। ওঁ সোমো-হদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোহদদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং স্বাহা। (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। ওঁ ইহৈবস্তং মাবিযৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে স্বাহা (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্মঙ্গলীঃ পতি-লোকমাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। মন্ত্রান্তর

—ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু (থি)। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি (কুরু) স্বাহা। (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু স্বাহা (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ স্বাহা (ইদং সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ)।” এ কয়টি হোমও বিহিত আছে।

পরে চরু দ্বারা প্রজাপতি-হোম করিবে, মন্ত্র যথা—“ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা (ইদং প্রজাপতয়ে)।”

এইরূপে গণেশাদি পূজিত দেবতারও চরু-হোম কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—“ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায়। মহাহস্তী দক্ষিণেন স্বাহা (ইদং গণপতয়ে) ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহা (ইদং বিষ্ণবে) ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা (ইদং ধর্ম্মায়) এবং পিতৃভ্যঃ। কুলদেবতাভ্যঃ। গুরুভ্যঃ। অগ্নয়ে। সূর্য্যাসাবিত্র্যৈ। বায়বে। সূর্য্যায়। প্রজাপতয়ে। সোমায়। দিবে। পৃথিব্যৈ। ভূঃ। ভুবঃ। স্বঃ। ভূর্ভুবঃস্বঃ। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।”

এইরূপ চরুহোমান্তে মেক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া সঙ্কল্প করত প্রজাপতির উদ্দেশে অষ্টোত্তরশত আজ্যযুক্ত পায়সহোম করিবে। মন্ত্র যথা—“ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতা” ইত্যাদি। পরে পূজিত দেবতাগণের যথাশক্তি পূজামন্ত্রে হোম কর্ত্তব্য, যথা—গণেশের উড়ুম্বরসমিধ্ দ্বারা “ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে। এইরূপ প্রজাপতির অষ্টোত্তরশত পলাশ-সমিধ্ দ্বারা ‘ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতা’ ইত্যাদি মন্ত্রে, বিষ্ণুর উড়ুম্বরসমিধ্ দ্বারা ‘তদ্বিষ্ণোঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রে, ধর্ম্মের ‘ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা’ মন্ত্রে উড়ুম্বরসমিধ্ দ্বারা, পিত্রাদির যথাশক্তি হোমান্তে নবগ্রহমন্ত্রে নবগ্রহহোম, শক্ত্যনুসারে দিক্-পালহোম, গ্রাম্য দেবতা, বাস্তুদেবতা, গঙ্গাদি নদী, লোহিতাদি নদ ও সমুদ্র প্রভৃতির হোম করিতে হয়। পরে মহাব্যাহৃতি-হোমান্তে স্ব স্ব বেদানুসারে উদীচ্যকর্ম্ম করিবে। পরে পূর্ণ-হোমান্তে ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিয়া অগ্নিবিসর্জ্জন পূর্ব্বক তিলকদান ও ‘সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু’ ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তিদান করিবে। পরে প্রতিদক্ষিণা ও প্রধান কর্ম্মের দক্ষিণাদান কর্ত্তব্য। দক্ষিণা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণে বর্ণভেদে বিশেষ বিধি অবগত হওয়া

বায়। যথা—"দক্ষিণাং গুরবে দত্তাদ্ যথাশক্তি দ্বিজোত্তমঃ। নৃপো রাজ্যার্দ্ধমেবাথ বৈশ্যো বিত্তশতত্রয়ম্। শূদ্রঃ সর্ব্বস্বমেবাপি অশক্তশ্চেদ্ যথাবলম্। তথা—শতত্রয়ং নাণকানাং সৌবর্ণমথ রাজতম্। প্রদত্তাত্তাম্রমথবা উত্তমাদি-ব্যবস্থয়া।"

ব্রাহ্মণ কর্ম্মান্তে গুরুকে (আচার্য্যকে) যথাশক্তি দক্ষিণা দিবেন। কিন্তু উত্তমবিত্ত ব্যক্তি তিন শত সুবর্ণমুদ্রা, মধ্যমবিত্ত তিন শত রৌপ্যমুদ্রা, অল্পবিত্ত ব্যক্তি তিন শত তাম্রমুদ্রা দক্ষিণা দান করিবেন। ক্ষত্রিয় অর্দ্ধরাজ্যোৎপন্ন একবর্ষীয় দ্রব্য, বৈশ্য শত রজতমুদ্রা, শূদ্র এক বর্ষে দাসত্বলব্ধ দ্রব্য দক্ষিণাস্বরূপ দিবে।

পঞ্চম প্রবাহ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-প্রকরণ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-ব্যবস্থা

স্মার্ত্তকৃত মলমাসতত্ত্বে বর্ণিত আছে যে, "বালগ্রহ-ভূতগ্রহ-নরাধিপ-প্রবলতরশত্রু-দুঃসহরোগাভিভবাদ্ভুত-দুঃস্বপ্ন-গ্রহদৌঃস্থ্যাদিনিমিত্ত শান্তিকর্ম্ম মলমাসেঽপি কার্য্যম্।" বালগ্রহ অর্থে নবজাত বালকের সূতিকা-গৃহে মারক গ্রহ বা প্রাণিবিশেষ, তাহাদের উপদ্রব বা আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শাস্ত্রে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা আছে, এই কারণেই জন্মাবধি ষষ্ঠী রাত্রিতে সূতিকাষষ্ঠী-পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদযুক্ত প্রমাণ এই যে, 'ধাত্রীমাত্রোঃ প্রাক্ প্রদিষ্টাপচারাচ্ছৌচভ্রষ্টান্মঙ্গলাচারহীনান্ ত্রস্তান্ হৃষ্টাংস্তর্জ্জিতান্ ক্রন্দিতান্ বা পূজাহেতোর্হিংস্যুরেতে কুমারান্।'

অর্থাৎ ধাত্রী ও মাতার পূর্ব্বকৃত অত্যাচারে শৌচহীন, মঙ্গলাচারশূন্য, ভীত, হৃষ্ট, তর্জ্জিত ও ক্রন্দিত কুমারগণকে বালগ্রহগণ হত্যা করে। ইহার শান্তির জন্য তাহাদের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঐরূপ পিশাচাদি ভূতগ্রহের অভিভবেও শান্তিবিধান কর্ত্তব্য।

রাজার অত্যাচারে, প্রবলতর শত্রুসঙ্ঘর্ষে ও দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে শান্তিকার্য্য দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অদ্ভুত উপসর্গেও শান্তি অনুষ্ঠ-করণীয়। মানবের অতিলোভে, মিথ্যাপরায়ণতায়, নাস্তিকতায় ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধকর্ম্মাচরণে দৈব, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত উপসর্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। "প্রাক্ প্রবোধায় দেবাঃ সৃজন্তি" অর্থাৎ ভাবী বিপদের সূচনার্থ পূর্ব্বেই দেবগণ ভূ-আদি লোকের অদ্ভুত স্বভাববিকৃতি বা দুর্লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপদ্রব যথা—রজস্বলাভিগমনে, গাভী ও অশ্বার গর্ভে যমজ সন্তান জন্মিলে, বিজাতীয় জীব প্রসূত হইলে, গৃহমধ্যে কাক, কঙ্ক, শকুনি, শ্যেনপক্ষী, বনকুক্কুট, রক্তপাদ

ও বজ্রকপোত প্রবেশ করিলে বা ঐ সকল প্রাণী মনুষ্যের অঙ্গে পড়িলে কিম্বা ঐ জাতীয় অন্য কোনও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ঘটিলে, শ্বেতবর্ণ বা রাত্রিকালীন ইন্দ্রধনুর উদয় হইলে, দিগ্দাহ, উল্কাপাত, সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশ পাইলে, আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাকার মেঘের উদয়ে, অপর্ব্বদিনে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, ভূমিকম্প, ধূমকেতূদয়, রক্তবৃষ্টি, অকালে ফল-পুষ্পের উদয় ইত্যাদি অদ্ভুত উপদ্রবে শান্তি করিতে হয়।

স্বপ্নে হর্ষ বশতঃ হাস্য, বিবাহদর্শন, নৃত্য-গীত ও অভীষ্ট বস্তুর উপলব্ধি ঘটিলে অচিরে বিপত্তির আশঙ্কা করা যায়, ইহার প্রতীকারার্থ শান্তিকার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য।

জন্মকালীন রাশিচক্রে (বিলগ্নে) গ্রহের দুঃসমাবেশ বা গোচরে গ্রহের কুদৃষ্টি ঘটিলে গ্রহরিষ্টনিবারণার্থ শান্তিকর্ম্মের বিধি আছে। চক্ষুঃস্পন্দনে বা বাহুস্পন্দনে, স্থানবিশেষে জ্যেষ্ঠীপতনে শান্তি করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে, "শান্তিস্বস্ত্যয়নৈর্দৈবোপঘাতান্ শময়েৎ পরচক্রোপঘাতাংশ্চ।" শান্তিকার্য্য বা স্বস্ত্যয়নকার্য্য দ্বারা দৈবকৃত পূর্ব্বোক্ত আপৎসমূহের প্রতীকার করিবে। অপর, রাজা কর্ত্তৃক রাজ্যাক্রমণের আশঙ্কা শান্তিকার্য্যে নিবারিত হয়। এই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন মলমাসাদি অশুদ্ধ কালেও কর্ত্তব্য।

শান্তির কর্ত্তব্যতা

যদিও বর্ত্তমান কালে অনেকের ধারণা যে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বিপদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম, এবং তাঁহারা এ বিষয়ে 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি' ইত্যাদি ভগবদ্গীতাবাক্যও দৃষ্টান্তপ্রমাণস্বরূপ দেখাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ অনেক স্থলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নে যে যোগশান্তি হইতে দেখা যায় না, তাহা সত্য, কিন্তু ইহার মূলে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে। বাস্তবতঃ অনেক স্থলে যে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তাহার কারণ যজমানের দৃঢ়বিশ্বাসের অভাব ও বিশুদ্ধ ঘৃতাদি যজ্ঞিয় উপকরণের দুর্লভতা; অন্যদিকে নির্লোভ, জ্ঞানী, প্রাণি-হিতার্থী পুরোহিতের প্রচুরতর অসমাবেশ। যেহেতু শান্তিস্বস্ত্যয়নের উপকারিতা শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। যথা—

"যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকম্।
এবং দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণম্॥"

যেমন শত্রুর শস্ত্রপ্রহার হইতে আত্মরক্ষা কেবল কবচ দ্বারা সম্পাদিত হয়, এইরূপ দৈবকৃত (প্রাক্তন নিজকর্ম-বিপাকজ) অনিষ্টোৎপত্তি শান্তিকার্য্য দ্বারা নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা এইমাত্র বুঝা যায় যে, নিজ দুষ্কৃত কর্মের অবশ্য ভোক্তব্য ফলপরিপাক জীব-জীবনে ঘটিবেই ঘটিবে, কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নকারীর নিজের উপর ঐ আক্রমণ না হইয়া তাহার অন্য কোন আত্মী-য়ের উপর সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দগ্ধবীজবৎ নিরঙ্কুর অবস্থায় পরিণত হয়। এ বিষয়ে সমর্থক শাস্ত্রীয় প্রমাণও পাওয়া যায়, যথা—

"দ্রব্যে গোষ্ঠেষু ভৃত্যেষু সুহৃৎসু তনয়েষু চ।
ভার্য্যায়াঞ্চ গৃহে দুষ্টে ভয়ং পুণ্যবতাং নৃণাম্॥
আত্মন্যথাল্পপুণ্যানাং সর্ব্বত্রৈবাতিপাপিনাম্।
নৈকত্রাপি হি পাপানাং নরাণাং জায়তে ভয়ম্॥"

শান্তিস্বস্ত্যয়নরূপ পুণ্যকারী ব্যক্তির উপশমিত ফলোন্মুখ দুষ্টগ্রহের আক্রমণ তাহার নিজ ধনসম্পত্তি, গোধন, ভৃত্যবর্গ, বন্ধুবর্গ, সন্ততিচয় বা ভার্য্যার উপর হইয়া থাকে। যাহারা অল্পপুণ্য করে, তাহাদের নিজের উপরেই গ্রহের আক্রমণ ফলপ্রদ হয়, অতিপাপীর পক্ষে গ্রহের আক্রমণ পূর্ব্বোক্ত সকলের উপরই হইয়া থাকে। শান্তিকর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে উপশমিত দুষ্টগ্রহসূচিত-দুরদৃষ্টবান্ ব্যক্তির (যিনি দুষ্ট-গ্রহ দ্বারা সূচিত দুরদৃষ্টের ফলবিপাক গ্রহসমাবেশ দর্শনে অবগত হইয়া শান্তিকার্য্য করিয়া দুষ্ট গ্রহের প্রশমন করিয়াছেন, তাঁহার) পক্ষে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদিমধ্যে কাহারও উপর দুরদৃষ্টের ফল প্রকাশ পায় না। শাস্ত্রে কথিত আছে, যেমন দুষ্কার্য্য দ্বারা জীব দুঃখভাগী হয়, সেইরূপ ভগবন্নামকীর্ত্তনাদি সৎকর্ম্ম-যোগেও দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় হয়। এ বিষয়ে "কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারঃ" এই ভগবদ্-বাক্যই প্রমাণ।

শান্তিস্বস্ত্যয়নের লক্ষণ ও কালনিরূপণ

"শান্তির্ধর্ম্মদ্বারা গ্রহ-দৌঃস্থ্য-দুঃস্বপ্নাদি-সূচিতৈহিকানিষ্ট-হেতু-দুরিত-নিবৃত্তিঃ।"

নিজ নিজ ঐহিক ও প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্ম সময়ানুসারে ফলোন্মুখ

হইয়া জীবের সুখ-দুঃখের বিধাতা হইয়া থাকে। গ্রহচক্রে গ্রহসমাবেশ দর্শনে জীবের সুখ-দুঃখের ভোগকাল অবগত হওয়া যায়। 'তে গ্রহা রিষ্ট-সূচকাঃ।' গ্রহ অমঙ্গলকারক নহে, অমঙ্গলের বিজ্ঞাপক; নিজ দুরিতই অমঙ্গল-কারক। যখন গোচরে বা বিলগ্নে অবস্থিত দুষ্ট রবি প্রভৃতির অন্যতম গ্রহ বিরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তখনই জীবের অশুভের সময় বুঝিতে পারা যায়। তৎকালে সেই অশুভস্থানস্থ বিরুদ্ধ রবাাদি-গ্রহ-সূচিত বা দুঃস্বপ্নদর্শন, বাহু-নয়ন-স্পন্দন, সর্প-শৃগালাদির গমনবিশেষ প্রভৃতি দ্বারা সূচিত অচিরভাবি-অনিষ্টের কারণীভূত নিজকৃত ফলোন্মুখ দুরিতের যাহা দ্বারা ধ্বংস হয়, তাহাই শান্তিকর্ম, যথা—দেবীমাহাত্ম্যপাঠাদি।

'স্বস্তি ধর্মদ্বারা অভিপ্রেতার্থসিদ্ধিঃ তস্যায়নং প্রাপকং যাগদানাদি।'

স্বস্তি অর্থে ধর্মকার্য্য দ্বারা যে অভীষ্টফলসিদ্ধি, তাহার নিষ্পাদক কার্য্য—যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতিকে স্বস্ত্যয়ন বলে। শান্তিকর্ম্মে নিজ দুরিতজাত অনিষ্ট-ফলভোগের ক্ষয় হয়।

স্বস্ত্যয়ন দ্বারা দুরিতজাত অনিষ্টফলোদয়ের প্রতিবন্ধ ঘটে। সুতরাং যে স্থলে দুঃখভোগ হইতেছে, তথন শান্তিকার্য্য করিবে, আর যে স্থলে গ্রহ-সমাবেশদর্শনে অনুমিত ফলভোগনিবৃত্তি কামনার বিষয়ীভূত হইবে, তৎকালে দান, ধ্যান প্রভৃতি সৎকার্য্যরূপ স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

শান্তিকার্য্যে শুদ্ধকাল অপেক্ষণীয় নহে, স্বস্ত্যয়নেও অবস্থাবিশেষে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু শুক্লপক্ষে বিশুদ্ধ দিনে (রিক্তা, ত্র্যহস্পর্শ, বিষ্টিকরণ, উগ্রনক্ষত্রবর্জ্জিত দিনে) স্বস্ত্যয়ন করাই কর্ত্তব্য।

রোগশান্তি

নক্ষত্রবিশেষে রোগ প্রকাশ পাইলে নক্ষত্রানুসারে ভোগকাল জ্যোতিস্তত্ত্বে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"কৃত্তিকাসু যদা ব্যাধির্নৃণাং সম্প্রতিপাদিতঃ।
নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া ত্রিরাত্রং রোহিণীষু চ॥
মৃগশীর্ষে পঞ্চরাত্রমার্দ্রায়াং মুচ্যতেঽসুভিঃ।
পুনর্ব্বসৌ তথা পুষ্যে সপ্তরাত্রং বিধীয়তে॥

নবরাত্রং তথাশ্লেষে মাসমেকং মঘাসু চ।
দ্বৌ মাসৌ পূর্ব্বফল্গুন্যামুত্তরাসু ত্রিপঞ্চকম্॥
হস্তে চ সপ্তরে মোক্ষশ্চিত্রায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মাসদ্বয়ং তথা স্বাত্যাং বিশাখে দিনবিংশতিঃ॥
মৈত্রে চৈব দশাহানি জ্যেষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মূলে ন জায়তে মোক্ষঃ পূর্ব্বাষাঢ়ে ত্রিপঞ্চকম্॥
উত্তরে বিংশতির্জ্ঞেয়া দ্বৌ মাসৌ শ্রবণে তথা।
ধনিষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসং বারুণ্যাঞ্চ দশাহকম্॥
ন চ ভাদ্রপদে মোক্ষ উত্তরাসু ত্রিপঞ্চকম্।
রেবত্যাং দিনবিংশত্যা চাহোরাত্রং তথাশ্বিনী॥
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে নিত্যং ভরণ্যাং নাত্র সংশয়ঃ।
নক্ষত্রং প্রতিকর্ত্তব্যং নক্ষত্রপথ-জানতা॥"

কৃত্তিকা নক্ষত্রে ব্যাধি জন্মিলে নব-রাত্র রোগভোগ হয়। ঐরূপ রোহিণীতে ত্রিরাত্র, মৃগশিরায় পঞ্চরাত্র, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় সপ্তরাত্র, অশ্লেষায় নবরাত্র, মঘায় এক মাস, পূর্ব্বফল্গুনীতে মাসদ্বয়, উত্তরফল্গুনীতে পঞ্চদশাহ, হস্তায় সপ্তদিন, চিত্রায় অর্দ্ধমাস, স্বাতীতে দুই মাস, বিশাখায় বিংশতি দিন, অনুরাধায় দশাহ, জ্যেষ্ঠায় অর্দ্ধমাস, মূলায় মৃত্যু, পূর্ব্বাষাঢ়ায় পঞ্চদশ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় বিংশতি দিন, শ্রবণায় দুই মাস, ধনিষ্ঠায় অর্দ্ধমাস, শতভিষায় দশাহ, পূর্ব্বভাদ্রপদে মৃত্যু, উত্তরভাদ্রপদে পঞ্চদশ বাসর, রেবতীতে বিংশতিদিন, অশ্বিনীতে অহোরাত্র ভোগ হয়। ইহার প্রতীকারার্থ নিম্নোক্ত বিধানে দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক নক্ষত্রবিশেষের হোম করাইতে হয়। যথা জ্যোতিস্তত্ত্বে—

"ক্ষীরবৃক্ষস্য সমিধো জুহুয়াদশ্বিদৈবতে।
সতিলমক্ষতং যাম্যে ঘৃতমেবাগ্নিদৈবতে॥
প্রাজাপত্যে জুহুয়াত্তু গ্রাম্যবীজকরঞ্জকম্।
সৌম্যে গব্যং পয়ো রৌদ্রে সর্পির্মধুসমন্বিতম্॥
অদিতির্দেবতা যস্য ঘৃতাক্তাস্তিলতণ্ডুলাঃ।
পায়সং সর্পিষা চৈব বৃহস্পত্যধিদৈবতে॥
গ্রাম্যৌষধীশ্চ পত্রঞ্চ সর্পিঃ সর্পাধিদৈবতে।
পিতরো দেবতা যস্য ঘৃতাক্তাস্তিল-তণ্ডুলাঃ॥

অশক্তা আজ্যযুক্তাশ্চ ভগে সর্পিস্তথোত্তরে।
সাবিত্রে তু দধিহোমো ত্বষ্ট্রে চিত্রৌদনং হবিঃ॥
যবাঃ স্বাত্যাঞ্চ হোতব্যাশ্চন্দ্রাগ্নিত্তে তু পায়সম্।
মৈত্রে সর্পিস্ত জুহুয়াত্তদেব চন্দ্রদৈবতে॥
যথোপপন্নমন্নঞ্চ জুহুয়ান্নৈর্ঋতে তথা।
অব্দৈবতে শালিবীজং বৈশ্বদেবে তু রূষকম্॥
রক্তানাং তণ্ডুলানাঞ্চ হোতব্যং বিষ্ণুদৈবতে।
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-সামধো বসুদৈবতে।
বারুণে বারিজাতানাং পুষ্পাণাং হোম ইষ্যতে॥
অজৈকপাদে হোতব্যং প্রাজাপত্যেন তৎ সমম্।
অহিব্রধ্নে তু নক্ষত্রে পিষ্টকান্নং প্রশস্যতে॥
পৌষ্ণে ফলান্যখণ্ডানি হুনেদষ্টোত্তরং শতম্।
সাবিত্র্যা হুতমেতত্তু ব্রহ্মণাভিহিতং পুরা॥"

অশ্বিনী নক্ষত্রে জাত জন্ম গায়ত্রী দ্বারা অষ্টোত্তরশত ন্যগ্রোধ-সমিধ্ হোম করিলে প্রশমিত হয়। ঐরূপ ভরণী নক্ষত্রে সতিলাক্ষত-হোম, কৃত্তিকায় ঘৃতাহুতি, রোহিণীতে করঞ্জবীজ-হোম, মৃগশিরায় গব্যদুগ্ধাহুতি, আর্দ্রায় মধু-সহ ঘৃত, পুনর্ব্বসুতে ঘৃতাক্ত তিলতণ্ডুল, পুষ্যায় ঘৃতাক্ত পায়স, অশ্লেষায় ঘৃত সহ গ্রাম্য ওষধি ও পত্র, মঘায় ঘৃতাক্ত তিলতণ্ডুল, পূর্ব্বফল্গুনীতে ঘৃতাক্ত যব, উত্তরফল্গুনীতে ঘৃত, হস্তায় দধি, চিত্রায় ঘৃতাক্ত বিচিত্রান্ন, স্বাতীতে যব, বিশাখায় পায়স, অনুরাধায় ঘৃত, জ্যেষ্ঠায় ঘৃত, মূলায় যথা-সম্ভব অন্ন, পূর্ব্বাষাঢ়ায় শালিধান্যবীজ, উত্তরাষাঢ়ায় বাসকপত্র, শ্রবণায় রক্ত-তণ্ডুল, ধনিষ্ঠায় বট, উড়ুম্বর ও অশ্বত্থ; শতভিষায় জলজাত পুষ্প, পূর্ব্বভাদ্রপদে গ্রাম্য করঞ্জবীজ, উত্তরভাদ্রপদে পিষ্টকান্ন, রেবতীতে অখণ্ড ফল-হোম করিবে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় হোম করিলে শান্তি হয়। হোমমন্ত্র হোম-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

মতান্তরে কৃত্তিকা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত সাতাইশটি নক্ষত্রে জন্মোৎপত্তি হইলে নিম্নোক্ত শান্তি বিহিত আছে, যথা—জন্মপূজা করত কৃত্তিকায় পিটুলি-নির্ম্মিত ছাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মুখে দধি-উদক দাতব্য। এইরূপ তৎপরবর্ত্তী নক্ষত্রে পিষ্টকনির্ম্মিত জীবমুখে দ্রব্যবিশেষ দেয়, যথা—রোহিণীতে পিষ্টকগোমুখে শাক, মৃগশিরায় মৃগমুখে যাবকলাজ, আর্দ্রায় গোমুখে রক্তশাক,

পুনর্ব্বসুতে বরাহমুখে পটোল, পুষ্যার ছাগমুখে পায়স, অশ্লেষার বরাহমুখে ঘৃত, মঘার বানরমুখে তিল, পূর্ব্বফল্গুনীতে নরমুখে মুদ্গ ও তিলপিষ্টক, উত্তরফল্গুনীতে বলীবর্দ্দমুখে শাক, হস্তার মহিষমুখে পদ্মমূল, চিত্রার ব্যাঘ্রমুখে তগরপুষ্প, স্বাতীতে মার্জ্জারমুখে তিল, বিশাখার ব্যাঘ্রমুখে গুড়-ওদন, অনুরাধার মৃগমুখে কুলথকলায়, জ্যেষ্ঠার মূষিকমুখে শক্তাক (ধনে), মূলার মার্জ্জারমুখে তিল, পূর্ব্বাষাঢ়ার কুক্কুরমুখে বচ, উত্তরাষাঢ়ার বৃষমুখে শাক ও ওদন, শ্রবণার মহিষীমুখে রক্ত, ধনিষ্ঠার নরমুখে শাক-ওদন, শতভিষার বানরমুখে পিপুল, পূর্ব্বভাদ্রপদে ও উত্তরভাদ্রপদে নরমুখে শ্বেত তণ্ডুল, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে গুড়োদন দাতব্য। ইহার বিধান এই যে, প্রথমতঃ পিষ্টক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যথাযথ আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-মাল্য-পতাকা দানে পূজা করিয়া উক্ত দ্রব্য দান করিবে।

রোগশান্তির জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, যেহেতু, রোগমাত্রই দোষজ, কর্ম্মজ ও দোষ-কর্ম্ম উভয়জ হইয়া থাকে। যে রোগ সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে, তাহা দোষজ,তাহার প্রতীকারার্থ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আবশ্যক করে না। যাহা দোষজ, তাহার নিবৃত্ত্যর্থ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত ও জপ-হোমাদি কর্ত্তব্য। যেহেতু, শাস্ত্রে কথিত আছে, 'দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাৎ শমম্। জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাং শমো ভবেৎ॥' মনুষ্যের যে সকল রোগ দুষ্কর্ম্মজনিত যথা—কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, গ্রহণী, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কফকাস, অতীসার, ভগন্দর, দুষ্ট ব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, নেত্ররোগ, এই সকল মহাপাতকজ রোগ; জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, অম্লশূল, ব্রণ, হাঁপানি, অজীর্ণ, জ্বর, বমন, ভ্রম, ভীমরতি, গলগ্রহ, রক্তাতিরেক, আব্, বিসর্প প্রভৃতি উপপাতক হইতে জাত; অর্শ ও পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকজ দুইটি রোগের যুগপৎ আক্রমণে জন্মান্তরীণ অতিপাতকসম্ভূত সে সকলের প্রতীকারার্থ প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত (প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ দেখ) করিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিলে রোগনাশ হয়। এই কারণে শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা তু কর্ম্ম কুর্য্যান্ন কিঞ্চন।
অনিস্তীর্ণমঘং যস্মাদ্দ্বিগুণং পরিপচ্যতে॥"

উভয়জ রোগে—চিকিৎসা ও শান্তি উভয়ই কর্ত্তব্য।

দুষ্ট তিথি, তারা, বার ও লগ্নাদিতে অয়োৎপত্তিতে তিথি প্রভৃতির দোষ-খণ্ডনার্থ নিম্নোক্ত বিধি অনুষ্ঠেয়। যথা—

"চন্দ্রে চ শঙ্খং লবণঞ্চ তারে তিথাবতন্দ্রে সিততণ্ডুলাংশ্চ।
ধান্যঞ্চ দদ্যাৎ করণর্ক্ষবারে যোগে তিলান্ হেম মণিঞ্চ লগ্নে॥"

অয়োৎপত্তিকালে চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে শঙ্খদান কর্ত্তব্য। এইরূপ তারার অশুদ্ধিতে সৈন্ধব লবণ দাতব্য। তন্মধ্যে বিপৎ-তারায় গুড়, জন্ম-তারায় শাক, প্রত্যরিতে সৈন্ধব ও বধতারায় তিল-কাঞ্চন দান করিলে শুভ হয়। জন্মতারা-দোষে এক পল (তিন তোলা দুই মাষা আট রতি), বিপত্তারায় তিন পল, প্রত্যরিতে পাঁচ পল ও বধতারায় সাত পল লবণ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। তিথিশুদ্ধি না থাকিলে শুভ্রতণ্ডুল, করণ, নক্ষত্র ও বার অশুদ্ধিতে ধান্য, দুষ্টযোগে তিল স্বর্ণ, লগ্নদোষে মণি দিবে। সকল রোগ-শান্তিতেই সুবর্ণদান প্রশস্ত।

গ্রহশান্তি

রাশিচক্রে গ্রহের সংস্থান দেখিয়া ক্রূর গ্রহের দৃষ্টি বা গোচরে বিরুদ্ধ গ্রহের সমাবেশ নিরূপণ করত তাহার প্রতীকারকল্পে নিম্নোক্ত বিধি অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে কথিত আছে—

"দেবব্রাহ্মণপূজনাৎ গুরুবচঃসম্পাদনাৎ প্রত্যহং, সাধূনামথ ভাষণাৎ শ্রুতি-বচঃ-শ্রেয়ঃ-কথাকীর্ত্তনাৎ। হোমাদধ্বরদর্শনাৎ শুচিমনোভাবাজ্জপাদ্দানতো, নো কুর্ব্বন্তি কদাচিদেব পুরুষস্যৈবং গ্রহাঃ পীড়নম্।" দুষ্টগ্রহ-দশায় পড়িয়া কষ্ট পাইলে প্রত্যহ দেবব্রাহ্মণপূজা, গুরুজনের বাক্যপালন, সাধুসঙ্গে আলাপ, শাস্ত্র-পাঠ, হরিনামাদি সৎকথাকীর্ত্তন, হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান, মনের পবিত্রতা-সম্পাদন, ইষ্টমন্ত্র জপ ও গ্রহের উদ্দেশে দান করিলে গ্রহপীড়া হইতে মুক্তিলাভ হয়।

"যদ্‌যদ্‌গ্রহস্য যদ্দ্রব্যং তৎ তস্মিন্ বিষমে স্থিতে।
দদ্যাৎ সৎকৃত্য বিপ্রেভ্যঃ স্বয়ঞ্চ বিভৃয়াৎ সদা॥"

গ্রহ বিষমস্থানস্থ হইয়া অশুভ-ফলসূচক হইলে তৎপ্রতীকারার্থ যে গ্রহের যে দ্রব্য প্রিয়, তাহা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সমাদর পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া দান করিবে ও নিজে ধারণ করিবে। যথা—

"মোক্ষো ন স্যাদ্ গ্রহাণামশিশিরকিরণে তাম্রমিন্দৌ চ শঙ্খম্,
পৃথ্বীপুত্রে প্রবালং শশধরতনয়ে শাতকুম্ভং ভুজেন।

"দেবাচার্য্যে চ মুক্তাং মণিমসুরগুরৌ সীসকং সূর্য্যসূনৌ,
রাহৌ সারং শিখীনাং কমলজভবনে রাজপট্টং বিভর্ত্তু ॥"

সূর্য্যের অশুভস্থানস্থিত্যাদি নিবন্ধন দোষের প্রতীকারার্থ তাম্রধারণ কর্ত্তব্য। এইরূপ দুষ্ট চন্দ্রে শঙ্খ, মঙ্গলে প্রবাল, বুধে স্বর্ণ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে মণি, শনৈশ্চরে সীসক, রাহুতে লৌহ, কেতুতে রাজপট্ট ধারণ বিহিত।

মতান্তরে—সূর্য্য বিরুদ্ধ হইলে মাণিক্য ধারণ করিবে। এইরূপ চন্দ্রে বৈদূর্য্য, মঙ্গলে প্রবাল, বুধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে রজত, শনৈশ্চরে ইন্দ্রনীল, রাহুতে গোমেদ, কেতুতে মরকত ধারণ কর্ত্তব্য। তাম্রাদিধারণ না ঘটিলে নিম্নোক্ত ওষধী সমূহ ধারণ করিতে পারা যায়। যথা—

সূর্য্যে বিল্বমূল, চন্দ্রে ক্ষীরিকামূল, মঙ্গলে অনন্তমূল, বুধে বীরতাড়কবৃক্ষমূল, বৃহস্পতিতে ভার্গীবৃক্ষের মূল, শুক্রে রামবাসকমূল, শনিতে বাট্যালমূল, রাহুতে শ্বেতচন্দনমূল ও কেতুতে অশ্বগন্ধামূল ধারণ বিহিত।

গ্রহপূজা

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়ান্তে সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো গোচর-বিলগ্নাদিস্থ-বিরুদ্ধ-(রব্যাদ্যন্যতম) অমুক গ্রহ সূচিত-অনিষ্ট-প্রশমনকামোঽমুক-গ্রহপূজনমহং করিষ্যামি।"—পরে সামান্যার্ঘ্যাদি করত গ্রহমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে পূজা করিবে। (গ্রহমণ্ডল প্রতিষ্ঠা-প্রকরণে দেখ)

সূর্য্যধ্যান—"ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্। শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥"

আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ কলিঙ্গদেশোদ্ভব কাশ্যপগোত্র রক্তবর্ণ ভোঃ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছেত্যাদি।" "জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

তান্ত্রিক মন্ত্র—"ওঁ হ্রাং হ্রীং সূর্য্যায়।"

ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শৈবমালাতে জপ করা কর্ত্তব্য। ষট্সহস্র জপ, ষট্শত হোম, ষষ্টিসংখ্য তর্পণ, ছয়টি অভিষেক, একটি ব্রাহ্মণভোজন এবং গুড়মিশ্রিত

তণ্ডুলবলি ইহাতে বিধেয়। রক্তচন্দন, গুগ্‌গুল, ধূপ, রক্তপুষ্প, মাল্য, রক্ত বস্ত্র ইত্যাদি পূজায় আবশ্যক। কপিল নামক বহ্নিতে আকন্দকাষ্ঠের সমিধ দ্বারা হোম করিবে। অধিদেবতার ও প্রত্যধিদেবতার অর্চ্চনাও সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য।

প্রার্থনামন্ত্র।—ওঁ বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশো রক্তোৎপলসমপ্রভঃ।
লোকনাথো জগদ্দীপঃ শান্তিং যচ্ছতু ভাস্করঃ॥

অধিদেবতা—দক্ষিণে শিব, বামে বহ্নি। মণ্ডল শোণিতবর্ণ পদ্মমধ্যস্থ বর্ত্তুল।

দক্ষিণা ও দান—রক্তবর্ণ পট্টবসন, প্রবাল, ধেনু, তাম্র ও উপবীত।

সোমের ধ্যান—"ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা॥

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্যমুনাতীরদেশোদ্ভব আত্রেয়গোত্র শুক্লবর্ণ ভোঃ সোম ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—'দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়।"

অধঃকর হইয়া শক্তিমালাতে জপ করা বিধেয়। জপের সংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র। হোম এক সহস্র পঞ্চশত। তর্পণ সার্দ্ধৈকশত। অভিষেক পঞ্চদশ। ব্রাহ্মণভোজন দুই এবং দুই জন কাপালিকভোজন। পলাশকাষ্ঠের সমিধ্ দ্বারা হোম। পূজাদ্রব্য—শুক্ল বস্ত্র, মাল্য, পুষ্প, আভরণ, সরলধূপ ও শ্বেতচন্দন।

বলিদ্রব্য—ঘৃত-পায়স। পিঙ্গলনামা বহ্নি। অধিদেবতা উমা, প্রত্যধিদেবতা অপ্। দক্ষিণা—শঙ্খ। দান—শুভ্রপট্টবাস ও শুক্লধেনু, ক্ষীরপূর্ণ শঙ্খ ও রৌপ্যময় চন্দ্র।

কুজধ্যান—"ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্॥ দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তি-বরাভয়গদাকরম্। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ অবন্তিদেশোদ্ভব ভরদ্বাজগোত্র রক্তবর্ণ ভোঃ ভৌম ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হুং শ্রীঁ মঙ্গলায়।"

ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্ত্তব্য। জপের সংখ্যা অষ্ট সহস্র। হোম অষ্টশত। তর্পণ অশীতি। অভিষেক অষ্ট। ব্রাহ্মণভোজন এক, সন্ন্যাসি-ভিক্ষুকভোজন এক। ধূম্রনামা অগ্নি, খদির-কাষ্ঠের সমিধ্ দ্বারা হোম। অধিদেবতা—স্কন্দ, প্রত্যধিদেবতা—ক্ষিতি।

পূজা-দ্রব্য—রক্তপুষ্পাদি, কুঙ্কুম, দেবদারু ধূপ ও চন্দন। দক্ষিণা—রক্তবর্ণ বৃষ। দান—প্রবাল, রক্তবর্ণ বৃষ, মসূর ও তাম্র।

বুধের ধ্যান—"ওঁ মাগধং যামুনাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্। বামোর্দ্ধ্বক্রমতশ্চর্ম-গদাবরদখড়্গিনম্॥ সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্মগধদেশোদ্ভব আত্রেয়গোত্র পীতবর্ণ ভো বুধ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি—

প্রণামমন্ত্র—"প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়।"

বদ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্ত্তব্য। জপের সংখ্যা সপ্তদশ সহস্র। হোম সপ্তদশ শত। তর্পণ এক শত সপ্ততি। অভিষেক সপ্তদশ। ব্রাহ্মণভোজন দুই ও শিশুভোজন এক। হোমে জঠরনামা বহ্নি, অপামার্গের সমিধ্ দ্বারা হোম। নারায়ণ অধিদেবতা এবং বিষ্ণু প্রত্যধিদেবতা। দক্ষিণা—স্বর্ণ। দান—কুঙ্কুমবাসিত বসন, যজ্ঞসূত্র, কাঞ্চন ও চন্দন।

গুরুধ্যান—"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্। দক্ষোর্দ্ধ্বাক্ষকবরদকরকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র।—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ সিন্ধুদেশোদ্ভব আঙ্গিরসগোত্র পীতবর্ণ ভো বৃহস্পতে ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে॥"

বদ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্ত্তব্য। জপের সংখ্যা ঊনবিংশ সহস্র।

হোম ঊনবিংশ শত। তর্পণ এক শত নবতি। অভিষেক ঊনবিংশ। ব্রাহ্মণ-ভোজন দুই ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভোজন এক। হোমে শিখিনামা বহ্নি। অশ্বত্থ-বৃক্ষের সমিধ্‌ দ্বারা হোম। পূজাদ্রব্য—পীতবর্ণ পুষ্প ও বস্ত্রাদি, চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম এই চতুর্গন্ধ এবং দশাঙ্গ ধূপ। অধিদেবতা—ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা—ইন্দ্র। দক্ষিণা—পীতবর্ণের বসনদ্বয়। দান—মুক্তা, কাঞ্চন, পীতবর্ণের অশ্ব, যজ্ঞোপবীত ও ফল।

শুক্রের ধ্যান—"ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্। পদ্মস্থ-মাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্॥ গদাক্ষবরকরকাদণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছচীপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শুক্র ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়।"

বদ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ কর্ত্তব্য। জপের সংখ্যা একবিংশ সহস্র। হোম একশতাধিক দ্বিসহস্র। তর্পণ দশাধিকদ্বিশত। অভিষেক একবিংশ। ব্রাহ্মণভোজন ও শৈবভোজন তিন। হোমে—হাটকনামা বহ্নি। উডুম্বর-সমিধ্‌ দ্বারা হোম। পূজাবস্তু—শুক্লপুষ্পাদি, শ্বেতচন্দন, অগুরুধূপ। অধি-দেবতা—ইন্দ্র। প্রত্যধিদেবতা—শচী। দক্ষিণা—শ্বেতবর্ণ ঘোটক। দান—শুক্লবর্ণের অশ্ব, শুক্লবস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা।

শনির ধ্যান—"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্॥ উগ্রবাণধরং শূলধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ সৌরাষ্ট্রদেশোদ্ভব কাশ্যপগোত্র কৃষ্ণবর্ণ ভোঃ শনৈশ্চর ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়।"

ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালাতে জপ করিবে। জপের সংখ্যা—অযুত। হোম—সহস্র। তর্পণ—এক শত। অভিষেক—দশ। ব্রাহ্মণভোজন—এক, দিগম্বর-(বৌদ্ধ) ভোজন এক। হোমে মহাতেজোনামা বহ্নি। সমিধ—শমী।

পূজাদ্রব্য—মৃগনাভি গন্ধ, কালাগুরু ধূপ, কৃষ্ণপুষ্প ও বস্ত্রাদি। অধিদেবতা—যম। প্রত্যধিদেবতা—প্রজাপতি। দক্ষিণা—কৃষ্ণধেনু। দান—কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রযুগ্ম, কৃষ্ণবর্ণা গাভী, কৃষ্ণবর্ণ কম্বল, শুদ্ধ লৌহ ও সীসক এবং মহিষ।

রাহুর ধ্যান—"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ। চতুর্ব্বাহুং খড়্গ-বর-শূল-চর্ম্ম-করং তথা। কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্তং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বারাঠীনপুরোদ্ভব পৈঠীনসগোত্র কৃষ্ণবর্ণ ভোঃ রাহো ইহাগচ্ছেত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে।"

ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া শিবমালায় জপ করিবে। জপের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। হোম দ্বাদশ শত। তর্পণ এক শত বিংশতি। অভিষেক দ্বাদশ। ব্রাহ্মণভোজন দুই ও ব্রহ্মচারী-ভোজন এক। হোমে—মহাতেজোনামা অগ্নি, সমিধ্—দূর্ব্বা। ধূপ—পদ্মকাষ্ঠ-গুড়ত্বক্। পূজাবস্তু—কৃষ্ণবস্ত্র ও পুষ্পাদি। অধিদেবতা—কাল। প্রত্যধিদেবতা—সর্প। দক্ষিণা—লৌহখড়্গ। দান—পট্টবস্ত্র, তীক্ষ্ণখড়্গ, চারি সের তিন ছটাক পরিমাণ লৌহ এবং চন্দন।

কেতুর ধ্যান—"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননম্॥ সূর্য্যাস্তং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম্॥"

আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরন্তর্বেদিসমুদ্ভব জৈমিনিগোত্র ধূম্রবর্ণ ভোঃ কেতো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণামমন্ত্র—"ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥"

মন্ত্র—"ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।"

অধঃকর হইয়া শিবমালাতে জপ করিবে। জপের সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। হোম দ্বাদশ শত। তর্পণ এক শত বিংশতি। অভিষেক দ্বাদশ। ব্রাহ্মণ-ভোজন দুই, ব্রহ্মচারী-ভোজন এক। হোমে—হুতাশননামা বহ্নি। কুশ—সমিধ্। রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, মৃগনাভি, পদ্মকাষ্ঠ এই সমুদায় মিশ্রিত গুড়ত্বক্ ধূপ। পূজাসামগ্রী—ধূম্রবর্ণের পুষ্প ও বস্ত্রাদি।

অধিদেবতা—চিত্রগুপ্ত। প্রত্যধিদেবতা—ব্রহ্মা। দক্ষিণা—ছাগ। দান—ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, চন্দন ও লৌহ।

অক্ষমস্থলে সুবর্ণ দক্ষিণা, তদভাবে দক্ষিণা ও দানদ্রব্যাদির মূল্য দিলেও কার্য্য সিদ্ধ হয়। গ্রহের দানবস্তু ও দক্ষিণা গ্রহবিপ্রকে না দিলে কর্ম্ম পণ্ড হয়। ব্রাহ্মণ হইয়া লোভবশে ইহা গ্রহণ করিলে তিনি পতিত হইয়া থাকেন।

গ্রহযাগ

শান্তিকামনায় ক্রিয়মাণ গ্রহযাগে শুদ্ধ কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, পুষ্টিকামনায় উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, শুদ্ধ তিথি ও বারে গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। গ্রহযজ্ঞে প্রথমতঃ সঙ্কল্পান্তে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ আচরণ করিবে। তাহার সঙ্কল্পবাক্য যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত-নবগ্রহ-পূজা-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্য্যাদি-ষোড়শ-মাতৃকাপূজা-বসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে।" অতঃপর গ্রহযাগার্থ ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য বরণ করিবে। পরে হোতা শ্বেত-সর্ষপ দ্বারা "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্ন-কর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া" এই মন্ত্রে বিঘ্নাপসারণ করিয়া মণ্ডপের পূর্ব্বোত্তর-ভাগে বিতস্তিদ্বয়বিস্তৃত, এক বিতস্তি উন্নত, বপ্রত্রয়াবৃত, উত্তরনিম্ন, চতুরস্র বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নয়টি গৃহ অঙ্কন পূর্ব্বক রক্তচন্দন বা পঞ্চবর্ণ গুঁড়িকা দ্বারা পূজামণ্ডল অঙ্কন করিবে। যথা—পীঠমধ্য-গৃহে বর্ত্তুল দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ মণ্ডলে সূর্য্য, অগ্নিকোণে চতুরস্র চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল মণ্ডলে শ্বেত অর্দ্ধচন্দ্রা-কৃতি সোম, দক্ষিণদিকে ত্রিকোণ অঙ্গুলিত্রয়মিত মণ্ডলে রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশানে চতুরঙ্গুল বাণাকৃতি মণ্ডলে পীত ধনুরাকৃতি বুধ, উত্তরে লম্বদীর্ঘ চতুরস্র পট্টাকার ষড়ঙ্গুল মণ্ডলে পদ্মাকৃতি পীত বৃহস্পতি, পূর্ব্বে পঞ্চকোণ নবাঙ্গুল মণ্ডলে চতুষ্কোণ শ্বেত শুক্র, পশ্চিমে চতুরঙ্গুল চাপাকৃতি মণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ দণ্ডা-কৃতি শনি, নৈঋর্তে শূর্পাকার দ্বাদশাঙ্গুল মণ্ডলে মকরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ রাহু, বায়ুকোণে ধ্বজাকৃতি ষড়ঙ্গুল মণ্ডলে খড়্গত্রয়াকৃতি কেতু অঙ্কন করিতে হয়। অতঃপর হোতা সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া "গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে গণেশ ও শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, দুর্গা ও ক্ষেত্রপালকে যথাযথ

মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া গ্রহপূজা করিবে। গ্রহপূজা-ধ্যানাদি গ্রহ-পূজায় দ্রষ্টব্য। সামর্থ্য সত্ত্বে অষ্টদলপদ্ম গ্রহমণ্ডলে গ্রহপ্রতিমা, পূর্ব্বাভিমুখ তাম্রনির্ম্মিত সূর্য্য, পশ্চিমাভিমুখ স্ফটিকময় সোম, দক্ষিণাভিমুখ রক্তচন্দন-কাষ্ঠের মঙ্গল, উত্তরমুখ স্বর্ণরচিত বুধ ও বৃহস্পতি, পূর্ব্বমুখ রজতোৎপন্ন শুক্র, পশ্চিমমুখ লৌহসম্ভূত শনি, দক্ষিণমুখ সীসকাকৃতি রাহু ও কাংস্যনির্ম্মিত কেতু-প্রতিমা স্থাপনীয়। গ্রহের দক্ষিণে গ্রহাধিদেবতা ও গ্রহের বামে গ্রহ-প্রত্যধিদেবতা গ্রহাভিমুখী করিয়া স্থাপন করিবে। প্রতিমার অভাবে উক্ত স্থানে গ্রহ, গ্রহাধিদেবতা, গ্রহপ্রত্যধিদেবতা ও গণপতি, দুর্গা, ক্ষেত্রপাল, বায়ু, আকাশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম, বায়ুকোণ, উত্তর ও পূর্ব্বে আবাহন করিবে। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম ও ঈশানকে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা নমোঽন্ত আবাহনমন্ত্রে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। পূজামন্ত্র যথা—

সূর্য্যাবাহন—ওঁ ভগবন্নাদিত্য, গ্রহাধিপতে, কাশ্যপগোত্র, কলিঙ্গদেশেশ্বর, জবাপুষ্পোপমাঙ্গচ্ছ্যতে, দ্বিভুজ, পদ্মাভয়হস্ত, সিন্দূরবর্ণাম্বর-মাল্যানুলেপন, অনর্ঘমাণিক্যখচিত-সর্ব্বাঙ্গাভরণ, ভাস্কর, তেজোনিধে, ত্রিলোকপ্রকাশক, ত্রিদেবতাময়মূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধারুণধ্বজপতাকোপশোভিতেন সপ্তাশ্বরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছাগ্নিরুদ্রাভ্যাং সহ পদ্মকর্ণিকায়াং তাম্রপ্রতিমাং প্রাঙ্মুখীং বর্ত্তুলপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

সোম-আবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্ সোম, দ্বিজাধিপতে, সুধাময়শরীরাত্রেয়-গোত্র, যামুনদেশেশ্বর, গোক্ষীরধবলাঙ্গকান্তে, দ্বিভুজ, গদাবরদানাঙ্কিত, শুক্লাম্বর-মাল্যানুলেপন, সর্ব্বাঙ্গমুক্তমৌক্তিকাভরণরমণীয়, সর্ব্বলোকাপ্যায়ক, দেবতাত্মমূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজপতাকোপশোভিতেন দশশ্বেতাশ্বরথ-বাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছাম্ভিকময়া চ সহ পদ্মাগ্নেয়দলমধ্যে স্ফটিকপ্রতিমাং প্রত্যঙ্মুখীং চতুরস্রপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

মঙ্গলাবাহনমন্ত্র—"ওঁ ভগবন্নঙ্গারক অগ্ন্যাকৃতে, ভারদ্বাজগোত্র, অবন্তি-দেশেশ্বর, জবাপুষ্পোপমাঙ্গচ্ছ্যতে, চতুর্ভুজ, শক্তিশূল-গদা-খড়্গধারিন্, রক্তাম্বর-মাল্যানুলেপন, প্রবালাভরণভূষিতসর্ব্বাঙ্গ, দুর্ন্নিরালোকদীপ্তে নমস্তে, সন্নদ্ধরক্ত-ধ্বজপতাকোপশোভিতেন রক্তমেষরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ আগচ্ছ ভূমিস্কন্দাভ্যাং সহ পদ্মদক্ষিণদলমধ্যে রক্তচন্দনপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং ত্রিকোণপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

বুধাবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ সৌম্য সৌম্যাকৃতে সর্ব্বজ্ঞানময়াত্রিগোত্র,

মগধদেশেশ্বর, কুঙ্কুমবর্ণাঙ্গদ্যুতে, চতুর্ভুজ, খড়্গ-খেটক-গদা-বরদাঙ্কিত, পীতাম্বর-মাল্যানুলেপন, মরকতাভরণালঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গবিবুধমতে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন চতুঃসিংহরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণী-কুর্ব্বন্ আগচ্ছ বিষ্ণুপুরুষাভ্যাং সহ পদ্মেশানদলমধ্যে সুবর্ণপ্রতিমামুদঙ্মুখীং বাণাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

বৃহস্পতি-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ বৃহস্পতে সমস্তদেবতাচার্য্য, আঙ্গিরস-গোত্র, সিন্ধুদেশেশ্বর, তপ্তসুবর্ণসদৃশাঙ্গদীপ্তে, চতুর্ভুজ, কমণ্ডলুকস্ত্র-বরদা-নাঙ্কিত, পীতাম্বর-মাল্যানুলেপন, পুষ্পরাগময়াভরণরমণীয়, সমস্তবিদ্যা-ধিপতে নমস্তে, সন্নদ্ধপীতধ্বজপতাকোপশোভিতেন পীতাশ্বরথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছেন্দ্রব্রহ্মভ্যাং সহ পদ্মোত্তরদলমধ্যে সুবর্ণ-প্রতিমামুদঙ্মুখীং দীর্ঘচতুরস্রপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

শুক্রাবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ ভার্গব সমস্তদৈত্যগুরো, ভার্গবগোত্র, ভোজ-কটদেশেশ্বর, রজতোজ্জ্বলাঙ্গকান্তে, চতুর্ভুজ, দণ্ডরুমণ্ডলুকস্ত্রবরদাঙ্কিত, শুক্লমাল্যাম্বরানুলেপন, বজ্রাভরণভূষিতসর্ব্বাঙ্গ, সমস্তনীতিশাস্ত্রনিপুণমতে নমস্তে, সন্নদ্ধশুক্লধ্বজপতাকোপশোভিতেন শুক্লাশ্বরথবাহনসহিতেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছেন্দ্রাণীন্দ্রাভ্যাং সহ পদ্মপূর্ব্বদলমধ্যে রজতপ্রতিমাং প্রাঙ্মুখীং পঞ্চকোণপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

শনৈশ্চরাবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ শনৈশ্চর ভাস্করতনয়, কাশ্যপগোত্র, সুরাষ্ট্রদেশেশ্বর, কজ্জলনিভাঙ্গকান্তে, চতুর্ভুজ, চাপতূণীকৃতবাণাভয়াঙ্কিত, নীলাম্বর-মালানুলেপন, নীলরত্নভূষণালঙ্কৃতসর্ব্বাঙ্গ, সমস্তভুবনভীষণামর্ষ-মূর্ত্তে নমস্তে, সন্নদ্ধনীলধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন নীলগৃধ্ররথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ প্রজাপতিযমাভ্যাং সহ পদ্মপশ্চিমদলমধ্যে কালায়স-প্রতিমাং প্রত্যঙ্মুখীং চাপাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

রাহু-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ রাহো রবিসোমমর্দ্দন, সিংহিকানন্দন, পৈঠীনসিগোত্র, বর্ব্বরদেশেশ্বর, কালমেঘসমদ্যুতে, ব্যাঘ্রবদন, চতুর্ভুজ, খড়্গ-চর্ম্মধর, শূলবরাঙ্কিত, কৃষ্ণাম্বর-মাল্যানুলেপন, গোমেদকাভরণ-ভূষিত-সর্ব্বাঙ্গ, শৌর্য্যনিধে নমস্তে, সন্নদ্ধকৃষ্ণধ্বজ-পতাকোপশোভিতেন কৃষ্ণসিংহ-রথবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ সর্পকালাভ্যাং সহ পদ্মনৈর্ঋতদল-মধ্যে সীসকপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং শূর্পাকারপীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

কেতু-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভগবন্ কেতো কামরূপ, জৈমিনিগোত্র, মধ্যদেশেশ্বর, ধূম্রবর্ণধ্বজাকৃতে, দ্বিভুজ,গদাবরদানান্বিত, চিত্রাম্বরমাল্যানুলেপন, বৈদূর্য্যময়াভরণভূষিতসর্ব্বাঙ্গ, চিত্রশক্তে নমস্তে, সমন্বচিত্রধ্বজ-পতাকোপ-শোভিতেন চিত্রকপোতবাহনেন মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্নাগচ্ছ ব্রহ্মচিত্র-গুপ্তাভ্যাং সহ পদ্মবায়ব্যদলমধ্যে কাংস্যপ্রতিমাং দক্ষিণামুখীং ধ্বজাকার-পীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি।

অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে গ্রহের অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার আবাহন করিবে।

সূর্য্যাধিদেবতা অগ্নি-আবাহনমন্ত্র—ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশং পিঙ্গাক্ষত্রিনয়ন-মরুণবর্ণাঙ্গং ছাগস্থং সাক্ষসূত্রং সপ্তার্চ্চিষং শক্তিধরং বরদহস্তমগ্নমাদিত্যাধি-দেবতামগ্নিমাবাহয়ামি।

সূর্য্য-প্রত্যধিদেবতা শিবাবাহনমন্ত্র—ওঁ ত্রিলোচনোপেতং পঞ্চবক্ত্রং বৃষারূঢ়ং কপালশূল-খড়্গ-খট্বাঙ্গধারিণং চন্দ্রমৌলিং সদাশিবমাদিত্যপ্রত্যধিদেবং রুদ্রমাবাহয়ামি।

সোম-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ স্ত্রীরূপধারিণীঃ শ্বেতবর্ণা মকরবাহনাঃ পাশকলশধারিণীর্মুক্তাভরণভূষিতাঃ সোমাধিদেবতা অপ আবাহয়ামি।

সোম-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ অক্ষসূত্র-কমল-দর্পণ-কমণ্ডলুধারিণীং ত্রিদশপূজিতাং সোমপ্রত্যধিদেবতামুমামাবাহয়ামি।

মঙ্গল-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ শুক্লবর্ণাং দিব্যাভরণ-ভূষিতাং চতুর্ভুজাং সৌম্যবপুষং চণ্ডাংশুসদৃশাম্বরাং রত্নপাত্র-শস্যপাত্রৌষধিপাত্র-পদ্মোপেতকরাং চতুর্দিঙ্নাগভূষিতাং কূর্ম্মপৃষ্ঠগতামঙ্গারকাধিদেবতাং ভূমিমাবাহয়ামি।

মঙ্গল-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ষণ্মুখং শিখণ্ডকভূষণং রক্তাম্বর-ময়ূরবাহনং কুক্কুট-ঘণ্টা-পতাকা-শক্ত্যুপেতং চতুর্ভুজমঙ্গারক-প্রত্যধিদেবতাং স্কন্দমাবাহয়ামি।

বুধ-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ কৌমোদকী-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রোপেতং চতু-র্ভুজং সৌম্যাধিদেবতাং বিষ্ণুমাবাহয়ামি।

বুধ-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ সৌম্যপ্রত্যধিদেবতাং বিষ্ণুং পুরুষ-মাবাহয়ামি।

বৃহস্পতি-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ চতুর্দ্দন্তগজারূঢ়ং বজ্রাঙ্কুশধরং শচীপতিং নানাভরণভূষিতং বৃহস্পত্যধিদেবতামিন্দ্রমাবাহয়ামি।

বৃহস্পতি-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ পদ্মাসনস্থং জটিলং চতুর্ম্মুখমক্ষমালা-স্রুবপুস্তক-কমণ্ডলুধারিণং কৃষ্ণাজিনবাসসং পার্শ্বস্থিতহংসং বৃহস্পতি-প্রত্যধিদেবতাং ব্রহ্মাণমাবাহয়ামি।

শুক্র-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ সন্তানমঞ্জরী-বরদানধর-দ্বিভুজাং শুক্রাধিদেবতামিন্দ্রাণীমাবাহয়ামি।

শুক্র-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ চতুর্দ্দন্তগজারূঢ়ং বজ্রাঙ্কুশধরং শচীপতিং নানাভরণভূষিতং ভার্গব-প্রত্যধিদেবতাং শক্রমাবাহয়ামি।

শনি-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ যজ্ঞোপবীতিনং হংসস্থমেকবক্ত্র-মক্ষমালা-স্রুব-পুস্তক-কমণ্ডলু-সহিতং চতুর্ভুজং শনৈশ্চরাধিদেবং প্রজাপতি-মাবাহয়ামি।

শনি-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ঈষৎপীনং দণ্ডহস্তং রক্তসদৃশং পাশধরং কৃষ্ণবর্ণং মহিষারূঢ়ং সর্ব্বাভরণভূষিতং শনৈশ্চরপ্রত্যধিদৈবতং যমমাবাহয়ামি।

রাহু-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ অক্ষসূত্রধরান্ কুণ্ডলাকারপুচ্ছযুক্তা-নেকভোগান্ স্ত্রীভোগান্ ভীষণাকারান্ রাহ্বধিদৈবতান্ সর্পানাবাহয়ামি।

রাহু-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ করালবদনং নিত্যভীষণং পাশদণ্ড-ধরং সর্পবৃশ্চিকরোমাণং রাহুপ্রত্যধিদেবতাং কালমাবাহয়ামি।

কেতু-অধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ পদ্মাসনস্থং জটিলং চতুর্ম্মুখমক্ষমালা-স্রুব-পুস্তক-কমণ্ডলুধরং কৃষ্ণাজিনবাসসং পার্শ্বস্থিতহংসং কেত্বধিদেবতাং ব্রহ্মাণমাবাহয়ামি।

কেতু-প্রত্যধিদেবতা-আবাহনমন্ত্র—ওঁ উদীচ্যবেষধরং সৌম্যদর্শনং লেখনীপত্রোপেতং দ্বিভুজং কেতুপ্রত্যধিদেবতাং চিত্রগুপ্তমাবাহয়ামি।

বিনায়ক-আবাহনমন্ত্র—বায়ুকোণে—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রিনেত্রং গজাননং নাগযজ্ঞোপবীতিনং চন্দ্রধরং দন্তাক্ষমালা-পরশু-মোদকোপেতং চতুর্ভুজং বিনায়কমাবাহয়ামি।

দুর্গা-আবাহনমন্ত্র—উত্তরে—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শক্তি-বাণ-শূল-খড়্গ-চক্র-চন্দ্রবিম্ব-খেট-কপাল-পরশু-কণ্টকোপেতদশভুজাং সিংহারূঢ়াং দুর্গাখ্যদৈত্যাসুরহারিণীং দুর্গামাবাহয়ামি।

ক্ষেত্রপাল-আবাহনমন্ত্র—ওঁ শ্যামবর্ণং ত্রিলোচনং ঊর্দ্ধকেশং সুদংষ্ট্রং ভ্রুকুটীকুটিলাননং নূপুরালঙ্কৃতাঙ্‌ঘ্রিং সর্পমেখলয়া যুতং সর্পাদমতিক্রুদ্ধং

ডমরুঘণ্টা-বদ্ধগুল্ফাবলম্বিত-করোটিকামালাধারিণং উরগকৌপীনং চন্দ্রমৌলিং দক্ষিণহস্তৈঃ শূল-বেতাল-খড়্গ-ডম্বুরূর্দ্ধধানং বামহস্তৈঃ কপাল-ঘণ্টা-চর্ম-চাপং দধানং ভীমং দিগ্বাসসমমিতজ্যোতিং ক্ষেত্রপালমাবাহয়ামি।

বায়ু-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্ধাবদ্ধরিণপৃষ্ঠগতং ধ্বজবরদানধারিণং ধূম্রবর্ণং বায়ুমাবাহয়ামি।

আকাশ-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বর্নীলোৎপলাভং নীলাম্বরধারিণং চন্দ্রার্কো-পেতং দ্বিভুজং খেটমাকাশমাবাহয়ামি।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়-আবাহনমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রত্যেকমৌষধি-পুস্তকোপেত-দক্ষিণ-বাম-হস্তাবন্যোন্ত-সংযুক্ত-দেহাবেকস্য দক্ষিণপার্শ্বে পরস্য বামপার্শ্বে রত্ন-ভাণ্ডবর-শুক্লাম্বরধারিনারীযুগ্মোপেতৌ দেবৌ ভিষজাবশ্বিনাবাবাহয়ামি।

ইন্দ্রাদিলোকপাল-আবাহনমন্ত্র—ওঁ স্বর্ণবর্ণং সহস্রাক্ষমৈরাবতবাহনং বজ্র-পাণিং শচীপ্রিয়মিন্দ্রমাবাহয়ামি।

অগ্নি—ওঁ অরুণবর্ণং ত্রিনেত্রং সাক্ষসূত্রং সপ্তার্চ্চিষং শক্তিধরং বরদহস্তবর-মগ্নিমাবাহয়ামি।

যম—ওঁ রক্তবর্ণং দণ্ডধরং পাশহস্তং মহিষবাহনং স্বাহাপ্রিয়ং যম-মাবাহয়ামি।

নির্ঋতি—ওঁ নীলবর্ণং খড়্গচর্মধরম্ ঊর্দ্ধকেশং নরবাহনং কালিকাপ্রিয়ং নির্ঋতিমাবাহয়ামি।

বরুণ—ওঁ রক্তভূষণং নাগপাশধরং মকরবাহনং পদ্মিনীপ্রিয়ং সুবর্ণবর্ণং বরুণমাবাহয়ামি।

বায়ু—পূর্ব্ববৎ।

কুবের—ওঁ স্বর্ণবর্ণং নিধীশ্বরং কুম্ভপাণিমশ্ববাহনং চিত্রিণীপ্রিয়ং কুবেরমাবাহয়ামি।

ঈশান—ওঁ শুদ্ধস্ফটিকবর্ণং বরদাভয়-শূলাক্ষ-সূত্রধরং বৃষবাহনং গৌরী-প্রিয়মীশানমাবাহয়ামি।

গ্রহপূজামন্ত্র গ্রহপূজায় দ্রষ্টব্য। অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা, বিনায়কাদি ও লোকপালপূজামন্ত্র হোমে দ্রষ্টব্য।

গ্রহহোম

স্বস্ববেদানুসারে বহ্নিস্থাপনাদি ব্রহ্মোপবেশনান্তে বেদীমধ্যে নবগ্রহ, অধি-দেবতা, প্রত্যধিদেবতা ও বিনায়কাদির পূর্ব্বোক্ত আবাহন, স্থাপন ও পূজা করিয়া বেদীর ঈশানকোণে যজমানের অভিষেকার্থ ধান্যের উপর অক্ষত, সুলক্ষণ একটি শান্তিকুম্ভ "ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সানঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরু ধারাঃ পয়স্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ" মন্ত্রে স্থাপন করিবে। তন্মধ্যে সর্ব্বৌষধি, পঞ্চরত্ন, গজস্থান, অশ্বস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্রদ ও গোষ্ঠের মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। ঘটমুখে পঞ্চপল্লব, সশীর্ষ ফল ও ঘটোপরি বস্ত্রদ্বয় দিবে, বহিঃপ্রদেশে দধ্যক্ষত দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে হয়। পরে "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ" মন্ত্রে বরুণ স্থাপন করিয়া 'ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদাস্তথা। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ।" মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিবে। অতঃপর মুষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক চরুপাক করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত বা আঘারাজ্যভাগান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে বরদ নামক অগ্নিস্থাপন ও পূজাপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রহের উদ্দেশে স্ব স্ব মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতি নিম্নোক্ত সমিধ্ ও মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্পপূর্ব্বক হোম করিবে।

গ্রহসমিধ্—সূর্য্য—আকন্দ, সোম—পলাশ, মঙ্গল—খদির। বুধ—আপাঙ। বৃহস্পতি—অশ্বত্থ। শুক্র—উডুম্বর। শনি—শাঁই। রাহু—দূর্ব্বা। কেতু—কুশ। প্রত্যেক সমিধই অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতিসংখ্যক হইবে, সমিধ্গুলি প্রাদেশপ্রমাণ, পত্র, মূল ও শাখাহীন হওয়া আবশ্যক। অধি-প্রত্যধি-দেবতাগণকে গ্রহের দশাংশ সমিধ্ দ্বারা ও অন্য দেবতার তাহার অর্দ্ধসংখ্যক সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। তদন্তে প্রত্যেকেরই উদ্দেশে চরু-হোম ও তৎপরে তিলযবমিশ্রিত আজ্য-হোম কর্ত্তব্য।

মৎস্যপুরাণোক্ত হোমমন্ত্র।—সূর্য্য—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবে-শয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।

সোম—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে।

মঙ্গল—ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি।

বুধ—ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবা উষর্বুধঃ।

বৃহস্পতি—ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রাঁ অপবাধমানঃ প্রভঞ্জন্‌ৎসেনাঃ প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকং মেধ্যবিতা রথানাম্।

শুক্র—ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্‌যজতন্তে অন্যদ্‌ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্ত।

শনি—ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।

রাহু—ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।

কেতু—ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভির-জায়থাঃ।

রুদ্র—ওঁ আবোরাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজম্ রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্।

উমা—ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে।

স্কন্দ—ওঁ যদক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান উদ্যন্ সমুদ্রাদুত বা পুরীষাৎ। শ্যেনস্য পক্ষৌ হরিণস্য বাহু উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্ব্বন্।

পৃথিবী—ওঁ স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ।

বিষ্ণু—ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।

ব্রহ্মা—ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিং জিম্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে।

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্রমিদ্দেবতা তয় ইন্দ্রং প্রত্যধ্বরে।

ইন্দ্রং সমীকে বনিনো হবামহ ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে॥

যম—ওঁ আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ পিতরঞ্চ প্রযন্‌ৎস্বঃ।

কাল—ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্‌ বি সীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ।

চিত্রগুপ্ত—ওঁ অনাজ্ঞাতং যদাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাতথম্।

বহ্নি—ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হব্যবাহমুপক্রবে। দেবা আসাদয়াদিহ।

বরুণ—ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয়মাদিত্য-ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম।

ভূমি—ওঁ পৃথিব্যন্তরিক্ষম্ ইত্যাদি।

বিষ্ণু—ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্য-তিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ। অর্কস্য যোনিমাসদম্।

শচী—ওঁ উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি। সপত্নীং মে পরাধম পতিং মে কেবলং কুরু।

অনন্ত—ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ।

ব্রহ্মা—ওঁ এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয় ইন্দ্রো নাম শ্রুতো গৃণে।

বিনায়ক—ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন।

দুর্গা—ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতী যতো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।

আকাশ—ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি।

বায়ু—ক্রাণাঃ শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বাপরিপ্রিয়া-ভুবদধদ্বিতা।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ওঁ এষো উষা অপূর্ব্ব্য ব্যুচ্ছতি প্রিয়াদিবস্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ।

যজুর্ব্বেদিমতে নবগ্রহহোমমন্ত্র ব্রতপ্রতিষ্ঠা-প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ঋগ্বেদিমতে নিম্নে গ্রহাদি দেবতার হোম ও পূজামন্ত্র লিখিত হইল।

সূর্য্য—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানঃ ইত্যাদি।

সোম—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি।

মঙ্গল—ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ ইত্যাদি।

বুধ—ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীড়াঃ। দধি-ক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতো অবসে নিহ্বয়ে বঃ।

বৃহস্পতি—ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্।

শুক্র—ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্‌যজতন্তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু।

শনি—ওঁ শমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছং নস্তপতু সূর্য্যঃ। শংবাতো বাত্বরপা অপস্রিধঃ।

রাহু—ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী ইত্যাদি।

কেতু—ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে ইত্যাদি।

অগ্নি—ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হব্যবাহমুপক্রবে। দেবা আসাদয়াদিহ।

অপ্—ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।

অগ্নিঞ্চ বিশ্ব শম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজাঃ॥

ভূমি—ওঁ স্তোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ।

বিষ্ণু—ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি।

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে। পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাং স্বাদ্মানং বাচং সুদিনত্বমহ্নাম্।

ইন্দ্রাণী—ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু নারীষু সুভগামহমশ্রবম্। ন.হ্যস্যা অপরঞ্চ ন জরসা মরতে পতির্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।

প্রজাপতি—ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্য ইত্যাদি।

সর্প—ওঁ আয়ংগৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ পিতরঞ্চ প্রযন্ৎস্বঃ।

ব্রহ্মা—ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমত ইত্যাদি।

প্রত্যধিদেবতা-হোমমন্ত্র যথা—

ঈশ্বর—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি।

উমা—ওঁ গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী। অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা নবমে ব্যোমন্।

স্কন্দ—ওঁ কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতিনানা মরুদ্রোপয়ন্তম্। ভূরের্দাতারং সৎপতিং গৃণীষে স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে।

বিষ্ণু—ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি।

ব্রহ্মা—ওঁ ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা যুনজ্মি হরী সখায়াসধমাদ আশূ। স্থিরং রথং সুখমিন্দ্রাধিতিষ্ঠন্ প্রজানন্বিদ্বাঁ উপযাহি সোমম্।

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্রমিদ্দেবতাতয় ইত্যাদি।

যম—ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ।

যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরঙ্কৃতঃ॥

কাল।—ওঁ পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং য স্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ। চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্।

চিত্রগুপ্ত—ওঁ সচিত্রচিত্রং চিতয়ন্তমস্মে চিত্রক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাম্। চন্দ্রং রয়িং পুরুবীরং বৃহন্তং চন্দ্রং চন্দ্রাভির্গৃণতে যুবস্ব।

বিনায়ক—ওঁ আ তূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন।

দুর্গা—ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমং ইত্যাদি।

ক্ষেত্রপাল—ওঁ ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি গামশ্বং পোষয়িত্ন্বাসনো মৃড়াতী দৃশে।

বায়ু—ওঁ ক্রাণা শিশুর্মহীনাং হিন্বন্নৃতস্য দীধিতিম্। বিশ্বা পরিপ্রিয়া ভুবদধদ্বিতা।

আকাশ—ওঁ আদিত্ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ওঁ অশ্বিনাবর্ত্তিরস্মদা গোমদ্ দস্রা হিরণ্যবৎ। অর্ব্বাগ্-রথং সমনসা নিযচ্ছতম্।

লোকপাল-হোমমন্ত্র

ইন্দ্র—ওঁ ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

অগ্নি—ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ ইত্যাদি।

যম—ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ ইত্যাদি।

নিঋতি—ওঁ মোষুণঃ পরাপরা নিঋতির্দুর্হণাবধীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ।

বরুণ—ওঁ উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বিপাশং মধ্যমং চৃত। অবা ধমানি জীবসে।

বায়ু—ওঁ তব বায় বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতরদ্ভুত। অবাংস্যা বৃণীমহে।

সোম—ওঁ ত্বমঃ সোম সুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি। ক্ষেত্রবিত্তরো মনুষো বিবোমদে দ্রুহো নঃ পাহ্যংহসো বিবক্ষসে।

ঈশান—ওঁ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে।

অতঃপর উদীচ্যকর্ম্ম করিয়া পূর্ণহোমান্তে তিলকদান করত যজমানকে অভিষিক্ত করিবে। যথা—

গ্রহবেদীর ঈশানকোণে পবিত্র ভূমিতে পূর্ব্বপ্রবস্থানে চতুষ্পাদ দীর্ঘ চতুষ্কোণ আস্তরণবিশিষ্ট পীঠে পরিবারবর্গের সহ যজমানকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া আচার্য্য অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের সহিত পশ্চিমমুখে উড়ুম্বর ও পলাশশাখা দ্বারা কুশ-দূর্ব্বাসহকারে—"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্ত স্তেমহে। উপপ্রযন্ত মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশূর্ভবা সচা' মন্ত্রে শান্তিকলস উত্থাপন করিয়া শান্তি-কুম্ভোদক দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করিবেন যথা—"ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি ঋকত্রয়,'ওঁ বরুণস্তোত্তম্ভনমসি' ইত্যাদি,'ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবা-ধমং' ইত্যাদি, পাবমানীসূক্তে, 'ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী' ইত্যাদি, শান্তি-সূক্তে 'ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ' ইত্যাদি, 'ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্ত মধ্যাৎ পুনানাযন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ঞ্জাঃ। সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। মধুশ্চুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসূর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ" ইত্যাদি সূক্তে, শ্রীসূক্তে, 'ওঁ ইমা আপঃ শিবতমা' ইত্যাদি ঋকে ও দেবস্য ত্বা সবিতুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ও ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ' মহাব্যাহৃতি দ্বারা অভিষেক করিতে হয়। পরে যজমান ঋত্বিক্‌গণকে গ্রহপূজোক্ত দক্ষিণা দান করিবে, যথা—সূর্য্যাদি নবগ্রহের যথাক্রমে গো, শঙ্খ, রক্তবর্ণ অনুৎসৃষ্ট বৃষ, হিরণ্য, পীতাম্বর, শ্বেত অশ্ব, কৃষ্ণা ধেনু, ইস্পাত, লৌহ, হস্তী অথবা ছাগ দক্ষিণা দান করিবে। এই সকল দক্ষিণা স্বর্ণ সহযোগে দাতব্য, অসম্ভবে কেবল স্বর্ণও দাতব্য। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বৈগুণ্যশান্তি করিবে। ঘৃতান্ন দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করান আবশ্যক। যজমান "ওঁ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চাস্তু" বলিয়া প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ অস্তু' বলিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্যদান-বিধি

আরোগ্যকামনায় সূর্য্যোদয়াবধি সূর্য্যাস্ত যাবৎ সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হয়। তাহার বিধান যথা—পূর্ব্বদিন একবারমাত্র নিরামিষাশী হইয়া পরদিন

অরুণোদয়ে স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সূর্য্যার্ঘ্যদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত" ইত্যাদি। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা জীববদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-ঝটিত্যুৎপন্নামুক-রোগপ্রশমনকামঃ (স্কন্দপুরাণোক্তবিধিনা) হংসাদিসপ্ততিনামভিঃ সপ্ততিকৃত্বঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে।" সূক্তপাঠান্তে যথাবিধি সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া যথাশক্তি সূর্য্যের পূজান্তে জলপূর্ণ তাম্রপাত্রে কুঙ্কুম, গোরোচনা, রক্তচন্দন, রক্তপদ্ম বা রক্তকরবীরাদি পুষ্প, দূর্ব্বা, অক্ষত, তিল, যব, শ্বেতসর্ষপ ও কুশযুক্ত অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া ভূমিতে জানুদ্বয় সংলগ্ন করত সূর্য্য-বিম্বের প্রতি দৃষ্টিপাত ও মনে মনে সূর্য্যের ধ্যানসহকারে 'ইদমর্ঘ্যং ওঁ হংসায় নমঃ' মন্ত্রে প্রদান করিবে। পরে ১। 'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশম্' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া সূর্য্যস্তব পাঠ করিবে। পুনশ্চ পূজান্তে উক্তরূপ অর্ঘ্য লইয়া 'ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভানবে নমঃ' মন্ত্রে প্রদান করিবে ২। পূর্ব্ববৎ নমস্কার ও স্তবপাঠ কর্ত্তব্য। এই-রূপ সর্ব্বত্র জানিবে। এবং সহস্রাংশবে। ৩। তপনায়। ৪। তাপনায়। ৫। রবয়ে।৬। বিকর্ত্তনায়।৭। বিবস্বতে।৮। বিশ্বকর্ম্মণে। ৯। বিভাবসবে। ১০। বিশ্বরূপায়। ১১। বিশ্বকর্ত্রে। ১২। মার্ত্তণ্ডায়। ১৩। মিহিরায়। ১৪। অংশু-মতে। ১৫। আদিত্যায়। ১৬। উষ্ণগবে। ১৭। সূর্য্যায়। ১৮। অর্য্যম্ণে। ১৯। ব্রধ্নায়। ২০। দিবাকরায়। ২১। দ্বাদশাত্মনে। ২২। সপ্তহয়ায়। ২৩। ভাস্করায়। ২৪। অহস্করায়। ২৫। খগায়। ২৬। সূরায়। ২৭। প্রভাকরায়। ২৮। শ্রীমতে। ২৯। লোকচক্ষুষে। ৩০। গ্রহেশ্বরায়। ৩১। ত্রিলোকেশায়। ৩২। লোকসাক্ষিণে। ৩৩। তমোহরায়। ৩৪। শাশ্বতায়। ৩৫। শুচয়ে। ৩৬। গভস্তিহস্তায়। ৩৭। তীব্রাংশবে। ৩৮। তরণয়ে। ৩৯। সুমহোরণয়ে। ৪০। দ্যুমণয়ে। ৪১। হরিদশ্বায়। ৪২। অর্কায়। ৪৩। ভানুমতে। ৪৪। ৪৫। ছন্দোঽশ্বায়। ৪৬। বেদবেদ্যায়। ৪৭। ভাস্বতে। ৪৮। পূষ্ণে। ৪৯। বৃষাকপয়ে। ৫০। একচক্ররথায়। ৫১। মিত্রায়। ৫২। মন্দেহারয়ে। ৫৩। তমিস্রঘ্নে। ৫৪। দৈত্যঘ্নে। ৫৫। পাপহর্ত্রে। ৫৬। ধর্ম্মায়। ৫৭। ধর্ম্মপ্রকা-শায়। ৫৮। হেলিকায়। ৫৯। চিত্রভানবে। ৬০। কলিঘ্নায়। ৬১। তার্ক্ষ্য-বাহনায়। ৬২। দিক্‌পতয়ে। ৬৩। পদ্মিনীনাথায়। ৬৪। কুশেশয়করায়। ৬৫। হরয়ে। ৬৬। ঘর্ম্মরশ্ময়ে। ৬৭। দুর্নিরীক্ষ্যায়। ৬৮। চণ্ডাংশবে। ৬৯। কশ্যপাত্মজায়। ৭০। অর্ঘ্যদানান্তে বহুতর নৈবেদ্য, ঘৃতপ্রদীপ, রক্তচন্দন,

কুঙ্কুমাদি দ্বারা 'হ্রাং হ্রীং সঃ' মন্ত্রে সূর্য্যের পূজা ও জপ প্রভৃতি করিয়া শান্তি-দানান্তে দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ প্রভৃতি করিবে। সূর্য্যপূজা সম্বন্ধে অন্যান্য বিধি তান্ত্রিকাচার প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

প্রকারান্তর সূর্য্যার্ঘ্যদান

দুঃসাধ্য রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিত্য প্রাতে আদিত্যহৃদয় পাঠ ও শুক্লপক্ষীয় রবিবারে নিম্নোক্ত প্রণালীতে সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে। যথা— সঙ্কল্পপূর্ব্বক কেশরসহ পদ্মপুষ্প, রক্তকরবীর পুষ্প, তিল, তণ্ডুল, কুশ, দূর্ব্বা, রক্তচন্দন ও উদকনির্ম্মিত অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে রাখিয়া ঐ পাত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতে জানু পাতিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যের উদ্দেশে প্রদান করিবে। যথা—

"ওঁ সায়ুধং সরথঞ্চৈব সূর্য্যমাবাহয়াম্যহম্। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভগবন্ সূর্য্য স্বাগতো ভব, সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব, সন্নিরুদ্ধো ভব, সন্নিহিতো ভব, সম্মুখো ভব" মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং বিষ্ণা কিলি কিলি কণ্টকেষ্ট সর্ব্বার্থসাধনায় এহি এহি স্বাহা, ওঁ শ্রীং হ্রীং হুঁ হংসঃ সূর্য্যায় (নমঃ) স্বাহা, ওঁ শ্রীং হ্রাং হ্রীং হ্রঃ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ মার্ত্তণ্ডায় স্বাহা। ওঁ নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্রভানবে নমোঽস্তু বৈশ্বানর জাতবেদসে। ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ মেঽগ্ন্য দেবাধিদেবায় নমোঽস্তু তুভ্যম্। ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বৃহতে জাতবেদসে। দত্তমর্ঘ্যং ময়া ভানো ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে॥ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎ-পতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বৃহতে জাতবেদসে। মমেদমর্ঘ্যং গৃহ্ণ ত্বং দেবদেব নমোঽস্তু তে। সর্ব্বদেবাধি-দেবায় আধিব্যাধিবিনাশিনে। ইদং গৃহাণ মে দেব সর্ব্বব্যাধির্বিনশ্যতু। নমঃ সূর্য্যায় শান্তায় সর্ব্বরোগবিনাশিনে। মমেপ্সিতং ফলং দত্ত্বা প্রসীদ পরমেশ্বর॥ ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্যায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ সর্ব্বাত্মনে সূর্য্যায় (নমঃ) স্বাহা, ওঁ অক্ষয্যতেজসে (নমঃ) স্বাহা। ওঁ সর্ব্বসঙ্কটদাবিদ্র্যং শত্রুং নাশয় নাশয়। সর্ব্বলোকেষু বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বদর্শদৃক্। ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্য কুষ্ঠরোগান্ বিখণ্ডয়। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেব নমোঽস্তু তে। ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমো নমঃ। ওঁ অক্ষয্য-তেজসে নমঃ। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে। ওঁ মমেদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব দেবাধিদেবায়

নমো নমস্তে। শ্রীসূর্য্য নারায়ণায় সাঙ্গায় সপরিবারায় ইদমর্ঘ্যং সমর্পয়ামি।"

প্রণামমন্ত্র—ওঁ হিমস্নায় তমোয়ায় রক্ষোয়ায় চ তে নমঃ।
কৃতাঘয়ায় সত্যায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ॥
ওঁ হরিতহয়রথং দিবাকরং কনকময়াম্বুজরেণুপিঞ্জরম্।
প্রতিদিনমুদয়ে নবং নবং শরণমুপৈমি হিরণ্যরেতসম্॥

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশমিত্যাদি।—

পরে সূর্য্যস্তব ও সূর্য্যকবচ শ্রবণ করিতে হয়।

নিদ্রাকালে নিম্নোক্ত প্রকার জ্ঞান হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার অনিষ্টশঙ্কা করা যায়। তন্নিবারণার্থ নিম্নোক্ত শান্তি কর্ত্তব্য। দুঃস্বপ্নদর্শন যথা—

মৎস্যপুরাণে—

ইদানীং কথয়িষ্যামি নিমিত্তং স্বপ্নদর্শনে।
নাভিং বিনান্যগাত্রেষু তৃণবৃক্ষসমুদ্ভবঃ॥
চূর্ণনং মূর্দ্ধ্নি কাংস্যানাং মুণ্ডনং নগ্নতা তথা।
মলিনাম্বরধারিত্বমভ্যঙ্গঃ পঙ্কদিগ্ধতা॥
উচ্চাৎ প্রপতনঞ্চৈব দোলারোহণমেব চ।
অর্জ্জনং পঙ্কলৌহানাং হয়ানামপি মারণম্॥
রক্তপুষ্পদ্রুমাণাঞ্চ মণ্ডলস্য তথৈব চ।
বরাহর্ক্ষখরোষ্ট্রাণাং তথা চারোহণক্রিয়া॥
ভক্ষণং পক্ষিমৎস্যানাং তৈলস্য কৃসরস্য চ।
নর্ত্তনং হসনঞ্চৈব বিবাহো গীতমেব চ॥
তন্ত্রীবাদ্যবিহীনানাং বাদ্যানামভিবাদনম্।
স্রোতোঽবগাহগমনং স্নানং গোময়বারিণা॥
পঙ্কোদকেন চ তথা মহীতোয়েন চাপ্যথ।
মাতুঃ প্রবেশো জঠরে চিতারোহণমেব চ॥
শক্রধ্বজাভিপতনং পতনং শশিসূর্য্যয়োঃ।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমানামুৎপাতানাঞ্চ দর্শনম্॥

দেব-দ্বিজাতি-ভূপাল-গুরূণাং ক্রোধ এব চ।
আলিঙ্গনং কুমারীণাং পুরুষাণাঞ্চ মৈথুনম্॥
হানিশ্চৈব স্বগোত্রাণাং বিরেক-বমনক্রিয়া।
দক্ষিণাশাভিগমনং ব্যাধিনাভিভবস্তথা॥
কলাপহানিশ্চ তথা পুষ্পহানিস্তথৈব চ।
গৃহাণাঞ্চৈব পাতশ্চ গৃহসম্মার্জ্জনং তথা॥
ক্রীড়া পিশাচ-ক্রব্যাদ-বানরর্ক্ষনরৈরপি।
পরাদভিভবশ্চৈব তস্মাচ্চ ব্যসনোদ্ভবঃ॥
কাষায়বস্ত্রধারিত্বং তদ্বৎ স্ত্রীক্রীড়নস্তথা।
স্নেহপানাবগাহৌ চ রক্তমাল্যানুলেপনম্॥
এবমাদীনি চান্যানি দুঃস্বপ্নানি বিনির্দ্দিশেৎ॥

দুঃস্বপ্নশান্তি—যথা—এষাং সঙ্কথনং ধন্যং ভূয়ঃ প্রস্বাপনস্তথা।
কল্কস্নানং তিলৈর্হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্॥
স্তুতিশ্চ বাসুদেবস্য তথা তস্যৈব পূজনম্।
নাগেন্দ্রমোক্ষশ্রবণং জ্ঞেয়ং দুঃস্বপ্ননাশনম্॥

নাভি ব্যতীত শরীরের অন্য স্থানে তৃণ-বৃক্ষাদির উৎপত্তি, মস্তকে কাংস্য চূর্ণ হওয়া, মস্তক মুণ্ডন, নগ্নমূর্ত্তিদর্শন, মলিন বস্ত্র পরিধান, কর্দ্দমলেপন, তৈলাক্তদেহ, উচ্চ স্থান হইতে পতন, দোলায় আরোহণ, দগ্ধলৌহলাভ, অশ্বমারণ, রক্তপুষ্পবৃক্ষ ভঙ্গ, বরাহ, ভল্লূক, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রে আরোহণ, পক্ষিমাংস ও মৎস্যমাংস-ভোজন, তৈল ও খিচুড়ি ভক্ষণ, নৃত্য, হাস্য, বিবাহদর্শন, গীতশ্রবণ, তন্ত্রী ভিন্ন বাদ্যবাদন, স্রোতে অবগাহন বা ভাসিয়া যাওয়া, গোময়জলে, পঙ্কোদকে ও মৃত্তিকার রসে স্নান, মাতৃগর্ভে প্রবেশ, চিতায় আরোহণ, ইন্দ্রধ্বজপাত, চন্দ্র-সূর্য্যপতন, দিব্য, অন্তরীক্ষগত ও পার্থিব উৎপাত দর্শন, দেব, দ্বিজ, রাজা ও গুরুজনের ক্রোধ, কুমারীগণের আলিঙ্গন, পুংমৈথুন, স্বগোত্রনাশ, মলত্যাগ ও বমন, দক্ষিণদিগভিমুখে গমন, ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হওয়া, ময়ূরপিচ্ছ নাশ, ফল-পুষ্প-হানি, গৃহপতন, গৃহসম্মার্জ্জন, পিশাচ, রাক্ষস, বানর, ভল্লূক এবং মনুষ্যগণের সহিত ক্রীড়া, অপরের কাছে অভিভব, কাষায় বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীগণের ক্রীড়ন, স্নেহদ্রব্যপান ও তাহাতে অবগাহন, রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ এই সকল ও অন্যান্য দুঃস্বপ্ন জানিবে।

দুঃস্বপ্নদর্শনের প্রতীকার।—লোকসমক্ষে দুঃস্বপ্নের কীর্ত্তন এবং পুনরায় নিদ্রা যাইলে দুঃস্বপ্নের ফল নষ্ট হয়। প্রভাতে কল্ক (খইল) দ্বারা স্নান, তিল দ্বারা বাসুদেবের হোম, ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা, বাসুদেবের স্তুতি (নিম্নে দেখ) ও পূজা এবং নারায়ণ কর্ত্তৃক গজমোক্ষণবৃত্তান্ত শ্রবণ এই সমস্ত প্রক্রিয়া দুঃস্বপ্ননাশক হইয়া থাকে।

বাসুদেবস্তুতি (দুঃস্বপ্নফলনাশক)

ব্রহ্মোবাচ। ওঁ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্। হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে। শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ। গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তং। ওঁ তৎ সৎ।

দুঃস্বপ্নের ফলকাল।—রাত্রির প্রথম যামে দৃষ্ট স্বপ্নের ফল সম্বৎসরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ দ্বিতীয়যামে ছয় মাসে, তৃতীয়ে তিন মাসে, চতুর্থে এক মাসে, পরন্তু অরুণোদয়কালে দৃষ্ট স্বপ্ন দশ দিনে ফলিয়া থাকে।

অদ্ভুত শান্তি

অদ্ভুতদর্শন শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থায় বর্ণিত আছে। নিত্যক্রিয়ান্তে যজমান স্বস্তিবাচনান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কাত্যায়নোক্তশান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। সঙ্কল্প-বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকাদ্ভুতসূচিত-দোষোপশমনকামঃ কাত্যায়নোক্তশান্তিমহং করিষ্যে।"

পরে যথাবিধি বিষ্ণু, রুদ্র, মৃত্যু, বিশ্বদেব ও নবগ্রহগণকে যথাযথ পূজা করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে বহ্নি-স্থাপন, চরুশ্রপণাদি অন্তে প্রণদামন্ন

ও বিরূপাক্ষ জপ করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে বরদ নামক অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি-হোমান্তে প্রথমতঃ ঘৃত দ্বারা 'ওঁ অদ্ভুতায়ে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা, ওঁ বসবে স্বাহা, ওঁ মৃত্যবে স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দিয়া পুনশ্চ উক্ত মন্ত্রে ঘৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা আহুতি দিবে। অতঃপর সপ্রণব ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, অথবা পুরুষসূক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত সমিধ্‌হোম করিয়া নবগ্রহ-হোম কর্ত্তব্য। অতঃপর দক্ষিণান্ত ও শান্তিজলে অভিষেক কর্ত্তব্য। দুঃস্বপ্নাদি অনিষ্ট দর্শনে ব্রাহ্মণকে ঘৃত ও হিরণ্য দান বিধেয়। যাত্রাকালীন অনিষ্ট দর্শনে ও সম্মুখে শুক্রোদয়ে শুক্রগ্রহকে অর্ঘ্যদান করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ নমস্তে সর্ব্বলোকেশ নমস্তে ভৃগুনন্দন। কবে সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যর্থং গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তু তে।" সংক্রান্তিদিনে ও যাত্রায় আভ্যুদয়িককার্য্যে বৃহস্পতিকে অর্ঘ্য দিলে কোনও বিরুদ্ধ গ্রহ দ্বারা অনিষ্ট ঘটে না। অর্ঘ্যদানমন্ত্র যথা—"ওঁ নমস্তেঽঙ্গিরসাং নাথ বাক্‌পতেঽথ বৃহস্পতে। ক্রূরগ্রহৈঃ পীড়িতানামমৃতায় নমো নমঃ॥" উক্ত অদ্ভুত শান্তি (যজ্ঞাদি) কার্য্যে অক্ষম হইলে এবং সর্ব্ববিধ উৎপাত দর্শনে শ্রীশ্রীনারায়ণচরণে 'এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' মন্ত্রে সচন্দন তুলসীপত্র দান করিলে শান্তি হয়'। সর্ব্ববিধশান্তিতে ব্রাহ্মণকে ঘৃত-পায়স ভোজন করাইবে।

দিব্য, নাভস ও পার্থিব উৎপাতে বিভিন্ন অদ্ভুত শান্তি কর্ত্তব্য। মৎস্যপুরাণে কথিত আছে, অন্তরীক্ষ উৎপাতে (ধূমকেতূদয়, উল্কাপাত, বজ্রপাত, চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডল, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি) অভয়া শান্তি ও দিব্য উৎপাতে (গ্রহ-নক্ষত্র-বিকৃতি) সোমশান্তি কর্ত্তব্য। ঐরূপ শত্রু কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলে, অভিচারক্রিয়াভয় জন্মিলে, শত্রুনাশার্থ বা মহাভয় উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ অভয়া শান্তি করিবে। রাজযক্ষ্মরোগগ্রস্ত, যজ্ঞকামী ও ক্ষত দ্বারা ক্ষীণদেহ ব্যক্তির পক্ষে সোমশান্তি প্রশস্ত। ভৌম উৎপাতে (ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভোপদ্রব কিম্বা দুষ্ট চৌরের অত্যাচারে) বিষ্ণুশান্তি শুভপ্রদ। পশু ও মনুষ্যগণের দারুণ মরণ ঘটিতে থাকিলে এবং ভৌতিক উৎপাত দর্শনে রুদ্রশান্তি করিবে। দেশে বেদনাশ বা নাস্তিকের অত্যাচার অথবা ম্লেচ্ছের প্রাধান্য ঘটিলে ব্রহ্মশান্তি আবশ্যক। অভিষেককালে নৃপগণের পররাষ্ট্রভয়ের সম্ভাবনা হইলে বা শত্রুবধ আবশ্যক হইলে রুদ্রশান্তি বিধেয়। তিন দিনের অধিক কাল বায়ু বহিলে,

ভক্ষ্য বস্তু সকল দূষিত হইলে বা বাতজ ব্যাধি উপস্থিত হইলে বায়বী শান্তি আচরণীয়। অনাবৃষ্টি বা অস্বাভাবিক বর্ষণ বা জলাশয়ের কোনও বিকৃতি ঘটিলে বারুণী শান্তি ফলপ্রদ হয়। অভিশাপভয়ে ভৃগুশান্তি, প্রসবভয়ে প্রজাপতিশান্তি, শিশুদিগের শান্তির জন্য কৌমারী শান্তি, অগ্নিভয়ে আগ্নেয় শান্তি, পিশাচাদি ভয়ে নৈর্ঋতী শান্তি, অপমৃত্যু, দুঃস্বপ্ন ও নরকভয়ে যম-শান্তি, ধননাশভয়ে কৌবেরী শান্তিবিধান করিবে। এইরূপ যে যে বিষয়ে অনিষ্টদর্শন হইবে, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার শান্তি করিলে শুভ হইবে। বৈষ্ণবী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শান্তি সমুদয়ে বিষ্ণু প্রভৃতির অর্চ্চনা, তন্মন্ত্রে হোম ও তৎসূক্ত পাঠ কর্ত্তব্য।

অঙ্গে জ্যেষ্ঠী (টিকটিকি) সরীসৃপ পতনে শুভাশুভ

অঙ্গে জ্যেষ্ঠী স্বয়ং পতিত হইলে বা শরট (কৃকলাস) অঙ্গে উঠিলে যে ফল হয়, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মস্তকে জ্যেষ্ঠীপাত হইলে রাজ্যসম্পৎলাভ, এইরূপ ললাটে ঐশ্বর্য্য, কর্ণদ্বয়ে ভূষণপ্রাপ্তি, নেত্রে বন্ধুদর্শন, নাসিকায় সুগন্ধভোগ, মুখে মিষ্টান্নভোজন, কণ্ঠে ধনলাভ, বাহুতে ঐশ্বর্য্য, বাহুমূলে ধনলাভ, করে ধনবৃদ্ধি, স্তনমূলে সৌভাগ্য, হৃদয়ে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, পৃষ্ঠে ভূমিলাভ, পার্শ্বদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভ, গুহ্যে মৃত্যুপ্রাপ্তি, জঙ্ঘায় অর্থক্ষয়, লিঙ্গে রোগভয়, উরুদ্বয়ে অশ্বাদি বাহনলাভ, জানু ও জঙ্ঘায় অর্থহানি, পাদদ্বয়ে ভ্রমণফল হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ মস্তকাদিতে কৃকলাসপতন ও জ্যেষ্ঠীর আরোহণ হইলে উক্তফলের বিপরীতফল হয়।

জ্যেষ্ঠী-কলাপপতনে অশুভপ্রতীকার

জ্যেষ্ঠী ও শরট স্পর্শমাত্রে সচেলাবস্থায় জলে অবগাহন করিবে। পঞ্চগব্য ভক্ষণ ও সূর্য্য দর্শন করিলে মঙ্গল হয়। প্রকারান্তর যথা—সুবর্ণময়ী জ্যেষ্ঠী নির্ম্মাণ করিয়া রক্ত বস্ত্রে বেষ্টিত করিবে। পরে গন্ধপুষ্পাদি উপচারে তাহাকে পূজা করিতে হয়। উক্ত জ্যেষ্ঠীর অগ্রে পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করত

তাহাতে পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চামৃত, পঞ্চপল্লব ও পঞ্চকষায় দিয়া দিক্‌পাল ও নবগ্রহের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবে। অতঃপর মৃত্যুঞ্জয় শিবের আবাহনান্তে পূজা করত যথাযথস্থাপিত বহ্নিতে খদিরসমিধ্ দ্বারা 'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ' মন্ত্রে হোম করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্র তিলাজ্য-হোম কর্ত্তব্য।

অদ্ভুতশান্তি

পূর্ব্বে যে সকল দৈব, নাভস ও ভৌম উৎপাতের কথা ও শান্তির বিধান কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তদ্‌ভিন্ন অন্যবিধ উৎপাত ও তাহার শান্তি বর্ণিত হইতেছে।—

"কাকস্যৈকরবশ্রাবঃ প্রভাতে দুঃখদায়কঃ।
কাকো মৈথুনকাসক্তঃ শ্বেতো বা যদি দৃশ্যতে॥
উলূকো বসতে যত্র নিপতেদ্বা তথা গৃহে।
জ্ঞেয়ো গৃহপতের্মৃত্যুর্ধননাশস্তথৈব চ॥"

তথা—"একো বৃষস্ত্রয়ো গাবঃ সপ্তাশ্বা নব দন্তিনঃ।
সিংহপ্রস্থতিকা গাবঃ কথিতাঃ স্বামিঘাতকাঃ॥"

প্রভাতে কাকের একবারমাত্র 'কা' শব্দ শ্রবণ গৃহস্থের দুঃখদায়ী হয়, মৈথুনাসক্ত অবস্থায় কোনও কাক গৃহে পতিত হইলে অথবা গৃহে শ্বেতকাক দর্শন করিলে, গৃহে পেচকবাসস্থানে কাকপতন ঘটিলে গৃহস্বামীর মৃত্যু ও ধননাশ অবশ্যম্ভাবী হয়। পরন্তু ক্রীড়াসক্ত, মাংসলিপ্সু, ভীত বা পীড়িত অবস্থায় কাক গৃহে বসিলে গৃহস্থের ভয় হইবে না। উক্ত কাকপতনদোষে দেবপূজা ও 'দেবাঃ কপোতা' ইত্যাদি মন্ত্র সপ্ততিবার জপ করিলে মঙ্গল হয়। বাস্তুভূমিতে একটিমাত্র বৃষ, তিনটি গো, সাতটি অশ্ব ও নয়টি হস্তী রাখিতে নাই; ইহাতে গৃহীর নাশের আশঙ্কা আছে। ঐরূপ সৌরভাদ্রমাসে গো-প্রসব হইলে গৃহীর বিনাশ ঘটিতে পারে, তাহার শান্ত্যর্থ ব্রাহ্মণকে ঘৃত-কাঞ্চন দান করিবে।

ষোড়শবর্ষে গর্ভধারণাদি শান্তি

জ্যোতিষে—'যা সুতা ষোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগর্ভিকা।
মৃত্যুস্তস্যাঃ সপুত্রায়াঃ পিতুশ্চাপি চ সম্মতঃ॥
মাংসী-প্রিয়ঙ্গু-রজনী-গুগ্‌গুলু-বংশলোচনা।
তালিশেন তিলা লাজা গর্ভিণী-স্নানমুত্তমম্॥
গৌরীং সম্পূজ্য তৎপশ্চাৎ সংক্রমেচ্ছিবসন্নিধৌ।
ছাগী গর্ভবতী দেয়া দৈবজ্ঞায়াথ গোযুগম্॥
কাংস্যপাত্রস্থিতং চন্দ্রং সিতবস্ত্রাজসংযুতম্।
বস্ত্রৈঃ শুক্লৈশ্চ সৎপুষ্পৈশ্চন্দনাগুরুধূপকৈঃ॥
কৃত্বাপমার্জয়েন্নারীং ভোজয়েদ্‌ব্রাহ্মণাংস্ততঃ॥'

যে স্ত্রীলোক ষোড়শবর্ষে গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করে, স্বামী ও প্রসূত সন্তানের সহিত তাহার মৃত্যু হয়। বচনান্তরে আছে—

"যা নারী ষোড়শে বর্ষে গর্ভং ধৃত্বা প্রসূয়তে।
সা নারী বিধবা জ্ঞেয়া যদি শক্রসমঃ পতিঃ॥
ষোড়শাব্দে তু যা নারী উৎপত্তিস্থিতিগর্ভিণী।
অপত্যং তত্র নাপ্নোতি যাতি সা চ প্রণশ্যতি॥"

ষোড়শবর্ষে গর্ভ ধারণ করিয়া সপ্তদশ বর্ষে নারী প্রসব করিলে বিধবা হয়। ইহার প্রতীকারার্থ—গর্ভিণী জটামাংসী, কৃষ্ণবচ, জায়ফল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, গুগ্‌গুল, বংশলোচন, তালিশপত্র, তিল ও খই এই সকল দ্রব্যযুক্ত জলে স্নান করিয়া গৌরীপূজা করিবে, অতঃপর শিবমূর্ত্তি-সন্নিধানে গিয়া গর্ভবতী ছাগী, গাভী ও বৃষ দৈবজ্ঞকে দান করিয়া কাংস্যপাত্রে শুক্লবস্ত্র, শ্বেতশঙ্খযুক্ত রজত-চন্দ্রপ্রতিমা রাখিয়া শুক্লবস্ত্র, গন্ধ ও সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত সেই জল গাত্রে প্রক্ষেপ করিবে এবং ঐ রজত-প্রতিমা দৈবজ্ঞকে দান করিবে। পরিশেষে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন আবশ্যক।

বালকের দন্তোদ্‌গম-শান্তি

জ্যোতিষে—"জাতঃ সদন্তঃ পিতৃ-মাতৃহন্তা তাতং বিহন্যাৎ প্রথমে তু মাসে।
অথাং দ্বিতীয়ে সহজং তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে শুভকারকঃ স্যাৎ॥

মিষ্টান্নভোজী সুভগঃ সুতাখ্যে ষষ্ঠে সুখী পণ্ডিতকল্পবুদ্ধিঃ।
ততোঽধিকঃ স্যাদ্ বলবান্ যুনাখ্যে মাসেঽষ্টমে বিত্তসুখৈর্বিহীনঃ॥
সুরপ্রতাপী নবমে মৃত্যুশ্চ দশমে তথা।
একাদশে দ্বাদশে চ সুখী চ সুভগো ভবেৎ॥
অষ্টৌ পুত্তলকান্ কৃত্বা সুগন্ধৈর্গন্ধকৈস্তথা।
স্রোতঃসু সংক্রমে চাপি স্নাপয়েৎ শুক্লপুষ্পকৈঃ॥
স্নানং সংক্রমণস্যাধঃ শম্ভোর্দর্শনমন্ততঃ।
হোমং বিপ্রার্চ্চনঞ্চৈবমশুভে দন্তদর্শনে॥"

দন্তজন্ম-প্রতীকার

বালক দন্তসহ জন্মগ্রহণ করিলে পিতা-মাতার হন্তা হয়, ঐরূপ প্রথমমাসে দন্তোদ্গম হইলে পিতার, দ্বিতীয়ে মাতার, তৃতীয়ে সহোদরঘাতী হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে দন্ত জন্মিলে জাতক ধনসুখে বর্জ্জিত হয়, দশমে দন্তোদ্গম জাতকের মৃত্যু সূচনা করিয়া থাকে। ইহার প্রতীকারার্থ আটটি পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া সুগন্ধি চন্দনে লেপন পূর্ব্বক সংক্রান্তিদিনে নদীজলে শুক্ল পুষ্পযোগে স্নান করাইতে হয়। মহাদেবের পূজা পূর্ব্বক তাহার অধোভাগে স্নান করান বিহিত; অন্তত শিবদর্শন করান কর্ত্তব্য। অবশেষে হোম ও নবগ্রহ-হোম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

বগলামুখী-প্রয়োগ

রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে জয়কামনায় বা শত্রু কর্ত্তৃক অভিভবে পরিত্রাণ-কামনায় বগলামুখীপূজা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়ান্তে স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকেন সহ রাজদ্বারোপস্থিত-বিবাদে জয়-লাভকামঃ শ্রীবগলামুখীপূজাপূর্ব্বকং ষট্‌ত্রিংশ-দক্ষরক-শ্রীবগলামুখীমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যক-জপকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে মূলমন্ত্র স্মরণ করত দেবীগৃহদ্বারে যাইয়া 'ওঁ ব্রহ্মোদকে হুঁ

ফট্ স্বাহা’ মন্ত্রে জলবোক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা আসন প্রোক্ষণ করত তদুপরি উত্তরমুখে উপবেশন করিবে। পরে ‘ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধসর্ব্বগাত্রি সর্ব্বপাপানি শময়াশেষবিকল্পমপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা’ মন্ত্রে হস্ত-পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মন্ত্রাচমন করিবে, যথা—“ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা” মন্ত্রে বারত্রয় মুখে জলবিন্দু দিয়া ‘ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহা-প্রতিসরে রক্ষ রক্ষ মাং হুঁ ফট্ স্বাহা’ মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া উক্ত মন্ত্রে শিখাবন্ধন করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য করত তজ্জল দ্বারা দ্বারাভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক দ্বারদেবতাপূজা করিবে, যথা—আবাহনান্তে (উর্দ্ধোদুম্বরে) “ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, (বামে) ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, (দক্ষিণে) ওঁ বাং বটুকায় নমঃ, (অধ) ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, উভয়পার্শ্বে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ, শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ, ঐং সরস্বত্যৈ, (গৃহমধ্যে নৈঋর্তে) ওঁ ব্রহ্মণে, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া ভূতাপসারণ করত মাষভক্ত বলি দিবে। পরে ‘ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা,’ মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ভূমি শোধন করিবে ও ভূমিতে হস্ত দিয়া ‘ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুঁ ফট্ স্বাহা’ মন্ত্রে ভূমি অভিমন্ত্রিত করিবে। ভূমিতে ত্রিকোণ বা ‘হস্‌ৌঃ’ এই প্রেতবীজ লিখিয়া তদুপরি আসন পাতিয়া তদুপরি ‘ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা’মন্ত্রে প্রেতবীজ লিখিয়া আসন-শুদ্ধি করিবে। পরে গুরুপ্রণাম ও দিগ্‌বন্ধন করত পুষ্পশুদ্ধি কর্ত্তব্য। যথা। পুষ্পে হস্ত দিয়া ‘ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা’ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পরে ভূতশুদ্ধি,মাতৃকান্যাসাদি অন্তে ‘হ্লীঁ’ মন্ত্রে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, যথা—“অস্য শ্রীবগলা-মুখীমন্ত্রস্য নারদঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা হ্লীঃ বীজং হুঁ শক্তিঃ সর্ব্বদুষ্টানাং বাঙ্‌মুখ-স্তম্ভন-জিহ্বা-কীলন-বুদ্ধিনাশনেষু বিনিয়োগঃ। মস্তকে ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ শ্রীবগলামুখী-দেবতায়ৈ নমঃ, (গুহ্যে) হ্লীঁ বীজায় নমঃ, (পাদদ্বয়ে) স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।” করাঙ্গন্যাস—“ওঁ হ্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বগলামুখি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সর্ব্ব-দুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্, বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ, জিহ্বাং কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।” অঙ্গন্যাস—“ওঁ হ্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ,বগলামুখি শিরসে স্বাহা,সর্ব্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট্, বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হুঁ, জিহ্বাং কীলয় কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।” ব্যাপকন্যাস—মূলমন্ত্র

পাঠপূর্ব্বক কেশ হইতে পাদাগ্র ও পাদাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সাত-বার স্পর্শ করিবে। ষোঢ়ান্যাস (ন্যাসপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)। তত্ত্বন্যাস—(মূলাধারে) মূলমন্ত্রান্তে ওঁ আত্মতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, (মস্তকে) মূলমন্ত্রান্তে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী-বগলামুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ, (সর্ব্বাঙ্গে) মূলমন্ত্রান্তে ওঁ সর্ব্বতত্ত্বব্যাপিনী-বগলা-মুখী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। মন্ত্রন্যাস—মস্তকে ওঁ নমঃ, ললাটে হ্লীঁ নমঃ, দক্ষিণনেত্রে বং নমঃ, বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে লাং নমঃ, বাম-কর্ণে মুং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে খিং নমঃ, বামগণ্ডে সং নমঃ, দক্ষিণনাসায় ৰ্বিং নমঃ, বামনাসায় দুং নমঃ, ওষ্ঠে ষ্টাং নমঃ, অধরে নাং নমঃ, মুখগহ্বরে বাং নমঃ, দক্ষিণস্কন্ধে চং নমঃ, দক্ষিণবাহুকূর্পরে (কনুই) মুং নমঃ, দক্ষিণমণিবন্ধে (কব্‌জি) খং নমঃ, দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে স্তং নমঃ, গলে স্তং নমঃ, দক্ষিণস্তনে য়ং নমঃ, বামস্তনে জিং নমঃ, হৃদয়ে হ্বাং নমঃ, নাভিদেশে কীং নমঃ, কটি-(কাঁকাল) দেশে লং নমঃ, গুহ্যে য়ং নমঃ, বাম-স্কন্ধে কীং নমঃ, বামকূর্পরে লং নমঃ, বামমণিবন্ধে য়ং নমঃ, বাম অঙ্গুলি-মূলে বুং নমঃ, দক্ষিণ উরুদেশে দ্ধিং নমঃ, দক্ষিণ জানুতে নাং নমঃ, দক্ষিণ-গুল্‌ফে (গোড়ালি) শং নমঃ, দক্ষিণপাদাঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, বাম-উরুতে হ্লীঁ নমঃ, বাম জানুতে ওঁ নমঃ, বামগুল্‌ফে স্বাং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ। পরে ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্। পীতাম্বরাং কনকভূষণ-মাল্য-শোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গর-বৈরিজিহ্বাম্। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্। গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥" ধ্যানান্তে ধ্যানপুষ্প মস্তকে দিয়া মানস-উপচারে পূজা (নৈমিত্তিক প্রকরণে দেখ) করিয়া বিশেষার্ঘ্যের স্থাপন করিবে। যথা—বামভাগে অষ্টাঙ্গুলপরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার ঈশানাদি কোণচতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি দিকে কুসুম, অক্ষত ও রক্তচন্দন দ্বারা 'ওঁ গ্নৌঁ গণ-পতয়ে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা রাখিয়া ত্রিপদিকার উপরিভাগে শঙ্খ রাখিবে, শঙ্খে হস্তিমদজল বা মধু দ্বারা বিলোমমাতৃকা পাঠ (ক্ষং লং হং ইত্যাদি) ও বারত্রয় মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে অর্ঘ্যপাত্রের ত্রিভাগ পূরণ করিয়া শঙ্খে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে 'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, (ত্রিপদিকাপূজা) অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে

নমঃ (শঙ্খপূজা) ওঁং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে (জলপূজা) করত "গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন পূর্ব্বক শঙ্খমধ্যে হৃদয় হইতে 'শ্রীবগলামুখি দেবি ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' মন্ত্রে আবাহন ও স্থাপন, 'হুঁ" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া 'বষট্' মন্ত্রে জলদর্শন, 'বৌষট্' মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন ও মূলমন্ত্রে বারত্রয় শঙ্খজলস্থ দেবীকে পূজা করিবে। পরে অঙ্গন্যাসমন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে এবং ধেনু ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া অর্ঘ্যজল প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া তদ্দ্বারা নিজের মস্তকে ও পূজোপকরণে ছিটা দিয়া পীঠপূজা করিবে। যথা—প্রথমতঃ রক্তচন্দন দ্বারা তাম্রাদি পত্রে যন্ত্র অঙ্কন করিবে। (যন্ত্র-প্রকরণ দেখ)

যন্ত্রে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ, এবং শক্তি-পদ্মাসনায় নমঃ' মন্ত্রে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে যন্ত্রমধ্যে দেবীকে আবাহন করত পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গবিন্যাস করিবে। পরে ধেনু ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করত অঙ্গন্যাসমন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে অঙ্গপূজা করিবে। মূলমন্ত্রাভি-মন্ত্রিত ধেনু ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রে বারত্রয় জলবিন্দু পান করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে তত্ত্বমুদ্রায় দেবীর বারত্রয় তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—মূলান্তে 'ওঁ সাঙ্গাবরণাং শ্রীবগলামুখীদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।' পরে যথাশক্তি উপচারে পুষ্পদান পর্য্যন্ত পূজা করিয়া 'শ্রীবগলামুখি দেবি আবরণন্তে পূজয়ামি' মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া আবাহন পূর্ব্বক মণ্ডলস্থ ষট্‌কোণে, পূর্ব্বে 'ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ,' এবং অগ্নিকোণে 'ভগসর্পিণ্যৈ,' ঈশানে 'ভগাবহায়ৈ,' নৈর্ঋতে 'ভগপাতিন্যৈ,' বায়ুকোণে 'ভগমালিন্যৈ,' অষ্টদলপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে 'ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ, নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ,' পদ্মপত্রাগ্রে 'ওঁ জয়ায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, স্তম্ভিন্যৈ, জম্ভিন্যৈ, মোহিন্যৈ, আকর্ষিণ্যৈ,' চতুর্দ্বারে ওঁ ভৈরবায় নমঃ, বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রপূজান্তে দেবীর শিরোহৃদয়-মূলাধার-পাদ ও সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবী-বামে ধূপ, দক্ষিণে দীপ দানান্তে পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিবে। পরে পুনশ্চ পঞ্চোপচারে মূলমন্ত্রে দেবীকে পূজা করিয়া প্রাণায়াম, করাঙ্গন্যাস করত গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কার, সেতু, মহাসেতু, কুল্লুকা-জপান্তে মূলমন্ত্র জপ করিবে। যথা—প্রথমতঃ 'ঐঁ হ্রীং ঐঁ' মন্ত্রে

দশবার জপে মুখশোধন কর্ত্তব্য। 'স্ত্রীং' এই মহাসেতু দশবার জপান্তে 'ওঁ' এই সেতুমন্ত্র-পুটিত মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে 'হ্রীং' এই কুল্লুকা দশবার জপ করিয়া হরিদ্রাগ্রন্থি মালায় যথাশক্তি জপ পূর্ব্বক জপ সমর্পণ, পুনশ্চ কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু জপ, প্রাণায়াম, করাদন্যাস করত প্রণাম করিবে। পরে ত্রিশূলমুদ্রা দেখাইয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অবশেষে ভৈরবের উদ্দেশে বলিদান করিয়া 'ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যৎ কৃতং যদুক্তং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ শ্রীবগলামুখ্যৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ,' মন্ত্রে আত্মসমর্পণ ও 'জয় জয়' মন্ত্রে অপর অর্ঘ্যপ্রদান কর্ত্তব্য। বগলামুখীপূজায় সমস্তই পীতদ্রব্য আবশ্যক। বগলা-মুখীর স্তব ও কবচ পাঠ্য।

ত্রিপুষ্করন্ত্র-শান্তি

কোন্ কোন্ নক্ষত্র ও তিথ্যাদি যোগে ত্রিপুষ্করযোগ এবং তাহাতে মৃত্যু হইলে কি ফল হয়, তাহার প্রমাণ লিখিত হইল, যথা—

"পুনর্ব্বসূত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী। পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ রবি-ভৌম-শনৈশ্চরাঃ॥ দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ। এতেষামেব যোগে তু ভবতীতি ত্রিপুষ্করঃ॥ বারে শস্য সুতং হন্তি তিথৌ গোধনমেব চ। নক্ষত্রে গোত্রহানিঃ স্যাৎ সর্ব্বং হন্তি ত্রিপুষ্করে। পুষ্করত্রয়দোষেণ বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি॥"

অর্থাৎ পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও বিশাখা এই সমস্ত নক্ষত্র, রবি, মঙ্গল ও শনিবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে মৃত্যু হইলেই ত্রিপুষ্করযোগ দোষ হয়। বারদোষে শস্য ও পুত্রহানি, তিথিদোষে গো এবং নক্ষত্রদোষে গোত্র ধ্বংস হয়, আর তিন দোষ মিলিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া থাকে। অধিক কি, বাস্তবৃক্ষও জীবিত থাকে না।

"এবং ত্রিপুষ্করে যোগে দোষো জীবনসংশয়ঃ। পুত্রো কন্যা চ ভগিনী পিতৃ-মাতৃ-সহোদরাঃ॥ পিতুর্ভ্রাতা মাতুলশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ সপিণ্ডনাঃ। সর্ব্বাভাবে

রিষ্টদোষে বাস্তবৃক্ষো ন জীবতি॥ মাসে মাসে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরে-হপি বা। অবশ্যং মরণং তত্র নাস্তি যোগো নিরামিষঃ॥"

অর্থাৎ ত্রিপুষ্করযোগে মৃত্যু ঘটিলে মৃত ব্যক্তির পুত্র, ভগিনী, কন্তা, পিতা, মাতা, সহোদর, পিতৃব্য, মাতুল, জ্ঞাতি, সপিণ্ড সকলেরই জীবননাশের সম্ভাবনা। উহাদের কেহ না থাকিলে মৃত ব্যক্তির বাস্তবৃক্ষও জীবিত থাকে না। একমাসে, দেড়মাসে, ছয়মাসে বা বৎসরের মধ্যে এই অমঙ্গল ঘটে। ইহার শান্তির জন্ত "ত্রিপুষ্করশান্তি" করা কর্ত্তব্য।

পুষ্করশান্তিপ্রণালী।—কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া আচমনান্তে নারায়ণশিলায় গন্ধপুষ্পাদি দিয়া পুণ্যাহবাচনাদি করিবে। পরে সঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ম্মণঃ ত্রিপুষ্করযোগ-কালীন-মরণ-জনিতানিষ্টপ্রশমনকামঃ শান্তিমহং করিষ্যে।"

তৎপরে সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠান্তে ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্ত বরণ করিতে হয়। পরে বেদীর উপরিভাগে গ্রহপূজার্থ অষ্টদলপদ্মে গ্রহমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পঞ্চগব্যশোধন মন্ত্রে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা "ওঁ বেছা বেদিঃ সমাপ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদী শোধন পূর্ব্বক মণ্ডলের পূর্ব্বাংশে ঘটস্থাপন মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবে। তৎপরে ঘটে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা প্রভৃতি দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের অর্চ্চনা করত ঘটে দশদিক্‌পালের অর্চ্চনা করিতে হয়। অতঃপর মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে চারিটি কুম্ভ স্থাপন করিবে। দক্ষিণে তিলপূর্ণ কুম্ভের উপর একখানি লৌহপাত্র দিয়া, তাহাতে লৌহময়ী যম-প্রতিমা কৃষ্ণবসনে আবৃত করিবে। মণ্ডলপশ্চিমে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের উপর কাংস্তপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে রজতময়ী ধর্ম্মপ্রতিমা শুক্লবস্ত্রে আবৃত করত, উত্তরে গুড়পূর্ণ কুম্ভের উপর তাম্রপাত্র, তদুপরি স্বর্ণময়ী চিত্রগুপ্তপ্রতিমা রাখিয়া রক্তবসন দ্বারা আবৃত করিবে এবং পূর্ব্বে মৃদ্দাপূরিত কুম্ভের উপর গোধূমপূর্ণ পাত্র রাখিয়া তদুপরি কৃষ্ণাকৃতি পুষ্করপ্রতিমা স্থাপন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিতে হয়। পরে তদুপরি চন্দ্রাতপ বন্ধন করিবে, মন্ত্র যথা— "ওঁ ঊর্দ্ধ ঊষু ণ উতয়ে" ইত্যাদি। তৎপরে পঞ্চামৃত দ্বারা স্ব স্ব মন্ত্রে প্রতিমা-স্নান করাইয়া প্রত্যেকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন ও ষোড়শোপচারে বা দশো-পচারে অর্চ্চনা এবং প্রণাম করিবে। যথা—

অগ্রে যমের নিম্নোক্ত প্রকারে ধ্যানান্তে আবাহন করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নমস্কার করিবে, যথা—

ধ্যান—ওঁ যমঞ্চ কৃষ্ণবর্ণাভং বিভুজং রক্তলোচনম্।
দক্ষে দণ্ডধরং বামহস্তে পাশধরং বিভুম্॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং ধ্যায়েন্মহিষবাহনম্।
মহাকায়ং ধর্ম্মরাজং বিষ্ণুভক্তজনপ্রিয়ম্॥

নমস্কার-মন্ত্র—ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তেঽস্তু কালদণ্ডধর প্রভো।
বৈবস্বত নমস্তেঽস্তু প্রেতরিষ্টং বিনশ্যতু॥

"ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার অর্চ্চনা করিবে।

দ্বিতীয় ঘটে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ" এই মন্ত্রে বারত্রয় অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ধর্ম্ম ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি নির্মোমোঽসি নিরঞ্জন।
প্রেতরিষ্টমিদং দেব নাশয় ত্বং যম প্রভো॥"

পরে তৃতীয় ঘটে চিত্রগুপ্তের আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নমস্কার করিবে, যথা—

"ওঁ যম-মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ।
প্রেতরিষ্ট-প্রশমনং কুরু দেব নমোঽস্তু তে॥"

"ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ" মন্ত্রে বারত্রয় অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর চতুর্থ ঘটে পুষ্করের আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, যে দিনে মৃত্যু হইয়াছে, সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্রের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে স্বগৃহোক্ত নিয়মে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক সাধারণী কুশণ্ডিকাবিধানে যব-ব্রীহি-তিলসংযুক্ত তণ্ডুল দ্বারা চরু পাক করত চরুস্থালীতে সমভাগে দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু দিয়া "ওঁ যমায় স্বাহা" মন্ত্রে বঁইচগাছ-সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। পরে "ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা" মন্ত্রে উডুম্বরসমিধ্ দ্বারা ধর্ম্মের উদ্দেশে ও "ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা" মন্ত্রে অশ্বত্থকাষ্ঠ দ্বারা চিত্রগুপ্তের উদ্দেশে চরুহোম করিতে হয়। পরে দধি-মধু-ঘৃতযুক্ত চরু দ্বারা অষ্টোত্তরসহস্রবার 'ওঁ পুষ্করায় স্বাহা' মন্ত্রে হোম করিয়া মৃততিথি, বার ও নক্ষত্রের উদ্দেশে অষ্টোত্তর-শতবার চরু দ্বারা হোম করিতে হয়। তৎপরে যব, তিল ও গাভী ব্রাহ্মণকে দান করত দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কার্য্য শেষ করিবে। অক্ষম হইলে গাভীর মূল্য দিবে।

গোভিলের মতে ত্রিপুষ্করশান্তির জন্য ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান, বিষ্ণুপূজা এবং সতিল মধু ও ঘৃত দ্বারা "ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা" মন্ত্রে সহস্রবার হোম করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"সুবর্ণং ব্রাহ্মণে দত্তাদ্ বিষ্ণুং সম্পূজয়েত্ততঃ।
মধ্বাজ্যমিশ্রিতৈস্তিলৈর্হোমং কুর্য্যাৎ সহস্রকম্॥"

ইহার সঙ্কল্পাদি পূর্ব্ববৎ।

পঞ্চাঙ্গ-শান্তি।

চণ্ডীপাঠ, দুর্গামন্ত্রজপ, পার্থিবশিবপূজা, নারায়ণে তুলসীদান ও মধুসূদন-মন্ত্রজপ, ইহারই নাম পঞ্চাঙ্গ-শান্তি। চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পুরোহিতের নাম-গোত্র উচ্চার্য্য) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (যজমানের নাম-গোত্র উচ্চার্য্য) সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-ঝটিতি-মনোঽভীষ্টসিদ্ধিকামঃ (রোগাদিশান্ত্যর্থ হইলে,—গোচরবিলগ্নাদি-স্থানাবস্থিত-বিরুদ্ধ-রব্যাদ্যন্যতমগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণসর্ব্বারিষ্ট-প্রশমন-কামো জীববদেতৎস্থূল-শরীরাবিরোধেনোৎপন্নামুকরোগাণাং ঝটিতি-প্রশমন-কামশ্চ) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টম ইত্যাদি এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোমিত্যন্তস্য দেবীমাহাত্ম্যস্য একাবৃত্তি-(ত্রিরাবৃত্তি বা) পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

দুর্গানাম ও মন্ত্রজপের সঙ্কল্প নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ অষ্টোত্তরশতসংখ্যক-(বা অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যক) দুর্গেতিনাম বা ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহেতি মন্ত্রজপমহং করিষ্যামি।"

জপ-মন্ত্র।—'দুর্গা' বা "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।" সঙ্কল্পের চতুর্গুণ জপ করাই ব্যবস্থা।

শিবপূজার সঙ্কল্প।—"অদ্যেত্যাদি—শিবপ্রীতিকামঃ ইয়ৎসংখ্যক-পার্থিব-শিবলিঙ্গাধিকরণকশিবলিঙ্গপূজনমহং করিষ্যামি॥"

তুলসীদানের সঙ্কল্প।—"অদ্যেত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণৈকৈকশোঽষ্টোত্তরশতসংখ্যক-(বা যদৃচ্ছা দানের সংখ্যা উচ্চার্য্য) সচন্দন-তুলসীপত্র-দানকরণক-হরিপূজনমহং করিষ্যামি।"

এতৎসচন্দনতুলসীপত্রং "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে তুলসী দিবে। পরে প্রার্থনা করিবে, যথা—

"ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥"

এই প্রার্থনা বা ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমিত্যাদিস্তব পাঠ করিবে।

মধুসূদনমন্ত্র জপের সঙ্কল্প।—"বিষ্ণুরোমিত্যাদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অষ্টোত্তরশত-সংখ্যক-মধুসূদনেতিনাম জপমহং করিষ্যামি।"

জপমন্ত্র 'মধুসূদন', মতান্তরে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

পঞ্চাঙ্গশান্তির একযোগে সঙ্কল্পবাক্য যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকফলকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রকরণকাষ্টোত্তর-শতসংখ্যকৈকৈকশঃ-সচন্দন--তুলসীপত্র-দান-করণক-হরিপূজন -কর্ম্মাষ্টোত্তরশত-সংখ্যক-দুর্গেতি-নাম-জপাষ্টোত্তর-শত-সংখ্যক-মধুসূদনেতি-নাম-জপ পার্থিব-শিব-লিঙ্গ-চতুষ্টয়াধিকরণক-শিবচতুষ্টয়--পূজা-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান--মহর্ষি বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিকমন্বন্তরীয় ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টম ইত্যাদি সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোমিত্যন্তদেবীমাহাত্ম্যপ্রকাশক-গ্রন্থত্রিরাবৃত্তিপাঠকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যামি।"

স্বস্তিবাচনাদি যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ (পঞ্চাঙ্গ) শান্তিকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" ইত্যাদি।

পরে পুরোহিত স্বয়ং অসামর্থ্যে অপর ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিবেন। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত-পঞ্চাঙ্গশান্তিকর্ম্মণি অমুকামুককর্ম্ম-করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।"

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কালাকাল ও কর্ত্তব্যতা।*

শুক্র, সোম, বুধ, গুরু এবং রবিবারে, শুক্লপক্ষে, কর্ম্মকর্ত্তার শুভলগ্নে, শুভ রাশিতে, শুভতিথি, যোগ এবং করণে, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কার্য্য করা ব্যবস্থা। প্রমাণ যথা—

"শুভগ্রহার্কবারেষু মৃদুক্ষিপ্রধ্রুবেষু চ।
শুভরাশিবিলগ্নেষু শুভশান্তিকপৌষ্টিকম্॥"

সামান্ত আপদ্ দূরীকরণার্থ নিম্নকথিতমতে শান্তি করা যায়, অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ, দুর্গানামজপ, পার্থিব-শিবলিঙ্গপূজা এবং হরিনামকীর্ত্তন ও বিষ্ণুর সহস্রনামাদি স্তবপাঠ করিবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় আপদ্ দূর হয়। প্রমাণ যথা—

"পঠেচ্চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবম্।
কারয়েদ্ধরিনামানি কলৌ কার্য্যং চতুষ্টয়ম্॥"

এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারাই যথাবিধি অনুষ্ঠান করা বিধেয়। অনভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা কার্য্য করাইলে সুফল দূরে থাকুক, বরং বিপরীত ফল ঘটিবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা কর্ম্ম করাইলে শান্তিস্বস্ত্যয়নের ফল প্রত্যক্ষীভূত হয় সন্দেহ নাই।

চণ্ডীপাঠ-শান্তি

দেবীমাহাত্ম্যে স্বয়ং দেবী বলিয়াছেন যে, 'উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্। তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম।' দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে মহামারী প্রভৃতি সকল উপসর্গ ও দৈব, নাভস, ভৌম ত্রিবিধ উৎপাত অচিরেই বিনষ্ট হয়। শান্তিকামনায় দেবীমাহাত্ম্যপাঠে কালাকালের নিয়ম নাই, কিন্তু অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমী তিথি দেবীর প্রীতিপ্রদ ; সুতরাং তাহাতে

* ভাবি মঙ্গলকামনায় যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে স্বস্ত্যয়ন এবং যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা রোগাদি উপদ্রব, ভূতাদির উপদ্রব ও বিরুদ্ধ গ্রহদোষ দূর হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম কহে। এ কারণ শকাজস্বস্ত্যয়নও শাস্ত্রসম্মত। সঙ্কল্পবাক্যাদিতে স্বস্ত্যয়ন শব্দের উল্লেখ করা উচিত।

দেবীমাহাত্ম্যশ্রবণ প্রশস্ত। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"সুস্থকালে ত্বিদং সর্ব্বং নার্ত্তঃ কালমপেক্ষতে।" দেবীমাহাত্ম্যে কথিত আছে যে—"শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে। গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম॥" সকল শান্তি-কর্ম্মে কিম্বা দুঃস্বপ্নদর্শনে অথবা ভীষণ গ্রহপীড়ায় দেবীমাহাত্ম্যশ্রবণ বিধেয়। বাক্যান্তরে আছে যে, দেবীমাহাত্ম্যশ্রবণে দেবীর অত্যন্ত প্রীতি হয়। যথা—

"পশু-পুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে॥"

দেবী বলিয়াছেন—উপাসক একবৎসরব্যাপী বলিদানে, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, উত্তম গন্ধ ও দীপদানে, ব্রাহ্মণভোজনে, হোমে, নিরন্তর অভিষেকে, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ও অন্যান্য বস্তুদানে আমার যে প্রীতি সম্পাদন করে, একবারমাত্র দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণে আমার সেই তৃপ্তি হয়। সুতরাং একমনে দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে শান্তিতে যতবার দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ করণীয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। যথা—

বারাহীতন্ত্রে—চণ্ডীপাঠফলং দেবি শৃণুষ্ব গদতো মম।
একাবৃত্ত্যাদিপাঠানাং যথাবৎ কথয়ামি তে॥
সঙ্কল্প্য পূর্ব্বং সম্পূজ্য ন্যস্যাঙ্গেষু মনূন্ সকৃৎ।
পাঠাদ্বলিপ্রদানাচ্চ সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ॥
উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ॥
গ্রহোপশান্ত্যৈ কর্ত্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে।
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তং সমুচ্চরেৎ॥
নবাবৃত্তাদ্ভবেচ্ছান্তির্বাজপেয়ফলং লভেৎ।
রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ॥
অর্কাবৃত্তাৎ কাম্যসিদ্ধির্বৈরিহানিশ্চ জায়তে।
মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্বশ্যস্তথা স্ত্রী বশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ॥
কলাবৃত্ত্যা পুত্র-পৌত্র-ধনধান্যাগমং বিদুঃ।
রাজ্ঞো ভীতি-বিমোক্ষায় রিপোরুচ্চাটনায় চ॥

কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।
মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেৎ সুধীঃ॥
পঞ্চবিংশাবর্ত্তনাত্তু ভবেদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।
সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যাময়ে তথা॥
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদ আয়ুষো নাশ আগতে।
বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে॥
তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে।
কুর্য্যাদ্‌যত্নাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥
শ্রিয়ো বৃদ্ধিঃ শতাবৃত্ত্যা রাজ্যবৃদ্ধিস্তথাপরা।
মনসা চিন্তিতং দেবি সিধ্যেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ॥
শতাশ্বমেধযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে।
সহস্রাবর্ত্তনাল্লক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা।
চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ॥

একাবৃত্তি দেবীমাহাত্ম্যপাঠে মনোঽভীষ্টসিদ্ধি বা কার্য্যসিদ্ধি হয়, ঐরূপ তিনবার পাঠে উপসর্গশান্তি, পাঁচবার পাঠে গ্রহশান্তি হয়। মহাভয় উৎপন্ন হইলে সপ্তবার পাঠ করিবে। নবাবৃত্ত পাঠে রোগাদি শান্তি ও বাজপেয়-ফল; একাদশাবৃত্তে রাজবশীকরণ ও ঐশ্বর্য্যলাভ; দ্বাদশাবৃত্তে অভীষ্ট-সিদ্ধি ও শত্রুহানি; চতুর্দ্দশাবৃত্তপাঠে শত্রুবশীকরণ ও স্ত্রীবশীকরণ; পঞ্চদশা-বৃত্তিতে সুখসন্ততি ও লক্ষ্মীলাভ; ষোড়শাবৃত্তে পুত্র-পৌত্র-ধন-ধান্যলাভ; সপ্তদশাবৃত্তে রাজভয়নিবৃত্তি; অষ্টদশাবৃত্তে শত্রুর উচ্চাটন; বিংশাবৃত্তিপাঠে মহাব্রণ হইতে পরিত্রাণ; পঞ্চবিংশাবৃত্তে বন্ধনমোচন হয়। বিশেষসঙ্কট উপস্থিত হইলে কিম্বা দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইলে অথবা জাতিধ্বংস, কুলনাশ, আয়ুর্নাশ, শত্রুবৃদ্ধি, ব্যাধিবৃদ্ধি, ধননাশ, শরীরক্ষয়, ত্রিবিধ উৎপাত ও অতিপাতক ঘটিলে শতাবৃত্ত পাঠ কর্ত্তব্য। শতাবৃত্ত পাঠে শ্রীবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধি হয়। অষ্টোত্তরশতবার পাঠে মনে কামনার উদয়মাত্রে সিদ্ধি হয়। সহস্রাবৃত্তি পাঠে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হয় ও লক্ষ্মী স্বয়ং স্থির হইয়া বরণ করেন। বেশি কি, শতাবৃত্ত পাঠে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অশুদ্ধ-চণ্ডীপাঠফল

অশুদ্ধচণ্ডিকাপাঠাৎ সর্ব্বনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্।
আয়ুর্বিত্তঞ্চ সৌখ্যঞ্চ পুত্র-পৌত্রাদিকন্তথা॥
রাজ্যং বিত্তং যশঃ কীর্ত্তিং সর্ব্বং হন্তি যথাক্রমম্।
হ্রস্বস্তু বাচনাদ্দীর্ঘে দীর্ঘেহদীর্ঘস্তু বাচনাৎ॥
বিন্দুবিসর্গলোপাচ্চ স্বরভঙ্গান্মহেশ্বরি।
প্লুতোচ্চারণহীনাচ্চ তথা বর্ণবিপর্য্যয়াৎ॥
অন্যাপলাপাদ্বৈকল্যাৎ নাশমাপ্নোতি বৈ ধ্রুবম্॥

অশুদ্ধভাবে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে যজমানের ও পাঠকের সর্ব্বনাশ হয়, এ কারণ বিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা চণ্ডীপাঠ করান উচিত। শাস্ত্রে কথিত আছে, উচ্চারণে দীর্ঘস্বরে হ্রস্বস্বর প্রযুক্ত হইলে আয়ুর্নাশ, ঐরূপ দীর্ঘস্বর হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হইলে বিত্তনাশ, বিন্দুলোপে সুখনাশ, বিসর্গলোপে পুত্রপৌত্রাদিনাশ, স্বরভঙ্গে রাজ্যহানি, প্লুতোচ্চারণ না হইলে বিত্তহানি, বর্ণ বিপরীতভাবে উচ্চারিত হইলে যশোনাশ, পাঠকালে অপরের সহিত আলাপ করিলে কীর্ত্তিলোপ, স্বরবিকলতায় সর্ব্বস্বনাশ হইয়া থাকে; সুতরাং অতিসাবধানে, অদ্রুতভাবে, অথচ অনতিবিলম্বে একমনে রসভাবসহকারে ছিন্নসূত্র মুক্তামাল্য হইতে গলিত এক একটি মুক্তাপতনের ন্যায় এক একটি অক্ষর পর পর উচ্চারিত হইবে। পাঠকালে একটি অধ্যায় শেষ না হইলে বিরত হইবে না, অধ্যায়ান্তে বিরাম করিয়া পুনশ্চ পাঠ করিবে। অধ্যায়-মধ্যে বিরত হইলে পুনশ্চ অধ্যায়ের আদি হইতে পঠনীয়। দেবীমাহাত্ম্য অর্থবোধ পূর্ব্বক পাঠ্য, অন্যথা চণ্ডীপাঠে কোনও ফল হয় না।

চণ্ডীপাঠক্রম

দেব্যর্চ্চামগ্রতঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
গ্রন্থিঞ্চ শিথিলং কুর্য্যাদ্বাচকঃ কুরুনন্দন॥
অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিতঃ॥

অগ্রে দেবীকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণপূজা করত পুস্তকগ্রন্থি খুলিয়া দেবী-সূক্ত, অর্গল, কীলক, দেবীকবচ পাঠ করিয়া ঋষিচ্ছন্দদেবতাদি স্মরণ করত

'হ্রীঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম ও অঙ্গে চণ্ডীমন্ত্রন্যাস পূর্ব্বক "ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নরায় নমঃ, ওঁ নরোত্তমায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্যাসায় নমঃ' বলিয়া নমস্কার করিবে। শ্রীধরস্বামিমতে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি পাঠ্য। কিন্তু তাহা স্মার্ত্তানুমোদিত নহে।

"পুনর্ব্বধ্নীত তৎ সূত্রং ন মুক্তা ধারয়েৎ ক্বচিৎ।" পরে পাঠ সমাপ্ত হইলে পুনরায় গ্রন্থবন্ধন করিবে, মুক্ত অবস্থায় কদাচ রাখিবে না।

চণ্ডীপাঠে অধিকারী

ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥

ব্রাহ্মণকে দেবীমাহাত্ম্যাদির পাঠক করিবে, অপর বর্ণের দে[illegible] পাঠে অধিকার নাই; কিন্তু সকল জাতিই দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণে অধিকারী। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ বিদ্যামদে মত্ত হইয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে তাহার ও তৎশ্রোতার শাস্ত্রমতে নরকগমন হয়।

চণ্ডীপূজার নিয়ম

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়ান্তে কুশ হস্তে দুইবার আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক দেবীমাহাত্ম্য পাঠের (পূর্ব্বোক্ত) সঙ্কল্প করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য, দ্বারদেবতা-পূজা, বিঘ্নাপসারণ, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তিপ্রণাম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি, আদিত্যাদি নবগ্রহ, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, বাস্তুপুরুষ, ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া 'হ্রীঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম-ত্রয় করত পীঠন্যাস করিবে। যথা—'আধারশক্ত্যাদি—জ্ঞানাত্মনে নমঃ' ইত্যন্ত ন্যাস করিয়া, হৃৎপদ্মের অষ্টকেশরে "আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, ঊং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, মধ্যে অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।" পরে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—

করন্যাস—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" অঙ্গন্যাস যথা—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূঁ শিখায়ৈ

বষট্, হৈঁ কবচায় হুঁ, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। পরে মূলমন্ত্রে (ওঁ হ্রীঁ স্বাহা) কেশ হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পাদাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এইরূপ পাঁচবার বা সাতবার করিলে ব্যাপকন্যাস হয়। অতঃপর ধ্যান কর্ত্তব্য।

যথা—"ওঁ যা চণ্ডী মধু-কৈটভাদি-দৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলনী, যা ধূম্রেক্ষণ-চণ্ড-মুণ্ড-মথনী যা রক্তবীজাশনী। শক্তিঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্যদলনী যা সিদ্ধি-লক্ষ্মীঃপরা, সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তিসহিতা মাম্পাতু বিশ্বেশ্বরী॥"
অথবা—

"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

অথবা—

"ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাম্ দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥"

ইত্যাদি যে কোন একটি ধ্যানে দেবীকে ভাবনা করিয়া মস্তকে ধ্যান-পুষ্পদানান্তে মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। যথা—স্ববামভাগে ভূমিতে 'হুঁ' লিখিয়া ত্রিকোণ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকাস্থাপন, 'অঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ, 'অঃ ফট্' মন্ত্রে প্রক্ষালন, মণ্ডলোপরি স্থাপন, বিলোম মাতৃকাবর্ণে (ক্ষং লং হং সং ষং ইত্যাদি) ও মূলমন্ত্র বারত্রয় পাঠে বিমল জলে অর্ঘ্যপাত্রের ত্রিভাগ পূরণ করিয়া শঙ্খে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য "নমঃ" মন্ত্রে স্থাপন করিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ" ত্রিপদিকাপূজা, "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" শঙ্খপূজা, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" জলপূজা করিয়া 'ওঁ গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে শঙ্খজলে তীর্থাবাহন করত 'হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, দেবীর আবাহন, 'বষট্' মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন, 'বৌষট্' মন্ত্রে জলদর্শন, অঙ্গন্যাস মন্ত্রে অগ্নি-ঈশান-নৈঋত-বায়ু-অগ্রে অঙ্গ-পূজা, শঙ্খস্থজল মধ্যে গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীপূজা, মৎস্যমুদ্রার শঙ্খ আচ্ছাদন, "ওঁ হ্রীঁ স্বাহা" মন্ত্র দশধা জপ, 'ফট্' মন্ত্রে রক্ষা, প্রোক্ষণীপাত্রে অর্ঘ্যজল নিক্ষেপ,

তদ্বারা পূজোপকরণ ও নিজকে অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক পীঠন্যাস মন্ত্রে পীঠপূজা করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে পুস্তকের উপর বা স্থাপিত ঘটে কিম্বা শালগ্রামশিলায় দেবীর 'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা এতৎপাদ্যং ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্র জপাবসানে পুষ্পাঞ্জলি দান ও গ্রন্থসূত্র মুক্ত করিয়া গ্রন্থপূজা করত যে কোন পবিত্র আধারে রাখিয়া পাঠ করিবে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে—

"জপ্ত্বা চ প্রণবঞ্চাদৌ স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।
অন্তে চ প্রণবং দদ্যাদিত্যুবাচাদিপূরুষঃ॥
ন কার্য্যাসক্তমনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনম্।
আধারে স্থাপয়িত্বা চ পুস্তকং প্রজপেৎ সুধীঃ॥
হস্তসংস্থাপনাদেব যস্মাদল্পফলং ভবেৎ।
স্বয়ঞ্চ লিখিতং যচ্চ কৃতিনা লিখিতং ন যৎ।
অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ॥"

স্তোত্রপাঠের অগ্রে 'ওঁ' ও অন্তে 'ওঁ' সন্নিবেশ করিয়া পাঠ করিতে হয়। অন্যকার্য্যে মনঃসংযোগ রাখিয়া স্তোত্রপাঠ করিলে পাঠ বিফল হয়। হস্তে রাখিয়া স্তোত্রপাঠ নিষিদ্ধ। স্বহস্তলিখিত, অব্রাহ্মণ-লিখিত ও অজ্ঞলিখিত চণ্ডী পাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। প্রথমতঃ চণ্ডীগ্রন্থ একটি আধারে রাখিয়া গ্রন্থের উপর চণ্ডীর পূজা করিবে ও 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দেবী-মাহাত্ম্য-প্রকাশক-গ্রন্থায় নমঃ' বলিয়া গ্রন্থপূজা করিয়া "ওঁ যা কুন্দেন্দু-তুষার-হারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা, যা বীণাবর-দণ্ড-মণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা, সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা॥" মন্ত্রে সরস্বতীবন্দনা করত অর্গল, কীলক (দেবীসূক্ত) ও কবচ পাঠান্তে দেবীমাহাত্ম্যের ঋষি, ছন্দ, দেবতাদি পাঠ ও ন্যাস কর্ত্তব্য। যথা—প্রথমচরিতস্য ব্রহ্মঋষির্মহাকালী দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো নন্দা (নন্দজা) শক্তী-রক্তদন্তিকা বীজমগ্নিস্তত্ত্বং মহাকালীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্র্যৈচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ মহাকাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ন্যাসান্তে মহাকালীর ধ্যান করিবে, যথা—

ডামরতন্ত্রে—

"দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া॥

স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রাঢ্যা ভীমরূপা ভয়ঙ্করী।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়াম্॥
খড়্গ-বাণ-গদা-শূল-চক্র-শঙ্খ-ভুসুণ্ডিভৃৎ।
পরিঘং কার্ম্মুকং শীর্ষং নিশ্চ্যোতদ্রুধিরং দধৌ॥
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ধ্যেয়ৈষা তামসী শিবা॥"

মধ্যমচরিতস্য বিষ্ণুঋষির্মহালক্ষ্মী দেবতা উষ্ণিক্ছন্দঃ শাকম্ভরী শক্তি-র্দুর্গাবীজং বায়ুস্তত্ত্বং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ বিষ্ণবে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ উষ্ণিহেচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ধ্যান যথা—

ডামরতন্ত্রে—

"শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা॥
চিত্রানুলেপনা কান্তা রূপসৌভাগ্যশালিনী।
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে॥
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ।
অক্ষমালাঞ্চ মুষলং বাণাসি-কুলিশং গদাম্।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুং শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকম্॥
শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ।
অলঙ্কৃতভুজা এতৈরায়ুধৈঃ পরমেশ্বরী॥
স্মর্ত্তব্যা স্তুতিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
ইত্যেষা রাজসী মূর্ত্তিঃ সর্ব্বদেবময়ী মতা॥
যাং ধ্যাত্বা মানবো নিত্যং লভেতেপ্সিতমাত্মনঃ॥"

উত্তরচরিতস্য রুদ্রঋষিঃ সরস্বতী দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ (ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ) ভীমা শক্তির্ভ্রামরী বীজং সূর্য্যস্তত্ত্বং সরস্বতীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ অনুষ্টুভে ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ধ্যান যথা—

কাত্যায়নীতন্ত্রে—

"গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী॥

দধৌ চাষ্টভুজা বাণং মুষলং শূল-চক্রকম্।
শঙ্খ-ঘণ্টা-হলঞ্চৈব কার্ম্মুকঞ্চ তথাপরম্॥
ধ্যেয়া সা স্তুতিকালাদৌ বধে শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ॥"

মতান্তরে প্রথমচরিতে চণ্ডীর ধ্যান যথা—

"ওঁ খড়্গং চক্র-গদেষু-চাপ-পরিঘান্ শূলং ভুষুণ্ডীং শিরঃ,
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাম্ সেবে মহাকালিকাম্,
যামস্তৌৎ শয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥"

দ্বিতীয়চরিতে চণ্ডীর ধ্যান—

"অক্ষস্রক্-পরশূন্ গদেষু-কুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং,
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশ-সুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাম্,
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥"

উত্তরচরিতে চণ্ডীর ধ্যান—

"ওঁ ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কম্,
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্ত-বিলসচ্ছীতাংশু-তুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্॥"

পরে 'হ্রীং' মন্ত্রে বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস পূর্ব্বক করাঙ্গন্যাস করিবে। দেবীমাহাত্ম্যে ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য সপ্তশতীস্তবমন্ত্রস্য নারদঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দো দক্ষিণামূর্ত্তির্দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তির্মমেষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। (শিরসি) ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তিদেবতায়ৈ নমঃ, (গুহ্যে) হ্রীং বীজায় নমঃ, (পাদয়োঃ) স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে) ওঁ শ্রীচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।" করন্যাস যথা—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" অঙ্গন্যাস—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" "ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নরায় নমঃ, ওঁ নরোত্তমায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ সরস্বত্যৈ নমঃ,

ওঁ ব্যাসায় নমঃ, ওঁ নবচণ্ডিকায়ৈ নমঃ", বলে নমস্কার করিয়া পূর্বোক্ত নবাক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ পূর্ব্বক ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যাদি পাঠ আরম্ভ করিবে। অন্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ওঁ ইত্যন্ত শ্লোকটি বারত্রয় পড়িবার বিধি আছে। চণ্ডী-পাঠান্তে দেবাধ্যান করত পুনঃ প্রাণায়াম, করাঙ্গন্যাস করত ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্লৌং হ্রীং ক্লীং নমঃ" মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। এ বিষয়ে তন্ত্রোক্ত প্রমাণ যথা—"সমাপ্তৌ তু মহালক্ষ্মীং ধ্যাত্বা কৃত্বা ষড়ঙ্গকম্।" মতান্তরে—"জপেদষ্টশতং মূলং দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ।" পরে দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

চণ্ডীযন্ত্র—প্রথমতঃ ষট্‌কোণ, তদ্বহিঃ অষ্টদলপদ্ম, তদ্বহিঃ ত্রিকোণ, তদ্বহিঃ পঞ্চবিংশতি পত্র অঙ্কন করিবে।

যন্ত্রে দেবীর পূজা।—যন্ত্রে অঙ্কিত ত্রিকোণমধ্যে মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে। পূর্ব্বে সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মা, নৈঋর্তে লক্ষ্মী ও বিষ্ণু, বায়ুকোণে উমা ও শিব, উত্তর এবং দক্ষিণে সিংহ ও মহিষ, ষট্‌কোণের মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে নন্দজা, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী। অষ্টদলে পূর্ব্বাদিক্রমে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা। পঞ্চবিংশতি পত্রে বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, পরা, বৃত্তি, শ্রুতি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, পুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি। বহির্ভাগে গৃহকোণে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনীগণ ও ইন্দ্রাদি লোকপালের পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া উক্ত নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। (মন্ত্র-মহোদধি তন্ত্র)

তুলসীদান-বিধি

নিত্যক্রিয়ান্তে সূর্য্যার্ঘ্যদানাদি করিয়া স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। স্বস্তিবাচন যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়ৎসংখ্যক-সচন্দনতুলসীপত্র-(দান) করণক-শ্রীহরিপূজন-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" এবং স্বস্তি, ঋদ্ধিবাচন কর্ত্তব্য। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো জীবদদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তি-পূর্ব্বক-প্রাপ্তমৃত্যুৎপরামুকরোগপ্রশমনকাম ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে

পরমাত্মনে স্বাহেতিমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকৈকৈকশঃ সচন্দনতুলসীপত্র (দান) করণকহরিপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে যথাবিধি সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কার্য্য করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্ব্বক পীঠন্যাস কর্ত্তব্য। যথা—আধারশক্তি হইতে জ্ঞানাত্মপর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া হৃৎপদ্মের কেশরে 'ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ এবং উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, মধ্যে অনুগ্রহায়ৈ, তদুপরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে ন্যাস কর্ত্তব্য। করাঙ্গন্যাস যথা—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাস—আং হৃদয়ায় নমঃ, ঈং শিরসে স্বাহা, ঊং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অঃ অস্ত্রায় ফট্। ব্যাপকন্যাস—'ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-কুণ্ডল-শঙ্খ-চক্র-গদাম্ভোজহস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষঃস্থল শ্রীভূমি-সহিত-স্বাত্মজ্যোতির্দ্দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ', মন্ত্রে কেশাগ্র হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত পাঁচবার বা সাতবার স্পর্শ করিবে। পরে 'ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা করত পুনর্ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' 'এতৎপাদ্যং ওঁ হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে নির্জ্জল সবৃন্ত অকীটদষ্ট তুলসীপত্র চন্দনানুলিপ্ত করিয়া (মতান্তরে তিলসমন্বিত) অর্চ্চনা করিবে, যথা—"ওঁ এতেভ্যঃ সচন্দন-ইয়ৎ-সংখ্যক-তুলসী-পত্রেভ্যো নমঃ" তিনবার প্রোক্ষণ, "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ হরয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সচন্দনতুলসীপত্রেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। পরে একটি তুলসীপত্র লইয়া তিনবার নারায়ণ প্রদক্ষিণ করাইয়া 'এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' মন্ত্রে যথোৎপন্নভাবে (যে ভাবে বৃক্ষে জন্মিয়াছে—চিৎভাবে) নারায়ণের উপর দিয়া স্তুতিপাঠ করিবে। যথা—"ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং, তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং, ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্, বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥" কেহ কেহ নিম্নোক্ত অনঘস্তব পাঠও করিয়া থাকেন। যথা—"ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্। বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্। বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্। দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্। গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তমপরাজিতম্। অধোক্ষজং জগদ্বীজং সর্গস্থিত্যন্তকারিণম্। অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্। পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্। শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্। প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্ব্বকামপ্রসিদ্ধয়ে।" এইরূপ স্তবপাঠান্তে বন্দনা করিবে। 'প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্। নামান্যেতানি সঙ্কীর্ত্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েন্নরঃ। ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারসাগরাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখ-শোকার্ণবাৎ প্রভো। সর্ব্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে। দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন রোগ-শোকার্ণবাদ্ধরে। দুর্গতাংস্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ। সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ। পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা॥" এই মন্ত্রে স্তব করিয়া 'ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক নারায়ণগাত্র হইতে নির্মাল্য অপসারণ করত উক্ত প্রণালীতে অপর তুলসীপত্র এক একটি করিয়া দান করিবে। অক্ষম হইলে সর্ব্বশেষে স্তবপাঠ করিতে পারা যায়। কার্য্যশেষে দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্যশান্তি প্রভৃতি করিয়া শান্তি দিবে।

মধুসূদন নাম-জপ

নিত্যক্রিয়ান্তে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। স্বস্তিবাচন যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইয়ৎসংখ্যক-(লক্ষসংখ্যক বা অযুতসংখ্যক) মধুসূদনেতিনামজপকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি। সঙ্কল্পবাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো গোচর-বিলগ্নাদিস্থ-বিরুদ্ধামুক-গ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণ-দোষোপশমনকামো জীববদেতৎস্থূল-শরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-ঝটিত্যুৎপন্ন অমুক-রোগ-প্রশমনকামো বা

ইয়ৎসংখ্যক-মধুসূদনেতি-নামজপকর্মাহং করিষ্যামি।" পরে প্রথমখণ্ডোক্ত পূজাবিধি অনুসারে সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম করিয়া ন্যাসপ্রকরণোক্ত বৈষ্ণবন্যাস (কেশবকীর্ত্ত্যাদি) করত 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়ামত্রয়, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—"ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণম্, শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্।" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া (তুলসীদানবিধিমত) বিশেষার্ঘ্যাদি অন্তে পুনর্ধ্যান ও যথা-শক্তি উপচারে 'এতৎপাদ্যং ওঁ মধুসূদনায় নমঃ' বা 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তব ও কবচ পাঠ করত মন্ত্র জপ করিবে।

জপের আদিতে 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়ামত্রয়, করাঙ্গন্যাস ও 'ওঁ'-পুটিত মন্ত্র সাত-বার জপ পূর্ব্বক ছিন্নসূত্র-মুক্তামাল্যবিগলিত মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় এক একটি করিয়া অদ্রুত অথচ অবিলম্বিতভাবে ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে ভগবৎস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে 'মধুসূদন' 'মধুসূদন' বলিয়া জপ করিবে। বাম হস্তে ১শত জপসংখ্যা পূর্ণ হইলে ধান্য ভিন্ন অন্য বীজ (কলাই প্রভৃতি) দ্বারা সংখ্যা রাখিবে। জপান্তে পুনশ্চ 'ওঁ'-পুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া কুশ-পুষ্প-জল গোকর্ণমুদ্রায় লইয়া "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন।" বলিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে পুনশ্চ প্রাণায়ামত্রয়, করাঙ্গন্যাস করত প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তব পাঠ করিয়া দক্ষিণাদানাদি করিবে।

দুর্গানাম জপ

মধুসূদননাম-জপের প্রণালী অনুসারে সঙ্কল্পাদি সকল কর্ত্তব্য। বিশেষ—ধ্যান ও ন্যাসমন্ত্রাদি স্বতন্ত্র। 'হ্রীং' মন্ত্রে প্রাণায়াম, 'হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া 'ওঁ জটাজুট-সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্' ইত্যাদি (ধ্যানপ্রকরণ দেখ), অথবা 'কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈঃ' ইত্যাদি, কিম্বা "ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষ্যা-চতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্র-ধনুঃ-শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎ-কাঞ্চীকণন্নূপুরা দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো

রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥” মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত আধার-শক্ত্যাদি পীঠপূজা করিয়া পীঠশক্তিপূজা করিবে, যথা—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, (মধ্যে) অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ॥ পরে পুনর্ধ্যান করত 'ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ এতৎ-পাদ্যং হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। মতান্তরে জয়দুর্গার ধ্যান 'ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাম্' ইত্যাদি করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা এতৎপাদ্যং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা কর্ত্তব্য। ইহার করাঙ্গন্যাস স্বতন্ত্র। যথা—ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, দুর্গে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি।

ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীদুর্গা দেবতা সর্ব্বা-পন্নিবারণে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

পূর্ব্বোক্ত যে কোনও ধ্যানে ও মন্ত্রে পূজা করিয়া আবরণদেবতাপূজা করিবে, যথা—প্রথমতঃ ষড়ঙ্গপূজা করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জং জয়ায়ৈ নমঃ, এবং বিং বিজয়ায়ৈ, কীং কীর্ত্ত্যৈ, প্রীং প্রীত্যৈ, প্রং প্রভায়ৈ, শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ, শ্রং শ্রুত্যৈ, মং মেধায়ৈ। শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, চাপায়, শরায়। তদ্বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল ও তদ্বহির্ভাগে বজ্রাদি অস্ত্র-পূজা করিবে। পূজান্তে মধুসূদন-নাম-জপপ্রণালীতে 'দুর্গা' 'দুর্গা' এইরূপে জপ করিয়া জপসমর্পণ করিবে, যথা—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ-কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি।" 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করিবে।

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্॥

বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্।
যোগিনীং যোগমায়াঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥
ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্বাপি যো নরঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপৈস্তু মোদতে দুর্গয়া সহ॥
ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ।

পরে প্রার্থনা করিবে।

ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥
ভূত-প্রেত-পিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ সুরেশ্বরি।
দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং সদা॥

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, মন্ত্রজপমাত্রেই অগ্রে কবচ পাঠ করা আবশ্যক, অন্যথা জপ বিফল হয়। (কবচ স্তব-কবচপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)। "কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা" এই বচন বশতঃ সঙ্কল্পিত জপসংখ্যার চতুর্গুণ জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা জপ নিষ্ফল হয়।

শিবপূজা

প্রথম খণ্ডে নিত্যপূজাপ্রকরণোক্ত শিবপূজায় লিখিত বিধিতে শিবপূজা করিবে, কেবল সঙ্কল্পাদি বিশেষ কার্য্য সমুদয় লিখিত হইল। কামনাভেদে পার্থিব শিবলিঙ্গসংখ্যা বিভিন্ন যথা—

বীরমিত্রোদয়ে—সংখ্যা পার্থিবলিঙ্গস্য যথাকামং নিগদ্যতে।
মৃল্লিঙ্গং পার্থিবং নাম ভুক্তি-মুক্তিকরং পরম্।
দেশকালাদিকং জ্ঞাত্বা কুর্য্যাৎ লিঙ্গং ফলপ্রদম্॥
ন করোতি যদাঽজ্ঞাত্বা ন কার্য্যং তস্য সিধ্যতি।
বিদ্যার্থী সার্দ্ধসাহস্রং ধনার্থী চ তদর্দ্ধকম্॥
পুত্রার্থী সার্দ্ধসাহস্রং কন্যার্থী চ শতত্রয়ম্।
বিদ্বান্ লিঙ্গাযুতং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপহরং পরম্॥
রাজ্যার্থী শতসাহস্রং কান্তার্থী শতপঞ্চকম্।
মোক্ষার্থী কোটিগুণিতং ভূতিকামঃ সহস্রকম্॥

রূপার্থী ত্রিসহস্রন্ত তীর্থার্থী দ্বিসহস্রকম্।
সুহৃৎকারঃ সহস্রন্ত বস্ত্রার্থং শতমষ্টকম্॥
মারণার্থং সপ্তশতং মোহনার্থং শতাষ্টকম্।
উচ্চাটনবশশ্চৈব সহস্রন্ত যথোক্ততঃ॥
স্তম্ভনে চ সহস্রন্ত দারণে চ তদর্দ্ধকম্।
মহারাজভয়ে পঞ্চশতঞ্চাপদি সঙ্কটে॥
সহস্রমযুতং সর্ব্বকামদং পরিকীর্ত্তিতম্।
একং পাপহরং প্রোক্তং দ্বিলিঙ্গকার্থসিদ্ধিদম্।
ত্রিলিঙ্গং সর্ব্বকামানাং কারণং পরমীরিতম্॥
তথা—লিঙ্গানামযুতং কৃত্বা পূজা রাজভয়ং হরেৎ।
সহস্রাণি চ লিঙ্গানাং নিগড়ান্মোচয়েদ্ধ্রুবম্॥
কারাগৃহবিমুক্তার্থমযুতং কারয়েদ্বুধঃ।
ডাকিন্যাদিভয়ে পঞ্চসহস্রং কারয়েত্তথা॥
সহস্রাণাঞ্চ পঞ্চাশদপুত্রো হি প্রকারয়েৎ।
শিবধর্ম্মে—সহস্রমর্চ্চয়েল্লিঙ্গং নিরয়ং স ন গচ্ছতি।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি ভুক্ত্বা ভোগানমুত্তমান্॥
নন্দিপুরাণে—আয়ুষ্মান্ বলবান্ শ্রীমান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সুখী।
বরমিষ্টং লভেল্লিঙ্গং পার্থিবং যঃ সমর্চ্চয়েৎ॥

পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিলে আয়ু, বল, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, ধন, সুখ ও অভীষ্ট-সিদ্ধি হয়।

একটি শিবপূজায় পাপ নাশ করে, দুইটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে কার্য্য-সিদ্ধি হয়, তিনটি শিবলিঙ্গপূজায় সর্ব্ববিধ অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কলিতে চতুর্গুণ পূজা বিধেয়, এই মতানুসারে ১টি স্থানে ৪টি, ২টি স্থলে ৮টি ও তিনটি স্থানে ১২টি শিবপূজা কর্ত্তব্য। বীরমিত্রোদয়ে কথিত আছে, দেশকালানুসারে লিঙ্গপূজা ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শিবলিঙ্গপূজায় ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক মুক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যাকামনায় লক্ষ, অতুল ধনকামনায় সার্দ্ধসহস্র, কন্যাকামনায় শতত্রয়, সর্ব্বপাপহরণকামনায় দশ সহস্র, রাজ্য-কামনায় লক্ষ, স্ত্রীকামনায় পঞ্চশত, মোক্ষার্থে কোটি, ঐশ্বর্য্যার্থে সহস্র, রূপকামনায় ত্রিসহস্র, তীর্থফললাভেচ্ছায় দুই সহস্র, বন্ধুকামনায় সহস্র, বাসগৃহকামনায় অষ্টোত্তরশত, শত্রুমোহনে অষ্টশত, উচ্চাটনে সহস্র, স্তম্ভনে

সহস্র, শত্রুদারণার্থে পঞ্চশত, অত্যন্ত রাজভয়মুক্তিকামনায় পঞ্চশত, সঙ্কটাপন্ন বিপদে সহস্র, সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকামনায় দশসহস্র সংখ্যায় পার্থিব শিবপূজা করিতে হয়। মতান্তরে আছে—অযুতসংখ্যক শিবপূজা করিলে রাজভয় নাশ ও সহস্র শিবপূজায় নিগড়মুক্তি হয়। কারাগৃহবিমুক্তির জন্য অযুত শিবপূজা করিবে। ভূত, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির ভয়ে পঞ্চ-সহস্র, পুত্রকামনায় অর্দ্ধলক্ষ শিবপূজা আশুফলপ্রদ। সহস্রসংখ্যক শিবপূজায় নরকভয়-নিবৃত্তি হয় ও ঐহিক নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর উপ-ভোগান্তে রুদ্রলোকে বাস ঘটিয়া থাকে।

বিশেষ শিবপূজা

পার্থিবশিবপূজায় ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক-তিলক ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ কর্ত্তব্য। নিত্যক্রিয়ান্তে স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে, বাক্য যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো গোচরবিলগ্নাদিস্থ-বিরুদ্ধ-রব্যাদ্যন্যতম-গ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমাণ-দোষোপশমন-কামঃ, ঝটিত্যুৎপন্নামুক-রোগ-প্রশমনকামঃ, মনোভীষ্টসিদ্ধিকামো বা ইয়ৎসংখ্যক-পার্থিব-শিবলিঙ্গাধি-করণক-ইয়ৎসংখ্যক-শিবপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" সূক্তপাঠান্তে সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া চন্দ্রমৌলিন্যাস করিবে (১ম খণ্ড ন্যাসপ্রকরণে দেখ)। পরে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রে প্রাণায়াম করত পীঠন্যাস করিবে, যথা—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ (হৃৎপদ্মের অষ্ট কেশরে পূর্ব্বাদিক্রমে) ওঁ বামায়ৈ নমঃ এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, (মধ্যে) ওঁ মনোন্মন্যৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।" ঋষ্যাদিন্যাস যথা—"অস্য ষড়ক্ষর-শিবমন্ত্রস্য বামদেবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দ ঈশানো দেবতা চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ (শিরসি) ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ,(হৃদি) ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ।" মূর্ত্তিন্যাস।—তর্জ্জনী-দ্বয়ে ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ, মধ্যমাদ্বয়ে মং অঘোরায় নমঃ, কনিষ্ঠাদ্বয়ে শিং সদ্যোজাতায় নমঃ, অনামিকাদ্বয়ে বাং বামদেবায় নমঃ, অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে য়ং

ঈশানায় নমঃ, মুখে ওঁ হ্রং তৎপুরুষায় নমঃ, হৃদয়ে মং অঘোরায় নমঃ, পাদদ্বয়ে শিং সদ্যোজাতায় নমঃ, গুহ্যে বাং বামদেবায় নমঃ, মস্তকে য়ং ঈশানায় নমঃ। শিবলিঙ্গের পূর্ব্বমুখে ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ, দক্ষিণমুখে মং অঘোরায় নমঃ, পশ্চিমমুখে শিং সদ্যোজাতায় নমঃ, উত্তরমুখে বাং বামদেবায় নমঃ, মধ্যমুখে য়ং ঈশানায় নমঃ।" করন্যাস—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" অঙ্গন্যাস—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" গোলকন্যাস—(হৃদি) ওঁ নমঃ, (মুখে) নং নমঃ, (স্কন্ধদ্বয়ে) মং নমঃ শিং নমঃ, (উরুদ্বয়ে) বাং নমঃ য়ং নমঃ (কণ্ঠে) ওঁ নমঃ, (নাভৌ) নং নমঃ, (পার্শ্বদ্বয়ে) মং নমঃ শিং নমঃ, (পৃষ্ঠে) বাং নমঃ, (হৃদি) য়ং নমঃ, (মস্তকে) ওঁ নমঃ, (মুখে) নং নমঃ। এবং করসন্ধি ও অগ্রে, পাদসন্ধি ও অগ্রে, শিরোবদন-হৃদয়-কুক্ষি-উরু-পাদদ্বয়ে, হৃদয়ে মুখে টঙ্ক-মৃগ-অভয়-বর-মুদ্রায়, মুখ-স্কন্ধ-হৃদয়-পাদ-উরু-জঠরে ষডক্ষর মন্ত্রন্যাস করিয়া পুনশ্চ শিরসি ওঁ নং তৎপুরুষায় নমঃ, ললাটে মং অঘোরায় নমঃ, উদরে শিং সদ্যোজাতায় নমঃ, স্কন্ধে বাং বামদেবায় নমঃ, হৃদয়ে য়ং ঈশানায় নমঃ। ব্যাপকন্যাস—"ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে। চতুর্ম্মূর্ত্তি-বপুশ্ছায়াভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে।" মন্ত্রে কেশ হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পাদাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে, এইরূপ পাঁচ বা সাতবার করিতে হয়। ওঁ হরায় নমঃ (মৃত্তিকাগ্রহণ), ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ (লিঙ্গগঠন), ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব (সংস্থাপন), 'ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশম্' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া শিবপীঠন্যাসোক্ত পীঠপূজান্তে পুনর্ধ্যান আবাহনাদি পূর্ব্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া অষ্টমূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি করিবে (প্রথম খণ্ডে শিব পূজা দেখ)। তান্ত্রিক শিবপূজায় পুষ্পদানানন্তর মস্তক, হৃদয়, গুহ্য, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গ উদ্দেশে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া আবরণপূজা করিতে হয়, যথা—"ভগবন্ শিব আবরণন্তে পূজয়ামি" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া ঈশানকোণে ওঁ ঈশানায় নমঃ, পূর্ব্বে ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ অঘোরায় নমঃ, উত্তরে ওঁ বামদেবায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। ঈশানাদি কোণে নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শান্ত্যৈ। অষ্ট পত্রে অনন্তায়, সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে,

শ্রীকণ্ঠায়, শিখণ্ডিনে। তদ্বাহ্যে উত্তরাদিক্রমে বামাবর্ত্তে ওঁ উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাবলায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায়। অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্‌, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌, মধ্যে য়ং অস্ত্রায় ফট্‌। পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রপূজা করিয়া ধূপদানাদি অবশিষ্ট কার্য্য করিবে। সকল শিব-পূজায়ই অন্তে স্তব-কবচপাঠ কর্ত্তব্য।

মৃত্যুঞ্জয়-শিব-শান্তি

মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে—"মৃত্যুঞ্জয়ং সমাপূজ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্‌বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
যস্তু সম্পূজয়েদ্‌ভক্ত্যা লিঙ্গং মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্।
যমোঽপি প্রণমেদ্‌ভক্ত্যা কিং করিষ্যতি চাময়ঃ॥"

মৃত্যুঞ্জয়-শিবপূজা করিলে দুঃসাধ্য রোগগ্রস্তও রোগ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গের অর্চ্চনা করে, তাহার কাছে যমও অগ্রসর হয় না, রোগ ত দূরের কথা।

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়ান্তে দুইবার আচমন ও সূর্য্যার্ঘ্যদানাদি করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। বাক্য যথা—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা (পুরোহিতের নাম-গোত্র উচ্চার্য্য) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মণো ঋটিত্যুৎপন্নামুকরোগপ্রশমনকামো মৃত্যুঞ্জয়শিবপূজাকর্ম্মাহং করি-ষ্যামি।" সূক্তপাঠান্তে অশীতিতোলক তীর্থমৃত্তিকা (কীট-কেশ-অস্থ্যাদিশূন্য) 'ওঁ হরায় নমঃ' মন্ত্রে লইয়া 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' মন্ত্রে গঠন করিবে। পরে ঘৃতম্রক্ষিত করত কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিতে হয়। প্রত্যেক আট তোলা পঞ্চগব্য শোধিত করিয়া তাহা দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইবে। তৎপরে সামান্যার্ঘ্য করিয়া দ্বারপূজা করিবে, যথা—পূর্ব্বাদিক্রমে দ্বারে 'ওঁ নন্দিনে নমঃ এবং মহাকালায়, গণেশায়, ভৃঙ্গিনে, বৃষভায়, স্কন্দায়, পার্ব্বতীশায়, চণ্ডেশ্বরায়' মন্ত্রে পূজান্তে বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি দ্বারা ভূতাপসারণ, আসন-শুদ্ধি, (তান্ত্রিক) পুষ্পশুদ্ধি, ভূমিশুদ্ধি করিয়া গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কারান্তে করশুদ্ধি

করিবে। যথা—'হ্রীঁ' মন্ত্রে গন্ধাক্ত পুষ্প গ্রহণ, 'ঐঁ' মন্ত্রে মার্জ্জন, 'হ্রূঃ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

পরে দিগ্‌বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি করিয়া 'ওঁ জুং সঃ' মন্ত্রে প্রাণায়ামান্তে চন্দ্রযৌনিন্যাস করিবে। যথা—মাতৃকান্যাসস্থানে 'অং শ্রীকণ্ঠ-পূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ।' নমঃ সর্ব্বত্র, 'আং অনন্ত-বিরজাভ্যাং' ইত্যাদি (প্রথমখণ্ডে ন্যাসপ্রকরণ দেখ)। পরে পীঠন্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস করিবে, যথা—হৃদয়ে 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।' এবং 'প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়' (দক্ষিণস্কন্ধে) 'ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ,' (বামস্কন্ধে) 'জ্ঞানায়,' (বাম-উরুতে) 'বৈরাগ্যায়,' (দক্ষিণ উরুতে) 'ঐশ্বর্য্যায়,' (মুখে) 'অধর্ম্মায়,' (বামপার্শ্বে) 'অজ্ঞানায়,' (নাভিতে) 'অবৈরাগ্যায়.' (দক্ষিণপার্শ্বে) অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ,' (হৃদয়ে) 'অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে,' উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে।' (হৃৎপদ্ম অষ্টকেশরে) 'ওঁ বামায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্রৈ্য, অম্বিকায়ৈ, কাল্যৈ, কল-বিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, (মধ্যে) মনোন্মন্যৈ, (তদুপরি) ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।' ঋষ্যাদি-ন্যাস যথা—"অস্য মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্য কহোলঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা মৃত্যুনিবারণার্থে মহারোগপ্রশমনার্থে বা বিনিয়োগঃ। (মস্তকে) ওঁ কহো-লায় ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) গায়ত্র্যৈচ্ছন্দসে নমঃ, (হৃদয়ে) ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথোক্ত স্থান স্পর্শ করিবে। করাঙ্গন্যাস—"সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, সৈং অনামিকাভ্যাং হুং, সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" এইরূপ হৃদয়াদিতেও ন্যাস করিবে। যথা—"সাং হৃদয়ায় নমঃ, সীং শিরসে স্বাহা, সূং শিখায়ৈ বষট্, সৈং কবচায় হুং, সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" পরে 'ওঁ জুং সঃ' মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—"ওঁ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতম্, মুদ্রা-পাশ-মৃগাক্ষসূত্র-বিলসৎ-পাণিং হিমাংশুপ্রভম্। কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং, কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥"

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা,

পুনর্ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। যথ—"ওঁ জুং সঃ এতদ্রজতাসনং মৃত্যুঞ্জয়ায় শিবায় নমঃ।" এইরূপ ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয় স্বাগতম্? ওঁ সুস্বাগতম্। পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, আচমনীয়ং স্বধা, বস্ত্রং নমঃ, আচমনীয়ং স্বধা, আভরণং নমঃ, গন্ধো নমঃ, পুষ্পাণি বৌষট্, বিল্বপত্রং নমঃ (১০০৮ বিল্বপত্র মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়)। পরে শিরো-হৃদয়-মূলাধার-পাদ ও সর্ব্বাঙ্গোদ্দেশে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে "ভগবন্ মৃত্যুঞ্জয় আবরণন্তে পূজয়ামি" মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া আবরণ-দেবতার আবাহন করত 'সাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গপূজা করিবে। পরে বহির্ভাগে "লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ" এবং "রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ, যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে সবাহনায় ইত্যাদি, ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ইত্যাদি, বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে ইত্যাদি, যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ইত্যাদি, সাং সোমায় তারাধিপতয়ে ইত্যাদি, হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে, আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে, হ্রীঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে" মন্ত্রে লোকপালের পূজা করিয়া বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে, যথা—পূর্ব্বাদিক্রমে "ওঁ বজ্রায় নমঃ, এবং শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, পদ্মায়, চক্রায়।" পরে ধূপাদিদান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করত 'নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি' মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদনান্তে অন্যান্য উপচার দিবে। পরে যথাবিধি তর্পণ, পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা ও অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ, জপসমর্পণ, স্তবকবচপাঠান্তে তান্ত্রিক বিধানে গুলঞ্চ দ্বারা ১০০৮ হোম করিবে। পরে দক্ষিণাদানান্তে 'মহাদেব ক্ষমস্ব' মন্ত্রে বিসর্জ্জন ও 'ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ' মন্ত্রে নির্ম্মাল্য স্থাপন করত অচ্ছিদ্রাবধারণাদি শান্তিদানাদি কর্ত্তব্য।

বটুকভৈরব-প্রয়োগ

নিত্যক্রিয়ান্তে সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া গণেশাদি দেবতা পূজা পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামঃ আপদুদ্ধরণ-কামো বা বটুকভৈরবপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" সূক্তপাঠান্তে তান্ত্রিক

সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত-কর্ম্ম করিয়া 'হ্রীং' মন্ত্রে প্রাণায়ামত্রয় করিবে। পরে পীঠন্যাস কর্ত্তব্য, যথা—দক্ষিণস্কন্ধে "ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ," বামস্কন্ধে 'জ্ঞানায়,' বাম উরুতে 'বৈরাগ্যায়,' দক্ষিণ উরুতে 'ঐশ্বর্য্যায়,' মুখে 'অধর্ম্মায়,' বামপার্শ্বে 'অজ্ঞানায়,' নাভিতে 'অবৈরাগ্যায়,' দক্ষিণপার্শ্বে 'অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।' ঋষ্যাদি-ন্যাস যথা—"অস্য বটুকভৈরবমন্ত্রস্য বৃহদারণ্যকঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবটুকভৈরবো দেবতা আপদুদ্ধরণে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ বৃহদারণ্যকঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ বটুকভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ।" মূর্ত্তিন্যাস—"হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ (অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে), হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ (তর্জ্জনীদ্বয়ে), হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ (মধ্যমাদ্বয়ে), হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ (অনামিকাদ্বয়ে), হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ (কনিষ্ঠাদ্বয়ে)।" মস্তকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা 'হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ,' মুখে তর্জ্জনী দ্বারা 'হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ,' হৃদয়ে মধ্যমা দ্বারা 'হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ,' গুহ্যে অনামিকা দ্বারা 'হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ,' পাদদ্বয়ে কনিষ্ঠা দ্বারা 'হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ।' ঊর্দ্ধমুখে 'হ্রোং বোং ঈশানায় নমঃ,' পূর্ব্বমুখে 'হ্রেং বেং তৎপুরুষায় নমঃ,' দক্ষিণমুখে 'হ্রুং বুং অঘোরায় নমঃ,' উত্তর-মুখে 'হ্রিং বিং বামদেবায় নমঃ,' পশ্চিমমুখে 'হ্রং বং সদ্যোজাতায় নমঃ।' কর-ন্যাস—'ওঁ হ্রাং বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূং বূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং বৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্রৌং বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।' অঙ্গন্যাস—"ওঁ হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং বীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং বূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং বৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং বৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" ব্যাপকন্যাস—"হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং" মন্ত্রে কেশাদি পাদান্ত, পুনঃ পাদাদি কেশান্ত স্পর্শ, এইরূপ পাঁচ বা সাতবার করিবে। ধ্যান—সাত্ত্বিক যথা—"ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং, দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যৈঃ। দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং, হস্তাজাভ্যাং বটুকমনিশং শূল-দণ্ডৌ দধানম্॥" রাজসধ্যান যথা—"ওঁ উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং, স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ। নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং বন্ধূকারুণ-বাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥" তামসধ্যান যথা—"ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রি-কান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং, দিগ্‌বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গ-শূলাভয়ানি। নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং,

সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্ ॥' * ধ্যানান্তে মানসো- পচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত যন্ত্র নির্মাণ করিয়া পীঠপূজা করিবে। (যন্ত্রপ্রকরণ দেখ) মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান করত আবাহন করিবে। যথা—মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক (হ্রুং বং) সদ্যোজাত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, মূলাদি (হ্রিং বিং) বামদেব ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, মূলাদি বটুকভৈরব ইহ সন্নিধেহি। হ্রূং বুং অঘোর ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, পরে ষড়ঙ্গমন্ত্রে সকলীকরণান্তে 'হ্রেং বেং তৎপুরুষ' এই মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন, বারত্রয় তর্পণান্তে ষোড়শোপচারে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক 'ইদমাসনং শ্রীবটুকভৈর- বায় দেবতায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। পুষ্পদানানন্তর পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া আবরণপূজা কবিবে। যথা—কর্ণিকায় ও অষ্টদিকে "ওঁ ঈশানায় নমঃ, এবং অঘোরায়, তৎপুরুষায়, সদ্যোজাতায়, বামদেবায়।" ব্যোমপদ্মদলে 'অসিতাঙ্গায় ভৈরবায়, এবং রুরবে ভৈরবায়, চণ্ডায় ভৈরবায়, ক্রোধায় ভৈরবায়, উন্মত্তায় ভৈরবায়, কপালিনে ভৈরবায়, ভীষণায় ভৈরবায়, সংহারায় ভৈরবায়।' ষট্‌কোণে পূর্ব্বাদিক্রমে 'হ্রাং বাং হৃদয়ায় নমঃ,' ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজান্তে 'ওঁ ডাকিনীপুত্রায় নমঃ, এবং রাকিণীপুত্রায়, লাকিনীপুত্রায়, কাকিনীপুত্রায়, শাকিনীপুত্রায়, হাকিনীপুত্রায়, মালিনীপুত্রায়, দেবী- পুত্রায়, উমাপুত্রায়, মাতৃপুত্রায়, রুদ্রপুত্রায়, ঊর্দ্ধমুখীপুত্রায়, অধোমুখী- পুত্রায়।' অষ্টদলপদ্মে দিক্‌পালগণকে বটুকরূপে পূজা করিবে। তদ্বহির্ভাগে পূর্ব্বে 'ওঁ ব্রহ্মাণীপুত্রায়,' এবং ঈশানে 'মাহেশ্বরীপুত্রায়,' উত্তরে 'বৈষ্ণবীপুত্রায়,' বায়ুকোণে 'কৌমারীপুত্রায়,' নৈঋর্তে 'মহালক্ষ্মীপুত্রায়,' বামে 'বারাহী- পুত্রায়,' পশ্চিমে 'ইন্দ্রাণীপুত্রায়,' অগ্নিকোণে 'চামুণ্ডাপুত্রায়।' তদ্বহিঃ দশ- দিকে 'ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায়' এবং ত্রিপুরান্তকায়, বেতালায়, বহ্নি- জিহ্বায়, কালান্তকায়, করালায়, একপাদায়, ভীমরূপায়, অচলায়, হাট- কেশ্বরায়। পরে ঈশানাদি নিঋর্তি পর্য্যন্ত ওঁ যোগিনীসহিত-দিব্য-যোগীশায়

---

* সাত্ত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যুবিনাশনম্।
আয়ুরারোগ্যজননমপবর্গফলপ্রদম্ ॥
রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদম্।
তামসং শত্রু-শমনং কৃত্যাভূতগদাপহম্ ॥

অপমৃত্যু বিনাশ, রোগপ্রশমন, আয়ুর্লাভ ও মুক্তিকামনায় বটুকভৈরবের সাত্ত্বিকধ্যানে পূজা করিবে। ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির জন্য রাজসধ্যানে পূজা বিহিত। শত্রুদমনের জন্য ও ভূতাবেশজনিত রোগ বিনাশের জন্য তামস ধ্যান পূর্ব্বক পূজা কর্ত্তব্য।

নমঃ, এবং যোগিনী-সহিতান্তরীক্ষ-যোগীশায় নমঃ, যোগিনী-সহিত-ভূমিষ্ঠ-যোগীশায় নমঃ। পরে ধূপদানাদি করিয়া পঞ্চোপচারে "ওঁ সায়ুধ-সবাহন-সপরিবারায়ৈ বটুকভৈরবদেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা ও তর্পণ করিবে। অবশেষে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাসাদি পূর্ব্বক গুরুপঙ্‌ক্তিনমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। পরে জপসমর্পণাদি কর্ত্তব্য। অন্যান্য দক্ষিণাদি কার্য্য যথাযথ করণীয়।

মহামৃত্যুঞ্জয়-প্রয়োগ

প্রথমতঃ দুইবার আচমন, সূর্য্যার্ঘ্যদান ও গণেশাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি অন্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো মৃত্যুভয়নিবৃত্তিকামঃ অমুকরোগপ্রশমনকামো বা মহামৃত্যুঞ্জয়শিবপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" পরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগবৎ সকল অনুষ্ঠান করিবে। বিশেষ ঋষ্যাদিন্যাস প্রভৃতি স্বতন্ত্র। যথা—'হূঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম করত ঋষ্যাদিন্যাস করিবে—"অস্য মহামৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্য বামদেবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং রং শক্তিঃ উং কীলকং আয়ুর্বৃদ্ধিসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ায় গিরিজাপতয়ে নমঃ, গুহ্যে—হং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—রং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—উং কীলকায় নমঃ।" করন্যাস—"হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" অঙ্গন্যাস—'হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি, মূলমন্ত্রে সপ্তবার ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ শম্ভুং প্রসন্নবদনং শূলিনং বৃষমাশ্রিতম্। ভবানীবামভাগস্থং নমামি ব্রহ্মরূপিণম্॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা (মৃত্যুঞ্জয়-প্রয়োগ দ্রষ্টব্য). পুনঃ করাঙ্গন্যাস ও পুনর্ধ্যানান্তে আবাহন করিয়া উপচার দান করিবে। যথা—'পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, গন্ধো নমঃ, পুষ্পাণি বৌষট্, বিল্বপত্রং নমঃ, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি।' ইত্যাদি। রক্তচন্দনার্ঘ্যবারি দ্বারা—মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়ং

গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি" মন্ত্রে বারত্রয় তর্পণ, পুনঃ পঞ্চোপচারে পূজা, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, গুরুপঙ্‌ক্তিপ্রণাম, 'হৌঁ' মন্ত্রে মস্তকে দশবার (কুল্লুকা) জপ, 'ওঁ' মন্ত্র দশবার জপে মুখশোধন, যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ,—পুনঃ প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাসান্তে স্তুতিপাঠ করত "হ্রূঁ" মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া দক্ষিণাদানাদি করিবে।

ধনদা-প্রয়োগ

দারিদ্র্যে কষ্ট পাইলে মানব ধনদা দেবীর আরাধনায় দারিদ্র্যমুক্ত হয়। তন্ত্রে কথিত আছে—"যঃ স্মরেদ্দেবি বিদ্যাং তাং দারিদ্র্যৈর্নাভিভূয়তে।" প্রাতঃকৃত্যাদি অন্তে স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দারিদ্র্যনাশকামঃ অতুলৈশ্বর্য্যকামো বা ধনদাপূজাপূর্ব্বকং ধনদামন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যক-জপকর্ম্মাহং করিষ্যে," পরার্থে 'করিষ্যামি।' পরে তান্ত্রিক সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধ্যাদি অন্তে 'হ্রীং' মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া আধারশক্তি প্রভৃতি জ্ঞানাত্ম পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিবে। ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য ধনদামন্ত্রস্য কুবেরঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো ধনদা দেবতা দারিদ্র্যবিমোচনে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ কুবেরঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ ধনদায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" করন্যাস—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" অঙ্গন্যাস—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হুং, হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" ব্যাপকন্যাস—"ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা" মন্ত্রে কেশাগ্র হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পাদাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এইরূপ পাঁচ বা সাতবার করণীয়। ধ্যান—"ওঁ কুঙ্কুমোদরগর্ভাভাং কিঞ্চিদ্‌যৌবনশালিনীম্। মৃণালকোমলভুজাং কেয়ূরাঙ্গদভূষণাম্। তুলাকোটি-পরিভ্রান্ত-পাদপদ্মদ্বয়ান্বিতাম্। মাণিক্য-হার-মুকুট-কুণ্ডলাদি-বিভূষিতাম্। নীলোৎপলদৃশং কিঞ্চিদুদ্যৎকুচবিরাজিতাম্। করাভ্যাং ভ্রাম্যৎকমলাং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগিণীম্। হেমপ্রাকার-মধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনোপরি। ধ্যায়েৎ কল্পতরোর্মূলে দেবতাং ধনদাম্বিকাম্॥"

ধ্যানান্তে মানসপূজা পূর্ব্বক বাহ্যপূজা করিবে। যথা—অঙ্কিত পদ্মকর্ণিকায় নবযোনিস্বরূপ একটি চক্র আঁকিয়া তদ্বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহ্যে চতুরস্র অঙ্কিত হইবে, চারি কোণে বজ্রাকার চিহ্ন অঙ্কনীয়, পদ্মমধ্যে 'ধং' বীজ অঙ্কিত করিবে। পরে নিম্নোক্তপ্রকারে অর্ঘ্যস্থাপন কর্ত্তব্য। যথা—'ফট্' মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন, 'নমঃ' মন্ত্রে জল দ্বারা পূরণ, প্রণব পাঠ সহকারে অর্ঘ্য স্থাপন, 'গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন, 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন, মূলমন্ত্র দশধা জপ, প্রোক্ষণীপাত্রে শঙ্খজল কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ, মূলমন্ত্র বারত্রয় পড়িয়া ঐ জল স্বমস্তকে ও পূজোপকরণে ছিটা দিয়া আধারশক্তি প্রভৃতি জ্ঞানাত্ম পর্য্যন্ত পূজা করিয়া মধ্যে 'ওঁ পদ্মাসনায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। পুনর্ধ্যান ও আবাহন করত পঞ্চোপচারে 'ধং হ্রীং শ্রীং রতিপ্রিয়ে স্বাহা এষ গন্ধঃ শ্রীধনদায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। অতঃপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক বহিস্থ পদ্মকেশরে অগ্ন্যাদি কোণে ও মধ্যে 'হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ-পূজান্তে পূর্ব্বাদি পদ্মপত্রে ও মধ্যে 'ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ', এবং "পদ্মায়ৈ, পদ্মালয়ায়ৈ, শ্রিয়ৈ, হরিপ্রিয়ায়ৈ, তারায়ৈ, কমলায়ৈ, অব্জায়ৈ, চঞ্চলায়ৈ, লোলায়ৈ" মন্ত্রে পূজা করত মধ্যে পুনশ্চ দেবীকে পূজা করিবে। পরে যথাশক্তি উক্ত মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপসমর্পণ পূর্ব্বক 'ক্ষমস্ব' মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। অন্য দেবতামন্ত্রজপে শুচিতা ও অভুক্তাবস্থা আবশ্যক, কিন্তু ধনদামন্ত্রজপ পবিত্র বা অপবিত্র, ভুক্ত বা অভুক্তাবস্থায় করিতে পারা যায়।

নৃসিংহ-প্রয়োগ

নৃসিংহদেবের আরাধনা করিলে মৃতবৎসা বা কাকবন্ধ্যা রমণী দীর্ঘায়ুঃ-বহুসন্তানবতী হয়। নৃসিংহদেবের প্রসাদে জীব ভূতাদি উপদ্রব হইতে মুক্ত হইতে পারে।

প্রথমতঃ আচমনান্তে সূর্য্যার্ঘ্য দান ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী দীর্ঘজীবি-বহুপুত্রলাভকামা (বা ভূতাদ্যুপদ্রবনাশকামা) শ্রীনৃসিংহপূজাকর্ম্মাহং

করিব্যে।" পরে সূক্তপাঠান্তে বৈষ্ণব আচমনাদি করিবে, যথা—"ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ", মন্ত্রে বারত্রয় জল-বিন্দুপান, 'ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন, 'ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ' মন্ত্রে ওষ্ঠাধর মার্জ্জন, 'ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ', মন্ত্রে মুখমার্জ্জন, 'ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ' মন্ত্রে করপ্রক্ষালন, 'ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ' মন্ত্রে পদপ্রক্ষালন, 'ওঁ দামোদরায় নমঃ,' মন্ত্রে মস্তক-প্রোক্ষণ, 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ' মন্ত্রে মুখস্পর্শ, 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ' মন্ত্রে দক্ষ-বাম নাসিকা স্পর্শ। 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ' মন্ত্রে দক্ষ-বাম নেত্র স্পর্শ, 'ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ' মন্ত্রে দক্ষ-বাম কর্ণ স্পর্শ, 'ওঁ অচ্যুতায় নমঃ' মন্ত্রে নাভি, 'ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ' মন্ত্রে বক্ষঃ, 'ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ' মন্ত্রে মস্তক, 'ওঁ হরয়ে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্রে ভুজদ্বয় সাধারণ আচমনোক্ত অঙ্গুলিবিন্যাসক্রমে অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বারপূজা করিবে। যথা –"ওঁ নন্দায় নমঃ, ওঁ সুনন্দায় নমঃ", এবং 'চণ্ডায়, প্রচণ্ডায়, বলায়, প্রবলায়, ভদ্রায়, সুভদ্রায়, বিষ্ণায়, বৈষ্ণবায় নমঃ' মন্ত্রে দ্বারদেশে আবাহন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পযোগে পূজা করিবে। পরে বিঘ্নাপসারণ, আসনশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তিপ্রণাম, করশুদ্ধি ও ভূত-শুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি ষড়ঙ্গন্যাস যথাযথ করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে অন্তর্মাতৃকান্যাস কর্ত্তব্য। যথা—মূলাধারে চতুর্দ্দলে 'বং শং ষং সং নমঃ,' লিঙ্গমূলে—ষড়্‌দলে 'বং ভং মং যং রং লং নমঃ', নাভিদেশে—দশদলে "ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ, হৃদয়ে—দ্বাদশদলে 'কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ', কণ্ঠমূলে—ষোড়শদলে 'অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ', ভ্রূমধ্যে—দ্বিদলে 'হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।' পরে বাহ্যমাতৃকান্যাস ও সংহারমাতৃকান্যাসান্তে কেশবকীর্ত্ত্যাদি-ন্যাস, তত্ত্বন্যাস প্রভৃতি করিবে (ন্যাসপ্রকরণ দেখ)। প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া আধারশক্ত্যাদি জ্ঞানাত্ম পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করত পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। যথা—হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে 'ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ', এবং 'উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ', 'মধ্যে অনুগ্রহায়ৈ', তদুপরি 'ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।' ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য নৃসিংহমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনৃসিংহো দেবতা সর্ব্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ। শিরসি 'ওঁ ব্রহ্মণে

ঋষয়ে নমঃ,' মুখে 'ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীনৃসিংহায় দেবতায়ৈ নমঃ।' করন্যাস—'উগ্রং বীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মহাবিষ্ণুং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বষট্, নৃসিংহং ভীষণং অনামিকাভ্যাং হুং, ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্।' অঙ্গন্যাস—'উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ, মহাবিষ্ণুং শিরসে স্বাহা, জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং শিখায়ৈ বষট্, নৃসিংহং ভীষণং কবচায় হুং, ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্।' মন্ত্রন্যাস—ন্যাসপ্রকরণে দ্রষ্টব্য। মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাসান্তে ধ্যান করিবে, যথা—"ওঁ মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সন্ত্রস্তরক্ষোগণং, জানুন্যস্ত-করাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্। বাহুভ্যাং ধৃত-শঙ্খ-চক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লসজ্জ্বালাজিহ্বমুদারকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা, পুনঃ করাঙ্গ-ন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান ও যন্ত্রে আবাহন করত তত্ত্বমুদ্রায় বারত্রয় তর্পণ করিবে। যথা—মূলান্তে 'শ্রীনৃসিংহদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা।' পরে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা—'উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ এতদাসনং (ওঁ) শ্রীনৃসিংহায় নমঃ।' এবং 'পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, গন্ধো নমঃ, পুষ্পাণি বৌষট্,' মন্ত্রে যথাযথ উপচার দিয়া মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গ উদ্দেশে মূলমন্ত্রপাঠ সহকারে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণপূজা করিবে। যথা—'শ্রীনৃসিংহদেব আবরণন্তে পূজয়ামি' মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইয়া ষড়ঙ্গপূজান্তে যন্ত্র-পদ্মের পূর্ব্বাদিদলে 'ওঁ গরুড়ায় নমঃ,' এবং 'শঙ্করায়, শেষায়, ব্রহ্মণে।' অগ্নেয়াদি বিদিক্‌দলে, 'ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, হ্রিয়ৈ, ধৃত্যৈ, পুষ্ট্যৈ,' তদ্বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি লোকপাল, তদ্বহিঃ বজ্রাদি অস্ত্র-পূজা করত ধূপ-দীপ দান, পুনঃ পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান পূর্ব্বক 'নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি' মন্ত্রে নৈবেদ্য দান করিবে। অন্যান্য উপচারদানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা, তর্পণ, প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গন্যাস, যথাশক্তি মূলমন্ত্রজপ ও জপসমর্পণ করত পুনঃ প্রাণায়াম-করাঙ্গন্যাসাদি করিবে। পরে দক্ষিণাদানাদি কার্য্য কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ প্রবাহ

নৈমিত্তিক-প্রকরণ

বিদ্যারম্ভ

জন্মাবধি পঞ্চম বর্ষমধ্যে হরিশয়ন ও অনধ্যায় ভিন্ন শুদ্ধকালে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রোক্ত দিনে শুভ বিদ্যারম্ভ করাইবে। অধ্যাপক (ব্রাহ্মণ) নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। স্বস্তিবাচনাদি যথা—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিদ্যারম্ভাঙ্গ-বিষ্ণ্বাদিদেবতাপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, এবং স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" স্ব স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া 'সূর্য্যঃ সোম' ইত্যাদি পাঠে সান্নিধ্য কল্পনা করত উত্তরান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো বিদ্যালাভকামো বিদ্যারম্ভাঙ্গ-বিষ্ণ্বাদি-দেবতাপূজনমহং করিষ্যামি।" সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য হইতে মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করত 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্ব্বক বৈষ্ণবপীঠন্যাস করিবে। পরে 'ওঁ' মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিয়া শালগ্রামশিলায় বা ঘটে "ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং' ইত্যাদি ধ্যানে 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' মন্ত্রে 'এতৎ রজতাসনং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' ইত্যাদিরূপে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অন্তে "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীপূজাবিধানে লক্ষ্মীপূজা করিয়া অন্তে "ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিদান করত 'ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্ব্বিভ্রতী' ইত্যাদি ধ্যানে 'এতদ্রজতাসনং ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' মন্ত্রে সরস্বতীর পূজা করিয়া 'ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গ-

বেদাদ-বিভাম্বানেভ্য এব ট

মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া প্রণাম এ্ব পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ" কারেভ্যো নমঃ, স্ববিভায়ৈ নমঃ, আদিত্য"ওঁ রুদ্রায় নমঃ" এবং "সূত্র-দেবতাগণকে পূজা করিয়া বালক দ্বারাও উক্ত "হেভ্যঃ নমঃ" মন্ত্রে উক্ত উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করাইয়া গুরুপ্রণাম করাইবে। অং প্রভৃতি দেবতার বসিয়া পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট শিশুকে বিদ্যারম্ভ করাইবেন। যথাস্ত্র পূর্ব্বমুখে উচ্চারণ করিবা খড়ি লইয়া 'অ'কার হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত বালকের হস্ত "ং' লিখাইবেন ও তিনবার পাঠ করাইবেন। পরে "ওঁ সুশ্রুতং সুব্রতং ভূয়াৎ অস্তু ব্যাখ্যা তু নিত্যদা। লোকঃ প্রবর্ত্ততাং ধর্ম্মে রাজা চাস্তু সদা জয়ী। ধর্ম্ম-বান্ ধনসম্পন্নো গুরুশ্চাস্তু নিরাময়ঃ॥" এই মন্ত্রে প্রার্থনা করাইবেন। বালক গুরুপ্রণাম করত দক্ষিণাদান করিবে। অবশেষে অচ্ছিদ্রাবধারণ পূর্ব্বক বৈগুণ্যশান্তি ও শান্তিদান কর্ত্তব্য। এই দিন বালকের আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ।

পুণ্যাহ

ভূস্বামিগণ মঙ্গলাচার পূর্ব্বক শুভদিনে প্রজাদিগের নিকট যে কর আদায় করিয়া থাকেন, ঐ অনুষ্ঠানদিবসকে পুণ্যাহ বলে। প্রথমতঃ সূর্য্যার্ঘ্যদান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি অন্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সমৃদ্ধিকামো লক্ষ্মীনারায়ণপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" সূক্তপাঠান্তে সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত (প্রথম খণ্ডে পূজাপ্রকরণ দেখ) কর্ম্ম করিয়া 'ওঁ' বা 'বাং' মন্ত্রে প্রাণায়াম, বৈষ্ণবোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠন্যাস, করাঙ্গন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিয়া "ওঁ বিষ্ণুং শারদ-চন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং, শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥" মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান করত "ওঁ নমো ভগবতে বাসু-দেবায়" বা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ এতদ্রজতাসনং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীপূজা-বিধানে লক্ষ্মীপূজান্তে "ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্তৎ-প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ।" মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান পূর্ব্বক নমস্কার

করিবে। অতঃপর নূতন কর আদায়ের খাতায় দুইটি সিন্দুর-চন্দনের মুদ্রাচিহ্ন ও সিন্দূরের পুত্তলিকা অঙ্কিত করিবে। পরে একটি নূতন কলসের মুখ রক্তসূত্রে ও হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে বা কাগজে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে একটি ছিদ্র করত তদ্দ্বারা প্রজাদত্ত রাজস্ব অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিবে। শক্ত্যনুসারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উদ্দেশে হোমানুষ্ঠান করিতে হয়। অতঃপর দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

ধান্যসঞ্চয় বা গোলা-পূজা

শুভদিনে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুণ্যতিথি ও লগ্নে যথাবিধি সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক লক্ষ্মীপূজা করিয়া একটি পত্রে 'ওঁ ধনদায় সর্ব্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্যং স্বাহা' মন্ত্র, অপর পত্রে 'ওঁ নম ঈহায়ৈ ঈহাদেবী সর্ব্বলোকবিবর্দ্ধিনী কাম-রূপিণি ধান্যং দেহি স্বাহা' মন্ত্র লিখিয়া ধান্যাগারমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। উক্ত মন্ত্র যথাশক্তি জপ করা কর্ত্তব্য। বুধবাসরে আচারাৎ বৃহস্পতিবারেও ধান্য নিক্রমণ করিবে না। পরন্ত উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, রেবতী, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ধান্য নিক্রমণ প্রশস্ত।

হলপ্রবাহ ও বীজবপন

গৌণচান্দ্র চৈত্রকৃষ্ণা পঞ্চমীতে পৃথিবী রজস্বলা হন। সধবা রমণীগণ পর্ব্বতাকার উচ্চভূমিতে পঞ্চমী হইতে দিনত্রয় পৃথিবীকে পূজা করিয়া অষ্টমী তিথিতে পৃথিবীকে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন। অতঃপর কোনও শুভদিনে বা বীজবপনদিনে সর্ব্বৌষধি, গন্ধ, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, ফল ও শ্বেতসর্ষপযুক্ত জল দ্বারা পৃথিবীকে স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্পাদিযোগে পূজা করিবে। হল-প্রবাহদিনে ক্ষেত্রে একটি গর্ত্ত করিয়া জলপূর্ণ করত তাহাতে যথাবিধি প্রজাপতি, সূর্য্যাদি নবগ্রহ ও পৃথিবীকে পূজা করিবে। পরে "ওঁ হিরণ্য-গর্ভে বসুধে শেষস্যোপরিশায়িনি। বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্রি মে।" মন্ত্রে দুগ্ধসহকৃত অর্ঘ্য দিয়া ঈশানকোণে পঞ্চোপচারে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ," এবং "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" (বারত্রয় পূজা), রুদ্রায়, কশ্যপায়, সরস্বত্যৈ, ইন্দ্রায়। ইন্দ্রের উদ্দেশে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দেয়। যথা—"ওঁ

শক্রঃ সুরপতিঃ শ্রেষ্ঠো বজ্রহস্তো মহাবলঃ। শতযজ্ঞাধিপো দেব তুভ্যমিন্দ্রায় বৈ নমঃ॥" 'ওঁ প্রচেতসে নমঃ', এবং 'পর্জ্জন্যায়, শেষায়, চন্দ্রায়, অর্কায়, বহ্নয়ে, বলদেবায়, হলায়, ভূময়ে, বৃষভায়, রামায়, লক্ষ্মণায়, জানক্যৈ, সীতায়ৈ, স্বর্গায়, গগনায়।' তৎপরে 'ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ', এবং 'অগ্নয়ে, বিপ্রেভ্যঃ।' অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। আম্রপল্লব, ওদন ও দধি গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। হলপ্রবাহকগণকে গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া হলকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা পূজা করত হলের ফলাগ্রে দধি, মধু, ঘৃত প্রলেপ পূর্ব্বক সুবর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করাইবে। ঘর্ষণকালে বসুগণ, ইন্দ্র, পৃথুরাজ, রামচন্দ্র, পরাশর ও বলভদ্রের স্মরণ করিবে। হল দ্বারা এক, তিন বা পাঁচটি রেখা করাইবে। হলে বিকলাঙ্গ, ভগ্ন-শৃঙ্গ, ভগ্ন-খুর, ছিন্ন-লাঙ্গুল, কপিলবর্ণ বৃষ যোজনা করিবে না। হল দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিবে। হল-প্রবাহকালে বৃষভদ্বয়ের যুদ্ধ শুভপ্রদ নহে, বৃষভক্রীড়ায় ও মূত্রপুরীষোৎসর্গে চতুর্গুণ শস্য-উৎপত্তি হয়। বীজবপন কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত সকলই কর্ত্তব্য; অধিকন্তু সুবর্ণজলধৌত তিন মুষ্টি বীজ ইন্দ্রের স্মরণ করিয়া প্রাজাপত্য তীর্থে (বৃদ্ধা-ঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ দিয়া) বপন করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত উভয় কার্য্যেই পূর্ব্বমুখে জলপূর্ণ কলস লইয়া "ওঁ ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে। নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধাং শুভে কুরু॥ রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু। কর্ষকাস্তু ভবন্ত্বগ্র্যা ধান্যেন চ ধনেন চ।" মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। অতঃপর পূজার দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

নববর্ষারম্ভ বা নূতন খাতা

"সংপ্রাপ্তে নববৎসরে প্রতিগৃহং কুর্য্যাদ্ ধ্বজারোপণম্" নূতন বৎসরারম্ভে প্রতিগৃহেই উৎসব করা উচিত। বণিক্‌গণ বৎসরারম্ভে মঙ্গলাচার পূর্ব্বক নূতন খাতা আরম্ভ করিয়া থাকেন। তৎকার্য্যে প্রথমতঃ স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা বাণিজ্যোন্নতিকামঃ অতুলধনলাভকামো বা নববর্ষারম্ভে লক্ষ্মী-সহিত-শ্রীবিষ্ণুপূজা-কর্ম্মাহং করিষ্যে।" পরার্থে 'করিষ্যামি।' পরে যথাবিধি সামান্যার্ঘ্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস প্রভৃতি করত গণেশাদিদেবতা পূজা

পূর্ব্বক "বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠপূজা, পুনর্ধ্যান ও বিষ্ণুপূজাবিধানে বিষ্ণুপূজা করিয়া যথাযথ লক্ষ্মী-পূজা করিবে। অতঃপর নূতন খাতায় সিন্দূর দ্বারা একটি লক্ষ্মী-পুত্তলিকা ও অপরটি চন্দন দ্বারা নারায়ণপুত্তলিকা আঁকিয়া "শুভ অমুক তারিখ, বঙ্গাব্দ অমুক, অমুকদেবতাপ্রসাদাৎ এই ব্যবসায় করিতেছি" এইরূপ গৃহভিত্তিতে সিন্দূর দ্বারা লিখিবে। তদ্দিনে প্রাপ্য অর্থের আদায় নূতন খাতায় জমা করিবে। আগত অধমর্ণদিগকে সমাদর করিতে হয়। পূজান্তে দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য। গৃহদ্বারে মঙ্গলপূর্ণকলস, আম্রপল্লব, মাল্য ও পতাকা সজ্জিত করিতে হয়। অর্থের আধারে সিন্দূর-পুত্তলিকা আঁকিবার ব্যবহার আছে।

মিত্রপূজা বা ইতুপূজা

বৃশ্চিকসংক্রান্তিদিনে নারীগণ সৌভাগ্যকামনায় ধান্যাঙ্কুর, দূর্ব্বা, পল্লব, কলমী প্রভৃতি লতামধ্যে ঘটস্থাপন করিয়া ধনুঃসংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি রবিবার সূর্য্যের পূজা করত ধনুঃসংক্রান্তিদিনে বিশেষ পূজা সহকারে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। স্বস্তিবাচনাদি ও সঙ্কল্পবাক্য যথা—স্বস্তিবাচনাদি—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সূর্য্যপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" (বারত্রয় পাঠ্য) এবং 'স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।'

"ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি, "সূর্য্যঃ সোমো যম" ইত্যাদি, "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং" ইত্যাদি, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি পাঠান্তে "ওঁ তৎ সৎ ওঁ বিষ্ণুঃ অদ্য অমুকে মাসি (রবির বৃশ্চিকসঞ্চার হইলে মার্গশীর্ষে মাসি উল্লেখ্য, অন্যথা কার্ত্তিকে মাসি বলিবে) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বিষ্ণুপদী-সংক্রান্ত্যামারভ্য বৃশ্চিকস্থরবিং যাবৎ প্রতিরবিবারং অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামঃ শ্রীসূর্য্যপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" পরে স্ব স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, বিঘ্নাপসারণ, আসনশুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসান্তে স্ব স্ব বেদোক্ত ঘটস্থাপন করিবে। পরে "হ্রীং" বা "ওঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করত আধারশক্ত্যাদি পীঠন্যাস করিয়া পীঠশক্তিন্যাস করিবে, যথা—হৃৎপদ্মের অষ্টকেশরে "ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ", এবং 'সূর্য্যায়ৈ, জয়ায়ৈ,

ভদ্রায়ৈ, বিভূত্যৈ, বিমলায়ৈ, অমোঘায়ৈ, বিদ্যুতায়ৈ,' মধ্যে 'সর্ব্বতোমুখ্যৈ,' তদুপরি "ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস করিয়া শক্তি অনুসারে ঋষ্যাদিন্যাস কর্ত্তব্য। করন্যাস—"হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" অঙ্গন্যাস—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈঁ কবচায় হুং, হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।" মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥" ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ও পুনর্ধ্যান করত ঘটে আবাহন করিবে—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বগণসহিত সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহাভিমুখো ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" পরে 'এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ' ইত্যাদিক্রমে পূজা করিয়া "ওঁ ছায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ সংজ্ঞায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে সূর্য্যপত্নীদ্বয়েরও পূজা করিতে হয়। শেষদিনে দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

ভারত-সাবিত্রী

ওঁ তং বেদশাস্ত্র-পরিনিষ্ঠিত-শুদ্ধবুদ্ধিং, চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপং, ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্॥

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ওঁ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ব্রূহি সঞ্জয় যদ্বৃত্তং যুদ্ধে তেষাং মহাত্মনাম্। পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সম্প্রবৃত্তে মহাহবে॥ কে তত্র প্রমুখা যোধাঃ কে চ তত্র মহাবলাঃ। মহারথাশ্চ কে তত্র কথন্তে বিনিপাতিতাঃ॥ ভীষ্ম-দ্রোণৌ কথং ভগ্নৌ কর্ণ-শল্যৌ কথং হতৌ। পুত্রশ্চ মম মন্দাত্মা কথং দুর্য্যোধনো হতঃ॥ সঞ্জয় উবাচ। শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং যথা দৃষ্টং ময়া প্রভো। যথা তে নিহতাঃ শূরাঃ কুরুক্ষেত্রে মহাহবে॥ যে তত্র প্রমুখা যোধা যে চ তত্র মহাবলাঃ। মহারথাশ্চ যে তত্র যথা তে বিনিপাতিতাঃ॥ ভীষ্ম-দ্রোণৌ যথা ভগ্নৌ কর্ণ-শল্যৌ যথা হতৌ। পুত্রশ্চ তব মন্দাত্মা যথা দুর্য্যোধনো হতঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ। ইন্দ্রপ্রস্থং তিলপ্রস্থং জয়ন্তং বারণাবতম্। দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং হস্তিনাপুরম্। পঞ্চগ্রামানিমান্ রাজন্ যাচ্যমানান্ সুযোধনঃ। শ্রুত্বা চ তব মন্দাত্মা পুত্রঃ প্রোবাচ দুর্ম্মতিঃ॥ দুর্য্যোধন উবাচ। সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী। তদর্দ্ধন্ত ন দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥ জীবিতো লভতে লক্ষ্মীং মৃতো যাতি সুরালয়ম্। রণমূর্দ্ধস্থিতঃ কায়ঃ কা চিন্তা মরণে রণে॥ এষ সন্ধিঃ কৃতো যত্তে লক্ষ্মীঃ কস্য ন রোচতে॥ শ্রীভগবানুবাচ। যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং, ধনুর্দ্ধরং পাণ্ডবমধ্যমং রণে। গদাগ্রহস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং, তদা তদা দাস্যসি সর্ব্বমেদিনীম্॥ বিদুর উবাচ। অকৃতার্থে গতে কৃষ্ণে সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতি। পাণ্ডবানাং রণে যোধাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ॥ কৌরবাণাং রণে যোধাঃ সর্ব্বে বীরপরাক্রমাঃ। অর্জ্জুনঃ সাত্যকিশ্চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নো ঘটোৎকচঃ। নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ভীমসেনো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাবথঃ। সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ যোড়শৈতে মহারথাঃ॥ দ্রোণো দ্রৌণিঃ কৃপঃ কর্ণো বৃষসেনস্থলম্বুষঃ। ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকো ভগদত্তস্তথৈব চ॥ জয়দ্রথশ্চ শকুনিঃ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ। তথা দুঃশাসনশ্চৈব কৃতবর্ম্মা মহাবলঃ॥ মহাপরাক্রমো ভীষ্মঃ শল্যশ্চৈব তু যোড়শঃ। এতৈর্দ্বাত্রিংশতা যোধা ভারতে তু সমন্বিতাঃ॥ দেবদানবগন্ধর্ব্বৈরসুরৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ। অজেয়াস্ত্রিষু লোকেষু তেন তে চ মহারথাঃ॥ সমশীলাঃ সমস্পর্দ্ধাঃ সমসত্ত্বা জিতেন্দ্রিয়াঃ। সমযুদ্ধেষু যুধ্যন্তে তেন তে চ মহারথাঃ॥ কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ কাশিরাজো জয়দ্রথঃ। দুঃশাসনশ্চ শকুনিঃ ষডেতেঽর্দ্ধরথাঃ স্মৃতাঃ॥ অন্যে চ বহবঃ শূরাস্তদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। মহারথা মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বে বীরপরাক্রমাঃ॥ অষ্টৌ রথসহস্রাণি নব দন্তিশতানি চ। হত্বা ভীষ্মো নিবর্ত্তেত যুদ্ধে তস্মিন্ মহাবলঃ॥ আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব পর্ব্বারণ্যকমেব চ। বিরাটপর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনন্তরম্॥ উদ্‌যোগঃ পঞ্চমং পর্ব্ব ভীষ্মপর্ব্ব ততঃ পরম্। সপ্তমং দ্রোণপর্ব্ব স্যাৎ কর্ণপর্ব্ব তথাষ্টমম্। নবমং শল্যপর্ব্ব স্যাদ্ দশমং সৌপ্তিকং তথা। স্ত্রীপর্ব্বৈকাদশং জ্ঞেয়ং শান্তিপর্ব্ব ততঃ পরম্॥ অনুশাসনপর্ব্ব স্যাদাশ্বমেধিকমেব চ। আশ্রমঃ পর্ব্ব বিজ্ঞেয়ং মৌসলং তদনন্তরম্॥ অরণিঃ সপ্তদশঃ প্রোক্তঃ স্বর্গারোহণমেব চ। ইত্যষ্টাদশ পর্ব্বাণি ভারতে সংস্থিতানি বৈ॥ হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী। প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥ অর্জ্জুনে দৃঢ়পাতিত্বমাচার্য্যে লঘুহস্ততা। কর্ণে

মুষ্টপ্রহারৈরিষং জীর্ণোত্তানি সমানি চ ॥ একধা গ্রহণে চৈব সন্ধানে দশধা শরাঃ। প্রক্ষিপ্তাঃ শতধা যান্তি নিপতন্তি সহস্রধা। এবং পার্থশরা যান্তি দানং বেদ-বিদে যথা॥ শ্রূয়তেঽধ্যবসায়েন ধৃতরাষ্ট্ররণেন চ। ভীমসেনসমো নাস্তি সেনয়োরুভয়োরপি। রথং রথেন যো হন্তাৎ কুঞ্জরং কুঞ্জরেণ চ। কস্তস্য সমরে স্থাতা সাক্ষাদিব পুরন্দরঃ॥ মার্গে মাসি হতো ভীষ্মঃ কৃষ্ণপক্ষে যথাষ্টমি। নবম্যাং বৃষসেনস্তু হতো রাজা মহাবলঃ॥ দশম্যাং ভগদত্তশ্চ একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ। দ্বাদশ্যামর্দ্ধরাত্রে চ হতো বীরো ঘটোৎকচঃ॥ ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ। আকর্ণপলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ॥ রণে পর্য্যটতি দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ। চতুর্দ্দশ্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ॥ সূর্য্যপুত্রো যদা কর্ণো হ্যর্জ্জুনেন নিপাতিতঃ। তদা চোচ্ছ্বসিতা ভূমিরঙ্গুলান্যেকবিংশতিম্॥ নিঃশব্দভূতং হতবীরকর্ণং, প্রশান্তদর্পং ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যম্। ন শোভতে সূর্য্যসুতেন হীনং, চন্দ্রেণ হীনং গগনং যথৈব॥ মুখং কমলপত্রাক্ষং কর্ণহীনং ভবেদ্‌যথা। তথৈব কৌরবং সৈন্যং কর্ণহীনং ন শোভতে॥ ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাট-দ্রুপদৌ হতৌ। ভূরি-শ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ হতো যথা॥ অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্য্যো-ধনো হতঃ। অমাবস্যামতীতায়াং দ্রৌণিনা সৌপ্তিকা হতাঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো রাত্রৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ॥ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। কথং দুর্য্যোধনো রাজা ভীমসেনেন পাতিতঃ। ষষ্টী রথসহস্রাণি মম পুত্রস্য বাহিনী। রথে রথে সহস্রেভাঃ শতমশ্বা গজে গজে॥ প্রত্যশ্বে দশধানুষ্কা ধানুষ্কে দশ চর্ম্মিণঃ। এতস্যাং সৈন্যসংখ্যায়াং কথং দুর্য্যোধনো হতঃ॥ দিবাশয়া ন মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ। গুর্ব্বিণীং নানুসেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাম্। সন্ধ্যাত্রয়-মুপাসন্তে কথং মৃত্যোর্বশঙ্গতাঃ॥ সঞ্জয় উবাচ। তামাপতন্তীং কুরুরাজসেনাং, সমুদ্রবেলামিব দুর্নিবারাম্। নিবারয়ত্যেকরথেন পার্থশ্চিত্রাঙ্গতঃ সূর্য্য ইবাম্বু-বৃষ্টিম্॥ ব্রাহ্মণেষু চ যে শূরাঃ স্ত্রীষু গোষু চ নির্দ্দয়াঃ। বৃন্তাদিব ফলং পক্বং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে॥ ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব পিষ্টাস্তে গজ-বাজি-পদাতয়ঃ। যুদ্ধকালে প্রলীয়ন্তে আমপাত্রমিবাম্ভসি॥ অধর্ম্মেণ হি রাজেন্দ্র পুত্রাস্তে বিনিপাতিতাঃ। ন চেদৃশং ভবেদ্‌যুদ্ধং ক্ষত্রিয়াণাং জয়ৈষিণাম্॥ যাদৃশং ভীমসেনেন বৃত্তং দুর্য্যোধনস্য চ। প্রত্যক্ষং বাসুদেবস্য ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ॥ ন ধনুষা ন চক্রেণ ন খড়্গেন ন চায়ুধৈঃ। গদামুষ্টিপ্রহারেণ তলৈশ্চ বিনিপাতিতঃ॥ নির্জ্জিতশ্চ জিতো রাজা শত্রুভিঃ স্বপকারিভিঃ। এবমষ্টাদশাহোঽহস্তা

অক্ষৌহিণ্যো দিনে দিনে॥ দিনানি দশ ভীষ্মেণ ভারদ্বাজেন পঞ্চ চ। দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যেনার্দ্ধদিনন্তথা। দিনার্দ্ধন্তু গদাযুদ্ধমেতদ্ভারতমুচ্যতে॥ ধর্ম্মক্ষেত্রেঽসমে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রে চ ভারত। পার্থ আরোপয়দ্যুদ্ধং রাজ-পুত্রৈর্নরৈর্বিভিঃ॥ রণযজ্ঞেঽধিযজ্ঞেন দীক্ষিতোঽত্র ধনঞ্জয়ঃ। কর্ত্তারস্তু চ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে যেন নিত্যশঃ॥ যুদ্ধস্থানং মহাপুণ্যং কুরুক্ষেত্রং প্রচক্ষতে। বেদিং কৃত্বা কুরুক্ষেত্রং যূপং কৃত্বা জনার্দ্দনম্॥ দুর্য্যোধনং পশুং কৃত্বা কর্ণং কৃত্বা মহাহবিঃ। গাণ্ডীবং চমসং কৃত্বা শরমাহুতিমেব চ॥ হোতা চাপ্যর্জ্জুনোঽত্রাসীদ্ যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ। যানি যানি পবিত্রাণি হুয়ন্তে তানি নিত্যশঃ॥ এষ যজ্ঞঃ সমাহুতো বিধিনা সাত্ত্বিকেন বৈ। সদ্যাজ্ঞিক-মতদ্রব্যঃ স্বাহামন্ত্র-বিবর্জ্জিতঃ॥ ইমাং ভারত-সাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। স ভারত-ফলং প্রাপ্য পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ দিবা বা যদি বা রাত্রৌ দুর্গে চ বিষমেঽপি চ। ন তস্য প্রাণসন্দেহঃ কার্য্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে॥ অহোরাত্রকৃতং পাপং শ্রবণাদেব নশ্যতি। সংবৎসরকৃতং পাপং পঠনাদেব নশ্যতি॥ স্নানং পুষ্করতীর্থে চ হেমশৃঙ্গযুতস্য চ। গবাং কোটিসহস্রস্য চ ভূমিদানশতস্য চ॥ দত্তস্য ফল-মাপ্নোতি সত্যমুখাতি কেশবঃ॥ অবগাহেত যো গঙ্গাং পিতরং মাতরং স্মরন্। ক্ষিপ্ত্বা পাপং দিবং যাতি দ্বৈপায়নবচো যথা॥ প্রাণিনাং পাপশুদ্ধ্যর্থাং পুণ্যস্য চ বিবর্দ্ধিনীম্। ইমাং ভারত-সাবিত্রীং শ্রাদ্ধকালে পঠেত্তু যঃ। পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ॥ ওঁ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্বর্গারোহণপর্ব্বণি ভারত-সাবিত্রী সমাপ্তা। ওঁ তৎসৎ॥

হোমার্থ অগ্নি-নির্ণয়

পাষাণজাত, অরণিজাত, অরণ্যস্থ বা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগৃহস্থ বহ্নি আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে হোম করিবে। হোমক্রিয়ায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সকাশ হইতে অগ্নিগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি লইলে হোমের অর্দ্ধ-ফললাভ হয়। ক্ষত্রিয়ের নিকট অগ্নি লইয়া হোম করিলে চতুর্থাংশ এবং বৈশ্যের বা শূদ্রের নিকট লইয়া হোম করিলে হোম নিষ্ফল হয়; সুতরাং বিধিবিহিত অগ্নি লইয়া হোম করাই কর্ত্তব্য। গৌতমীয়ে ইহার যে প্রমাণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল, যথা—

"পাষাণভবমগ্নিঞ্চ যদি বাহ্যমিসম্ভবম্। শ্রোত্রিয়াণাং গেহজঞ্চ বনস্থং বাপ্যবাহরেৎ। নিরগ্নিব্রাহ্মণানন্তো হুর্দ্ধনাতকয়ো ভবেৎ। ক্ষত্রবক্ষোশ্চতুর্থাংশং ফলং দদ্যাদ্ধুতাশনঃ॥ বৈশ্যাচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ॥"

পতিতাগ্নি, শবসম্বন্ধীয় অগ্নি ও দীপ হইতে গৃহীত অগ্নি গ্রহণীয় নহে। কাংস্যপাত্রে, অভাবে নব শরাবে অগ্নি-সংস্কার কর্ত্তব্য।

অগ্নির সংজ্ঞা

কার্য্যভেদে অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ পূর্ব্বক হোম করা কর্ত্তব্য। সুতরাং গৃহ্যপরিশিষ্টোক্ত তৎসমস্ত নাম এই স্থলে লিখিত হইল, যথা—

"লৌকিকে পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥ পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ। সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্ভো জাতকর্ম্মণি॥ নাম্নি স্যাৎ পার্থিবো হ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথা। সত্যনামাথ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ॥ গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে। বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ॥ চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে। প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ॥ লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ। পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা॥ পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে। বশ্যার্থে শমনো নাম বরদানেঽভিদূষকঃ॥ কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো মৃতভক্ষণে। আহুয় চৈব হোতব্যং যত্র যো বিহিতানলঃ॥"

অর্থাৎ লৌকিক ক্রিয়ায় অগ্নির নাম পাবক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্র, দ্বিতীয় পুংসবনে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রগল্ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, উপনয়নে সমুদ্ভব, গোদানে সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, বিসর্জ্জনকার্য্যে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থীহোমে শিখী (মতান্তরে ধৃতি), প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু, পকচরু দ্বারা হোমে সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তিকার্য্যে বরদ, পৌষ্টিককার্য্যে বলদ, অভিচারে ক্রোধ, বশ্যক্রিয়ায় শমন, বরদানে অভিদূষক, উদরমধ্যে জঠর, চিতায় ক্রব্যাদ। এইরূপে কার্য্যভেদে বিভিন্ন নামে আবাহন, অর্চ্চনা ও হোম করিবে। সমাবর্ত্তনক্রিয়াতে "তেজঃ"নামক অগ্নির উল্লেখ করিতে হয়, ভবদেবের এই মত।

অগ্নির অঙ্গ ও স্থানভেদে হোমের ফল

কোন্ স্থানে অগ্নির কোন্ অঙ্গ, তাহাও এ স্থলে লিখিত হইল, যথা—

অগ্নির যেখানে কাষ্ঠ, তথায় কর্ণ; যেখানে ধূম, তথায় নাসিকা; যেখানে অল্প অল্প জ্বলিতে থাকে, তথায় নেত্র; যেখানে অঙ্গার, তথায় শির এবং যেখানে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা, তথায় জিহ্বা। প্রমাণ যথা—

"যত্র কাষ্ঠং তত্র শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ। যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ॥"

অগ্নির কর্ণে হোম করিলে হোমকর্ত্তার ব্যাধি, নেত্রহোমে অন্ধত্ব, নাসিকায় মনঃপীড়া, মস্তকে ধনক্ষয় এবং জিহ্বায় হোম করিলে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়, সুতরাং জিহ্বাতেই হোম করা বিধেয়। প্রমাণ যথা—

"কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্। নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ। জিহ্বায়াঞ্চ কৃতে হোমে সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

তান্ত্রিক হোমের স্থণ্ডিল-নির্ণয়

তান্ত্রিক হোমে যেরূপ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে, তাহা লিখিত হইল, যথা—

"হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি। অঙ্গুলোৎসেধসংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ॥ বালুকাঃ পাতয়েত্তত্র স্থণ্ডিলস্থানমুত্তমম্। ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা মধ্যে বিন্দুসমন্বিতম্। ততো হি ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্কোণং পরিকল্পয়েৎ॥ তদ্বহির্ব্বৃত্তমাকুর্য্যাদষ্টদলসমন্বিতম্। চতুর্দ্বারং লিখিত্বা চ বজ্রভূপুরসংযুতম্॥ স্থণ্ডিলস্তু বহির্ভাগে পূর্ব্বাগ্রমুত্তরাগ্রকম্। তিস্রস্তিস্রো রেখাঃ কুর্য্যাদ্ধোমকার্য্যে যথাবিধি॥"

দীর্ঘ ও প্রস্থে হস্তপ্রমাণ স্থলে শর্করা, অস্থি, কেশ ও তুষরহিত বালুকা বিক্ষিপ্ত করত কুশ দ্বারা উহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তাহার মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কন করিবে। তৎপরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের উপরে অপর একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তাহাকে ষট্কোণাকৃতি মণ্ডল করিবে। পরে উহার বহির্ভাগে একটি বৃত্তমণ্ডল করিয়া বেষ্টন দিবে। অতঃপর ঐ বৃত্তের গায়ে অষ্টদলকমল অঙ্কন করিয়া তাহার বাহিরে দুই দুইটি রেখা অঙ্কিত করত প্রান্তস্থলের চতুর্দ্দিকে দ্বারচতুষ্টয় করিয়া বজ্রভূপুর অঙ্কন করিবে এবং স্থণ্ডিলস্থলের বহির্দ্দেশে উত্তরাগ্র ও পূর্ব্বাগ্র করিয়া তিনটি রেখা অঙ্কিত করিতে হয়।

হোমের প্রকারভেদ

বৈদিক বিধান বা পৌরাণিক বিধান ও তান্ত্রিক বিধান এই দুই প্রকার বিধানে হোম হয়। পৌরাণিক পূজাদিতে এবং বিবাহাদি সংস্কার ও ব্রত-প্রতিষ্ঠাদিকার্য্যে বৈদিক বিধানে হোম ব্যবস্থা। তান্ত্রিকক্রিয়ায় বা দেবার্চ্চনা-দিতে তান্ত্রিক হোম বিহিত।

হোমের বিহিত কাষ্ঠ

বকুল, আম্র, নাগকেশর, ক্ষীরিকাষ্ঠ (উড়ুম্বর প্রভৃতি), পলাশ, পাকুড়, চম্পক ইত্যাদির কাষ্ঠে হোম করিবে। বিল্ববৃক্ষের কাষ্ঠে হোম করাই ব্রাহ্মণগণের প্রশস্ত। কুলকাষ্ঠ দ্বারা কোন কোন তান্ত্রিক কার্য্যে হোম হইয়া থাকে। কণ্টকযুক্ত, অসার, আর্দ্র, অম্লরসযুক্ত কাষ্ঠাদিতে হোম করিতে নাই।

কুণ্ড, বেদী ও স্থণ্ডিল

কুণ্ড,—ভূমিতে মেখলা, যোনি প্রভৃতিসম্পন্ন মনোরম গর্ত্তকে কুণ্ড কহে। কুণ্ড অষ্টবিধ ;—চতুরস্রকুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্রকুণ্ড, ত্র্যস্রকুণ্ড, বর্ত্তুলকুণ্ড, ষড়স্রকুণ্ড, পদ্মকুণ্ড ও অষ্টাস্রকুণ্ড। সাধারণতঃ চতুরস্র কুণ্ডেই প্রায় যাবতীয় হোমকার্য্য সম্পন্ন হয়, দেবার্চ্চনার হোমাদিতে এই কুণ্ডই বিহিত। চারিদিকে একহস্তপ্রমাণ ভূতলে কুশ পাতিয়া সমচতুরস্র কুণ্ড খনন করিলেই তাহাকে চতুরস্রকুণ্ড কহে।

বেদী,—একহস্তপ্রমাণ উচ্চ, সমচতুষ্কোণ, দীর্ঘে-প্রস্থে চতুর্হস্ত, পূর্ব্ব ও উত্তরাংশ ঈষৎ নিম্ন এবং ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রাতপাদি দ্বারা আবৃত, গোময়াদিতে পরি-লিপ্ত, পরিষ্কৃত ও পবিত্র স্থলের নাম বেদী।

স্থণ্ডিল,—কেশ-তুষাঙ্গারাদিবর্জ্জিত সম-চতুর্হস্তপ্রমাণ বালুকাপরিব্যাপ্ত স্থানের নাম স্থণ্ডিল।

পরিমাণনিরূপণ

যেখানে পরিমাণের কথা উল্লেখ আছে, তথায় যজমানের হস্তাদির মাপ বা পুরোহিতের হাতের মাপ লইয়া হোমকার্য্য করিবে। করতলের বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ হইতে তর্জ্জনী পর্য্যন্ত পরিমাণের নাম প্রাদেশপ্রমাণ। দক্ষিণকর কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব্যতীত মুষ্টিবদ্ধ করিলে কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ

পর্য্যন্তের নাম "অরত্নি।" অঙ্গুলির মাপ উল্লেখ হইলে অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগ দ্বারা মাপিতে হইবে। হোমাদিক্রিয়ায় মাপের প্রয়োজন হইলে অগ্রে কুশা মাপিয়া লইয়া সেই কুশা দ্বারা স্থণ্ডিলাদি পরিমিত করিতে হয়।

তান্ত্রিক বৃহৎ হোম *

প্রথমতঃ কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিল প্রস্তুত করত সংক্ষিপ্তহোমবৎ মূলমন্ত্রে অবলোকন, "ফট্" মন্ত্রে তাড়ন ও মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করত "হূং" মন্ত্রে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিবে। ইহাকেই স্থণ্ডিলের সংস্কার কহে।

পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত "ওঁ কুণ্ডায় নমঃ" বা "স্থণ্ডিলায় নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া, পূর্ব্বে যে তিনটি রেখা দেওয়া হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাগ্ররেখাত্রয়ে দক্ষিণাদিক্রমে অর্চ্চনা করিবে,—"ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।" পরে উত্তরাগ্র-রেখাত্রয়ে,—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ," এই নিয়মে অর্চ্চনা করিবে। সুন্দরীবিষয়ক হোমস্থলে বটুতারী মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ" ইহার নাম বটুতারী মন্ত্র।

অনন্তর কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণ, তদ্‌বহিঃ বৃত্ত প্রভৃতি হোমমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিপঞ্চক দিবে। সুন্দরীপক্ষে বালাবীজে পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

অনন্তর "ওঁ" মন্ত্রে হোমের যাবতীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত বহ্নির যোগপীঠার্চ্চনা করিবে। যথা—কর্ণিকোপরি "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি "রত্নসিংহাসনায় নমঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া "ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, ?াগিন্যৈ, বং বহ্ন্যাসনায়।" মন্ত্রের আদিতে 'ওঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' শব্দ ব্যবহার করিবে।

ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্॥

---

* সংক্ষিপ্ত হোম প্রথম খণ্ডে পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক 'ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে অর্চ্চনা করিবে। ত্রিপুরাসুন্দরীপক্ষে "ওঁ কামেশ্বরায় নমঃ, ওঁ কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা কর্ত্তব্য। পরে যথাবথ অগ্নি সংগ্রহ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত "বৌষট্" মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও দর্শন করিবে। তৎপরে "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা" মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ (প্রজ্বলিত বহ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করিবে।

পরে উদরাগ্নি ও বিন্দু অগ্নির সহিত ভৌম অগ্নির ঐক্যভাবনা করত 'বং বহ্নিচৈতন্যং কল্পয়ামি' মন্ত্রে অগ্নিতে চৈতন্য যোজনা করিয়া বহ্নির উপর অষ্টোত্তরশতবার 'ওঁ' মন্ত্রের জপ দ্বারা অভিমন্ত্রণান্তে 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ, 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, 'বং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' মন্ত্রে পূজান্তে—মূলমন্ত্রে বহ্নিবীক্ষণাদি সংস্কার করত দুই হস্ত দ্বারা বহ্নি ধরিয়া কুণ্ডোপরি বারত্রয় পরিভ্রামণ পূর্ব্বক 'ওঁ' মন্ত্রে জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া অগ্নিকে শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যভাগে দেবীর যোনি কল্পনা করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে "ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥" অতঃপর নিজদেহে বহ্নির জিহ্বান্যাস করিবে। যথা—লিঙ্গে—'সরয়ুং হিরণ্যায়ৈ নমঃ' গুহ্যে—'বরয়ুং কনকায়ৈ নমঃ', মস্তকে—'শরয়ুং রক্তায়ৈ নমঃ,' মুখে—'বরয়ুং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ',নাসিকায়—'লরয়ুং সুপ্রভায়ৈ নমঃ', নেত্রে—'ররয়ুং বহুরূপায়ৈ নমঃ', সর্ব্বগাত্রে—'যরয়ুং অতিরক্তায়ৈ নমঃ।' উক্ত ন্যাস সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অঙ্গ-হোমে জ্ঞাতব্য। রাজসিক ক্রিয়ায় ন্যাস অন্যবিধ। যথা—'সরয়ুং পদ্মরাগায়ৈ, বরয়ুং সুবর্ণায়ৈ, শরয়ুং ভদ্রলোহিতায়ৈ, বরয়ুং রোহিতায়ৈ, লরয়ুং শ্বেতায়ৈ, ররয়ুং ধূম্রিন্যৈ, যরয়ুং করালিকায়ৈ।' ক্রূর-কর্ম্মাঙ্গহোমে উক্ত বীজপাঠান্তে 'বিশ্বমূর্ত্ত্যৈ,স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, ধূম্রবর্ণায়ৈ, মনোজবায়ৈ, লোহিতায়ৈ, করালায়ৈ, কাল্যৈ।' করন্যাস যথা—'ওঁ সহস্রার্চ্চিষে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ধূমব্যাপিনে অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ সপ্তজিহ্বায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ

ধনুর্দ্ধরায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং কট্।' অঙ্গন্যাস।—'ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি। বহ্নিমূর্ত্তিন্যাস—মস্তকে 'ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ', দক্ষাংসে 'ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ', দক্ষপার্শ্বে 'ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ', দক্ষ-কটিতে 'ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ', লিঙ্গে 'ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ', বাম-কটিতে 'ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ', বামপার্শ্বে 'ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ', বামাংসে 'ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ।' ন্যাসান্তে "বং বহ্ন্যাসনায় নমঃ" মন্ত্রে বহ্ন্যাসন কল্পনা করিয়া তাহাতে বহ্নির মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। যথা— "ওঁ ইষ্টিং শক্তিং স্বস্তিকাভীতিমুচ্চৈর্দীর্ঘৈর্দোর্ভির্ধারয়ন্তং জবাভম্। হেমাকল্পং পদ্মসংস্থং ত্রিনেত্রং, ধ্যায়েদ্বহ্নিং বদ্ধমৌলিং জটাভিঃ।" পরে কুণ্ডে নির্ম্মিত মেখলায় বিশুদ্ধ জল বালামন্ত্রে সেক করিয়া গর্ভহীন কুশাগ্র দ্বারা কুশমূল আচ্ছাদন করত তদ্দ্বারা বারত্রয় অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। অতঃপর পূর্ব্বদিক্ ব্যতিরেকে অন্যদিকে পরিধি নির্ম্মাণ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে তথায় ব্রহ্মাদি দেবতার পূজা কর্ত্তব্য। পরে পুনশ্চ বহ্নির ধ্যান করিয়া পীঠমধ্যে বহ্নির নামকরণ, আবাহন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে।

"অগ্নে ত্বং অমুকদেবতানামাসি।" অমুকদেবতানামাসি স্থলে যে দেবতার হোম, সেই দেবতার নাম উচ্চার্য্য।

পূজামন্ত্র।—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। ইদং পাদ্যং ওঁ অমুকদেবতানামাগ্নয়ে নমঃ" ইত্যাদিক্রমে উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া লিখিত মেখলায় পূর্ব্বাদিক্রমে "ওঁ বামায়ৈ নমঃ" এবং "জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ।" কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণে পূর্ব্বোক্ত 'সরযুং হিরণ্যায়ৈ নমঃ,' ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া ইহাদের অধিদেবতরে পূজা করিবে। যথা—"ওঁ অমর্ত্ত্যায় নমঃ", এবং "পিতৃভ্যঃ, গন্ধর্ব্বেভ্যঃ, যক্ষেভ্যঃ, নাগেভ্যঃ, পিশাচেভ্যঃ, রাক্ষসেভ্যঃ।" কেশরে, অগ্ন্যাদিকোণে, মধ্যে ও পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে "ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা কর্ত্তব্য। লিখিত যন্ত্র-পদ্মের পূর্ব্বাদিপত্রে "ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ" ইত্যাদি। দশদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে পূজা করিবে। অতঃপর স্রুক্-স্রুব-সংস্কার কর্ত্তব্য। যথা—দুই হস্তে স্রুক্-স্রুব ধারণ করিয়া অধোমুখ করত বহ্নিতে তিনবার প্রতপ্ত করিবে ও কুশ দ্বারা স্রুক্-স্রুবের অগ্র, মূল ও মধ্য মার্জ্জনা, দক্ষিণ হস্তে প্রোক্ষণ, পুনঃ প্রতাপন, অগ্নিতে সম্মার্জ্জন, কুশ নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বদক্ষিণভাগে আস্তৃত কুশোপরি স্থাপন করিবে।

আজ্য-সংস্কার।—আজ্যস্থালী স্বসম্মুখে আনিয়া 'ফট্' মন্ত্রে জল দ্বারা শোধন পূর্ব্বক তাহাতে ঘৃত নিক্ষেপ করিবে। ঐ ঘৃত বহ্নিসংস্কারবৎ বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত করিতে হয়। বায়ুকোণে জলৎ অঙ্গার আকর্ষণ করিয়া তদুপরি 'নমঃ' মন্ত্রে আজ্যস্থালী স্থাপন করিবে। পরে দুইটি কুশ প্রজ্বালিত করিয়া আজ্যমধ্যে নিক্ষেপ করত 'নমঃ' মন্ত্রে প্রজ্বলিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা ঘৃতকে নীরাজনা করিয়া সেই কুশপত্রদ্বয় অগ্নিতে পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর 'ফট্' মন্ত্রে ঘৃতোপরি প্রজ্বলিত কুশ দেখাইয়া ঐ কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর ঘৃতপাত্র লইয়া ঐ অঙ্গার অগ্নির সহিত যোজনা করিয়া দিবে। জলস্পর্শ পূর্ব্বক বামহস্তোপরি দক্ষিণ-হস্ত রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা প্রাদেশপরিমিত কুশদ্বয় ধরিয়া 'ফট্' মন্ত্রে তাহা দ্বারা ঘৃত পবিত্র করত 'নমঃ' মন্ত্রে উক্তভাবে কুশ দ্বারা অগ্নিতে আত্মাভিমুখে ঘৃতপ্লব করিবে। অতঃপর প্রাদেশপরিমিত গ্রন্থি ও গর্ত্তযুক্ত পবিত্রকে ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা ঘৃতকে দুই ভাগে বিভক্ত করত এক ভাগ শুক্ল ও অপর ভাগ কৃষ্ণপক্ষরূপে চিন্তা করিবে। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী চিন্তা পূর্ব্বক ঘৃতপাত্রের বাম ও দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া হোম করিবে। অগ্রে স্রুব দ্বারা বা কুশিতে করিয়া আজ্যস্থালীর দক্ষিণাংশ হইতে 'নমঃ' মন্ত্রে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করিবে। পরে বামভাগ হইতে 'নমঃ' মন্ত্রে ঘৃত লইয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে এবং মধ্যভাগ হইতে 'নমঃ' মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নির ললাটনেত্রে "ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' মন্ত্রে হোম করিবে। পুনরায় দক্ষিণভাগ হইতে 'নমঃ' মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। তন্ত্রমতে সর্ব্বত্র আহুতিশেষ পাত্রান্তরে স্থাপনীয়। তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম করিবে অর্থাৎ "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবে।

তৎপরে "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" মন্ত্রে বারত্রয় হোম করত অগ্নির গর্ভাধানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। যথা—শুভকর্ম্মে—'ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা' মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবে। এইরূপে 'অগ্নেঃ পুংসবনং, সীমন্তোন্নয়নং, জাতকর্ম্ম, নামকরণং, নিষ্ক্রামণং, অন্নপ্রাশনং, চূড়াকরণং, উপনয়নং, মহাব্রতং, উপনিষৎ

স্নানং, গোদানং, বিবাহং, সর্ব্বত্র 'অগ্নেঃ অমুককর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা' মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবে। ক্রূর অভিচারাদি কার্য্যে—উক্ত বিবাহান্ত সংস্কার-হোমান্তে —'অগ্নের্ম্মরণং সম্পাদয়ামি স্বাহা' মন্ত্রে হোম কর্ত্তব্য। ত্রিপুরাসুন্দরীকল্পে 'ওঁ অগ্নের্গর্ভাধানং কল্পয়ামি ঐঁ নমঃ" ইত্যাদি বিশেষ তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য। তারা প্রভৃতি দেবতার হোমকালে'ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। অগ্নিতে পীঠদেবতাসহ মূলদেবতার অর্চ্চনা করিয়া ঘৃত দ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার হোম করিবে। পরে আত্মার সহিত বহ্নি ও দেবতার একত্ব ভাবনা করত মূলমন্ত্রে একাদশ আহুতি দিতে হয়। অনন্তর "ওঁ অমুকদেবতায়া অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা"—মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অঙ্গদেবতার প্রত্যেককে এক একবার আহুতি দিতে হয়। পরে নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কল্প করিয়া তত্তৎকল্পোক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত-অমুকদেবতাপূজাকর্ম্মণি অমুকদেবতাপ্রীতিকামঃ (মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক) স্বাহেতি মন্ত্রকরণক-অষ্টোত্তরশত-(কিংবা যতটি হইবে তাবৎ) সংখ্যকসাজ্য-অমুকসমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যামি।"

অনন্তর একটি একটি করিয়া হোমীয় দ্রব্যে ঘৃত মাখাইয়া হোমমুদ্রায় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত হোমীয় দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া স্বাহান্ত মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। কুণ্ডমধ্যে শান্তিকর্ম্মাঙ্গ-হোমে অগ্নির সুপ্রভানাম্নী জিহ্বায় হোম করিবে, কিন্তু সাবিত্রীরূপা বহুরূপানাম্নী জিহ্বা সকল কার্য্যেই সিদ্ধিদান করিয়া থাকে। হোমান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে চারিবার আহুতি দিবে। যথা—"ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহতে চ স্বাহা, ওঁ ভুবো বায়বে অন্তরীক্ষায় চ দিবে মহতে চ স্বাহা, ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ-স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্ভ্যো মহতে চ স্বাহা।" তৎপরে হোমীয়দ্রব্য স্রুব দ্বারা স্রুকে রাখিয়া স্রুব দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক উভয় পাত্রই নাভিদেশে রাখিয়া উত্থিত হইয়া 'ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্য-বস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ' মূলমন্ত্র পাঠান্তে স্বাহা বলিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। পরে

সংহারমুদ্রায় 'অমুকদেবতানামাগ্নে ক্ষমস্ব' বলিয়া স্বহৃদয়ে দেবতাকে পুনশ্চ স্থাপন করিবে। পুনশ্চ মহাব্যাহৃতি-হোম ও অগ্নির পূর্ব্বোক্ত সপ্তজিহ্বারূপ অঙ্গমূর্ত্তির প্রত্যেককে এক এক আহুতি প্রদান করিতে হয়। পরে পূর্ব্ববৎ মেখলায় জলসেক, স্বকীয় আত্মার সহিত বহ্নির সংহারমুদ্রায় সংযোগ করাইয়া পরিধিরূপে স্থাপিত আস্তরণকুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, নৈমিত্তিক হোমেই ঐ কুশ অগ্নিতে আহুতি দিবে, নিত্যকর্ম্মে নহে। অতঃপর শান্তি, তিলক ও দক্ষিণাদানাদি কর্ত্তব্য।

হোমমুদ্রা

তন্ত্রসারে—

তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগাত্তু শান্ত্যর্থং জুহুয়ান্নরঃ।
দাহজ্বরাভিচারাণামনামাঙ্গুষ্ঠমুদ্রয়া॥
বিদ্বেষোচ্চাটনে চৈব মারণে চ প্রশস্যতে।
প্রদেশিনীমধ্যমাভ্যাং বধোপশমনং ভবেৎ॥
বপুর্মেধা তথা কান্তিনীতিপুষ্ট্যাদিকে তথা।
আকর্ষণানি সর্ব্বাণি দূরাদনুগতানি চ॥
তর্জ্জন্যনামিকাযোগাৎ সদ্য এব ভবন্তি হি।
মোহনং বশ্যকামঞ্চ প্রীতিসম্বর্দ্ধনস্তথা।
প্রদেশিনীকনিষ্ঠাভ্যাং সর্ব্বমেতৎ প্রসিধ্যতি॥
মোহনাকর্ষণঞ্চৈব ক্ষোভণোচ্চাটনস্তথা।
কনিষ্ঠামধ্যমাঙ্গুষ্ঠসংযোগেন তু লীলয়া॥
বিধিযুক্তেন হোমেন তথা দ্রব্যানুযোগতঃ।
সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি মুদ্রামন্ত্রপ্রয়োগতঃ॥

তন্ত্রে কথিত আছে, বিধি অনুসারে যথোক্ত দ্রব্যে যথাবিধি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক হোম করিলে সকল মন্ত্রই সিদ্ধ হয়। শান্তিকার্য্যে উত্তান তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে হোম করিতে হয়। ঐরূপ দাহজ্বরাদি শান্তিকার্য্যে, অভিচার-কর্ম্মে অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে; মৃত্যুনিবারণার্থ হোমে তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে; শারীরিক শান্তিসাধন, মেধাজনন, কান্তিসম্বর্দ্ধন, নীতিসংশোধন, পুষ্টি-কার্য্য ও সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণাদি কর্ম্ম-হোমে তর্জ্জনী ও অনামাযোগে; মোহন,

বশীকরণ ও প্রীতিসম্বর্দ্ধনার্থ হোমে তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠাযোগে; মোহন, আকর্ষণ, ক্ষোভণ ও উচ্চাটন কার্য্যে কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে হোম কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ।

হোমীয়দ্রব্য-পরিমাণ

ঘৃতহোমে ঘৃত দুই তোলা পরিমাণ গ্রাহ্য। এইরূপ দুগ্ধহোমে দুগ্ধ দুই তোলা, পঞ্চগব্য দুই তোলা, মধু দুই তোলা, দুগ্ধপকায় অক্ষমিত, দধি এক-কোষপরিমিত, খই মুষ্টিমিত, চিপিটক ও শক্তু মুষ্টিমিত, গুড় ও শর্করা অর্দ্ধ-পল (২ ভরি), চরু অর্দ্ধগ্রাস, ইক্ষু এক পর্ব্ব, পত্র ও পুষ্প অখণ্ড এক একটি, পিষ্টকও পুষ্পবৎ, কদলীফল ও নারঙ্গলেবু এক একটি, লেবু চারি খণ্ড, কাঁটাল দশ খণ্ড, নারিকেল আট খণ্ড, বিল্ব ত্রিখণ্ড, কপিত্থ (কৎবেল) দুই খণ্ড, উর্ব্বারুক (কাঁকুড়) ত্রিখণ্ড, অন্যান্য ফল অখণ্ড দাতব্য। সমিধ্মাত্রই দশাঙ্গুলপ্রমাণ, দূর্ব্বাহোমে দূর্ব্বাত্রয় মিলিত; গুলঞ্চ চতুরঙ্গুল; ধান্য মুষ্টিমিত; ঐরূপ মুদ্গ, মাষকলাই, যব মুষ্টিমিত, তণ্ডুল অর্দ্ধমুষ্টিপ্রমাণ, কোদ্রব, গোধূম, রক্তধান্য মুষ্টিমাত্র; তিল ও সর্ষপ গণ্ডুষপরিমাণ; লবণ দুই তোলা; মরিচ বিংশতিসংখ্যক; চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তূরী, কুঙ্কুম, এই সকল তিন্তিড়ী-বীজপরিমিত করিয়া হোম করিবে।

পৌরাণিক পঞ্চপল্লব

আম্র পাকুড়, বট, অশ্বত্থ ও যজ্ঞডুমুর, এই পাঁচটির পল্লবের নাম পঞ্চ-পল্লব। প্রমাণ যথা—

"আম্রাশ্বত্থ-বটপ্লক্ষোডুম্বরং পঞ্চপল্লবম্॥"

মতান্তরে—আম্র, অশোক, বট, পাকুড় ও উডুম্বর। প্রমাণ যথা—

"চুতাশোকবটপ্লক্ষোডুম্বরাঃ পঞ্চপল্লবাঃ॥"

মতান্তরে—আম, জাম, কদ্‌বেল, বীজপূরক ও বিল্ব। প্রমাণ যথা—

"আম্রজম্বুকপিত্থাশ্চ বিল্বশ্চ বীজপূরকঃ॥"

অথবা শিমুল, আম্র, বট, অশ্বত্থ ও বকুল, ইহাদিগের পল্লবও পঞ্চপল্লব বলিয়া কথিত আছে।

তান্ত্রিক পঞ্চপল্লব

পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল।

প্রমাণ যথা—

"পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ ॥"

পঞ্চকষায়

জাম, শিমুল, বেড়েলা, কুল ও বকুল, ইহাদিগের বল্কলজলকেই পঞ্চকষায় কহে। প্রমাণ যথা—

"জম্বুশাল্মলিবাট্যালং বদরং বকুলস্তথা।
কষায়াঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ প্রীতিকরাঃ শুভাঃ ॥"

নবপত্রিকা

রম্ভা, কালকচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মানকচু এবং ধান্য। প্রমাণ যথা—

"রম্ভা কচ্বী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকাঃ ॥"

প্রমাণান্তর যথা—

"কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ ॥"

সর্ব্বৌষধি

মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলেয়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুথা। এই সকল বস্তুর চূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বটিকা। প্রমাণ যথা—

"মুরামাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্।
শটীচম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ ॥"

গৃহশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি

বিপ্র, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের গৃহে কুকুর প্রভৃতির মৃত্যু হইলে দশদিনান্তে

সেই গৃহ শুদ্ধ হয়। শূদ্র মরিলে এক মাসের পর বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহ শুদ্ধ হয় আর পতিত ব্যক্তি মরিলে দুই মাসান্তে শুদ্ধ হইবে। বিপ্রাদি বর্ণত্রয়ের গৃহে ম্লেচ্ছ ব্যক্তি মরিলে চারি মাসান্তে গৃহ শুদ্ধ হয় এবং চণ্ডালাদি মরিলে সে গৃহ আর শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণ মরিলে তিন দিন, ক্ষত্রিয়ের গৃহে ক্ষত্রিয় মরিলে পাঁচ দিন,বৈশ্যের গৃহে বৈশ্য মরিলে আট দিন এবং শূদ্রের গৃহে শূদ্র মরিলে এক পক্ষ অশুদ্ধ থাকে, পরে গৃহ শুদ্ধ হয়! গৃহমধ্যে কেহ মরিলে সেই গৃহাভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাপাত্র ও পক্ক অন্নাদি ফেলিয়া দিবে। পরে গোময় দ্বারা গৃহলেপন করত ছাগ দ্বারা আঘ্রাণ করাইবে। অনন্তর বিপ্র স্বর্ণ ও কুশসমন্বিত জল দ্বারা সেই গৃহ অভিষিক্ত করিবেন।

স্বর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, রত্নময় পাত্র, অনুচ্ছিষ্ট কাংস্য, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, রঙ্গ ও সীসাময় বস্তু জল দ্বারা ধৌত হইলেই শুদ্ধিলাভ করে।

উল্লিখিত ধাতুপাত্র বা পাষাণপাত্র শূদ্র কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে তিনবার ক্ষার, অম্ল ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। ঐ সকল পাত্র সূতিকা, রজস্বলা, শব, মল ও মূত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে যাবৎ তাপ সহ্য হয়, তাবৎকাল অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করত শুদ্ধ করিবে।

যে জীবের মাংস অখাদ্য, যদি তাদৃশ কোন জীবের মৃতদেহ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি জলাশয়ে পড়ে, তাহা হইলে সেই জল অশুদ্ধ হয়। উহা শুদ্ধ করিতে হইলে কূপ হইতে ত্রিশ কলস, তড়াগ বা পুষ্করিণী হইতে ষষ্টি কুম্ভ এবং সরোবর হইতে এক শত কুম্ভ জল তুলিয়া মন্ত্রপূত পঞ্চগব্য দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, তৈল আর ফল এই সমস্ত দ্রব্য ম্লেচ্ছপাত্রে রাখিলে অশুদ্ধ হয়, কিন্তু পাত্রান্তর করিলেই শুদ্ধ হইবে।

জল দ্বারা স্বর্ণ ও রজত, ভস্ম দ্বারা কাংস্য, অম্ল দ্বারা পিত্তল ও তাম্র এবং অগ্নিযোগে মৃন্ময় পাত্র শুদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তি ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আহার করে, সে পাপী হয়। যদি সে ব্যক্তি নদীতে স্নান পূর্ব্বক অষ্টাধিক এক সহস্র গায়ত্রী জপ করত একাহারী হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ হইবে।

কোন কোন মতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর ও স্ফটিক এই সকল পাত্র ভগ্ন বা অভগ্ন হউক, সর্ব্বদাই শুদ্ধ।

উপাকর্ম।

বেদপাঠ ও ত্রিসন্ধ্যা দ্বারা যেমন দিনকৃত পাপের ক্ষয় হয়, তেমনই সমস্ত বর্ষকৃত পাপ এই উপাকর্ম দ্বারা ক্ষয় পাইয়া থাকে ; সুতরাং উপাকর্ম ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। সামবেদী ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্রে, যজুর্ব্বেদী শ্রাবণ-মাসে পূর্ণিমায়, ঋগ্বেদী শ্রাবণমাসে শ্রবণানক্ষত্রে অথবা ভাদ্রমাসে হস্তানক্ষত্র-যুক্ত পঞ্চমীতে উপাকর্ম করিবে।

বিষ্ণুপাদোদকপানান্তে শিরোপরি ধারণমন্ত্র।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে॥
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

বিপ্রপাদোদক-ধারণ মন্ত্র।

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপদোদকে॥
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকম্॥

ভূতচতুর্দ্দশীতে ভক্ষণীয় চতুর্দ্দশ শাক।

১। ওল। ২। কেঁউ। ৩। বেতো। ৪। সর্ষপ। ৫ কালকচু। ৬। নিম। ৭। জয়ন্তী। ৮। শাঞ্চে ৯। হিঞ্চা। ১০। পলতা। ১১। শুলফা। ১২। গুলঞ্চ। ১৩। ভাটা। ১৪। নিসিন্দা।

ভূতচতুর্দ্দশীতে দীপদানমন্ত্র।

নমঃ পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমো ধর্ম্মায় বিষ্ণবে।
নমো ধর্ম্মায় রুদ্রায় কান্তারপতয়ে নমঃ॥

ভূতচতুর্দ্দশীতে চিচ্চিড়ে ঘুরাইবার মন্ত্র।

শীতলোষ্ণসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥

ভূতচতুর্দ্দশীতে সন্ধ্যাকালে পিতা বা অন্য কোন গুরুজন সন্তানের ললাটে ঘৃতের কোঁটা দিয়া চিচ্চিড়ে অর্থাৎ আপাং গাছ ঘুরাইবে।

প্রণামে নিষেধ।

যদি গুরুজনের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি, কুশ, অগ্নি, জল, পুস্তক বা মৃত্তিকা থাকে, অথবা তাঁহারা অশুচি অবস্থায় কি আহারে নিরত থাকেন, কিম্বা দেবপূজাদিতে অভিনিবিষ্ট থাকেন, অথবা তাঁহারা কোন স্থানে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রণাম করিতে নাই। দেবতা বা গুরুজন কাহাকেও এক হস্তে প্রণাম করিবে না।*

দ্বাদশ দান।

(১) সধান্য ভূমি (২) আসন (৩) জলপাত্র (৪) বস্ত্র (৫) অন্নপাত্র (৬) তাম্বূলপাত্র (৭) ফলপাত্র (৮) চন্দনপাত্র (৯) ছত্র (১০) পাদুকা (১১) শয্যা (১২) গো অথবা কড়ি এক কাহন।

ষোড়শদান।

দ্বাদশদানের দ্রব্য এবং তৈজসাধার সহ দীপ, তৈজসাধার সহ মাল্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

বজ্রভয়নিবারণ-মন্ত্র।

নিম্নকথিত মন্ত্র দ্বারা বজ্রভয় দূর হয়। যথা—

"রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বিদ্যুতো ভয়ম্॥"

মধুপর্ক।

কাংস্যপাত্রে দধি, ঘৃত, জল, মধু ও চিনি একত্র করিয়া কাংস্যপাত্রে আচ্ছাদন করিলেই বিশেষ মধুপর্ক হয়। তন্মধ্যে দধি, ঘৃত ও চিনি সমভাগ, জল অত্যল্প এবং একত্রীভূত সর্ব্বদ্রব্যাপেক্ষা অধিক মধু দিবে।

সাধারণতঃ কাংস্যপাত্রে ঘৃত, মধু, দধি একত্র মিশ্রিত করিলেও মধুপর্ক বলিয়া পরিগণিত হয়।

* প্রমাণ যথা—

"একহস্তপ্রণামঞ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণম্।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥"

গন্ধাষ্টক

শারদাতিলকে—

চন্দনাগুরু-কর্পূর-চোর-কুঙ্কুম-রোচনাঃ।
জটামাংসী কপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥
চন্দনাগুরু-হ্রীবের-কুষ্ঠ-কুঙ্কুম-সেব্যকাঃ।
জটামাংসী মুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥
চন্দনাগুরু-কর্পূর-তমাল-জল-কুঙ্কুমম্।
কুশীদং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥
স্বরূপং চন্দনং চোরং রোচনাগুরুমেব চ।
মদং মৃগদ্বয়োদ্ভূতং কস্তূরীচন্দ্রসংযুতম্।
গন্ধাষ্টকং বিনির্দিষ্টং গণেশস্ত মহেশিতুঃ॥

অথবা—

চন্দনাগুরু-কর্পূর-রোচনাকুঙ্কুমং মদম্।
রক্তচন্দন-হ্রীবেরং গাণপত্যমুদাহৃতম্॥
জল-কাশ্মীরকুষ্ঠৈস্ত রক্তচন্দন-চন্দনৈঃ।
উশীরাগুরু-কর্পূরৈঃ সৌরং গন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥

শক্তিবিষয়ে—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর (গ্রন্থিপত্র), কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন।

বিষ্ণুবিষয়ে—চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, বারণমূল, জটামাংসী, মুরা।

শিববিষয়ে—চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমালরস, মদজল, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কুড়।

গণেশবিষয়ে—

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, গোরোচনা, কুঙ্কুম, মদজল, রক্তচন্দন, বালা।

সূর্য্যবিষয়ে—

মদজল, কুঙ্কুম, কুড়, রক্তচন্দন, চন্দন, উশীর, অগুরু, কর্পূর।

রুদ্রাক্ষসংস্কার-বিধি।

প্রথমতঃ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা রুদ্রাক্ষগুলি প্রক্ষালন পূর্ব্বক তদুপরি "নমঃ শিবায়" মন্ত্র পঞ্চবার পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দশধা উচ্চারণ করিবে, যথা—

"ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥" *

ওঁ হোঁ অঘোরে হৌং ঘোরে হুং ঘোরতরে ওঁ হ্রৈং হ্রীং শ্রীং ঐং সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে হুং হুং। এই মন্ত্রে রুদ্রাক্ষের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, প্রথমতঃ মালাগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক তদুপরি মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী আটবার জপ করিলেই রুদ্রাক্ষমালা ও তুলসী-মালাশোধন হয়। শোধনান্তে দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক ধারণ করিবে।

রুদ্রাক্ষধারণমন্ত্র।

একমুখ রুদ্রাক্ষ হইলে "ওঁ ঐঁ" মন্ত্র, দ্বিমুখ হইলে "ওঁ শ্রীঁ," ত্রিমুখ হইলে "ওঁ ক্রং ক্রং", চতুর্ম্মুখ হইলে "ওঁ হ্রীং হুঃ", পঞ্চমুখ হইলে "ওঁ হ্রীং", ষণ্মুখ হইলে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ওঁ, সপ্তমুখ হইলে "হ্রাং," অষ্টমুখ হইলে "ওঁ ক্রং রং", নবমুখ হইলে 'ওঁ হ্রাং', দশমুখ হইলে "ওঁ হ্রীঁ", একাদশমুখ হইলে "ওঁ শ্রীং", দ্বাদশমুখ হইলে "ওঁ হ্রীঁ হ্রাং", ত্রয়োদশমুখ হইলে "ওঁ ক্ষ্রৌং নমঃ" এবং চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ হইলে "ওঁ উমাং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়।

মতান্তরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে একমুখাদিরুদ্রাক্ষধারণ বিধেয়, যথা—ওঁ ওঁ ভৃশং নমঃ। ১। ওঁ ওঁ নমঃ। ২। ওঁ ওঁ নমঃ। ৩। ওঁ হ্রীং নমঃ। ৪। ওঁ হুং নমঃ। ৫। ওঁ হুং নমঃ। ৬। ওঁ ওঁ হুং হুং নমঃ। ৭। ওঁ নমঃ। ৮। হুং নমঃ। ৯। ওঁ হুং নমঃ। ১০। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১১। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১২। ওঁ ক্ষাং ক্ষৌং নমঃ। ১৩। ওঁ নমো নমঃ। ১৪।

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে রুদ্রাক্ষধারণের সংখ্যা।

বক্ষঃস্থলে অষ্টোত্তরশত, শিখায় একটি, বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকে ষোড়শ, প্রতি হস্তে দ্বাদশ, প্রতি কর্ণে ছয়, মস্তকে দ্বাবিংশতি এবং কণ্ঠদেশে দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে।

নীরাজনপ্রণালী।

নীরাজনের অপর নাম আরাত্রিক, চলিতকথায় আরতি বলে। দীপ,

---

* মতান্তরে এরূপ লিখিত আছে যে, মালামধ্যে যে কয়টি রুদ্রাক্ষ থাকিবে, প্রত্যেকটির উপর "ওঁ হুঁ নমঃ" এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া শিবচরণামৃত দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই ইহার সংস্কার হয়।

জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, পল্লব (চূতপল্লব বা বিল্বপত্রাদি) ও (দর্পণ) প্রণাম এই পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা আরাত্রিক সম্পাদন করিবে। *

প্রথমতঃ কোশার বামদিকে ভূতলে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি দীপ (পঞ্চপ্রদীপাদি) রাখিয়া তিনবার "ওঁ এতস্মৈ আরাত্রিকদীপায় নমঃ" মন্ত্রে জলাভ্যুক্ষণ করিবে। তদনন্তর তদুপরি দেবতার (যে দেবতার আরতি হইতেছে, তদীয়) মন্ত্র দশধা জপান্তে বামপদ ভূতলে ও দক্ষিণপদ আসন-প্রান্তে স্থাপন পূর্ব্বক দেবতার পদসমীপে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখ-প্রদেশে তিনবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার ঘুরাইতে হয়। প্রমাণ যথা—

"আদৌ চতুষ্পাদতলৈকদেশে,
দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্।
সর্ব্বেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারা-
নারাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ॥"

শঙ্খ দ্বারা আরাত্রিককালে প্রত্যেক অঙ্গের আরতির পর শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল ভূতলে ফেলিবে।

ভোগ ও শীতল দেওয়া।

অন্ন, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, নৈবেদ্য প্রভৃতি কোন কিছু দেবতাকে নিবেদন করিতে হইলে, জলপ্রোক্ষিত স্থলে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করিবে। ভোগনিবেদনের সময় প্রথমতঃ "ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ" মন্ত্রে অন্নাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিবে। তদনন্তর (যে দেবতাকে নিবে-দন করিবে,সেই) দেবতার মন্ত্র তদুপরি দশধা জপ করিয়া "ইদং সোপকরণান্নং ওঁ.অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে অন্নাদিতে একবার কিঞ্চিৎ জলপ্রক্ষেপ করিবে

* দীপ—পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর দ্বারা আরাত্রিক। শঙ্খ—শঙ্খের অভাবে কুশি ব্যবহার্য্য। শিব ও সূর্য্যপূজায় শঙ্খ নিষিদ্ধ, জলপূর্ণ কুশি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। শঙ্খ দ্বারা আরাত্রিকের পর ধৌত বস্ত্র দ্বারা, তৎপরে দর্পণ-প্রদর্শন এবং আম্র বা অশ্বত্থপল্লব অথবা বিল্বপত্র দ্বারা, আরাত্রিকের পর চামরাদি দ্বারা বীজন করিবারও বিধি আছে; তৎকালেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"পঞ্চনীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা॥
চূতাশ্বত্থাদিপত্রৈশ্চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্।
সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতেন পঞ্চমেন যথাবিধি॥"

ইহাকেই পঞ্চনীরাজন বলে।

পরে "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া দিয়া বামকর উত্তান (চিৎ) করত গ্রাস তুলিবার আকারে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিবে। "ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" (স্ত্রীদেবতা স্থলে যথাযথ দেবতাবিশেষের নাম উল্লেখ্য) মন্ত্রে নিবেদন করিতে হয়। তদনন্তর "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই কয়েকটি মন্ত্রে পানার্থজল, আচমনীয় ও তাম্বূলের উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিবে।

সন্ধ্যাকালে আরতির পর শীতলও * এই নিয়মে দিবে। কেবল "সোপকরণায়" শব্দের পরিবর্ত্তে নিবেদ্য তত্তৎদ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। কোন বস্তুর সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে "নৈবেদ্যং" বলিয়া দেওয়াই ব্যবস্থা।

কবচ-শোধন-বিধি।

নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া—'কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কবচসংস্কারকর্ম্মণি' ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে—"অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুককবচধারণার্থং অমুকদেবতায়া অমুককবচসংস্কারমহং করিষ্যে।"

গণেশাদি পঞ্চদেবতাকে পূজা করিয়া গুরুপূজাকরণানন্তর কবচকে জল দ্বারা স্নপনান্তে "হৌং" এই মন্ত্র অষ্টোত্তর-শতবার জপ করিয়া প্রণব উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা কবচ প্রক্ষালন করিয়া স্বর্ণাদিপাত্রে স্থাপন করিবে। পুনর্ব্বার 'হৌং' মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করত মূলমন্ত্রপাঠান্তে প্রথমে পঞ্চামৃত দ্বারা, পরে সেই মূলমন্ত্রে কবচকে কাঁচাদুগ্ধ ও জলে স্নান করাইবে এবং ধূপ জ্বালিয়া এই সকল দ্রব্য-সংযুক্ত জলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্নান করাইবে; দধি ঘৃত মধু চিনি দুগ্ধ জল চন্দন কস্তূরী ও কুঙ্কুম সহিত পঞ্চকষায়যুক্ত জল অষ্টকলসে করিয়া ক্রমান্বয়ে স্নান করাইয়া অবশেষে কেবল জলে স্নান করাইতে হয়।

পরে কবচ তুলিয়া বস্ত্রে মুছিয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন করত কুশাগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিবে। "ওঁ কবচরাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নঃ কবচঃ প্রচোদয়াৎ।"

রাত্রিকালীন নিবেদ্য দ্রব্যসামগ্রী।

এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। মন্ত্র যথা—“অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরা ঋষয় ঋগ্-যজুঃ-সামানি ছন্দাংসি জগচ্চৈতন্যরূপা প্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ” এইরূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আবাহন করত ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিবে। পট্টসূত্র, দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে। পূজাশেষে মূলমন্ত্র অষ্টোত্তর-শতবার জপ করত শক্তিবিত্ত-মানে বলি দিবে। পরে অষ্টোত্তরশতবার হোম করিয়া হুতাবশেষ কবচের উপর দিবে। হোমে অক্ষম হইলে অষ্টোত্তরদ্বিশতবার জপ করিবে। তৎপরে দক্ষিণা দেয়।

যাত্রামঙ্গল-মন্ত্র।

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
র্দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভ-দ্বিজ-নৃপ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং,
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥

দ্বাদশ গোপালের নাম।

কেশবাচ্যুত গোবিন্দ পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম। বাসুদেব হৃষীকেশ পুণ্ডরী-কাক্ষ বামন। নরসিংহ হয়গ্রীব নারায়ণ সদাবতু॥

বেদীশোধন মন্ত্র।

অগ্রে কুশোদক দ্বারা জলের ছিটা দিয়া—“ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।”

দশাঙ্গধূপের দ্রব্য।

মধু, মুথা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্‌গুল, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, শিলারস, শ্বেতসর্ষপ।

ষোড়শাঙ্গ ধূপদ্রব্য।

গুগ্‌গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, শ্বেতচন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, ইক্ষুগুড়, ধূনা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয়। সর্ব্বত্র ঘৃতযোগ করিতে হইবে ও দ্রব্যের ভাগ সমান সমান হইবে।

ক্ষৌরকর্ম্ম

"আজ্ঞয়া নরপতের্দ্বিজন্মনাং দারকর্ম্ম-মৃত-সূতকেষু চ। বন্ধ-মোক্ষ-মখ-দীক্ষণেষপি ক্ষৌরমিষ্টমখিলেষু চোড়ুষু।"

রাজাদেশে, বিবাহদিনে, মরণাশৌচান্তদিনে, বন্ধন ও মুক্তিকালে, যজ্ঞ-দীক্ষায় সকল দিনে ও সকল নক্ষত্রে ক্ষৌর কর্ত্তব্য।

জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে রোগ ও ধন-পুত্র নাশ পায়। নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করিলে শ্রীহীন হইতে হয়। রবিবারে ক্ষৌর নির্ব্বাহ করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলে মৃত্যু, বুধে ধনলাভ, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় এবং শনিবারে সর্ব্বপ্রকার দোষের উৎপত্তি হয়। প্রথমে শ্মশ্রুকেশাদি কর্ত্তন করিয়া পরে নখ কর্ত্তন করিবে। রোহিণী, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, মঘা ও কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্রে ক্ষৌরবর্জ্জন করিবে। মৈথুনান্তে ক্ষৌর নিষিদ্ধ। ক্ষৌরকার্য্যকালে কেশব, দিতি ও অদিতি এই কয়জনের এবং পাটলীপুত্র, মহীচ্ছত্রা ও আনর্ত্তপুর এই তিন নগর স্মরণ করিলে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। সৌর ভাদ্র, চৈত্র ও পৌষ মাসে, দেবকার্য্যে, পিতৃশ্রাদ্ধে, জন্মমাসে, জন্মনক্ষত্রে ও রবির অংশক্ষয়ে, সংক্রান্তিদিনে ক্ষৌরকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। পূর্ব্বাস্য হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করণীয়। স্নানান্তে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। প্রায়শ্চিত্তের জন্য পূর্ব্বাহ্নে ক্ষৌরকার্য্য করণীয়, তাহাতে বারদোষ হয় না।

যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ।

ঋগ্বেদীরা বামস্কন্ধ হইতে নাভির ঊর্দ্ধ এবং স্তনের অধোদেশ যাবৎ পরিমিত উপবীত ধারণ করিবে। যজুর্ব্বেদীর উপবীতের পরিমাণ নাভি যাবৎ এবং সামবেদীরা বামবাহু মূলদেশ হইতে দক্ষিণকরের অগ্রভিদেশ যাবৎ প্রমাণ উপবীত ধারণ করিবে। প্রমাণ যথা—

"স্কন্ধে সূত্রং সমাদায় নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ।
ঋগ্যামেতদ্ধি যজুষাং নাভিমাত্রং তথৈব চ।
সাম্নাং মূলাদ্বামবাহোর্দ্দক্ষিণারত্নিমানিতম্॥"

যজ্ঞোপবীতগ্রন্থিধারণমন্ত্র।

সামবেদী—ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি॥

যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী—ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ

সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু-তেজঃ।

ব্রহ্মগ্রন্থি অজ্ঞাত হইলে, গায়ত্রীপাঠ সহকারে প্রবরসংখ্যায় গ্রন্থি দিতে হয়। ইহা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত।

প্রবর।

শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল প্রবরস্য।—(শাণ্ডিল্যগোত্রের)

ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ প্রবরস্য।—(বাৎস্য, মৌদ্গল্য ও সাবর্ণগোত্রের)

ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য প্রবরস্য। (ভরদ্বাজ-গোত্রের)

কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব প্রবরস্য। (কাশ্যপগোত্রের)

যমদগ্ন্যোর্ব্ব্য-বশিষ্ঠপ্রবরস্য (যমদগ্নিগোত্রের)

বিশ্বামিত্র মরীচি-কৌষিকপ্রবরস্য (বিশ্বামিত্রগোত্রের)

অত্র্যাত্রেয় শাতাতপপ্রবরস্য (অত্রিগোত্রের)

গৌতম-বশিষ্ঠ-বার্হস্পত্য-প্রবরস্য বা গৌতম-ঔতথ্য-আয়াস প্রবরস্য (গৌতম-গোত্রের)

বশিষ্ঠ-পরাশর-নৈধ্রুব-প্রবরস্য বা বশিষ্ঠাত্রি-সাঙ্কৃতিপ্রবরস্য (বশিষ্ঠগোত্রের)

অগস্তি-দধীচি-জৈমিনি-প্রবরস্য (অগস্ত্যগোত্রের)

সৌকালিনাঙ্গিরস-বার্হস্পত্যাপ্সার-নৈধ্রুব-প্রবরস্য (সৌকালিনগোত্রের)

পরাশর-শক্তি-বশিষ্ঠ প্রবরস্য (পরাশরগোত্রের)

বৃহস্পতি-কপিল-পার্ব্বণ-প্রবরস্য (বৃহস্পতিগোত্রের)

অশ্বথ-দেবল-দেবরাজ-প্রবরস্য (কাঞ্চনগোত্রের)

বিষ্ণু-বৃদ্ধি-কৌরব-প্রবরস্য (বিষ্ণুগোত্রের)

কুশিক-কৌশিক-ঘৃতকৌশিক-প্রবরস্য বা কুশিক বিশ্বামিত্র-দেবরাট্-প্রবরস্য (ঘৃতকৌশিকগোত্রের)

কৌশিকাত্রি জমদগ্নি-প্রবরস্য (কৌশিকগোত্রের)

অত্রি-ভৃগু-বশিষ্ঠ-প্রবরস্য (কাত্যায়নগোত্রের)

আত্রেয়-শাতাতপ-সাংখ্য প্রবরস্য (দত্তাত্রেয়গোত্রের)

কাণ্বাশ্বথ-দেবল-প্রবরস্য (কাণ্বগোত্রের)

কৃষ্ণাত্রেয়াত্রেয়াবাস-প্রবরস্য (কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রের)

অব্যাহারাত্রি-সাঙ্কৃতি-প্রবরস্ত (সাঙ্কৃতিগোত্রের)
কৌণ্ডিল্য-স্তিমিক কৌৎস-প্রবরস্ত (কৌণ্ডিল্যগোত্রের)
গার্গ্য-কৌস্তভ-মাণ্ডব্য-প্রবরস্ত (গার্গ্যগোত্রের)
আঙ্গিরস-বশিষ্ঠ-বার্হস্পত্য প্রবরস্ত (আঙ্গিরসগোত্রের)
গার্গ্য-গৌতম-বশিষ্ঠ-প্রবরস্ত (অনাবৃকাক্ষগোত্রের)
অব্য-বলি-সারস্বত-প্রবরস্ত (অব্যগোত্রের)
জৈমিন্যুতথ্য সাঙ্কৃতি-প্রবরস্ত (জৈমিনিগোত্রের)
কুরু বৃদ্ধাঙ্গিরো-বার্হস্পত্য-প্রববস্য (বৃদ্ধিগোত্রের)
আলম্ব্যায়ন শালঙ্কায়ন-শাকটায়ন প্রবরস্ত (আলম্ব্যায়নগোত্রের)
সাঙ্কৃতি-প্রবরস্ত (বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রের)
শক্তি পরাশর-বশিষ্ঠ-প্রবরস্ত (শক্তিগোত্রেব)
কাণ্বায়নাঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-ভরদ্বাজাজমীঢ়প্রবরস্ত (কাণ্বায়নগোত্রের)
অক্ষোভ্যানন্ত-বাসুকিপ্রবরস্ত (বাসুকিগোত্রের)
গৌতমাপ্সারাঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-নৈধ্রুব-প্রবরস্ত (গৌতমগোত্রের)
শুনক-শৌনক-গৃৎসমদ-প্রবরস্ত বা শুনক-সৌহার্দ্দি-গৃৎসমদ-প্রবরস্ত (শুনক-গোত্রের)
ঔর্ব্ব চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্যাপ্নুবৎ-প্রবরস্ত (সৌপায়নগোত্রের)

যজ্ঞোপবীতধারণনিয়ম

চারিটি ত্রিদণ্ডী ধারণ কর্ত্তব্য। কেন না, দৈব ও পৈত্র ক্রিয়ার্থ দুইটি, উত্তরীয়ার্থে একটি ও বস্ত্রাভাবার্থ একটি ধারণ করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয়ঞ্চোত্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুষ্টয়ম্॥"

যজ্ঞোপবীতের সূত্রনিরূপণ

কার্পাসসূত্রজ যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণেরা, শণসূত্রনির্ম্মিত ক্ষত্রিয়েরা এবং মেষলোমজ সূত্রনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত বৈশ্যেরা ধারণ করিবে। প্রমাণ যথা—

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞাং বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥"

বিপ্রকন্যাকৃত কার্পাসসূত্রে নির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে চতুর্ব্বর্গফললাভ হয়। প্রমাণ যথা—

"কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্ ।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যয়া নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনম্ ॥"

যজ্ঞোপবীতমার্জ্জনদ্রব্য ।

বেলের আঠা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সার্ষপতৈল ও তণ্ডুলচূর্ণ, এই সকলের এক-তম দ্বারা যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন করিতে পারে ।

যজ্ঞোপবীতমার্জ্জনপ্রণালী ।

যজ্ঞসূত্র বামস্কন্ধ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বামাঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া উপরিলিখিত মার্জ্জনদ্রব্যের একতম দ্বারা মার্জ্জন করিবে ।

নষ্টচন্দ্রদর্শনে জলপান ।

ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতিথিতে সমুদিত চন্দ্রের নাম নষ্টচন্দ্র । ঐ চন্দ্র দর্শনে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া জলপান করিলে নষ্টচন্দ্রদর্শনজনিত পাপ দূর হয়, যথা—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥"

জলপানান্তে স্যমন্তকোপাখ্যান শ্রোতব্য ।

সামবেদি-শান্তি ।

আম্রপল্লব বা কুশাদি দ্বারা জল গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে বিন্দু বিন্দু নিক্ষেপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পাঠ করিবে, যথা—

কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য মহাবামদেবঋষির্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মাণি জপে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ।

ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ, দৃঢ়া চিদারুজে বসু ।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং, শতং ভবাঃ স্যূতয়ে ।

যজুর্ব্বেদী "স্যূতিভিঃ" পড়িবে ।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ,

বনস্পতয়ঃ শান্তিরাপঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্ব্বং শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ।

ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ।
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥
ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

ঋগ্বেদি-শান্তি।

ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চন্তি বচো যথা। আভ্যাবস্তং যমাবস্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্॥ যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভাবতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী। সপ্তানানামভিহিতো য এবেদমিতি ব্রুবন্॥ ইন্দ্রস্থং কিং বিভুঃ প্রভূর্ভানুর্নায়ং সরস্বতীম্। তেন সূর্য্যমরোচয়ৎ যেনেমে রোদসী উভে॥ জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ কাণ্বং মেধাতিথিমাত্মা সোমস্য বৃহৎ শোত স্যার্মধ্যমোত্তমঃ॥ জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ শোত স্যার্দৈবরিতমঃ। অশান্তমাশান্তমভি শান্তে স্বস্তিমকুর্ব্বতঃ। শন্নঃ কণিক্রদন্দে পর্জ্জন্যোঽভিবর্ধতু॥ ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নো দ্যাবাপৃথিবী। সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্তু দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

যজুর্ব্বেদি-শান্তি।

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃশ্রোত্রং প্রপদ্যে। বাগোজঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানৌ। যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষোর্হৃদয়স্য ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মে দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

তান্ত্রিক-শান্তি।

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ (সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ)॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্তু তে সদা॥ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা প্রজ্ঞা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ

কাস্থিশ্চ মাতরঃ॥ এতাস্থামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ (লোকপালাঃ সমাগতাঃ)॥ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ। গ্রহাস্থামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা(হধ্বরা) নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ॥ ঔষধানি চ রত্নানি কালস্থাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে স্থামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

বিসর্জ্জন।

এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, "দেবতার দেহে আবরণ-দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন।" পরে 'ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

সংহারমুদ্রাযোগে নির্ম্মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুষুম্নামার্গে সেই পুষ্পের গন্ধের সহিত দেবতার তেজ স্বীয় হৃদয়কমলে আনয়ন করিবে। তৎপরে ঈশান-কোণে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি নির্ম্মাল্যশেষ দিবে। তৎপরে বিষ্ণুবিষয়ে—'ওঁ বিষ্বক্সেনায় নমঃ,' দুর্গাবিষয়ে—'ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ,' শক্তিবিষয়ে—'ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ,' শিববিষয়ে—'ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ.' সূর্য্যবিষয়ে—'ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ,' গণপতিবিষয়ে—'ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ,' কালিকাদিবিষয়ে—'ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। যে ঘটে দেবার্চ্চনা হয়, সেই ঘট হস্ত দ্বারা ঈষৎ চালিত করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র যথা—

"ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি (পুং দেবতাপক্ষে 'পরমেশ্বর')। পূজাধারণকালে চ পুনরাগমনায় চ॥"

চন্দন ও শঙ্খজললেপন এবং নৈবেদ্যগ্রহণবিধি।

নির্ম্মাল্য পুষ্পাদি শিরোপরি করিয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপন করা ব্যবস্থা। দেবতার প্রকৃত ভক্তকে নৈবেদ্য দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিবে। দেবতাপূজার অব-শিষ্ট শঙ্খস্থ জল অঙ্গে লেপন করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

"নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনম্। নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে॥ দেবতার্চ্চাবশিষ্টং যৎ সলিলং শঙ্খমধ্যগম্। অঙ্গলগ্নং মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥"

নির্ম্মাল্য-গ্রহণ নিষেধ।

"পবিত্রং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্। অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥" বিষ্ণুনৈবেদ্য ব্যতীত অন্য দেবতার নৈবেদ্য অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ রুদ্র ও সূর্য্যের নৈবেদ্য ও নির্ম্মাল্য গ্রহণ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। নন্দিকেশ্বরপুরাণে উক্ত আছে, মহাদেবের উদ্দেশে নৈবেদ্য বস্ত্রাদি দান করিয়া কদাচ গ্রহণ করিবে না, পরন্তু শিবভক্তকে প্রদান করিবে। বিষ্ণুতে শিবপূজা করিলে শিবনির্ম্মাল্য হেয় নহে। কালিকাপুরাণে কথিত আছে, যে যে দেবতার উপাসক, সে তাহার নৈবেদ্য ভোজন করিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবগণ সৌর ও শিবনৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না॥

হরির লুট্ প্রদান।

যথাবিধি আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরের জন্য হইলে অধিকন্তু অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ উচ্চার্য্য) অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং সঙ্কল্পিত-হরিপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।" পরে নৈবেদ্য উৎসর্গ-বিধানে উৎসর্গ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনসহকারে ছড়াইয়া দিবে।

কার্ত্তিকমাসে আকাশপ্রদীপদান-মন্ত্র।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

অশোকাষ্টমীতে অশোককলিকাপান-মন্ত্র।

অশোকাষ্টমীতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে সজল অশোককলিকাষ্টক পান করিলে জন্মজন্মান্তরে শোক পাইতে হয় না। "অদ্যেত্যাদি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তায়াম্ অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শোকরহিতত্বকামঃ অষ্টাবশোককলিকা অহং পিবে", এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিষ্ণুপদ-জলমিশ্রিত আটটি অশোককলিকা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পান করিতে হয়।

পানমন্ত্র।—ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥

যবাদিদ্রব্যের অভাবে প্রতিনিধি।

যবাভাবে গম, ব্রীহি অভাবে শালিধান্য, মধু অভাবে গুড়, ঘৃত অভাবে সর্ষপতৈল এবং কুশ অভাবে কেশে সর্ব্বত্র মুখ্যদ্রব্যাভাবে সদৃশ প্রতিনিধি গ্রাহ্য, কিন্তু মন্ত্রে প্রকৃত দ্রব্যের নামই উল্লেখ্য, যথা—মধুর অভাবে গুড় প্রয়োগ করিলেও "মধুবাতা" মন্ত্র "গুড়বাতা"রূপে পাঠ্য নহে।

দেবপূজায় আবাহনাদির নিষেধবিধি।

শালগ্রামে, বাণলিঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিতে, জলে ও বহ্নিতে পূজাকালে দেবতার আবাহন, প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই।

অম্বুবাচীতে নিষিদ্ধকর্ম।

অম্বুবাচীতে কাম্যপূজাদি, ব্রতারম্ভাদি, যাগ-হোমাদি, গৃহপ্রবেশাদি, ভূমিখনন, বীজবপন, অধ্যয়ন ও পক্বান্নাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

সধবার পক্ষে কুশ ও তিল ব্যবহারের নিষিদ্ধতা।

সধবা স্ত্রী কুশ বা কেশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ব্যবহার করিবে, কুশাসনে বসিবে না এবং তিলব্যবহারও নিষিদ্ধ। তিলের পরিবর্ত্তে যব ব্যবহার্য্য।

পর্য্যুষিত কুশ ও শিবমৃত্তিকাগ্রহণের নিষিদ্ধ দিন।

হরিশয়নে বাসী কুশ ও শিবমৃত্তিকা অব্যবহার্য্য। শ্রাবণী অমাবস্যায় কুশ তুলিলে তাহা পর্য্যুষিত হয় না।

প্রণামবিধি।

প্রণাম চতুর্ব্বিধ ;—অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও করশিরঃসংযোগাখ্য। স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণম্যের পাদস্পর্শ করাকে অভিবাদন কহে। পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি (প্রণম্যের প্রতি স্থির-নেত্রপাত,) বাক্য (তন্নামোচ্চারণ) ও মন (তৎপ্রতি একাগ্রচিত্ততা) এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণামের নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম, বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামের নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম এবং মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক প্রণামকে করঃশিরসংযোগাখ্য প্রণাম কহে। প্রমাণ যথা—

"পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥"

শিব ও স্ত্রীদেবতাকে দক্ষিণে এবং বিষ্ণুকে বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করিবে। গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করা বিধেয়। ইহা না করিলে প্রণতি বিফল হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

"স্ববামে প্রণমেদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥"

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিনমস্কার করিবে। ব্রাহ্মণের অঙ্গে পাদস্পর্শ হইলে উভয়েই 'বিষ্ণবে নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ব্রাহ্মণ প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণগণ "স্বস্ত্যস্তু", ক্ষত্রিয় প্রণাম করিলে 'আয়ুষ্মান্ ভব' বৈশ্য অভিবাদককে 'বর্দ্ধতাম্', শূদ্র অভিবাদকের প্রতি 'আরোগ্যমস্তু' বলিবেন। হীনবর্ণের প্রতি "ধর্ম্মে মতিরস্তু", "কল্যাণমস্তু" অথবা "জয়োঽস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদের সময় উত্তান-দক্ষিণহস্ত অধঃপ্রসারণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব্ব স্পর্শ করিয়া বরমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

প্রণম্যাপ্রণম্য বিচার।

"মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্ বয়সাধিকঃ।
নমস্কুর্য্যাদ্ গুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরম্ ॥
তথা—স্ত্রিয়ো নমস্যা বৃদ্ধাশ্চ বয়সা পত্যুরেব তাঃ ॥"

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পিতা-মাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে না। কিন্তু গুরু-পত্নী (আচার্য্যানী), জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-পত্নী ও বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও প্রণম্যা। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাঁহারা স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহারাই প্রণম্য। বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুলাদি উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উত্থিত হইবে, এবং 'অমুক আমি' বলিয়া নিজ নাম কীর্ত্তন করিবে।

প্রণম্যা স্ত্রীলোকের অঙ্গে স্ত্রীলোকের পদস্পর্শ হইলে "ক্ষমস্ব" অর্থাৎ 'ক্ষমা করুন্' বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণম্যা স্ত্রীও "জীবৎপতিকা ভব" অর্থাৎ 'চির আয়াতী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

পঞ্চগব্য।

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত একত্র করিলেই পঞ্চগব্য হয়। গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের অষ্টগুণ দধি মিশ্রিত করিবে। এতৎসহ কুশোদকমিশ্রণেরও বিধি আছে। প্রমাণ যথা—

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
পঞ্চগব্যমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

সামবেদি-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র।

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ দ্বারা শুদ্ধ করিবে।

গোময়—ওঁ গাবশ্চিদঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ।

দুগ্ধ—ওঁ গব্যো ষুণোযথাপুরা অশ্বয়োৎথ রথয়া বরিবস্যা মহোনাম্।

দধি—"ওঁ দধিক্রাব্ণোঽকারিষম্" ইত্যাদি।

ঘৃত—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানাং" ইত্যাদি।

কুশোদক—ওঁ দ্যৌরাপঃ ক্রণিক্রদৎ সিন্ধোরায়ো মরুতো মাদয়ন্তাং ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ।

সমস্ত একত্র মিশ্রণান্তে গায়ত্রী-পাঠ কর্ত্তব্য।

যজুর্ব্বেদি-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র।

গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠ দ্বারা শুদ্ধ করিবে।

গোময়—"ওঁ গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা।

দুগ্ধ—"ওঁ আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা।

দধি—"দধিক্রাব্ণোঽকারিষং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা।

ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা।

কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তা-ভ্যামাদদে॥"

সমস্ত একত্রকরণান্তে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদি-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র।

গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠ দ্বারা।

গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদঘা" ইত্যাদি।

দুগ্ধ—"আপোঽস্ত্বাষচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তস্মা সংসৃজ বর্চ্চসা।"

দধি—"ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীলাঃ। দধিক্রা-মগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতঃ স্বস্তি তে পারমসীয়।"

ঘৃত—"ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতন্ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতুরজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম।"

কুশোদক—"যোগে যোগে তরস্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায় ইন্দ্রমূতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ।"

সমস্ত মিশ্রণান্তে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি আনুষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি জাগতেন ত্বা চ্ছন্দসা মথ্নামি ভূর্ভুবঃ স্বর্ষয়ীষতে।"

পঞ্চামৃত।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা ও মধু ইহাদেরই নাম পঞ্চামৃত। ইহাই সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োজনীয়। প্রমাণ যথা—

"দধি দুগ্ধং ঘৃতঞ্চৈব শর্করাসংযুতং মধু।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

পঞ্চামৃতশোধন।

দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতশোধন-মন্ত্র পূর্ব্বে লিখিত হইল; মধু ও শর্করা শোধন-মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইতেছে, যথা—

মধুশোধন মন্ত্র।—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তো-ষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

চিনিশোধন মন্ত্র।—গায়ত্রীপাঠ।

পঞ্চশস্য।

ধান্য, মাষকলায়, তিল, মুগ ও যব। প্রমাণ যথা—

"ধান্যমাষাস্তিলা মুদ্গাঃ সযবাঃ পঞ্চশস্যকাঃ॥"

পঞ্চরত্ন।

মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ। প্রমাণ যথা—

"মণি-মুক্তা-প্রবালঞ্চ রজতং কাঞ্চনন্তথা।
পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তমৃষিভিঃ পূর্ব্বদর্শিভিঃ ॥"

নবরত্ন।

মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্যমণি, গোমেদমণি, রক্তমণি, বিক্রমমণি, পদ্মরাগমণি, মরকত ও নীলমণি। প্রমাণ যথা—

"মুক্তা-মাণিক্য বৈদূর্য্যান্ গোমেদান্ রক্ত-বিক্রমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ॥"

হবিষ্যান্ন।

গব্যদধি, গব্যঘৃত (অভাবে মাহিষঘৃত), আতপতণ্ডুল, ইক্ষুচিনি, বেতোশাক, ইক্ষু, হরীতকী, মটর, যব, তিল, কাঁচামুগ, সৈন্ধবলবণ, হিঞ্চা, কাঁটাল, কদলী, আমলকী, লতাদির মূল, তেঁতুল, আম্র, জীরক, গব্য দুগ্ধ (অভাবে মাহিষ দুগ্ধ), লবলী (নোড়)। *

স্মার্ত্তমতে—হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদগাস্তিলা যবাঃ। কলায়-কঙ্গু-নীবারা বাস্তকং হিলমোচিকা। ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পিষী। পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী। তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী। কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্য-গুড়মৈক্ষবম্। অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যমৈক্ষবং গুড়বর্জ্জিতম্। নারিকেল-ফলঞ্চৈব কদলীং লবলীন্তথা। আম্রমামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকীম্। ব্রতান্তরপ্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ ॥

হেমন্তপক্ব সাদা আতপতণ্ডুল, মুগ যব, তিল, কলায়, কঙ্গু, বন্যধান্য, বেতোশাক, হিংচে শাক, ষষ্টি ও কালশাক, কেঁউ ব্যতীত সর্ব্ববিধ মূল, সিন্ধু ও সমুদ্রোৎপন্ন সৈন্ধব, গব্যদধি, গব্য ঘৃত, অনুদ্ধৃতসারবান্ গব্যদুগ্ধ, কাঁঠাল, আম, হরীতকী, নারিকেল, কদলী, লবলী, তিন্তিড়ী, নাগরঙ্গ,

* আতা, পেঁপে, তরমুজ, ডাব বা নারিকেল, ফুটি, কড়াইশুঁটি, বরবটি, বাদাম, ডালিম, দ্রাক্ষা (কিসমিস), খর্জ্জুর প্রভৃতি দ্রব্যও দেশভেদে লৌকিকাচারমতে হবিষ্যান্ন বলিয়া পরিগণিত।

আমলকীফল, জীরে, পিপুল, ইক্ষু-দণ্ড, ইক্ষু-চিনি (ইক্ষু-গুড় নহে), অ-তৈল পক্ক বস্তু ও ব্রতান্তরে বিহিত ফল হবিষ্য দ্রব্য।

মহা হবিষ্যদ্রব্য।

মহাগুরুনিপাতে, ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়, পুরশ্চরণে বা যে যে কার্য্যে অক্ষার লবণ ভোজনের বিধি আছে, সেই স্থলেই নিম্নোক্ত দ্রব্য গ্রাহ্য, যথা—

"গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্তং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
লবণে সৈন্ধব-সামুদ্রে অক্ষারলবণং বিদুঃ॥"

কাঁচা গো-দুগ্ধ, গো-ঘৃত, হৈমন্তিক সাদা আতপতণ্ডুল, কাঁচা মুগ, তিল, যব, সিন্ধু ও সমুদ্রজ লবণ অক্ষার লবণ নামে অভিহিত।

অক্ষমের পক্ষে উপবাসে অনুকল্প।

আপৎসু মরণাদ্ভীতৈর্বিধেঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ॥

শাস্ত্রে আপৎকালে ও মরণভীতের পক্ষে প্রতিনিধি বা অনুকল্পের বিধি ব্যবস্থিত আছে। কিন্তু—

"প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতেবির্দ্যতে ফলম্॥"

যে ব্যক্তি উপবাসাদি প্রথমকল্পে সমর্থ হইয়া কষ্টভয়ে অনুকল্পে ইচ্ছুক হয়, সে দুর্ব্বুদ্ধির পারত্রিক ফল ঘটে না। শাস্ত্রে কথিত আছে—

"অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।"

ক্ষীণের পক্ষেই অনুকল্পবিধি কথিত হইয়াছে।

"নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ॥"

অহোরাত্র উপবাসে অক্ষম হইলে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন বা ওদন ব্যতীত অন্য খাদ্য, কিম্বা ফল, তিল অথবা দুগ্ধ, সামর্থ্য পক্ষে কেবল ঘৃত অথবা পঞ্চগব্য কিম্বা বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

উপবাসদিনে উপবাস করিতে অক্ষম হইলে ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ও জল সেবন করিবে। যদি তাহা সেবন করিয়াও উপবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দিবা উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে। উপবাসে কাতর হইলে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা ভোজনমূল্য দ্বিগুণ দান করিবে, তাহাতে উপবাসফল হয়।

জপরহস্য।

নির্জ্জনে জপ করাই কর্ত্তব্য। ফল কথা, যেখানে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহাই জপের উপযুক্ত স্থান। জপ ত্রিবিধ ;—মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক। মনে মনে মন্ত্র জপ করাকে মানসিক জপ কহে ; যে জপের শব্দ নিজের শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু অন্যে শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংশু জপ বলে ; আর যে জপের শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয়, তাহাকে বাচনিক জপ বলা যায়। বাচনিক অপেক্ষা উপাংশু এবং উপাংশু অপেক্ষা মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রজপের আদিতে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও শুকপঙ্‌ক্তিনমস্কার করিয়া জপশেষে পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করত জপ বিসর্জ্জন করিবে। পরন্তু গায়ত্রীজপ সম্বন্ধে ইহার কিছুই করিবার আবশ্যক নাই।

প্রভাতে হৃদয়সমীপে উত্তান উভয়হস্তে, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখহস্তে এবং সন্ধ্যাকালে অধোমুখ-হস্তে জপ করিবে। জপকালে হস্ত বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে। হৃদয়কমলে পূজিত দেবতাকে ধ্যান পূর্ব্বক মস্তকস্থিত গুরু ও মন্ত্র সহ দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া জপ করিতে হয়। মন্ত্র স্পষ্ট ও অনতিদ্রুতভাবে উচ্চারণ করিবে এবং অধিক বিলম্ব করিয়া উচ্চারণ করিবে না। অক্ষ-মালাতে জপই প্রশস্ত, তাহার অভাবে অনামার মূলপর্ব্বদ্বয়, কনিষ্ঠার পর্ব্বত্রয়, অনামা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্বদ্বয় ও তর্জ্জনীর পর্ব্বত্রয় এই দশপর্ব্বে ক্রমান্বয়ে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা জপ করিবে। স্ত্রীদেবতা হইলে তর্জ্জনীর পর্ব্বদ্বয় পরিত্যাগ করত মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব যাবৎ দশস্থলে জপ করিবে। এইরূপ জপের প্রতি দশবার হইলে উক্তরূপ প্রণালীতে বামহস্তের পর্ব্বে একবার জপ করা হইবে। এই প্রকারে বামহস্তে দশবার পূর্ণ হইলেই শতসংখ্যা পূর্ণ হইল বুঝিবে। অষ্টাদশবার বা এক শত আটবার ইত্যাদিরূপ অষ্টাধিক করিয়া জপ করাই কর্ত্তব্য। অক্ষম হইলে দশবার জপ করিবে।

জপসংখ্যাদ্রব্যের দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হয়। দক্ষিণ হস্তে দশবার জপ হইলে বামহস্তের অঙ্গুলীসমূহের একটি পর্ব্ব ধরিবে। এইরূপে বামহস্তের দশপর্ব্ব শেষ হইলেই শতবার জপ হয়। প্রতি শতবার জপের পর সংখ্যাদ্রব্যের দ্বারা সংখ্যা নিরূপণ করিবে। সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে জপ নিষ্ফল হয়। জপকালে এরূপ ভাবে জপ করিবে যেন, অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখায় পতিত না হয়। দৈবাৎ পড়িলে পুনরায় প্রথম হইতে জপ আরম্ভ করিবে।

জপকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিস্পন্দন, দন্তবিকাশ, বাক্যোচ্চারণ, হাস্য ও জৃম্ভা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। জপের প্রথমে ও শেষে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা—

"জপস্যাদৌ তথা চান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥"

লাক্ষা, কুশিত (জলে গোলা) সিন্দূর, গোময় বা করীষক (ঘুঁটে) এই সকল দ্রব্যের একতম দ্বারা গুটিকা করিয়া তদ্দ্বারা জপসংখ্যা রাখিবে। প্রমাণ যথা—

"লাক্ষা কুশিতসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ॥"

জপসমর্পণ।

জপান্তে গন্ধ, অক্ষত ও কুশোদক দ্বারা দেবীর বামকরে জপ সমর্পণ করিতে হয়। পুংদেবতা স্থলে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যবারি দ্বারা দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবে। প্রমাণ যথা—

"এবং জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ।
জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ।
দেবস্য দক্ষিণহস্তে কুশ-পুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ॥"

নিম্নকথিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। যথা—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥"

পুংদেবতাস্থলে "গোপ্ত্রী" স্থলে "গোপ্তা", "দেবি" স্থলে "দেব" এবং "সুরেশ্বরি" স্থলে "সুরেশ্বর" উচ্চার্য্য।

প্রকারান্তর ভূতশুদ্ধি।

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াম্।—অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্বিধীয়তে। কর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞানানলসুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকান্বিতম্। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীম্। সুষুম্না-বর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ।

সংক্ষিপ্ত ভূতশুদ্ধি।

ওঁ মূলশৃঙ্গাটকাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ

স্বাহা। পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হং সঃ সোঽহং স্বাহা।

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি।

নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণপদ্ম ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। প্রমাণ যথা—

"স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাহুঃ সর্ব্বাগম-বিশারদাঃ॥"

আচমন।

হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক হস্তে মাষপরিমিত জল লইয়া তাহা দর্শন পূর্ব্বক বারত্রয় পান করিবে। অনন্তর হাত ধুইয়া শিরোদেশে ও চরণে জলের প্রক্ষেপ দিবে, দক্ষিণকরের বাঁকান অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা বারদ্বয় মুখ মার্জ্জনা করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলিত্রয় একত্র করিয়া মুখ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও তৎ-পরে কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতে হয়। (সামবেদীর পক্ষে বারদ্বয় চক্ষুঃ ও কর্ণ স্পর্শ বিধি) পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মিলনে নাভিস্থল, হস্ততল দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা শিরোদেশ এবং অঙ্গুলীব অগ্রদেশ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করত বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পবিত্র হইবে। স্মৃত্যুক্ত প্রমাণ যথা—

"প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্। সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্॥ সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্তমেবমুপস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥ অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ। নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥ সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ। এবং কৃত্বা পয়ঃ পীত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা শুচির্ভবেৎ॥"

হাতের চেটো গোকর্ণাকৃতি করিয়া, একটি মাষকলায় মগ্ন হয়, এই পরি-মিত জল লইয়া আচমনের কালে পান করিবে। বারত্রয় এই পরিমিত জল লইতে হয়। তাহার ন্যূন বা অধিক জল লইলে রুধিরপান করা হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা—

"গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবেচ্চেদ্রুধিরন্তু তৎ॥"

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রদেশের নাম দৈবতীর্থ;

কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশের নাম কায়তীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য-দেশের নাম পিতৃতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশের নাম ব্রাহ্মতীর্থ। আচমন-কালে এই ব্রাহ্মতীর্থে জল লইয়া আচমন করা কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা—

"অঙ্গুল্যগ্রে তীর্থং দৈবং স্বল্পাঙ্গুল্যোর্মূলে কায়ম্।
মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোঃ পৈত্রং মূলে ত্বঙ্গুষ্ঠস্য ব্রাহ্মম্॥"

বৃদ্ধাঙ্গুলীর নাম অঙ্গুষ্ঠ, তৎপরের অঙ্গুলীগুলির নাম ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা।

বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র যথা—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।

শূদ্রাচমন।

শূদ্র বা স্ত্রীজাতি বেদমন্ত্রে অধিকারী নহে। সুতরাং স্ত্রী ও শূদ্র প্রণব, স্বাহা, স্বধা, তৎসৎ ইত্যাদি ও বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে, কার্য্যভেদে উহারা কেবল মন্ত্র শ্রবণ করিবে ও 'নমঃ' 'নমঃ' পাঠ করিবে। কার্য্যভেদে পৌরাণিক মন্ত্রপাঠে স্ত্রী ও শূদ্রগণ অধিকারী হয়। প্রমাণ যথা—

"অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জ্জিতঃ।
অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে॥"

স্ত্রী ও শূদ্রের আচমনস্থলে দৈবতীর্থ দ্বারা (তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রদেশ দ্বারা) ওষ্ঠে জলের প্রক্ষেপ দিয়া "নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ" স্মরণ করত নিম্নকথিত পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

"নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥"

তান্ত্রিক আচমন।

"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা।" এই তিনটি মন্ত্রে বারত্রয় জল পান পূর্ব্বক আচমন করিবে।

তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন।

"হ্রীঁ হূঁ স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণা হ্রূঁ স্বস্তি নঃ কালী মেধামৃতময়ী হ্রৌঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু।"

সঙ্কল্প।

সঙ্কল্প না করিয়া কার্য্য করিলে পূর্ণফলভাগী হওয়া যায় না, ধর্ম্মের অর্দ্ধেক ভাগ নষ্ট হয়। প্রমাণ যথা—

"সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
ফলঞ্চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ॥"

শঙ্খে, ঝিনুকে, কেবল হস্তে, কাংস্যপাত্রে, রজতপাত্রে, পাষাণপাত্রে এবং মৃন্ময়পাত্রে কদাচ সঙ্কল্প করিবে না। প্রমাণ যথা—

"শুক্তি-শঙ্খাশ্ম-হস্তৈশ্চ কাংস্য-রৌপ্যাদিভিস্তথা।
সঙ্কল্পো নৈব কর্ত্তব্যো মৃন্ময়ে ন কদাচন॥"

ঔড়ুম্বর অর্থাৎ তাম্রাদি পাত্র জল-পূরিত করত মূল ও অগ্রদেশের সহিত তিনটি কুশ, ফল, পুষ্প ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিবে। জলাশয়, উপবন ও কূপপ্রতিষ্ঠাসময়ে পূর্ব্বাস্য, অপরাপর সাধারণ ক্রিয়ায় উত্তরাস্য হইয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্পের মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক (প্রথম খণ্ড দেখ) পাত্রস্থ জল ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিবে। প্রমাণ যথা—

"গৃহীত্বৌড়ুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতম্। দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফল-পুষ্প-তিলান্বিতম্। জলাশয়ারামকূপে সঙ্কল্পে পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ। সাধারণে চোত্তরাস্য-ঐশান্যাং নিক্ষিপেৎ পয়ঃ॥"

সঙ্কল্পে হরীতকীই প্রশস্ত। অভাবে রম্ভা, কিন্তু গুবাক কখন দিবে না। প্রমাণ যথা—

"হরীতকীফলং শ্রেষ্ঠং সঙ্কল্পে বিধিপূর্ব্বকম্।
তদভাবে চ রম্ভা বা ন গুবাকং কদাচন॥"

সঙ্কল্প করিয়া সূক্তমন্ত্র পাঠ্য। সূক্তমন্ত্র তিন বেদে তিন প্রকার।

তান্ত্রিক সঙ্কল্পসূক্ত।

"ওঁ ইন্দ্রাগ্নী নো বিবেশী পুষ্টাং মা রুণোতি সতাং সিন্ধ্বং-প্রহিতামম-রোভিঃ স্বর্গমাদধৎ কৃষ্ণায় দেব ওহতে।"

মাষভক্তবলি।

মাষকলাই, আতপতণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত করিয়া, "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ—ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্র-স্থাননিবাসিনঃ। মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে॥ বিঘ্নভূতাশ্চ যে

চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ। ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। যে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতা স্তথা। দেশাদস্মাদ্‌বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে প্রদান করিয়া "ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্" মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে।

আসনশুদ্ধি।

আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক আসনের উপর একটি ফুল দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।"

পরে আসন ধরিয়া পাঠ করিতে হয়, যথা—"অস্যাসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ-ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।"

তৎপরে করপুট করিয়া পাঠ্য, যথা—"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥"

জল-শুদ্ধি।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

অঙ্কুশমুদ্রাযোগে কোশার জলে এই মন্ত্র পড়িয়া তীর্থ আবাহন করিতে হয়।

তান্ত্রিক পুষ্প-শুদ্ধি।

"ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায়। হাং হ্রীং হুং ফট্," মন্ত্রে দর্শন করিয়া "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা।" নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করত এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

ঘটস্থাপন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি বিস্তৃত, ষোড়শ অঙ্গুলি উচ্চ, চারি অঙ্গুলি কণ্ঠ, ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃতমুখ, পঞ্চাঙ্গুলি-পরিমিত তলদেশ, এইরূপ ঘট-নির্ম্মাণই ব্যবস্থা। প্রমাণ যথা—

"ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখং তস্য ষড়ঙ্গুলম্। পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতেঃ॥"

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত অথবা প্রস্তর বা কাচজ ঘটই

দেবতার সন্তোষকর। ঘটে বিত্তশাঠ্য করিলে কার্য্য নিষ্ফল হয়। ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হইবে। প্রমাণ যথা—

"সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্॥ কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

স্বর্ণ-ঘট ভোগ, রজত-ঘট মোক্ষ, তাম্র-ঘট প্রীতি, কাংস্য-ঘট পুষ্টি, কাচ-ঘট বশীকরণ ও পাষাণ-ঘট স্তম্ভন সম্পাদন করে। মৃন্ময় ঘট পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য হইলে সর্ব্বকর্ম্মে শুভাবহ। প্রমাণ যথা—

"সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥ কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি। মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্॥"

ঘটগর্ভে নবরত্ন বা পঞ্চরত্ন দিতে হয়, অভাবে কেবল সুবর্ণ দিবে। প্রমাণ যথা—

"নবরত্নং পঞ্চরত্নং ঘটমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
তদভাবে মহেশানি সুবর্ণঞ্চ প্রদাপয়েৎ॥"

এতদ্ব্যতীত ঘটস্থাপনে ভূমি, ধান্য, ঘট, জল, পল্লব (পঞ্চপল্লব) দেওয়ারও বিধি আছে। ঘটোপরি ফল (নারিকেল, অভাবে রম্ভা), পুষ্প ও সিন্দূর দিয়া পুত্তলিকা অঙ্কন করিবে। পরে স্থিরীকরণ করিবে। প্রমাণ যথা—

"ভূমিং ধান্যং ঘটঞ্চৈব জলং পল্লবমেব চ।
ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্দূরং স্থিরীকরণমেব চ॥"

সামবেদি-ঘটস্থাপন।

ভূতলে হস্ত রাখিয়া পাঠ্য যথা,—"ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌর্ব্বা ভূতায়াঃ।" বা 'ওঁ মহিত্রীণাম্' ইত্যাদি।

ধান্যে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা,—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।"

ঘট ধারণ পূর্ব্বক পাঠ্য যথা,—"ওঁ আবিশন্ কলসং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভি-শ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।"

জলে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা,—"ওঁ আনো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং মধ্বা রজাংসি সুক্রতু।"

পল্লবে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা—"ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতেহ্নু ত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।"

ফলে হস্ত দিয়া পাঠ্য যথা—"ওঁ ইন্দ্রং নরোনেমধিতা হবন্তে যৎ পার্য্যা-যুনয়তে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকান অগোমতী ব্রজে ভজা ত্বয়ঃ।"

পুষ্পে হাত দিয়া পাঠ্য যথা,—'ওঁ পবমান ব্যশ্নু হি রশ্মিভির্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্।"

সিন্দূর স্পর্শ পূর্ব্বক পাঠ্য যথা,—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভ্নতে।"

স্থিরীকরণ অর্থাৎ ঘটে হাত দিয়া পাঠ্য যথা,—'ওঁ ত্রাবতঃ পুরূবসো বয়-মিন্দ্র প্রণেতঃ স্মসি স্থাতর্হরীণাম্॥ (ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুসদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহন॥) স্থাং স্থীং স্থিরো ভব॥"

পরে করপুটে পাঠ্য যথা—'ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥"

অনন্তর ঘটের উপর গায়ত্রী পাঠ্য।

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন।

ভূমিতে হাত রাখিয়া পাঠ্য—"ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে, দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ (ইন্দ্রপ্রাতর্জুষস্ব নঃ)।"

ধান্য ধরিয়া পাঠ্য—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র ত্বা দাতুমিত্যসঃ (ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ)।"

ঘট ধরিয়া পাঠ্য—"ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরু শ্রবণ দদতো মঘানি, দান ইদ্বো মঘবানঃ সোঅস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি।"

জল স্পর্শ পূর্ব্বক পাঠ্য—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থো বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ।"

ফল ধরিয়া পাঠ্য—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥"

স্থিরীকরণ,—"ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষ-দস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।"

যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন।

যথাযথ ভাবে ঘটে ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, সিন্দূর ও চন্দন দিয়া পাঠ্য, যথা—

ভূমি—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ।"

ধান্য—"ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।"

ঘট—"ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ।"

জল—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ।"

মতান্তরে—"ওঁ ইমম্মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং স চ তা পরুষ্ণা। অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া র্জিকীয়ে শৃণুহ্যাসুষোময়া।"

পল্লব—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিঞ্জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরবকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।"

ফল—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।"

সিন্দূর—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেশূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো নবাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।"

দূর্ব্বা—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥"

পুষ্প—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং, ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ।"

বস্ত্র—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।"

স্থিরীকরণ—"স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥ ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥"

তৎপরে গায়ত্রী পাঠ্য। কার্য্যভেদে ঘটের চারিদিকে চারিটি তীর পোতার নিয়ম আছে এবং তাহাতে লাল সূতা বেষ্টন করিতে হয়।

কাণ্ড আরোপণের মন্ত্র—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।"

তন্ত্রমতে ঘটস্থাপন।

ঘটশুদ্ধ্যর্থ "ক্লীং" এই মন্ত্রে জল দ্বারা ঘট প্রোক্ষণ পূর্ব্বক "ঐং" মন্ত্রে শোধন করিবে। "হ্রীং" মন্ত্রে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক "হ্রীং" মন্ত্রে ঘটে জল পূর্ণ করত নিম্নকথিত মন্ত্রপাঠ সহকারে তীর্থন্যাস করিবে, যথা—

"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ-পাতাল-ভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্॥"

পরে, "শ্রীং" মন্ত্রে পল্লব দিয়া "হূঁ" মন্ত্রে ফলস্থাপন, স্ত্রীং বা "হ্রীং" মন্ত্রে ঘটস্থাপন, "হ্রীঁ" মন্ত্রে স্থিরীকরণ, "রং" মন্ত্রে সিন্দূর দান ও "বং" মন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিবে। তৎপরে দেবতার মূলমন্ত্রে দূর্ব্বা দিয়া "ওঁ" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক "হুঁ ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন করিতে হয়।

ভূতাপসারণ।

শ্বেতসর্ষপ বা অক্ষত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে, যথা—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

প্রাণায়াম।

দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধরিয়া বায়ু রোধ পূর্ব্বক 'ওঁ' বা মূল-মন্ত্র ষোড়শধা জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুট ধরিয়া বায়ু রোধ করিবে। পরে 'ওঁ' বা মূলমন্ত্র প্রথমবারের চতুর্গুণ জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণনাসা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ-নাসাপুট দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু রেচন করিবে। বামকরের কর-রেখায় জপের সংখ্যা রাখিতে হয়। এইরূপে পুনর্ব্বার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণনাসা দ্বারাই পূর্ব্ববৎ 'ওঁ' বা মূলমন্ত্র জপ করিতে

দ্বারস্তে পূরক এবং উভয় নাসা ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভক ও শেষে রেচন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার প্রথমবারবৎ নাসাধারণক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক করিতে হয়। অক্ষম স্থলে যথাক্রমে অষ্ট, দ্বাত্রিংশৎ, ষোড়শ বা চারি, ষোড়শ ও অষ্টবার জপ করিবে। প্রমাণ যথা—

"পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বায়ুং ধারয়েত্তু চতুগুর্ণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্তস্তত্তুরীয়তঃ॥ তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্য সংযমঃ। প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূজনে নৈতি যোগ্যতাম্॥ কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমাং বিনা॥"

চক্ষুর্দ্দান।

বিল্বপত্রে ঘৃতযোগে কাজল প্রস্তুত করত কুশাগ্র দ্বারা উহা দিয়া সেই দেবতার গায়ত্রীপাঠ সহকারে চক্ষুর্দ্দান করিবে। ত্রিনেত্র দেবতা স্থলে প্রথমে ঊর্দ্ধনেত্রে, পরে বাম ও শেষে দক্ষিণ নেত্রে দিবে। দ্বিনেত্রদেবতা স্থলে প্রথমে দক্ষিণ, পরে বামনেত্রে দিতে হয়। স্ত্রী দেবতার অগ্রে বাম, পরে দক্ষিণ নেত্রে কজ্জল দাতব্য।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার হৃদয়ে অক্ষত ও দূর্ব্বা ধরিয়া নিম্নকথিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিবে, যথা—

'ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুঃ' ইত্যাদি পঞ্চঋক্ পাঠান্তে অঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্যাঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্যাঃ অমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্যাঃ অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অস্যাঃ অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিদং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।"

স্ত্রীদেবতা স্থলে 'অস্যৈ' এবং পুরুষদেবতা হইলে 'অস্মৈ' উচ্চার্য্য। লেলিহান মুদ্রা দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা ব্যবস্থা।

আবাহন।

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত সুষুম্নাপথে স্বস্থান হইতে তেজ আনয়ন পূর্ব্বক

নাসিকারন্ধ্রমার্গে নির্গত করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পসঞ্চয়ে সংস্থাপন করত আবাহন করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্নাবর্ত্মনা সুধীঃ। আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্র-নির্গতম্। করস্থে মাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে। সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ॥"

গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহৃতি দ্বারা অর্থাৎ "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" মন্ত্রে আবাহন করিবে। প্রমাণ যথা—

'বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।
আবাহয়েদ্ব্যাহৃতিভিস্তথৈবাশ্বি-কুমারকৌ॥"

আবাহনী-মুদ্রা দ্বারা 'ইহাগচ্ছ' দুইবার, স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা 'ইহ তিষ্ঠ' দুই-বার, সন্নিধাপনী মুদ্রা দ্বারা 'ইহ সন্নিধেহি' একবার, সন্নিরোধনী মুদ্রা দ্বারা 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব', সম্মুখীকরণ-মুদ্রা দ্বারা 'অত্রাধিষ্ঠানং কুরু' এবং করপুটে 'মম পূজাং গৃহাণ' বলিবে। প্রমাণ যথা—

"ইহাগচ্ছ দ্বিধা পশ্চাদিহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ। ইহ পদাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নি-পদাত্ততঃ। রুধ্যস্বপদমাভাষ্য কুরুদ্বয়মতঃ পরম্॥"

মানসপূজা।

হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপন করত বাহ্যপূজার উপচার ও উপকরণাদি দান নিয়মে মানসপূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানসপূজা করাই কর্ত্তব্য। প্রমাণ যথা--

"বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ। পূজয়েচ্চিন্তয়েদ্দেবং বচসা মনসা হৃদা। তথৈব সাধকো লোকে চান্তর্যাগপরায়ণঃ॥"

যথা তন্ত্রসারে—"হৃৎপদ্মমধ্যে দেবতাং বিভাব্য কুণ্ডলীপাত্রসংস্থেন সহস্র-ধারামৃতেন পাদ্যং চরণে দদ্যাৎ, মনশ্চার্ঘ্যং দত্ত্বা সহস্রদল-পদ্মভৃঙ্গার-গলিত-পরমামৃতজলেন আচমনীয়ং মুখে। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেন গন্ধং। অহিংসাং, বিজ্ঞানং, ক্ষমাং, দয়াম্, অলোভম্, অমোহম্, অনাৎসর্য্যম্, অমায়াম্, অহঙ্কারম্, অরাগম্, অদ্বেষম্, ইন্দ্রিয়াণি চাদশৈতানি পুষ্পাণি। তেজোরূপং দীপং, বায়ুরূপং ধূপং, অম্বরং, চামরং, দর্পণং, সূর্য্যং, চন্দ্রং, ছত্রং, পদ্মস্ত মেখলাম্, আনন্দং হারমুত্তমম্। অনাহতধ্বনিময়ীং ঘণ্টাং নিবেদয়েৎ। সুধাম্বুধিং মাংসপর্ব্বতং ব্রহ্মাণ্ডপূরিতং

পায়সঞ্চ দত্ত্বা, মনোনর্ত্তনসন্তানৈঃ শৃঙ্গারাদিরসোদ্ভবৈঃ। নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥"

বিশেষার্ঘ্য।

স্বীয় বামদিকে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তন্মধ্যে একটি বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে একটি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিবে। সেই ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে 'হুঁ' বীজ লিখিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে তদুপরি ত্রিপদিকা রাখিয়া "হূং ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ ধুইয়া মণ্ডলের উপরে রাখিতে হয়। বিলোম মাতৃকাবর্ণে ও মূলমন্ত্রে শুদ্ধজল দ্বারা ত্রিভাগ পূর্ণ করিয়া "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে ত্রিপদিকায়, "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে শঙ্খে, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে জলে অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে শঙ্খোপরি মূলমন্ত্রে পুষ্প, দূর্ব্বা, গন্ধ ও তণ্ডুলাদিতে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহার উপর রাখিবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রায় জলশোধন করিবে। "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি, পরে নিজ হৃদয় হইতে দেবতাকে সেই জলে আবাহন পূর্ব্বক "হুঁ" মন্ত্রে যথাবিধি অবগুণ্ঠন, বষট্ মন্ত্রে গালনী মুদ্রাপ্রদর্শন, 'বৌষট্' মন্ত্রে জলদর্শন, অঙ্গমন্ত্রে সকলীকরণ, গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবতার পূজা, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন, মূলমন্ত্র দশধা জপ, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করত মুদ্রা দেখাইবে। পরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া সেই অর্ঘ্যপাত্রের জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া সেই জল স্বীয় শিরোদেশে ও পূজার উপকরণাদিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়।

প্রদক্ষিণবিধি।*

প্রদক্ষিণ করিতে হইলে দেবতার দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ুকোণ যাবৎ যাইয়া পরে ঈশানকোণে যাইবে, তৎপরে পুনর্ব্বার বায়ুকোণ দিয়া দক্ষিণে যাইবে। ইহারই নাম ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ। শিবপ্রদক্ষিণকালে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইয়া বায়ুকোণে এবং বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে যাইবে; কিন্তু সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। প্রমাণ যথা—

* দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইলে হাতে শঙ্খ লইবে। প্রমাণ যথা—
"শঙ্খহস্তেন সর্ব্বত্র দক্ষিণং পরিকীর্ত্তিতম্।"

"দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশন্তস্যাশ্চ শাম্ভবীম্। ততশ্চ দক্ষিণং গত্বা নমস্কার-স্ত্রিকোণবৎ॥ অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতম্। শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু॥ সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ॥" সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানম্ ইত্যর্থঃ।

স্ত্রীদেবতাকে একবার, সূর্য্যকে সপ্তবার, গণেশকে বারত্রয়, বিষ্ণুকে বার-চতুষ্টয় এবং শিবকে অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রমাণ যথা—

"একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্॥"

কেহ কেহ স্ত্রীদেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবার বিধি দেন। প্রমাণ যথা—

"সকৃত্ত্রির্বা বেষ্টয়িত্বা দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবস্য তুষ্টিদঃ॥"

অর্থাৎ এক বা বারত্রয় বেষ্টনে দেবীগণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহাদের প্রীতি হয় এবং তাহাতে সর্ব্বদেবতা প্রীত হন।

আত্ম-সমর্পণ।

গণ্ডূষপ্রমাণ জল হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সেই জল দেবতাপদে অর্পণ করিবে, যথা—

"ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ।"

অর্ঘ্য।

গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশের অগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ এবং দূর্ব্বা, সকল দেবতাবিষয়ক অর্ঘ্যেই দেওয়া যায়। এই সমস্তের অভাব হইলে কেবল অক্ষত ও দূর্ব্বা দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। প্রমাণ যথা—

"গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ।
সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদাহৃতম্॥"

ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যদানবিধি।

দেবতার দক্ষিণে দীপ দিবে, সম্মুখে বা বামে দিতে নাই। ধূপ বামদিকে

বা সম্মুখে দিবে, দক্ষিণে দিতে নাই। ধূপ আসনে বা ঘটে রাখিয়া নিবেদন করা অকর্ত্তব্য। আধারে রাখিয়া বামহস্তের মধ্যমা দ্বারা ধরিয়া নিবেদন করিবে, দেবতার নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত ধূপ এবং দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ দান বিধেয়। প্রমাণ যথা—

"দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ। বামতস্তু তথা ধূপং পুরতো ন তু দক্ষিণে॥ ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা। যথা তথাধারগতং কৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ॥"

ধূপ-দীপ নিবেদন করিয়া "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" মন্ত্রে পুষ্প ও আতপতণ্ডুলের দ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া বামকরে ঘণ্টাবাদন করত ধূপ-দীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ধূপ ও দীপদানের বিশেষ মন্ত্র।

"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" (ধূপ)

"ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতি-র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।" (দীপ)

আমান্ন নৈবেদ্য ত্রিকোণমণ্ডলোপরি দেবতার দক্ষিণে ও পক্কান্ন দেবতার বামে রাখিয়া নিবেদন করিবে। সম্মুখে কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু পশ্চাদ্‌-ভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে না। প্রমাণ—'আমান্নং দক্ষিণে বামে পুরতোঽপি ন পৃষ্ঠতঃ। পক্কান্নং দেবতা-বামে আমান্নঞ্চৈব দক্ষিণে॥'

তান্ত্রিকনিবেদনবিধি।

তান্ত্রিকীপূজাস্থলে দ্রব্যাদি নিবেদনকালে সকল দ্রব্যে "নমঃ" শব্দ প্রযোজ্য হয় না। যে দ্রব্য যাহা বলিয়া নিবেদন করিবে, তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য, যথা,—

"আসনং নমঃ, পাদ্যং নমঃ, অর্ঘ্যং স্বাহা, আচমনীয়ং স্বধা, মধুপর্কঃ স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, বস্ত্রং নমঃ, আভরণং নমঃ, গন্ধো নমঃ, পুষ্পং বৌষট্‌, ধূপো নমঃ, দীপো নমঃ, নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, তাম্বূলং নিবেদয়ামি।"

ফর্দ্দমালা

ধর্ম্মঘট-ব্রত।

প্রত্যেক ব্রতের আরম্ভে ও সমাপ্তিদিনে প্রধান দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা বিহিত। শক্তি সত্ত্বে করণীয় প্রত্যেক ব্রতেও উহা করণীয়।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নারায়ণ-পূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্ক-বাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, যব, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, পাখা ১, বস্ত্র বা গামছা ১, দক্ষিণা।

জলসংক্রান্তি-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নারায়ণ-পূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, যজ্ঞোপবীত ১, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, পাখা ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পিটুলির ঘৃতপ্রদীপ ১, প্রতিষ্ঠায় তাম্রকুম্ভ ১ দক্ষিণা।

অন্নসংক্রান্তি-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নারায়ণ-পূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সবস্ত্র ভোজ্য ১, দক্ষিণা।

ফলসংক্রান্তি-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার ধুতি ১ ও শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

দানসংক্রান্তি-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র,

ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নারায়ণের বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটী ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি,পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার ধুতি বস্ত্র ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সভোজ্য জলপূর্ণ ঘট ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পাখা ১, দক্ষিণা।

পিপীতকীদ্বাদশী-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, ঘৃত,মধু,চিনি, পূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পদ্মপাতা ও পদ্মপুষ্প, দক্ষিণা। প্রতিবৎসরে ৪টি করিয়া বর্দ্ধিত সবস্ত্র জলপূর্ণ ঘটসহ ভোজ্য।

সাবিত্রীচতুর্দ্দশী-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, বটের ডাল ১, ঘট ১, তীরকাঠি ৪, আম্রশাখা ১, সাবিত্রীর শাটী ১, সত্যবানের ধুতি বস্ত্র ১, বটবৃক্ষের ঐ ১, নারায়ণের ঐ ১, যমের ঐ ১, ধর্ম্মরাজের ঐ ১, দ্যুমৎসেনের ঐ ১, আসনাঙ্গুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, দধি, মধু, চিনি, (হোমের গব্য ঘৃত ⁄।॰ সের), নৈবেদ্য ১৫, কুচানৈবেদ্য ১, সাজি ১, ১৪ ফল, ১৪ ফুল, পাখা ১, ডোর ১, ভোজ্য ১, (বালি, কাষ্ঠ, সমিধ্, পূর্ণপাত্র), ১৪ সধবাভোজন, ১৪, ব্রাহ্মণভোজন, দক্ষিণা, পরশু, আঁকুশি, কাষ্ঠভার। পরদিন লাঙ্গলের পূজা করিবে।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নারায়ণের বস্ত্র, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১ দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, বালি, কাষ্ঠ, কুশপত্র, গব্যঘৃত ⁄।॰ সের, সমিধ্, করবীর পুষ্প ২৮ পূর্ণপাত্র, দক্ষিণা। সমাপনে পূজা ও হোম কর্ত্তব্য।

জন্মাষ্টমী ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প,দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ,দীপ,

পূজার ধুতি ১, শাটী ১, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, গুড়, ঘৃত, বালি, কাষ্ঠ, শুষ্ক পত্র, ঘৃত ॥॰ সের, ক্ষীরের লাড্ডু বা করবীর পুষ্প ২৮, সমিধ্, পূর্ণপাত্র, দধি, মধু, চিনি, তৈল, হরিদ্রা, দক্ষিণা।

ললিতাসপ্তমী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য, কুচানৈবেদ্য, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, শিবের ধুতি ১, দুর্গার শাটী ১, সপ্তগ্রন্থিযুক্ত ডোর, ফল ৭, পায়স, পিষ্টক, দক্ষিণা।

দূর্ব্বাষ্টমী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ ধুনা, পূজার বস্ত্র ধুতি ১, শাটী ২, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৮, কুচানৈবেদ্য১, দূর্ব্বা এক মুষ্টি, দূর্ব্বার চেলি ১, অষ্টগ্রন্থি ডোর, ভোজ্য ১, বস্ত্র বা গামছা ১, আট ফুল, আট ফল, আট পিষ্টক পায়স, দক্ষিণা।

তালনবমী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ৯, কুচানৈবেদ্য ১, তাল ১, চেলি ১ পূজার ধুতি ১, শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্ক ২, পতিপূজার বস্ত্রাদি ১ দফা নয় ফল, নয় ফুল, ভোজ্য ১, বস্ত্র বা গামছা ১, পায়স, তালপিষ্টক ৯, ডোর দক্ষিণা।

অনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত।

ধ্বজপতাকা, ঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা ধূপ, দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, নৈবেদ্য ১৪, কুচানৈবেদ্য ১, অনন্ত-পূজার ধুতি ১, ইন্দ্র-পূজার ধুতি ১, লক্ষ্মী-পূজার শাটী ১, সমুদ্র-পূজার দ্রব্য ১ দফা, গামছা ১, যজ্ঞোপবীত, ভোজ্য ১, পায়স পিষ্টক, দুগ্ধ, বাটা হরিদ্রা, দক্ষিণা। পুরাতন ডোর, ১৪ গ্রন্থি নূতন ডোর চতুর্দ্দশ ফল।

জিতাষ্টমী-ব্রত।

বাঁশপাতা, মন্থনদণ্ড, তিল, হরীতকী, পুষ্প-দূর্ব্বা-তুলসী-বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, কলাই ভিজা, শসা, নৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা।

দুর্গাষ্টমী-ব্রত।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প-দূর্ব্বা-তুলসী-বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, শিবপূজার বস্ত্র ১, দুর্গার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, লোয়া, নথ, শঙ্খ, আট ফুল, আট ফল, অষ্টগ্রন্থিযুক্ত ডোর, দক্ষিণা।

যমপুষ্করিণী-ব্রত।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, ধুনা, যমপূজার বস্ত্র, ১ আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ১, কুচা-নৈবেদ্য ১।

দানদ্বাদশী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধু-পর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা।

দধিসংক্রান্তি-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র-ধূপ-দীপ-ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের বস্ত্র ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ভোজ্য ১, পাত্রসহিত দধি-দান, দক্ষিণা।

ষট্‌পঞ্চমী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, নৈবেদ্য ২, কুচা-নৈবেদ্য ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, ভোজ্য ১, গামছা ১ দক্ষিণা।

সন্তানদ্বাদশী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র,

ধূপদীপ-ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাঙ্গুরী ২.মধুপর্কবাটি ২, পূজার বস্ত্র ১, পূজার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, যজ্ঞোপবীত, ভোজ্য ১, দক্ষিণা। ১ পল পরিমিত ঘৃত।

আমলকীদ্বাদশী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা,তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, আমলকী সহিত ভোজ্য, দক্ষিণা, পূর্ণকুম্ভ।

শিবরাত্রি-ব্রত।

সিদ্ধি, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শিবপূজার ধুতি ১, দুর্গার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দক্ষিণা। প্রতি প্রহরে পূজার উক্ত দ্রব্য চতুর্গুণ গ্রাহ্য। হোমদ্রব্য।

উমামহেশ্বরব্রতপ্রতিষ্ঠা।

(ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১,) ব্রহ্মবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৬, বরণের আসন ৬, যজ্ঞোপবীত ১৩, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, মহেশ্বরের ধুতি ১, উমার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১২, কুচানৈবেদ্য ৪, পুষ্পমালা, শান্তিঘট ১, শান্তিবস্ত্র ২, পঞ্চপল্লব, সাধারণ ব্রতপ্রতিষ্ঠার অন্যান্য দ্রব্য, গব্যঘৃত /৫ সের, আজ্যস্থালী গামলা ১, হোমের বিল্বপত্র ২০০০, ভোজ্য ১২, পাকা সোনার ১ ভরি বা ১॥০ ভরি বা ৩ ভরি পরিমিত উমামহেশ্বর-প্রতিমা। ১২ ভরির রৌপ্যনির্ম্মিত বৃষ ১, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ১, অলঙ্কার ১ দফা, বস্ত্র ৩, গামছা ২, পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীর দক্ষিণা, প্রতিমাদানের স্বর্ণ ১ খণ্ড, দ্বাদশদান।

শ্রীরামনবমী-ব্রত।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, পুষ্প-মালা, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত,রামচন্দ্রপূজার ধুতি ১, সীতার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণাদি, ভোগের দ্রব্যাদি।

সত্যনারায়ণ-ব্রত।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, তীরকাঠি ৪, আলপনা পিঁড়ি ১, লৌহ অস্ত্র ১, পূজার ধুতি ১, মধুপর্কবাটি ১, আসনাঙ্গুরীয় ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ২ কুচানৈবেদ্য ১, মোকাম ৫টি প্রত্যেকটিতে কলা ৫ বা ১, সুপারি ঐ বাতাসা ঐ, পান ঐ, গামছা ১, সিন্নি সওয়া পরিমাণ দুগ্ধ, কলা, চিনি বা গুড়, ঘৃত, আটা বা শালিচূর্ণ, বাতাসা পাকা সিন্নি, পুষ্পমালা, দক্ষিণা।

শনির পাঁচালী।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তীরকাঠি ৪, কৃষ্ণ-বস্ত্র ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, তিল, হরীতকী, ধূপ, দীপ, ধুনা, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, কৃষ্ণবস্ত্র ১, লৌহের মধুপর্কবাটি ১, লৌহের আসনাঙ্গুরী ১ জোড়, নৈবেদ্য ১, সিন্নি যথাশক্তি, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, দক্ষিণা।

সাধারণ ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

(ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মবরণ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৩, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ১৬, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত ১ সে।, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, সশীষডাব ৬, সিন্দূর, ঘট (পিতলের ঘড়া) ৫, শান্তিঘট ঐ ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী বা গামছা ২, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, করণীয় ব্রতাঙ্গপূজার বস্ত্র ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ১৫, কাঁসার রেকাব ১, তাম্রটাট ১, তাম্রঘটী ১, স্বর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীপ্রতিমা ১, রজতপৃথিবী, রৌপ্যনির্ম্মিত নারায়ণপ্রতিমা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, স্বর্ণশলাকা ১, বালি, কাষ্ঠ, শুষ্কপত্র, গোময়, আজ্যস্থালী (গামলা) ১, চরুস্থালী (বগুনা) ১, উদূখল, মুষল, চমস ১, ঝিঁক ৩, হাতা ১, স্রুক, স্রুব, কুশা ১, খুচুনি ১, উড়ুম্বর-সমিধ ১০৮, (সামবেদীয় বিংশতি কাষ্ঠিকা) দুগ্ধ ৵৷৹ সের, উষ্ণীষ ১, চন্দ্রাতপ ১, ভোজ্য ১২, লক্ষ্মীর ডালার শাটী ১, ও অন্যান্য সাজ ১ দফা, নারায়ণ ঐ ধুতি ১, গুরুডালার বস্ত্র ১, স্বামী বা আচার্য্য ডালার বস্ত্র ১, দ্বাদশরাণী পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন।

সামবেদীয় নান্দীমুখ।

ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১ জোড়,আসনাঙ্গুরীয় ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটি ২, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বসুধারার ঘৃত, কলার পেটো বা কদলীপত্র, গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকার নৈবেদ্য ১৭, পুষ্প, দূর্ব্বা, মাল্য, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ. বরণডালা ১, শ্রী ১, মাঙ্গল্য স্থর্প (কুলা ও ভাঁড় ৪), বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, প্রশস্ত পক্ষে বস্ত্র ৭ গামছা ২, মধ্যবিত্ত পক্ষে বস্ত্র ৪, গামছা ৫, অশক্তপক্ষে গামছা ৯, পক্ক কদলী ১৭ গণ্ডা, পান ও গুপারি ঐ, আতপতণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ৭, বদরী, ফলমূলাদি, যব, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, দধি, দক্ষিণা। বরণডালা।—[মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলী-নির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা), আমান্ন, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), দর্পণ, আলতা, হরিদ্রাসূত্র, লৌহ, চামর, দীপ।

সামবেদীয় দশবিধ সংস্কারের দ্রব্য।

(সম্প্রদানের দ্রব্য)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়েমালা ২ ছড়া, জুতা ১ জোড়া, যথাশক্তি দানীয় দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধুতি বা গামছা ১, পূর্ব্বজামাতার বরণবস্ত্রাদি, কোশা ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, হরিদ্রাবর্ণের গাঁটছড়া বাঁধিবার গামছা। পাঁচফল—বয়ড়া ১, হরীতকী ১, সুপারি ১, জায়ফল ১, আমলকী ১, মধুপর্কের কাঁসার বাটী, ১ ঘৃত, মধু, দধি, ছাউনি নাড়ার পুষ্পাদি, ধুস্তূরফল, বরণডালা, ১, ডাব ১, চণ্ডী-পুস্তক ১। বরদক্ষিণা, পুষ্পমালা।

(সাধারণ কুশণ্ডিকা)

বালি, কাষ্ঠ; পৈঁকাটি, গোময়, গব্যঘৃত ⁄॥• সের, আজ্যস্থালী (সরা), পূর্ণকুম্ভ, উডুম্বর-সমিধ, ১ হস্ত ২০, ১ প্রাদেশ ২৫,পূর্ণপাত্র, ফল,তাম্বূল, দধি।

(পাণিগ্রহণ)

বর-কন্যার পরিধেয় বস্ত্র ২, নৈবেদ্য ২, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, ধূপ, দীপ, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, লাজ (খৈ), শমীপত্র (শাইপাতা), বীরণপত্র

(বেণাপাতা), সিন্দুর ১ থান, রেক ১, ঘট ১, শিল-নোড়া, আম্রশাখা, পাচনী, জলপূর্ণ কুম্ভ ১, কুলা ১, বরের বয়স্য, তিল, হরীতকী, ফল, দক্ষিণা।

(গর্ভাধান)

ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, বটের ডাল, সিন্দুর, ঘট ১, আম্রশাখা ১, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, জবাপুষ্প ১, শবা ১,দুগ্ধ, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, তিল, হরীতকী, বরকন্যার নববস্ত্র, পক্ককদলী ১, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, পিটুলীর পুত্তলিকা ২১, পুরোহিতদক্ষিণা, সুবর্ণাঙ্গুরীয়, ঘৃত।

(পুংসবন)

নান্দীমুখদ্রব্য পূর্ব্ববৎ, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্রাদি, আতপতণ্ডুল, পরিধেয় ধুতি ও শাটী, গামছা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ। তৃণগুচ্ছ, বটের ঝুরি, দক্ষিণা।

(সীমন্তোন্নয়ন)

নান্দীমুখদ্রব্য ও কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতণ্ডুল, যজ্ঞীয় উডুম্বরফলস্তবক দুই দফা, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, শঁজারু-কাঁটা, সূত্রপূর্ণ টাকু, দর্ভপিঞ্জলী ৯, শর, মাষকলাই, চরুদ্রব্য, পুরোহিতদক্ষিণা।

(সোষ্যন্তীকর্ম্ম)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য।

(জাতকর্ম্ম)

নান্দীমুখদ্রব্য, শিলা, অনাবৃত্ত লোষ্ট্র, ব্রীহিযবচূর্ণ, তিল, হরীতকী, সুবর্ণ, ঘৃত, মধু।

(নিষ্ক্রমণ)

চন্দ্রার্ঘ্যের দ্রব্য, পুষ্পাদি।

(নামকরণ)

নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, মধু, দধি, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, তিল, হরীতকী, আতপতণ্ডুল, উপকরণ, মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, খড়ি, নূতন প্রদীপ ২, পুরোহিতদক্ষিণা।

(পৌষ্টিক কর্ম্ম)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য পূর্ব্ববৎ।

(অন্নপ্রাশন)

নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা পূর্ব্ববৎ, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, টোপর, মালা, বালকের নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন, পায়স, পিষ্টক, দোয়াত-কলম, স্বর্ণমুদ্রা ১, রৌপ্যমুদ্রা ১, মৃত্তিকা ও ধান্য।

(চূড়াকরণ)

নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা, চূড়ার বস্ত্র ১, কাংস্যবাটি ১, উষ্ণোদক, নবনীত, দধি, দর্ভপিঞ্জলী ২১ তাম্রক্ষুর ১, বা দর্পণ ১, লৌহক্ষুর ১, বৃষগোময়, তিল ৴।০, তণ্ডুল ঐ, মাষকলায় ঐ, ধান্য ঐ, যব ঐ, মুগ ঐ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, দীপ, তিল, হরীতকী, পুরোহিতদক্ষিণা।

(কর্ণবেধ)

রৌপ্যনির্ম্মিত গুঁজী ২ টী।

(উপনয়ন)

বরণবস্ত্র ১ জোড়, নান্দীমুখ পূর্ব্ববৎ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, (গব্যঘৃত ৴।০ সের, বালি, কাষ্ঠ, আজ্যস্থালী,) চরুস্থালী, দুগ্ধ, চিনি, কুলা, ধুচুনী, উদূখল, মুষল, লালপেড়ে ধুতি ১ জোড়া, বিল্বদণ্ড ১, গ্রন্থিসহ মুঞ্জমেখলা, কৃষ্ণসারাজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্ম, যজ্ঞকাষ্ঠ, যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি ২, ভিক্ষার গামছা ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি, গৈরিক বস্ত্র ১, সমিধ ২৮, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, তিল, হরীতকী, পুরোহিত-দক্ষিণা।

(সমাবর্ত্তন)

নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, পট্টবস্ত্র ১ জোড়, ব্রীহি, যব, মাষ, মুগ, শীতোদক, পাদুকা ১ জোড়, ছত্র ১, বংশদণ্ড ১, টোপর ১, মালা ১, চন্দন, যজ্ঞোপবীতগ্রন্থি ২, অলঙ্কার (অঙ্গুরীয় কুণ্ডলাদি), সমিধ, আচার্য্যদক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা।

যজুর্ব্বেদীয়।

(নান্দীমুখ)

ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি,

মধু, ঘৃত, চিনি, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ২, বসুধারার ঘৃত ✓০ পোয়া, কলার পেটো বা কদলীপত্র, বরণডালা, শ্রী, মাঙ্গল্য সূর্প ও ভাঁড় ও গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা। প্রশস্ত পক্ষে—ধুতি ১৭, আসনাঙ্গুরী ঐ, মধুপর্কবাটী ঐ, নৈবেদ্য ঐ। অশক্ত পক্ষে—নৈবেদ্য ১৭, পুষ্প, দূর্ব্বা, মাল্য, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, আতপতণ্ডুল, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধধুতি ৯, গামছা ৩, মধ্যবিত্ত পক্ষে ধুতি ৫, ইহাতেও অক্ষম হইলে—গামছা ১২, যজ্ঞোপবীত ১০, পক্ক কদলী ১২ গণ্ডা, পান ঐ, গুপাবি ঐ, যব, হরীতকী, দ্রাক্ষা, আমলকী, আর্দ্রক, ফলমূলাদি, দধি, মধু, দক্ষিণা।

(বরণডালা)

মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলীনির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, আমান্ন, রৌপ্য, তাম্র, শ্বেতসর্ষপ, দর্পণ, আলতা, হরিদ্রাসূত্র, চামর, দীপ।

যজুর্ব্বেদীয় দশবিধ সংস্কার।

(বিবাহ—সম্প্রদানদ্রব্য)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, টোপর, পাতি মউড়, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়ে মালা ২, পাদুকা ১ জোড়া, অন্যান্য বরাভরণ, পূর্ব্ব-জামাতার বরণবস্ত্র, আলপনা দেওয়া পিঁড়া ২, যথাশক্তি দানীয়দ্রব্যাদি, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, আচ্ছাদনের গামছা ১, কোশা ৴, পঞ্চফল, গাঁইটছড়ার গামছা ১, মধুপর্কের বাটি ১, ঘৃত, দধি, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, তিল, হরীতকী, ছাউনিনাড়ার পুষ্প, ছাই-আমলা, ধুস্তুরফল, ডাব, চণ্ডী-পুস্তক, মাকু, বরদক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা।

(কুশণ্ডিকা)

কুশ, বালি, কাষ্ঠ, কাঁসার রেকাব, পেঁকাটী, গোময়, গব্যঘৃত ⁄।।০ সের, আজ্যস্থালী, উডুম্বর-সমিধ ৩, স্রুক, স্রুব, প্রণীতাপাত্র, পূর্ণপাত্র ১, দধি, ফল, তাম্বুল।

(পাণিগ্রহণ)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য, লাজ (খৈ), শমীপত্র (শাঁইপাতা), বীরণপত্র (বেণা-পাতা), সিন্দুর ১ থান, বেত্রনির্ম্মিত রেক ১, জলপূর্ণ কুম্ভ ১, আম্রশাখা ১,

জলপূর্ণ ঘট ১, দধি, শিল-নোড়া, কুলা ১, পৈষ্টচরু, দক্ষিণা। বর-কনের পরিধেয় বস্ত্র।

(গর্ভাধান)

ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়পূজার ধুতি ১, শাটী১, মধুপর্কবাটি ২, আসনাঙ্গুরীয় ২, বটের ডাল, ঘট, আম্রশাখা ১, নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দুর, আতপতণ্ডুল, পঞ্চগব্য, শরা ১, জবাপুষ্প ১, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, উপকরণদ্রব্যাদি, পিটুলির পুত্তলিকা ১১, বর-কন্যার পরিধেয় নববস্ত্র, কদলী ১, অঙ্গুরী ১, ঘৃত, পুরোহিতদক্ষিণা।

(পুংসবন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বটের ঝুরি, বটশুঙ্গা, কুশমূল, সোমলতা, পর্য্যুষিত শিশির-জল, বিচিত্র পীঠ, নিম্বপত্র, শ্বেতসর্ষপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, ধূপ-দীপ, জলপূর্ণ শরা, পুরোহিতদক্ষিণা।

(সীমন্তোন্নয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, যজ্ঞীয় উডুম্বর-ফলস্তবক দুই দফা, দধি, মধু, ঘৃত, তিল, ত্রিভাগে শ্বেত শজারুকাঁটা, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, উপকরণ, পুরোহিতদক্ষিণা। সূত্রপূর্ণ তর্কু (টেকো), ত্রয়োদশ দর্ভপিঞ্জলী, শরকাণ্ড, অশ্বত্থশঙ্কু, চরুস্থালী, দুগ্ধ, তিল, তণ্ডুল, মুদ্গ, হাতা, ঝাঁক ৩।

(জাতকর্ম্ম)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, ধূপ-দীপ, তিল, হরীতকী, সুবর্ণ, ঘৃত, জলকুম্ভ, মধু, শ্বেতসর্ষপ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, পুরোহিতদক্ষিণা।

(নামকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, ভোজ্যত্রয়, প্রদীপ ২, দধি, ঘৃত, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, নান্দীমুখদ্রব্য, সূর্য্যার্ঘ্যদানদ্রব্য, শিলা, খড়ি ১, পুরোহিতদক্ষিণা।

(নিষ্ক্রমণ)

নান্দীমুখদ্রব্য, সূর্য্যার্ঘ্যদানদ্রব্য।

(অন্নপ্রাশন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, কুলা, ১ ধুচুনি ১, চরুস্থালী ১, দুগ্ধ, হাতা, উদূখল, মুষল, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ, টোপর ১, পূর্ণপাত্র, অন্নব্যঞ্জন, মৎস্য, পুস্তক, ক্রীড়নদ্রব্য, শিল্পভাণ্ড,ছুরি, মৃত্তিকা, স্বর্ণ, ধান্য।

(চূড়াকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ভোজ্যত্রয়, দর্ভপিঞ্জলী ৯, উষ্ণজল, ত্রিশ্বেত শল্লকীকণ্টক (শজারুর কাঁটা), নূতন শরা, নবনীত, দধি,বৃষগোময়, কাংস্যবাটি ১, লৌহক্ষুর ১, তাম্রক্ষুর ১ বা দর্পণ ১, পুরোহিতদক্ষিণা।

(উপনয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ভোজ্যত্রয়, আচার্য্যবরণ বস্ত্র ১ জোড়া, বালকের গৈরিকবস্ত্র ১ জোড়া, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি ১, ভিক্ষার গামছা ১, বিল্বদণ্ড ১, মুঞ্জমেখলা, কৃষ্ণসারাজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্ম, সমিধ ২৫, পূর্ণপাত্র, মাল্য, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপদীপ, দধি, তিল, হরীতকী, পুরোহিতদক্ষিণা।

(বেদারম্ভ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সমিধ ১৫।

(সমাবর্ত্তন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, আম্রপল্লব ৮, পূর্ণঘট ৮, দ্বাদশাঙ্গুল শুষ্ককাষ্ঠ ১, পিষ্টতিল, সুবর্ণকুণ্ডল ২, ছত্র ১, পাদুকা ১, বেণুদণ্ড ১, টোপর ১, অঞ্জন, দর্পণ ১, ক্ষৌমবস্ত্র ১ জোড়, উষ্ণীষ, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, অনুলেপনার্থ সুগন্ধিদ্রব্য, পূর্ণপাত্র।

ঋগ্বেদীয়

(নান্দীমুখ)

বষ্ঠীর শাটী ১,মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১,বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, প্রশস্তপক্ষে বস্ত্র ৭,মধ্যবিত্ত বস্ত্র ৪, গামছা ৫,গামছা ৩ অশক্তপক্ষে গামছা ১২,আসনাঙ্গুরী ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটি ২, সিন্দূর, যব, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ঘট ১,বটের ডাল, আম্রশাখা, তৈল, হরিদ্রা, পক্ককদলী ১২ গণ্ডা, পান ঐ, গুপারি ঐ, বদরী (কুল), দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বসুধারার ঘৃত ⁄০, পুষ্প, দূর্ব্বা,

মাল্য, তুলসী, বিল্বপত্র, কলার পেটো বা কদলীপত্র, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার নৈবেদ্য ১৭, অশক্তপক্ষে নৈবেদ্য ১৭, বরণডালা ১, শ্রী ১, মাঙ্গল্য সূর্প (কুলা ও ভাঁড় ৪), আতপতণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ৭, ফলমূলাদি, দক্ষিণা।

(বরণডালা)

মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলীনির্ম্মিত), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, আমায়, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), দর্পণ, অলক্ত (আল্তা), হরিদ্রাসূত্র, চামর, দীপ।

ঋগ্বেদীয় দশবিধ সংস্কার।

(সম্প্রদানদ্রব্য)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়া, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়েমালা ২ ছড়া, জুতা ১ জোড়া, যথাশক্তি দানীয়-দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধুতি ১ বা গামছা ১, পূর্ব্বজামাতার বরণবস্ত্রাদি, কোশা ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, হরিদ্রাবর্ণের গাঁটছড়া বাঁধিবার গামছা ১, পাঁচফল (বয়ড়া ১, হরীতকী ১, সুপারি ১, জায়ফল ১, আমলকী ১,) মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১, ঘৃত, মধু, দধি, ছাউনি নাড়ার পুষ্পাদি, ধুস্তুরফল, বরণডালা ১, ডাব ১, চণ্ডী-পুস্তক ১, মাকু, বরদক্ষিণা, পুরোহিত-দক্ষিণা।

(কুশণ্ডিকা)

বালি, কাষ্ঠ, পৈকাটি, গোময়, উদূখল, মুষল ১, স্রুক, স্রুব, দর্ব্বী, মেক্ষণ, কাংস্যপাত্র ১, পঞ্চদশসংখ্যক অরত্নিপ্রমাণ যজ্ঞীয় উডুম্বরসমিধ্ ১৫, আজ্য-স্থালী (তাম্রকুণ্ড), চরুস্থালী (পিতলের বগুনা) ১, শূর্প, কৃষ্ণাজিন (মৃগচর্ম্ম), যব, তিল, হরীতকী, দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত যজ্ঞীয় উডুম্বর ১০, গব্যঘৃত /৫০ পোয়া, দুগ্ধ /॥০ সের, চরুর আতপতণ্ডুল /।০, চিনি, প্রণীতাপাত্র ১, প্রোক্ষণীপাত্র ১, পূর্ণপাত্র, ফল, তাম্বুল, দধি, দক্ষিণা।

(পাণিগ্রহণ)

কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, লাজ (খৈ), শমীপত্র (শাঁইপাতা), বীরণপত্র (বেণাপাতা), সিন্দুর ১ থান, রেক ১, ঘট ১, শিলনোড়া, আম্রশাখা ১,

জলপূর্ণ কুম্ভ ১, সূর্প (কুলা), পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি, তিল, হরীতকী, দক্ষিণা।

(গর্ভাধান)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, তিল,হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, ঘট, আম্রশাখা, বটের ডাল, সিন্দুর, তৈল, হরিদ্রা, সূর্য্যার্ঘ্য-দ্রব্য, জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, পিটুলির পুত্তলিকা ২১, লাজ, তাম্বুল, পঞ্চগব্য, কোলসরা, নারিকেল, রক্তসূত্র, অলক্ত, হরিদ্রাবর্ণের গামছা, যবচূর্ণ, শিমের রস, বর-কন্যার পরিধেয় ধুতি শাটী, পুরোহিতদক্ষিণা।

(পুংসবন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, ঘট, আম্রশাখা, সিন্দুর, শিশির, দূর্ব্বাবস, শরা, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, তিল, হরীতকী, মাষকলাই, যব, দধি, মধু, ঘৃত, দক্ষিণা।

(সীমন্তোন্নয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, উডুম্বর-ফলস্তবক ২ দফা, ত্রিশ্বেত শজারুকাঁটা, দর্ভপিঞ্জলী, রক্তসূত্র, দক্ষিণা।

(অনবলোভন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, চরুদ্রব্য, পুষ্পাদি।

(জাতকর্ম্ম)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা পূর্ব্ববৎ, ঘট, আম্রশাখা, বটের ডাল, সিন্দুর, কাংস্যপাত্র, ঘৃত, দধি, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, তিল, হরীতকী, সুবর্ণ, দক্ষিণা।

(নামকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সুবর্ণ, ঘৃত, দধি, ধূপদীপ, মধু, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, তিল, হরীতকী, ঘট, আম্রশাখা, সিন্দুর, সূর্য্যার্ঘ্য, জবাপুষ্প, দক্ষিণা।

(নিষ্ক্রমণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, নৈবেদ্য ১৪, ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি, সূর্য্যার্ঘ্যদ্রব্য, দক্ষিণা।

(অন্নপ্রাশন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, নৈবেদ্য ১৬,ঘৃত, দধি, মধু, তিল, হরীতকী,

বালকের পরিধেয় চেলি জোড়, টোপর, আভরণ, দক্ষিণা। নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন। স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃত্তিকা, দোয়াত, কলম, শাস্ত্র, শস্ত্র, শিল্পদ্রব্য, ক্রীড়নক প্রভৃতি।

(চূড়াকরণ)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, কুশপিঞ্জলী ৯, বালকের পরিধেয় বস্ত্র, কাংস্যবাটি ১, তাম্রক্ষুর ১, লৌহক্ষুর ১, দর্পণ, শরা ১, নবনীত, ত্রিভাগে সাদা সজারুর কাঁটা, বৃষগোময়, দক্ষিণা।

(কর্ণবেধ)

রৌপ্যনির্ম্মিত শুঁজী ২টি।

(উপনয়ন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, সর্ব্বৌষধিযুক্ত স্নানীয় জল, চরুস্থালী, উদূখল, মুষল, কুলা, ধুচুনি, দুগ্ধ, গৈরিক বস্ত্র ১, লালপেড়ে ধুতি ১, ভিক্ষার গামছা ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি ১, চিনি, বিল্বদণ্ড ১, পুষ্পমাল্য ১, কুণ্ডল ২, কৃষ্ণসারাজিন (মৃগচর্ম্ম) ১, মুঞ্জমেখলা (সরের পৈতে), যজ্ঞকাষ্ঠ, যজ্ঞোপবীত ২, দক্ষিণা।

(সমাবর্ত্তন)

নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, ক্ষৌমবস্ত্র, জোড, পাদুকা, ছত্র, বংশদণ্ড, উষ্ণীষ, যজ্ঞোপবীত ২ গ্রন্থি, কুণ্ডল, টোপর, মালা, সমিধ।

(সাধভক্ষণ)

আচারবশতঃ সকল বেদীয়েরই নবম মাসে সাধভক্ষণ আছে। অখণ্ড লালপেড়ে শাটী ও অন্নব্যঞ্জনাদি আবশ্যক।

পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা।

জলাশয়ের পশ্চিমপার্শ্বে চতুর্হস্তপ্রমাণ বেদী ১, সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ৮, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল,

ঘট ৫, বাস্তুযাগদ্রব্য ১ দফা, শান্তিঘট, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চামৃত, আম্রশাখা ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৬, শান্তির শাটী ২, সশীষডাব ৬, আসনাঙ্গুরী ১৪, মধুপর্কবাটি ১৪, দধি, মধু, চিনি, পূজার বস্ত্র ১৪, পূজার শাটী ২, নৈবেদ্য ১৬, কুচানৈবেদ্য ১, রৌপ্যনির্ম্মিত বরুণপ্রতিমা ৪ অঙ্গুলি-পরিমিত। নবগ্রহের বস্ত্র —রক্তবর্ণ ২, শ্বেতবর্ণ ৩, কৃষ্ণবর্ণ ২, ধূম্রবর্ণ ১, পীতবর্ণ ১, গুড়, ক্ষীর, দধি, পায়সান্ন, পিষ্টক, ২১ হস্ত বা ১২ হস্ত বেলের যূপ, ছোট যূপ ৩॥০ হস্ত, ত্রিশূল ১, চক্র ১, ঘণ্টা ১, ছাতা ১, চামর ১, পাখা ১, শয্যা ১, পাদুকা ১, পতাকা ১, দর্পণ ১, টোপব ১, অশ্বস্থানমৃত্তিকা, হস্তিদন্তমৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, নদী-সঙ্গমমৃত্তিকা, গোষ্ঠমৃত্তিকা, নদীর উভয়কূলের মৃত্তিকা, সর্ব্বৌষধি, সমুদ্রের জল, দুগ্ধ ১ কলসী, স্বর্ণশলাকা ১, স্বর্ণপদ্ম ১, কাংস্য-রেকাব ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, হোমের গব্যঘৃত /২ সের, আজ্যস্থালী (তাম্রকুণ্ড বা গামলা) ১, চরুস্থালী (বগুনা) ১, উদূখল, মুষল, স্রুক্‌স্রুব, দর্ব্বীমেক্ষণ, কুলা, ১, ধুচুনি ১, সমিধ্‌ ১০৮, নবগ্রহ-সমিধ্‌ প্রত্যেক ২৮, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, স্বর্ণনির্ম্মিত কচ্ছপ ১, ঐ মকর ১, ঐ অষ্টনাগ ১ প্রস্থ, রৌপ্যনির্ম্মিত মৎস্য ১, ঐ ঢোঁড়াসর্প ১ তাম্রনির্ম্মিত কেঁকড়া ১, ঐ বেঙ ১, লৌহনির্ম্মিত শুশুক ১, গাভী ১, স্বর্ণশৃঙ্গ ২ স্বর্ণবীরপট্ট ১, রৌপ্যখুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড় ১, উৎসর্গের ধুতি ১, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

মঠপ্রতিষ্ঠা।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১), ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৭, বরণের আসন ৭, বাস্তুযাগদ্রব্য ১ দফা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ৫, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৬, সশীষডাব ৬, উদূখল, মুষল, কুলা ১, ধুচুনি ১, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, কাংস্য-রেকাব ১, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /২ সের, সমিধ ১০৮,

নবগ্রহের সমিধ প্রত্যেক ২৮, চক্র ১, ছোট ঘণ্টা ১, ষোলহস্ত বাঁশের ধ্বজা ১, বস্ত্র ষোল হাত, বিষ্ণুগৃহে গরুড় ১, শিবগৃহে বৃষ ১, দেবীগৃহে বৃষ ১, ছোট চামর ১, ছোট ঘট ২৫, পঞ্চামৃত, নারিকেলজল, পূর্ণপাত্র, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা।

দেবপ্রতিষ্ঠা।

সিন্দুর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বাস্তুযাগদ্রব্য (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ), ব্রহ্মা ঐ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, বরণডালা, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, আম্রশাখা ৫, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, পূজার বস্ত্র ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, চন্দ্রাতপ গামছা ১, উষ্ণীষ ঐ ১, কাংস্য-বেকাব ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্য ঘৃত /১ সের, আজ্যস্থালী ১, সমিধ ১০৮, গোমূত্র /৪॥০ সের, গোময় ঐ, দধি ঐ, দুগ্ধ ঐ, ঘৃত ঐ, মধু ঐ, চিনি ঐ, তিলতৈল ঐ, তিলখইল ঐ, শালিচূর্ণ ঐ, কুশমূলমৃত্তিকা ঐ, গজদন্তমৃত্তিকা /৪॥০, অশ্বখুরমৃত্তিকা ঐ, চতুষ্পথ-মৃত্তিকা ঐ, পর্ব্বতমৃত্তিকা ঐ, বরাহদন্তমৃত্তিকা ঐ, বল্মীকমৃত্তিকা ঐ, গোময়ভস্ম ঐ, পঞ্চকষায় ঐ, উষ্ণোদক ঐ, পঞ্চনদজল ঐ, চম্পক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, যব, গোধূম, নীবার, তিল, শ্যামাক, শালিধান্য, ব্রীহি, প্রিয়ঙ্গু ঐ, আম্রশমীপুন্নাগকরবীরপুষ্পোদক ঐ, তুলসী-কুন্দ-শ্রীফলপত্র-ত্রিতয়যুক্ত জল, ঐ, ঘটস্থজল ১০৮ কলসী, শিবপক্ষে বিল্বপত্রচূর্ণ /৪ সের, দেবীপক্ষে আমলকী-পত্রচূর্ণ ঐ, বিষ্ণুপক্ষে তুলসীচূর্ণ ঐ, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান। দেবতার অলঙ্কার।

অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠা।

সিন্দুর, নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য (ঠাকুরবরণ, গুরু ঐ, পুরোহিত ঐ) ব্রহ্মা ঐ, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন ৪, তিল, হরীতকী, যজ্ঞোপবীত, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ৫, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, শান্তিশাটী ২, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব ৬, বরণডালা, কলাগাছ ৪, পতাকা ১, পতাকাবস্ত্র ১, ছোট চামর ১, ছোট ঘণ্টা ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ দীপ, ধুনা,

আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, সোমের ধুতি ১, রোহিণীর শাটী ১, নবগ্রহের ধুতি ১, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, অশ্বত্থপূজার ধুতি ১, উদূখল, মূষল ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ গামছা ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কাঁসার রেকাব ১, গব্যঘৃত /১, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, পলাশ-সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহের প্রত্যেকে ২৮, স্বর্ণপত্র ১, স্বর্ণফল ১, রজতফল ১, পূর্ণপাত্র, ১, আচ্ছাদনবস্ত্র ১, উৎসর্গের বস্ত্র ১, দক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

কূপপ্রতিষ্ঠা।

সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পূর্ব্ববৎ, বাস্তুযাগ পূর্ব্ববৎ, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ১, পুরোহিত ঐ ১,) ব্রহ্মা ঐ ১, সদস্য ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ১২, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, আম্রশাখা ১০, ঘট ১০, শান্তিঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১০, সশীষডাব ১২, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, নৈবেদ্য ৬, কুচানৈবেদ্য ১, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নবগ্রহের ধুতি ১, বরুণের ধুতি ১, স্বর্ণের বরুণ ৪ অঙ্গুলীপরিমিত, শান্তির শাটী ২, সর্ব্বৌষধি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কাংস্যরেকার ১, গব্য ঘৃত /২৷৷০ সের, অষ্টনাগ প্রভৃতি জলাশয়োৎসর্গবৎ, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদূখল, মূষল, সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহসমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, পতাকা ১, পূর্ণপাত্র, উৎসর্গের ধুতি ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

রথপ্রতিষ্ঠা।

সিন্দূর, (গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১, নারায়ণবরণ) ১, ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন ৪ যজ্ঞোপবীত ২০, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, বরণডালা, গরুড়মূর্ত্তি ১, পতাকা ১, আম্রশাখা ৫, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, শান্তিশাটী ২, ঘণ্টা ১, চামর ১, দর্পণ ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সশীষডাব, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৩, হোমের গব্যঘৃত /১ সের, আজ্যস্থালী ১,

চরুস্থালী ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে গোময়, উদূখল, মুষল, কুলা ১, ধুচুনি ১, যজ্ঞকাষ্ঠ সমিধ্ ১০৮, নবগ্রহ-সমিধ্ প্রত্যেকে ২৮, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, পূর্ণপাত্র ১, উৎসর্গের ধুতি ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, দ্বাদশ দান।

গ্রহযাগ।

সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দ্রব্য, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্তবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, গ্রহাচার্য্যের ববণ ১, বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, তিল, হরীতকী, যব, শ্বেতসর্ষপ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্ব-পত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, মাষকলায়, ঘট ৫, শান্তি-ঘট ১, পতাকা ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তিশাটী ২, সশীষডাব ৬, আসনাঙ্গুরী ১৪, মধুপর্কবাটি ১৪, পূজার বস্ত্র ১৪, নৈবেদ্য ১৪, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ২৫, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, আজ্যস্থালী ১, কাঁসার রেকাব ১, হোমের গব্যঘৃত /৬৷৽, সমিধ্ ১০০৮, গ্রহহোমের কাষ্ঠ ১০০৮, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপগামছা ১, পূর্ণপাত্র ১, বিরুদ্ধগ্রহের দানদ্রব্য, ব্রাহ্মণ-ভোজন, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা।

পুষ্করশান্তি।

ব্রহ্মাবরণ, হোতৃবরণ, সদস্তবরণ আচার্য্যবরণ, গ্রহাচার্য্যের বরণ, বরণাঙ্গুরী ৫, বরণের আসন ৫, যজ্ঞোপবীত ১০, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চামৃত, শ্বেতসর্ষপ, তিল, যব, মাষকলায়, ঘট ১, ছোট কাল মুগ, ঘৃত, তিল, গুড়পূর্ণ ঘট ৪, সশীষডাব ৫, আচ্ছাদন গামছা ৫, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, সরা ৮, পাতিভাঁড় ১, লৌহের রেকাবি ১, তাম্রের রেকাবি ১, কাংস্যের রেকাবি ১, রৌপ্যের রেকাবি ১, লৌহ-নির্ম্মিত যমপ্রতিমা ১, তাম্রনির্ম্মিত ধর্ম্মপ্রতিমা ১, কাংস্যনির্ম্মিত চিত্রগুপ্ত-প্রতিমা ১, রৌপ্যনির্ম্মিত পুষ্করপ্রতিমা ১, আসনাঙ্গুরী ১৪, মধুপর্কবাটি ১৪, নবগ্রহপূজার বস্ত্র ৯, যমপূজার কৃষ্ণবস্ত্র ১, ধর্ম্মপূজার শুক্লবস্ত্র ১, চিত্রগুপ্তপূজার পীতবস্ত্র ১, পুষ্করপূজার শুক্লবস্ত্র ১, বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১, নৈবেদ্য ১৭, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, আজ্যস্থালী, হোমের গব্য ঘৃত /৩

ষের, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, কুলা ১, ধুচুনি ১, দুগ্ধ /৷৹, উদূখল, মুষল, কোশাকুশি ১ জোড়া, সমিধ্ ১০০৮, নবগ্রহসমিধ্ প্রত্যেকে ১০৮, (মাগুর মৎস্য ১, ছুরি ১,) পতাকা ১৪, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, কাষ্ঠ, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

দত্তকগ্রহণ।

নান্দীমুখদ্রব্য, বেদী, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্যবরণ ১, হোতৃবরণ ১, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত ৮, ঘট ৫, শান্তিঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, সপ্তীবডাব ৬, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ৫, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, পুষ্পমালা ৩০, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ৫, গণেশের ধুতি ১, প্রজাপতির ধুতি ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, যমের থান ১, শান্তির শাটী ২, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, আজ্যস্থালী ১,চরুস্থালী ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত /১৷৷৹ সের, পলাশসমিধ্ ১০৮, উদূখল, মুষল, কুলা ১, ধুচুনি ১, দুগ্ধ /৷৷৹ সের, কাংস্য-রেকাব ১, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, দত্তকের যথাসাধ্য অলঙ্কার।

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ।

বেদী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, নারায়ণবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১, পাঠকবরণ ১, কথকবরণ ১, ধারকবরণ ২, সদস্যবরণ ১, শ্রোতাবরণ যথাশক্তি, বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের আসন ৮, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, পুষ্পমালা ১১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, ব্যাসপূজার বস্ত্র ১, সংহিতার ঐ ১,তুলসীর শাটী ১, বেদীর গামছা ২, চন্দ্রাতপ ১, বালিস ২, বেদীর আসন ২, ধারকদের আসন ২, পুস্তক রাখিবার চৌকী ৪, চৌকীর আসন ৪, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, আরতিদ্রব্য, গব্য-ঘৃত /৷৷৹ সের, ক্ষীরের লাড়ু ১০৮, সংকীর্ত্তন,—ভূরিভোজ্য, ত্রিমজলী,—দধি, তৈল, হরিদ্রা, নগদ। বামনভিক্ষা গামছা, যষ্টি, ছত্র, পাদুকা, ভোজ্য, নগদ। কৃষ্ণের জন্ম—রৌপ্যের চেঁচাড়ি, বাটি, ঝিনুক,

থাল, নগদ, তৈল, হরিদ্রা। কৃষ্ণের অন্নপ্রাশন—গেলাস, বাটি, থাল, বস্ত্র, নগদ। ফলভক্ষণ—নানাবিধ ফল, নগদ। অন্নভিক্ষা—ভোজ্য, নগদ। বস্ত্রহরণ—বস্ত্র ও নগদ। উপনয়ন—যজ্ঞোপবীত, ঝুলির গামছা, বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, নগদ। রুক্মিণীহরণ—পট্টবস্ত্র, ঘটী, থালা, ডিবে, ঘড়ী, অলঙ্কার।

রামায়ণপাঠ।

ঠাকুরবরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ১, পাঠক ঐ ১, কথক ঐ ১, ধারক ঐ ২, সদস্য ঐ ১, শ্রোতা ঐ ১, স্বস্ত্যয়নের ব্রাহ্মণবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ১০, আসন ১০, যজ্ঞোপবীত ১০, তিল,হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ,দধি, দুগ্ধ, মধু, চিনি, আসনাঙ্গুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, রামের বস্ত্র ১, সীতার শাটী ১, সংহিতার বস্ত্র ১, বিষ্ণুর ঐ ১, নবগ্রহের ঐ ১, হনুমানের ঐ ১, তুলসীর ঐ ১, শিবপূজার গঙ্গামৃত্তিকা, কলা, নৈবেদ্য ৭, কুচানৈবেদ্য ৪, আরতি, সংকীর্ত্তন, বেদী, বেদীর আসন ২, বেদীর গামছা ২, বালিস ২, চৌকী ৪, আসন ৪, চন্দ্রাতপ ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ⁄॥০ সের, পূর্ণপাত্র, পদ্ম বা করবী পুষ্প ১০৮, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা। পর্ব্ব—ত্রিমঙ্গলী, রামের জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, বামনভিক্ষা, শক্তিশেল, রামরাজা, লক্ষ্মণভোজন।

তুলাপুরুষমহাদান।

প্রধান বেদী দীর্ঘে ও প্রস্থে ২০ হাত বা ১৮ হাত পরিমিত করিয়া উর্দ্ধে অর্দ্ধহস্তপ্রমাণ করিবে। উহাতে ৭ হস্তপ্রমাণ ২টি বিল্বকাষ্ঠের স্তম্ভ দিবে ও স্তম্ভোপরি ২১ হাত পরিমাণ ৪টি পাড়ন দিবে। ৬ হাত ৬ অঙ্গুলী বা ৬ হাত পরিমাণে মধ্যবেদী করিবে, উহার উচ্চতা ১ হাত হইবে। উহাতে ৭ হাত পরিমাণ ৪টি স্তম্ভ ও তাহার উপরে ৭ হাত পরিমাণে ৪টি পাড়ন দিবে। কোণা ৪টি ১২ হাত পরিমাণে করিবে। তুলাদণ্ডের স্তম্ভ ২টি অর্দ্ধহস্ত বিস্তার এবং ৭ হাত দীর্ঘ হইবে। তাহার উপরে পাড়ন ১টি ৭ হাত দিবে। তুলাদণ্ড ১টি ৪ হাত করিয়া তাহাতে বঁড়িশাকৃতি লৌহশৃঙ্খল ৬ অঙ্গুলী পরিমাণে দিয়া খাটাইবে। ৮ হাত পরিমাণ লৌহশৃঙ্খলে এক হাত প্রমাণ পাল্লা ২টা দিবে। দশহস্ত-প্রমাণ বংশদণ্ডে ২ হস্ত-প্রমাণ বস্ত্র নিম্নোক্তক্রমে পতাকা দিবে। যথা —পূর্ব্বদিকে পীতবর্ণ, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্ণ, নৈঋ্ঁতকোণে নীলবর্ণ, পশ্চিমে শ্বেতবর্ণ, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ, উত্তরে শ্বেতবর্ণ এবং ঈশানকোণে শুভ্রবর্ণ পতাকা। মধ্য-বেদীতে ৭ হাত প্রমাণ বস্ত্রে শ্বেত, রক্ত, ধূম্র,

কৃষ্ণ, পীত এই পঞ্চ বর্ণের পঞ্চপতাকা দিবে। মধ্যবেদীর ঈশানকোণে ৫ হাত প্রমাণ ১টি বেদী করিবে। তাহাতে নব বর্ণের নব পতাকা দিবে।

সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পূর্ব্ববৎ, ঠাকুববরণ ১, গুরু ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ৮, (ব্রহ্মাবরণ ২, সদস্ত ঐ ২, হোতৃ ঐ ২, আচার্য্য ঐ ২), যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্ত ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্ত ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ ৪, (ব্রহ্মাবরণ ১, সদস্ত ঐ ১, হোতৃ ঐ ১, আচার্য্য ঐ ১), বেদপাঠক ৪, স্বর্ণের বরণাঙ্গুরী ২৭, বরণের আসন ২৭, যজ্ঞোপবীত ১০০, হরীতকী ১০০, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য. পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, আম্রশাখা ১৮, সশীষডাব ৪০, পিতলের শান্তিঘট ১, পিতলের ঘড়া ৫, দ্বারের ঘট ১২, কোশাকুশি ৫ জোড়া, স্বর্ণের গোবিন্দ-প্রতিমা ১, স্বর্ণের ধর্ম্মপ্রতিমা ১, স্বর্ণেব সূর্য্যপ্রতিমা ১, স্বর্ণের প্রজাপতি প্রভৃতি ঐ ২৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তিব শাটী ২, তিল /।০, যব /।০, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলায়, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধূনা, গুগ্‌গুল, আসনাঙ্গুরী ৮১, মধুপর্কবাটি ৮১, পূজার বস্ত্র ও শাটী ৮১, নৈবেদ্য ৮১, কুচানৈবেদ্য ৪, পুষ্পমালা ১০০, চামর ১৭, ঘণ্টা ১৭, দর্পণ ১৭, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, চন্দ্রাতপ ৫, উষ্ণীব ৬, উদূখল, মূষল ৪, কুলা৪, ধুচুনি ৪, বালি, কাষ্ঠ, খোডকে, গোময়, হোমের গব্যঘৃত /৫ সের, আজ্য-স্থালী (গামলা) ৪, চরুস্থালী (বগুনা) ৪, উডুম্বর-সমিধ ৪০০০, তুলা-পবিমিত অষ্টধাতু, পূর্ণপাত্র ৫, স্বর্ণ ১ ভরি, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা, ষোড়শদান, ব্রাহ্মণভোজন, (স্ত্রীলোকদিগের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই)।

বিদ্যারম্ভ।

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, আম্রশাখা ১ নারায়ণপূজার ধুতি ১, সরস্বতীপূজাব শাটী ১ গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, ঘৃত, দধি, মধু, চিনি, তিল, হরী-তকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, ধূপ-দীপ, পুষ্প-মালা ২, রামখড়ি ১, বালকের পরিধেয় বস্ত্র ১, দক্ষিণা।

গঙ্গায় অস্থিক্ষেপ।

অস্থি, পঞ্চগব্য, তিল, মধু, ঘৃত, স্বর্ণ ১ খণ্ড। দক্ষিণা।

পর্ণনরদাহ।

শ্বেত নারিকেল ফল, শরপাতা ৩৬০ বা পলাশপাতা ৩৬০, মেষলোমের রজ্জু, যবযাটা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

কুশ, ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, বস্ত্র, স্বর্ণ ৭ খণ্ড, অভাবে কাংস্য ৭ খণ্ড, কলসী ১, সরা ১, তিল, কড়ি, আতপতণ্ডুল, তুলসী, ওড়ন ও পাড়ন ২ খণ্ড, পেঁকাটি, অগ্নিদাতার পরিধেয় বস্ত্র ১, উত্তরীয় বস্ত্র।

বৈতরণী।

সবৎসা কৃষ্ণা গো বা মূল্য ৩/০ কাহন কড়ি বা ৸০, গামছা ১, তণ্ডুল, দক্ষিণা।

পূরকপিণ্ডদান।

দুগ্ধ/।০ পোয়া, সরা ৩, মালসা ., তিল, ঘৃত, মধু, কাঁঠালি কলা ৪, মেষলোম বা ছিন্ন কম্বল, মৃৎপাত্র পঞ্চপঞ্চাশৎ (৫৫), আতপতণ্ডুল /।০ সের, পেঁকাটি, প্রদীপ ১, তেকাঠা ২, পুষ্প, তুলসী, দক্ষিণা।

চতুর্দ্ধাশান্তি।

কলাপেটো বা পাতা ৪, সুপারি ৪, পান ৪, ঘৃত, পেঁকাটি, আতপতণ্ডুল, তিল, তুলসী, পুষ্প, প্রদীপ ১ বিল্বপত্র, নিম্বপত্র, কুলখকলায়, সরা ১, যষ্টি ১, পরিধেয় বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্ণ ১ খণ্ড, গামছা ১, দক্ষিণা।

সূর্য্যার্ঘ্য।

গামছা ১, কোশা ১, জবাপুষ্পাদি।

তিলকাঞ্চন।

তাম্রটাট ১, তিল, /১।০ পোয়া, কলাপাতা ১, স্বর্ণ ১ খণ্ড, গামছা ১, দক্ষিণা।

আগুশ্রাদ্ধ।

আতপতণ্ডুল, উপকরণ, কলাপাতা ২০, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, শ্রাদ্ধের বস্ত্র ১, তিল, হরীতকী, ঘৃত, মধু, দধি, ধূপ-দীপ. পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, মৎস্য ১, পান, সুপারি, মালসা ১, পৈকাটি, অগ্রদানীর দক্ষিণা, পুরোহিতদক্ষিণা।

ষড়ঙ্গ।

থালা ১, ঘড়া বা ঘটি ১, পিলসুজ ১, খড়ম ১ যোড়া, ছাতা ১, শয্যা ১, পিঁড়ে ১।

মহাদান।

সুবর্ণ ১, ঘোড়া ১, তিল ১, গো ১, রথ ১, ভূমি ১, গৃহ ১, কপিলা ধেনু ১, হস্তী ১, নৌকা ১, পালকী ১, দক্ষিণা।

ষোড়শ দান।

ভূমি (১ গামলা ধান্য, গঙ্গামৃত্তিকা ও মূল্য), আসন (গালিচা ১ ও চৌকী ১), জলপাত্র ১ (ঘড়া), বস্ত্র ১, দীপ (পিলসুজ ও প্রদীপ), অন্ন (সভোজ্য থাল), তাম্বূল (পানসহ বাটা), ছত্র ১, গন্ধ (বাটি ও চন্দনকাষ্ঠ), মাল্য (রেকাব ও পুষ্পমালা), ফল (রেকাব ১ ও নারিকেলাদি), পাদুকা ১ জোড়া, গো (মূল্য কড়ি ৩/০ বা ৫০ গামলা বা মালসা) ১, স্বর্ণ ১ খণ্ড, রৌপ্য ১ খণ্ড, শয্যা (সসাজ খাট ১), পাতনবস্ত্র ১, উৎসর্গ গামছা ১, দক্ষিণা।

ভূরিভোজ্য।

প্রচুরপরিমাণে তণ্ডুলাদি ভোজ্য ১ দফা, গামছা ১।

দানসাগর।

ষোলটি ষোড়শ দান।

দম্পতিবরণ।

স্বর্ণনির্ম্মিত দম্পতিপ্রতিমা ১, গরদের ধুতি-চাদর ১ গরদের শাটী ১, সসাজ খাট ১, স্বর্ণের অঙ্গুরী ১, অলঙ্কার যথাশক্তি, দানসামগ্রী, দক্ষিণা।

সুখাসন-দান।

চৌকী ১, কার্পেট বা সাঁচ্চার মকমল, আতরদান ১, তাম্বূলদান ১, রৌপ্যডিপে ১, গোলাপপাশ ১, ফুলদান ১, শটকা সহিত গড়্গড়া ১, পিক্‌দান ১, সাঁচ্চার বালিস ৩টা।

বৃষোৎসর্গ।

উভয়ত চতুর্হস্ত দীর্ঘ ১হস্ত উর্দ্ধ বেদী ১, সিন্দূর, (ঠাকুরবরণ ১ জোড়া, গুরুবরণ ঐ,পুরোহিতবরণ ঐ), হোতৃবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, ব্রহ্মাবরণ ঐ, সদস্তবরণ ঐ, বিরাটবরণ ঐ,(গীতাপাঠকবরণ ঐ),বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের কুশাসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরীতকী ১০, ঘট (ঘড়া) বা ঘটী ৫, অভাবে মৃত্তিকা-ঘট ৫, শান্তিঘট (ঘড়া) ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তিকুম্ভের শাটী ২, রুদ্রপূজার বস্ত্র ১, অম্বিকার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী১, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, যূপাচ্ছাদন ঐ ১, বৎসতরীর ঐ ৪, বৃষ উৎসর্গের ঐ ১, বৃষের ঐ ১, গোপের ধুতি ১, কর্ম্মকারের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, আম্রশাখা ৫, সশীষ ডাব ৬, পুষ্পমালা ৩০, বালি, কাষ্ঠ, পৈঁকাটি, গোময়, হোমের গব্যঘৃত ⁄১॥০ সের, আজ্যস্থালী তাম্রকুণ্ড ১, চরুস্থালী (পিতলের বগুনা) ১, দুগ্ধ ⁄॥০ সের, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদূখল, মুষল ১, আতপতণ্ডুল, যজ্ঞকাষ্ঠ, হাতা চমস প্রভৃতি, যূপকাষ্ঠ ১, উপযূপকাষ্ঠ ৪, টোপর ১, পাতি মোয়ুড় ৪, বৃষ ১, বৎসতরী ৪, সসাজ ঝাঁপি ৪, বৃষাভরণ—স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণ-বীবপট্ট ১, রৌপ্যখুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড় ১, লৌহবলয় ৪, লৌহঘণ্টা ১, লৌহ-দাগনী ২, চামর ১, স্থূর্প ১, ত্রিশূল ১, খোন্তা ১, সর্ব্বৌষধি, কোশা ১, মালসা ১, মাতুর ২, সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা। কুঙ্কুম, কাংস্য-রেকাব, বিরাটপাঠের আসন, চৌকি, গীতাপাঠের আসন, চৌকি, সামর্থ্যপক্ষে ব্যাসপূজার বস্ত্র ১।

চন্দনধেনু।

বেদী, সিন্দুর, (ঠাকুরবরণ ১ জোড়া, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিতবরণ ঐ,) ব্রহ্মাবরণ ঐ, সদস্তবরণ ঐ, হোতৃবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, বিরাটবরণ ১ জোড়া, বরণের অঙ্গুরী ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরীতকী ১০, ঘট (পিতলের ঘড়া) ৫, অভাবে মাটীর ঘট ৫, শান্তির ঘট (ঘড়া) ১, পঞ্চ-গুঁড়ি, পঞ্চশস্য,পঞ্চপল্লব ১, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, সশীষডাব ৬, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, তিল, আম্রশাখা ৬, রুদ্রপূজার ধুতি ১, অম্বিকাপূজার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, শান্তির শাটী ২, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ঐ ১, উৎসর্গ ঐ ১, যূপাচ্ছাদন ঐ ১,

গোপের ধুতি ১, সবৎসা গাভীর লালপেড়ে শাটী ১, গামছা ১,আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্কবাটি ৪, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত /১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়্কে, কাঁসার রেকাব ১, গোময়, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, আজ্যস্থালী তাম্রকুণ্ড ১, চরুস্থালী বগুনা ১, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদূখল, মুষল ১, যজ্ঞকাষ্ঠ, যূপকাষ্ঠ ১, উপযূপকাষ্ঠ ১, দুগ্ধ /॥০ সের, চরুর আতপতণ্ডুল /॥০ সের, পাতিমোযুড় ১, স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণ-বীরপট্ট ১, রৌপ্যখুব ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড ১, লৌহবলয় ৪, লৌহঘণ্টা ১, ত্রিশূল ১, চামর ১, খোন্তা ১, সসাজ ক্ষেমী ১, সর্ব্বৌষধি, কুঙ্কুম, কোশা ১, বগুনা ১ বা মালসা ১, সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, ব্রতীদক্ষিণা। বিরাট পাঠের আসন-চৌকি, গীতাপাঠের আসন-চৌকি।

মাসিক-একোদিষ্ট।

আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো, উপকরণ, মিষ্টান্ন, দধি, মধু, ঘৃত, পাকাকলা ৭, পান, সুপারি, তিল, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র বা গামছা ১, শ্রাদ্ধের ধুতি ১, মৎস্য ১, কাঁচাকলা, মালসা ১, পৈঁকাটি, দক্ষিণা।

সপিণ্ডীকরণ।

আতপতণ্ডুল, কলাপাতা ২০ বা পেটো, উপকরণ, তিল, যব, গব্যঘৃত, দধি, মধু, মিষ্টান্ন, ধূপ-দীপ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, কাঁচাকলা, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, সপিণ্ডীকরণের বস্ত্র ৫, প্রেতপক্ষে বস্ত্র ২, অভাবে বস্ত্র ৩, গামছা ৪, থালা ১, ঘটী ১, পান ২০, সুপারি ২০, মৎস্য ১, মালসা ১, পৈঁকাটি, ষোড়শদান, অথবা অন্ন-জল-বস্ত্র, দক্ষিণা।

সাংবৎসরিকৈকোদ্দিষ্ট।

আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ১০, উপকরণ, মিষ্টান্ন, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, দধি, মধু, ঘৃত, পাকাকলা ১০, কাঁচাকলা, পান ১০, সুপারি ১০, যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, শ্রাদ্ধের ধুতি ১, তিল, যব, মালসা, দক্ষিণা।

পার্ব্বণশ্রাদ্ধ!

আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, দধি, মধু, ঘৃত, মিষ্টান্ন, তিল, যব, হরীতকী, পাকাকলা ১২, পান,

সুপারি, গঙ্গামৃত্তিকা, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, পিতৃপুরুষের গামছা ৬, দেবপক্ষে গামছা ২, যজ্ঞোপবীত ৯, দক্ষিণা।

তীর্থযাত্রানিমিত্তক শ্রাদ্ধ।

নান্দীমুখশ্রাদ্ধদ্রব্য, সিন্দূর, ঘট ১, বটের ডাল ১, ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার বস্ত্র ১৭, বা কেবল নৈবেদ্য ১৭, আসনাঙ্গুরী ঐ, নৈবেদ্য ঐ, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত ৵৹, কুশ, আম্রশাখা, তিল, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, পাকাকলা ১৭, ইক্ষুগুড়, উপকরণ, পান ১৭ গণ্ডা, সুপারি ১৭ গণ্ডা, হরিদ্রা, দক্ষিণা।

তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ।

বস্ত্র ৮, অভাবে গামছা ৮, আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, পাকা কলা ১০, তিল, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, কুশ, ইক্ষুগুড, ঘৃত, দধি, মধু, উপকরণ, পান, সুপারি, যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণা।

দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ।

(কল্পারম্ভ)

সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, ঘট ১, কুণ্ডুহাঁড়ি, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, তীর ৪, একসরা আতপতণ্ডুল, সশীষ ডাব ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কল্পারম্ভের শাটী ১, চণ্ডীর শাটী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ-দীপ, ধুনা, কর্পূর, চন্দ্রমাল্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি।

(নবপত্রিকার দ্রব্যাদি)

কলাগাছ ১, কচুগাছ ১, হলুদগাছ, জয়ন্তীগাছ ১, বিল্বডাল ১, ডালিম-ডাল ১, অশোকডাল ১, মানকচুগাছ ১, ধান্যগাছ ১, শ্বেত অপরাজিতালতা, রক্তসূত্র, আলতা, বন্ধন করিবার পেটো, রজ্জু ৮ গাছি, পাঁচফল।

প্রতিপদ তিথি হইতে পঞ্চমী যাবৎ প্রত্যেক দিন নিম্নোক্ত কয়টি দ্রব্য দিবে। যথা—প্রতিপদে মাথাঘষা, ফুলল তৈল, আতর, চিরুণি ১, গোলাপজল; দ্বিতীয়াতে মাথা বান্ধিবার পট্টডোর ১; তৃতীয়াতে দর্পণ, সিন্দূর, অলক্ত;

চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাংস্যবাটি, তিলক, অঞ্জন ; পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ, পট্টবস্ত্র, যথাশক্তি অলঙ্কার।

(বোধনদ্রব্যাদি)

সিন্দূর, যুগ্মফল সহিত বেলের ডাল ১, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, সশীষডাব ১, ক্ষীরকাঠী ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, গামছা ১, কুণ্ডুহাড়ি ১, বোধনের শাটী ১, বিল্ববৃক্ষপূজার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী,বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ছুরি ১, চন্দ্রমাল্য ১, আরতিদ্রব্য, শ্বেতসর্ষপ, মাষভক্তবলি।

(অধিবাস ও আমন্ত্রণের দ্রব্যাদি)

দেবীর শাটী ১, বিল্ববৃক্ষের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তিল, হরীতকী ১। আরতিদ্রব্য, দর্পণ।

(অধিবাসডালা)

মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কদলী,) দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলিনির্ম্মিত), সিন্দূব, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, আমান্ন (আতপতণ্ডুল), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), দর্পণ, আলতা ৪, হরিদ্রা, সূত্র, লৌহ, চামর, দীপ, আরতি।

(সপ্তমীপূজার দ্রব্য)

(নারায়ণবরণ ১, গুরুবরণ ১, পুরোহিতবরণ ১,) পূজকবরণ ১, তন্ত্রধারকবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ২, বরণের আসন ২, যজ্ঞোপবীত ৪, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ঘট ১, সশীষ ডাব ২, দুই সরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডুহাড়ি ১, ধূপদীপ-ধুনা, তেকাঠা, প্রধানদীপ ১, দর্পণ ১।

(মহাস্নানের দ্রব্যাদি)

তৈল, হরিদ্রা, কলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চামৃত, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা গজদন্তমৃত্তিকা, বরাহদন্তমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, বল্মীকমৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, নদীর উভয়কূলমৃত্তিকা, পর্ব্বতমৃত্তিকা, তিলতৈল, বিষ্ণুতৈল, উষ্ণোদক,

নারিকেলোদক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, পঞ্চরত্নমিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্ম-রেণূদক, দুগ্ধ, মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম, বৃষ্টিজল, ফলোদক, সরস্বতীজল, নির্ঝরোদক, সপ্ত সমুদ্রের জল।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, সিন্দুর, ঘটাচ্ছাদন গামছা ২, আরতির গামছা ১, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলায়, জবাপুষ্প, কুচানৈবেদ্য ১ দফা, আসনাঙ্গুরী ১৬, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১৬, স্নানীয়জল /৪॥০ সের, মধুপর্ক, অঙ্গুরী ১৬, কাঁসার বাটি ১৬, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান নৈবেদ্য ১, নবপত্রিকার পরিধেয় শাটী ১, দুর্গার শাটী ১, লক্ষ্মীর শাটী ২, সরস্বতীর শাটী ১, চণ্ডীর শাটী ১, নবপত্রিকার পূজার শাটী ৯ বা ১, কার্ত্তিকের ধুতি ১, গণেশের ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, বিষ্ণুর ঐ ১, ময়ূরের ঐ ১, মূষিকের ঐ ১, সিংহের ঐ ১, অসুরের ঐ ১, সর্পের ঐ ১, জয়ার শাটী ১, বিজয়ার ঐ ১, অর্ঘ্য ১০৮ দূর্ব্বা, চন্দ্রমাল্য, থাল ১, ঘড়া বা ঘটী ১, শক্তিবিষয়ে অষ্টগন্ধ, লোহা, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দুরচুবড়ি ১, পুষ্পমালা, রচনাদ্রব্যাদি, ফলমূলাদি, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য, আরতি। জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, অপরাজিতা, পদ্ম।

(হোমের দ্রব্যাদি)

বলি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, হোমের ঘৃত /॥০ সের, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, পূর্ণপাত্র ১।

(অষ্টমীপূজা)

(মহাস্নানদ্রব্য)

দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, বস্ত্র (পূর্ব্বদিনের ন্যায়), আসনাঙ্গুরী, মধুপর্কবাটি ঐ, দধি,মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, অপরাজিতা ও পদ্ম। কুচানৈবেদ্য ১, অষ্টগন্ধ, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমালা, থাল ১, ঘড়া বা ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নত ১, রচনা, সিন্দুরচুবড়ি ১, নন্দিকেশ্বরমতে · নবঘট, নবপতাকা, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, আরতি। হোমদ্রব্য।

(সন্ধিপূজা)

পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা,স্বর্ণাসনাঙ্গুরী ১,মধুপর্ক, কাংস্যবাটি ১,

শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, মাষকলাই, অষ্টগন্ধ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, দধি, চিনি, মধু, ঘৃত, চেলির শাটী ১, প্রধান নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, রচনাদ্রব্য, ফলমূলাদি, থাল ১, ঘড়া ১, লোহা ১, নত ১, (পাটী ১, বালিস ১) চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, হোমদ্রব্য, আরতি, কুমারীপূজাদ্রব্য, প্রদীপ ১০৮।

(নবমী-পূজা)

(মহাস্নানদ্রব্য)

দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্ব্বা ১০৮, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ-ধুনা, বস্ত্র (পূর্ব্বদিনের ন্যায়), কুমারীপূজার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ঐ, মধুপর্কবাটি ঐ, দধি, মধু, চিনি, রচনাদ্রব্য, শ্বেতসর্ষপ, যব, তিল, মাষকলাই, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল, নৈবেদ্য ৩৭, কুচানৈবেদ্য ১, থাল ১, ঘটী ১, অষ্টগন্ধ, সিন্দূরচুবড়ি ১, লোহা, শঙ্খ ১, নত ১, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমালা, রচনা, পান, পানের মসলা, ভোগের দ্রব্যাদি, বলিদ্রব্য, হোমদ্রব্য, আরতি, দক্ষিণা।

(দশমী-পূজা)

সকলের দশোপচারে পূজা, গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য, দধি, মুড়কি, যাত্রামঙ্গল দ্রব্য, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, আরতি, পিষ্টকপ্রদীপ। পর্য্যুষিত অন্ন।

লক্ষ্মীপূজা।

সিন্দুর, পূজকের বরণ ১, আচার্য্য ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ২, বরণের আসন ২, যজ্ঞোপবীত ৬, অধিবাসডালা, তিল, হরীতকী, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আরতির গামছা ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, সশীষডাব ১, তীর ৪, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবে" ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, কুবেরের পূজার ধুতি ১, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, লোহা, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দুরচুবড়ি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত ।৵০ পোয়া, হোমের বিল্বপত্র ২৮, ভোগের দ্রব্যাদি, কর্পূর, চিপিটক,

নারিকেল, পান, পানের মসলা, থাল ১, ঘটী ১, রচনা ১, পুষ্পমালা ১, চন্দ্রমালা ১, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

শ্যামাপূজা।

সিন্দুর, পূজকের বরণ ১, তন্ত্রধারকের বরণ ১, বরণাঙ্গুরী ২, যজ্ঞোপবীত ২, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডুহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আরতির গামছা ১, মাষকলাই, সশীষডাব ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, স্নানীয়জল /৪ll০ সের, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১, মধুপর্কের সাচ্ছাদন কাঁসার বাটি ৪, শ্যামাপূজার শাটী ১, মহাকালের ধুতি ১, বিষ্ণুপূজার ঐ ১, শিবপূজার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ৪, দধি, মধু, চিনি, পাণিশঙ্খ ২, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, অষ্টগন্ধ, যব, শ্বেতসর্ষপ, দূর্ব্বা, গন্ধ, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, চাঁদমালা ১, পুষ্পমালা ১, বিল্বপত্রমালা ১, থাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, নত ১, শঙ্খ ১, বচনাদ্রব্য দফা ১, সিন্দুরচুবড়ি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত /ll০ সের, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, ভোগের দ্রব্যাদি, কর্পূর, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, ছাগবলি, বা কুষ্মাণ্ড-ইক্ষুদণ্ডবলি, আরতি, দক্ষিণা।

জগদ্ধাত্রীপূজা।

সিন্দুর, গুরুবরণ ১, পূজকের ঐ ১, তন্ত্রধারকের ঐ ১, পুরোহিত ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, যজ্ঞোপবীত, বরণডালা, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, কুণ্ডুহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, আরতির গামছা ১, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোলচূর্ণ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, স্নানীয়জল, /৪ll০ সের, অষ্টগন্ধ, রজতাসন, জগদ্ধাত্রীর তিন পূজার শাটী ৩, বিষ্ণুর ধুতি ১, নারদের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ৭, মধুপর্কবাটি ৭, নৈবেদ্য ১০, কুচানৈবেদ্য ১, চন্দ্রমাল্য ৩, পুষ্পমালা ৩, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, বিল্বপত্রমাল্য ৩, পাণিশঙ্খ ২, থাল ৩, ঘটী ৩, লোহা ৩, নত ৩, সিন্দুরচুবড়ি ৩, পট্টবস্ত্র ৩ বা ১, দধি, মধু, চিনি, শঙ্খ ৩ জোড়া, রচনা ৩, ফলমূল, শ্বেতসর্ষপ, যব, ১০৮ দূর্ব্বা

৩দফা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ✓৷৹, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা। ব্রতস্থলে আসন, জলপাত্র, ডিবে, প্রদীপ, অন্নপাত্র, শয্যা, পাদুকা, ছত্র দান আবশ্যক।

কার্ত্তিকপূজা।

সিন্দুর, পূজকবরণ, আচার্য্যবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ২, যজ্ঞোপবীত ১০, তিল, হরীতকী ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, বরণডালা, ঘট, কুশুহাঁড়ি ১, এক সরা আতপতণ্ডুল, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, সশীষ ডাব ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ,ধুনা, আসনাঙ্গুরী ৯, মধুপর্কের বাটি ৯, নৈবেদ্য ৯, কুচানৈবেদ্য ১, তীর-ধনু ১, লৌহ-খড়্গ ১, কার্ত্তিকের পূজার ধুতি ৪, ময়ূরপূজার ধুতি ৪, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, চাঁদমালা ৪, পুষ্পমালা ৪, থাল ৪, ঘটী ৪, দধি, মধু, চিনি, খেলনা, ভেটা বা ভাঁড় ১, মাদুর ১, বালিস ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ✓৷৹, হোমের বিল্বপত্র ২৮, ভোজ্য ৪, ভোগের দ্রব্যাদি, রচনা ৪, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

সরস্বতীপূজা।

সিন্দুর, পুরোহিতবরণ, তিল ১, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুশুহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ-ধুনা, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সরস্বতীর শাটী ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ১, বিল্বপত্রমালা ১, থাল ১, ঘটী ১, শঙ্খ ১, লোহা ১, নত ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, কুল, চুয়া, আবির, অভ্র, নূতন মস্যাধার ও লেখনী, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ✓৹ পোয়া, পান, পানের মসলা, হোমের বিল্বপত্র ২৮, কর্পূর, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

গঙ্গাপূজা।

সিন্দুর, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য ১, ঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কুশুহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪,

পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, একসরা আতপতণ্ডুল, সশীষ, ডাব ১, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৯, কুচা-নৈবেদ্য ১, গঙ্গাপূজার শাটী ১, চন্দ্রমাল্য ১, থাল ১, ঘড়া ১, লোহা, নত, শঙ্খ ১, সিন্দুরচুবড়ি ১, পুষ্পমালা ১, ভোগের দ্রব্যাদি, জলপানীয়দ্রব্য, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ৵৷৩ পোয়া, হোমের বিল্বপত্র ২৮, পূর্ণপাত্র, বলিদান, আরতি, দক্ষিণা।

মনসাপূজা।

মুহীবৃক্ষ (মনসাবৃক্ষ), মনসার শাটী ১, মধুপর্কের বাটি ১, আসনাঙ্গুরীয়, সিন্দুর, ঘট ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, নৈবেদ্য ৩, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, অষ্টনাগের পূজা, নৈবেদ্য ৮, কুচানৈবেদ্য ১, উচ্ছে, দুগ্ধ, উপকরণ, ভোগের দ্রব্যাদি, দক্ষিণা।

ব্রহ্মাপূজা।

সিন্দুর, পুরোহিতবরণ ১, ঘট ১, কুশুহাঁড়ি ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলায়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, ব্রহ্মপূজার ধুতি ১, সাবিত্রীর শাটী ১, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, একসরা আতপতণ্ডুল, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, সশীষডাব ১, তীর ৪, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণ, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ৵৷০, বিল্বপত্র ২৮, পূর্ণপাত্র ১, দক্ষিণা।

শীতলা-পূজা।

সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, তীর ৪, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, শ্বেতসর্ষপ, মাষ-কলায়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, শীতলার শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ধরের ধুতি ১, থাল ১, ঘটী ১, নত ১, লোহা, শঙ্খ ১, সিন্দুরচুবড়ি ১, রচনা, পুষ্পমালা, চন্দ্রমাল্য ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত ৵৷০ পোয়া, বলি-দ্রব্য, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা। বাম-দক্ষিণে নারিকেলফল, নৈবেদ্য ২।

রক্ষাকালী-পূজা।

পূজকবরণ, আচার্য্যবরণ, সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন,

পঞ্চপল্লব, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাটা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, রক্ষাকালীর শাটী ১, নারায়ণের ধুতি ১, মহাকালের ঐ ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচা-নৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা, বিল্বপত্রমালা, চন্দ্রমালা ১, থাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, রচনা ১ দফা, (ফলমূলাদি) ভোগের দ্রব্য, পান, বলিদ্রব্য, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ⁄।০, ফল, তাম্বূল, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, দক্ষিণা।

অন্নপূর্ণা-পূজা।

গুরুবরণ ১, পুরোহিত ঐ ১, পূজকের ঐ ১, তন্ত্রধারকের ঐ ১, বরণাঙ্গুরী ৪, বরণের আসন ৪, যজ্ঞোপবীত, তিল, হরীতকী, সিন্দূর, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, ঘটাচ্ছাদন-গামছা ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, আলতা, দর্পণ, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, তীর ৪, বরণডালা, অন্নপূর্ণার শাটী ১, শিবের ধুতি ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, নন্দীর ঐ ১, ভৃঙ্গীর ঐ ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবদ্য ১, শয্যা ১, পাটী১, বালিস ১, লোহা, নত ১, শঙ্খ ১, থাল, ঘটী ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, পুষ্পমালা, বিল্বপত্রমালা, চন্দ্রমালা ১, রচনা ১, চেলির শাটী ১, ঝুলির গামছা ১, কাংস্যথাল ১, পিতলের হাঁড়ি ১, বেড়ি ১, খুন্তি ১, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, হোমের গব্যঘৃত ⁄।০, চরুর দ্রব্য, হোমের বিল্বপত্র ২⁄, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতি, দক্ষিণা।

ঘণ্টাকর্ণ-পূজা।

পুরাতন মুড়ি ভাজিবার হাঁড়ি ১, সিন্দূর, ঘেঁটুপুষ্প বা শ্বেতপুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য ১, ধূপ-দীপ, গোময়, কড়ি, কোদা, হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জিতবস্ত্র ১, ভাজিবার ষষ্টি ১।

নূতন খাতাপূজা।

নূতনখাতা, সিন্দুর, সিদ্ধি, মোহর করিবার টাকা ১, পুরোহিতবরণ ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, নৈবেদ্য ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, নারায়ণপূজার ধুতি ১, চন্দ্রমাল্য ১,

পুষ্পমালা ২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, শ্বেতচন্দন, ফলমূলাদি উপকরণ, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ৴৷০ পোয়া, পূর্ণপাত্র ১, কলা ১, পান ১, আরতি, দক্ষিণা।

গন্ধেশ্বরীপূজা।

প্রতিমা, পুরোহিতবরণ ১, আচার্য্যবরণ, সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, অধিবাসডালা, তীর ৪, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পুষ্পমালা ১, বিল্বপত্রমালা, গন্ধেশ্বরীর শাটী ১, শিবের ধুতি ১, পুষ্পমালা ১, চাঁদমালা ১, উপকরণ, মিষ্টান্ন, রচনা ১, থাল ১, ঘটী ১, লোহা ১, শঙ্খ ১, নত ১, সিন্দূরচুবড়ি ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, ঘৃত ৴৷০ পোয়া, হোমের বিল্বপত্র ২৮, পান, পানের মসলা, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

বিশ্বকর্ম্মাপূজা।

সিন্দূর, পুরোহিতবরণ ১, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব ১, ঘট ৪, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, বিশ্বকর্ম্মার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ১, থাল ১, ঘটী ১, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ৴৷০ পোয়া, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা, শিল্প-অস্ত্র।

গণেশপূজা।

সিন্দূর, ঘট ১, সশীষডাব ১, একসরা আতপতণ্ডুল, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু, চিনি, গণেশের ধুতি ১, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, উপকরণ, আরতি, দক্ষিণা।

সূর্য্যার্ঘ্য।

তিল, হরীতকী ১২, রক্তচন্দন, জবাপুষ্প ১২, ধূপ-দীপ, ধুনা, কাঁঠালিকলা ১২, সুপারি ১২, বড় এলাচ ১২, কুশ, কর্পূর, কুঙ্কুম, যব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী,

সূর্য্যের রক্তবর্ণ ধুতি ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কের বাটি ২, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত ⁄।॰ পোয়া, নৈবেদ্য ১, জায়ফল, আরতি, দক্ষিণা।

বাসন্তীপূজা।

কল্পারম্ভ ও বোধন ভিন্ন দুর্গোৎসবের ন্যায়।

রটন্তীপূজা।

শ্যামাপূজাবৎ।

ফলহারিণী পূজা শ্যামাপূজাবৎ, বিশেষ সাময়িক সমস্ত ফলমূল।

ইতুপূজা।

সিন্দুর,মালসা বা সরা ১, ধানগাছ ১, হলুদগাছ ১,কচুগাছ ১,মানগাছ ১, ছোট ঘট ১, পঞ্চশস্য, সর্ষপ, শুষনী, কোলমিলতা, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, তিল, হরীতকী, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, ভোগদ্রব্য।

রাসযাত্রা।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, কল্পবৃক্ষ ১, রাসমঞ্চ, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, বরণডালা, শ্বেতসর্ষপ, যব, জায়ফল, লবঙ্গ, কঙ্কোল, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ১৮, কুচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণের ধুতি ১, রাধিকার শাটী ১, অষ্ট সখীর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে পূজাদ্রব্য, পুষ্পমালা ২, থাল ১ ঘটী ১, ভোগের দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ⁄।॰, সমিধ করবীপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

রথযাত্রা।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী,বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, বরণডালা ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার বস্ত্র ৩, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ঐ, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, ভোগের দ্রব্যাদি, পান, পানের মসলা, থাল ১, ঘটী ১, পুষ্পমাল্য ২, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ⁄।॰, করবীপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা।

দোলযাত্রা।

বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র,

ধূপ-দীপ, ধুনা, কৃষ্ণপূজার ধুতি ১, রাধিকার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্পমালা ২, ভোগের দ্রব্যাদি, জলপানীয় দ্রব্য, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের গব্যঘৃত ।/৷০, সমিধ (সামবেদীর বিংশতি কাষ্ঠিকা) করবীরপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ২, মেচ্যাম্বর ১, আবীর, বরণডালা, দক্ষিণা।

দেবদোল।

পঞ্চগুঁড়ি, বরণবস্ত্র ১ জোড়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার ধুতি ও শাটী ২, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, আবীর, আরতি, থালা ১, ঘটী ১, ঐরূপ রাজদোল ও নরদোলে প্রয়োজনীয়।

অভিষেক।

পঞ্চগব্য, বল্মীকমৃত্তিকা, পঞ্চকষায়, ডাবের জল, সহস্রধারা, ইক্ষুরস, শিশিরোদক, পুষ্পোদক, নির্ঝরোদক, সাগরোদক, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, সুগন্ধি তৈল, বিষ্ণুতৈল, কুঙ্কুম, তিলতৈল, অগুরুচন্দন, কর্পূর, উষ্ণোদক, নৈবেদ্য ২, গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা। শীতল অন্নাদি, আরতি, দক্ষিণা।

স্নানযাত্রা।

পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা) পূজার ধুতি ১, শাটী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, অষ্টকলস, সহস্রধারা সর্ব্বৌষধি, আসনাঙ্গুরীয় ২ দফা, মধুপর্কবাটি ২, ধূপ, দীপ, ধুনা, গামছা ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, জলপানি দ্রব্য ২।

ঝুলনযাত্রা।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, পুষ্পমালা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, কৃষ্ণপূজার ধুতি ১, রাধিকাপূজার শাটী ১, বরণডালা ১, থাল ১, ঘটী ১, জলপানীয় দ্রব্য, পান, পানের মসলা, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ।/০ পোয়া, করবীপুষ্প ১০৮, পূর্ণপাত্র ১, আরতি, দক্ষিণা, অভিষেক-দ্রব্য পূর্ব্ববৎ।

সুবচনীপূজা।

ঘট ১, সিন্দূর, তৈল, হরিদ্রা, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ,

আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত, পূজার শাটী ১, পান, সুপারি, অঙ্কিত হংস ও খোঁড়াহংস, দুগ্ধ ৴।০ পোয়া, দক্ষিণা, এয়োদিগকে দিবার জন্য জলপানীয়দ্রব্য (খই, মুড়কি, আটভাজা)।

জন্মতিথিপূজা।

সিন্দুর, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প,দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ষষ্ঠীর শাটী ১, বিষ্ণুপূজা ও লক্ষ্মীপূজার দ্রব্য, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, নৈবেদ্য ৪, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, চিনি, গুড়, তিলবাটা, দুগ্ধ, জীবিতমৎস্য, (বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত ৴॥০ সের, পূর্ণপাত্র), দক্ষিণা।

সূতিকাষষ্ঠীপূজা।

সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, আম্রশাখা ১, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী, ২ মধুপর্কবাটি, ২, দধি, মধু চিনি, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য, ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১, মন্থনদণ্ড ১, তীর ৪, পিটুলি অঙ্কিত হাঁড়ি ১, পিটুলির পুত্তলিকা ২, শ্বেতসর্ষপ, মাষকলায়, বটের পাতা ৭, পাখা ১, গামছা, কাঁচা হলুদ ১, ঘৃতপ্রদীপ ১, আঁতমড়া কল ২, লোহা ২, ঘুনসি ১, তালপত্র ১, বকুলপত্রের দ্বারা হোম ২৮, ঘৃত ৵০ পোয়া, পৈকাটী, পান, সুপারি, গোমুণ্ডের পূজা, ছাগ, খড়্গ, ব্রাহ্মণগণের পদধূলি, মিষ্টান্ন, দক্ষিণা। হরির দ্বাদশ নাম।

ষষ্ঠীপূজা।

সিন্দুর, ঘট ১, বটের ডাল ১, তিল, হরীতকী, পঞ্চশস্য, আম্রপল্লব, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, পূজার ধুতি ১, শাটী ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, তৈল, হরিদ্রা, দুগ্ধ, ছোট চুপড়ি ২১, খৈ, মুড়কি ইত্যাদি, পান, সুপারি, সন্দেশ, দক্ষিণা, পরিধেয় শাটী ১।

সত্যনারায়ণপূজা।

সিন্দুর, ঘট ১, পিঁড়ে ১, পাতন বস্ত্র ১, তীর ৪, পান ২৫, সুপারি ২৫, কলা ৩২, তিল, হরীতকী, পুষ্প,দূর্ব্বা,তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা,নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, পূজার বস্ত্র ১, আসনাঙ্গুরী ১, মধুপর্কবাটি ১, দধি, মধু,

চিনি, কাঁচাসিন্নি, ময়দা বা শালিচূর্ণ /১।০ পোয়া, গুড় বা চিনি ঐ, দুগ্ধ ঐ, সন্দেশ ঐ, বাতাসা ঐ, পাকাসিন্নি, পুষ্পমালা ৫, পতাকা ৫, ফুলের তোড়া ৫, ছুরি, আরতি, দক্ষিণা।

দীক্ষাগ্রহণ।

গুরুবরণ ১, বরণাঙ্গুরী ১, বরণের আসন ১, সিন্দুর, ঘট ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ডাব ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ২, মধুপর্কবাটি ২, দধি, মধু, চিনি, পূজার ধুতি ও শাটী ২, পুষ্পমালা, পান, সুপারি, থাল ১, ঘড়া ১, জলপানীয় দ্রব্য, ভোগের দ্রব্য, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গব্যঘৃত /।।০ সের, বিল্বপত্র ১০৮ বা অন্য সমিধ ১০৮, পূর্ণকুম্ভ ১, আম্রশাখা, মন্ত্রগ্রহণের ধুতি, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, গুরুদক্ষিণা।

পঞ্চাঙ্গস্বস্ত্যয়ন।

পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, হরিপূজার ধুতি ১, মধুসূদনপূজার ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, দুর্গার শাটী ১, চণ্ডীর ঐ ১, কলা ১২, পান, দুগ্ধ, গোময়ভস্ম, রুদ্রাক্ষমালা, জপ করিবার মটরকলায় বা জাজি হরীতকী, উপকরণ, মিষ্টান্ন, বালি, কাষ্ঠ, সমিধ, গব্যঘৃত, খড়কে, কুশ, পূর্ণপাত্র, পান, কলা, দক্ষিণা।

প্রায়শ্চিত্ত।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, ধূপ-দীপ, আতপতণ্ডুল, উপকরণ, কলাপাতা, গঙ্গাজল, গঙ্গামৃত্তিকা, গামছা, উৎসর্গের কড়ি বা তাহার মূল্য, পার্ব্বণশ্রাদ্ধদ্রব্য, গোগ্রাসের দূর্ব্বা, ও কলা ৩, ১০ ব্রাহ্মণভোজন, দক্ষিণা।

গৃহারম্ভ।

তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, চিনি, দুগ্ধ, ঘট, আম্রশাখা, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, বিশ্বকর্ম্মাপূজার ঐ ১, বাস্তুপূজার ঐ ১, আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি, সিন্দুর ৩, অখণ্ড সুলক্ষণ ইষ্টক ১, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য, দক্ষিণা।

গৃহপ্রবেশ বা বাস্তুযাগ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধদ্রব্য, ব্রহ্মাবরণ বস্ত্র ১ জোড়, হোতাবরণ, ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বরণাসন ৪, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব,

সশীষডাব ৬, ঘট ৫, শান্তিকুম্ভ ১, সিন্দূর, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, ঘটাছাদনের গামছা ৫, শান্তি ধুতি ২, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ৫, কুচানৈবেদ্য ৮০ খানা, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, ব্রহ্মপূজার ঐ ১, বাসুদেবপূজার ঐ ১, বাস্তপূজার ঐ, লক্ষ্মীপূজার শাটী ১, আসনাঙ্গুরী ৫, মধুপর্কবাটি ৫, দধি ১, মধু, চিনি, দুগ্ধ, কুলা ১, ধুচানি ১, শ্বেতধান্য, জীবিত মৎস্য, সবৎসা গো ১, যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান, গৃহমধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র-রক্ষা, গব্যঘৃত /৪, কাঁসার রেকাব ১, আজ্যস্থালী,— বড গামলা ১, চরুস্থালী (বোক্‌নো), দুগ্ধ, বালি, কাষ্ঠ, আকন্দ, পলাশ, খদির, আপাং, অশ্বত্থ, শাঁই, দূর্ব্বাসমিধ প্রত্যেকটি ৮, উড়ুম্বর সমিধ ১৫০, বদ্‌না ১, বিল্বফল ৫, রক্তসূত্র, পতাকা, পুষ্পমাল্য, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, পূর্ণপাত্র, ইষ্টক, দক্ষিণা।

ব্রত উদ্‌যাপন।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, তিল, হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, ধুতি বস্ত্র ১, শাটী বস্ত্র ১, মধুপর্কের বাটি ২, আসনাঙ্গুরীয় ২ দফা, নৈবেদ্য ২, ভোজ্য ১, গামছা ১, দধি, মধু, চিনি, গব্যঘৃত /।০, বালি, কাষ্ঠ, সমিধ, পূর্ণপাত্র, খডকে, আজ্যস্থালী, দক্ষিণা।

সোপান প্রতিষ্ঠা।

কূপোৎসর্গবৎ। বিশেষ নাগাদি নাই।

আরাম উৎসর্গ।

নান্দীমুখদ্রব্য, বেদী, তিল, হরীতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব ৬ দফা, পঞ্চশস্য, সিন্দূর, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, ব্রহ্মাবরণ বস্ত্র ১ জোড, হোতৃবরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ঐ, গুরুবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বরণাসন ৫, বরণাঙ্গুরীয় ৫, ঘটী ৫, শান্তিকুম্ভ ১, শান্তিশাটী ২, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৫, উষ্ণীষ ১, চন্দ্রাতপ ১, পঞ্চগব্য, ধুতি ২, শাটী ২, মধুপর্কবাটি ৪, আসনাঙ্গুরীয় ৪ দফা, রজতসোমপ্রতিমা, স্বর্ণ-রোহিণীপ্রতিমা, বালি, কাষ্ঠ, খড়কে, নৈবেদ্য ১৫, কুচানৈবেদ্য ১ দফা, চরুস্থালী ১, আজ্যস্থালী গামলা ১, গব্যঘৃত /১, দুগ্ধ /॥০, কুলা ১, ধুচনি ১, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, পূর্ণপাত্র, সিন্দূর, স্বর্ণশলাকা, স্বর্ণফল, রজতফল, আচ্ছাদনবস্ত্র ধ্বজদণ্ড ও পতাকা ১, সুবর্ণ-সূচী, দধি, মধু, তিল,

হরীতকী, পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, তাম্রটাট, তাম্রঘটী, কমণ্ডলু, আচ্ছাদনবস্ত্র ১ প্রতিদক্ষিণা, মূল দক্ষিণা।

অন্নমেরুদান।

অন্যূন তিন শত দ্রোণ (৩২ সেরে ১ দ্রোণ) পরিমিত ধান্য, সুবর্ণ-বৃক্ষ ৩, পূর্ব্বভাগে মুক্তা ও হীরকনির্ম্মিত পর্ব্বত, দক্ষিণে গোমেদ ও পুষ্প-রাগমণিনির্ম্মিত, পশ্চিমে মরকত ও নীলা প্রস্তররচিত, উত্তরে বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত গিরি। চন্দনকাষ্ঠ, প্রবাল, শুক্তি (ঝিনুক), সুবর্ণনির্ম্মিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সূর্য্যমূর্ত্তি, ইক্ষুদণ্ডনির্ম্মিত কুঞ্জ, ঘৃতপ্রস্রবণ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত মদনমূর্ত্তি, সুবর্ণ-যব, রজতবৃক্ষ, দুগ্ধসাগর, গোধূমপর্ব্বত, তিলাচল, সুবর্ণপিপ্পলবৃক্ষ, সুবর্ণ-হংস, বস্ত্রনির্ম্মিত মেঘ ৪ দফা, দধিসাগর, সুবর্ণ কুবের-মূর্ত্তি; মাষকলায়পর্ব্বত, সুবর্ণবটবৃক্ষ, সুবর্ণকামধেনু, মধু-সরোবর।

নান্দীমুখদ্রব্য, কুশণ্ডিকাদ্রব্য, তুলাপুরুষদানবৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণবরণ বস্ত্রাদি, মণ্ডপ, বেদী। পূজাদ্রব্য তুলাপুরুষদানবৎ, ধ্বজপতাকা ৪, ঐ বস্ত্র ৪, আচ্ছাদনবস্ত্র ৫, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, শান্তিকুম্ভাদি অন্যান্যদ্রব্য তুলাপুরুষদানে দ্রষ্টব্য, বিশেষ ইহাতে তুলাদণ্ডাদি নাই।

অদ্ভুতশান্তি।

পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, তিল, হরীতকী, শান্তিকুম্ভ ১, ঐ বস্ত্র ২, বিষ্ণুর ধুতি ১, রুদ্রের ধুতি ১, মৃত্যুর ধুতি ১, বিশ্বদেবের ধুতি ১, নবগ্রহের ধুতি ৯ বা ১, আসনাঙ্গুরী ১৩ বা ৫, মধুপর্কবাটি ১৩ বা ৫, দধি, মধু, গব্যঘৃত ।৷৹, সমিধ, বালি, কাষ্ঠ, খড়কে, গব্যদুগ্ধ ।৷৹, কুশা, ধুচুনি, চরুস্থালী (বোগুনা) ১, পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা, নৈবেদ্য ১৩, পূর্ণপাত্র ১, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, দক্ষিণা।

মৃত্যুঞ্জয় শিবপূজা।

৮০ তোলা গঙ্গামৃত্তিকা, সিদ্ধি, কাঁচাদুগ্ধ, কাংস্যরেকাব ১, পূজার ধুতি ১, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১, অঙ্গুরীয় ১, পুষ্প, বিল্বপত্র ১০০৮, ধূপ-দীপ, ধুনা, দধি, মধু, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, বালি, কাষ্ঠ, গব্যঘৃত ।৷৹, গুলঞ্চ, (৪ অঙ্গুলপরিমিত) ১০০৮, খড়কে, দক্ষিণা।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
অমুকগোত্রায়াঃ	অমুকগোত্রায়া	১।৪
প্রজাপতির্ঋষি	প্রজাপতির্ঋষি	১২।১৪
জনার্দ্দনায়	বিষ্ণবে	১৪।১৩
নষৌ	ন ষৌ	১৫।২৯
ঋবি	ঋষি	১৫।৩১
পবিদদাতু	পরিদদতু	১৬।১১
পুষ	পুষ	১৬।২০
দ্বিপদেশং	দ্বিপদে	১৯।৩
জীবসে	জীব মে	১৯।১২
ব্রহ্মচারিপ্রেষ্যে	ব্রহ্মচারিপ্রৈষ্যে	২৭।১
ত্রিষ্টুপ্ছন্দো	শর্ক্বরীচ্ছন্দো	২৭।২২

অধীহি ভোঃ...ইহার পূর্ব্বে "প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ওঁ" ইহা পাঠ্য। ২৭।২৬

ধিয়ো	ধিয়ো	২৮।৩

'মহাব্যাহৃতিহোম'...ইহার পূর্ব্বে 'তেজোনামক অগ্নিস্থাপন করিয়া" ইহা বসিবে। ৩২।২

তৎপরে আচার্য্য...ইহার পরে 'মাণবককে নিজের দক্ষিণে বসাইয়া' ইহা হইবে। ৩২ ২

শুভলগ্নে ধৌত...ইহার পর "বা ক্ষৌম" ইহা বসিবে। ৩৪।১১

অনুষ্টুপ্ছন্দঃ	পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ	৩৫।১২ ও ১৬

'সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি' ইহার পর 'মন্ত্রপাঠ ও' ইহা বসিবে ৩৭।১৫

শক্করী	শর্ক্করী	৩৮।২৮
অশ্মাক্রমণে	অশ্মাক্রামণে	৪৫।১।২১
দেবোঽর্য্যমা	দেবো অর্য্যমা	৪৫।২৯
পাদাক্রমণে	পাদাক্রামণে	৪৭।৬
বায়ুর্দেবতা	রামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দেবতা	৫৩।১৯

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
শ্চন্দ্রো	রামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো	৫৩।২০
সূর্য্যো দেবতা	আমন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো	৫৩।২১
জগ্রভতম্	জগ্রভত	৫৯।১৩
বটাস্কন্ধ	ইহার পর 'কুশমূল' হইবে	৫৯।২৫
গর্ত্তের	প্রথম গর্ত্তের	৬০।১১
তিলদুগ্ধ	তিলমুদ্গ	৬০।১৮

প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি ইহার পর "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি ইত্যাদি" বসিবে। ৬০।২১

"ওঁ প্রাণ, ওঁ ব্যান, ওঁ অপান, ওঁ উদান, ওঁ সমান" স্থলে "ওঁ প্রাণঃ, ওঁ ব্যানঃ, ওঁ অপানঃ, ওঁ উদানঃ, ওঁ সমানঃ" হইবে। ৬৩।২৪

"সত্যনামাগ্নির আবাহন ও পূজান্তে—আঘারাজ্যভাগ হোম" স্থলে আঘারাজ্যভাগ হোমান্তে সত্যনামাগ্নির আবাহন ও পূজা" হইবে ৬৮।২৬

'অগ্নির পশ্চিমে' ইহার পর 'গুরুর দক্ষিণে' ইহা বসিবে। ৭১।২৩

'মাণবক পড়িলে' ইহার পর 'কটিদেশে' ইহা হইবে ৭২।৪

'ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ মন্ত্রে' ইহার পর 'জলাঞ্জলি দান করিয়া' ইহা বসিবে। ৭২।২৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
মাণবকের দক্ষিণহস্ত	অঙ্গুষ্ঠসহ দক্ষিণ হস্ত	৭৩।১
নিজভাগস্থ	নিজ উত্তরভাগস্থ	৭৯।১
গ্রহ জলগণ্ডূষ	জলগণ্ডূষ গ্রহণ	৭৯।১
প্রামার্ক্ষ্যতে	প্রমার্ক্ষ্যতে	৭৯।২৫
যথাজ্ঞানতং	যথাজ্ঞানতঃ	৮২।১৩
অরিষ্টাস্মাকং	অরিষ্টা অস্মাকং	৮৩।৭
মৈরয়াৎ ঘান	মৈরয়ৎ বান	৮৭।৭
ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানিদ্রায়	ইদং প্রজাপতয়ে	৯০।২
বিষ্ণুঃ	বিষ্ণুঃ	৯১ ৫
ইহ মাবস্বশ্মিন্	ইহ তে মাবস্বশ্মিন্	৯১।৯
বিষ্ণুষ্বা	বিষ্ণুষ্বা	৯৩।১৩
ষচা	ষচা	৯৫।২৪
গায়ত্র্যক্ষিগ্	গায়ত্র্যক্ষিগ্	১০২।১০

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
রাপো দেবতাঃ	অগ্নির্দেবতা	১০৩,১৮

'দেবাঃ স্বাহা' ইহার পর 'অগ্নয় ইদং নমম,' ও 'আপৃণস্ব ঘৃতেন স্বাহা' ইহার পর 'অগ্নয় ইদং নমম' বসিবে। ১০৩।২১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
উদীর্ষ্বাতঃ	উদীর্ষ্বাতঃ	১০৮।৫
জীববৎসা	জীবৎস	১০৯।১৯
বিশতাদিমাং	বিশতাত্মমাং	১১১।২৬
সীমন্তকৃহনে	সীমন্তব্যূহনে	১১৩।৬
রবরাদ	ররাদ	১১৫।১৮
বিশ্বতোমুখা	বিশ্বতোমুখা	১১৬ ৯
ত্বষ্টর্জামাত	ত্বষ্টুর্জামাত	১১৭।১১
ততস্তত্র পাঠে পঠে	ততস্তত্র পঠে	১১৯,১৪
প্রেতা অন্নতা	প্রেতান্বয়তা	১১৯।৯
আঃ প্রমোষীঃ	আয়ুঃ প্রমোষীঃ	১২০।২৭
তেন তে ব্রহ্মাণো	তেন ব্রহ্মাণো	১২৪।১৭
ত্রিষ্টুপ ছন্দ	ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ	১২৮।৩
অধীহি ভো সাবিত্রীং	অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং	১২৯।১০
সমস্ত	সমস্ত	১৩০।১৯
মশ্বিনোস্তভাং	মশ্বিনোভা	১৩৬।২
বিশ্বস্মাদিন্দ্র	বিশ্বস্মাদিন্দ্র	১৩৭।৬
বিশ্বামিত্রর্শ্বষি	বিশ্বামিত্রঋষি	১৩৯।১৪
দেবমন্ত্রঃ	বেদমন্ত্রঃ	১৪২।১৫
বিষ্ণুং	সিন্ধুং	১৪২ ১৯
অর্য্যমাদেবঃ সবিতা	অর্য্যমাসবিতা	১৪৩।১২
তপ্তা বৈতরণী	তপ্তবৈতরণী	১৫৪ ২৫
অবনেনিক্ষ	অবনেনিক্ষ্ব	১৫৯।২৮
বাজস্য সবিতা	বাজস্য সনিতা	১৭৭।৬
অহস্তগ্নিমারুতে	অহস্তাগ্নিমারুতে	১৮০।৭
মহানাং	মহতাং	১৮৫।৩
বৎসভরী সহিত	বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত	১৮৫।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
বিমুক্তত্ব	বিমুক্তিপূর্ব্বক	১৮৫।২০
কন্তা	কন্থা	১৮৬.১২
সর্ব্বমঙ্গল্যাম্	সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যাম্	১৯২।৩
অন্তরীক্ষা	অন্তরিক্ষ্যা	১৯৯।২৮
ঘৃততিলতুলসী	তিলতুলসী	২০০।১৮
তৎপরে ওঁ নমস্তে	তৎপরে নীবীমোক্ষণ করিয়া ওঁ নমস্তে	২০৩।৮
শ্রাদ্ধরক্ষাং	শ্রাদ্ধে রক্ষাং	২০৮।১৯
যা দিব্যা মন্ত্রে মাটিতে রাখিয়া,	যা দিব্যা মন্ত্রে অভিমন্ত্রণান্তে মাটিতে রাখিয়া	২১০।
পুকরবো	পুরূরবো	২২০।
তাম্র	রৌপ্য	২২০।৩০
অমীমদন্তঃ	অমীমদন্ত	২২৫।২৪
বিশ্বদেবাঃ	বিশ্বেদেবাঃ	২২৮।২৬
এই মন্ত্রে অর্পণ	এই মন্ত্রে কর্ম্মফল অর্পণ	২২৯।৯
মাংস দ্বারা	মাংস অথবা পায়স দ্বারা	২৩৫ ১৬
অজ্ঞাতমৃতদাহ	অজ্ঞাতমৃতাহ	২৩৬:২৫
অশৌচান্তদিনে	অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে	২৩৮।১

"শ্রাদ্ধে অধিকার নাই"...ইহার পর "কেহ কেহ বলেন, বস্তুতঃ শাস্ত্রে কোনও নিষেধ নাই" বসিবে। ২৩৮ ১৮

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
ওঁ মন্ত্র পড়িয়া মধু	ও মধু মন্ত্র পড়িয়া	২৪১।২৯
"ওঁ অমুকদেবশর্ম্মন্" ইহার পূর্ব্বে	"ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ" হইবে	২৪৩।১৫

"দক্ষিণান্ত।"—ইহার পূর্ব্বে "ওঁ পিণ্ডঃ সম্পন্নঃ (ওঁ সুসম্পন্নঃ প্রত্যুত্তর) প্রশ্ন করিয়া 'ওঁ পিণ্ড গয়াং গচ্ছ' মন্ত্রে গয়াভিমুখে পিণ্ডচালনা করিবে।" ইহা বসিবে। ২৪৪।১

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
দীপ ও দর্পণ	দীপ, দর্পণ ও প্রশস্তপাত্র	২৪৯।৬
স্বর্ণরং	স্বর্ণরং,	২৫০।১৮
মধষিরে দেবা	মধষিরে	২৫০।১৮
হ্মমৃহিবে	হব্যামৃহিবে	২৫৭।৬
ইদময়ং	ইদমামায়ং	"

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
হবদাজ্যো হবহভূৎ,	হবদাজ্যোঽহভূৎ	২৭০।৭
"রজতদানে বিশেষ মন্ত্র নাই" এই স্থানে "রজতদানে বিশেষ মন্ত্র যথা— 'ওঁ অসুরেষু সমুদ্ভূতং রজতং পিতৃবল্লভম্। তস্মাদস্য প্রদানেন রুদ্রঃ সম্প্রীয়তাং মম ॥" বসিবে		২৭৭।৫
প্রতিগ্রহীতা	হইবে না	২৭৬।২৬
স্বস্তিসূক্ত	সঙ্কল্পসূক্ত	২৭৮।১১
হ্যক্কো	ধুক্কো	২৮০।২২
রূপকামং কৃণোতি	রবকামং কৃণোতু	২৮০।২৫
বিরিঞ্চন্নমসে	বিরিঞ্চিং জিম্নমবসে	২৮২।১৩
"অতঃপর হোতা"...ইহার পরে "ব্রহ্মার পূজা করিয়া" হইবে		২৮৩।২৭
মমুষ্যৈ	মমুষ্যাঃ	২৮৭।২০
সাঙ্গয়ে চ	শঙ্করে চ	২৯১।২৭।২৯
ময়োভবায় চ	মায়োভবায় চ	
মদ্যুদ্দেন	মদাবন্ন্	২৯৬।১৩
ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে	দক্ষিণপার্শ্বে	৩০১।১৪
স্বস্তি ও ঋদ্ধি	ঋদ্ধি ও স্বস্তি	৩৩৮।৯
কোশায়	ক্রোশায়	৩৩৯।২২
বপ্ন	ব্রপ্ন	
পূর্ব্বমুখে	উত্তরমুখে	৩৪১।২২
"অমুকগোত্রে মাতঃ" "অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ" বিষ্ণুস্মরণ করিয়া ইহার পর		৩৪৬।২৭
"ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঋতু নমস্কারান্তে" হইবে		৩৪৮।১৩
জিগমিষ	জিগমিষতি	৩৫৪।১০
রজতপ্রতিমা	রজতপৃথিবী	৩৬৩।২২
"ইমা রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্রে রুদ্রহোমে মন্ত্রান্তে সর্ব্বত্র স্বাহা হইবে		৩৭২
চতুষ্টয় সোপকরণ সহিত	চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ	৩৭৭।২২
অর্পয়ব ভেষজেভির্ভিক্তমং	অর্পয় ভেষজেভির্ভিবক্তমং	৩৮০।৯
সর্ব্বা গাত্রেভ্যঃ	সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ	৩৯৪।২০
পরে হি পিতঃ	পরে হি নঃ পিতঃ	৪০৮।৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
দক্ষিণ প্রবণ	দক্ষিণ প্লবন	৪১০।৪
অগ্নোপরি হুতশেষ	অগ্নোপরি বারত্রয় হুতশেষ	৪১৮।৪
যস্ত শ্রাদ্ধং	যেষাং শ্রাদ্ধং	৪২০।১৪
পিণ্ডান্যপি	পিণ্ডানপি	৪২০।১৫
মমা জাতা	ময়া জাতা	৪২৪।১২
বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক পরে	বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক	৪২৭।২১
হবং যে	হবং মে যে	৪২৮।২১
এতে বো দীপৌ	এতৌ বো দীপৌ	৪২৯।১৩
পূর্ব্বেণিভিঃ	পূর্ব্বিণেভিঃ	৪৩০।৪

"অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" স্থলে "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" এইরূপ ক্রম হইবে। ৪৩০।২৯

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
বারদ্বয়	বারত্রয়	৪৩১।২
সপ্রব	প্রসব	৪৩৪।২২
তৃপ্তিমায়াস্ত	তৃপ্তিমায়াতু	৪৫৬।২৭
যজুর্ব্বেদিগণ	যজুর্ব্বেদি ভিন্ন ব্রাহ্মণ	৪৬৯।৩১
দেরো	দেয়ো	৪৭১।১৭
তদ্দর্শমাৎ	স্বদ্দর্শনাৎ	৫১৬।৫
পত্রাক "৪১৬" স্থলে	"৫১৬" হইবে।	
শিয়ঃ	শিরঃ	৫৩১।২০
তুক্তা	ভুক্তা	৫৫৪।৩
কবি	করি	৫৫৫।১২
রাজোদোষ	রজোদোষ	৫৫৫।৩০
দিগ্বন্ধন	দিগ্ বন্ধন	৫৬১।১৪
বিশ্বেদেব	বিশ্বদেব	৫৬১।১৬

"তীর্থপ্রত্যাগমনোত্তরগৃহপ্রবেশনিমিত্তকং" ইহার পর "আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং পাঠ্য হইবে ৫৬৩।২৩

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
অনুপজীত	অনুপনীত পুরুষ	৫৬৭।১৪

সামান্ত কুশণ্ডিকা (২য় খণ্ড ১ম প্রবাহ) স্থলে "(সামবেদিবৃষোৎসর্গে)" হইবে ৫৭৫।২৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
াত্রৈবাষ্টোত্তর	মন্ত্রেণাষ্টোত্তর	৫৭৯'১১
২য় খণ্ড সংস্কার প্রকরণ)	(বৃষোৎসর্গ)	৫৮০।১৩
ঈ	নমঃ	৫৮০ ২১
রুণস্যোত্তম্ভনমিত্যাদির পর "ইমম্মে গঙ্গে যমুনে" ইত্যাদি বসিবে		৫৮৪।১৫
ভস্মনাত্রদাস্তঃ	ভস্মনার্দ্রদাস্তঃ	৫৮৫ ১২
হুবে	হবে	৫৮৭।৪
ষিকৃদ্ধোম	স্বিষ্টকৃদ্ধোম	৫৯৫।১২
নিম্নোক্ত	পূর্ব্বোক্ত	৬০১ ২০
ভৃজিরীটি	ভৃঙ্গরীট	৬১৪।৬
সেই	সেই দিকে	৬১৫।১০
চামুণ্ডা ও কালিকা	চামুণ্ডা	৬২৮।১৩
যোদয়েৎ	মোদেয়ং	৬৩২।১৯
যোগায়	বোগায়	৬৪০।২২
"সবাংসি জলদা নদাঃ" স্থলে	"সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ" হইবে।	৬৪১ ২৩
তীর্থানি	সরাংসি	৬৪১।২৩
"পৃথোক্ত শালাহোম বিবিধপ্রকরণে" স্থলে "তৃতীয়খণ্ডে দ্রষ্টব্য" হইবে		৬৪৩।১৮
নম ওঁ বরুণায়	ওঁ বরুণায়	৬৪৪।১৯
কলশ	কলশং	৬৫২।১৯
ক্রৌং	ক্রোং	৬৫২।১
চার্ব্বতে চার্ব্বতে	চার্ব্বতে	৬৫৫।২৮
সম্ভব	সংস্তব	৬৫৫।২৮
ময়ৈতৎ	ময়া সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টম্ এতৎ	৬৬০।১৯
গ্রহহেভ্যঃ	গ্রহেভ্যঃ	৬৬৫।২৮
অনুগ্রহার্থৈ	মধ্যে অনুগ্রহার্থৈ	৬৬৬।১০
সঙ্কল্প	পূর্ব্বমুখে সঙ্কল্প	৬৭৪।২৬
স্বিষ্টকৃদ্ধোম	ঋগ্‌বেদোক্ত স্বিষ্টকৃদ্ধোম	৬৭৫।১০
সান্নধত্তাম্	সন্নিধত্তম্	৬৮০।১৬
চান্নমিতি	চাতুন ইতি	৬৮৩।১৭
প্রাণাঃ	ক্রাণাঃ	৬৮৩২০

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক
দানবাক্য	দানমন্ত্র	৬৯১।৮
বিমলাচল	বিপুলাচল	৬৯৪।৫
তাহারই	সেই	৬৯৬।১০
যজ্ঞ	যজ্ঞেন	৭০০।২৭
"পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং" উঠিয়া যাইবে		৭০১।৮
হি পাপানাং	হ্যপাপানাং	৭০৭।১৩
দোষজ	কর্ম্মজ	৭১১॥১৬
সুসংচিত	সংস্থচিত	৭১৩।১৭
অপূর্ব্ব্য	অপূর্ব্ব্যা	৭২৬।১৮
কলাপ	সরীস্থপ	৭৩৬।২১
তত্ত্ব	তত্ত্ব	৭৩৮ ১৬
'ঈশানে ভগাবহায়ৈ' ইহার পর "পশ্চিমে ভগসিদ্ধায়ৈ নমঃ" বসিবে		৮৪২।২০
তাম্রাদিপত্রে	তাম্রাদিপাত্রে	৭৪২।৯
চরুহোম	হোম	৭৪৫।২৫
ত্রায়সে	ত্রায়সে	৭৫৯।১৪
হুং	হূঁ	৭৭১।১৪
বিদ্যুতয়ৈ	বিদ্যুতায়ৈ	৭৮১'১
দশাহেত্বাং	দশাহেংত্বা	৭৮৩।৩০
অগ্নিতে সম্মার্জ্জন	জলধারা সম্মার্জ্জন	৭৯৩।২৯
ঔ	ওঁ	৮০০।১৩
করঃশিরসংযোগ	করশিরঃসংযোগ	৮১১।২৫
রশ্মি	রশ্মি	৮১৪।৫
অমৃতস্ম	অমৃতস্ম	৮১৪।৫
দুব্ধ	দুগ্ধ	৮১৪,১৩
দ্যোর্দ্বা	দ্যৌর্বা	৮২৩।২১
কৃণোতু	কৃণোতি	৮২৫।১৪
জহবাঃ	যহ্বাঃ	৮২৫।১৭
ইমঃ	ইমং	৮২৫।২৭
যজ্ঞমিদং	যজ্ঞমিমং	৮২৭।২৪

"দেবতার দক্ষিণে দীপ দিবে সম্মুখে বা বামে দিতে নাই—" স্থলে দেবতার দক্ষিণে বা সম্মুখে দীপ দিবে, বামে দিতে নাই।"—বসিবে ৮৩০।২৯

সমাপ্ত.